বড়ু চণ্ডীদাসের

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

প্রথম খণ্ড

মূল পুথির ফটোমুদ্রণ সংস্করণ

সম্পাদনা

নীলরতন সেন

সা হি ত্য লো ক

৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৭০০০০৬

Srikrishnakirtan
Edited by Nilratan Sen

প্রথম সংস্করণ : ১৪ এপ্রিল, ২০০০

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৭০০০০৬

অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণ : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৭০০০০৬

প্রাচীন বাংলা ভাষার পরিচয়ধারী ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন’ অধ্যাপক নীলরতন সেন-এর সম্পাদনায় দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হল। এই কাব্যের আধুনিক বঙ্গানুবাদরূপে দ্বিতীয় খণ্ডটি পূর্বে প্রকাশিত। এখন প্রকাশিত হল মূল পুথির ফটোমুদ্রণ সংস্করণ বা প্রথম খণ্ড।

বঙ্গানুবাদ খণ্ডটি জন্মখণ্ড থেকে রাধাবিরহ খণ্ড-এ বিন্যস্ত। ফটোমুদ্রণ সংস্করণ খণ্ডরহিত। এখানে একই পৃষ্ঠায় একই ছত্রে একটি খণ্ড শেষ হয়েছে ꙮ ফুল চিহ্নে। এছাড়া কোন্ স্থলে কোন্ খণ্ড শুরু লিপিকর তার উল্লেখ করেছেন এবং বিজোড় পৃষ্ঠা থেকে খণ্ড-নাম উল্লিখিত।

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন’-পুথি সম্পাদনা অধ্যাপক সেনের সারস্বত সাধনার অন্যতম বিশিষ্ট পরিচায়ক। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে প্রলম্বিত হয়েছে বর্তমান প্রকাশ। যথাসাধ্য প্রয়াস সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গেল। সেগুলি পরবর্তী সংস্করণে দূর করা যাবে এইমাত্র আশা।

বিষয়সূচী

ভূমিকা

পুথি পরিচয়

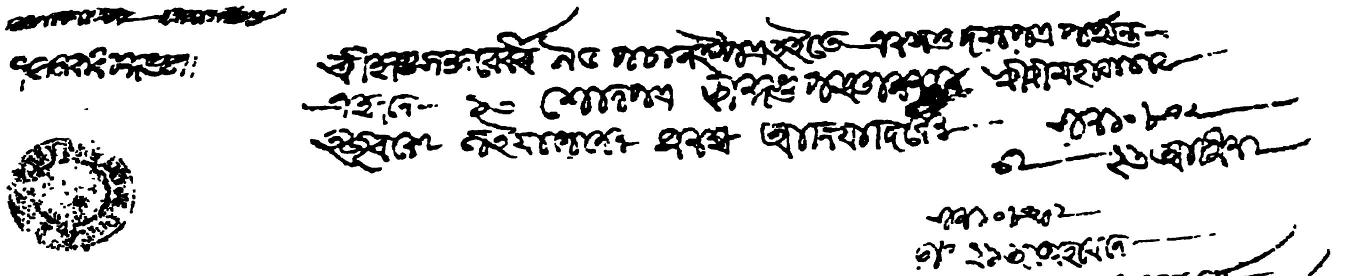
গ্রন্থ আবিষ্কার : বিশিষ্ট পুথি-বিশারদ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ (১৮৬৫-১৯৫২) ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বনবিষ্ণুপুরের কাছে কাঁকিল্যা গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা পালাগনের একটি পুথির সন্ধান পান। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য পুথিটি সংগৃহীত হয়। সেখান থেকেই বসন্তরঞ্জনের সম্পাদনায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে উক্ত পুথিটি প্রকাশিত হয়। মুখবন্ধ লেখেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)। পুথির লিপিকাল নিয়ে আলোচনা করেন লিপিবিশারদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯৩০)। গ্রন্থের মূল 'ভূমিকা' লেখেন সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ (খ্রি. ১৮৬৫-১৯৫২)। সেখানে তিনি সমস্যা, পুথি, কবি, বর্ণনীয় বিষয়, ভাষা, শব্দ ও বর্ণবিন্যাস, ব্যাকরণ, রুচি ও আধ্যাত্মিকতা, শ্রীরাধা, লৌকিক সাহিত্যে শ্রীরাধার উল্লেখ এবং কাব্যসমালোচনা শিরোনামে গ্রন্থটির নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

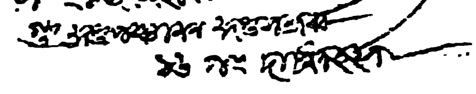
প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির প্রথম দুটি পাতা, (১ক-খ, ২ক-খ) পাওয়া যায়নি। শেষদিকেও অসমাপ্ত রয়েছে। মাঝেও কিছু কিছু পাতা মেলেনি। যে পাতাগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি হল : ৩-৮, ১০-১৫, ১৭খ-১৮, ১৯খ-৪০, ৪২-৮৮ক, ৮৯-৯৩ক, ৯৪-৯৭, ৯৮খ-১০৩, ১১২-১৪৪, ১৫২-২২৬।

পুথিটি দুভাঁজ তুলোট কাগজে, ভিতরের অংশ সাদা রেখে, বাইরের উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত। —অর্থাৎ ২২৬ × ২ = ৪৫২ পৃষ্ঠায়, অসমাপ্ত অবস্থায় এটি পাওয়া গেছে। শেষে কয়েকটি সাদা পাতা রয়েছে। সম্ভবত লিপিকর অন্য পুথি থেকে নকল করতে করতে এটি অসম্পূর্ণ রেখেছিলেন। বিশেষজ্ঞদের মতে পুথিতে তিন হাতের লেখা রয়েছে। প্রথম হাতের লেখাই বেশি। দ্বিতীয় হাতের লেখা ১৭৬ক, ২০৪-২০৭ক, ২১২, ২১৭খ-২২২ক। তৃতীয় অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন হাতের লেখা ৬ এবং ১১৫ সংখ্যক পাতায় মিলছে। ৩-১৫ পাতা পর্যন্ত প্রতি পৃষ্ঠায় আট লাইন ; তারপর থেকে প্রতি পৃষ্ঠায় সাত লাইন হিসাবে লিখিত হয়েছে। পাতার মাঝখানে সূত্রবন্ধনীর জন্য প্রায় এক বর্গইঞ্চি ফাঁক রাখা হয়েছে। পুথির পাতার আকার ১৩″ × ৩″। প্রথম ও দ্বিতীয় হাতের লেখা বেশ স্পষ্ট, সুবোধ্য। পুথির ৬খ এবং ৭৩খ পৃষ্ঠায়, উপরের দিকে অস্পষ্ট ফার্সী হরফে কিছু লিখিত রয়েছে। পুথির কোথাও কবির নাম-পরিচয়, লিপিকরের নাম-পরিচয়, বা গ্রন্থটির নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই।

গ্রন্থের নাম-প্রসঙ্গ : গ্রন্থটির শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাম ছিল এমন অনুমানের সপক্ষে বসন্তরঞ্জন মন্তব্য করেন : 'কথিত হয়, চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেন। খেতরীর এক বার্ষিক উৎসবে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা গীত হইয়াছিল, অবশ্য কীর্তনাঙ্গে। আলোচ্য পুথির প্রতিপাদ্য যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন তাহাতে তর্কের অবসর নাই। অতএব গ্রন্থের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামকরণ অসমীচীন নয়। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ৭সং পৃ. ॥৵) কথিত হয় অর্থে, ইতিপূর্বে ব্রজসুন্দর সান্যাল 'চণ্ডীদাস চরিতে' (১৩১১), ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য 'বিদ্যাপতি' গ্রন্থে (১৩০১) এবং জগদ্বন্ধু ভদ্র 'মহাজন পদাবলী'তে (১২৮০) এরূপ একটি পালাগানের উল্লেখ করেছেন। সনাতন গোস্বামীও 'শ্রীচণ্ডীদাসাদিদর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি প্রকারশ্চ'-এর উল্লেখ করে জয়দেবের গীতগোবিন্দের সঙ্গে তুল্যমূল্য হিসাবে গণ্য করেছেন (বৃ. বৈষ্ণব তোষিণী ১০।৩৩।২৬)। পুথিতে দশটি খণ্ড বা অধ্যায় পালা (জন্ম, তাম্বুল, দান, নৌকা, ভার-ছত্রসহ, বৃন্দাবন, যমুনা : কালীয় ও হার-সহ, বাণ, বংশী ও রাধাবিরহ) থাকলেও বেশি গুরুত্ব পেয়েছে দান, নৌকা, বংশী এবং রাধাবিরহের পালা চতুষ্টয়। এই গুরুত্ব বিচারে বোধহয় সম্পাদক গ্রন্থের এরূপ নামকরণ করেছেন এবং পণ্ডিতেরা মোটামুটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম মেনে নিয়েছেন। অবশ্য পুথির মধ্যে প্রাপ্ত একটি রসিদে লেখা রয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চানন নামক এক ব্যক্তি ১০৮৯ সালে (১৬৮২ খ্রী. ?) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ষোলটি পাতা মহারাজের কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এতে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯), ড. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৮৮), ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-২০০৩) প্রমুখ কয়েকজন গবেষক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে গ্রন্থটির নাম হয়তো 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ' ছিল।

প্রাপ্ত রসিদের অনুলিপি





শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্বের ৯৫ পচানইপত্রহইতে একসও দসপত্র পর্য্যন্ত
একুনে ১৬ শোলপত্র শ্রীকৃষ্ণপঞ্চাননে শ্রীশ্রীমহারাজা
হুজুরকে লইয়াগেলেন পুনশ্চ আনিয়াদিবেন—

সন ১০৮৯—
তাং ২৬ আশ্বিন—

সন ১০৮৯—
তাং ২১ অগ্রহায়নে—
গুং[1] কৃষ্ণপঞ্চানন কৃষ্ণসন্দর্ব্ব—
১৬ পত্র দাখিলহইল—

১. গুং = গুজরৎ (submitted by)।

লেখক-প্রসঙ্গ : গ্রন্থকার বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ব পদাবলী গানের কবি চণ্ডীদাস থেকে পৃথক ব্যক্তি না একই ব্যক্তি এ বিষয়েও গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। বসন্তরঞ্জন পদাবলীর এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবিকে এক ব্যক্তি মনে করেন। ড. শহীদুল্লাহ্ পদাবলীর দুই চণ্ডীদাস (দ্বিজ ও দীন) স্বীকার করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাসকে তৃতীয় ব্যক্তি মনে করেন। মণীন্দ্রমোহন বসু এবং ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চৈতন্য-পূর্ব কবি বড়ু চণ্ডীদাস এবং দ্বিতীয় একজন চৈতন্য পরবর্তী পদাবলীর কবি চণ্ডীদাস (দীন বা দ্বিজ)-কে মানেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রস আস্বাদন করতেন বলেই অধ্যাপক বসুর ধারণা। সুকুমার সেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস ব্যতীত দ্বিতীয় কোনও উল্লেখযোগ্য কবি চণ্ডীদাসের অস্তিত্বেই সন্দিহান। বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেন, চণ্ডীদাস এক, দুই বা তিন নহেন,—আরও বেশি সংখ্যক। 'বড়ু' বিশেষণেই ধরা যায়, তাঁর পূর্বেই কোনও খ্যাতনামা চণ্ডীদাস ছিলেন,—সে কারণেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস 'বড়ু' হয়েছেন।—ইনি সম্ভবত চৈতন্য-সমসাময়িক ছিলেন, তবে মহাপ্রভু এরূপ বিকৃত রুচির কাব্য-রসাস্বাদন করতেন তা কখনো সম্ভবপর নয়। দীনেশচন্দ্র সেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রুচিবিকারে ক্ষুব্ধ হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি ও পদাবলীর খ্যাতনামা চণ্ডীদাসকে এক অভিন্ন বলেই ধরেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও এই মতের সমর্থক। এমন আরও মতামত রয়েছে। তবে আরও নতুন তথ্য-প্রমাণ হাতে না আসা পর্যন্ত চণ্ডীদাস-সমস্যার সম্পূর্ণ মীমাংসা সম্ভবপর নহে। চৈতন্য-পূর্ব পদাবলীগানের কোনও চণ্ডীদাসকে স্বীকার করতে হলে শহীদুল্লাহ্-র মতানুযায়ী চৈতন্য-পূর্বযুগের বড়ু (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের) ও দ্বিজ (পদাবলী গানের) এবং চৈতন্য-পরবর্তী দীন (পদাবলী গানের), —এই তিনজন চণ্ডীদাসকে স্বীকার ক'রতেই হয়।

রচনাকাল : গ্রন্থের রচনাকাল বিষয়ে অধিকাংশ ভাষাতাত্ত্বিক একমত হয়েছেন যে চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে কোনও সময়ে এ-গ্রন্থ রচিত হয়ে থাকবে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) তাঁর O.D.B.L. গ্রন্থে আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার একমাত্র নিদর্শন হিসাবে এ গ্রন্থের ভাষা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন[১] যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (১৮৫৯-১৯৫৬) এ-গ্রন্থের ভাষার প্রাচীনতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেও (সা. প. প. ১৩২৬ দ্র.) সতীশচন্দ্র রায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, শহীদুল্লাহ্ প্রভৃতি ভাষা-বিশেষজ্ঞগণ বিশদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিপন্ন করেছেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা আদি-মধ্যযুগের ভাষা। বসন্তরঞ্জন নিজেও ভাষাগত মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে গ্রন্থের ভূমিকায় আলোচনা করেছেন।

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা সম্পর্কে সুনীতিকুমারের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

The next great landmark in the study of Bengali, after the Caryas, is the 'Śrī Kṛṣna Kīrttan' of Candidasa This work, from point of view of language, is of unique character in MB literature . . . . There is no Middle Bengali work dating from before 1500 which preserved in a contemporary MS, except one, and that is the SKK, The MS, from the style of script it employs, according to expert openion, belongs to the latter half of the 14th century. It gives us the genuine West Bengali as used in literary composition in the middle of that century The genuineness of the work is born out by the remarkably archaic character of the forms, which agree with such widely distant dialects as North Bengali and Assamese , and some of its expressions are found in Early Middle Bengali stage, and its importance in the study of Bengali, in the absence of other genuine texts is as great as that of the works of Layamon, Orm and Chaucer in English.

—*Origin and Development of the Bengali Language, Pt I, 1926 pp, 127-129*

লিপিকাল : গ্রন্থের লিপিকাল নিয়ে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, শহীদুল্লাহ্, বসন্তরঞ্জন প্রমুখ পণ্ডিতেরা আলোচনায় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, এ-লিপি চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যেকার। সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯২) অবশ্য মনে করেন, পুথিটি খুবই অর্বাচীন কালে, এমনকি অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে লিখিত হওয়াও কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে যে ক্ষুদ্র লিপিটি পাওয়া গেছে তার তারিখ সপ্তদশ শতকের। অন্তত সেই তারিখের এদিকে লিপিকাল এগিয়ে আনা মুস্কিল। ড. সেন অবশ্য গ্রন্থের কাগজ রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে এই অনুমানের সত্যতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তবে, তাঁর মতেও পুথির ভাষা খ্রী ১৩৫০ থেকে ১৪৫০-এর সাক্ষ্য বহন করছে।

লিপি ও হস্তাক্ষর

আগেই বলেছি গ্রন্থের ভাষা এবং লিপিকাল নিয়ে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্‌বল্লভ প্রমুখ পণ্ডিতেরা আলোচনা করে সিদ্ধান্তে এসেছেন, এর ভাষা ও লিপি চতুর্দশ শতক থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তী সময়কার। সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯২) মনে করেন, এর ভাষা-নিদর্শন খ্রী. ১৩৫০ থেকে ১৪৫০-এর মধ্যবর্তী সময়কার হলেও প্রাপ্ত পুথিটিতে অনেক অর্বাচীন কালের লিপিকরদের হস্তলিপির নিদর্শন মিলছে। পুথিতে ব্যবহৃত তুলট কাগজের রাসায়নিক পরীক্ষাতেও তিনি একই সিদ্ধান্তে এসে, এটি অষ্টাদশ শতকে নকল করা হয়েছে বলে গণ্য করেছেন।

বর্তমান আলোচনায় পুথিতে প্রাপ্ত হাতের লেখার ভিত্তিতেই বর্ণলিপিগুলির পরিচয় নেওয়া গেল।[১]

স্বরবর্ণ-লিপি

অ, আ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে হল ***অ, আ***; চর্যাগীতিকোষে হল **অ, আ** অথবা ***অ, আ***। লক্ষণীয়, চর্যা বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বর্ণলিপিদুটির সঙ্গে মৈথিলী লিপির বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। বর্তমান বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং নাগরী বর্ণলিপির সঙ্গেও এই দুটি লিপির যথেষ্ট মিল আছে। (দ্র. বর্ণলিপিমালার তালিকা)।

ই, ঈ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ***ই, ঈ***; চর্যাগীতি পুথিতে ***ই, ঈ***। এখানে দেখা যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপি-বর্ণদুটি আধুনিক বাংলা লিপির অনেক কাছে চলে এসেছে। নেওয়ারী, নাগরী, মৈথিলী বা ওড়িয়া লিপির সঙ্গে এই লিপির বৈসাদৃশ্যই বেশি লক্ষিত হয়।

---

১ বর্ণলিপিগুলির পাঠ-বিভ্রাট নিয়ে বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিব পাঠের সংশোধন ও সম্পাদন' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ, ১৩৭০) প্রবন্ধটি এবং তাবাপদ মুখোপাধ্যায় রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের 'লিপিকলা পাঠ-বিভ্রাট' এবং 'পুথির মূলপাঠ ও তোলাপাঠ' প্রবন্ধ দুটি দ্রষ্টব্য।
বর্ণলিপির পরিচয়ে প্রথমে আধুনিক বাংলা লিপির মুদ্রিত রূপটি দিয়ে পরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এবং প্রয়োজনমতো চর্যাগীতির বর্ণলিপির চিত্র দেওয়া হল।

উ, ঊ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ড, ড্ড ; চর্যাগীতি পুথিতে ৳, ৳। এখানে দেখা যাচ্ছে, চর্যার লিপির সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। নাগরী ও নেওয়ারী এবং মৈথিলী লিপির সঙ্গেও বেশ মিল পাওয়া যায়। ওড়িয়া লিপিতে অবশ্য গোলাকার মাত্রা দেওয়া হয়েছে।

এ, ও : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এ, ও ; চর্যাগীতি পুথিতে এ, ঔ। এখানেও লক্ষ্য করা যাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর লিপি চর্যার লিপি থেকে অনেকটা সরে এসে আধুনিক বাংলা লিপির কাছাকাছি চলে এসেছে। আপাতদৃষ্টে ঐ বা ঔ লিপি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বা চর্যাগীতে লক্ষিত হল না। অমিত্রসূদন যে তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে অবশ্য ঐ (ঐ) এবং ঔ (ঔ) বর্ণ লিপি দুটি মিলছে।

ব্যঞ্জনবর্ণ-লিপি

ক : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ক ক ; চর্যাগীতিকোষে ক এবং ক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর প্রথম লিপিটির সঙ্গে চর্যাগীতির প্রথম লিপির সাদৃশ্য রয়েছে। ওড়িয়াতে ক লিপিও একই ধরনের, তবে মাত্রাটি অর্ধবৃত্তাকার। মৈথিলী, নেওয়ারী লিপি বাংলা-অসমীয়ার সমপর্যায়ের। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং চর্যায় ক বর্ণের সঙ্গে উ-কার বা অন্য ব্যঞ্জনের সংযোগ লিপিরূপ অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছে, এটি লক্ষ্য করবার বিষয়।

খ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে খ ; চর্যাগীতিতে খ অথবা খ রূপে। উভয়লিপিতে পার্থক্য বেশি নেই। আধুনিক বাংলা-অসমীয়ার সঙ্গেও তার বেশ মিল রয়েছে। ওড়িয়াতে, নাগরীতে, নেওয়ারীতে লিপিরূপের অনেকটা পরিবর্তন ঘটেছে।

গ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গ ; চর্যাগীতিতে গ।—এই দুই-লিপিতে বিশেষ পার্থক্য নেই। মৈথিলী, নেওয়ারী, নাগরী লিপির সঙ্গে এই বর্ণলিপির বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। ওড়িয়াতে এটি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে গ হয়েছে। মনে হয়, সবগুলি লিপির উৎসই অভিন্ন।

ঘ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঘ ; চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির লিপিরূপ হল, ঘ। মৈথিলী ও নেওয়ারীতে ঘ, ঘ; নাগরীতে ঘ ;ওড়িয়াতে ঘ।—সবগুলি লিপিরই উৎস এক মনে হয়।

ঙ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ড°; চর্যাগীতে পৃথকভাবে ঙ-এর লিপিরূপ মিলছে না। যুক্তবর্ণ লিপিতে অবশ্য ঙ-এর ব্যবহার লক্ষিত হয়।

চ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চ ; চর্যাগীতিতে চ ; উভয় লিপিতে সাদৃশ্য রয়েছে। মৈথিলীতে চ ; ওড়িয়াতে চ ; নেওয়ারীতে চ। এগুলি অবশ্য কিছুটা স্বতন্ত্র ধরনের।

ছ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ছ এবং ছ; চর্যাগীতে ছ এবং ছ। মৈথিলীতে ছ ; ওড়িয়াতে ছ ; নাগরীতে ছ; নেওয়ারীতে ছ মোটামুটিভাবে অনুমান করা যায় যে সবগুলি লিপিরই উৎস এক।

জ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে জ ; চর্যাগীতে জ; মৈথিলী জ ; ওড়িয়াতে জ ; নেওয়ারীতে জ ; নাগরীতে জ। এখানেও দেখা যাচ্ছে, সবগুলি বর্ণলিপির মধ্যেই গঠনগত সাদৃশ্য রয়েছে।

ঝ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঝ ; চর্যাগীতে ঝ। মৈথিলীতে ঝ ; নেওয়ারী ঝ ; ওড়িয়া ଝ ; নাগরী झ। নেওয়ারী, ওড়িয়া এবং নাগরী লিপিগুলি বাংলা তিনটি লিপিরূপ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র।

ঞ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঞ। চর্যাগীতে ঞ ; মৈথিলী ঞ ; ওড়িয়া ଞ ; নেওয়ারী ঞ এবং নাগরী ञ। এখানেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চর্যাগীতি ও মৈথিলী লিপিরূপ বাংলা লিপিরই প্রকারভেদমাত্র। ওড়িয়া, নেওয়ারী ও নাগরী কিছুটা ভিন্নধর্মী।

ট : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ট ; চর্যাগীতে ট ; মৈথিলীতে ট। ওড়িয়া, নেওয়ারী এবং নাগরী রূপ হল, যথাক্রমে ଟ, ট, এবং ट। যেমন প্রাচীন, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক বাংলা, অসমীয়া এবং মৈথিলী লিপির মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি ওড়িয়া, নেওয়ারী ও নাগরী লিপির মধ্যেও বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়।

ঠ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঠ এবং ঠ ; চর্যাগীতে ঠ এবং ঠ ; মৈথিলীতে ঠ। ওড়িয়াতে চর্যাগীতির ঠ লিপিটি পাওয়া যাচ্ছে। নেওয়ারীতে অনেকটা ত্রিকোণাকৃতি ঠ রূপ নিয়েছে। নাগরীতে ठ। দেখা যাচ্ছে, সবগুলি লিপির মধ্যেই কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে।

ড : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ড ; চর্যাগীতে ড ; মৈথিলী ড ; নেওয়ারীতে ড ; ওড়িয়াতে ଡ। এখানেও দেখা যাচ্ছে, সবগুলি লিপির মধ্যেই সাদৃশ্য রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, চর্যাগীতি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর বাংলা লিপিতে ড বর্ণটি শব্দসূচনায় না বসে অন্যত্র বসলে ড় ধ্বনিতে রূপান্তরিত হত।

ঢ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঢ ; চর্যাগীতিকোষে ঢ (অর্থাৎ ট লিপির সঙ্গে অভিন্ন) ; ওড়িয়াতে ଢ ; নেওয়ারীতে ঢ ; নাগরীতে ढ। চর্যাগীতি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর লিপির মধ্যে মিল রয়েছে। ওড়িয়া, নেওয়ারী ও নাগরীর মধ্যে কিছুটা পরস্পরের পার্থক্য রয়েছে। চর্যায় বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এ ড বর্ণের মতো এ বর্ণটিও শব্দসূচনায় না বসে অন্যত্র বসলে ঢ় ধ্বনিতে রূপান্তরিত হত।

ণ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ণ ; চর্যাগীতে ণ ; ওড়িয়াতে ଣ ; নেওয়ারীতে ণ ; নাগরীতে ण এখানে চর্যা ও ওড়িয়া লিপির মধ্যে মিল রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর লিপি কিছুটা স্বতন্ত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য : বানানে ণ এবং ন-এর পার্থক্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা চর্যাগীতিতে ততটা রক্ষিত হত না।

ত : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ত ; চর্যাগীতিতে ত ; ওড়িয়াতে ତ ; নেওয়ারীতে ত ; নাগরীতে त। নাগরী লিপি বাদ দিলে, বাকি চারটি লিপির মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত।

থ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে থ ; চর্যাগীতে থ ; মৈথিলীতে থ ; নেওয়ারীতে থ ; ওড়িয়াতে ଥ এবং নাগরীতে थ। বলা যেতে পারে, সবগুলি বর্ণলিপিই একই উৎসজাত।

দ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দ এবং দ ; চর্যাগীতিতে দ এবং দ ; মৈথিলীতে দ ; ওড়িয়াতে ଦ ; নেওয়ারী দ। সবগুলি বর্ণলিপির মধ্যেই মিল রয়েছে। ওড়িয়া বর্ণলিপির মাত্রাটি গোলাকৃতি।

ধ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ধ। চর্যাগীতিতে ধ ; মৈথিলী ধ ; ওড়িয়াতে ଧ ; নেওয়ারীতে ধ ; নাগরীতে ध। এখানেও সব বর্ণলিপিগুলির মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

ন : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ন এবং ন ; চর্যাগীতে ন ; মৈথিলী ন ; ওড়িয়াতে ନ ; নেওয়ারীতে न এবং নাগরীতে न। এখানেও সবগুলি পূর্বীলিপির মধ্যে মিল লক্ষিত হয়।

প : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তিনটি রূপ মেলে প, প এবং প। চর্যাগীতিকোষেও তিনটি রূপ প, প এবং প ; ওড়িয়াতে ପ ; নেওয়ারীতে प ; নাগরীতে प। সবগুলি লিপিরই উৎস অভিন্ন।

ফ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ফ ; চর্যাগীতিতে ফ ; মৈথিলীতে ফ ; ওড়িয়াতে ଫ ; নেওয়ারীতে फ ; নাগরীতে फ। এখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চর্যা, মৈথিলী ও নেওয়ারী বর্ণলিপিতে সাদৃশ্য রয়েছে। ওড়িয়া ও নাগরী লিপিরূপ 'প'কে আশ্রয় করে তৈরি হয়েছে।

ব : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব ; চর্যাগীতিতে ব ; মৈথিলীতে ৰ ; ওড়িয়াতে ବ ; নেওয়ারীতে व ; নাগরীতে व ; নাগরীতে বর্গীয় 'ব' বোঝাতে পেটকাটা ब এবং অন্তঃস্থ 'ব' বোঝাতে পেট না কাটা व ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পূর্বী অপভ্রংশ, বাংলা, অসমীয়া, মৈথিলী এবং ওড়িয়া বর্ণলিপিতে এই পার্থক্য রাখা হয়নি।[১] আধুনিক মৈথিলী ও ওড়িয়াতে অবশ্য এই পার্থক্য বোঝাতে বর্গীয় 'ব'-এর ক্ষেত্রে 'ৱ'-এর ব্যবহার শুরু হয়েছে।

ভ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ভ ; চর্যাগীতিকোষে ভ ; মৈথিলীতে ভ এবং ভ ; ওড়িয়াতে ଭ ; নেওয়ারী भ এবং নাগরী भ। বর্তমান বাংলা ও অসমীয়া লিপির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মৈথিলী বর্ণলিপির সাদৃশ্য বেশি। চর্যার লিপিটি একটু পৃথক। নেওয়ারী, নাগরী লিপিদুটিও স্বতন্ত্র।

ম : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ম ; চর্যাগীতিতে ম ; মৈথিলীতে ম ; নেওয়ারীতে म ; নাগরীতে म। সবগুলি লিপির মধ্যেই বেশ মিল রয়েছে। একমাত্র ওড়িয়া লিপিটি (ମ) গোলাকার মাত্রার জন্যে কিছুটা স্বতন্ত্র আকার পেয়েছে।

য : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে য ; চর্যাগীতিতে য অথবা য ; মৈথিলী য ; নেওয়ারী य এবং নাগরী य ; ওড়িয়া ଯ। প্রাচীন পুথিতে এই লিপির সঙ্গে প লিপিটি অনেক সময় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

র : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে র ; চর্যাগীতিতে র। মৈথিলীতে এবং নাগরীতে र ; নেওয়ারীতে र ; ওড়িয়াতে ର ; ওড়িয়া লিপিটি স্বতন্ত্র। অন্যগুলিতে পারস্পরিক মিল রয়েছে।

ল : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও ল ; চর্যাগীতিকোষে ল ; মৈথিলীতে ল ; ওড়িয়াতে ଲ ; নেওয়ারীতে ल ; নাগরীতে ल। প্রাচীন পুথিতে ন এবং ল লিপিদুটিও অনেক সময় পাঠ বিভ্রান্তি ঘটিয়ে থাকে।

শ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শ ; চর্যাগীতিতে শ ; মৈথিলীতে শ ; নেওয়ারীতে श ; ওড়িয়াতে ଶ ; নাগরীতে श। প্রাচীন বাংলা, মৈথিলী ও নেওয়ারী পুথির শ বর্ণটিতে সাদৃশ্য রয়েছে। ওড়িয়া এবং নাগরী লিপিদুটি স্বতন্ত্র।

---

১. সুনীতিকুমার মনে করেন, চর্যাগীতে বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শব্দসূচনায় 'ব' বর্গীয় উচ্চারণে এবং শব্দের মাঝে বা শেষে অন্তঃস্থ হিসাবে উচ্চারিত হত। তারফলে দুটি পৃথক বর্ণলিপির প্রয়োজন হত না।

ষ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ষ ; চর্যাপুথিতে ষ ; মৈথিলীতে ষ ; ওড়িয়াতে ଷ ; নেওয়ারীতে ষ এবং নাগরীতে ष। আলোচ্য বর্ণলিপিটির ক্ষেত্রে সবগুলি ভাষালিপির মধ্যেই সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

স : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে স; চর্যাগীতিতে স এবং স। মৈথিলীতে স ; ওড়িয়াতে ସ ; নেওয়ারীতে স ও নাগরীতে स। এখানেও সবগুলি বর্ণলিপির মধ্যে বেশ মিল রয়েছে।

হ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে হ ; চর্যাগীতিতে হ ; মৈথিলীতে হ ;ওড়িয়াতে ହ ; নেওয়ারীতে হ এবং নাগরীতে ह।

ং : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে (মাত্রার উপরে) ং ; চর্যাগীতিতে (ঐ) ং ,মৈথিলীতে ং ;ওড়িয়াতে ଂ ;নেওয়ারীতে ং ; নাগরীতে ं। বলা যেতে পারে মোটামুটি সবগুলি হল মাত্রার উপরে বিন্দুচিহ্ন।

সবশেষে এবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্বরচিহ্নের এবং কয়েকটি যুক্ত ব্যঞ্জন চিহ্নের নিদর্শন দেওয়া গেল। প্রথমে আধুনিক বাংলা লিপিরূপটি দেখানো হল—

আ-কার (া)	:	শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে	কা
ই-কার (ি)	:	শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে	সি
ঈ-কার (ী)	:	শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে	ষী
উ-কার (ু)	:	শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে	ঘু
ঊ-কার (ূ)	:	শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে	মূ
ঋ-কার (ৃ)	:	শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে	বৃ
এ-কার (ে)	:	শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে	তে
ঐ-কার (ৈ)	:	শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে	তৈ
ও-কার (ো)	:	শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে	সো
ঔ-কার (ৌ)	:	শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে	বৌ

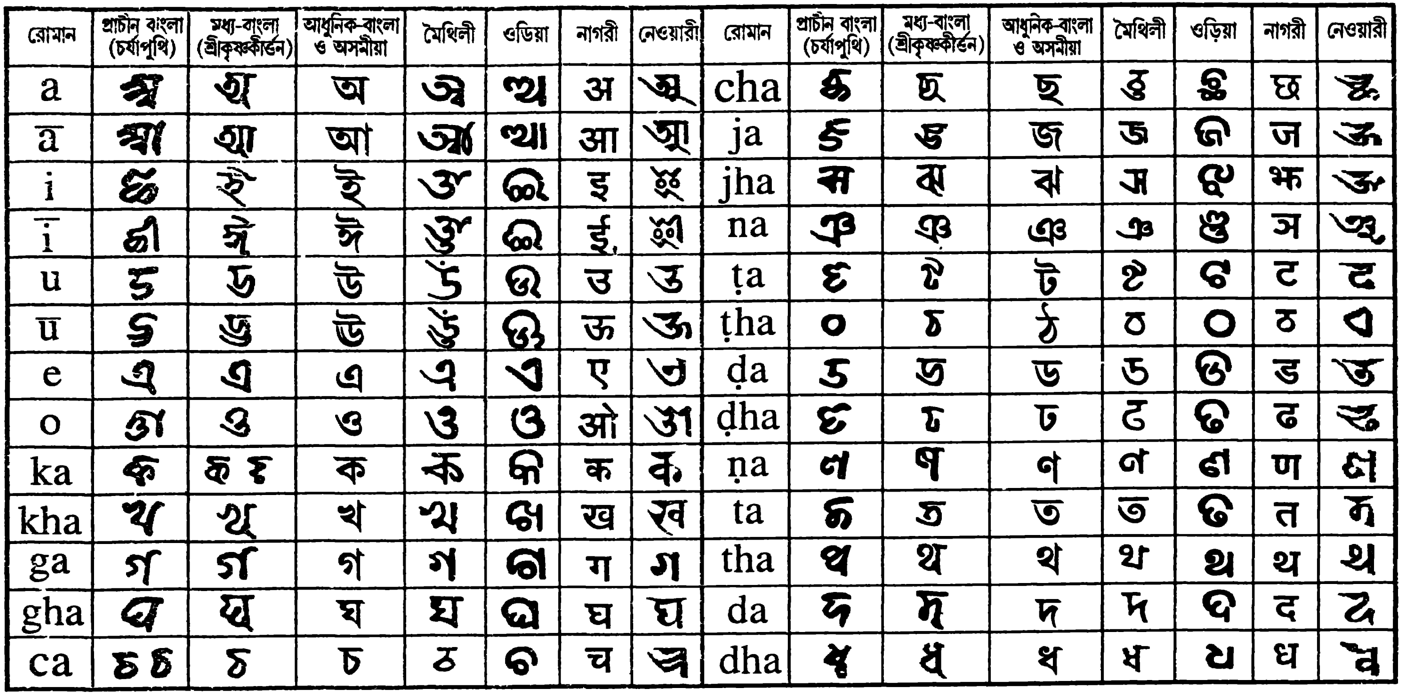
চর্যাগীতের মতো শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও যুক্তবর্ণ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল :

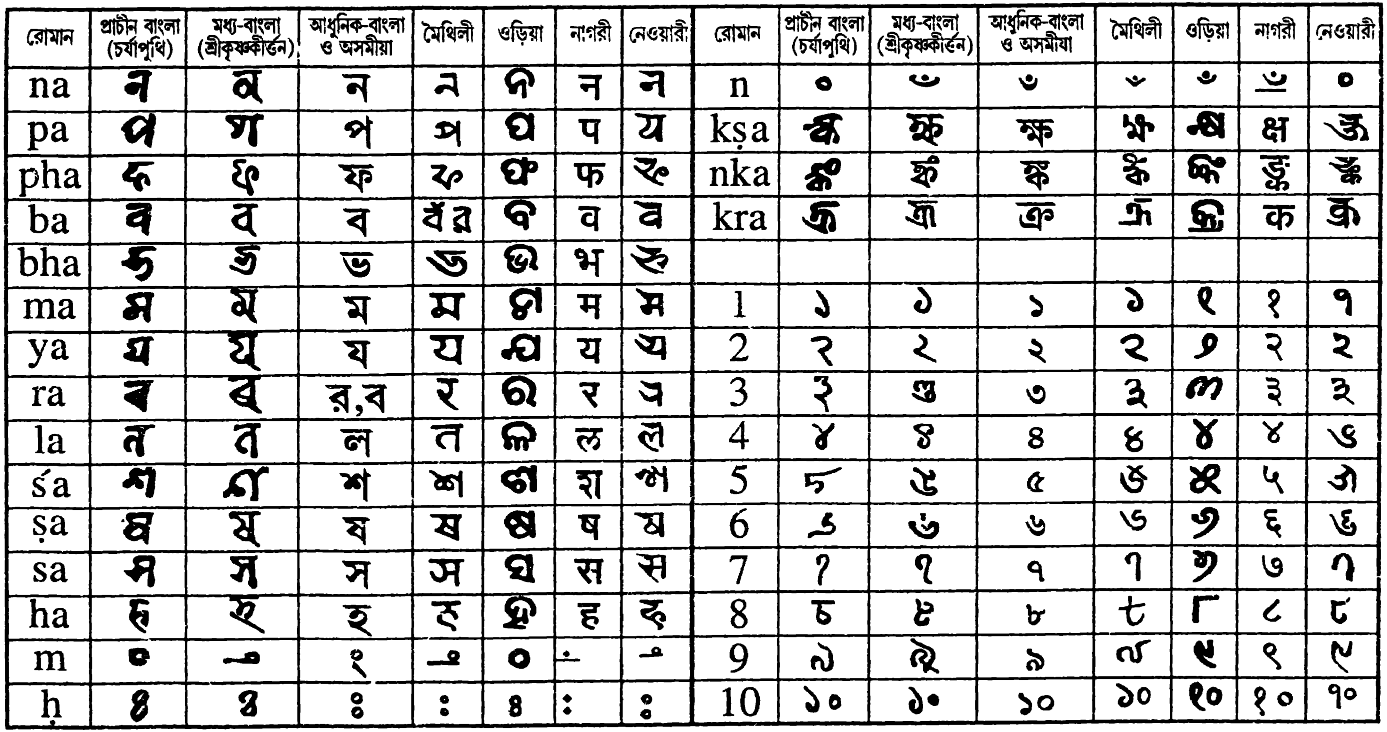
ক্ষ : ক্ষ, ঙ্গ : ঙ্গ, দ্দ : দ্দ, ঞ্জ : ঞ্জ, ক্র : ক্র, হ্ন : হ্ন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংখ্যাসূচক বর্ণগুলি নিম্নরূপ :

এক (১) : ১, দুই (২) : ২, তিন (৩) : ৩ অথবা ৩, চার (৪) : ৪, পাঁচ (৫) : ৫, ছয় (৬) : ৬. সাত (৭) : ৭, আট (৮) : ৮, নয় (৯) : ৯. শূণ্য (০) : ০ অথবা ০।

তুলনাত্মক লিপিচিত্র




রোমান
প্রাচীন বাংলা (চর্যাপুথি)
মধ্য-বাংলা (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)
আধুনিক-বাংলা ও অসমীয়া
মৈথিলী
ওড়িয়া
নাগরী
নেওয়ারী
na
pa
pha
ba
bha
ma
ya
ra
la
śa
ṣa
sa
ha
ṁ
ḥ
n
kṣa
nka
kra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ভাষা-বৈশিষ্ট্য : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাকে আদি-মধ্যযুগের (খ্রী. ১৩০০-১৫০০) ভাষা নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর ধ্বনিতাত্ত্বিক (Phonological) এবং রূপতাত্ত্বিক (Morphological) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশিষ্ট ভাষাবিদ্‌গণ ইতিপূর্বে বিশদ আলোচনা করেছেন।[১] এখানে মুখ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা গেল।—

ধ্বনিতত্ত্ব : লিপি নিদর্শন এবং বানান দেখে মনে হয়, লিপিকরেরা (হয়তো কবি স্বয়ংও) সে যুগের লিখিত কবিভাষার সঙ্গে উচ্চারিত ভাষারূপকেই অনেকটা মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃতানুগ বানানের প্রতিও যথেষ্ট শৈথিল্য ছিল।

(১) *'আ' ধ্বনির ব্যবহার* : প্রাকৃত ও অপভ্রংশের উচ্চারণ-আদর্শে 'অ' ধ্বনির হ্রস্ব 'আ' এবং 'আ' ধ্বনির দীর্ঘ 'আ' উচ্চারণ তখনো বাংলা ভাষায় কিছুটা থেকে গিয়েছিল দেখা যায়। যেমন :

আতিশয় মোর মন হানে (তাম্বুল' পৃ. ৮৯)
দিআঁ *মাহাদান* (দান, পৃ. ১০৭)
আনেক সমএ (দান, পৃ. ১০৭)
আতি সে *আবুধি* (দান, পৃ. ১২৩) ইত্যাদি।

'অ' হ্রস্ব 'আ'-এর মতন উচ্চারিত হত বলেই এখানে বানানেও আতিশয়, 'মাহা', আনেক, আতি, আবুধি এসেছে। তেমনি আবার,—

বাপ বসুল মোর (দান, পৃ. ১২০)
না কর *আল* রাধা (দান, পৃ. ১৮৫)
আসিআঁ বিরোধিল মথুরা গমনে (বৃন্দাবন, পৃ. ২৯৫) ইত্যাদি।

---

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (Origin and Development of the Bengali Language), সুকুমার সেন (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ব্যাকরণ, সা. প. প., ১৩৪২, ৩য় সংখ্যা), পরেশচন্দ্র মজুমদার (বাংলা ভাষা-পরিক্রমা, ২য় খণ্ড, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : ভাষাবিচার, ১৯ অধ্যায়), এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চর্চা, সম্পাদক ড. নরেশচন্দ্র জানা, (পরেশচন্দ্র মজুমদার : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কাব্যপাঠ ও ভাষা-বিশ্লেষণ), এই গ্রন্থের ভাষা-বিষয়ক আর দুটি প্রবন্ধ হল : রামেশ্বর শ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় বহুবচন এবং সুধাংশু তুঙ্গ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ক্রিয়াপদ।

এসব দৃষ্টান্তে 'আ' দীর্ঘরূপে উচ্চারিত হয়েছে। অনুরূপ ই, এ, ও প্রভৃতি সংস্কৃত ও প্রাকৃতের দীর্ঘস্বর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অনেক সময় দীর্ঘ উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

নীল জলদ সম কুন্তল ভারা (দান, পৃ. ১৩৭)
কে বোলে গদাধর *কে* বোলে কাহ্ন (দান, পৃ. ১৫৫)
তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল (দান, পৃ. ১৫০) ইত্যাদি।

(২) ***উদ্বৃত্তস্বর*** : উদ্বৃত্তস্বর তখনো শব্দ শেষে অনেকটা রক্ষিত হত। যেমন—

আঁচলে না ধরে কাহ্ন ভয়ে কাপে *গাঅ* (দান, পৃ. ১৮৮)
কংস *রাঅ* তোক মারিব সম্বন্ধ শুণী (দান, পৃ. ১২২)
আহ্মে *জাইএ* দধি বিকে (দান, পৃ. ১৩৯)

দ্বিতীয় উদাহরণটিতে 'য়'-এর উচ্চারণ যে 'অ'-তে রূপান্তরিত হত তার দৃষ্টান্ত মিলছে।

(৩) ***ব্যঞ্জনের সমদ্বিত্ব*** : প্রাকৃতে দুই ভিন্ন ব্যঞ্জনের যুক্তবর্ণ এক ব্যঞ্জনের দ্বিত্বে রূপ নিয়েছিল। বাংলায় ধীরে ধীরে সেই দ্বিত্ব অ-যুক্ত বর্ণের রূপ নেয়। এযুগে প্রাকৃত প্রভাবিত এক ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব রূপ সর্বনামে দৃষ্ট হয়। যেমন,

আহ্মে, আহ্মারে ; তোহ্মে, তোহ্মারে ; সহ্মে, সহ্মারে ইত্যাদি। তাছাড়া এই সব উচ্চারণে, বা অন্য শব্দের উচ্চারণেও মহাপ্রাণ ধ্বনি-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আম্‌হে, তোম্‌হে, কাহ্ন, কাহ্নাঞিঁ, তেহ্ন, মাহ্লী, কেহ্নে ইত্যাদি শব্দ লক্ষণীয়।

(৪) ***সংশ্লিষ্ট যুগ্মস্বর*** : পাশাপাশি দুই স্বরধ্বনির এক যুগ্মস্বরে (dipthong) সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ বাংলা বাক্‌রীতির প্রভাব সূচিত করে। যেমন—

মাউলানীর যৌবনে কাহ্নের মন (দান, পৃ. ১২১)
কেহ্নে না চিহ্নসি আহ্মা *আইহনের* রাণী (দান, পৃ. ১৪১)
কাহ্নাইক বুইল বড়ায়ি মধুর বচন (বিরহ, পৃ. ৪৬৭)
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাঁসলীগণে (বিরহ, পৃ. ৪৬৬)
বাঁশীর শবদেঁ মৌ *আউলাইল* রান্ধন (বংশী, পৃ. ৩৭৩)

এখানে কয়েকটি পংক্তিতে একই সঙ্গে স্বরধ্বনির উচ্চারণ-সংশ্লিষ্টতা এবং উচ্চারণ-বিশ্লিষ্টতার (উপরে রেখাচিহ্ন-দ্বারা বোঝানো হল) দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে।

(৫) *আনুনাসিক উচ্চারণ :* প্রাকৃত অপভ্রংশ-প্রভাবিত আনুনাসিক উচ্চারণ এবং বানানে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে খুব বেশি হয়েছে। দু-একটি উদাহরণ দিই—পাঁতরে (প্রান্তরে), হআঁ (হইয়া), কাহ্নাঞিঁ (কানাই), এতেকেঁ (ইহাতে), জাওঁ (যাই), ভৈলোঁ (হইলাম), আমিআঁ (অমৃত), নাম্বাইতেঁ (নামাইতে), মাঝেঁ (মধ্যে), ভকতীএঁ (ভক্তি করে), তোঁ (তুই), রতীঞঁ (রতিতে) ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে উত্তম পুরুষে ক্রিয়াপদ এবং অসমাপিকা ক্রিয়াতে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার-প্রবণতা দেখা যায়। উত্তম পুরুষে : আছিলোঁ (ছিলাম), পাঠাইলোঁ (পাঠাইলাম), কৈলোঁ (করিলাম) ইত্যাদি। অসমাপিকা ক্রিয়ায় : খাআঁ (যাইয়া), হইআঁ, শুনিলেঁ, দেখিআঁ, মেলিআঁ (মিলিত হইয়া) ইত্যাদি।

(৬) *বিপ্রকর্ষ, স্বরসঙ্গতি ইত্যাদি :* বিপ্রকর্ষ, স্বরসঙ্গতি, যুক্তবর্ণের একটি লোপ ইত্যাদি আরও নানা ধ্বনিগত পরিবর্তন লক্ষিত হয়। কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করি।—বিপ্রকর্ষ : মুগধী, আরতি (আর্তি), পরাণ, সনেহে (স্নেহে), আলপ (অল্প), আলগল (আল্‌গা করিল) ইত্যাদি। যুক্তবর্ণের একটি লোপ : বুধি (বুদ্ধি), আঠ (অষ্ট), আধ (অর্ধ), আখর (অক্ষর) ইত্যাদি। স্বরসঙ্গতি : সোআদ (স্বাদ), সুঅরী (স্মরণ করে), লেখে (মনে করে), লখিমী (লক্ষ্মী), রসন (রসনা) রহিলী ইত্যাদি।

রূপতত্ত্ব : গঠনরূপের বিচারে (১) *লিঙ্গ :* সে যুগের ভাষায় ঈ-কারান্ত স্ত্রী-লিঙ্গের রূপ যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—

বিশেষ্য পদে : এগার বৎসরের *বালী*।
যেহ্ন নলিনীদল *কোঁঅলী* ॥ (দান, পৃ. ১০৬)
বিশেষণ পদে : কমল *বদনী* রাধা হরিণ *নয়নী* (দান, পৃ. ১০৪)
বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ : *কোঁঅলী পাতলী বালী* আহ্মে চন্দ্রাবলী (দান, পৃ. ২০৪)
ক্রিয়াপদে : বুঢ়ী *মেলিল* আসিআঁ (হার, পৃ. ৩৪০)
রাধা লআঁ *গেলী* ঘর (হার, পৃ. ৩৪০)
তরাসে *পড়িলী* রাধা (ঐ, পৃ. ৩৪১)

এখানে ব্রজবুলি পদের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

(২) *বচন* : সংস্কৃতে দ্বিবচন আছে। প্রাকৃত অপভ্রংশ বা বাংলায় দ্বিবচন লুপ্ত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অনেক সময় একবচন বহুবচনেও একই রূপ (বিশেষ করে সর্বনামে) লক্ষিত হয়। যেমন—

এক বচনে (কর্তা) : ত্রিভুবননাথ *তোহ্মে* হরী (কালিয়দমন, পৃ. ৩০৯)

বহুবচনে (কর্তা) : সাঁকাল চল *তোহ্মে* দক্ষিণ সাগরে (ঐ, পৃ. ৩১০)

একবচনে (সম্বন্ধে) : *তোহ্মার* তনয় আহ্মে নান্দের নন্দন (হার, পৃ. ৩৪০)

বহুবচনে (সম্বন্ধে) : *তোহ্মার* বসন হের আহ্মার হাতে (যমুনা, পৃ. ৩৩৫)

এছাড়া বহু বচনে রা, রে, সবে, সব জন, সঅল, সহ্মে প্রভৃতি বিভক্তি অনুসর্গের ব্যবহার লক্ষিত হয়।

তোহ্মারা কেহ্নে তরাসিল মনে (কালিয়, পৃ. ৩০৫)

আহ্মারে দিলেঁ আভএ (বৃন্দাবন, পৃ. ২৮৫)

আহ্মে সখি *সব* (যমুনা, পৃ. ৩২২)

গোপী *জন* লআঁ (হার, পৃ. ৩৪০)

সখিগণ আনাইল (যমুনা, পৃ. ৩৩৩)

সঅল ফুল লআঁ (বৃন্দাবন) ইত্যাদি।

বিভক্তি অনুসর্গ : বিভক্তিরূপের বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। কিছু উদাহরণ দিচ্ছি—

কর্তায় 'এ' : *তোহ্মে* জল, *তোহ্মে* থল, *তোহ্মে* বন গিরী (কালিয়, পৃ. ৩০৮)

অবশ্য, কর্তায় বিভক্তি-শূন্য রূপই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

কর্মে 'ক' : প্রথমত কংশে *পুতনাক* নিয়োজিল (জন্ম, পৃ. ৮৪)

সে যেহ্ন *আহ্মাক* বহাএ দধি ভার (ভার, পৃ. ২৪০)

এখানে আহ্মাক 'আমাদ্বারা' এই অর্থে ধরলে করণ কারকের উদাহরণ হবে এটি।

অপাদানে 'হতেঁ' তে, ত :

এবে *হতেঁ* দৈবকীর যত গর্ব্ভ হএ (জন্ম, পৃ. ৮২)
জলতে উঠিলী রাহী আধ করি তলে (যমুনা, পৃ. ৩৩৬)
মাঅ *বাপত* বড় গুরু জন নাহী (হার, পৃ. ৩৩৯)

সম্বন্ধে ত, র, এর :

কণ্ঠদেশ দেখিআঁ *শঙ্খত* ভৈল লাজে (তাম্বুল, পৃ. ৮৯)
পদুমিনী *আহ্মার* নাতিনী রাধা নামা (ঐ, পৃ. ৮৯)
গোচরিল রাধা মোর *মাএর* চরণে (বাণ, পৃ. ৩৪২)

সপ্তমীতে ক, ত, এ, তে :

এ *থানক* আইলা বড়ায়ি আহ্মা'ঃ ভাগে (তাম্বুল, পৃ. ৯০)
আহ্মার *হাথত* দেহ কিছু ফুল পানে (ঐ, পৃ. ৯০)
তোহ্মাতে মজিল চিত ধরিতেঁ না পারী (দান, পৃ. ১২৭)

ক্রিয়ারূপ কাল : ক্রিয়ারূপের দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—

বর্তমান :	আতী বুঢ়ী না *দেখোঁ* (দেখি : উত্তমপুরুষ) নয়নে (দান, পৃ. ২০৮)
(সাধারণ)	*উপসন্ন হৈল* হের বরিষা সমএ (নৌকা, পৃ. ২১১), যৌগিক ক্রিয়া।
(পুরাঘটিত)	হারমোর *ছিণ্ডি নিলেঁ* বা্হের কঙ্কন (দান, পৃ. ১৯৬), যৌগিক ক্রিয়া।
	আনেক ফুল *তুলিলেঁ* (বৃন্দাবন, পৃ. ২৯৫)
ভবিষ্যৎ :	নাঅ বান্ধিতেঁ গিয়া *করিউ* (করিব, উত্তমপুরুষ) যতনে (নৌকা, পৃ. ২১১)
(সাধারণ)	তবে না *পড়িব* রাধা কাহ্নাঞিঁর হাথে (নৌকা, পৃ. ২১১)
	এবার তোহ্মাক লআঁ *যাইব* আন পথে (নৌকা, পৃ. ২১১)
(অনুজ্ঞা)	না *তুলিহ* জলের উপরে (নৌকা, পৃ. ২৩৪)
	অহিত না *বোলোঁ* মোএঁ রাধা ল (নৌকা, পৃ. ২১২)

অতীত :	আয়াসেঁ কাহ্নের উরে *শুতিলোঁ* (শুয়েছিলাম) দিঞাঁ শিয়রে (রাধাবিরহ, পৃ. ৪৭৭)
(সাধারণ, ঘটমান	*আছিলা* বালগোপালে (ঐ, পৃ. ৪৭২)
পুরাঘটিত)	তার সমে নেহা *বাঢ়ায়িলোঁ* (ঐ, পৃ. ৪২৭)
	যবে কাহ্ন *চাহিলে* (চেয়েছিল) সুরতী।
	মো তবেঁ *আছিলোঁ* (ছিলাম) শিশুমতী॥
নিত্যবৃত্ত :	এবেঁ মোঞ্ঁ *ভৈলোঁ* (হলাম) ভর যুবতী। (ঐ, পৃ. ৪৩৫)
(ঘটমান)	যা দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ *করন্তি* যতন (দান, পৃ. ১৫৮)

যৌগিক ক্রিয়া : যৌগিক ক্রিয়া, নামধাতু প্রভৃতির যথেষ্টই ব্যবহার লক্ষিত হয়। যেমন—

যৌগিক ক্রিয়া : আনিআঁ দিবোঁ, লঞ্ঁ গেল, দরশন ভৈল, তুলিঞাঁ দেখ ইত্যাদি।

নামধাতু : চুম্বিলা, মুকুলিল, চিন্তিল, মুণ্ডিয়া (মুণ্ডন করিয়া), কিলাআঁ, বান্ধিঞাঁ রাখ ইত্যাদি।[১]

শব্দ-উচ্চারণ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তদ্ভব ও তৎসম শব্দই বেশি। অনার্য দ্রাবিড় শব্দ (কাল, নীর, পূজা, মলয়, মীন, মুকুট ইত্যাদি) এবং অষ্ট্রিক শব্দ (কদলী, গঙ্গা, ডমরু, তাম্বুল, নারিকেল, পণ—সংখ্যাবাচক ; বাণ, মুকুট, ময়ূর ইত্যাদি) বেশ কিছু রয়েছে। কামান, মজুর, মজুরিআ, খরমুজা, রাঙ্ক ইত্যাদি আরবী পারশী শব্দও কিছু কিছু প্রবেশ করেছে। বানান অনেকটা উচ্চারণানুগ বলেই আদি-মধ্যযুগের তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দের বহু দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়।

অলঙ্কার প্রসঙ্গ[২]

শব্দালঙ্কার : জয়দেব বিদ্যাপতি বা বৈষ্ণবপদের অপর কবিদের মত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও অলঙ্কারের ঐশ্বর্য চোখে পড়ে। উপমা, রূপক, দৃষ্টান্ত, ব্যতিরেক, অপ্রস্তুত প্রশংসা ইত্যাদি বহুবিধ অলঙ্কারের সু-প্রয়োগ রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলিকে বিদ্যুৎ ঝলকে যেন উদ্ভাসিত করে তুলেছে। শব্দালঙ্কার নিয়ে

---

১. ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব ক্রিয়াপদ নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন কেউই তার সংখ্যাগত হিসাব দেননি। সম্প্রতি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চর্চা' (স. ড. নরেশচন্দ্র জানা) গ্রন্থে প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ক্রিয়াপদ' প্রবন্ধে সুধাংশুশেখর তুঙ্গ সেই হিসাব দিয়ে জানিয়েছেন 'সমাপিকা, অসমাপিকা ও ক্রিয়াবিশেষ্য নিয়ে সর্বসাকুল্যে ২,২৩১টি ক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে।' একই ক্রিয়াপদের পুনরাবৃত্তি ধরলে এই সংখ্যা ৩০০০ ছাড়িয়ে যাবে। তার মধ্যে বহুল ব্যবহৃত, অল্প ব্যবহৃত এবং অধুনালুপ্ত বেশ কিছু ক্রিয়ামূলের সন্ধান মেলে।—এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠককে উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

২. এ-প্রসঙ্গে ড. নরেশচন্দ্র জানা সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চর্চা' (১৯৯৩) গ্রন্থভুক্ত শিবচন্দ্র লাহিড়ী লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অলঙ্কার' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

পদাবলীর কবিরা অনেক সময় কিছুটা বাড়াবাড়ি করেছেন,—এখানে শব্দালঙ্কারের সেই স্থূলতা কবি যেন সযত্নে পরিহার করেছেন। মাঝে মাঝে চমৎকারী দু-একটি পংক্তি এসে পড়েছে, কিন্তু সে আপনা থেকেই এসেছে, কৃত্রিম প্রয়াসের ছাপ সেখানে নেই। যেমন—

কাল কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে আহ্মা না উপেখ।
কামে আন্ধল হঅাঁ বাট নাহি দেখ॥
কাল শরীর কাহ্নাঞিঁ কাল তোর মন।
দান ছলেঁ বাট পাড় সর্ব্বক্ষণ॥ (দান, পৃ. ১৬৩)

এখানে অ, আ, ক, হ্ম, এবং নাসিক্যধ্বনির সূক্ষ্ম অনুপ্রাস লক্ষণীয়।

কোঅঁলী পাতলী বালী আহ্মে চন্দ্রাবলী।
ভএ কাম্পো যেহ্ন নব কদলীর থালী॥ (দান, পৃ. ২০৪)

এখানেও অলী/আলী, অ/আ, হ্ন/ন ধ্বনিগুলির সূক্ষ্ম অনুরণন লক্ষণীয়।

অর্থালঙ্কার : অর্থালঙ্কারেরও বিশদ ফিরিস্তি না দিয়ে অলঙ্কৃত দুটি-একটি পদ-নিদর্শন উদ্ধৃত করাই শ্রেয় মনে করি—

তিরীর যৌবন রাতির সপন যেহ্ন নদীকের বাণে।
আপণ পুনে উত্তম জনে হাথে তুলিআঁ দেহ দানে॥
নানা তরুয়র যে ফল ফলে আপণে তাক না ভখে।
সংসার আসার পর উপকার করিলেঁ কি রীত থাকে॥ ৩॥
গোআল জাতী তোঁ ভর যুবতী নিতি বিকে যাসু হাটে।
তোর রূপ দেখি সব জন মোহে মঞ্জরে সুখান কাঠে॥
আহ্মে দামোদর বিরহে কাতর তোর সুরতির আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ (দান, পৃ. ১৭৯)

এখানে উপমা, দৃষ্টান্ত, অতিশয়োক্তি—নানা ধরনের অলঙ্কারের স্পর্শে রাধা-প্রেমাকাঙ্খী কৃষ্ণের বক্তব্যটি কবি সঞ্জীবিত করে তুলেছেন।

আর একটি পদে রাধা কৃষ্ণকে রতিকামনা থেকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে বলেছেন—

উচিত কমলে ভোগ করএ ভ্রমরে।
আহ্মার মুকুলে নাহিঁ পাএ মধুভরে॥
ইঞ্চলা খাআঁ কাহ্ন বার পাড়িবে।
আঘোর পাপেঁ তোএঁ গায় বেআপিবেঁ॥২॥
পরদার সুরতী করিতেঁ না জুআএ।
ভাতের ভোখ কাহ্নাঞিঁ ফলেঁ না পালাএ॥
একবার রতীএঁ মদন বাঢ়ে চিতে।
প্রজল আনল কাহ্নাঞিঁ না নিবাএ ঘৃতে॥৩॥ (দান, পৃ. ১৯৯-২০০)

'কমল ফুটলেই (উচিত কমলে) ভ্রমর ভোগ করে। আমার এই (অপ্রস্ফুটিত) মুকুলে এক ফোটা মধু পাবে না। ইঁচলা (ছোট মাছ) খেয়ে কানু ব্রত ভাঙবে কেন? ঘোর পাপ তোর গায়ে লাগবে। পরদার-সুরতি তোর যোগ্য নয়। কানাই, ভাতের ক্ষুধা কি ফলে যায়? একবার রতিতে চিত্তের মদন (কাম আকাঙ্ক্ষা) বৃদ্ধি পায়। কানাই, প্রজ্জ্বলিত অনল ঘৃতে নিভানো যায় না।'

এর মধ্যে বিম্ব-প্রতিবিম্ব, না বস্তু-প্রতিবস্তু ভাব রয়েছে তা নিয়ে চুলচেরা বিতর্ক অবান্তর। অলঙ্কৃত চমৎকারী উপমার দ্বারা বুদ্ধিমতী রাধা যে ভাবে কামলোলুপ কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন সেই কবিত্বময় বচন-চাতুর্য লক্ষণীয়।

রাধাবিরহের আর একটি পদ উদ্ধৃত করি :

দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি চখুত নাইসে নিন্দে॥
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাওঁ তভোঁ বিরহ না টুটে।
মোনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি লুকাওঁ তাহার পেটে॥১॥
আল॥ দহে পৈসু কাল দূতী।

উথাআঁ পাথাআঁ   আহ্মা আণিল   নিফলে পোহাইল রাতী॥ ধ্রু॥
. . .   .
একেঁ দহদহ   ঘসির আগুণ   আরে কে না জালে ফুকে।
ভিড়ি আলিঙ্গন   দির্তে না পাইলোঁ   এ শাল থাকিল বুকে॥ ৩॥

(বিরহ, পৃ. ৪৩২)

'দিনে সূর্য পুড়িয়ে মারে, রাতে চাঁদ দুঃখ দেয়। বড়াই, প্রাণে কি করে সহ্য করি, চোখে নিদ আসে না। শীতল চন্দন অঙ্গে বুলাই (স্নিগ্ধতার আশায়) তবুও বিরহ টুটে না। বড়াই, মেদিনী বিদীর্ণ হোক, তার পেটে লুকাই। ওগো দূতী, কাল দহে প্রবেশ করলাম। উথাল পাথাল (ঢেউ) আমায় ফিরিয়ে আনল, নিস্ফল রাত কাটাই। ঘসির আগুন একে দগদগ করে, তাতে আবার কে যেন জ্বাল ও ফুক দিচ্ছে। কাছে গিয়েও আলিঙ্গন দিতে পারলাম না,—এই শাল বুকে রইল।' এখানে তুলনামূলক উপমাধর্মী একাধিক অলঙ্কারের সমাবেশ রাধার প্রেম-বিরহের ছবিটিকে বেদনার তীব্রতা দিয়েছে।

বড়ু চণ্ডীদাস এমন অসংখ্য অপূর্ব সৌন্দর্যময় অলঙ্কারের ব্যবহারে তার কাব্যকে সমৃদ্ধ চিত্রময় করে তুলেছেন। অধিকাংশ অলঙ্কারই পূর্বসূরী সংস্কৃত-প্রাকৃতের কবিদের কাছ থেকে নিয়েছেন, তবে মাঝে মাঝে নূতন চমৎকার উপমাও এসেছে। উপরে 'দহদহ ঘসির আগুণে'র উপমা, বা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত 'পোড়ে মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী' (বংশী, ৪)-এর উপমা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

প্রবাদ-প্রবচন

উপযুক্ত মশলা-ফোঁড়নের সংমিশ্রণে যেমন অভিজ্ঞ পাচকের হাতে ব্যঞ্জনের প্রকৃত স্বাদ ফুটে ওঠে, রসিক কবির হাতে প্রবাদ-প্রবচনও অনেকাংশে সেই কাজ করে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে পদেপদেই সেই সার্থক প্রবাদ-প্রবচনের সংমিশ্রণ রসিক পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন। এখানে তেমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত থেকে কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করা গেল।[১]

---

১. এ প্রসঙ্গে অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র'-এর 'প্রবাদ ও প্রবচন' এবং ড. নবেশচন্দ্র জানা-সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চর্চা' গ্রন্থভুক্ত মানস মজুমদার লিখিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে প্রবাদের প্রয়োগ নিবন্ধ দুটি দ্রষ্টব্য।

(১) ভাঁগিল নেহা পুনী জোড়াইতেঁ শকতা॥ (তাম্বুল, পৃ. ৯৯)

(২) সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ জুড়িএ আগুনতাপে॥
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ জুড়িএ কাহার বাপে॥ (রাধাবিরহ, পৃ. ৪৫২)

এখানে প্রথম দৃষ্টান্তে কৃষ্ণ রাধা-কর্তৃক অপমানিতা বড়াইকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, তিনি ভগ্ন প্রেম পুনর্বার জোড়া দিতে পারেন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে বড়াই কৃষ্ণ-কর্তৃক পরিত্যাক্তা রাধাকে ঠিক বিপরীত কথাই বলছেন, সোনা ভাঙলে আগুনের তাপে তা জোড়া যায়, পুরুষের প্রেম ভাঙলে তা আর জোড়া দেওয়া দুঃসাধ্য।

(৩) যে থানে শুঁচী না জাএ।
তথা বাটিআ বহাএ। (তাম্বুল, পৃ. ৯৯)

এখানেও নিগৃহীতা বড়াইকে স্তুতি করে বলছেন, যেখানে সূঁচ প্রবেশ করে না, তুমি সেখানে শনের দড়ি প্রবেশ করাতে সক্ষম।

(৪) সুখ ভুঞ্জিতেঁ মো কোহ্নো না পাইলোঁ
দুখেঁ গেল সব কালে॥ ধ্রু॥
… … …
ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ
না ছাড়ে নান্দের পোএ॥ ২॥ (দান, পৃ. ১০৮)

বড়াই-এর কাছে রাধার আক্ষেপ, সুখ ভোগ করতে গিয়ে কিছুই পেলাম না। সবটাই দুঃখে চলে গেল। … কপালের লিখন খণ্ডন করা যায় না। তাই তো নন্দপুত্র আমায় ছাড়ে না।

(৫) আধিক পীড়এ যবেঁ ভুখিল ভষলে।
তভোঁ নাহিঁ পাত্র মধু কমলমুকুলে॥ ২॥ (দান, পৃ. ১১৫)

কামার্ত কিশোর কৃষ্ণের প্রতি দ্বাদশবর্ষীয়া রাধার ব্যাঙ্গাত্মক মন্তব্য। ক্ষুধার্ত ভ্রমর অধিক পীড়ন করলেও কমলমুকুলের মধু পায় না।

(৬) দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে॥ ৩॥ (দান, পৃ. ১১৫)

এখানেও অবুঝ লোভী কৃষ্ণ-কিশোরকে কিশোরী রাধা বিদ্রূপ করছেন। গাছের উপর পাকা বেল দেখলেও লোভী কাক তা খেতে পারে না।

(৭) বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন হাকল বিকল।
জরুআ দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল॥৮॥ (দান, পৃ. ১১৯)

কিশোর কৃষ্ণ ও কিশোরী রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি। জ্বরের রোগী যেমন রুচিবর্ধক অম্বল দেখলে আকুল-বিকল হয়। কাহ্ন তুমিও বিরহে দগ্ধ হয়ে তেমন হয়েছ।

(৮) দিঠিত পড়িলে বাঘত হএ লাজ।
সোদর ভাগিনা হআঁ হেন তোর কাজ॥১॥
... ...
পোএর মুখে পরবত টলে।
গুরু পাপে বেঢ়িলের আলপ কালে॥২॥ (দান, ১৯)

তিরস্কারছলে রাধা কৃষ্ণকে বলছেন, চোখে চোখ পড়লে শিকারলোভী বাঘও লজ্জা পায়। আর তুই সহোদর ভাগ্নে হয়ে এমন কাজ করতে চাস্?...এ যেন বালকের পক্ষে ফুঁ দিয়ে পর্বত টলিয়ে দেবার হাস্যকর প্রয়াস। তোকে এত অল্প বয়সেই গুরুপাপে ঘিরে ধরেছে।

(৯) আহ্মাকে বল কৈলেঁ তোর নাহিঁ কিছু ফল।
মাকড়ের হাথে যেহ্ন ঝুনা নারীকল॥৬॥ (দান, পৃ. ১৪২)

উক্তি-প্রত্যুক্তির ছলে রাধা কৃষ্ণকে বলছেন, আমার উপর বল করলে কিছু সুফল পাবে না। এ যেন মর্কটের হাতে ঝুনা নারকেল। ভেঙে রসাস্বাদ তার পক্ষে সম্ভব নয়।

(১০) দহে পৈসু বড়ায়ি তিরীর জীবন।
বৈরি হআঁ লাগিল এ রূপ যৌবন॥ (দান, পৃ. ১৬৯)

রাধা আক্ষেপ করে বড়াইকে বলছেন, স্ত্রীলোকের জীবন দুঃখেই কাটে। আমার রূপ-যৌবনই শত্রু হয়ে পিছনে লেগেছে।

(১১) আন ডাক দিআঁ বড়ায়ি নাপিতের পো।
কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবোঁ মো॥
... ...

কি কৈলা কি কৈলা বিধি নিরমিআঁ নারী।
আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী॥ধ্রু॥ (দান, পৃ. ১৫৭-৫৮)

দেহসৌন্দর্যই যে রাধার শত্রু একথা উল্লেখ করে আক্ষেপের সুরে রাধা বড়াইকে বলছেন, বড়াই, নাপিত ডেকে আনো, কানড়ী খোপা আমি মাথা মুড়িয়ে কেটে ফেলবো। ওগো বিধাতা আমায় নারীরূপে নির্মাণ করে একি করলে! হরিণী নিজের দেহমাংসে জগতের শত্রু হয়ে উঠল।[1]

(১২) প্রথম যৌবন সামী গেলা তুলে ধরী।
মুদিত ভাণ্ডারে কাহ্নাঞি না সাম্বাএ চুরী॥ (নৌকা, পৃ. ২২২)

রাধা নৌকার মাঝিরূপী লোভী কৃষ্ণকে বোঝাচ্ছেন, স্বামী আমার প্রথম যৌবন পরিমাপ করে গেছেন, ওগো কানাই, মোহরাঙ্কিত ভাণ্ডারে চুরি চলে না।

(১৩) কথাঁ না দেখিলো বাঁওন হাথে
তাল তরুফল পাএ॥ (ভার, পৃ. ২৫৬)

রতিমিলনাকাঙ্খী মজুরিয়ারূপী কানাইকে রাধা বলছেন, এমন কখনো দেখিনি বেটে বামন তালতরুর ফল পাড়তে পারে। অর্থাৎ বামন হয়ে তোমার এই সাধ পূর্ণ হবার নয়।

(১৪) দেখিআঁ সাধুর ধন চোর পুড়ী মরে। (ছত্র, পৃ. ২৭১)

কানাইকে রাধা ভারী নিয়োগ করেছেন, রতি মিলনের আশ্বাস দিয়ে। এখন কানাই সেকথা মনে করাতে গেলে রাধা বিদ্রূপের স্বরে একথা বলছেন।

(১৫) (ক) কোণ আসুভ খনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ।
হাঁছী জিঠী আয়র উঝঁট না মানিলোঁ॥ (বংশী, পৃ. ৩৯৮)
(খ) শুন কলসী লই সখি আগে জাএ।
বাঞঁর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ॥১॥ (ঐ, পৃ. ৩৯৮)
(গ) বাঁশীত লাগিআঁ মোর কি ভৈল বড়ায়ি।
আখায়িল ঘাঅত বিষ জালিল কাহ্নাঞিঁ॥ধ্রু॥ (ঐ, পৃ. ৩৯৮)

---

১. তুলনীয় : চর্যাগীতে—আপনা মাসেঁ হরিণা বৈরী (ভুসুকুপাদ ৬নং গীত)

(ঘ) কথোদূর পথে মোঁ দেখিলোঁ সগুনী।
হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গঁএ যোগিনী॥ (বংশী, পৃ. ৩৯৮)

(ঙ) কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জাএ।
সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ॥২॥ (ঐ, পৃ. ৩৯৮)

কানাই রাধাকে বাঁশী চুরির অপবাদ দেবার ফলে কৃত্রিম আক্ষেপ জানিয়ে তিনি বড়াইকে বলছেন, কোন্ অশুভক্ষণে যাত্রা করেছিলাম, হাঁচি টিকটিকির বাধা মানিনি, হোঁচট্ খাওয়ার বাধা মানিনি। সখীরা শূন্য কলসী নিয়ে সামনে চলছিল, পথের বাঁদিক থেকে শেয়াল ডান দিকে গেল। বড়াই, বাঁশীর কারণে আমার এ কি হল? কানাই 'আখাইল' অর্থাৎ খোয়া ঘায়ে বিষ জ্বালা জ্বাললো। কতদূর গিয়ে 'সগুনী' বা ব্যাধকে দেখলাম, হাতে খর্পর বা মাথার খুলি হাতে যোগিনী ভিখ মাগ্‌ছে। কাখে কড়ুআ নিয়ে তেলী আগে আগে চলছে ; শুক্‌নো গাছের ডালে বসে কাক ডাক্‌ছে। এখানে সমাজ-কুসংস্কার বিষয়ক একগুচ্ছ প্রবচন কবি রাধার মুখে বসিয়েছেন।

(১৬) (ক) ভাত না খাইলি তবেঁ তাহার কারণে।
শাকর খাইতেঁ তোহ্মে আদবাহ কেহ্নে॥২॥

(খ) ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী।
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী॥

(গ) যে পুণি আধম জন আন্তরে কপট।
তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট॥৩॥ (রাধাবিরহ, পৃ. ৪৮৬)

রাধাকে উপেক্ষা করে কানাই মথুরায় চলে যাওয়ার পর রাধার অনুরোধে বড়াই সেখানে গিয়ে তাঁকে ফিরে আসবার জন্যে অনুরোধ জানাতে গিয়ে বলছেন, কানাই একদিন তার বিরহে ভাত খাওনি, আজ তার কাছ থেকে শর্করা খেতে কেন অনিচ্ছা জানাও? ভাঙা সোনা যেমন জোড়া দেওয়া যায়, সজ্জনের প্রেমও ঠিক তেমনি। যে অধম তার অন্তরও কপট, তার প্রেম তো মাটির ঘটের মতো (অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর)।

এখানে মণিমুক্তার মতো সমগ্র কাব্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি প্রবচন উদ্ধৃত করা গেল। মনোযোগী পাঠক এমন আরও বেশ কিছু প্রবচন মূল কাব্যে আবিষ্কার করতে পারবেন। এর মধ্যে অধিকাংশই কোনো না কোনো অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সেদিক থেকে বিচারে প্রবাদ-প্রবচনকেও কাব্যের অলঙ্কার-রূপে গণ্য করা যেতে পারে।

গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি একদিকে যেমন সংস্কৃত ভাষা ছন্দে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং গ্রন্থে কাহিনীর প্রাসঙ্গিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে শতাধিক সংস্কৃত শ্লোক ব্যবহার করেছেন, জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে বেশ কয়েকটি শ্লোকের বাংলা ভাবানুবাদ করেছেন, তেমনি আবার প্রয়োজনবোধে গ্রাম্য ভাষা-শব্দও নির্দ্ধিধায় ব্যবহার করেছেন। এখানে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

কৃষ্ণ রাধার কথোপকথন :

রাধা (১) ষোলশত গোআলিনী জাইএ বিকে হাটে।
মাগুকিলেঁ কিলাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা বাটে॥ ৫॥

কৃষ্ণ (২) ছাওআল না দেখ মোরেঁ মাথে ঘোড়া চুলে।
মুণ্ডেঁ মুণ্ডেঁ ডুসাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা হেলে॥ ৬॥ (দান, পৃ. ১৫৫)

রাধা (৩) হার কাঙ্কন মোর কাঞ্চুলীতে দেএ টান।
হেনক হোছাল মারে লএ পরাণ॥ (দান, পৃ. ১৫৬)

কৃষ্ণ (৪) কাহাক দেখাহ এ কাঠদাপে।
বান্ধিতেঁ না পারে তোহ্মার বাপে॥ ১০॥ (দান, পৃ. ১৫৯)

রাধা (৫) নান্দের ঘরের গরু রাখোআল
তা সমে কি মোর নেহা॥ ৬॥ (তাম্বুল, পৃ. ৯৪)

কৃষ্ণ (৬) দেখি তোহ্মাক আজলী।
পর কাজে তোঁ বিকলী।
তোঁসি না বুঝসি আহ্মে বালী॥ (তাম্বুল, পৃ. ৯৫)

রাধা (৭) দারুণী বুঢ়ী তোর বাপেত নাহিঁ লাজ।
তেকারণে মোক বোলসি হেন কাজ॥ ল॥ ধ্রু॥ (তাম্বুল, ৯৮)

কৃষ্ণ (৮) এহা গুআ পান তোহ্মে আপণেই খাহা।
আপণাক চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা॥ (তাম্বুল, পৃ. ৯৮)

ছন্দ : বাংলা ছন্দ বিবর্তনের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এর পূর্বেকার মুখ্য বাংলা-পদ্যনিদর্শন হিসাবে যে চর্যাগীতগুলি পাওয়া গেছে সেখানে কলাবৃত্তের প্রাচীন রূপটি মিলছে। বিদ্যাপতির মৈথিল-প্রভাবিত ব্রজবুলি গীতগুলিও কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই প্রথম বাংলা মিশ্রবৃত্তের নিদর্শন পাওয়া গেল।

মিশ্রবৃত্তের আধুনিক রূপের আদর্শটি হল : এ-ছন্দও কলাবৃত্তের মতো সময়—একক (Time-unit) ভিত্তিক, অর্থাৎ কলামাত্রক (Moric)। মুক্তদলগুলি (Open Syllable) কলাবৃত্তের মতোই এক কলা হিসাবে উচ্চার্য। রুদ্ধদলগুলি (Closed Syllable) শব্দপান্তে দ্বিকলা, অন্যত্র সাধারণত এককলা হিসাবে উচ্চারিত হয়। যতি সাধারণত জোড় মাত্রায় আট, দশ বা ছয় মাত্রার পর আসে। শব্দ বিন্যাসে বিজোড় মাত্রার পর বিজোড় মাত্রা এবং জোড় মাত্রার পর জোড় মাত্রা ব্যবহৃত হয়।

এই ছন্দরীতির প্রাথমিক নির্মীয়মান স্তরটির নিদর্শন মিলছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি কম-বেশি সবই এখানে প্রকাশ পেয়েছে। তবে উচ্চারণগত শৈথিল্যও যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তার মুখ্য কারণ হল : পালাগানে গ্রথিত নাটগীতির পদগুলি সে যুগে গায়কদের কণ্ঠে সুর-সহযোগে গীত হত। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রেই বর্তমান পাঠ্যকবিতার আদর্শে যে সব ছন্দশৈথিল্য অনুভূত হয়, সেগুলি সে যুগে সুরের মাধ্যমে পরিপূরণ করা সম্ভব হত। মিশ্রবৃত্তের আধুনিক উচ্চারণের আদর্শে বিচার করলে দেখা যাবে কোথাও কোথাও শব্দসূচনায় বা শব্দের মাঝে রুদ্ধদল দ্বিকলার গুরুত্ব পেয়েছে। —স্বাভাবিক উচ্চারণে যেগুলি এককলা হিসাবে উচ্চারিত হওয়া উচিত। কোথাও আবার সংস্কৃত-প্রাকৃত উচ্চারণ আদর্শে গুরু মুক্তদলের (আ, ঈ, ঊ, এ, ও) দ্বিকলা উচ্চারণ রয়ে গেছে। এগুলি মিশ্রবৃত্তের সংহত পঠনরীতির আদর্শ-বিরোধী। অপরদিকে আবার অত্যধিক সংহত উচ্চারণেরও নজির মিলছে। শব্দশেষের রুদ্ধদল মিশ্রবৃত্তে দ্বিকলার উচ্চারণ লাভ করে। বড়ু চণ্ডীদাস কখনো কখনো এই ধরনের রুদ্ধদলকেও সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে এককলা হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এবারে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বক্তব্যকে স্পষ্ট করা যেতে পারে।

চর্যাগীতের যেমন অধিকাংশ গান 'পাদাকুলক' বা ষোলো মাত্রার (৮ ॥ ৮) দ্বিপদীতে লেখা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বেশিরভাগ পদগীত তেমনি ৮ ॥ ৬ মাত্রার দ্বিপদী বা পয়ারবন্ধে রচিত হয়েছে। পয়ার ছাড়া, লঘু (৬ ॥ ৬ ॥ ৮) এবং দীর্ঘ (৮ ॥ ৮ ॥ ১০) ত্রিপদীও যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়েছে। ছন্দ-সচেতন কবি আরও নানা বিচিত্র মাপের ছন্দবন্ধ ব্যবহারে দক্ষতা দেখিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গীতগুলিতে উচ্চারণগত নমনীয়তার দৃষ্টান্তই বেশি। আর সেটাই সেই আদি-মধ্য যুগের সুরাশ্রয়ী

কাব্যগঠনরীতির পক্ষে স্বাভাবিক। তবু আলোচনার সুবিধার জন্যে এখানে প্রথমে 'মডেল' বা আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসাবে পয়ার এবং ত্রিপদীর এক একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে, এ-কালের ছান্দসিকগণ-প্রদত্ত অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্তের সূত্রানুসারে তার পরীক্ষা করে নেওয়া যেতে পারে—

পয়ার : ৮॥৬ মাত্রক :

তাম্বুল লইআঁ যাহা পরাণের দূতী।
বকুলতলাত আছে সে সুন্দরী সতী॥ ল ॥ ধ্রু ॥
... ...
যোড়হাত করী তাক বুলিহ বচনে।
আহ্মাকে পাঠায়িলে রাধা নান্দের নন্দনে॥ (তাম্বুল, পৃ. ৯১)

আলোচ্য দৃষ্টান্তটি আধুনিক ছান্দসিকদের মিশ্রবৃত্ত পয়ারের সংজ্ঞা বিচারেও নিখুঁত বলা যেতে পারে। তাম্বুল, সুন্দরী, আহ্মাক, নান্দের নন্দনে,—এই শব্দগুলিতে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণাশ্রয়ী রুদ্ধদলগুলি সবই সংশ্লিষ্ট এক কলার মর্যাদা পেয়েছে। 'লইআঁ' এবং 'পাঠায়িলে' শব্দ দুটিতে অযুগ্ম বর্ণে লেখা অপ্রান্তিক রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ট (দুটিই যথাক্রমে তিন কলামাত্রক) উচ্চারণের দৃষ্টান্ত মিলছে। অযুগ্ম রুদ্ধদলের ক্ষেত্রে এই নমনীয় উচ্চারণের স্বাধীনতা এ কালের কবিরাও নিয়ে থাকেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'পয়ারে'র শব্দ-গ্রন্থনার সূত্র দিতে গিয়ে, এবং যুক্ত-অযুক্ত বর্ণের মাত্রা-বিচারের কথা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন,

বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ, জোড়ে গাঁথ জোড়।
আট-ছয়ে হাঁফ ফেলে ঘুরে যাও মোড়॥
যুক্তাক্ষর চড়া পেলে হসন্তের লগি—
মারো ঝট্ ডিঙ্গা ভেসে যাবে ডগমগি॥
ঠাঁই বুঝে গুণ টানো, ঠাঁই বুঝে দাঁড়।

এই সুচিন্তিত মন্তব্যটি সমগ্র মিশ্রবৃত্ত ছন্দরীতি সম্পর্কেই প্রযোজ্য। এখানে যুক্তবর্ণে লেখা রুদ্ধদল যে সংহত উচ্চারণে এক কলামাত্রা হিসাবে গণ্য হয়, আর অযুক্তবর্ণে লেখা রুদ্ধদল যে স্থান ও কাল বিশেষে কোথাও সংহত একমাত্রার, কোথাও প্রসারিত দু'মাত্রার উচ্চারণ লাভ করে, সত্যেন্দ্রনাথ সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। এবারে একটি 'মডেল' বা আদর্শ ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত দিই :

ত্রিপদী : ৮ ॥ ৮ ॥ ১০ :

হইএ আহ্মে গোপজাতী　　　পতি ছাড়ী নাহি গতী
ঘৃতে দুধেঁ সাজিএ পসারে।
তোহ্মে রাখোআল জনে　　　কড়া চারী কড়ীধনে
আপণাক জাণহ ঈশরে ॥ ৪ ॥ (দান, পৃ. ১৭৬)

ছান্দসিকেরা আধুনিক মিশ্রবৃত্তের সংজ্ঞা-বিচারে এখানে কোনো শৈথিল্য দেখতে পাবেন না। আহ্মে, তোহ্মে এবং ঈশ্বর,—শব্দ তিনটিতে যুক্তবর্ণাশ্রিত রুদ্ধদল, সংশ্লিষ্ট একমাত্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অযুক্তবর্ণে লেখা রুদ্ধদল হইএ (ইএ) সংশ্লিষ্ট দু'মাত্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার সাজিএ (ইএ), রাখোআল (ওআ)—শব্দদুটিতে অযুক্তবর্ণে লেখা রুদ্ধদল বিশিষ্ট—দু'কলার গুরুত্ব পেয়েছে। সেযুগে অধিকাংশ শব্দ স্বরান্তরূপে গঠিত হত বলে শব্দশেষে রুদ্ধদলের উচ্চারণ কম পাওয়া যেত। তবে যেখানে পাওয়া যেত (যেমন, রাখোআল) সাধারণত দ্বিমাত্রক হত। মাঝে মাঝে অবশ্য সংশ্লিষ্ট একমাত্রক উচ্চারণও লক্ষিত হয়। কাহ্নাই, বড়াই জাতীয় শব্দে তার নজির রয়েছে ; একটু পরেই সে আলোচনায় আসা যাবে। শব্দ-গ্রন্থনাতেও এখানে 'জোড়ে-জোড়, বিজোড়ে-বিজোড়' নীতি ঠিক মতো মানা হয়েছে।

আগেই বলেছি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' আদি-মধ্যযুগের নির্মীয়মান মিশ্রবৃত্ত রীতির প্রাথমিক রূপটি পাওয়া যায়। সেখানে মাঝে মধ্যে যেমন এই ছন্দরীতির নিখুঁত আদর্শ রূপটির সন্ধান মেলে, তেমনি অজস্র নমনীয়তার (flexibility) দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। সেকালের কবি ও পাঠক সম্ভবত সুরাশ্রয়ী পঠনভঙ্গিতে, কোথাও সুর টেনে, কোথাও সংহত উচ্চারণে আবৃত্তি করে পংক্তিগুলির ছন্দসমতা রক্ষা করতেন। এবারে যদৃচ্ছ কিছু কিছু গীতাংশ উদ্ধৃত করে এই নমনীয়তা-জনিত ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় নেওয়া যেতে পারে—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥ ১ ॥
...　　...　　...

আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥৩॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥৪॥ (বংশী, পৃ. ৩৭৩)

অপূর্ব ছন্দ ও ভাব-সমন্বিত সমগ্র গীতটি নয়টি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে রচিত। এখানে তার দু'টি শ্লোক উদ্ধৃত হল। বারোটি পংক্তির মধ্যে ছয়টিকে (৩য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ১০ম, ১১শ) আদর্শ পংক্তি ধরা যেতে পারে। অন্যগুলিতে অল্পস্বল্প উচ্চারণগত প্রসারণ বা সংকোচন লক্ষিত হয়। 'বড়ায়ি' শব্দটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতিবারেই সংশ্লিষ্ট দুই কলার উচ্চারণ এসেছে। কিন্তু আধুনিক মিশ্রবৃত্তে শব্দান্ত রুদ্ধদল ('আই্' যুগ্মস্বর) সাধারণত প্রসারিত উচ্চারণে দুই কলার গুরুত্ব লাভ করে। অন্যদিকে আবার ৪র্থ পংক্তির 'মো' মুক্ত একদল শব্দ, প্রত্যাশিত এক কলার পরিবর্তে বিশ্লিষ্ট (প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্তের মতো) দুই কলার গুরুত্ব লাভ করেছে। ১২শ পংক্তির 'বাসলী' যেমন প্রসারিত উচ্চারণে চার কলার মর্যাদা পেয়েছে, তেমনি আবার 'গাইল' শব্দটিতে—সংশ্লিষ্ট দু'কলার ওজন এসেছে। সমগ্র কাব্যাংশটি শব্দানুপ্রাস এবং ধ্বনি-অনুপ্রাসেরও সার্থক উদাহরণ।

এবারে আরও কয়েকটি ব্যতিক্রমী শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত তুলছি—

এবেঁ বড় নয়নে মো না দেখোঁ সুন্দরী।
কথাঁ গেলেঁ পায়িব আহ্মে শ্রীকৃষ্ণ হরী॥
হেনক উপায় মোক বোল চন্দ্রাবলী।
তবেঁ মো তোহ্মাক আণি দিবোঁ বনমালী॥১॥
... ...

যমুনা নদীতে মো কেমনে হৈবোঁ পার।
ঘড়িআল কুম্ভীর তাহাত আপার॥
শকতিএঁ পার হয়িলা চন্দ্রাবলী রাণী।
তথাঁ বা কেমনে পায়িব দেব চক্রপাণী॥২॥
সেহি বৃন্দাবন মাহা ঘোর ভয়ঙ্কর।
বাঘ ভালুক তাএ বসে বিথর॥
... ...
ভরিল যমুনাত তোহ্মা কৈল পার।
তোহ্মা হেতু কান্ধে বহিল দধিভার॥ (বংশী, পৃ. ৩৭৫-৭৬)

লক্ষ্য করা যাবে, মিশ্রবৃত্তের স্বাভাবিক উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হয়েছে। 'মো' প্রথম ও চতুর্থ পংক্তিতে এক কলা, পঞ্চম পংক্তিতে দুই কলা। 'পায়িব' (২য়, ৮ম পংক্তিতে) দুটি পংক্তিতেই সংশ্লিষ্ট দুই কলা, 'শ্রীকৃষ্ণ হরী' (২য় প.) বিশ্লিষ্ট ছয় কলা, 'কুম্ভীর' (৬ প.) বিশ্লিষ্ট চার কলা, 'হয়িলা' (৭ প.) সংশ্লিষ্ট দু'কলা, 'বাঘ' (১০ প.) এবং 'বসে' (১০ প.)—দুটি শব্দই প্রসারিত উচ্চারণে তিন কলা। পঞ্চম পংক্তিতে ৮॥৮ কলামাত্রার প্রসারিত উচ্চারণ, না 'কেমনে' শব্দটি 'কেম্‌নে' উচ্চারণে পড়ে ৮॥৬ কলামাত্রার উচ্চারণ কবি চেয়েছেন, সে বিষয়ে সংশয় জাগে। ১১-১২ পংক্তিতে ৭॥৬ এবং ৬॥৭ মাত্রার বিন্যাস ঘটেছে। অনুমিত হয়, এ দুটি পংক্তি প্রসারিত উচ্চারণে যথাক্রমে ৮॥৬ এবং ৬॥৮ মাত্রায় পঠিত হত। প্রসারণ বা সংকোচন-বিহীন, স্বাভাবিক মিশ্রবৃত্ত পয়ারের আদর্শ পংক্তি মাঝে মাঝে এনে (প. ৩, ৪, ৯) সমগ্র গীতটির গঠন-রূপটি কবি নিয়ন্ত্রিত করেছেন।

উপরের দৃষ্টান্তে লক্ষ্য করা যাবে, মিশ্রবৃত্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মুখ্য নিয়ন্ত্রক ছন্দরীতি হলেও, সে যুগের সুরাশ্রয়ী নমনীয় উচ্চারণ প্রভাবে, এবং সমকালীন সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশকাব্যে সুপ্রচলিত লঘু-গুরু উচ্চারণ-সমন্বিত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রভাবে কবি মাঝে মাঝেই কলাবৃত্তের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ এনে ফেলেছেন। তেমনি আবার তৎকালীন দেশ-ভাষার সুপ্রচলিত লৌকিক ছড়াগানে ব্যবহৃত 'দলবৃত্ত' ছন্দের লঘু চতুর্দল-পর্বিক প্রস্বরের আমেজও মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে। এখানে তেমন আরও দু'একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি :

(ক) রাধা যেহ্ন । সতী তাক । জগতেঁ বা । খানী।
হেন রাধা । মারিলেঁ । চাণ্ডাল চক্র । পাণী॥১॥

... ...

মোরে নাহিঁ । ছো কাহাঞিঁ । বারাণসি । যা।
আঘোর । পাপেঁ তোর । বেআপিল । গা॥ ধ্রু॥

... ...

রাধা জিআই । বারে কাহাঞিঁ । কর পর । কার।
তবেঁসি হ । য়িব কাহাঞিঁ । তোহ্মার নি । স্তার ॥ (বাণ, পৃ. ৩৫৯)

(খ) কাহ্নাঞিঁ তোর । কথা শুণী । বড়ায়ির । মুখে।
কহিতেঁ না । পারোঁ তাক । যত পাইলোঁ । দুখে ॥ ১ ॥
তোহ্মার বি । রহে মোঁ । হয়িলোঁ বেআ । কুলী।
তে কারণে । তোর বাঁশী । নিলোঁ বন । মালী॥ ২॥ (বংশী, পৃ. ৪১১-১২)

নিম্নরেখ রুদ্ধদলাশ্রিত পর্বগুলিতে দলবৃত্তের উচ্চারণভঙ্গি অনুভব করা যায়। তবে সমগ্রভাবে গীত দুটি পাঠ করতে গেলে দেখা যাবে, যতটা দলবৃত্তের লঘু পর্বযতির আমেজ ফুটেছে তার তুলনায় অনেক বেশি মিশ্রবৃত্তের ৮॥৬ কলামাত্রক অর্ধযতি এবং সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দৃঢ়বদ্ধতা পরিস্ফুট হয়েছে। সুতরাং কিছুটা নম্মনীয়তা লক্ষ্য করেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দকে যাঁরা লোককাব্যের দলবৃত্ত-প্রভাবিত ছন্দ বলে রায় দিয়েছেন। তাঁরা কবির প্রতি সুবিচার করেননি।

এতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উচ্চারণ-প্রকৃতি সম্পর্কেই মুখ্যত আলোচনা করা হয়েছে। ছন্দের মুখ্য দুটি বিচার্য বিষয় হল : (১) উচ্চারণ প্রকৃতি বা মাত্রাবিচার এবং (২) গঠনাকৃতি বা ছন্দবন্ধ। এবারে আলোচ্য কাব্যে ছন্দ-সচেতন কবি গঠনাকৃতির যে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন তার কিছুটা পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। পূর্বেই বলেছি, কবি এ কাব্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন পয়ার। তারপর লঘু ও দীর্ঘ ত্রীপদী, চৌপদী, একপদী, একাবলী প্রভৃতিরও নিদর্শন মেলে। পয়ারের বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত আগেই দিয়েছি। এবারে অন্যান্য রূপগুলির পরিচয় দেওয়া যাক :

(ক) লঘু ত্রিপদী : ৬॥৬॥৮ মাত্রক :

প্রথম যৌবন মুদিত ভাণ্ডার
তাত না সম্বাএ চুরী।

আহ্মার যৌবন   কাল ভুজঙ্গম
ছুইলেঁ খাইলেঁ মরী॥৬॥ (দান, পৃ. ১৬৭)

(খ) দীর্ঘ ত্রিপদী : ৮॥৮॥১০ মাত্রক :

হারায়িল তোহ্মার বাঁশী   তেঁসি বড়ায়িতে হাসী
মোর বোল সুণ চক্রপাণী॥
বুলী চৌর পৈসে ঘরে   গিহ্নীক সত্বর করে
হেন দুঠ বড়ায়ির বাণী॥১॥ (বংশী, পৃ. ৪০০)

(গ) ত্রিপদীর রকমফের : ৮॥৬॥১০ মাত্রক :

সুসর বাঁশীর নাদ শুণিআঁ বড়ায়ি
রান্ধিলোঁ যে সুনহ কাহিনী।
আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোয়ার দিলোঁ
শাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পানী॥১॥ (বংশী, পৃ. ৩৮৫)

এই গীতটির কোনো কোনো শ্লোকে ৬॥৮॥১০ মাত্রা ভাগও লক্ষিত হয়।

(ঘ) চৌপদী : ৮॥৮॥৮॥৬ মাত্রক :

ফুটিল কুসুম পুঞ্জে
সরস ভ্রমর গুঞ্জে
এক এক নারী লআঁ এক এক কুঞ্জে॥
চির মনোরথ পুরী
রসময় মন করী
বৃন্দাবন মাঝে রতি ভুঞ্জিল মুরারী॥২॥ (বৃন্দাবন, পৃ. ২৮৮)

(ঙ) চৌপদী : ৮॥৮॥৬॥৮ মাত্রক ('ল' ধুয়াসহ) :

যাবত আছে পরাণে ল
তাবত দেহ বচনে।
আহ্মার মরণ তোহ্মার এহি ধেআনে॥ ল॥
যবে দরশন ভেল।
তবে কেহ্নে না তেজিল।
এবেঁ তোহ্মে মোকে বড়ায়ি দুখিনী কৈল ল॥ ২॥ (রাধাবিরহ, পৃ. ৪৪৫)

বড়ু চণ্ডীদাস আট বা দশ মাত্রার পদে সাধারণত বিজোড়ের পর বিজোড় এবং জোড়ের পর জোড় শব্দ-গ্রন্থনার প্রত্যাশিত রীতিই মেনে চলেছেন। তবে মাঝে মাঝে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তও মেলে। এখানে নিম্নরেখ তিনটি আট মাত্রার পদে ৩-২-৩ মাত্রার গ্রন্থনায় তার নিদর্শন মিলছে। অনুমিত হয়, সে কালের সুরাশ্রয়ী পঠন-রীতিতে এমন শব্দগ্রন্থনার শৈথিল্য শ্রোতাদের কান এড়িয়ে যেত। চৌপদীর পদভাগে আরও কিছু বৈচিত্র্য কোনো কোনো গীতের পংক্তিবিশেষে লক্ষিত হয়। ত্রিপদীর ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এখানে দীর্ঘতর পদভাগের, অতিপর্বসহ আরও একটি চৌপদীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

(চ) চৌপদী : ১০॥২) ১০॥৮॥৮ মাত্রক (অতিপর্বসহ) :

শিশুকালে আহ্মে মতিভোলে।
বড়ায়ি না লয়িলোঁ কাহ্নের তাম্বুলে।
এবেঁ আহ্মার মন মজিল বালগোপালে॥
তোহ্মে যাত্রা কর শুভক্ষণে।
বড়ায়ি ঝাঁট চল কাহ্নাঞিঁর থানে।
বিনয়বচনে তোষিআঁ কাহ্নাঞিঁ আন মোর থানে॥ ১॥ (রাধাবিরহ, পৃ. ৪৫৯-৬০)

'পয়ার' ব্যতীতও বেশ কয়েকটি বিভিন্ন মাপের দ্বিপদী এ-কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে তারও কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

(ছ) দীর্ঘ দ্বিপদী : ৮ ॥ ৮ মাত্রক (অতিপর্বসহ) :

দধি দুধ নঠ কৈলেঁ কাহ্নাঞিঁ ল
মোর ডুবায়িলেঁ পসার।
বলে জলে কোলে কৈলেঁ কাহ্নাঞিঁ ল
কৈলেঁ বড়ই খাঁখার ॥ ১ ॥ (নৌকা, পৃ.২৩৪)

(জ) মহাপয়ার : ১০ ॥ ৮ মাত্রক :

গোআল জরম আহ্মে শুণ
দধি দুধে উতপতী।
এবেঁ তাক উপেখহ কেহ্নে
তোর ভৈল কি কুমতী ॥ ২ ॥ (নৌকা, পৃ. ২১২)

এবারে বিভিন্ন মাপের দু'একটি একপদীর উদাহরণ তুলছি।

(ঝ) আট মাত্রার (দিগক্ষরা) পংক্তিবদ্ধ : ৮ ॥ ৮ ॥ :

সুমেরু আহ্মাক গড়ে।
তার শৃঙ্গে মোর মেঢ়ে ॥
নাম মোর বনমালী।
হেলেঁ দলিবোঁ কালী ॥ ৩ ॥ . . .
তেজহ জাইবার আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ (দান, পৃ. ১১৯)

(ঞ) দশমাত্রক পংক্তিবদ্ধ : ১০ ॥ ১০ :

চাঁপা কুঁঢ়ী দেখিতেঁ রূপসে।
তাত নাহিঁ গন্ধের পরসে ॥ ল ॥

বিকসিলেঁ মোহে মুনিমণে।
হেন সব নারীর যৌবনে॥ ১ ॥ (দান, পৃ. ১১৭)

(ট) আট + দশ মাত্রক মিশ্র একপদী : ৮॥১০

কংস বড় দুরুবারে।
তার ভএ নিবারোঁ তোহ্মারে॥ ৮ ॥
কংস মারিবোঁ পরাণে।
তবে সাধিবোঁ আপণ মাণে॥ ৯ ॥ (বাণ, পৃ. ৩৫১)

(ঠ) একাবলী : ৬॥৫ বা ৫॥৬ মাত্রক :

কাহার বহু তোঁ কাহার রাণী।
কেহ্নে যমুনাত তোলসি পাণী॥ ১ ॥
বড়ার বহু মো বড়ার ঝী।
আহ্মে পাণি তুলী তোহ্মাত কী॥ ২ ॥ (যমুনা, পৃ. ৩১৪)

কোনও কোনও গীতে কবি ৬॥৬ মাত্রক দীর্ঘ একাবলীও ব্যবহার করেছেন।

(ড) পয়ার + দশ মাত্রক একপদী মিশ্র শ্লোক : ৮॥৬॥১০॥ (ধুয়াসহ) :

আজি রজনীত বড়ায়ি দেখিলোঁ সপনে।
রাধা সিআঁ বসিলী শয়নে॥ বড়ায়ি ল॥
তখনে হৃদয়ে মোর বেধিল মদনে।
বুইলোঁ পরিহাস বচনে॥ বড়ায়ি ল॥ ১ ॥ (তাম্বুল, পৃ. ৯৬)

বড়ু চণ্ডীদাস যে ছন্দ সচেতন কবি ছিলেন উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে তার সাক্ষ্য মিলছে। এখানে তাঁর স্তবক-সচেতনতারও দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

(ঢ) মিশ্র দ্বিপদী + ত্রিপদী পংক্তিক স্তবক : ১২॥১০॥৮॥৮॥১০॥ :

যমুনার তীরে কদমের তলে
কাঞ্চুলী ভিজিআঁ গেল ঘামে।
হংস যেহ্ন সরোবরে বিগুতিল বড়ায়ি ল
তেহ্ন রাধা বিগুতিলে কাহ্নে॥১॥ (দান, পৃ. ২০৯)

(ণ) মিশ্র একপদী স্তবক : ১০॥১০ ॥১২॥১২॥ :

যঁবে কাহ্ন চাহিলে সুরতী।
মো তবেঁ আছিলোঁ শিশুমতী॥
এবেঁ মোঞঁ ভৈলোঁ ভর যুবতী।
আহ্মাক ছাড়িআঁ কাহ্ন গেলা কতী॥২॥ (রাধাবিরহ, পৃ. ৪৩৫-৩৬)

(ত) মিশ্র চৌপদী স্তবক : ৮॥৮॥১২॥৮ ॥৮॥১০॥১০॥৮ ॥ :

তোএঁ না গুণসি মনে।
আল করিবোঁ যতনে।
নিজ ধন দিআঁ সুন্দরী রাধা নির্ম্মায়িলোঁ এ বৃন্দাবনে॥
আনেক ফুল তুলিলেঁ।
আল বহুত ফল খায়িলেঁ।
আর আনুচিত কৈলেঁ রাধা ডাল ভাঙ্গিআঁ পেলায়িলেঁ॥১॥ (বৃন্দাবন, পৃ. ২৯৫)

কবির ছন্দবন্ধ রচনায় নৈপুণ্যের পরিচায়ক আরও বেশ কিছু দৃষ্টান্ত সন্ধানী পাঠক মূল কাব্যগ্রন্থে দেখতে পাবেন। আলোচনা-পরিসরের কথা মনে রেখে প্রসঙ্গটি এখানেই শেষ করা গেল। এবারে তাঁর কাব্যের মিল বা ধ্বনি-অনুপ্রাস প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করতে চাই।

কবিতায় মিল মুখ্যত অলঙ্কারের পর্যায়ে পড়ে। তবে পর্ব-পদ-পংক্তি-শেষের মিল এবং নানা ধরনের ধ্বনি-অনুপ্রাস যে কাব্যে শ্রুতি-সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, ছন্দের বিচারে তাকে উপেক্ষা করা চলে না। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে মিলের তেমন গুরুত্ব না থাকলেও, পরবর্তী যুগের প্রাকৃত ও অপভ্রংশ কাব্যে, বিশেষ করে মাত্রাবৃত্ত রীতির রচনাবলীতে মিল যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছে। এই মিলের গুরুত্ব নব্য আর্য যুগের সূচনায় দেশভাষায় লিখিত চর্যাগীতে এবং সংস্কৃতে লেখা জয়দেবের গীতগোবিন্দে লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ১৫ শতকের প্রথমার্ধে রচিত বলে আচার্য সুনীতিকুমার অনুমান করেছেন। এ কাব্যেও নানা ধরনের মিল-বিন্যাসের প্রতি কবির অনুরাগ লক্ষিত হয়।

আলোচনায় পূর্বোদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে লক্ষ্য করা যাবে, প্রান্তিক দুই স্বর-সহ শেষ ব্যঞ্জনের মিল অধিকাংশ দ্বিপংক্তিক শ্লোকে রক্ষিত হয়েছে। ত্রিপদী ও চৌপদীতে অনেক সময় প্রথম দুটি পদের শেষে এবং দ্বিপংক্তিক শ্লোকের দুই পংক্তি-শেষেও অনুরূপ মিল বিন্যস্ত হয়েছে। এখানে তার আরও এক একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।

(ক) পয়ার :

ষোল শত গোআলিনী জাইএ বিকে হাটে।
মাগুকিলেঁ কিলাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা বাটে ॥ ৫ ॥ (দান, পৃ. ১৫৫)

এখানে আ-ট্-এ মিল রয়েছে।

(খ) ত্রিপদী :

তোহ্মে রাধা চন্দ্রাবলী   আহ্মে দেব বনমালী
আহ্মা পরিহর আকারণে।
আহ্মার পুরহ আশ   গাইল বডু চণ্ডীদাস
বন্দিআঁ বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥ (ভার, পৃ. ২৫৫)

এখানে পদশেষে অলী/আলী, আশ/আস এবং পংক্তিশেষে আরণে/অরণে মিল রয়েছে। প্রসঙ্গত এখানে বলা যেতে পারে, লঘু ত্রিপদীতে (৬।৬।৮) কবি পদমিল খুব কম দিয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পংক্তিমিলই লক্ষিত হয়।

চৌপদীতে কবি সাধারণত প্রথম দুইপদে এক মিল দিয়ে, পংক্তিশেষে সেই মিলই ফিরিয়ে এনেছেন। যেমন—

(গ) আছিলোঁ মো শিশুমতী
না বুঝিলোঁ সুরতী
তেকারণে তোর বোলে না দিলোঁ সম্মতী॥
এবেঁ মো ভরযুবতী
তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ গতী
এহা বুঝী মোর বোলে কর আনুমতী॥ ২॥ (রাধাবিরহ, পৃ. ৪৫৩)

তবে দুই পংক্তিতে এমন এক মিল অধিকাংশ শ্লোকেই মেলে না। এবারে কিছু ব্যতিক্রমী মিলের উদাহরণ দিচ্ছি—

(ঘ) পান ফুল দিআঁ পাঠায়িলোঁ তোরে
দূতার হাথত দিআঁ॥
বোল না ধরিলেঁ তাম্বুল পেলাইলেঁ
বাম চরণে টালিআঁ॥ ২॥ (রাধাবিরহ, পৃ. ৪৫৭)

এখানে কবি দিআঁ/লিআঁ শব্দে মিল দিয়েছেন, অর্থাৎ প্রত্যাশিত প্রান্তিক ব'ঞ্জনের মিল না রেখে কেবলমাত্র দুই স্বরের (-ইআঁ) মিল রেখেছেন।

(ঙ) কাহাঞিঁক বুইল বড়ায়ি বচন মধুরে।
চন্দ্রাবলী রাধা তোর বিরহে মরে॥ ১॥ (রাধাবিরহ, পৃ. ৪৬৭)

এখানে মধুরে/মরে মিল ত্রুটিযুক্ত মিলের পরিচায়ক।

(চ) তরাসেঁ নিরস ভৈল রাধার আধর।
পরাণ রাখিলো দিআঁ শীতল জল॥ ৩॥ (হার, পৃ. ৩৪১)

এখানে 'রাধার আধর' এবং 'শীতল জল'—পদ দুটির শব্দানুপ্রাস শ্রুতিসুখকর হলেও, পংক্তি মিল (আধর/জল) নিঃসন্দেহে দুর্বল মিলের পরিচায়ক।

(ছ) বুঝ ভাবী আপণ <u>আন্তরে</u>।
আজি কর এহা জল <u>সফলে</u>॥৩॥ (যমুনা, পৃ. ৩২১)

অন্তরে/সফলে মিলে অ-অ-এ তিনটি স্বরের মিল থাকলেও, ব্যঞ্জনধ্বনির বৈসাদৃশ্য শ্রুতিকে পীড়িত করে।

আর দৃষ্টান্ত বাড়ানোর প্রয়োজন দেখি না। অপমান/কাহ্নে, বনমালী/চন্দ্রাবলী, মতিঘোষে/চণ্ডীদাসে, ভাল মতে/খায়িতে, বহে/গাএ, হয়/সোঅ, গোআলী/ধরী, রূপ/বুক—এমন দুর্বলতর মিলের বহু দৃষ্টান্তই এ কাব্যে পাওয়া যাবে। বোধহয়, সে যুগের পঠনভঙ্গিতে সুরের রেশ এই দুর্বলতা ঢেকে দিতে কিছুটা সাহায্য করত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কিছু দুর্বল মিলের নিদর্শন থাকলেও, সাধারণভাবে বলা চলে পদ বা পংক্তি-মিলে শ্রুতিমাধুর্যই প্রকাশ পেয়েছে। দু'একটি শ্লোকে তো প্রান্তিক মিলের সৌন্দর্য পাঠককে বিশেষভাবেই চমৎকৃত করে। যেমন—

(জ) চুম্বন করিল রাধা <u>সখির বদনে</u>।
ভাল গীত গাএ বুলী <u>পড়িল মদনে</u>॥ (বৃন্দাবন, পৃ. ২৮২)

এখান প্রান্তিক অ-ই-অ-অ-দ্-অ-ন্-এ—এতগুলি স্বর ও ব্যঞ্জনের মিল পাঠক ও শ্রোতার কানকে প্রসন্ন করে বই কি? এই শ্লোকে 'করিল-ভাল', 'গীত-গাএ' শব্দগুলির প্রচ্ছন্ন ধ্বনি-অনুপ্রাসও উপেক্ষণীয় নয়।

(ঝ) সুন্দর সে গীত গাআঁ <u>বাআঁ করতালী</u>।
দেখ পাঅচিহ্ন কথাঁ <u>গেলা বনমালী</u>॥ধ্রু॥ (বৃন্দাবন, পৃ. ২৮৯)

এখানেও আ-অ-অ-আ-ল-ঈ—ধ্বনিগুলির মিল কানকে প্রসন্ন করে তোলে। সঙ্গে উপরি পাওনা হল, 'গীত/গা আ', 'গাআঁ/বাআঁ' শব্দের অনুপ্রাস-ঝঙ্কার।

সুনিপুণ শব্দশিল্পী কবি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বেশ কিছু গীতেই তাঁর অসাধারণ অনুপ্রাসধর্মী শব্দব্যবহারের সাক্ষ্য রেখেছেন। এবারে তাঁর থেকে দু'একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে আলোচনা শেষ করতে চাই।

দানখণ্ডে ১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত একটি গীতে প্রায় প্রতি পংক্তির সূচনায় প্রসারিত তিনমাত্রার 'কা-ল' শব্দটি ব্যবহার করে কবি একদিকে যেমন শ্রীকৃষ্ণের দেহ-বর্ণের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, অপরদিকে শব্দানুপ্রাসেরও সার্থক পরিচয় দিয়েছেন।

একটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি :

কাল আখরেঁ তীন ভুবন বিচার।
কাল মেঘের জলে জীএ সংসার॥
কাল গাইর ক্ষীর লাগে বড় কাজে।
কাল রতনে হার শোভে দেবরাজে॥ ১॥
... ...
কাল উতপল নয়নে শোভসি গোআলী।
কাল সুন্দর দেহেঁ শোভে বনমালী॥ ৩॥ (দান, পৃ. ১৬২-৬৩)

প্রচ্ছন্ন ধ্বনি-অনুপ্রাসের অপূর্ব নিদর্শন হিসাবে আর একটি গীতাংশ উদ্ধৃত করছি :

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপনে সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআঁরো তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥ ১॥ (রাধাবিরহ, পৃ. ৪১৫)

এখানে শ/স, ক, প, ম এবং ব ধ্বনিগুলির শ্রুতিমধুর পুনরাবৃত্তি সচেতন পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন। আর দৃষ্টান্ত বাড়াচ্ছি না। কৌতূহলী পাঠক যমুনাখণ্ডের ২নং গীত (কাহার বহু তো কাহার রাণী), তাম্বুলখণ্ডের ১৪নং গীত (আহ্মার কোমল দেহে), বংশীখণ্ডের ২নং গীত (কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে) ভারখণ্ডের ৩৩নং গীত (লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল) এবং অনুরূপ আরও বেশ কিছু গীতে শ্রুতি-সুখকর, কবিত্বময় ধ্বনি-অনুপ্রাসের পরিচয় পাবেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই সংক্ষিপ্ত ছন্দ আলোচনা এখানে শেষ করা গেল। সে যুগের লিপিকরদের প্রমাদ, বানান-শৈথিল্য, এবং সম্পাদকের পুথিপাঠে নানা সংশয়,—এই সীমাবদ্ধতা মনে রেখেই আলোচ্য গ্রন্থের ছন্দ বিচার করতে হয়েছে। সহৃদয় পাঠকদের এ-কথা স্মরণ রাখতে বলি।

বিষয়বস্তু বা কাহিনী বিন্যাস ধারা

কাহিনী : **জন্মখণ্ড** : গ্রন্থের কাহিনী-বিন্যাসেও প্রাচীনতার সাক্ষ্য রয়েছে। দশটি খণ্ডে[১] সমগ্র কাহিনী বিন্যস্ত। জন্মখণ্ডে ভাগবত (দশম স্কন্দ) এবং বিষ্ণুপুরাণ অনুসরণে কৃষ্ণের জন্মকথা বর্ণিত হয়েছে। দেবতারা কংসবধের ষড়যন্ত্র করেছেন। নারায়ণ তাদের ধল কাল দুটি কেশ দিলেন। কংসের কারাগারে দৈবকীর অষ্টমগর্ভে কাল কেশে কৃষ্ণের জন্ম হল। পিতা বসুল গোপনে যমুনা পেবিয়ে গোকুলে যশোদার কাছে কৃষ্ণকে রেখে এলেন। বিনিময়ে যশোদার সদ্যোজাত কন্যাকে এনে দৈবকীর কাছে রাখলেন। কংস তাকে হত্যা করল, সেই কন্যা দৈববাণী করে গেল, গোকুলে কংসের হত্যাকারী বড় হচ্ছেন। এদিকে লক্ষ্মীদেবী রাধা রূপে সাগরের ঘরে পদুমার গর্ভে জন্ম নিলেন। এ-অংশটি কাবর নিজস্ব কল্পনা। নপুংসক আইহনের তিনি বধূ। কৃষ্ণের সঙ্গে তার প্রেমে দৌত্য করেন বড়াই। আইহনের মা রাধার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বুড়ী বড়াইকে পদুমার ঘর থেকেই চেয়ে নিয়েছেন। সুতরাং বড়াই হল রাধার মায়ের পিসী। রাধা তাকে বড়াই (বড় মা) বলে ডাকে।

তাম্বুলখণ্ড : তাম্বুলখণ্ডে বড়াই কৃষ্ণের পক্ষ হয়ে রাধার কাছে পানফুল নিয়ে প্রেমের দৌত্যে নেমেছেন। উপলক্ষটি কৌতুকপ্রদ। গোপীরা দুধ-দৈ নিয়ে গোকুল থেকে বৃন্দাবনের বনপথ পেরিয়ে মথুরার হাটে যাচ্ছিলেন,—সঙ্গে বড়াই। সে মাঝ পথে রাধাকে হারিয়ে ফেলল। পথে গোপবালকদের কাছে রাধার কথা জিজ্ঞাসা করল। গোপবালক কৃষ্ণ বড়াই-এর মুখে রাধার বর্ণনা শুনে বলছেন, 'তার হদিস বলে দিতে পারি। বিনিময়ে তাকে বুঝিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে।' বেশ বোঝা গেল, রাধাকে কৃষ্ণ আগেই ভালভাবে জানেন এবং তার প্রতি আকৃষ্ট রয়েছেন। পানফুল দিয়ে কৃষ্ণ বড়াইকে রাধার কাছে বুঝিয়ে পাঠালেন। দৌত্যের প্রথম প্রতিক্রিয়া কি হল, সে পদধৃত পৃষ্ঠা পুঁথিতে খণ্ডিত। কৃষ্ণের কাছে বড়াই ফিরে এলে কৃষ্ণ পুনর্বার পাঠালেন। রাধা কিঞ্চিৎ কুপিতা, তবে আশ্বাসও দিচ্ছেন,

> জৈসাণে রতি জাণবোঁ।
> তেসাণে কাহ্ন আণিবোঁ।
> সুরত সম্ভোগে সকল রাতী পোহাইবোঁ॥৩॥
> দেখি তোহ্মাক আজলী।
> পর কাজে তোঁ বিকলী।
> তেসি না বুঝসি আহ্মে বালী॥ (তাম্বুল, পৃ. ৯৫)

১. মূল খণ্ডগুলির অন্তর্গত খণ্ড পৃথকভাবে ধবলে তেরোটি।

'যখন রতিরস বুঝতে শিখব তখন কানুকে এনে সুরতি-সম্ভোগে সকল রাত কাটাব। তুমি ন্যাকার মত অন্যের কাজে বিকল (বুদ্ধিহীনা) হয়েছ। তাই বুঝছ না, আমি বালিকা মাত্র।'

এতেও অবুঝ কৃষ্ণ তৃতীয়বার বড়াইকে রাধার কাছে পাঠালেন। বড়াই গিয়ে কৃষ্ণের স্বপ্নকথা (রাধা কৃষ্ণের শিয়রে বসে প্রেম-পরিহাস করছেন) রাধাকে বললেন। এবারে শুধু আর তিরস্কার বা বোঝানো নয়, রেগে রাধা বড়াইকে প্রহার করলেন।

এহা গুআ পান তোহ্মে আপণেই খাহা।
আপণাক চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা॥
এহা বুলী বড়ায়িক চড় মাইল রোষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥ (তাম্বুল, পৃ. ৯৮)

'কৃষ্ণ প্রদত্ত পান-সুপুরী তুমিই খাও এবং নিজেকে চিহ্নিত করে কানুর কাছে যাও। —এই বলে রেগে রাধা বড়াইকে চড় মারলেন। বাসলী-বন্দনাসহ চণ্ডীদাস গাইছেন।'

এবারে কানাই এবং তার দূতী বড়াই উভয়েই রাধার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে পরামর্শ আটলেন, রাধাকে ভুলিয়ে মথুরার পথে এনে দানের ছলে তার ক্ষীর ননী সব নষ্ট করবেন, এবং

কাঞ্চুলী করিবোঁ চীর
হাথ দিবোঁ তাহার তনে।
তোর আনুমতী লআঁ
বলে রাধাক ধরিআঁ
লআঁ যাইবোঁ মাঝ বৃন্দাবনে॥ ৩ ॥
পাছেত মদনবাণে
হাণিআঁ তাক পরাণে
রহিবোঁ ধরি মুনি বেশে॥ (ঐ, পৃ. ১০১)

'কাঁচুলি ছিঁড়ে স্তনে হাত দেবেন, বড়াই-এর অনুমতি নিয়ে বলে রাধাকে মাঝ বৃন্দাবনে ধরে নিয়ে যাবেন। শেষে রাধার প্রাণে মদন বাণ হেনে, মুনিবেশ ধরে কৃষ্ণ দূরে সরে যাবেন।' এখানেই গ্রন্থের পরবর্তী কাহিনীর আভাস দেওয়া হয়েছে।

এরপরই চারটি পদে (২৩-২৬) কাহিনীর পারম্পর্য শিথিল। পদগুলি পরবর্তী প্রক্ষেপ বলেই সন্দেহ হয়।

দানখণ্ড : দানখণ্ডের সূচনায় যমুনাঘাটে কানাই গোপীদের পথ রোধ করলেন। মাঝে তিনটি পৃষ্ঠা খণ্ডিত। পরের কাহিনী থেকে ধরা যায়, সবাইকে ছেড়ে কৃষ্ণ রাধাকে ঘাট-দানের দাবীর ছলে ধরে রেখেছেন। উভয়ের নানারূপ কথা কাটাকাটি, মাঝখানে বড়াইকে রেখে। রাধা বলছেন,

আল বড়ায়ি ॥
এগার বৎসরের বালী।
যেহ্ন নলিনীদল কোঁঅলী ॥ ল ॥
আল বড়ায়ি ॥
তাক দেখি যার মন জাএ।
নিজ দোষে পরাণ হারাএ ॥ ১ ॥ (দান, পৃ. ১০৬)

'বড়াই, (আমি) এগার বৎসরের বালিকা, যেন পদ্মের কুঁড়ি। তাকে দেখে যার মন যায়, সে নিজ দোষে প্রাণ হারায়। বড়াই, কানু আমার আলিঙ্গন চায়। স্পর্শ করলে প্রাণত্যাগ করব। সব সখি চলে গেল, পথে আমাকেই আটকাল। পরিহাস ছলে কাঁচুলি ভাঙতে চায়। আমায় 'ধামালী' কথা বলে। তুমি মধুসূদনকে বারণ কর।'

কৃষ্ণ নিজেকে ভগবান বলে পরিচয় দেন, রাধা তাকে আইহন এবং কংসের ভয় দেখান। অনেক বিতর্কের পর রাধা বোধহয় একটু নরম হলেন। বড়াইকে বলছেন, 'আমি ননীর পুতুলের ন্যায় রোদে গলে যাই। কানুর অনুরোধ কেমন করে পালন করব, প্রাণে ভয় লাগছে।' এরপর আবার উভয়ের বিতর্ক। কানাই রাধা উভয়েই পরদার-গমনের পক্ষে-বিপক্ষে শাস্ত্রবাণী উদ্ধার করছেন। কানাই-এর দু একটি রাধা-স্তুতির পদে কবিত্ব লক্ষণীয়,

নীল জলদসম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা ॥ ১ ॥

শিশত শোভএ তোর কামসিন্দুর।
প্রভাত সময়ে যেন উয়ি গেল সুর ॥ ২ ॥ (দান, পৃ. ১৩৭)

'নীল মেঘের মত তোমার কুন্তলভার। চম্পকমালা তার উপরে যেন বিদ্যুৎ-রেখা। কপোলদেশে কামসিন্দুর শোভিত, যেন প্রভাতী নবীন সূর্য।' এই সময়ে রাধার বয়স কত? কৃষ্ণ বরাবর বলছেন, বারো। রাধা বলছিলেন, এগারো। কম করেই বলছিলেন। একটি পদে স্বীকার করে ফেলেছেন,

এ বার বরিষে মোর তের নাহিঁ পূরে।
এহা দেখি রসত মন কর দূরে ॥ (দান, পৃ. ১৩৯)

'আমার বয়স বারো, তেরো পূর্ণ হয়নি। এ দেখে মন থেকে রস (আকাঙ্খা) দূর কর।' এইভাবে কথা কাটাকাটিতে সকাল থেকে বিকাল হয়ে এল। দুধ-দৈ সব নষ্ট হল। মাঝে ৫১-৫২ পদ দুটি পারম্পর্যহীন। আবার ৫৩ পদ থেকে কাহিনী ধারা অব্যাহত। কৃষ্ণ এবারে রাধার ওপর বল প্রয়োগ করতে চান। বুদ্ধিমতী রাধা এবারে সতীত্ব বাঁচাতে সমুচিত দানরূপে অলঙ্কারাদি দিয়ে ছাড়া পেতে উৎসুকা ; কৃষ্ণ কিন্তু রতিদান ছাড়া অন্যদানে সম্মত নন। গ্রাম্য কিশোরী চটে বলছেন,

ষোলশত গোআলিনী জাইএ বিকে হাটে।
মাগুকিলেঁ কিলাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা বাটে ॥ ৫ ॥ (দান, পৃ. ১৫৫)

'(দানের জন্য বল করলে) ষোলশত গোপী যারা হাটে যাই আমাদের 'মাগুকিলে' (মেয়েলী মুষ্টি প্রহারে) তোমায় পথে মেরে ফেলব।' কৃষ্ণও গ্রাম্য কিশোর। জবাব দিচ্ছেন,

ছাওআল না দেখ মোরেঁ মাথে ঘোড়াচুলে।
মুণ্ডে মুণ্ডে ডুসাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা হেলে ॥ ৬ ॥ (দান, পৃ. ১৫৫)

'আমায় ছেলে মানুষ ভেব না ; মাথার লম্বা চুল দেখ। তোমাদের 'মুণ্ডে মুণ্ডে ঢুসিয়ে' (মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করে) সহজেই মেরে ফেলব।' গ্রামীণ কবি এখানে গ্রাম-সমাজের নায়ক-নায়িকার রূপে রাধাকৃষ্ণকে উপস্থিত করেছেন।

ঘটনাগতি যেভাবে চলছিল ৬১নং পদ থেকে (নিতি নিতি রাধা যাসি বিকে) আবার যেন একটু শিথিলগতি হয়ে পিছিয়ে এসেছে। তাছাড়া কৃষ্ণ এখানে দাদা বলভদ্রকে সাক্ষী মানছেন। হঠাৎ বলভদ্র কোথা থেকে এলেন? ৬১, ৬২, ৬৩ পদ তিনটি সঙ্গতিহীন। ৬৪, ৬৫ পদে দেখা যায়, ইতিমধ্যেই কানাই রাধার উপর

কিছু বলপ্রয়োগ করেছেন। তাই নিয়ে কথা কাটাকাটি। ৭০ পদে কৃষ্ণ রাধাকে অভিযোগ করছেন, 'রাধা, তুমিই কটাক্ষ করে আমার প্রাণ আকুল করেছ।' রাধা এ অভিযোগ অস্বীকার করছেন না। ৭২ পদে কৃষ্ণ আবার বলভদ্রকে সাক্ষী মানছেন। ৭৪ পদে রাধা কৃষ্ণকে পূর্ব শাস্তি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন,

ভূমি ছুইআঁ হাথ পরসওঁ দুঈ কানে।
এভোঁহো কাহ্নাঞিঁ তোত না ভৈল গেআনে॥ (দান, পৃ. ১৭৩)

'কানাই, তোমায় ভূমি ছুঁয়ে দু কানে হাত স্পর্শ করতে হল তাতেও জ্ঞান হল না?'—এ শাস্তির আখ্যায়িকা পাওয়া যায়নি। মনে হয় ৬১ থেকে বেশ কিছু সংখ্যক পদ প্রক্ষিপ্ত। একই দানের হিসাব পূর্বে একবার হয়ে গেছে, আবার ৭৫ পদে আসছে। উক্তি-প্রত্যুক্তিরও একঘেয়ে পুনরুক্তি। ৯৩ পদ থেকে (না জাই আল রাধা মথুরা নগর) কাহিনী পরিবর্তন। মনে হয় মাঝে কিছু অংশ নষ্ট হয়েছিল। কোনও দুর্বল কবি সে অংশ (৬১-৯২ পদ) পূরণের চেষ্টা করেছেন, তবে জোড় ঠিকমত লাগেনি। এরপর বড়াই-রাধার কথোপকথন। যে পথে কৃষ্ণ দানী সেজে বসে নেই সে পথে মথুরা যেতে রাধার আগ্রহ। তবে ইতিমধ্যেই রাধা যে কৃষ্ণ-প্রেমে কিছুটা মজেছেন বড়াই-এর উক্তিতে ধরা যায়,

এথাঁসি সুন্দরি রাধা কর কাঠদাপ।
তথা গেলেঁ হইবি যেহ্ন বাদিআর সাপ॥ ৭॥ (দান, পৃ. ১৯১)

'হে সুন্দরি রাধা, এখানে কাঠদাপ করছ (কঠোর দর্প দেখাচ্ছ), ওখানে গেলে যেন বেদের সাপ (মন্ত্রমুগ্ধ) হয়ে যাও।'

দ্বিতীয়বারে কানাই যখন রাধাকে পথে ধরলেন বড়াই রাধার মন বুঝেই কৃষ্ণের হাতে ধরা দিতে পরামর্শ দিচ্ছেন।

আইস বোলোঁ গোআলিনী সুণ মোর বোল।
জিআঅ কাহ্নাঞিঁ রাধা দিআ চুম কোল॥ ২॥ (দান, পৃ. ১৯৩-৯৪)

'আমি বলি, গোয়ালিনী এস, আমার কথা শোন। কানাইকে চুম্বন আলিঙ্গন দিয়ে, রাধা, তাকে বাঁচিয়ে তোল।'

এবারে বড়াইই কৌশলে রাধাকে কৃষ্ণের হাতে এনে দিয়েছেন বুঝে রাধা তাকে অনুযোগ করছেন। আর কানু তার বেশবাসের যে অবস্থা করেছেন তাতে কি করে ঘরে ফিরবেন সেই ভয় করছেন। রাধা এবারে নরম হয়েছেন। ধরে নিয়েছেন, এই সাক্ষাৎকার দৈবঘটন, এড়াবার উপায় নাই। কৃষ্ণকে বলছেন।

সুন্দর কাহ্নাঞিঁ তবেঁ যাওঁ তোর কোল।
কভোঁ না লঙ্ঘিভেঁ যবেঁ আহ্মার বোল॥ ধ্রু॥

মাথার মুকুট কাহ্নাঞিঁ ভাঁগি জুণি জাএ।
যোড়হাথ করি কাহ্ন বোলোঁ তোর পাএ॥
ছিণ্ডি জুণি জাএ কাহ্নাঞিঁ সাতেসরী হারে।
আর নঠ না করিহ সব আলঙ্কারে॥ ২ ॥
আতিশয় না চাপিহ আধর দাঁতে।
সখি সব দেখিআঁ বলিব দন্তপ্রাতে॥
নখঘাত না দিহ মোর পয়োভারে।
আইহন দেখিলেঁ মোর নাহিক নিস্তাঁরে॥ ৩ ॥
কোঁঅলী পাতলী বালী আম্মো চন্দ্রাবলী।
ভএ কাম্পো যেহ্ন নব কদলীর বালী॥
আলিঙ্গন দিহ মোরে দয়া ধরি মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪ ॥ (দান, পৃ. ২০৪)

'সুন্দর কানাই, তোমার কোলে যেতে পারি যদি আমার কথা লঙ্ঘন না কর। তোমার পায়ে জোড়-হাত করে বলি, মাথার মুকুট যেন ভেঙে না যায়, সাতেসরী হার যেন ছিঁড়ে না যায়। আর সব অলঙ্কার নষ্ট করোনা। দাঁতে অধর বেশী চেপো না।—সখিরা দেখে বলবে, দন্তাঘাত। আমার পয়োভারে নখাঘাত দিও না, আইহন দেখলে আমার নিস্তার থাকবে না। আমি কোমলা ক্ষীণা বালিকা চন্দ্রাবলী, শিশু নবীনা কদলী বৃক্ষের মত ভয়ে কাঁপছি। মনে দয়া রেখে আমায় আলিঙ্গন দিও। বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন।'

রাধার সম্মতি পেয়ে কিশলয় শয়নে কানাই রতি করলেন। রাধার সব নিষেধ কার্যকালে ভুলে গেলেন। রতিশেষে রাধার ভয় জাগল। বড়াই এই অবস্থায় দেখে রাধাকে ঠাট্টা করলেন এরপর কানাই-এর ব্যবহার সম্পর্কে বড়াই-এর কাছে নালিশ করতে গিয়ে রাধা কেঁদে ফেললেন। তবে কৃষ্ণ রাধার ওপর যে যে অত্যাচার করেছেন আইহনের ঘরে সব বলতে বলেও শেষ কথাটি শেখাচ্ছেন,

অনেক প্রকারে কাকুতী করিল
না দিলোঁ সুরতীর আশে।

'এত অত্যাচার এবং অনেক প্রকার মিনতি করলেও তাকে রতি-আশ্বাস দিইনি। এই তত্ত্ব বড়াই, তুমি আইহনের ঘরে বুঝিয়ে দিও।'

রুচির প্রশ্ন : এই প্রথম দিকের মিলন বর্ষার কিছু পূর্বে হয়েছিল মনে হয়। তখন কদম, মালতী, লঙ্গ ফুলের বাহার। কিশলয় শয়নে রতি সম্ভবপর। কোনও কোনও সমালোচক এই অংশের আলোচনায় কবির উপর অহেতুক কঠোর হয়েছেন। কবি সুকৌশলে রাধার পরপুরুষে রতি-আগ্রহ ধীরে ধীরে কৃষ্ণেরই যত্নে (এবং বড়াইয়ের সহায়তায়) কেমনভাবে তৈরী হচ্ছে দানখণ্ডে তারই বিশ্লেষণ দিয়েছেন। রাধা যে রতিব্যাপারে অনভিজ্ঞা ছিলেন না, কৃষ্ণকে যেভাবে সাবধানে মিলিত হতে বলছেন তা থেকেই ধরা যায়। তবে পরিণীতা নারীর পরপুরুষ-মিলনের সামাজিক ও নৈতিক ভয় প্রথম যথেষ্ট পরিমাণে ছিল তার পরিচয় রয়েছে। কিন্তু একথা কোনওক্রমেই বলা চলে না যে কবি একটি অনিচ্ছুকা-বালিকার উপর গ্রাম্য গোঙার যুবকের অত্যাচারের অশ্লীল বর্ণনা দিয়েছেন। আর রুচির প্রশ্ন তুললে সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়েই সে প্রশ্ন ওঠে। জয়দেব, বিদ্যাপতি বা ভারতচন্দ্রে (এমনকি রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরেও) যদি রুচিদোষ না ঘটে,—বড়ু চণ্ডীদাস কিছু দোষ করেননি। বস্তুত উনবিংশ শতকের খৃষ্টান ও ব্রাহ্মরুচিবোধ আমাদের শ্লীলতা অশ্লীলতার দৃষ্টিভঙ্গি আমূল বদলে দিয়েছিল। সে কারণেই বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যপাঠে এ-যুগে আমরা একটা অশ্লীলতা দেখতে পাই। আসলে, মধ্যযুগের কাব্যের রস ও রুচি বিচারে আমাদের সংস্কার-মুক্ত মন নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

নৌকাখণ্ড : নৌকাখণ্ড অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। বর্ষা এসে গেছে। এদিকে রাধাকে অনেকদিন না পেয়ে কৃষ্ণ আকুল হয়েছেন। বড়াই-এর সঙ্গে পরামর্শ হল, রাধাকে ভুলিয়ে যমুনার ঘাটে নিয়ে যেতে হবে। নৌকায় যমুনা পেরিয়ে মথুরার হাটে যাবার পরিকল্পনা। কৃষ্ণ এবারে নড়বড়ে ছোট্ট একটি নৌকা তৈরী করলেন। কোনওমতে দুটি লোক পার হতে পারে। আর একটি বড় নৌকাও তৈরী করলেন, অনেক লোক ধরবে তাতে। বড় নৌকাটি ঘাটে ডুবিয়ে রেখে ছোট নৌকাটি নিয়ে নিজেই নেয়ে সেজে ঘাটে এলেন।

এদিকে বড়াই রাধাকে অনেক বুঝিয়ে তার শাশুড়ীর অনুমতি নিয়ে গোপীগণসহ এই নতুন খেয়া-পারাপারের পথে মথুরার হাটের উদ্দেশ্যে চললেন। ঘাটে পৌঁছে কৃষ্ণকেই নেয়ে রূপে দেখে রাধা ব্যাপার বুঝলেন। একে একে গোপীদের পার করিয়ে শেষে বড়াইকে সঙ্গে করে নায়ে উঠতে চাইলেন। কৃষ্ণের আপত্তি, তিনজনে নৌকা ডুবে যাবে। অগত্যা বড়াইও পার হলেন। রাধাকে অনেক বুঝিয়ে কৃষ্ণ নায়ে চড়ালেন। রাধা সব বুঝেও এবারে ধরা দিলেন। মাঝ দরিয়ায় নৌকা টলমল, রাধা ভয়ে কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরলেন। নৌকা ডুবল। কৃষ্ণ মাঝ দরিয়ায় রাধার আলিঙ্গন নিলেন। এবারে রাধার আপত্তি মৃদু। কৃষ্ণকে অনুনয় করছেন।

সে ব্যবস্থা হল। নদী পেরিয়ে শরতের খররৌদ্রে ক্লান্ত রাধা দুধ দৈ বয়ে মথুরার হাটে নেবার জন্য ভারীর খোঁজ করতেই কৃষ্ণ ভারীরূপে এসে হাজির। মাঝে এক পৃষ্ঠা খণ্ডিত। পরের কাহিনী থেকে বোঝা যায়, কৃষ্ণ রাধার সঙ্গ চান, ভার বহনে নারাজ। প্রধান কারণ লোকলজ্জা। রাধাও ভার না বহিয়ে ছাড়বেন না। শেষে ঠিক হল, কৃষ্ণ ভার বইবেন,—বিনিময়ে রাধার রতিমিলন চাই। রাধা সে আশ্বাস দিলেন। এরপর আবার একটি পৃষ্ঠা নেই। বোধহয় মথুরার কাছে পৌঁছে কৃষ্ণ আবার মিলন যাচ্‌ঞা করেছিলেন। রাধা আশ্বাস দেন, ফেরার পথে হবে। উপায়হীন হয়ে কৃষ্ণ ভার বইলেন।

ভারান্তর্গত ছত্রখণ্ড : এবারে ভারান্তর্গত ছত্রখণ্ড। ফেরার পথে রাধা বড়াইকে সখীদের মাধ্যমে আইহনের মাকে খবর পাঠাতে বললেন যে রোদ পড়লে তিনি ঘরে ফিরবেন। এবারে কৃষ্ণের সঙ্গে লীলা। রাধা ভারবহনের জন্য পয়সা দিতে চান, কৃষ্ণ রতিমিলন চান। রাধা সুযোগ বুঝে কৃষ্ণকে তার মাথায় ছত্র ধরতে বললেন, তবে রতি দেবেন। কৃষ্ণ বাধ্য হলেন ছত্র ধরতে। বোধহয়, এরপর মিলন হয়েছিল। সে পত্র খণ্ডিত। রাধা এবারে অনেক সেয়ানা হয়েছেন। কৃষ্ণকে প্রেমের খেলায় এখন তিনিই চালিত করছেন।

বৃন্দাবন খণ্ড : এরপর বৃন্দাবন খণ্ড। বোধহয় শরতের পর হেমন্ত শীত পেরিয়ে বসন্ত এসেছে। 'এবে মলয় পবন ধীরে বহেল। মনমথক জাগাএ॥' কৃষ্ণ বড়াইকে রাধার কাছে দূতী পাঠাচ্ছেন। রাধাও যেতে ইচ্ছুক। আইহনের মাকে রাজি করানোর ভার বড়াই-এর। বড়াই রাধার শাশুড়ীকে রাজি করিয়ে রাধাকে কৃষ্ণাভিসারে যেতে বলছেন। এবারে কবি গীতগোবিন্দের 'রতিসুখসারে গতমভিসারে' (১১নং গীত) গানটির অনুবাদ করে দিয়েছেন।

তোর রতি আশোআশেঁ গেলা অভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে॥
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে।
তোহ্মার সঙ্কেতবেণু বাজাএ যতনে॥ ১।' (বৃন্দাবন, পৃ. ২৭৫)

বাসন্তী ফুলফলে যত্ন করে কানু বৃন্দাবন-কুঞ্জ সাজিয়েছেন। তবে ফুল ফলের নাম করতে গিয়ে কবি বিশেষ ঋতুর কথা আর মনে রাখেননি। সুনীতিকুমার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাকে 'পশ্চিমবঙ্গের লিখিত ভাষার খাঁটি রূপ' বলেছেন। কিন্তু ছোলঙ্গ, জাম্বীর, বাঙ্গী প্রভৃতি ফলের নাম বা মাগুকিল, ছাওয়াল প্রভৃতি শব্দ পূর্ববঙ্গেই সুপ্রচলিত নয়কি? রাধা কৃষ্ণের অনুরোধে সখীদলসহ বৃন্দাবনকুঞ্জে ঢুকে সুসজ্জিতা হলেন। কৃষ্ণকে কয়েকটি অনুভাব সাহায্যে প্রেমের ইঙ্গিত জানাচ্ছেন।

খসাআঁ বান্ধিল পুণী কুন্তলভার।
সঘন ছাড়িল রাধা হাম্বী অপার॥ ৩॥

চুম্বন করিল রাধা সখির বদনে।
ভাল গীত গাএ বুলী পড়িল মদনে॥ (বৃন্দাবন, পৃ. ২৮২)

চুল এলায়িত করে পুনর্বার বন্ধন, ঘন ঘন হাই তোলা, সখিবদনে চুম্বন, মদন-গীতি গাওয়া, —এগুলি কৃষ্ণমিলন কামনার অনুভাব-চিত্র।

সব গোপীকেই কৃষ্ণ রতি দিলেন, তাতে রাধার অভিমান। রাধার স্পষ্ট নামোল্লেখ ভাগবতে নেই। বিশেষ কোন রমণীর প্রতি বেশি অনুরাগে অপরা গোপীদের ঈর্ষার উল্লেখ আছে। সম্ভবত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের আদর্শে বড়ু চণ্ডীদাস রাধা-চন্দ্রাবলীর পরিকল্পনা করেছেন। ভাগবতে শারদ রজনীর রাস বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে বসন্তে দিবারাসের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণের এবারে রাধাস্তুতি। গীতগোবিন্দের 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' (১৯নং গীত) গানের অনুবাদ।

যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ দশনরুচি তোহ্মারে।
হরে দুরুবার ভয় আন্ধকার সুন্দরি রাধা আহ্মারে॥ (বৃন্দাবন, পৃ. ২৯১)

পদ্মপত্রে জলের ন্যায় পুরুষের প্রেমে আর রাধার আস্থা নেই। কৃষ্ণ বোঝাচ্ছেন।

নানা ফুলে বুলে ভ্রমরে।
আল হের সুন প্রাণ রাধা ল।
তভোঁ কি মালতী পাসরে॥ ধ্রু॥ (বৃন্দাবন, পৃ. ৩০১)

'ভ্রমর নানা ফুলের মধু খেলেও মালতীকে ভুলবে কি করে?' এবারে মানভঙ্গ ও মিলন।

যমুনাখণ্ড : যমুনাখণ্ডে তিনভাগ : কালিয়দমন, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড। কাহিনীর পারম্পর্য ভাগবত থেকে একটু ভিন্নতর। ভাগবতে কালিয়দমন, বস্ত্রহরণ, বাস। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাস, কালিয়দমন, বস্ত্রহরণ।

কালিয়দমন : যমুনায় তখন জল নেই, তাই কালিদহে (যমুনার মধ্যেই একটি দহ) জলকেলির ইচ্ছা জাগল কৃষ্ণের। তাই এই দহের কালিয় নাগকে দমন করলেন এবং সপরিবারে তাকে দক্ষিণ সাগরে পাঠিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ জলে নামলে গোকুলের সকলেরই বিশেষ করে যশোদা, নন্দ, বলরাম ও গোপীদের দুর্ভাবনা। কালিয় নাগকে দমন করে উঠে আসাতে সকলের আনন্দ। সেখানে কবি রাধার ছবি আঁকছেন।

নেহেঁ তবেঁ আকুলী রাধিকা ততিখনে।
নিমেষরহিত বঙ্ক সরস নয়নে॥

দেখিল কাহ্নের মুখ সুচির সমএ।
সকল লোকের মাঝেঁ তেজি লাজ ভএ॥৩॥ (কালিয়দমন, পৃ. ৩১১-১২)

'এতক্ষণে প্রেমাকুলা রাধিকা নিমেষহীন বাঁকা সরল নয়নে সব লোকের মাঝে লজ্জাভয় ত্যাগ করে, দীর্ঘ সময় ধরে কানুমুখ নিরীক্ষণ করলেন।'

যমুনাখণ্ড : যমুনাখণ্ডে গোপীদের দহে জল আনতে যাওয়া। রাধার প্রতি কৃষ্ণের অনুযোগ, যৌবন ছলা-কলায় উন্মনা করে এখন রতি দিতে পরান্মুখ কেন? রাধা কৃত্রিম কৈফিয়ৎ দিলেন। কৃষ্ণ ছলনা ভরে রাধাকে চুম্বন করে তার কৃত্রিম রোষ উৎপাদন করলেন। এরপর জলকেলি করতে করতে একসময় গোপীদের অলক্ষ্যে কৃষ্ণ পদ্মবনে আত্মগোপন করলেন। গোপীরা তাকে খুঁজে না পেয়ে বিষণ্নমনে ঘরে ফিরলেন। পরদিন প্রভাতে কৃষ্ণ-সাক্ষাতের আশায় আবার তারা দহে এলেন। কিন্তু কাউকেই দেখলেন না। কোনও পুরুষ সেখানে নেই দেখে তীরে বস্ত্র রেখে গোপীরা স্নানে নামলেন। কৃষ্ণ বৃক্ষান্তরালে লুকিয়ে ছিলেন, অবসর বুঝে তাদের বস্ত্র ও সেইসঙ্গে রাধার হারও চুরি করলেন। এবারে কৃষ্ণের খেলা বুঝে গোপীদের লজ্জা ও অনুনয়। কৃষ্ণের নির্দেশে রাধাকে তীরে এসে বস্ত্র ভিক্ষা করতে হল, দুহাতে স্তনাবৃত করে বস্ত্র চাইলেন। কৃষ্ণ তাকে জোড় হাত করিয়ে তবে গোপীদের বস্ত্র ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু রাধা হারটি ফেরৎ পেলেন না। এ কাহিনীতে কিছু রঙ থাকতে পারে, তবে মূল আখ্যায়িকা ভাগবতের। এর জন্যে কবির রুচিবিকারের প্রশ্ন তোলা অসমীচীন।

হারখণ্ড : যমুনান্তর্গত হারখণ্ডে, রাধা বড়াইকে নালিশ করলেন, কৃষ্ণ হার লুকিয়ে রেখেছেন। এরপর ছয় পৃষ্ঠা খণ্ডিত। ১৫২/ক পৃষ্ঠায় এসে দেখা গেল, কুপিতা রাধা সখীদলসহ যশোদার কাছে এসে কৃষ্ণের ব্যবহার সম্পর্কে নালিশ জানাচ্ছেন। কৃষ্ণ ঠিক কি করেছেন লজ্জায় স্পষ্ট বলতে পারেন না। যশোদা কৃষ্ণকে তিরস্কার করলে, কৃষ্ণও পাল্টা মিথ্যা অভিযোগ করছেন। একটি তার মধ্যে বিশেষ গুরুতর।

যমুনার তীরে গোপীজন লআঁ রঙ্গে।
কেলি কৈল রাধা পর পুরুষের সঙ্গে॥ (হার, পৃ. ৩৪০)

এই পরপুরুষ যে আসলে কানাই নিজে সে কথাটা উহ্য রাখলেন। রাধার সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনা এই বিশ্রস্ত বেশবাস নিয়ে কি করে ঘরে ফিরবেন। বড়াই রাধাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে কৈফিয়ৎ দিলেন, বনে পাগলা বলদের আক্রমণে রাধার এই অবস্থা, বড়াই কোনওক্রমে তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে এনেছেন। বোধহয় এবারে কৃষ্ণের আচরণে কিছুটা বাড়াবাড়ি ঘটেছিল বলেই রাধা যশোদার কাছে নালিশ করতে ছুটেছিলেন।

বাণখণ্ড : এরপর বাণখণ্ড। কৃষ্ণ এবারে খুবই অভিমানাহত হয়েছেন। যত বাড়াবাড়িই হোক, প্রেমকেলির ব্যাপারটা কৃষ্ণ-জননীর কানে তোলা উচিত হয়নি রাধার। তখন মারণ-উচাটন ক্রিয়া পদ্ধতির বেশ প্রচলন ছিল মনে হয়।

বড়াই কৃষ্ণকে আরও উস্কে দিচ্ছেন।

বিলম্ব না কর কাহ্ন মোর বোল শুন।
ঝাঁট করী ফুলের ধনুতে দেহ গুন॥
স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।
উছাটিল বাণে লঅ রাধার পরাণে॥৩॥ (বাণ, পৃ. ৩৪৩)

কানাই-এর কথামত বড়াই রাধাকে ভুলিয়ে আবার মথুরার পথে নিয়ে এলেন। বড়াই এবারে রাধাকে খবর দিলেন, তার ব্যবহারে কানাই রুষ্ট হয়েছেন। পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া ভাল। নইলে মদনবাণে কৃষ্ণ রাধাকে বধ করবেন। রাধা-কৃষ্ণে এ নিয়ে বিতর্ক হল। প্রথম লঘু ভাবে নিলেও পরে ভয় পেয়ে অনুনয় করলেন, কৃষ্ণ যেন মদনবাণে তাকে বধ না করেন। কৃষ্ণের মদনবাণে রাধা মূর্ছিতা হলেন। এবারে বড়াইও কৃষ্ণের ওপর রুষ্ট হলেন। রাধাকে বাঁচিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তিনি কৃষ্ণকে বন্দী রাখবেন। কৃষ্ণও স্ত্রীবধ আশঙ্কায় ভীত হলেন। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণস্পর্শে রাধার চেতনা প্রাপ্তি এবং বৃন্দাবন-কুঞ্জে বিপরীত রতি মিলন। রাধা কিন্তু এতদিনে অনেকটা বড় হয়েছেন। নিজের বয়স চোদ্দ বছর বলছেন।

দশ চারি বরিষের হওঁ মো গোআলী।
হেন তিরী মারিতেঁ অযোগ বনমালী॥ (বাণ, পৃ. ৩৫২)

বাণখণ্ডের কাল বলা নেই। তবে প্রাকৃতিক বর্ণনায় বসন্ত ঋতুর চিত্র।

শীতল শরীর জন মনোহর কোকিল পঞ্চম গাএ।
সব তরুগণ বিকাস কুসুম ভ্রমর কাঢ়এ রাএ॥ (বাণ, পৃ. ৩৪৫)

একটি চতুর্দশী পূর্ণ যুবতীর পক্ষেই মদনের কুসুমবাণে চেতনা হারানো এবং পুনঃচেতনা প্রাপ্তির পর বিপরীত রতিমিলন সম্ভবপর। রাধাচরিত্রের ক্রমবিবর্তনের প্রতি কবি যথাযথ লক্ষ্য রেখেছেন।

বংশীখণ্ড : এবারে বংশীখণ্ড। বাঁশির অমোঘ প্রভাবের নানা চিত্র বৈষ্ণব-পদাবলী গীতিতে রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বংশীখণ্ড পালাগানের পূর্বে রাধার প্রতি কৃষ্ণের বাঁশির প্রভাব বর্ণিত হয়নি। এবারে দেখা যাচ্ছে, যমুনায় জল আনতে গিয়ে রাধা কৃষ্ণের বাঁশি শোনেন। বিরহিণী রাধিকাকে কৃষ্ণ বাঁশির সুরে উন্মনা করে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান, ধরা দেন না, বিরহিণী রাধার সেই চিত্র-চরিত্র কবি অপূর্ব কবিত্বের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥ ১॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥ ধ্রু॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥ ২॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥ ৩॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ (বংশী, পৃ. ৩৭২-৭৩)

অপূর্ব উপমা অলঙ্করণে, ভাষা ও ছন্দে, প্রেম বেদনার গভীর আন্তরিকতার সুরে পদটি কবির উচ্চ কবিত্ব প্রতিভার নিদর্শন।

একটি পদে রাধা বিরহের অভিব্যক্তিতে বলছেন।

বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরিআঁ কাহ্ন গেলা কোণ দিশে।
তা বিণি সকল আন্তর দহে যেন বেআপিল বীষে॥ (বংশী, পৃ. ৩৭৪-৭৫)

'বাঁশির সুরে প্রাণ হরণ করে কানু কোন্ দিকে গেল, তার অভাবে সমস্ত হৃদয় জ্বলছে, যেন বিষ ছড়িয়ে গেছে।' একটি পদে রাধা বড়াই-এর কাছে আক্ষেপ করছেন।

কাল কোকিল রএ কাল বৃ·দাবনে।
এবেঁ কাল হৈল মোকে নান্দের নন্দনে॥ (বংশী, পৃ. ৩৮৩)

'কাল' কথাটির ব্যঞ্জনা এ পদে লক্ষণীয়। সুমিষ্ট বাঁশির সুরে রাধার রান্নার কি হাল হল একটি পদে বলছেন।

সুসর বাঁশীর নাদ শুনিআঁ বড়ায়ি
রান্ধিলোঁ যে সুনহ কাহিনী॥
আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ
সাকে দিলো কানাসোআঁ পাণী॥ ১॥ (বংশী, পৃ. ৩৮৫)

অম্বল ব্যঞ্জনে বেশোয়ার (ঝাল বাটনা?) এবং শাকে কানাসোআঁ (আকণ্ঠ?) জল দিয়েছেন।

এই আকুল বিরহের তীব্রতা অপর একটি পদগীতিতে অপূর্ব ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

কাখেত কলসী বড়ায়ি জাওঁ ধীরে ধীরে।
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ বড়ায়ি যমুনার তীরে॥
বাঁশীনাদ সুণী কাহ্ন দেখিতে না পাও।
মেদনী বিদার দেউ পসিঞাঁ লুকাওঁ॥ ল॥ ১॥
চাহা চাহা আল বড়ায়ি যমুনাক তীরে।
বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ কেহ্ন জণি করে ল॥ ধ্রু॥

শীতল মনোহর বাশী কেনা বাএ।
ডালত বসিঞাঁ যেহ্ন কুয়িলী কাঢ়ে রাএ ॥
উল্লসিত হইলো বড়ায়ি তার নাদ সুণী।
না পায়িঞাঁ কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ি তেজিবোঁ পরাণী ॥ ২ ॥ (বংশী, পৃ. ৩৮৬-৮৭)

'বড়াই, কলসী কাঁখে ধীরে ধীরে চলেছি, যমুনা তীরে চারদিকে চাইছি। বাঁশির সুর শুনি, কানুকে তো দেখতে পাই না! মেদিনী বিদীর্ণ হোক, প্রবেশ করে লুকাই আমি। যমুনার তীরে চাইতে চাইতে এলাম। বাঁশির সুরে প্রাণ কেমন করে। শীতল মনোহর বাঁশি কে বাজায়! যেন ভালবেসে কোকিল ডাকছে! বড়াই, সেই সুর শুনে উল্লসিত হলাম, কানুকে না পেলে এবারে প্রাণ ত্যাগ করব!'

এ সব পদে বড়ু চণ্ডীদাস যে উচ্চমানের কবিত্ব দেখিয়েছেন তাতে প্রথম শ্রেণীর পদাবলী-কবিগোষ্ঠীর পাশেই আসন পেতে পারেন।

রাধার দুঃখে বড়াইও দুঃখিত। তিনি বুদ্ধি দিলেন, 'নিদ্রা উলি' মন্ত্রে যখন কৃষ্ণকে ঘুম পাড়িয়ে দেবেন রাধা যেন তখন বাঁশি চুরি করেন। রাধা সেই মত বাঁশি চুরি করলেন। এবারে কৃষ্ণের অনুনয়। রাধা কিছুতেই স্বীকার পান না। কৃষ্ণও বাঁশি না পেলে রাধাকে ছাড়বেন না। এবারে রাধা প্রতিশোধ নিচ্ছেন। বড়াইকে দিয়ে বলালেন, সব গোপীর কাছে হাত জোড় করে বাঁশী চাইতে হবে কৃষ্ণকে। রাধা কৃষ্ণকে বাঁশি দিতে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলনে, এমন বাঁশির সুরে তার হৃদয় চুরি করে কানাই আর পালাতে পারবেন না। তিনি আর যেন রাধাকে কষ্ট না দেন। রাধা এখন পরিণত যৌবনা। এখন কৃষ্ণ প্রেমে তিনিই আকুল, কৃষ্ণই দূরে পালিয়ে বেড়ান।

বংশীখণ্ডের ঘটনা বসন্ত ঋতুর।

চারি দিগেঁ তরু পুষ্প মুকুলিল বহে বসন্তের বাএ।
আম্বডালে বসী কুয়িলী কুহলে লাগে বিষবাণ ঘাএ ॥ (বংশী, পৃ. ৩৭৪)

তবে তখন রাধা যে যমুনা পারাপারে অসুবিধার উল্লেখ করে বলছেন,

যমুনা নদীতে মো কেমনে হৈবোঁ পার।
ঘড়িআল কুম্ভীর তাহাত আপার ॥ (বংশী, পৃ. ৩৭৫)

এটি অতিশয়োক্তি মনে হয়।

সমগ্র বংশী চুরী আখ্যায়িকাটিই পরবর্তী কোনও কবির সংযোজনা কিনা সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ এর পরবর্তী রাধাবিরহ খণ্ডে কাব্যের পূর্ব কাহিনীগুলি পরম্পরাভাবে একাধিকক্ষেত্রে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে বংশী চুরির কথাটি নেই। কৃষ্ণ বা বড়াই বিরহখণ্ডে রাধাকৃত অপরাধের ফিরিস্তি দিয়েছেন ; তার মধ্যে এত বড় অপরাধটির একবারও উল্লেখ করলেন না, এটি ভেবে দেখবার বিষয়। তবে যে কবিরই রচনা হোক বংশীখণ্ড কবিত্বের উৎকর্ষে অনুপম স্বীকার করতেই হবে।

রাধাবিরহ : সবশেষ খণ্ড 'রাধাবিরহ'। চৈত্র মাস, শেষ বসন্ত। বড়াই-এর কাছে রাধার অনুনয়, কৃষ্ণকে এনে দাও। কিন্তু বসন্তেই তো বংশী চুরির ঘটনা নিয়ে রাধা-কৃষ্ণের সন্ধি হল। কৃষ্ণ বংশী পেয়ে প্রসন্ন মনে রাধাকে ক্ষমা করলেন। তবে আবার কৃষ্ণের অদর্শনের চিত্র কেন? এখানেও বংশীখণ্ডের প্রক্ষিপ্ততা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। নইলে ধরতে হয়, এখানে আরও একবৎসর পরের আর একটি বসন্তের কাহিনী এসেছে।

রাধা কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখে বড় আকুল হয়েছেন। বড়াইকে সেই স্বপ্নকথা বলছেন :

দেখিলোঁ প্রথম নিশী   সপনে সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে   সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥ ১ ॥
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে॥ ধ্রু ॥
লেপিআঁ তনু চন্দনে   বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী   না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে॥ ২ ॥

তিঅজ পহর নিশী মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কৌলে বসী
নেহানিলোঁ তাহার বদনে॥
ঈষত বদন করী মন মোর নিল হরি
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে॥৩॥
চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ-কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ (বিরহ, পৃ. ৪১৫-১৬)

পদটির ভাব, কবিত্ব এবং ছন্দোবদ্ধ জ্ঞানদাস-ভণিতার 'মনের মরম কথা' (পৃ. ১৫২-৫৩) স্বপ্নমিলনের বিখ্যাত পদটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যমুনা সম্পর্কে এখানেও কবি লিখেছেন :

যমুনা বহে খরতর ধার।
কেমতেঁ তাহাতে হইবোঁ পার॥১০॥ (বিরহ, পৃ. ৪২০)

হয়তো তখন চৈত্রমাসেও যমুনায় বেশ জল থাকত, গতিবেগ তীব্র হত। আর একটি পদে রয়েছে, বড়াই রাধাকে বলছেন :

বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবে দরশনে॥৩॥ (বিরহ, পৃ. ৪২৩)

সে যুগের সমাজে চণ্ডীপূজার যে বেশ প্রাধান্য ছিল, বোঝা যাচ্ছে। রাধা-বিরহে মাঝে মাঝে কয়েকটি পদে রাধার করুণ আর্তির চিত্র কবি বেশ নিপুণ হাতে এঁকেছেন। একটি উদাহরণ তুলি :

মেঘ আন্ধারী আতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী॥

চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥ ১॥
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে।
সব খন মন ঝুরে কাহ্নাঞিঁ দেখিতেঁ॥ ল॥ ধ্রু॥ (বিরহ, পৃ. ৪৩৩)

রাধা পূর্বে কৃষ্ণের ডাকে সাড়া দেননি তার কৈফিয়ৎ দিয়ে বলছেন বড়াইকে :

যবেঁ কাহ্ন চাহিলে সুরতী।
মো তবেঁ আছিলোঁ শিশুমতী॥
এবেঁ মোঞেঁ ভৈলোঁ ভর যুবতী।
আহ্মাক ছাড়িআঁ কাহ্ন গেলা কতী॥ ২॥ (বিরহ, পৃ. ৪৩৫-৩৬)

কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই ধরা দিচ্ছেন না। সেই যে তাম্বুল খণ্ডে তিনি রাধাকে শাস্তি দিতে মুনিবেশ ধরবেন সঙ্কল্প করেছিলেন এবারে সেই নিষ্কাম' যোগীর ভেক নিয়েছেন। বড়াইকে বলছেন :

অহোনিশি যোগ ধেআই।
মনপবন গগনে রহাই॥
মূল কমলে কয়িলে মধুপান।
এবেঁ পাইঞাঁ আহ্মে বহ্মগেআন॥ ১॥
. . .   .
ইহা পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মন পবন তাত কেল বন্দী॥ (বিরহ, পৃ. ৪৪৩-৪৪)

এ ছবি তো বৌদ্ধ তান্ত্রিক যোগসাধনার। যে যুগে বড়ু এ-কাব্য লিখেছেন তখন এ-সব আচার প্রচলিত ছিল ধরা যেতে পারে। রাধা রতিমিলন প্রার্থনা করে যত অনুনয় করছেন, কৃষ্ণ ততই এড়িয়ে যাচ্ছেন : শেষ পর্যন্ত বড়াই-এর অনুরোধে কৃষ্ণ আলিঙ্গন দিলেন। বড়াই কৃষ্ণের কাছে বিরহিণী রাধার যে চিত্র দিয়েছেন, তাতে দুটি পদ গীতগোবিন্দ থেকে অনুবাদ।

(১) তনের উপর হারে।
আল।
মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতে না পারে॥
সরস চন্দন পঙ্কে।
আল।
দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে॥১॥ (বিরহ, পৃ. ৪৬৪)

এটি 'স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্' (৪সর্গ, ৯গীত) গানের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। শুধু শেষ দু পংক্তি কবির নূতন সংযোজন।

(২) নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয় পবনে॥
করে মনসিজ শর কুসুম শয়নে।
ব্রত করে পায়িতেঁ তোর আলিঙ্গনে॥১॥ (বিরহ, পৃ. ৪৬৫)

এটি 'নিন্দতি চন্দন মিন্দু কিরণ মনু বিন্দতি' (৪সর্গ, ৮ গীত) এর অনুবাদ।

বড়াই- এর চেষ্টায় উভয়ের মিলন হল। রাধা মিনতি করলেন, আর যেন কৃষ্ণ তাকে ছেড়ে গিয়ে কষ্ট না দেন। কৃষ্ণের উরুদেশে মাথা রেখে ক্ষীণা ক্লান্ত রাধা ঘুমিয়ে পড়লেন। কৃষ্ণ বড়াইকে রাধার যত্ন নিতে বলে মথুরায় চলে গেলেন।

ঘুম থেকে জেগে রাধার আক্ষেপ। কিন্তু বড়াই রাধার অনুরোধে বৃন্দাবনে কেন কৃষ্ণের খোঁজ করছেন? তাকে বলেই তো কৃষ্ণ মথুরায় গেছেন। ৬০নং পদটি প্রক্ষিপ্ত কি? অনেক বুঝিয়ে বড়াই রাধাকে ঘরে নিয়ে এলেন।

বর্ষা ঋতু এসে গেল। রাধার বিরহ অসহনীয়। কবির বর্ণনাও অনুপম।

ফুটিল কদমফুল ভরে নোঁআইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল॥
কতনা রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।
নিদয়হৃদয় কাহ্নু না গেলা বোলাইআঁ॥ ১ ॥
শৈশবের নেহা বড়ায়ি কেনা বিহড়াইল।
প্রাণনাথ কাহ্নু মোর এভোঁ ঘর নাইল॥ ধ্রু ॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দূর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর॥
কাহ্নু বিণী সব খন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী॥ ২ ॥
… … …
জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ।
সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ॥
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪ ॥ (বিরহ, পৃ. ৪৭৯-৮০)

'কদমফুল ফুটে ডাল নুইয়ে পড়েছে, এখনো বালগোপাল গোকুলে এল না। আর কত বুক ঢেকে রাখব, নিঠুর হৃদয় কানু বলে গেল না। বড়াই, আমাদের শৈশবের প্রেমকে বিগড়ে দিল! প্রাণনাথ কেন ঘরে এল না? বড়াই, আমি সিঁথির সিঁদূর মুছে ফেলব, বাহুর শঙ্খ ভেঙে ফেলব। কানু বিনে সর্বদা পরাণ পোড়ে, বিষাক্ত-ক্ষত হরিণীর মত। …জ্যৈষ্ঠ গিয়ে আষাঢ় এল, দক্ষিণদিক শ্যামল মেঘে ভরে উঠল। এখনো নিঠুর নন্দ-নন্দন এলো না। বাসলীগণকবি বড়ু চণ্ডীদাস এ-গান করছেন।'

রাধার দুঃখ সহ্য করতে না পেরে বড়াই মথুরা এসে কৃষ্ণকে বোঝাচ্ছে, 'কানাই তোমার চরিত বোঝা ভার, রাধা প্রেমামৃত আপনা থেকে হাতে পেয়ে উপেক্ষা করছ কেন?

আসুখিনী চন্দ্রাবলী বিকলী বিরহে।
এবেঁ তাক তেজিতেঁ উচিত তোর নহে॥ধ্রু॥ (বিরহ, পৃ. ৪৮৬)

'এখন না এলে পরে বিরহে কাতর হবে। তার কারণে ভাত খাওনি, এখন শাক খেতে এত যত্ন কেন? সোনার ঘট ভাঙলে জোড়া যায়, উত্তম জনের প্রেমও তদ্রূপ। যে অধম তার প্রেম মাটির ঘটের মত, ভাঙলে আর জোড়া যায় না। রাধা তার ঘরে বসে রইল, তুমিও মথুরায় এসে বসে রইলে। যাতায়াত করে আমারই প্রাণ আকুল।'

অভিমানী কৃষ্ণের সুর অনেকটা নরম। বলছেন, 'বড়াই আমায় জোর কোরো না। তার নাম শুনে আর যেতে ইচ্ছা হয় না। তুমি জান সে কত দুঃখ দিয়েছে। এখন মনে ইচ্ছা হয়, আর কখনো তাকে না দেখি। বড়াই তুমি ফিরে যাও, রাধার জন্যে আমায় আর জোর কোরো না।'

কাটিল ঘাঅত নেম্বুরস দেহ কত।
তোহ্মার বিদিত মোরে রাধা বুইল যত॥
এ ধন বসতী সব তেজিবাক পারী।
দুসহ বচন তাপ না সহে মুরারী॥
মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস॥ (বিরহ, পৃ. ৪৮৭)

'কাটা ঘায়ে কত নেবু রস দেবে? রাধা যে কত কি বলেছে তুমিতো জান। ধন, বসতি সব ত্যাগ করতে পারি, দুঃসহ বচন তাপ সহ্য হয় না। গোকুলের বাস ত্যাগ করে মথুরায় এলাম। মনে ইচ্ছা, কংসের বিনাশ সাধন করি।'

—এখানেই পুথি খণ্ডিত। পরবর্তী অংশে কৃষ্ণ মথুরা থেকে আর গোকুলে ফিরলেন কিনা জানা গেল না। কৃষ্ণের কথায় রাধার প্রতি উদাসীনতার পরিবর্তে যেন অভিমান বেশী ফুটে উঠেছে।

কাহিনীর উপকরণ

রুচিবোধ ও উত্তরাধিকার : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীটিতে ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ইত্যাদির সহায়তা নিলেও, মুখ-আখ্যায়িকার ভিত্তি লোকগাথা। দান, নৌকা, যমুনা, ভার, ছত্র, হার, বাণ, বংশী খণ্ডের আখ্যায়িকা অপৌরাণিক। বোধ হয় রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা অবলম্বনে এ ধরনের লোকগীতি বাংলার পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। বৃন্দাবন এবং রাধা-বিরহ আখ্যায়িকাতেও পুরাণ-বর্ণিত কাহিনীকে কবি যথেষ্ট পরিবর্তন করেছেন। কাহিনীতে রতি রসেরই (erotic) প্রাধান্য। শৃঙ্গার বা রতিরসের এ চিত্রকে এ যুগের সংস্কারে অশ্লীল মনে হলেও বাংলা-সাহিত্যের মধ্যযুগ পর্যন্ত এমন রুচি-সংস্কার গড়ে ওঠেনি। কবিরা দেবলীলার কাহিনীতে এই রসের পরিবেশনে তখন পর্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করতেন না। কামশাস্ত্রের সংস্কৃত গ্রন্থগুলি হালকবি (গাঁথা সপ্তসতীর সংকলক), কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট প্রমুখ সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের বিখ্যাত কবিদের রচনাগুলি, মন্দির গাত্রের মধ্যযুগীয় চিত্রাবলী (বিশেষ করে কোনারক ও খাজুরাহো চিত্র স্মরণীয়) ভারতীয় সংস্কৃতি ও রুচিবোধে অন্যান্য রসবোধের সঙ্গে রতিরসকেও নিঃসঙ্কোচে প্রাধান্য দান করেছিল। তারই সুস্পষ্ট প্রভাব দ্বাদশ শতকে জয়দেবের গীতগোবিন্দে, পঞ্চদশ শতকে বিদ্যাপতির রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদগীতিতে, এই যুগের বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বা অষ্টাদশ শতকের ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ প্রমুখ কবিদের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে লক্ষিত হয়। বাংলাদেশে ৭ম-৯ম শতকের শিল্প নিদর্শন পাহাড়পুরের মন্দির গাত্রে সর্বপ্রাচীন রাধাকৃষ্ণের (?) যে যুগল মূর্তি পাওয়া গেছে তাও রতিরসেরই চিত্র। এই পটভূমিতে বড়ু চণ্ডীদাসকে বিচার করলে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের একজন বিশিষ্ট কবি হিসাবে স্বীকার করতে কুণ্ঠা জাগে না।

কাহিনীর কাল ও পারম্পর্য

সমগ্র কাহিনীটি তিন বৎসর কালের মধ্যে সংঘটিত। জন্মখণ্ড গ্রন্থের ভূমিকা। কাহিনী আরম্ভ তাম্বুলখণ্ড থেকে। তখন রাধা বারো বছরের বিবাহিতা কিশোরী। অবশ্য, বয়স কমিয়ে এগারো বলেছেন এবং ধরাও পড়েছেন। রতিরসের সম্যক জ্ঞান না হলেও একেবারে অনভিজ্ঞা নন। কথাবার্তায় সেটা ধরা পড়ে।—এটি এক বসন্তের অথবা গ্রীষ্মের কথা, কিশোর কৃষ্ণ-প্রেরিত দূতী বড়াইকে কিশোরী রাধা রতিমিলন-প্রস্তাবে রেগে প্রহার করলেন। মাঝে কিছুকাল কেটেছে, কারণ দানখণ্ডে রাধা নিজেই বলছেন, 'আমার বয়স বারো, তেরো এখনো পেরোয়নি'। দানখণ্ডের ঘটনা গ্রীষ্ম সূচনার। নৌকাখণ্ড বর্ষার কাহিনী। বসন্ত গ্রীষ্মে মথুরারাজ বৃন্দাবন-মথুরা পারাপারের জন্য যমুনায় সেতু করে দিতেন। বর্ষায় সেতু নেই, খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা। ভার এবং ছত্রখণ্ড শরতের কাহিনী। শরতের খররৌদ্রে ক্লান্ত রাধা নদীর ওপারে গিয়ে দুধ দৈ বইবার জন্য ভারী নিলেন। কৃষ্ণকে মাথায় ছত্র ধরতে বললেন। রাধা কিন্তু এই ছয় মাসেই কৃষ্ণের সঙ্গলাভে অনেক সেয়ানা হয়ে

উঠেছেন। তাম্বুল খণ্ডে তিনি 'পরপুরুষ নেহা'-তে উষ্মা প্রকাশ করেছেন, দান খণ্ডে তিনি প্রেমের কথা-চালাচালির খেলায় আকর্ষণ বোধ করেছেন, তখনো সমাজ-সংস্কারের ভয় ও লজ্জা প্রবল। নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণসঙ্গ লাভে উৎসুকা, লোকভয়ও অনেকটা কমেছে। এখন কৃষ্ণের দোষ ঢেকে কথা বলতে শিখেছেন। ভার ও ছত্র খণ্ডেতো রাধাই কৃষ্ণকে প্রেমের খেলায় চালিত করছেন, যেন স্বাধীন-ভর্তৃকা নায়িকা তিনি। বৃন্দাবনখণ্ড পরবর্তী বসন্তের কাহিনী। কৃষ্ণের আহ্বানে বাসন্তীরাসে গোপীদের নিয়ে বৃন্দাবনের কুঞ্জে এসেছেন। কাহিনী পুরাণ থেকে নিয়ে প্রয়োজনমত বদল করেছেন। এর পর যমুনাখণ্ড ; বৃন্দাবন আর যমুনাখণ্ডের মাঝেও বোধ হয় বৎসর কালের ব্যবধান। এ অংশের কালীয়দমন, বস্ত্রহরণ কাহিনী পৌরাণিক। বাণখণ্ড কবিকল্পিত। বাণখণ্ডের রাধা আরও পরিণত মনের নায়িকা। তার বয়সও বেড়েছে, নিজেই বলছেন, চোদ্দ। বংশীখণ্ড বোধ হয় এর পরবর্তী গ্রীষ্মের কাহিনী। এটি সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হওয়াও অসম্ভব নয়, পূর্বেই আলোচনা করেছি। এরপর রাধাবিরহ, একে একে বর্ষা, শরৎ বর্ণনা করেছেন, —আরও কয়েকমাসের ছবি ছিল বোধ হয়। তাহলে, মোটামুটি তিন বৎসর কালের কাহিনীই পাওয়া যাচ্ছে। বারো বছরের কিশোরী উদ্ভিন্ন-যৌবনা রাধা এবারে চতুর্দশী, যৌবন-বিরহের পরিণত বেদনা বোধের নায়িকা। মাঝে মাঝে প্রক্ষিপ্ত পদ থাকলেও সমগ্র কাহিনী-পরিকল্পনায় এক হাতের ছাপ সুস্পষ্ট। যে সংকল্প কিশোর কৃষ্ণ তাম্বুলখণ্ডে প্রথম গ্রহণ করেছেন, কাহিনীর বিবর্তনের মধ্যে তারই সংঘটন দেখানো হয়েছে।

ভৌগলিক অবস্থান

কাহিনীর ভৌগলিক পরিবেশ বর্ণনাতেও সঙ্গতির বিশেষ অভাব ছিল বলা চলে না। রাধা ও কৃষ্ণ দুটি কিশোর কিশোরী গোয়ালাদের একটি ছোট বর্ধিষ্ণু জনপদ মথুরানগরে থাকত। রাধার স্বামী আইহন ওই গাঁয়েরই সঙ্গতিসম্পন্ন গোয়ালা, সম্পর্কে যশোদার বোধহয় জ্ঞাতিভাই। তাই রাধা ও কৃষ্ণের মাতুলানী ও ভাগ্নে সম্পর্ক নিয়ে এত পারস্পরিক কটাক্ষ। এ-ধরনের প্রেম বা পরিণয়-সম্পর্ক সমাজ-নিষিদ্ধ ছিল নিশ্চয়ই। গোকুলে গোয়ালাদের বাস। সকালে দুধ দৈ-এর পসরা মাথায় নিয়ে গোপীরা দলবদ্ধ হয়ে যমুনা পেরিয়ে ওপারে মথুরার হাটে বেচা-কেনা করতে যেত। গোকুল ছাড়িয়ে এসে বৃন্দাবনের মনুষ্যবসতিহীন নির্জন বন ছিল। সেখানেই লোকচক্ষুর আড়ালে কৃষ্ণ-রাধা ও গোপীদের মিলনকুঞ্জ কল্পিত হয়েছে। যমুনা যখন বর্ষায় ভরে উঠত মাঝিরা খেয়া পারাপার করত। তারই ভিত্তিতে নৌকালীলার পরিকল্পনা। অন্য ঋতুতে যমুনায় স্রোত তীব্র থাকলেও জল কমে যেত। মথুরারাজ নদী পারাপারের সাঁকো বেঁধে দিতেন। যাত্রীরা হাঁটাপথে সেই সাঁকো দিয়ে যাতায়াত করত। নদী পেরিয়ে ওপারেও অনেকটা নির্জন বনপথ পেরিয়ে মথুরার হাটে পৌঁছাতে হত। গোকুল—বৃন্দাবনের বন—মথুরা এই পথের দূরত্ব শরতের রোদে ক্লান্তি আনলেও গোপীরা সকালে মথুরার হাটে গিয়ে কেনা-বেচা সেরে দুপুরে আবার গোকুলে নিজেদের ঘরে ফিরে আসতেন। নদীর গতি এখন পরিবর্তিত হয়ে গোকুল—বৃন্দাবন—মথুরা যমুনার একই পাড়ে চলে এসেছে। নইলে দূরত্ব মোটামুটি একই আছে। তবে স্বীকার করতে হয়, এখন যানবাহন

সহজলভ্য হবার ফলেই হাঁটা পথের দূরত্বটা যাত্রীদের কাছে বেশী কষ্টকর মনে হবে। সুতরাং ভৌগোলিক যে পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে তার মধ্যে মোটামুটি সঙ্গতি রক্ষিত হয়েছে বলা যেতে পারে।

কাহিনীর চরিত্রাবলী

কাহিনীর চরিত্র তিনটি কৃষ্ণ, রাধা[১] এবং বড়াই। যশোদা একবার মাত্র অল্পক্ষণের জন্য সামনে এসেছেন, বৃন্দাবন গোপীরা রাধার সঙ্গে থাকলেও তাদের কারও পৃথক চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত হয়নি।

কৃষ্ণ : কৃষ্ণ, কবির চোখে ভগবানের অবতার হলেও গ্রাম্য একটি প্রাণবন্ত কিশোররূপে অঙ্কিত হয়েছেন। তার সরলতা, উদ্ভিন্ন যৌবন কিশোর সুলভ রতি মিলনাকাঙ্ক্ষা, বাঁশির প্রতি অনুরাগ, প্রেমিকার প্রতি অভিমান,—সব মিলিয়ে অমার্জিত দুরন্ত একটি গ্রাম্য তরুণ যুবকের ছবিই ফুটে উঠেছে। তিন বৎসরের কাহিনীর মধ্যে কৃষ্ণচরিত্রের কিছুটা বিবর্তন ঘটেছে ঠিকই। প্রথম যে তীব্র আসক্তি নিয়ে সে রাধার কাছ থেকে রতি-মিলন দাবী করেছে, কৌতূহল এবং প্রথম উচ্ছ্বাস চলে যাবার পর যেন সেই তীব্রতায় ভাটা পড়েছে। রাধার ব্যবহারে তার অভিমান এসেছে ঠিক, কিন্তু রাধা তো সব অভিমান ত্যাগ করে কৃষ্ণের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল—তবু কৃষ্ণকে দূরে সরে যেতে হল কেন? নিছক অভিমান না প্রেমরতির ক্ষেত্রে পুরাতন উৎসাহের অভাব। তবে কৃষ্ণ চরিত্রের মানস পরিবর্তনের ছবিটি তত উজ্জ্বল হয়নি। যতটা রাধার ক্ষেত্রে হয়েছে।

রাধা : রাধাও গ্রাম্য অমার্জিত রুচির গোপ কিশোরী। 'মাগুকিলে' কৃষ্ণকে শায়েস্তা করতে চান, আবার নৌকাখণ্ডে রতিমিলনে সহজ ভাবেই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তার কিশোরী মনের নীতিগত সংস্কার ও লোকলজ্জা পেরিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে রতির মানস বিবর্তনটি কবি বেশ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। মুখরা তর্কনিপুণা কিশোরী রতি বিষয়ে এবং পরকীয়া রতিতে সাংসারিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া বিষয়ে প্রথম থেকেই যথেষ্ঠ অভিজ্ঞার মত ব্যবহার করেছেন, তবে কৃষ্ণের আহ্বানে সাড়া দেবার মতো মনের প্রস্তুতি ঘটতে কয়েকটি ঘটনাগত স্তর উত্তীর্ণ হবার প্রয়োজন ছিল। কবি বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে সেই স্তরগুলি দেখিয়েছেন।

---

১ পদাবলী গানে রাধা ও চন্দ্রাবলী কৃষ্ণলীলায় নায়িকা ও প্রতি নায়িকা—দুই ভিন্ন চরিত্র। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বাধাই চন্দ্রাবলী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধাব নামান্তর চন্দ্রাবলী। সম্ভবত এই পুবাণটি থেকেই বড়ু চণ্ডীদাস বেশী সাহায্য নিয়েছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কালীয় দমন, বস্ত্রহরণ, বাস প্রভৃতি লীলার বর্ণনা আছে। রাধাব স্পষ্ট নামোল্লেখও রয়েছে। ভাগবতে বাধা নামের উল্লেখ নেই।

বড়াই : বড়াই বুড়ীও গ্রাম্য কুট্টনী জাতীয় একটি সুন্দর চরিত্র। সম্পর্কে সে রাধার দিদিমা হয়। কবি জন্মখণ্ডেই তার ছবি দিয়েছেন।

শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে॥
ভ্রূহি চুনরেখ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাটুল দুই আখি॥ ২ ॥
মাহাপুট নাশা দণ্ডহীনে
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে॥
বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী॥ ৩ ॥
কাঠী সম বাহুযুগলে।
নাভিমূলে দুই কুচ লুলে॥
কুটিল গমন ঘন কাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥ (জন্ম, পৃ. ৮৬)

'কেশ শ্বেতচামরসম, কপালের দুপাশ ভেঙে গেছে, ভ্রূ যেন চুনের রেখা, চোখদুটি গর্তের মধ্যে বলের মত। নাকে বিরাট ফুটো কিন্তু দণ্ডহীন, (বোধহয় নাকের হাড়টি বসানো)। গাল তোবড়ানো, ছোট কপোল। বিকট দন্ত, কথা কপট। ওষ্ঠ অধরকে ছাড়িয়ে উঠেছে। বাহু দুইটি কাঠির মত সরু, স্তনদ্বয় নাভীমূল পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। ঘন ঘন কাশতে কাশতে এলো-মেলো পায়ে হাটে। বড়ু চণ্ডীদাস গাইছেন।'

চেহারা এমন হলেও মন তার কুটিল নয়। অল্পেই চটে যায় যেমন, অল্পেই রাধা বা কৃষ্ণের দুঃখে গলে যায়। সরলা, সহানুভূতি সম্পন্না। দুটি কিশোর-কিশোরীর রতিমিলনে দৌত্য করতে সে যথার্থ আনন্দ পায়। তৎকালীন সমাজ জীবনের সে একটি জীবন্ত চরিত্র। কবি যথাসম্ভব নিপুণ হাতেই তাঁকে এঁকেছেন।

কাহিনীর মধ্যে প্রাসঙ্গিক চরিত্র হিসাবে নারদ, কংস, আইহন, দৈবকী-বসুল (বসুদেব), গোপীবৃন্দ, বলরাম, যশোদা, নন্দ, কালীয় নাগ, কালীয় নাগের স্ত্রী—এঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এমন উল্লেখে তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়নি। সেটা প্রত্যাশিতও নয়।

আঙ্গিক

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতি-নাট্য জাতীয় আঙ্গিকে রচিত হয়েছিল সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। কবি যথাসম্ভব চরিত্রগুলির মুখে কথা দিয়েছেন। 'লগনী' অংশগুলি স্পষ্টতই উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক নাট্যসংলাপ। তবে সবই গানের পদ। সুর সহযোগেই সংলাপগুলি এবং বর্ণনা অংশগুলি পরিবেশিত হত। গানের পদ হিসাবে কোড়া, বরাড়ী, গুর্জরী, পাহাড়ী, দোশাগ, ধানুষী, মালব, বেলাবলী, রামগিরি, কেদার, ভাটিয়ালী, বসন্ত, আহের, বিভাষ, ভৈরবী, ললিত, বঙ্গাল, মল্লার, কহু, শ্রী প্রভৃতি রাগের উল্লেখ করা হয়েছে। এর কিছু কিছু রাগ এখনও প্রচলিত, অপ্রচলিত রাগগুলির বিষয়ে সঙ্গীত বিশেষজ্ঞরা আলোকপাত করলে ভাল হয়। কয়েকটি রাগের নাম কেবলমাত্র রাধাবিরহ খণ্ডেই মিলছে। পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি থেকে এই খণ্ডের রচনাকালের কোনও পার্থক্য এর থেকে সূচিত হয় কিনা ভেবে দেখবার বিষয়। পদগীতিগুলির তাল ও অন্যবিধ আঙ্গিক বিচারেও বোধহয় ভিন্ন ভিন্ন নামের ব্যবহার হত। রূপক, লগনী, চিত্রক, ক্রীড়া, যতি, একতালী, আঠতালী, লঘুশেখর, কুড়ুক্কু, রুপকস্বা, যতির্বা প্রভৃতি নামের ব্যবহার হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গীতগোবিন্দের প্রভাব

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দের প্রভাব সম্পর্কে প্রায় সব আলোচকই উল্লেখ করেছেন। প্রধান কয়েকটি ভাবানুবাদের পরিচয় দেওয়া গেল।

(১) জয়দেব, গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গে (সামোদ দামোদর) একটি শ্লোকে লিখেছেন :

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে দৈত্যং দারয়তে
বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্তং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে ম্লেচ্ছান্
মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥ ১॥

এই অংশের ভাবানুবাদে 'যমুনান্তর্গত কালীয়দমন খণ্ডে' বড়ু চণ্ডীদাস বলভদ্রের জবানীতে (কৃষ্ণস্তুতি) লিখলেন :

মীনরূপ ধরী জলে বেদ উদ্ধারিলেঁ।
কমঠশরীরে তোহ্মে ধরণী ধরিলেঁ॥ (কালীয়দমন, পৃ. ৩০৮)

'তুমি দেব হরি বরাহ, নরহরি, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বুদ্ধ, কলকী অবতারে বিভিন্ন লীলা প্রদর্শন করে এবারে কানাই রূপে কংশ বধের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছ।'

(২) গীতগোবিন্দে পঞ্চম সর্গে (সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষ) দশম গীতে রয়েছে :

বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়। স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায়॥...

বড়ু চণ্ডীদাসের অনুবাদে আমরা পেলাম :

এবেঁ মলয় পবন ধীরেঁ বহে। ল।
মনমথক জাগাএ॥ ল॥
সুগন্ধি কুসুমগণ বিকসএ। ল।
ফুটি বিরহিহৃদয়ে॥ ল॥ (বৃন্দাবন, পৃ. ২৭২)

(৩) গীতগোবিন্দের পঞ্চম সর্গে (সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষ) একাদশ সংখ্যক গীতে রয়েছে :

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥

বড়ু চণ্ডীদাস লিখলেন :

তোর রতি আশোআশেঁ গেলা আভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে॥ (বৃন্দাবন, পৃ. ২৭৫)

(৪) গীতগোবিন্দের অষ্টম সর্গে (বিলক্ষলখীপতি) ১৭নং গীতে রয়েছে,

হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্।
তামনুসর সরসীরুহলোচন যাতব হরতি বিষাদং॥

বড়ু চণ্ডীদাস লিখলেন :

এখন্ আহ্মার থানক আইলাহা
মুখে তোর নাহিঁ লাজে।
পুণী সেহ গোপীগণ পাস যাহা
তোহ্মে মোর নাহি কাজে॥ (বৃন্দাবন, পৃ. ২৯০)

(৫) গীতগোবিন্দের দশম সর্গে (মুগ্ধমাধবো) ১৯নং গীতে লিখিত হয়েছে :

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দর তিমিরমতি ঘোরম্।
স্ফুরদ ধর সরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরম্।

এটি পঞ্চদলপর্বিক ছন্দে রচিত। বড়ু চণ্ডীদাস লিখলেন :

যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ দশনরুচি তোহ্মারে।
হরে দুরুবার ভয় আন্ধকার সুন্দরি রাধা আহ্মারে॥
তোহ্মার বদন সংপুন চান্দ আধর আমিঅঁ লোভে।
পরতোখ তোর নয়নচকোর যুগল নিশ্চল শোভে॥১॥ (বৃন্দাবন, পৃ. ২৯১)

বড়ু এখানে মূল ছন্দের দোলা রক্ষার জন্যে পঞ্চদলপর্বিক ছন্দ ব্যবহার করেছেন।

(৬) গীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গে (বিদগ্ধ মধুসূদন) ৯নং গীতে রয়েছে,

স্তনবিনিহিতসপি হারমুদারম্।
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্॥

রাধিকা তব বিরহে কেশব ॥ ধ্রু ॥
সরসমসৃণসপি মলয়জপঙ্কম্।
পশ্যতি বিষসিব বপুষিসশঙ্কম্॥

বড়ু চণ্ডীদাস এই চতুষ্কল পাদাকুলকে (৪ ॥ ৪ ॥ ৪ ॥ ৪) রচিত গীতটি ভাবানুবাদে লিখলেন :

তনের উপরে হারে।
আল।
মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে ॥
সরস চন্দন পঙ্কে।
আল।
দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে ॥ ১ ॥ (রাধাবিরহ, পৃ. ৪৬৪)

এই গীতে অবশ্য বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের হুবহু অনুবাদ করেননি এবং অন্য একটি গীতেরও অংশবিশেষ গ্রহণ করেছেন।

(৭) জয়দেব গীতগোবিন্দের ৪র্থ সর্গে (বিদগ্ধ মধুসূদন) ৮নং গীতে লিখেছেন :

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যান নিলয় মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্॥
সা বিরহে এব দীনা।
সাধ্ব মনসিজ বিশিখভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীলা ॥ ধ্রু ॥

বড়ু চণ্ডীদাস এই গীতের ভাবানুবাদে লিখলেন :

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয় পবনে ॥

করে মনসিজ শর কুসুম শয়নে।
ব্রত করে পায়িতেঁ তোর আলিঙ্গনে॥ ১॥
আল। কাহ্নাঞিঁ ল।
রাধা বিরহদহনে।
দগধিনী ভৈলী তোহ্মার শরণে॥ ধ্রু॥ (রাধাবিরহ, পৃ. ৪৬৫)

এখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গীতগোবিন্দের প্রাসঙ্গিক শ্লোকসমূহের অনুবাদ ও ভাবানুবাদের নিদর্শনগুলিই আলোচিত হল। কাহিনী-বিন্যাসে ও চরিত্র চিত্রণে এ-কাব্যের যে সকল পরোক্ষ প্রভাব লক্ষিত হয়, সেগুলির আর উল্লেখ করা হল না।

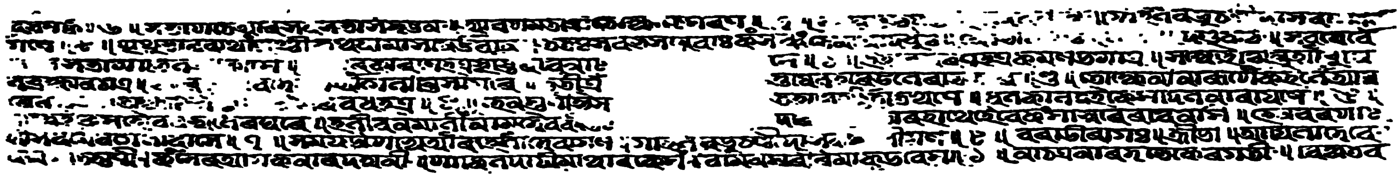
রাধা ও চন্দ্রাবলীর অভিন্নতা

বড়ু চণ্ডীদাস সংস্কৃত শাস্ত্র ও কাব্যপুরাণেও যে সুপণ্ডিত ছিলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি গীতগোবিন্দ ছাড়াও, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে নানাভাবে সাহায্য নিয়েছেন। জন্মখণ্ড রচনায় যেমন ভাগবতের কৃষ্ণ-রাধার জন্ম কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তেমনি নৌকালীলা, কালীয়দমন, বস্ত্রহরণ ও রাসলীলায় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের বেশি প্রভাব লক্ষিত হয়। বৈষ্ণব পদাবলীগানে রাধা ও চন্দ্রাবলী কৃষ্ণলীলায় নায়িকা ও প্রতিনায়িকা হিসাবে চিত্রিত হয়েছেন। আলোচ্য কাব্যে নায়িকা রাধার অন্য নাম চন্দ্রাবলী। এটি সম্ভবত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের আদর্শে রচিত হয়েছে। তাছাড়া, লক্ষ্য করবার বিষয়, ভাগবতে স্পষ্টভাবে রাধা নামের উল্লেখ নেই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রয়েছে এবং রাধা বা চন্দ্রাবলীকেই নায়িকা হিসাবে দেখানো হয়েছে—সেটা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও পাওয়া যাচ্ছে।

সংস্কৃত শ্লোক

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মোট ১৬১টি সংস্কৃত শ্লোক রয়েছে। এরমধ্যে কিছু শ্লোক পুনরাবৃত্ত হয়েছে। কোনও কোনও সমালোচক মনে করেন, এই শ্লোকগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা নয়, পরবর্তী অন্য কোনও পালাকারের সংযোজন। সম্পাদক বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্‌বল্লভ অবশ্য মন্তব্য করেছেন "আরম্ভসূচক এবং পূর্বাপর সম্বন্ধ রক্ষার নিমিত্ত মাঝে সংস্কৃত শ্লোক আছে ; উহার কয়েকটি অতি চমৎকার। 'চতুরে চতুরো মাসান্' কবিতাটিতে উত্তরমেঘের 'মাসানেতান্ গময়ঃ চতুরঃ' শ্লোকের সুর কানে বাজে। প্রাচীন মৈথিলী ও অসমীয়া গীতিনাট্যে উপরিউক্ত রীতি অনুসৃত হইত।" এরপর আবার বলেছেন, "শ্লোকের অন্যত্র আকর-কল্পনা যুক্তিতে আসেনা।" সংস্কৃত শ্লোকগুলি এবং প্রাসঙ্গিক কাহিনী বিন্যাসে মাঝে মাঝে অসঙ্গতি রয়েছে। সেটা পরবর্তী লিপিকরদের অসাবধানতা প্রসূত কিনা অনুমানের বিষয়।

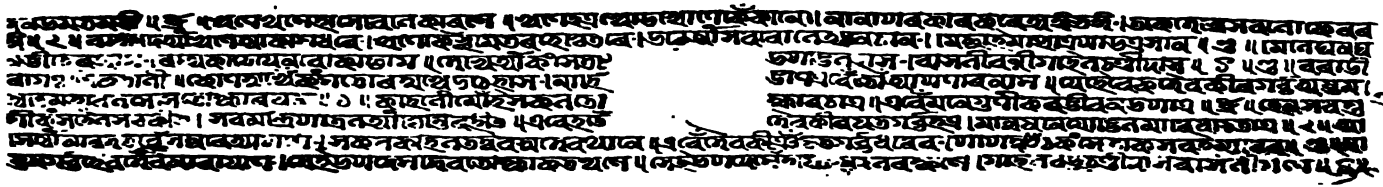
অথ জন্মখণ্ডঃ



৩ক

বস[১] শঙ্ক ॥ ৬ ॥ সভাপতি আর সব সভাসদজন ॥ আলপ্‌মতীএঁ তোহ্মাকে শরণ ॥ ৭ ॥ ··· ··· ॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৮ ॥ পৃথুভারব্যথাং পৃথ্বী কথয়ামাস নির্জ্জরান। ততঃ সরভসন্দেবাঃ কংসধ্বংসে মনোদধুঃ ॥ কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ সব দেবেঁ মেলি ···[২] সভা পাতিল আকাশে ॥ কংসের[৩] কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে[৪] ॥ ১ ॥ ইহার মরণ[৫] হএ কমণ উপাএ ॥ সঞ্চেই চিন্তিআঁ বুয়ি ল ব্রহ্মার ঠাএ ॥ ২ ॥ ব্রহ্মা সব দেব লআঁ[৬] গেলান্তি সাগরে। স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে ॥ ৩ ॥ তোম্বে[৭] নানা রূপেঁ কইলেঁ আসুরের খএ। তোহ্মার লীলাএ কংসের[৮] বধ হএ ॥ ৪ ॥ হেন শুনী ঈসত হসিআঁ ততিখণে। ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে ॥ ৫ ॥ এহি দুই কেশ হৈবে বসুলের ঘরে ॥ হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে ॥ ৬ ॥ তাহার[৯] হাথে হৈবে কংশাসুরের বিনাশে ॥ হেন বর পা[১০]আঁ সব দেব গেলা বাসে ॥ ৭ ॥ সময় উপেখিআঁ রহিলা দেবগণ ॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৮ ॥ বরাড়ীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ আয়িলা দেবের সুমতি শুনী। কংসের আগক নারদ মুনী ॥ পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ। বামন শরীর মাকড় বেশ ॥ ১ ॥ নাচএ নারদ ভেকের গতী ॥ বিকৃত ব

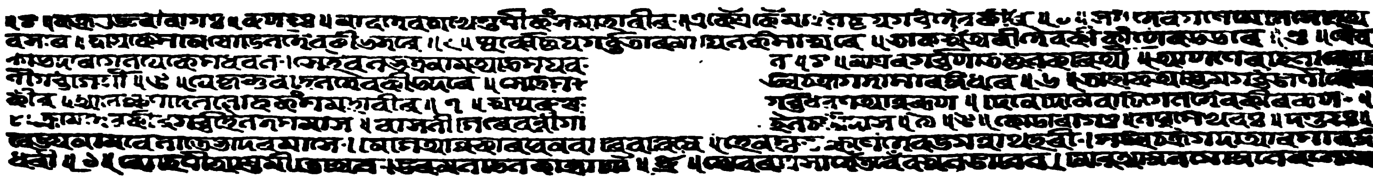
১. 'বস'-এর ব 'ৱ' অর্থাৎ নগরী 'দ'-এর মতো লিখিত।
২ পুথিপাঠ অস্পষ্ট। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : মেলি।
৩. পুথিপাঠ অস্পষ্ট। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : কংসেব।
৪. 'বিনা'-এর পর পুথিতে বিরতিসূচক ৮ চিহ্ন আছে। এই চিহ্ন পবে '৮' সংখ্যা বোঝাতেও ব্যবহৃত হযেছে। তাছাড়া এই তৃতীয় লাইন থেকেই পরপর চার লাইনে মাঝে এক ইঞ্চি পবিমাণ ফাঁক আছে। পুথি বাঁধার ছিদ্র এই অংশে রাখা হয়েছে।
৫. পুথিপাঠ অস্পষ্ট। বসন্তরঞ্জনের পাঠ নেওযা হল।
৬. পুথিপাঠ অস্পষ্ট। বসন্তবঞ্জনের পাঠ নেওয়া হল।
৭. পুথিপাঠ 'তোম্বে'। বসন্তবঞ্জনের পাঠ 'তোহ্মে'।
৮. পুথিপাঠ অস্পষ্ট। বসন্তরঞ্জনের পাঠ নেওয়া হল।
৯. পুথিপাঠ অস্পষ্ট। বসন্তরঞ্জনের পাঠ নেওয়া হল।
১০. পংক্তিশেষে '৪' চিহ্ন বয়েছে।



৩খ

দন উমতমতী ॥ ধ্রু ॥ খণে খণে হাসে বিনি কারণে ॥ খণে হএ খোড়া খাণেকেঁ কানে[১] ॥ নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ। তাক দেখি সব লোকের র
ঙ্গ ॥ ২ ॥ লম্ফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে। খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে। উঠিআঁ সব বোলে আনচান। মিছাই মাথাএ পাড়এ সান ॥ ৩ ॥ মেলে ঘন ঘ
ন জীহের আগ। রাঅ কাড়ে যেন বোকা ছাগ ॥ দেখিআঁ কংসেত[২] উপজিল হাস। বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥ ৩ ॥[৩] বরাড়ী
রাগঃ ॥ একতালী ॥ কোণ সুখেঁ কংশ তোর মুখে উঠে হাস। নাহিঁ জাণ এবেঁ তোঁ আপনার নাশ ॥ যে হৈবেক দৈবকীর গর্ত্ত অষ্টম।
অতি মহাবল সেস[৪] তোহ্মার যম ॥ ১ ॥ কহিলোঁ মোঁ ই সকল তোহ্মার ঠাএ ॥ এবেঁ মনে গুণী কর জীবন উপাএ ॥ ধ্রু ॥ হেন সব শু ৩
ণী কংস হৈল সচকীত। সব মন্ত্রি পাত্র লআঁ চিন্তিল[৫] হীত ॥ এবে হতেঁ দৈবকীর যত গর্ত্ত হএ। মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ ॥ ২ ॥ আ
সিআঁ নারদ তবেঁ সত্বরে আপণে। সকল কহিল তত্ত্ব বসুদেব থানে ॥ এবে দৈবকীএঁ যত গর্ত্ত ধরিব। পাপ দুঠ্‌ঠ কংসে তাক সবই মারিব ॥ ৩ ॥ আ
ষ্টম গর্ত্ত হৈব দেব নারায়ণে। সেই উপদেশ দিব তোহ্মাক তখনে ॥ সেই উপদেশেঁ হয়িব সকল রক্ষণে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

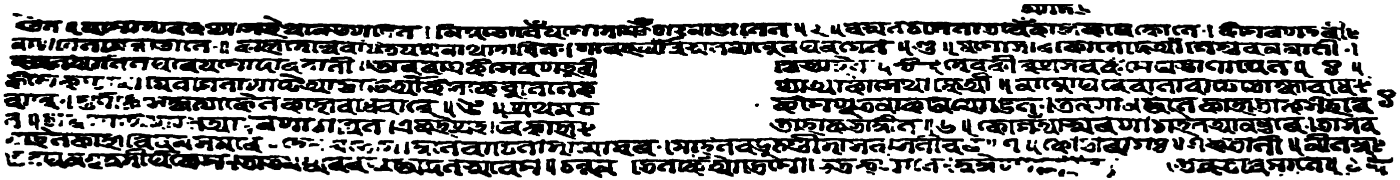
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : খোড় খোণেকেঁ কানা।
২ পুথিতে এখানে '৮' চিহ্ন দিয়ে ফাঁক বোঝানো হয়েছে। এখানে বন্ধনসূত্রেব জন্য লিপিপত্রে এক ইঞ্চি ফাঁক দেওয়া হয়েছে।
৩. অনুমান লিপিকর ভুলক্রমে ॥ ৪ ॥ -এব পর ৩ ॥ দিয়েছেন।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : সেসি।
৫. পুথিতে 'চিন্তির' লিখে 'র'কে 'ল' করা হয়েছে।



৪ক

॥ ৪ ॥[১] কহুগুজ্জরী রাগঃ ॥ রূপকং ॥ নারদের মুখে শুণী কংস মহাবীর। একেঁ একেঁ মাইল ছয় গর্ব্ভ দৈবকীর॥ ১ ॥ সব দেবগণে মেলি সেহি অ
বসরে। দুয়ি কেশ নিয়োজিল দৈবকী উদরে॥ ২ ॥ পূর্ব্বে ছয় গর্ব্ভ তার মায়িল কংশাসুরে॥ তাক সুঁঅরী দৈবকী কাঁপে বড় ডরে॥ ৩ ॥ দৈব
কী উদরে গেল যে কেশ ধবল। সেই বলভদ্র নাম অতিশয় বল॥ ৪ ॥ মাএর গর্ব্ভপাত ছল করিআঁ। আপণে রহিলা রোহি
নী গর্ব্ভ গিআঁ॥ ৫ ॥ যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে। সেহি শ[২]ঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে॥ ৬ ॥ তাহাক আন্তম[৩] গর্ব্ভ জানী দৈব
কীর। আবেক্ষণ দিল লোক কংশ মহাবীর॥ ৭ ॥ সুপুরুষ গর্ব্ভ ধরণ[৪] আনুরূপ। দিনে দিনে বাঢ়ি গেল দৈবকীর রূপ॥ ৮ ॥
ক্রমে দৈবকীর গর্ব্ভ হৈল দশ মাস। বাসলীশিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৯ ॥ ঙ্[৫] ॥ কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥
বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাসে। নিশি আন্ধকার ঘন বারি বরিষে॥ হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী। শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ
ধরী॥ ১ ॥ রোহিণী আন্টমী তিথি ল। জরম লভিল কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥ দেবের প্রসাদেঁ তবেঁ বসুল জালিল[৬]। নিন্দে আকুল গোকুলের লোক

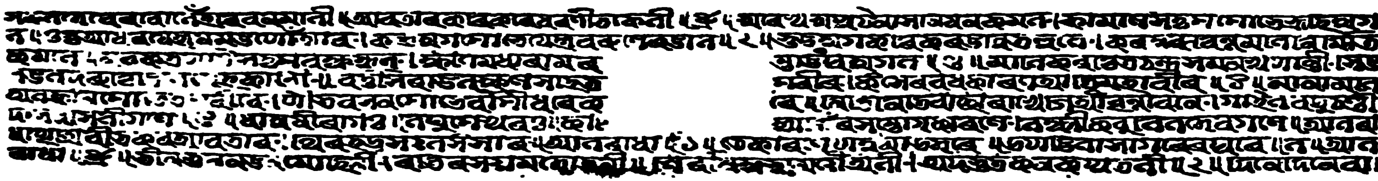
১. লিপিকর প্রমাদ।
২. পুথিতে 'শা' লিখে আ-কার কেটে দেওয়া হয়েছে।
৩. পুথিতে 'আন্তম' ; বসন্তরঞ্জনের পাঠ : আষ্টম।
৪ বসন্তরঞ্জনের পাঠ : ধরল।
৫. এখানে একটি গীত-এর সমাপ্তিসূচক ঙ্ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।
৬. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : জাণিল।



৪খ

ভৈল ॥ যশোদার কণ্যা সেই খনে উপজিল। নিন্দভোলেঁ যশোদাএঁ তাক না জাণিল ॥ ২ ॥ বসুল চলিলা তবেঁ কাহ্ন করি কোলে। কংশের পহ্‌রী ৮[1]
না জাণিল নিন্দভোলে ॥ কাহ্ন দেখি বাটত যমুনা থাহা[2] দিল। পার হআঁ বসুল নান্দের ঘর গেল ॥ ৩ ॥ যশোদার কোলে দিআঁ শিশু বনমালী।
বসুল আণিল ঘরে যশোদার বালী ॥ তার রাএ কংসের পহ্‌রী চিআইল ॥[3] দেবকীর[4] প্রসব কংশেরে জাণায়িল ॥ ৪ ॥
কংশে কণ্যা মায়িল শিলাপাটে আছাড়িআঁ[5] কংসকে বুলিলে কণ্যা আকাসে থাকিআঁ ॥ নান্দোঘরে বালা বাঢ়ে তোহ্মা বধি ৮[1]
বারে। শুনী কংসে কৃত্যা কৈল কাহ্ন বধিবারে ॥ ৫ ॥ প্রথমত কংশে[6] পূতনাক নিয়োজিল। তনপান ছলে কাহ্ন তাক সংহরি ৪
ল ॥ তার পাছে যমল আর্জুন পাঠায়িল। একই প্রহারে কাহ্ন ৮[1] তাহাক ভাঙ্গীল ॥ ৬ ॥ কেশি আদি[7] আসুর পাঠাইল আনন্তরে। তা সব
মাইল কাহ্ন বিষম সমরে ॥ হেনমতেঁ গোকুলে বাঢ়িলা দামোদর। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৭ ॥ কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥ নীল কু ৮[1]
টিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ। তাত ময়ূরের পুচ্ছ[8] দিল সুবেশ ॥ চন্দনতিলকেঁ আতিশোভিত কপালে। দুঈ পাশে লঘু মধ্য[9] তনুত বিশালে ॥ ১ ॥

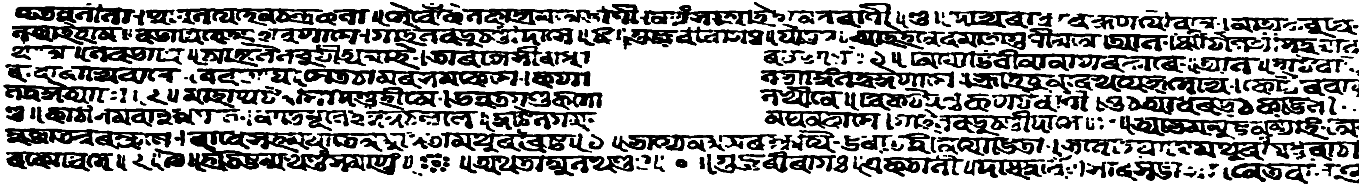
১. পংক্তি শেষসূচক চিহ্ন? না space বা ফাঁক রাখার চিহ্ন?
২. 'হ'-এব নীচের রেখাটি নেই।
৩. এখানে '৪' লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : দৈবকীর।
৫. বসন্তরঞ্জন পাঠে এখানে দাঁড়ি চিহ্ন দিয়েছেন।
৬. কংস/কংশ দুই বানানই মূলে ছিল। এখানেও পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী দুই বানানই রাখা হল।
৭. এখানে লাইনে টিক্‌চিহ্ন দিয়ে মার্জিনের উপরে তোলাপাঠে 'আদি' লেখা হয়েছে।
৮. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : পুছ।
৯. পুথিপাঠ অস্পষ্ট। বসন্তরঞ্জনের পাঠ রাখা হল।



৫ক

সকল দেবের বোলেঁ হরি বনমালী॥ আবতার করি করে ধরণীত কেলী॥ ধ্রু॥ সুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল। কামাণসদৃশ শোভে ভ্রূহিযুগ
ল॥ ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁআর। কন্ন[1]যুগ শোভে যেহ্ন বরুণের জাল॥ ২॥ ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে। করঙ্গরু বিন্দমাল নির্ম্মিত
কমলে॥ মরকতপাট সদৃশ বক্ষস্থল। ক্ষীণ মধ্য রামরম্ভা জংঘযুগল॥ ৩॥ মানিক[2] রচিত চন্দ্রসম নখপান্তী। সজ
ল জলদরুচি জিনি দেহ কান্তী[3]॥ বত্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর। কংসের বধ কারণ আতি মহাবীর॥ ৪॥ নানা মণি
অলঙ্কার শোভিত শরীরে। পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে॥ নিতি নিতি বাছা রাখে গিআঁ বৃন্দাবনে। গাইল বড়ু চণ্ডী
দাস বাসলীগণে॥ ৫॥ ধানুষীরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥ কা[4]হ্নাঞিঁর সম্ভোগ কারণে। লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে॥ আল রা
ধা পৃথিবীতে কর আবতার। থির হউ সকল সংসার॥ আল রাধা॥ ১॥ তেকারণে পদুমা উদরে॥ উপজিলা সাগরের ঘরে॥ ল॥ আল
রাধা॥ ধ্রু॥ তীন ভুবনজনমোহিনী। রতিরসকামদোহনী॥ শিরীষকুসুমকোঁঅলী। অদভুত কনক পুতলী॥ ২॥ দিনে দিনে বা[5]

১. পুথি পাঠ অস্পষ্ট। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : কন্ন।
২. বসন্তরঞ্জনেব পাঠ : মাণিক।
৩. পুথিতে 'কানী'। কা-এর আ-কার দুবার পড়াতে দ্বিতীয় আ-কার কেটে দেওয়া হয়েছে। বসন্তরঞ্জন পূর্ব লাইনের মিল রেখে 'কান্তী' পাঠ দিয়েছেন।
৪. ফাঁক চিহ্ন : ৮।
৫. পংক্তি শেষে অসমাপ্ত শব্দ চিহ্ন ৮।

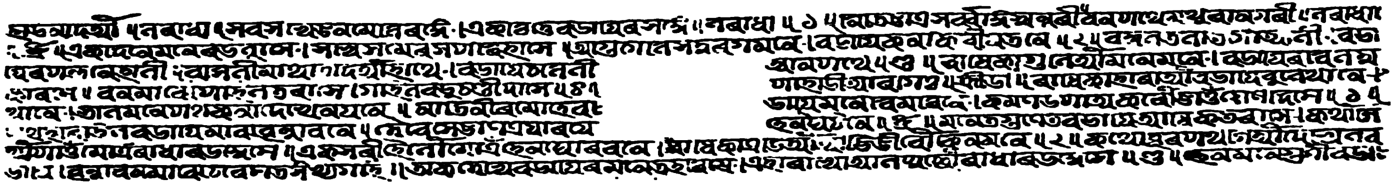


৬

৫খ

ঢ়ে তনু লীলা। পুরিল যেহেন চন্দ্রকলা॥ দৈবেঁ কৈল কাহ্ন মনে জাণী। নপুংসক আইহনের রাণী॥ ৩॥ দেখি রাধার রূপ যৌবনে। মাঅক বুয়ি
ল আইহনে॥ বড়ায়ি দেহ এহার পাশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥ আইহনের মাঅ গুণী মনে। আল। ঝাঁট গিআঁ পদুমার
থানে॥ ল বড়ায়ি॥ চাহি লৈল বুঢ়ীঅ মাই। তার পিসী রাধার বড়ায়ি॥ ১॥ নিয়োজিলী নানা পরকারে॥ আল॥ হাট বাটে
রাধা রাখিবারে॥ ল বড়ায়ি॥ শেত চামর সম কেশে। কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে॥ ভ্রূহি চুনরেখ যেহ্ন দেখি। কোটর বাটু
ল দুঈ আখি॥ ২॥ মাহা পুট নাশা দণ্ডহীনে। উন্নত গণ্ড কপোল খীনে॥ বিকট দন্ত কপট বাণী। ওঠ আধর উঠক জিণী॥
৩॥ কাঠী সম বাহুযুগলে। নাভিমূলে দুঈ কুচ লুলে॥ কুটিল গমন ঘন কাশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ অভিমন্যুজনন্যাহং নি ৫
যুক্তা তব রক্ষণে। রাধে সহ ময়া তেন মুদিতা মথুরাং ব্রজ॥ ১॥ ভাগ্যেন মম রক্ষায়ৈ জরতি ত্বং নিয়োজিতা। তদেহি যামি মথুরাং মধুরাচা
র কোবিদে॥ ২॥ ৯॥[1] ইতি জন্মখণ্ড সমাপ্তং॥ ◌[2]॥ অথ তাম্বুলখণ্ডঃ॥ ০[3]॥ গুজ্জরীরাগঃ॥ একতালী॥ দধিদুধে পসার সজাআঁ। নেতবাস ও

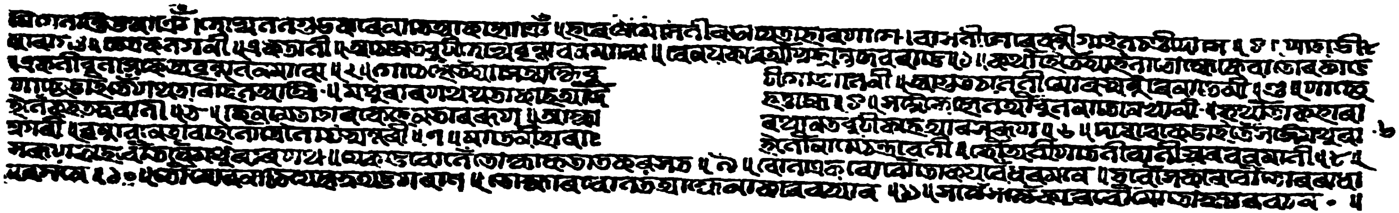
১. ৯ সংখ্যাটি সম্ভবত জন্মখণ্ডের গানের সংখ্যাসূচক। বসন্তরঞ্জনের পাঠে এবিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া নেই।
২ এটি বোধহয় ফুলের চিত্র। একটি খণ্ডের সমাপ্তি বোঝাতে লিপিকর এঁকেছেন।
৩. একটি গোল বিন্দুচিহ্ন।



৬ক

হাড়ন দিআঁ ॥ ল রাধা ॥ সব সখিজন মেলি রঙ্গে। এক চিত্তে বড়ায়ির সঙ্গে ॥ ল রাধা ॥ ১ ॥ নিতি জাএ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ॥[1] বনপথে মথুরা নগরী ॥ ল রাধা ॥
॥ ধ্রু ॥ এক দিনে মনের উল্লাসে। সখি সমে রস পরিহাসে ॥ আগু গেলি সত্বর গমনে। বড়ায়িক না করী যতনে ॥ ২ ॥ বকুলতলাত গাআলী[2]। বড়া
য়ির পন্থ নেহালী ॥ বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে। বড়ায়ি চলিলী আন পথে ॥ ৩ ॥ রাধিকা গুণিআঁ মনে মনে। বড়ায়ির বিলম্ব
কারণে ॥ বনমাঝেঁ পাইল তরাসে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ রাধিকা হারাআঁ বড়ায়ি বুলে থানে ৮
থানে। ভাল মনে পথক না দেখে নয়নে ॥ নাতিনীর মোহে ব[3]ড়ায়ি মনে বিমরিষে। কমণ উপাঅ করোঁ জাওঁ কোণ দিসে ॥ ১ ॥
পথ হারাইল বড়ায়ি মাঝ বৃন্দাবনে। দৈবে সে জাণএ যার যেহেন ঘটনে ॥ ধ্রু ॥ মনেত গুণেত বড়ায়ি আধিক তরাসে। কথা গি
আঁ পাওঁ মোএঁ রাধার উদ্দেসে ॥ একসরী হৈলোঁ মোএঁ হেন ঘোর বনে। রাধিকা এড়িআঁ আজি জীবোঁ কেনমনে ॥ ২ ॥ কথোদূর পথ গিআঁ দেখিল ব
ড়ায়ি। বৃন্দাবন মাঝে চরে শতসংখ্য গাই ॥ তাক দেখি বড়ায়ির মনেত হরিষে। এহা রাখোআল পুছোঁ রাধার উদ্দেশে ॥ ৩ ॥ হেন মনে গুণী বড়া ৮

১. দুই দাঁড়ি চিহ্ন মাত্রার উপরে ছোট করে লেখা।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : গোআলী।
৩. 'ব'-এর পর আকার দিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে।



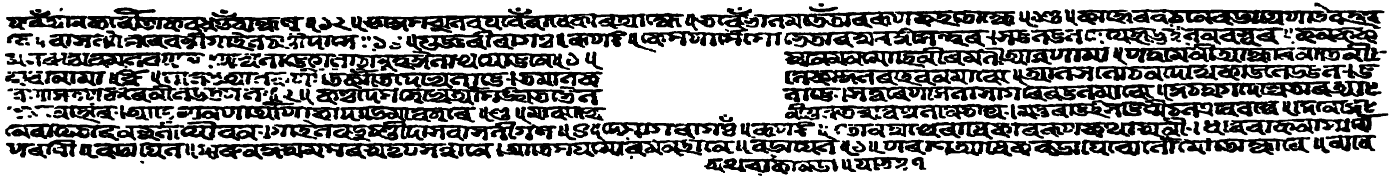
৬খ

য়ি গেলান্তি তথাঞি। দেখিল লগুড় করে নাতিআ কাহ্নাঞি॥ হরিষে মেলিলী বড়ায়ি তাহার পাশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥পাহাড়ী ৮
আ রাগঃ॥ চিত্রক লগনী॥ একতালী॥ আচম্বিত বুঢ়ী দেখি বৃন্দাবন মাঝে॥ বিনয় করিআঁ পুছন্তি দেবরাজে॥ ১॥ কথাঁ হৈতে আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে

॥ একলী বুলসি কেহ্নে বৃন্দাবন মাঝে॥ ২॥ গোঠে হৈতে ত'াসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী॥ আগুত চলিলী মোর সুন্দরি নাতিনী॥ ৩॥ পাছে
পাছে জাইতেঁ পথ হারাইল আহ্মি॥ মথুরার পথ পুতা কহিআঁ দেহ তুহ্মি ॥ ৪॥ সঙ্গে কেহ্নে লআঁ বুল নাতিনিখানী॥ কথাঁ তাক হারা
ইলেঁ কহ তত্ত্ববাণী॥ ৫॥ কি নাম তাহার কে হেন তার রূপ॥ আহ্মার থানত বুঢ়ী কহিআর সরূপ॥ ৬॥ দধি বিকে জাইতেঁ সঙ্গে মথুরা ৬
নগরী॥ বৃন্দাবনে হারাইলোঁ ত্রৈলোক্য সুন্দরী॥ ৭॥ নাতিনী হারা[1]ইলোঁ নামে চন্দ্রাবলী॥ কোঁঅলী পাতলী বালী সুন বনমালী॥ ৮[2]॥
সরূপ কহিবোঁ তবে মথুরার পথ॥ যে কাজ বোলেঁ তোহ্মাক তাত কর সত॥ ৯॥ বোলা এক বোলোঁ তোক যবেঁ ধর মনে॥ তবেঁসি করিবোঁ তোর রাধা
দরসনে॥ ১০॥ তোঁ মোর নাতি যেহ্ন দুঅজ পরাণ। তোহ্মার বোলত আহ্মে না করিব আন॥ ১১॥ সত্যেঁ সত্যেঁ করিবোঁ মো তোহ্মার বচন॥

১. ফাঁক চিহ্ন : ৮।

২. ৮ সংখ্যাটির লিপিরূপ ফাঁকচিহ্নের মতো।



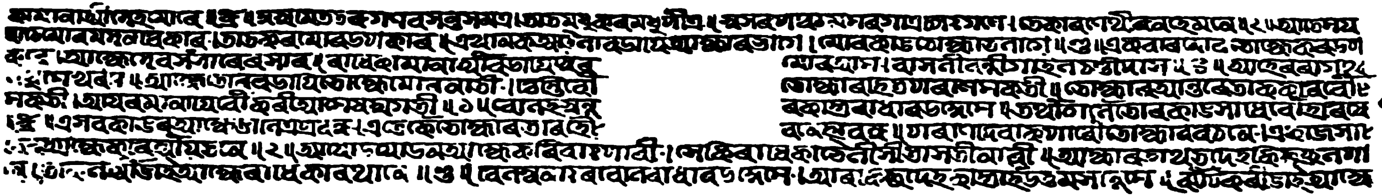
৭ক

যবেঁ আন করোঁ তাক বধওঁ বাহ্মণ ॥ ১২ ॥ উদ্দেশ বুলিব যবেঁ রাধিকার আহ্মে ॥ তবেঁ ভালমতেঁ তার রূপ কহ তোহ্মে ॥ ১৩ ॥ কাহ্নের বচনে বড়ায়ি পাইল হর[1]

ষে ॥ বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৪ ॥ গুজ্জরী রাগঃ ॥ রূপকং ॥ কেশপাশেঁ শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর ।[2] সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সূর ॥ কনক ক

মলরুচি বিমল বদনে ॥ দেখি লাজে গেলা চান্দ দুঈ লাখ যোজনে ॥ ১ ॥ মুনিমনমোহিনী রমণী অনুপামা ॥ পদুমিনী আহ্মার নাতিনী রাধানামা ॥ ধ্রু ॥ ললিত আলকপাঁতি কাঁতি দেখি লাজে। তমালকলিকাকুল রহে বনমাঝে ॥ আলস লোচন দেখি কাজলে উজল। জ লে পসি তপ করে নীল উতপল ॥ ২ ॥ কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে। সত্বরে পসিলা সাগরের জলমাঝে ॥ কুচযুগ দেখি তার অ ৮ তি মনোহরে। অভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে ॥ ৩ ॥ মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে। মত্ত রাজহংস জিণী চলএ বিলম্বে ॥ দিনে দি ৮ নে বাঢ়ে তার নহুলী যৌবন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ দেশাগ রাগঃ ॥ রূপকং ॥[3] তোন[4] মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী। ধরিবাক না পারোঁ পরাণী ॥ বড়ায়ি ল ॥ দারুন কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে। আতিশয় মোর মন হানে ॥ বড়ায়ি ল ॥ ১ ॥ পরাণ আধিক বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে ॥ রাধি

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : হরিষে।
২. দাঁড়ি চিহ্নে একটি কাটা দাগ রয়েছে।
৩. তোলাপাঠে মার্জিনের নীচে লেখা : অথবা কানড়া ॥ যতিঃ।
৪. পুথিতে 'তোন'। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : তোর।



৭খ

কা মানাঞাঁ দেহ মোরে ॥ ধ্রু ॥ কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ। তাত মধুকর মধু পীএ ॥ সুসর পঞ্চম শর গাএ পিকগণে। তেকারণে থীর নহে মনে ॥
২ ॥ আতিশয়

বাঢ়ে মোর মদনবিকার। তাত কর মোর উপকার ॥ এ থানক আইলা বড়ায়ি আহ্মার ভাগে। মোর কাজ তোহ্মাত লাগে ॥ ৩ ॥ একবার মোর
তোহ্মে কর উপ

কার। আহ্মে দেব সংসারের সার ॥ রাধিকা মানাঞাঁ বড়ায়ি পুর মোর আশ। বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥ আহের রাগঃ ॥

লঘুশেখরঃ ॥ আহ্মে তোর বড়ায়ি তোহ্মে মোর নাতী। চিন্তিবোঁ তোহ্মার হিত পরাণ শকতী ॥ তোহ্মার আন্তরে তাক করিবোঁ ৮ ৭

শকতী। আয়র মানায়িবোঁ করী আশেষ যুগতী ॥ ১ ॥ বোলহ সুন্দর কাহ্ন রাধার উদ্দেশে ॥ তথাঁ গেলেঁ তোর কাজ সাধিবোঁ হরিষে

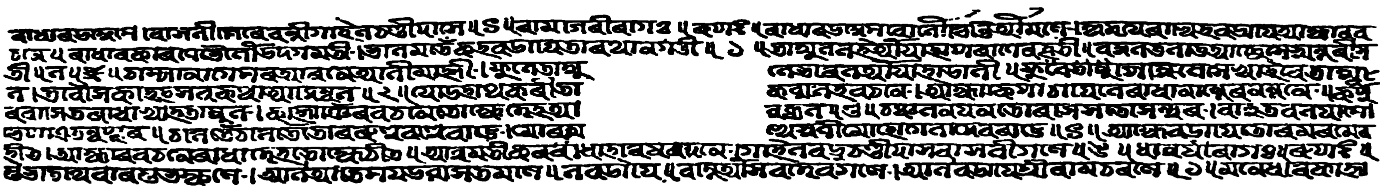
॥ ধ্রু ॥ এসব কাজের আহ্মে জাণিএ প্রবন্ধ। এতেকেঁ তোহ্মার তার হৈ॑ব নেহাবন্ধ ॥ পরাণ দিবাক পারোঁ তোহ্মার বচনে। এ কাজ সা ৮

ধিব আহ্মে করিঞাঁ যতনে ॥ ২ ॥ আযোড় যোড়ন আহ্মে করিবাক পালী।[২] সে কি রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী ॥ আহ্মার হাথত দেহ কিছু ফুল পা

নে। তাক লঞাঁ জাই আহ্মে রাধিকার থানে ॥ ৩ ॥ বিলম্ব না কর বোল রাধার উদ্দেশে। আর কিছু দেহ কাহ্নাই উত্তম সন্দেশে ॥ ঝাঁট করী জাই আহ্মে

১. ফাঁক চিহ্ন : ৮।

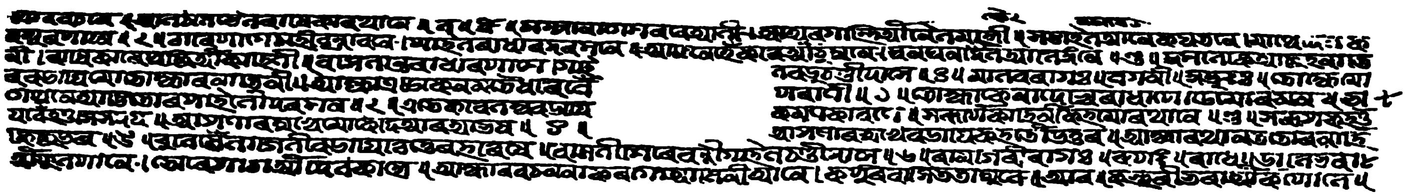
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : পারি।



৮ক

রাধার উদ্দেশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥ রামগিরী রাগঃ ॥ রূপকং ॥ রাধার উদ্দেশ বোলোঁ চিন্তিআঁ মণে। হৃদয়ে রাখিহ বড়ায়ি আহ্মার ব
চনে॥ রাধার কারণে ভৈলোঁ উদগ মতী। ভালমতেঁ কহ বড়ায়ি তার থান গতী॥ ১ ॥ তাম্বুল লইআঁ যাহা পরাণের দূতী॥ বকুলতলাত আছে সে সুন্দরী স
তী॥ ল ॥ ধ্রু ॥ চাম্পা নাগেশর আর নেআলী মাহ্লী। ফুলে তাম্বুলে ভরি লআঁ যাহা ডালী॥ ফুল[১] পিন্ধিলে সে খাইবে[২] তাম্বু ৮
ল। তবেঁসি কহিহ সব কথা আদিমূল॥ ২॥ যোড়হাথ করী তাক বুলিহ বচনে। আহ্মাকে পাঠায়িলে রাধা নান্দের নন্দনে॥ কর্পু
র বাসিত রাধা খাহ তাম্বুল। কাহ্নাঞিঁর বচনে তোহ্মে দেহ আনুকূল॥ ৩॥ চঞ্চল নয়ন তোর সিসতে সিন্দুর। বাহুত বলয়া শো
ভে পাএত নূপুর॥ চলিতেঁ চলিতেঁ তোর রুণুঝণু[৩] বাজে। মোর মুখে সুণী মোহো গেলা দেবরাজে॥ ৪ ॥ আহ্মে বড়ায়ি তোর মরমের
হীত। আহ্মার বচনে রাধা দেহ তোহ্মে চীত॥ আনুমতী কর রাধা হরিষ বদনে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৫ ॥ ধানুষী রাগঃ ॥[৪] রূপকং ॥
শুভ তিথি বার শুভ ক্ষণে। আল।[৫] আতিশয় উল্লসিত মণে॥ ল বড়ায়ি॥ বন্দিআঁ সব দেবগণে। আল।[৬] বড়ায়ি শ্রীরামচরণে॥ ১ ॥ মনে ধরি কাহ্না

১. পুথিতে ‘ফুলে তাম্বু’ লিখে ‘ফুলে’র এ-কার এবং ‘তাম্বু’ কেটে দেওয়া হয়েছে।
২. পুথিতে ‘খাইবে’। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : খাইলে।
৩. পুথি : রুণুঝণু। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : রুণুঝুণু।
৪. বসন্তরঞ্জন পাঠে দাঁড়ি চিহ্ন নেই।
৫. দাঁড়ি চিহ্ন মাত্রার উপরে বসানো।
৬. দাঁড়ি চিহ্ন মাত্রার উপরে বসানো।



৮খ

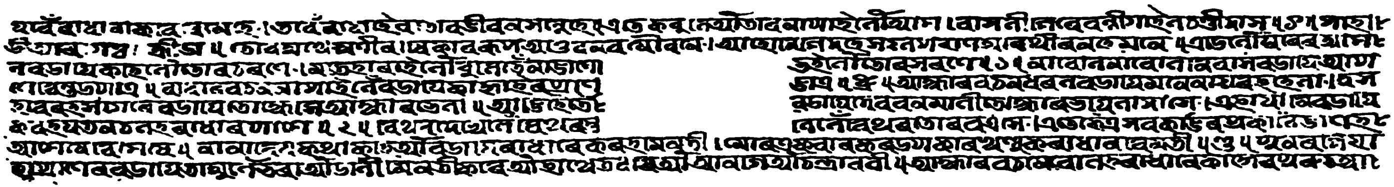
ঞিঁর বচনে। আল।[১] চলি ভৈল রাধিকার থানে॥ ল॥ ধ্রু॥ চাম্পা নাগেশর নেআলী। আঅর গান্থিআঁ নৈল মাহ্লী॥ সজাইল আনেক যতনে।

মাথে নৈল ক

রপূর পানে॥ ২॥ চারিপাশে চাহী বৃন্দাবনে। পাইল রাধার দরশনে॥ আতি লেহেঁ করিআঁ চুম্বনে। ঘ[২]নঘন কৈল[৩] আলিঙ্গনে॥ ৩॥ কুশলে কি আছহ নাতি
নী। রাধিকারে পুছিআঁ কাহিণী॥ বসিলান্ত রাধার পাশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ মালব রাগঃ॥ লগনী॥ কুড়ুকুঃ[৪]॥ তোহ্মে মো
র বড়ায়ি মো তোহ্মার নাতিনী॥ আহ্মা এড়ি কেমনতেঁ ধরিলেঁ পরাণী॥ ১॥ তোহ্মাকে না দেখি রাধা পোড়ে মোর মন॥ ভা ৮
গে পুনে আজি তোর পাইলোঁ দরশন॥ ২॥ এতেক বিলম্ব বড়ায়ি কমণ কারণে॥ সরূপেঁ কাহিনী বড়ায়ি[৫] কহ মোর থানে॥ ৩॥ সরূপ কহওঁ
যবেঁ হওসি সদয়॥ আপনার মুখে মোকে দিআর আভয়॥ ৪॥ আপনার মুখে বড়ায়ি কহ তোঁ উত্তর॥ আহ্মার থানত তোর নাহিঁ
কিছু ডর॥ ৫॥ বুলিতেঁ[৬] লাগিলী বড়ায়ি চিত্তের হরিষে॥ বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৬॥ রামগিরী রাগঃ॥ রূপকং॥ রাধে। ডালি ভরা ৮
আঁ ফুলপানে। তোরে পাঠাআঁ দিল কাহ্নে॥ আহ্মার বচন না কর গোআলিনী আনে। কর্পুরবাসিত তাম্বুলে॥ আর॥ কস্তুরী ভরাআঁ কপোলে॥

[এরপর ৯-এর 'ক' এবং 'খ' পাতাটি পাওয়া যায়নি]

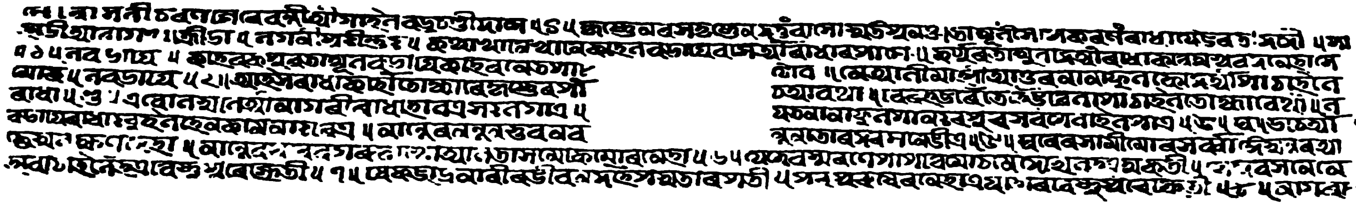
১. দাঁড়ি চিহ্ন মাত্রার উপরে বসানো।
২. 'স্তনঘন' লিখে 'স্ত' কে 'ঘ' করা হয়েছে।
৩. 'দিল' লিখে 'দি' কেটে মার্জিনের উপরে 'কৈ' লেখা হয়েছে।
৪. পাঠ সুস্পষ্ট নয়। বসন্তরঞ্জনের পাঠ রাখা হল।
৫. 'বড়ায়ি' শব্দটি মার্জিনের উপরে তোলাপাঠে লেখা হয়েছে।
৬. অন্য কোনো বর্ণ লিখে তাকে সংশোধন করে 'তেঁ' লেখা হয়েছে।



১০ক

···যবেঁ রাধা না করিবে নেহে। তবে রাধা হৈব তোর জাঁবন সন্দেহে॥ এতেক বুলিআঁ তার না পাইলোঁ আশ। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥
৪॥ পাহা ৮
ড়ীআ রাগঃ॥ ক্রীড়া॥ তোর মুখে সুণী রাধিকার রূপ আওর নব যৌবনে। আহোনিশি দহে সকল পরাণ আর থীর নহে মনে॥ এড়িলোঁ ঘরের আশ ৮
ল বড়ায়ি কহিলোঁ তোর চরণে। মতি হারাইলোঁ বুলিতেঁ না জাণো ভইলোঁ তোর সরণে॥ ১॥ না বোল না বোল নিরাস বড়ায়ি আপ
ণে চিন্ত উপাএ॥ রাধার বচন না পাইলেঁ বড়ায়ি কাহ্নাইর প্রাণ জাএ॥ ধ্রু॥ আহ্মার বচন ধর ল বড়ায়ি মনে না করিহ হেলা। দুস
হ বিরহ সাগরে বড়ায়ি তোহ্মেসি আহ্মার ভেলা॥ আজি হৈতেঁ[1] বড়ায়ি দেব বনমালী তোহ্মার ভয়িলা দাসে। এহা যানি বড়ায়ি
করহ যতন চলহ রাধার পাশে॥ ২॥ বিথর দেখিলেঁ বিথর শুণিলেঁ বিথর তোর বএসে। এতেকেঁ এ সব কাজের প্রকার[2] জাণহ ৮
আশেষে বিশেষে॥ নানাবিধ কথা কহিআঁ বড়ায়ি রাধারে করহ মিনতী। মোর একবার কর উপকার খণ্ডুক রাধার বিমতী॥ ৩॥ পুনরপি যা
হা প্রাণের বড়ায়ি তাম্বুলেঁ ভরাআঁ ডালী[3](।) মিনতী করিআঁ হাথেত ধরিআঁ আন গিআঁ চন্দ্রাবলী॥ আহ্মার বচনে বোলহ রাধারে কাহ্নের পুরুক আ ৮

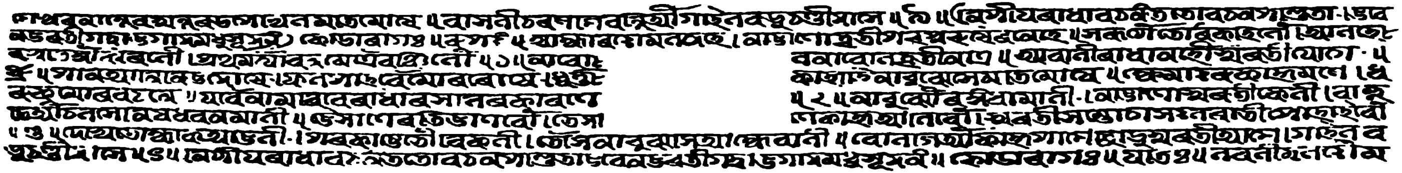
১. ফাঁক চিহ্ন : ৮।
২. 'প্রকারে' লিখে এ-কার কেটে দেওয়া হয়েছে।
৩. বসন্তরঞ্জন এখানে 'দাঁড়ি' চিহ্ন দিয়েছেন।



১০খ

শে। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণেন রসতৃষ্ণেন দত্তং বাসোযুতং পুনঃ। তাম্বুলং সোপকরণং রাধায়ৈ জরতী দদৌ ॥ পা
হাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী প্রকীর্ণক ॥ কথা খানি খানি কহিল বড়ায়ি বসিআঁ রাধার পাশে ॥ কর্পুর তাম্বুল দিআঁ রাধাক বিমুখ বদনে হাসে
॥ ১ ॥ ল বড়ায়ি ॥ কহির কপুর তাম্বুল বড়ায়ি কহির নেত পাটোল ॥ নেআলী মাহ্লী আওর নানা ফুল কে দিআঁ পাঠাইলে
মোর ॥ ল বড়ায়ি ॥ ২ ॥ আইস রাধা কহোঁ তোহ্মারে কৃষ্ণের পাঁচ আবথা ॥ বিরহ জরেঁ তেঁহে জরিলা পাঠাইল তোহ্মা বেথাঁ ॥ ল
রাধা ॥ ৩ ॥ এ বোল সুণিআঁ নাগরী রাধা হাণএ সকল গাএ ॥ যত নানা ফুল পান করপুর সব পেলাইল পাএ ॥ ৫[1] ॥ ঘ ॥[2] উঠিআঁ
বড়ায়ি রাধাক বুইল হেন কাম না করিএ ॥ নান্দের নন্দন ভুবনবন্দন তোর দরশনে জীএ ॥ ৫ ॥ ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর আ ১০
ছে সুলক্ষণ দেহা ॥ নান্দের ঘরের গরু রাখোআল তা সমে কি মোর নেহা ॥ ৬ ॥ যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে দেখিল হএ মুকতী ॥ সে দেবসনে নে
হা বাঢ়াইলেঁ হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী ॥ ৭ ॥ ধিক জাউ নারীর জীবন দহেঁ পসু তার পতী ॥ পরপুরুষের নেহাএঁ যাহার বিষ্ণুপুরে স্থিতী ॥ ৮ ॥ নাগর ৮

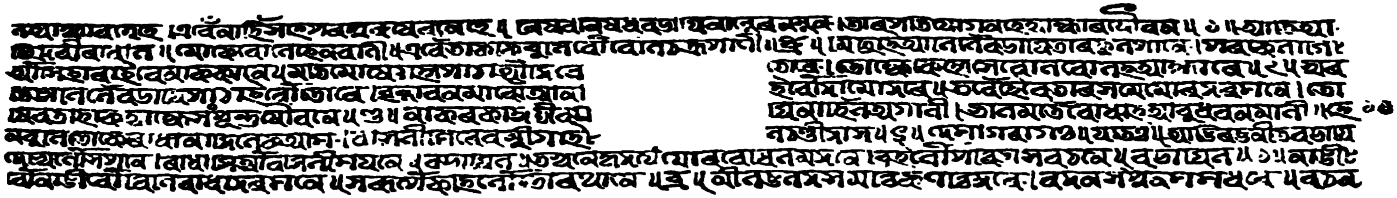
১. লিপিকর ভুলক্রমে '৪' লিখতে গিয়ে '৫' লিখেছেন। বসন্তরঞ্জনেব পাঠ : ৪।
২. এই অংশ বসন্তরঞ্জনের পাঠে নেই।



১১ক

শেখর নান্দের সুন্দর উপৈখিল মতিমোষে ॥ বাসলীচরণ শি(রে) বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৯ ॥ (নিপীয় রাধাবচনং ততো বচনপণ্ডিতা। জবে
ন জরতী গত্বা জগাদ মধুসূদনং)[১] কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥ আহ্মার কোমল দেহে। না জানো দূতী পরপুরুষের নেহে ॥ সরূপে তোরে[২] কহিলোঁ। আল হে ৮
র প্রতিজ্ঞা করিলোঁ। প্রথম যৌবন মোএ বঞ্চিলোঁ ॥ ১ ॥ না বো[৩]ল না বোল দূতী নাএ ॥ আবালী রাধা নহোঁ সুরতী যোগে ॥
ধ্রুং ॥ পান আনি নিজ দোষে। ফল পাইবেঁ মোর রোষে।[৪] ধূর্ত্ত[৫] কাহ্নাই না বুঝে সে মতিমোষে ॥ ক্ষেমা করু কাহ্ন মণে। ধ
রুক মোর বচনে ॥ যবেঁ না মরিবে রাধা রসনির কারণে ॥ ২ ॥ না বুঝোঁ রঙ্গ ধামালী। না জাণো সুরতী কেলী। বাহু
ড়িআঁ চল সে নিষধ বনমালী ॥ জৈসাণে রতি জানবোঁ[৬]। তেসাণে কাহ্ন আনিবোঁ। সুরত সম্ভোগে সকল রাতী পোহাইবোঁ
॥ ৩ ॥ দেখি তোহ্মাক আজলী। পর কাজে তোঁ বিকলী। তেঁসি না বুঝসি আহ্মে বালী ॥ বোল গিআঁ কাহ্ন পাশে ছাড়ু সুরতী আশে। গাইল ব
ড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ নিপীয় রাধাবচনং ততো বচনপণ্ডিতা।[৭] জবেন জরতী গত্বা জগাদ মধুসূদনং ॥ কোড়া রাগঃ ॥ যতিঃ ॥ লবলীদল কোঁম

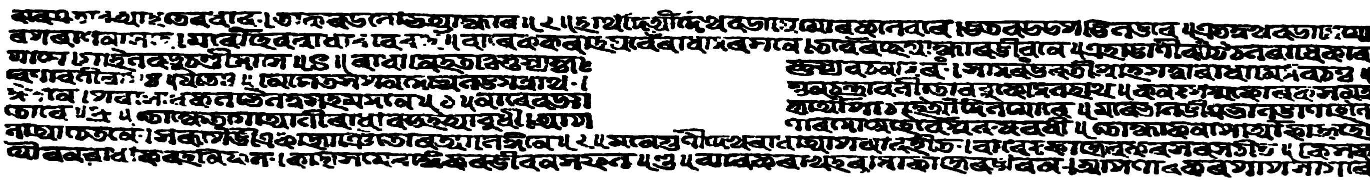
১. এই শ্লোকটি গীতশেষে আবার লেখা হয়েছে। ভুলক্রমে আগে লিখে লিপিকর বন্ধনীবদ্ধ করেছেন।
২. এ-কার মার্জিনের উপরে লিখিত।
৩. এখানে ফাঁক চিহ্ন : ৮।
৪. একটি দাঁড়ি চিহ্ন দিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে। বসন্তরঞ্জনের পাঠে দাঁড়ি চিহ্ন রক্ষিত হয়েছে।
৫. ফাঁক চিহ্ন : ৮।
৬. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : জাণিবোঁ।
৭. দাঁড়ি চিহ্নটি মার্জিনের নীচে বসানো হয়েছে।



১১খ

ল আম্মার দেহে। এবেঁ নাহি সহে পরপুরুষের নেহে॥ নিষধ নিষধ বড়ায়ি নান্দের নন্দন। তার পতিযোগ নহে আম্মার যৌবন॥ ১॥ আতি আ
ছিদরী রাধা ল॥ মোকে বোলে হেন বাণী॥ এবেঁ তাক কি বুলিবোঁ বোল চক্রপাণী॥ ধ্রু॥ মিছাই আণিলেঁ বড়ায়ি তার ফুল পানে। পরাক লাগি ৮
আঁ সে হারাইবে নাক কানে॥ মতিমোষে কাহ্ন পাঠাআঁ দিলে তোরে। তোহ্মে কেহ্নে সে বোল বোলহ আম্মারে॥ ২॥ সুর
তি জাণিলেঁ বড়ায়ি পাঠাইবোঁ তোরে। বৃন্দাবন মাঝেঁ আনাইবোঁ দামোদরে॥ তবেঁ হৈবে তার সমে মোর দরশনে। তো
ষিব তাহাক আহ্মে সংপূন্ন যৌবনে॥ ৩॥ না কর কাকুতী বড়ায়ি নাহিঁ লঅ গালী। ভালমতেঁ বোধাহ আবুধ বনমালী॥ হে ১১
ন বুলি তোকে রাধা না দিলেক আশ। বাসলী শিরে বন্দী গাই[১]ল চণ্ডীদাস॥ ৪॥ দেশাগ রাগঃ॥ যতিঃ॥ আজি রজনীত বড়ায়ি
দেখিলোঁ সপনে। রাধা সিআঁ বসিলী শয়নে॥ বড়ায়ি ল॥ তখনে হৃদয়ে মোর বেধিল মদনে। বুইলোঁ পরিহাস বচনে॥ বড়ায়ি ল॥ ১॥ না জী ৮
বোঁ না জীবোঁ বিণি রাধা দরশনে॥ সরূপেঁ কহিলোঁ তোর থানে॥ ধ্রু॥ নীল জলদ সম চিকণ চিকুরে। বদন সংপুন শশধরে॥ বচন

১. ফাঁক চিহ্ন : ৮।

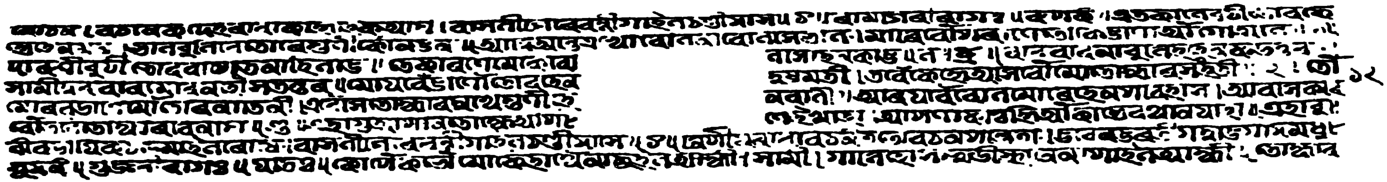


১২ক

ঝরএ তার আমৃতের ধার। তাক রড়[১] লোভ আহ্মার ॥ ২ ॥ হাথ দিআঁ দেখ বড়ায়ি মোর কলেবরে। জত বড় উপজিল জরে ॥ এত দুখ বড়ায়ি মোর পরাণ না সহে। মরোঁ হের রাধার বিরহে ॥[২] বারেক করাহ যবেঁ রাধা দরশনে। তবেঁ রহে আহ্মার জীবনে ॥ এহা জাণী ঝাঁট চল রাধিকার পাশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ রাধা নি(ি)[৩]হত চিত্তস্য কৃ[৪]ষ্ণস্য বচনাদরং। সাদরং জরতী প্রাহ গত্বা রাধামিদং বচঃ ॥

বেণাবলী[৫] রাগঃ ॥ যতিঃ ॥ নিশিত সপন দেখিল জগন্নাথ। শুন চন্দ্রাবলী তার বুকে দিল হাথ ॥ কনক পদ্মকোরক সম দুঈ তনে। পরসি বিকল ভৈল দুসহ মদনে ॥ ১ ॥ নারে বড় কাহ্নাআঁ পাঠাইআঁ দিল মোরে ॥ মরে ভাল জীএ ভাল জাণাইলোঁ তোরে ॥ ধ্রু ॥ তোহ্মোত গোআলী রাধা বড়ই আবুধী। আপণার দোষে হৈবেঁ পুরুষবধী ॥ তোহ্মাক না পাআঁ কাহ্ন হৈ ৮ লা আচেতনে। সরূপে জীএ কাহ্নাঞিঁ তোর আলিঙ্গনে ॥ ২ ॥ মনে গুণী দেখ রাধা আপনার হীত। বারেক কাহ্নের কর সরস চীত ॥ কিসক যৌবন রাধা করহ নিফল। কাহ্ন সমে রঙ্গে কর জীবন সফল ॥ ৩ ॥ বারেক রাখহ রাধা কাহ্নের জীবন। আপনার কর পাপ সাগরে

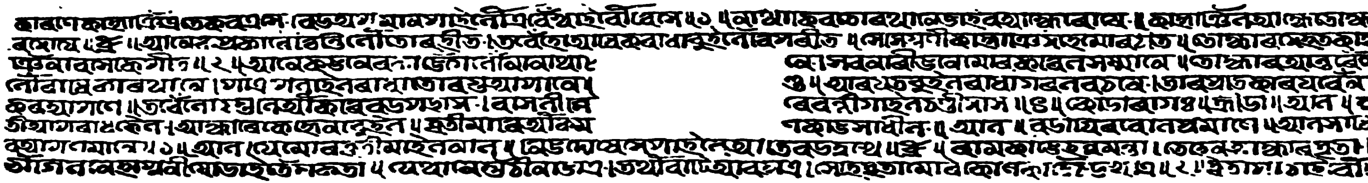
১. লিপিকর 'বড়' লিখতে গিয়ে 'রড়' লিখেছেন। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : বড়।
২. লিপিকর ভুলক্রমে এখানে ॥ ৩ ॥ দেননি।
৩. লিপিকর ভুলক্রমে 'ই-কার' দেননি।
৪. 'কৃ'-এর পর ফাঁক চিহ্ন ৮।
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : বেলাবলী।



১২খ

মোচন। বচনেক দেহ রাধা কাহ্নাইক আশ। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪ ॥ রামগিরীরাগঃ॥ রূপকং॥ এত কালে বুঢ়ী তোর কে
হ্নে হেন মন। ভাল বুলিবে তোরে শুণী কোনজন॥ আদি আন্ত এখো বোল না বোলসি ভাল। মারিবোঁ পরাণে তোকে জাণাআঁ গোআল॥ ১ ॥
দারুণী বুঢ়ী তোর খাপেত নাহি লাজ॥ তে কারণে মোক বোলসি হেন কাজ॥ ল॥ ধ্রু॥ বারবার না বুলিহ হেনক উত্তর।
সামী দুরবার[১] মোর নহোঁ সতন্তর॥ মো যবেঁ জাণোঁ তোর হে৺ দুষ্ট মতী। তবেঁ কেহ্নে অসিবোঁ[২] মো তোহ্মার সংহতী॥ ২॥ তোঁ ১২
মোর বড়ায়ি মোঁ তোর নাতিনী। এবেঁসি তোহ্মার মুখে শুণী হেন বাণী॥ আর যবেঁ বোল মোরে হেন পরিহাস। আবসি করি
বোঁ তবে তোহ্মার বিনাশ॥ ৩॥ এহা গুআ পান তোহ্মে আপ[৩]ণেই খাহা। আপণাক চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা॥ এহা বু ৮
লী বড়ায়িক চড় মাইল রোষে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥ নিপীয় রাধাবচনং ততো বচনপণ্ডিতা। জবেন জরতী গত্বা জগাদ মধু ৮
সূদনং॥ গুজ্জরী রাগঃ॥ যতিঃ॥ কোপেঁ কভোঁ মোকে হাথেঁ না ছুইল সামী[৪]। গালিহো সাসুড়ীস্থানে না পাইল আহ্মী॥ তোহ্মার

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : দুরুবার।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : আসিবোঁ।
৩. ফাঁক চিহ্ন ৮।
৪. 'আহ্মী' লিখে কেটে দিয়ে 'সামী' লেখা হয়েছে। এর থেকে অনুমান করা যায় লিপিকর অন্য কপি দেখে লিখছিলেন। তার পরবর্তী লাইনের 'আহ্মী' শব্দটি ভুলক্রমে আগের লাইনে এসে গিয়েছিল।

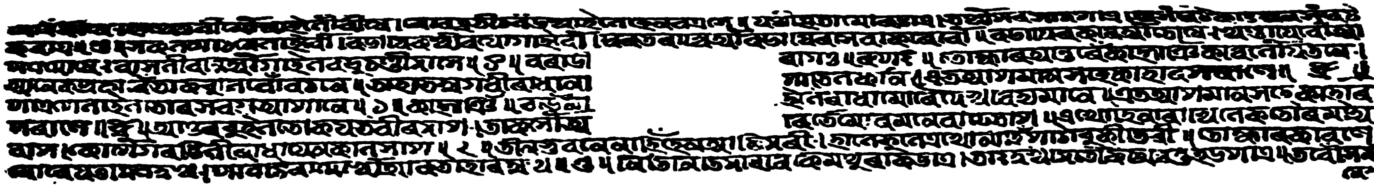


১৩ক

কারণে কাহ্নাঞিঁ এতেক বএসে। বড় অপমান পাইলোঁ এবেঁ খাইবোঁ বিসে॥ ১ ॥ না থাকিব তোর থানে জাইব আহ্মে রোষে॥ কাহ্নাঞিঁ ল আহ্মে তোহ্মার দোষে॥ ধ্রু॥ আনেক প্রকারে চিন্তিলোঁ তোর হীত। তবেঁহো আধিক রাধা বুইলেঁ বিপরীত॥ সেসি গুণী কাহ্নাঞিঁ দহে মোর চীত॥ তোহ্মার দেহত কাহ্নাঞিঁ না বসে কি পীত॥ ২॥ আনেক জনের কাজেঁ গেলোঁ নানা থা᾽নে। সব নারী জনে মোর করিল সম্মানে॥ তোহ্মার আন্তরেঁ গেলোঁ রাধিকার থানে। পাএ পলাইল[2] রাধা তোর গুআ পানে॥ ৩॥ আর যত বুইল রাধা গরল বচনে। তার প্রতিকার যবেঁ না কর আপণে॥ তবেঁ লোক শুণিআঁ করিব উপহাস। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥ কোড়া রাগঃ॥ ক্রীড়া॥ আল॥ দূতী আপরাধ কৈল। আহ্মারে কেহ্নে না বুইল॥ দূতী মারিআঁ ক্মণ কাজ সাধীল॥ আল॥ বড়ায়ির বোল প্রমাণে॥ আল সাধিব আপণ মানে॥ ১॥ আল। যে মোর দূতী মাইল না ল॥ নিজ দোষে সে পাইবে আতি বড় দুখে॥ ধ্রু॥ রাম কাজে হনুমন্তা। তেহ্নেন আহ্মার দূতা। ভাঁগিল নেহা পুনী জোড়াইতেঁ শকতা॥ যে থানে শুঁচী না জাএ। তথা বাটিআ বহাএ। সেহি দূতা মোর কোণ কাজেঁ চড় খাএ॥ ২॥ দূতা পাঠাইবোঁ ৮

১. ফাঁক চিহ্ন : ৮।

২. পুথিতে 'পলাইল'। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : পেলাইল।



১৩খ

[1]মোএঁ কীষে। হাথে তুলী মোঁ খাইলোঁ বীষে। মোর দূতী চড়[2] খাইলে হেন বএসে॥ যথাঁ দুতা মোর জাএ। তথাঁ পরসাদ পাএ। অসংঘট কাজ পুন সংঘট করাএ॥ ৩॥ সকল গোঠ মেলাইবোঁ। বড়ায়িক খীর যোগাইবোঁ। ঘরত রাখিআঁ বড়ায়ির সেবা করিবোঁ॥ বড়ায়ির করিআঁ তোষে। খণ্ডায়িবোঁ[3] আপণ দোষে। বাসলী বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ বরাড়ী রাগঃ॥ রূপকং॥ তোহ্মার আন্তরেঁ কাহ্নাঞিঁ করিলোঁ যতনে।

আনেক প্রকারেঁ তাক বুলিলোঁ বচনে॥ তাহাত মুগধী রাধা না পাতিল কানে॥[4]

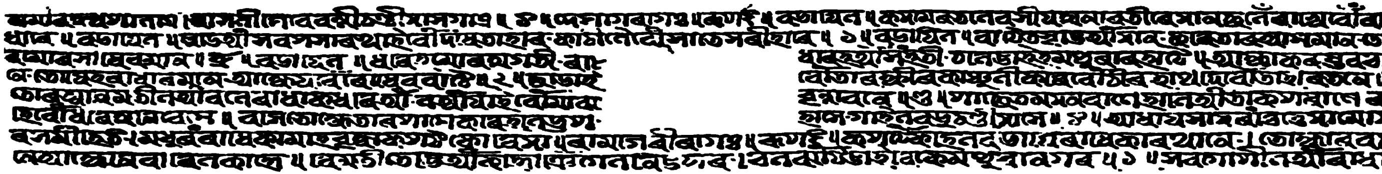
পাএ পেলাইল তোর সব গুআপানে॥ ১॥ কাহ্নাঞিঁ॥ চড়েঁ মাইলেঁ[5] রাধা মোরে দেখ বিদ্যমানে॥ এত আপমান সহে কাহার ১৩

পরাণে॥ ধ্রু॥ আওর বুইল তোক যত বীরদাপ। তাক সোঁঅরিতেঁ মোর মনে বাঢ়ে তাপ॥ এখোহি না রাখিলেক তোর মাঅ

বাপ। কোপেঁ গরজিলী রাধা যেন কালসাপ॥ ২॥ তীন ভুবনে নাহিঁ হেন আছিদরী। হাণে কুলে এখো নাহিঁ পাটাবুকী তিরী॥ তোহ্মার কারণে

মোরে ষত দিল দুখ। পালটি না দেখোঁ আর তাহার মুখ॥ ৩॥ নিতি নিতি দধি বিকে মথুরাক জাএ। তাক দুখ দিতেঁ কিছু চিন্তহ উপাএ॥ তবেঁ সি মনে[6] ৮

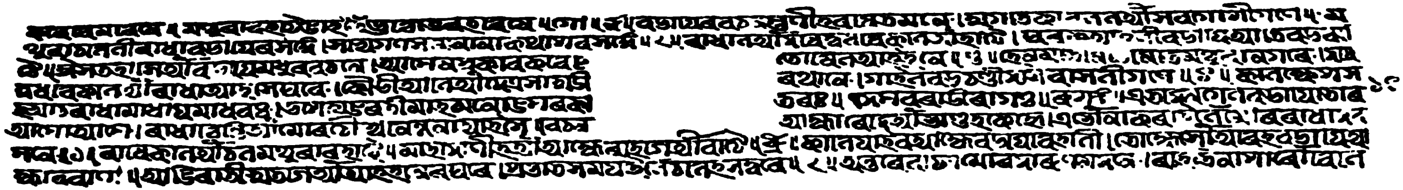
১. এই লাইনটি লিপিকর বোধহয় প্রথম ছেড়ে গিয়েছিলেন। পরে ছোট অক্ষরে লিখেছেন। হস্তলিপিও এ পাতায় পূর্বপত্রগুলি থেকে পৃথক ছাঁদের।
২. 'চল' লিখে 'ল' কেটে দিয়ে পরে 'ড়' লেখা হয়েছে।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : খণ্ডাই বোঁ।
৪. এখানে 'এত আপমান সহে কাহার পরাণে॥ ধ্রু॥' লিখে কেটে দেওয়া। অর্থাৎ লিপিকর ভুলক্রমে দুটো পংক্তি ছেড়ে গিয়েছিলেন।
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : মাইলে।
৬. লিপিকর বোধহয় মূল পুথির লাইনটি এক লাইনে ধরাতে না পেরে শেষ বর্ণটি পরের লাইনে এনেছেন। 'ম' বর্ণে একটা রেফ-চিহ্নের অহেতুক টান লক্ষিত হয়।



১৪ক

র মোর দুখ পালাএ। বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪ ॥ দেশাগ রাগঃ॥ রূপকং॥ বড়ায়ি ল॥ কদমের তলে বসী যমুনার তীরে দান ছলেঁ রাখিবোঁ রাধারে॥ বড়ায়ি ল॥ লুডিআঁ সব পসার খাইবোঁ দধি তাহার. কাঢ়ী লৈবোঁ সাতেসরী হারে॥ ১ ॥ বড়ায়ি ল॥ বাটেত সৃজিআঁ দান.[১] করি তার আপমান. তোর মোর সাধিব মান॥ ধ্রু॥ বড়ায়ি ল॥ ধরিহ মোর যুগতী. রা[২]ধার হআঁ সংহতী. চলি জাইহ মথুরার হাটে॥ আহ্মাক রুষ্ট বচ ৮ নে. তোষিহ রাধার মনে আহ্মে যবেঁ রোধিব বাটে॥ ২ ॥ ছাড়াইবোঁ তার ক্ষীর কাঞ্চুলী করিবোঁ চীর হাথ দিবোঁ তাহার তনে॥ তোর আনুমতী লআঁ বলে রাধাক ধরিআঁ. লআঁ যাইবোঁ মাঝ বৃন্দাবনে॥ ৩ ॥ পাছেত মদনবাণে হাণিআঁ তাক পরাণে রহিবোঁ ধরি মুনি বেশে॥ বসি তোহ্মে তার পাশে করিহলি উপহাসে.[৩] গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥ আধায় সাদরং চিত্তে দামোদর সমীহিতং। মধুরং রাধিকামাহ বৃদ্ধা কপটকোবিদা॥ রামগিরী রাগঃ॥ রূপকং॥ কপটেঁ কহিল বডায়ি রাধিকার থানে। তোহ্মার বচনে আহ্মে নিবারিল কাহ্নেঁ॥ বিমতী তেজিআঁ কাহ্নাঞিঁ গেল নিজ ঘর। চল ঝাঁট জাই বিকে মথুরা নগর॥ ১ ॥ সব গোপী লআঁ রাধা

১. ত্রিপদীর পদ যতি সূচক বিন্দু চিহ্ন। কখনো বা ছন্দপংক্তিসূচক বিন্দুচিহ্ন।
২. লিপির ফাঁকসূচক চিহ্ন ৮।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : উপহাসে।

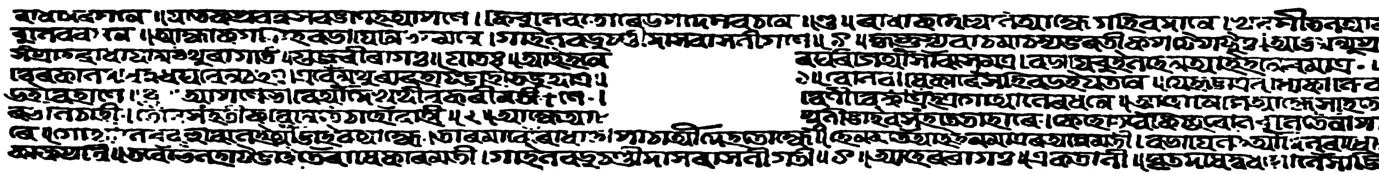


১৪খ

করি বিমরিষে ॥ মথুরার হাট জাইউ[1] চিত্তের হরিষে ॥ গো ॥ ধ্রু ॥ বড়ায়ির বচন শুণী হরষিত মনে.। যুগতি করিল লআঁ সব গোপীগণে ॥ ম
থুরা চলিলী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে। সখিগণ সমে নানা কথা পরসঙ্গে ॥ ২ ॥ রাধা লআঁ দধি দুধ বিকণিআঁ হাটে.। ঘরক আইলী বড়ায়ি আতি বড় ঝাঁ
টে ॥ ঈসত হাসিআঁ বড়ায়ি মধুর বচনে.। আশেষ প্রকার করি[2] তোষিল আইহনে ॥ ৩ ॥ হেনমতে নিতি নিতি মথুরা নগরে.। দধি
দুধ বিকণিআঁ রাধা আইসে ঘরে.। কৌড়ী আনিআঁ দেএ সাসুড়ীর থানে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ কালক্ষেপা স
হ সুচি রাধামাধায় মাধবঃ। উপেত্য জরতীমাহ মনোজশরকাতরঃ ॥ দেশবরাড়ী রাগঃ ॥ রূপকং ॥ এতদিন গেল বড়ায়ি তোর ১৪
আশে আশে.। রাধা চিন্তিআঁ মোর চৌখ নিন্দ না আইসে ॥ বচন আহ্মারে দিআঁ ভাণ্ডহ কেহ্নে। এভোঁ না করাইলেঁ মোর রাধা দর
সনে ॥ ১ ॥ রাধিকা লআঁ চল মথুরার হাটে ॥ মাহাদাণী হআঁ আহ্মোরহি গিআঁ বাটে ॥ ধ্রু ॥ কালি যাইব আহ্মো বড়ায়ি বিহাণী। তোহ্মে সোঁঅরিহ বড়ায়ি আ
হ্মার বাণী ॥ আজি রাতী সুত গিআঁ আইহনের ঘরে। প্রভাত সময় হৈলেঁ চলিহ সত্বরে ॥ ২ ॥ অন্তরে বাঢ়য়ে মোর দারুণ মদনে.। রহিতে না পারোঁ বিণে

১. 'জাইতেঁ' লিখে 'তেঁ' কেটে 'উ' করা হয়েছে।

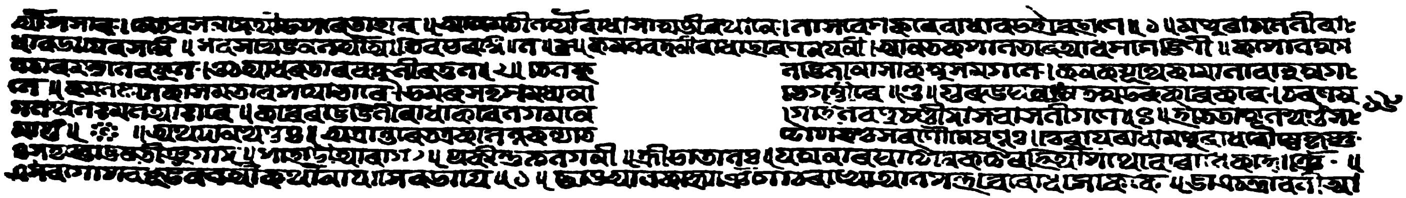
২. ফাঁক চিহ্ন : ৮।



১৫ক

রাধা দরশনে॥ যতেক প্রবন্ধ সব জাণহ আপণে.। কি বুলিব তোরে উপদেশ বচনে॥ ৩॥ রাধাক দেখিলেঁ আহ্মে চাহিব দানে। খর শীতল আর
বুলিব বচনে॥ আহ্মাক গঞ্জিহ বড়ায়ি নির্ভয় মনে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥ কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য জরতী কপটে পটুঃ। অভিমন্যু প্র ৮
সংপ্রাহ[1] রাধায়া ম[2]থুরাগতিং॥ গুজ্জরী রাগঃ॥ যতিঃ॥ আইহনের ঘরে[3] গিআঁ সাঁঝ সমএ। বড়ায়ি বুইল হেন আইহনের মাএ.॥
চিরকাল দধিদুধ ঘরে নঠ হএ। এবেঁ মথুরার হাট জাইতে জুআএ॥ ১॥ বোল রাধিকারেঁ সহি বড়ই যতনে॥ যেহ্ন জাএ রাধা কালি. ব
ড়ই বিহাণে॥ ধ্রুং॥ আপণে ভাবিআঁ দেখ থীর করী ম[4]ণে.। বিণী বিকীএঁ হএ গোআলের ধনে॥ আহোনিশি আহ্মে সহি তো
র ভাল চাহী। তেঁসি সংহতী করি নিতেঁ চাহোঁ রাহী॥ ২॥ আহ্মে আপুণী জাইব সংহতি তাহারে.। কেহো তবেঁ কিছু বোল বুলিতেঁ না পা
রে॥ গোআলের বহু ঝি লইআঁ জাইব আহ্মে.। তার মাঝে রাধাহো পাঠাআঁ দেহ তোহ্মে॥[5] হেনমতেঁ আইহন মাএর আনুমতী। বড়ায়ি লইআঁ
দিল রাধি ৮
কাক[6] প্রতি॥ তবেঁ ভৈল হাট জাইতেঁ রাধিকার মতী। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গতী॥ ৪॥ আহের রাগঃ॥ একতালী॥ ঘৃত দধি দুধ ঘোলেঁ সাজি

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : প্রসুংপ্রাহ।
২. এখানে ‘বিসর্গচিহ্ন’ দিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : মথুরাগতিম্।
৩. এ-কার মাত্রার উপরে।
৪. ‘মতী’ লিখে ‘তী’ কাটা রয়েছে।
৫. লিপিকর ভুলক্রমে এখানে ৩॥ দেননি।
৬. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : রাধিকার।



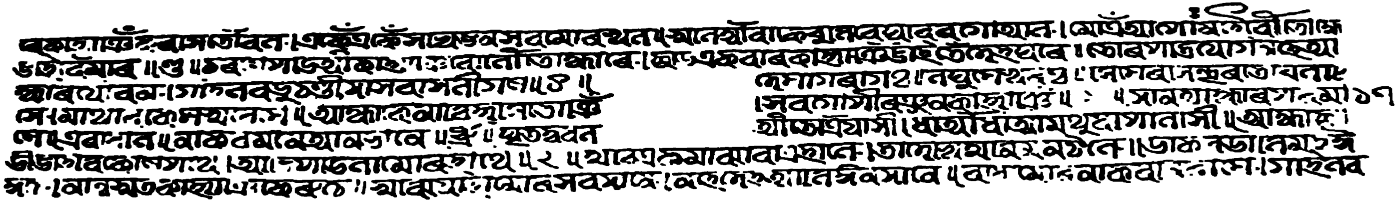
১৫খ

আঁ পসার. ॥ নেত বসন দিআঁ উপরে তাহার ॥ আনুমতী লআঁ রাধা সাসুড়ীর থানে. । লাসবেশ করে রাধা বড়ই বিহাণে ॥ ১ ॥ মথুরা চলিলী রা ৮
ধা বড়ায়ির সঙ্গে ॥ সব সখিজন লআঁ আতি বড় রঙ্গে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥ কমলবদনী রাধা হরিণনয়নী. । আনত কপাল তার আধ শশি জিণী ॥ কপোল যুগ
ল তার মহুলের[1] ফুল. । ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল ॥ ২ ॥ তিলফুল জিণী নাসা কম্বু সম গলে. । কনকযূথিকামালা বাহুযুগ ৮
লে ॥ কমলকলিকাসম তার পয়োভারে. । ডমরু সদৃশ মধ্য নাভী গম্ভীরে ॥ ৩ ॥ গুরু জঘন নিতম্ব উরু করিকরে. । চরণ যু
গল থলকমল আকারে ॥ করিরাজ জিণী রাধা করিল গমনে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ ইতি তাম্বুলখণ্ডং স ৮ ১৫
মাপ্তং ॥ ❁[2] ॥ অথ দানখণ্ডঃ ॥ অত্রান্তরে তত্র কলিন্দকন্যাতটোপকণ্ঠ[3] সরণৌ নিষণ্ণঃ। চিরায় রাধামধুরাধরৌষ্ঠে[4] কৃষ্ণ.
ঃ সতৃষ্ণো জরতীঞ্জগাদ ॥ পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ প্রকীণ্নক লগনী ॥ ক্রীড়াতালঃ ॥ যমুনার ঘাটে নিকটে রহিআঁ পথে বিরোধে কাহ্নাঞিঁ ॥
এ সব গোপবধূজন লআঁ কথাঁ না যাসি বড়ায়ি ॥ ১ ॥ ছাওআল কাহ্নাঞিঁ গোঠ রাখোআল পন্থ বিরোধসি কিকে ॥ জাএ চন্দ্রাবলী আ

[১৬ক, খ এবং ১৭ক *পৃষ্ঠা নেই*]

১. মহুলের 'হু' স্পষ্ট নয়। বসন্তরঞ্জনের পাঠ নেওয়া হল।
২. লিপিকর পালা শেষের গুরুত্ব বোঝাতে এই 'ফুলচিহ্ন' দিয়েছেন।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : কণ্ঠং।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : মধুরাধরোষ্ঠে।

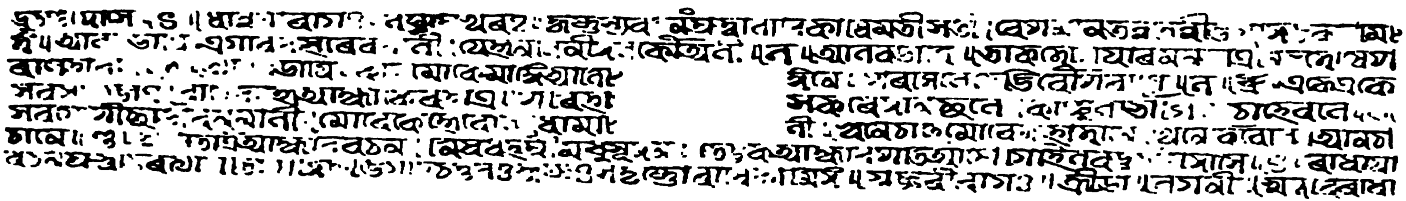
অথ দানখণ্ডঃ



১৭খ[১]

... রে কাহ্নাঞিঁ করসি তোঁ বল.। একেঁ একেঁ সখিজন সব মোর খল॥ সুণিআঁ বা কি বুলিবে ঘরের গোআল.। মোএঁ আপোঙষ[২] হৈবোঁ তোহ্মে
জাইবেঁ মার॥ ৩॥ চরণে পড়িআঁ কাহ্নাঞিঁ বোলোঁ তোহ্মারে.। ছাড় একবার কাহ্নাঞিঁ জাইতেঁ দেহ ঘরেঁ॥ তোর পতিযোগ নহে আ
হ্মার যৌবন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥ দেশাগ রাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥ সিশের সিন্দুর তোর লা ৮
সে.। মাথার কেশ সুবেশে॥ আহ্মাকে না চিহ্নসি তোঞিঁ। সব গোপীরঞ্জন কাহ্নাঞিঁ॥ ১॥ দান আহ্মার পরমা
ণে॥ এ রাধা ল॥ না কর মনে আন ভানে॥ ধ্রু॥ ঘৃত দুধ লআঁ তোএঁ যাসী। ধাআঁ ধাআঁ মথুরা পালাসী.॥ আহ্মা ছা ১৭
ড়ী জাইবি কোণ পথে.। আজি পড়িলা মোর হাথে॥ ২॥ মুঠি এক মাঝা বাএ হালে.। তা দেখি মুনিমন টলে.॥ ডাকর ডালিম দুঈ
কুচ.। নান্দসুত কাহ্নাঞিঁকে রুচে॥[৩] সুঝি যাহা মোর সব দানে.। নহে দেহ আলিঙ্গন দানে॥ রাধা মোর না কর নিরাশে.। গাইল ব

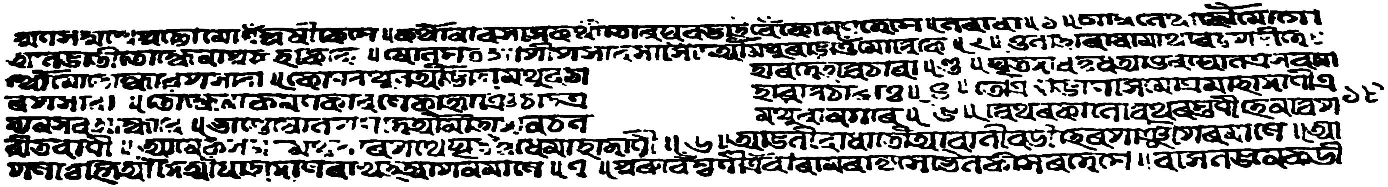
১. হস্তলিপি পৃথক। প্রতি পৃষ্ঠায় সাত লাইন করে লিখিত।
২. 'অপোঙষ'-এর 'ঙ' মার্জিনের উপরে লিখিত।
৩. লিপিকর ভুলক্রমে এখানে ৩॥ দেননি।



১৮ক

ডু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ ধানুষী রাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী। বেপমান তনুস্তন্নী জগাদ জরতী মি ৮
দং ॥ আল বড়ায়ি ॥ এগার বৎসরের বালী.। যেহ্ন নলিনীদল কোঁঅলী ॥ ল ॥ আল বড়ায়ি ॥ তাক দেখি যার মন জাএ।[1] নিজ দোষে প
রাণ হারাএ ॥ ১ ॥ আল বড়ায়ি ॥ কাহ্ন মোকে মাঙ্গে আলি[2]ঙ্গনে। পরসিলেঁ তেজিবোঁ পরাণে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥ একে একে
সব সখি জাএ। বাটে কাহ্ন আহ্মাকে রহাএ ॥ পরিহাস করে দান ছলে.। কাঞ্চুলী ভাঁগিতে চাহে বলে ॥ ২ ॥
সব গোপী ছাড়ী বনমালী.। মোরে কেহ্নে বোলএ ধামা[3]লী ॥ খনে চাহে মোরে মাহাদানে। খনেকেঁ বোলএ আনচা
চা[4]নে ॥ ৩ ॥ সুণ তোএঁ আহ্মার বচন। নিষধহ শ্রীমধুসূদন ॥ তেজুক আহ্মার পতি আশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ রাধায়া
বচনং শ্রুত্বা[5] জরত্যা প্রতিপাদিত। জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥ গুজ্জরী রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ সুন্দরি রাধা

১. 'আ-কার' মাত্রার উপরে বসানো।
২. ফাঁক চিহ্ন : ৮।
৩. ফাঁক চিহ্ন : ৮।
৪. 'চা' বর্ণটি দুবার ভুলক্রমে লেখা হয়েছে। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : আনচানে।
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : বচনং শ্রুত্বা।

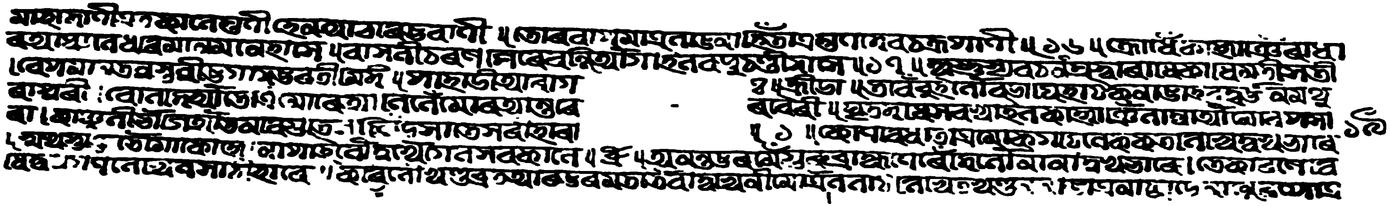


১৮খ

সুণ সমুখে পুছো মোএঁ হৃষিকেশে॥ কথাঁ না বসসি কথাঁ তোর ঘর জাইবেঁ কোমণ দেশে॥ ল রাধা॥ ১॥ গোকুলে থাকোঁ মো গো
আল জাতী তোহ্মে না পুছহ কিকে॥ ষোলশত গোপী পসার সা(জ)াআঁ[1] মথুরা জাওঁ মো বিকে॥ ২॥ ওলাহা রাধা মাথার চুপড়ী দে ৳
খোঁ মো তোহ্মার পসারা[2]॥ কোণ বথু লআঁ জাহা মথুর[3] তাহার দেহ বিচারা॥ ৩॥ ঘৃত দধি দুধ আওর ঘোল এসব মো
র পসারা॥ তোহ্মে না কমণ কারণে কাহ্নাঞিঁ চাহ এহার বিচারাঃ[4] ॥ ৪॥ তোএঁ না জাণসি মোএঁ মাহাদাণী এ
দান সব আহ্মারে॥ ভাগু ষোল পণ দিআঁ মাহাদান চল মথুরা নগরে॥ ৫॥ বিথর কালে বিথর শুণী হেন বিপ ১৮
রীত বাণী॥ আনেক সমএ মথুরার পথে ঘৃত দুধে মাহাদাণী॥ ৬॥ আজলী রাধা তোঁ আবালী বড়ী হের পাঞ্জী পরমাণে॥ আ
পণ চিহ্নিআঁ দিআঁ যাহা দাণ রাখহ আপন মাণে॥ ৭॥ পুরুবেঁ শুণীএঁ বা রামরাজ্য সে ভৈল কংসের দেশে॥ বসিল জনে কড়ী

[*১৯ক পাতাটি নেই*]

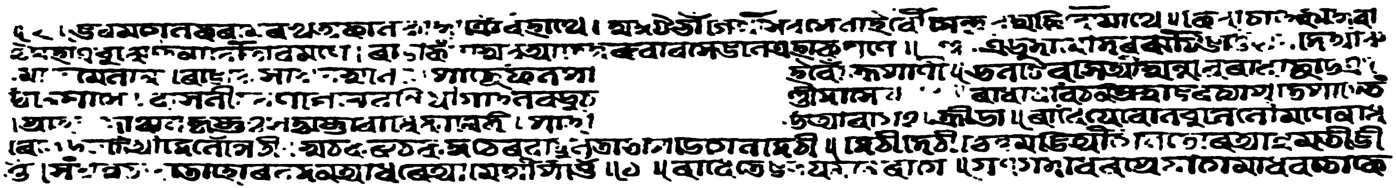
১. পুথিতে 'সাসো' লিখে দ্বিতীয় 'স' কেটে দেওয়া হয়েছে। লিপিকর মার্জিনের উপর 'জ' লিখতে ভুলে গেছেন মনে হয়। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : সাজিআঁ।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : পসরা।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : মথুরা।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : বিচারা।



১৯খ

মাহাদাণী এতকালে শুনী হেন আচরি জবাণী[1] ॥ তোর বাপমাএ লাজ নাহিঁ তাএ শুণ দেব চক্রপাণী ॥ ১৬ ॥ ক্রোধেঁ কাহ্নাঞিঁ রাধা
র আঞ্চলে ধরি মনে মনে হাসে ॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৭ ॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী
। বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥ পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ তবেঁ বুইলোঁ বড়ায়ি হাটক না জাইব দুর্জ্জন মথু
রা পুরী। বোল দিআঁ তোএঁ মোরে আণিলেঁ মোর আন্তরের বৈরী ॥ ঘৃত দধি সব খাইল কাহ্নাঞিঁ গাম্বাআঁ মোর পসা
রা। কাঞ্চুলী ভাঁগিআঁ তন বিগুতিল ছিঁড়ি সাতেসরী হারা ॥ ১ ॥ কোণ বিধাতাএ মোক গঢ়িলেক কত লিখি দুখভারে
॥ সুখ ভুঞ্জিতেঁ মো কোহ্নো না পাইলোঁ দুখেঁ গেল সব কালে ॥ ধ্রু ॥ অনন্ত জরমেঁ গুরু ব্রাহ্মণেরেঁ দিলোঁ নানা দুখভারে। তে কারণে বি ১৯
ধি দুখগণ[2] লেখিল সাঠীহারে ॥ কইলো[3] খণ্ডব্রত আর জরমত তেঁ বা দুখিনী মোএঁ।[4] ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ না ছাড়ে নান্দের পোএ

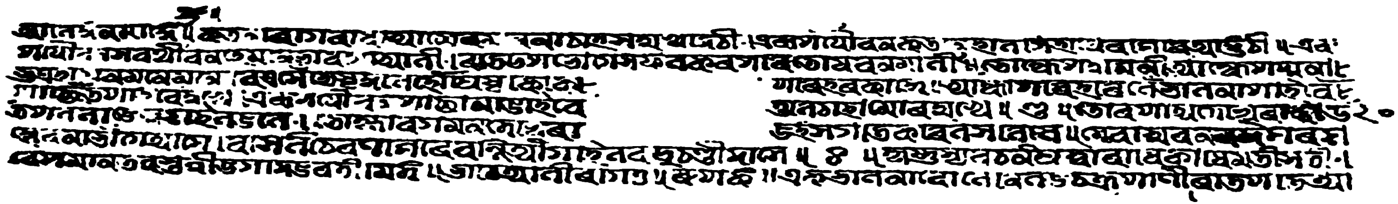
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : আচরিজ বাণী।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : যত দুখগণ
৩. 'করিলোঁ' লিখে 'রি' কেটে নীচের মার্জিনে 'ই' লেখা হয়েছে।
৪. দাঁড়িচিহ্ন-টি নীচের মার্জিনে বসানো।



২০ক

॥ ২ ॥ জরম গেল করমের খঅ কাল কাহ্নাঞিঁর হাথে। মুকুট ভাঁগিআঁ সব পেলাইবোঁ সিন্দুর মুছিবোঁ মাথে॥ কিবা চাহে কাহ্ন বা
টে বহাএ বুঝিতেঁ নারোঁ তার মণে। রাজা কংসাসুর আতি দুরুবার সে জণি এহাক শুণে ॥ ৩ ॥ এড়ু দামোদর ঝাঁট জাঁও ঘর দিআরু
মোকে মেলানী। রাজা কংসাসুর সুণিলেঁ পাছেঁ ফল পাইবেঁ চক্রপাণী॥ উলটি বসিআঁ সুন্দরি রাধা ছাড়এ দী
র্ঘ নিশাসে। বাসলীচরণ শিরে বন্দিয়াঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥ রাধায়াং বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং
। প্রাহ মুক্তাঞ্চলং[1] কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং। পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ রাধে যে বোল বুলিলোঁ মণে না ধ
রিলেঁ উলটিআঁ দিলেঁ পিঠী.। সুচক রুচক কুচের বাটুল তাতা পড়ি গেল দিঠী॥ দিঠী দিঠী চিত্ত মজিআঁ গেল তোর আনুমতী জী
ওঁ। সংপুন্ন চন্দ্র তোহোর বদন আধরে আমিআঁ পাওঁ॥ ১ ॥ রাধে তেজ ভয় মান রাগে॥ গএ গদাধর প্রেয়াগে মাধব তোকে

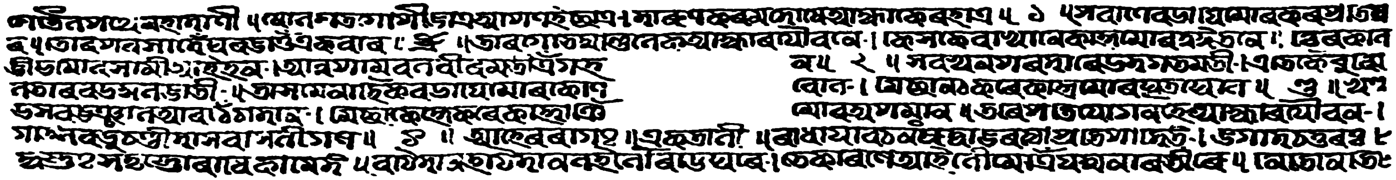
১. পাঠ অস্পষ্ট। বসন্তরঞ্জনের পাঠ নেওয়া হল।



২০খ

আলিঙ্গন মাঙ্গে ॥ ধ্রু ॥[1] কত না রাগ রাধা আছের মনে না চাহ সমুখ দিঠী.। এরূপ যৌবন কত নেহালসি হাথের শিরি আঙ্গুঠী॥ এ রূ ৮
প যৌবন সব থীর নহে মনে ভাব গোআলী.। রতি উপভোগে সফল কর পরিতোষ বনমালী॥ ২ ॥[2] তোহ্মে পদুমিনী আহ্মে পদ্ম না ৮
ভ এহা গুণ মনে মনে। বএসেঁ জ্যেষ্ঠ কুলেহোঁ শ্রেষ্ঠ কিকে[3] পরিহর কাহ্নে॥ আহ্মা পরিহরিলেঁ ভাল না পাইবেঁ ৮
পাছেঁত পাইবেঁ দুখে। এ রূপ যৌবন পাছা না জাইবেঁ তুলি চাহা মোব মুখে॥ ৩ ॥ তোর পাঅ দেখি রাঙ্গা[4] উ ২০
তপল লাজে লুকাইল জলে.। তোহ্মার গমন দেখি রাজহংস গতি করিল সলিলে॥ দেবাসুর নর ঈশর কা
হ্নের না ভাঁগে আশে। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী.।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং॥ ভাঠিআলী রাগঃ॥ রূপকং॥ এক ভাল না বোলে নিলজ চক্রপাণী।[5] রতি পতি আ

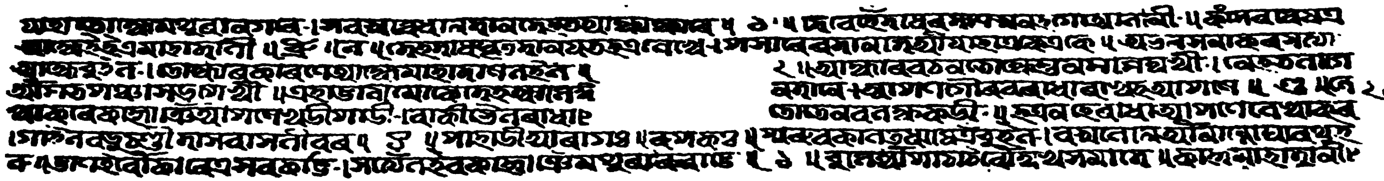
১. মার্জিনের উপর তোলাপাঠে 'ধ্রু ॥'
২. '২' অঙ্কটি মার্জিনের উপব লিখিত।
৩. ফাঁক চিহ্ন : ৮।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : রাতা।
৫. দাঁড়ি চিহ্ন মার্জিনের নীচে।



২১ক

শে ভৈল পথে মহাদাণী ॥ ষোলশত গোপী জাএ আপণ ইছাএ.। দারুণ করমদোষে আহ্মাকে রহাএ ॥ ১ ॥ পরাণে[১] বড়ায়ি মোর কর প্রতিকা
র ॥ তোর পরসাদেঁ ঘর জাওঁ একবার ॥ ধ্রু ॥ তার গোত মুণ্ডিলেক আহ্মার যৌবনে.। কিসকে বাখানে কাহ্ন মোর দুঈ তনে ॥ চিরকাল
জীউ মোর সামী আইহন.। আনুপাম বল বীর মতীএঁ গহন ॥ ২ ॥ সবখন পরদারে উদ্গাত মতী·। এতেকেঁ বুঝি
ল তার বড় কুল জাতী. ॥ তা সমে নাহিঁক বড়ায়ি মোর কোণ বোল.। মিছা নঠ করে কাহ্ন মোর ঘৃত ঘোল ॥ ৩ ॥ খণ্ড
উ সব জঞ্জাল আর ঠৈঠা দান.। মিছা কেহ্নে করে কাহ্নাঞিঁ মোর অপমান ॥ তার পতিযোগ নহে আহ্মার যৌবন.।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ আহের রাগঃ ॥ একতালী ॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং। জগাদ চতুরঃ ৮
কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥ বাটদান হাটদান লইলোঁ রাজঘরে.। তেকারণে আইলোঁ মোএঁ যমুনার তীরে. ॥ নিতিনিতি ৮

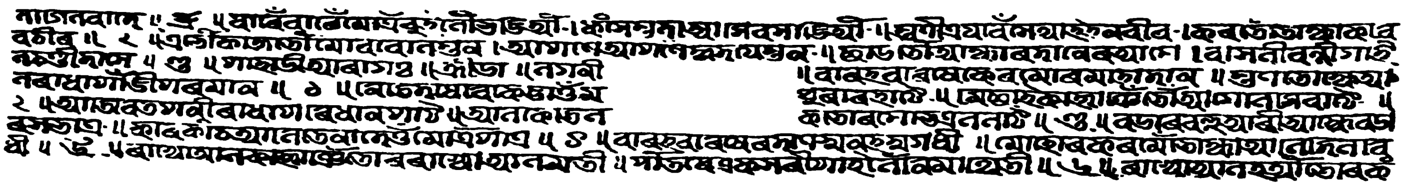
১. বসন্তরঞ্জনেব পাঠ : পরাণ।



২১খ

যাহা তোহ্মে মথুরা নগরে.। সব সুবিধান দান দেহ ত আহ্মাহ্মারে[১] ॥ ১ ॥ দিবেহেঁ দধির দান সুণহ গোআলানী.। কংসের বিষএ
আহ্মেই ইএ[২] মাহাদাণী ॥ ধ্রু ॥ ল ॥ দেহ দধি ঘৃত দান যত হএ লেখে.। পসারের দান দিআঁ যাহা একে একে ॥ অভরস না কর সত্য ৮
আহ্মে বুইল.। তোহ্মার কারণে আহ্মে মাহাদাণ লইল ॥ ২ ॥ আহ্মার বচন তোহ্মে শুন শশিমুখী.। নেহত লাগি ২১
আঁ শত পঞ্চাস উপেখী ॥ এহা জাণী মোকে দেহ আলিঙ্গন দানে.। আপণ গৌরব রাধা রাখহ আপণে ॥ ৩ ॥ লে
খা করে কাহ্নাঞিঁ আপণে খড়ী পাড়ী.। বাকী ভৈল রাধা[৩] তোঁতে নবলক্ষ কড়ী. ॥ হএ নহে রাধা আপণে লেখা কর
। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ৪ ॥ পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ রূপকঃ ॥ পুরুব কালত ঋষিএঁ বুইল.। বসুলে নিআঁ নান্দোঘরে থুই
ল. ॥ জাণ(া)ইবোঁ[৪] কারে এসব কার্জ্জে[৫].। সত্যেঁ লইব কাহ্নাঞিঁ মথুরার রাজে ॥ ১ ॥ বুলিআঁ পাঠাইবোঁ দুখ সমাদে ॥ কাহ্ন মাহাদাণী ৮

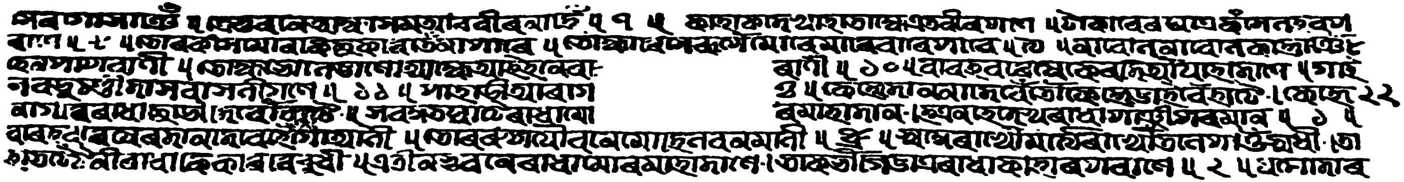
১. পুথিপাঠ : আহ্মাহ্মারে। স্পষ্টতই লিপিকর ভুলক্রমে দুবার 'হ্মা' বর্ণটি লিখেছেন। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : আহ্মারে।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : আহ্মে হইএ।
৩. ফাঁক চিহ্ন : ৮।
৪ পুথিপাঠ : জাণইবোঁ। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : জানাইবোঁ।
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : কাজে।



২২ক

লাগিল বাদে॥ ধ্রু॥ বারেঁ বারেঁ মোএঁ বুইলোঁ ভজিআঁ.। কংসে শুণী আসিব সাজিআঁ.॥ শুণীএ যবেঁ সে আইহন বীর.। কর(া)[১]তে তোহ্মা করি ব চীর॥ ২॥ এভোঁ কাহ্ন তোঁ মোর বোল শুন.। আপণে আপণ[২] হৃদয়ে শুন.॥ ছাড় তোঁ আহ্মার দানের আশে.। বাসলী বন্দী গাই ল চণ্ডীদাসে॥ ৩॥ পাহাড়ীআ রাগঃ॥ ক্রীড়া॥ লগনী॥ বারহ বরিষেকের মোর মাহাদান॥ শুণ তোহ্মে আ ল রাধা পাঁজী পরমান॥ ১॥ নিতি দধি বিকে জাওঁ মথুরার হাটে॥ মিছাই কাহ্নাঞিঁ তো আগোলসি বাটে.॥ ২॥ আতি বিতপনী রাধা পরিধান পাট॥ আলকে তিলক তোর শোভএ ললাট॥ ৩॥ বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়া র সভাএ.॥ কার কাঁচ আলিতে না দেওঁ মোএঁ পাএ॥ ৪॥ বারহ বরিষের দাণ সুনহ মুগধী॥ মোহোর করমেঁ তোহ্মা আনি দিল বি ধী॥ ৫॥ রাখোআল কাহ্নাঞিঁ তোর রাখোআল মতী॥ পাঁতরে একসরী পাইলেঁ নিমাথিতী॥ ৬॥ রাখোআল হআঁ তোর কং

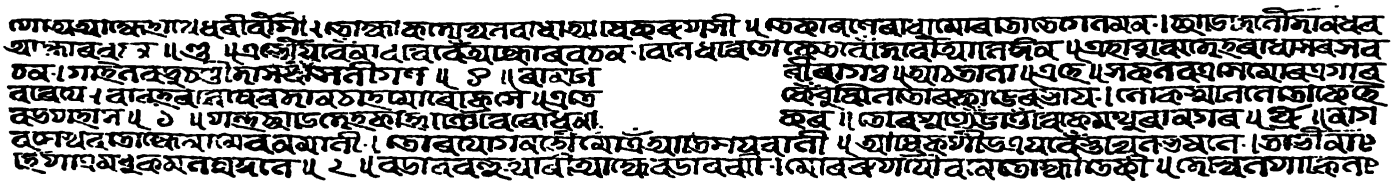
১. পুথি পাঠ : কবতে। বসন্তরঞ্জনেব পাঠ : কবাতে।
২. আপণে লিখে এ-কাব কাটা রয়েছে।



২২খ

সের গোসাঞিঁ॥ ত্রিভুবনে আহ্মা সম আর বীর নাহিঁ॥ ৭॥ কাহাক দেখাহ তোহ্মে এত বীরপণে॥ টাকারের ঘাএ কংসে লইব প
রাণে॥ ৮॥ তোর কংসে মোর কিছু করিতেঁ না পারে॥ তোহ্মার সে রূপেঁ মোর মারিবারে পারে॥ ৯॥ না বোল না বোল কাহ্নাঞিঁ ৮
হেন পাপবাণী॥ তোহ্মা[1] ভালে জাণো আহ্মে আইহনের রাণী॥ ১০॥ বারহ বরিষেকের দিআঁ যাহা দাণে॥ গাই
ল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ১১॥ পাহাড়ীআ রাগঃ॥ কেহ্নে দান না দিবেঁ তোঁ কেহ্নে জাইবেঁ হাটে.। কেহ্নে
নাগরি রাধা ছাড়ী দিবোঁ বাটে॥ সব কুতঘাটে রাধা মোর মাহাদান.। হএ নহে দেখ রাধা পাঞ্জী পরমান॥ ১॥ ২২
বারহ বরিষের দান দিবেহেঁ গোআলী। তোর রূপ[2] যৌবনে মোহিল বনমালী॥ ধ্রু॥ স্বঙ্গে[3] রাখোঁ মর্ত্যে রাখোঁ তলে পাওঁ সুধী.। তা
হাত টেটনী রাধা কি করিবি বুধী॥ এ তীন ভুবনে রাধা মোর মাহাদাণে.। তাক ভাঁগি জাএ রাধা কাহার পরাণে॥ ২॥ যশোদার

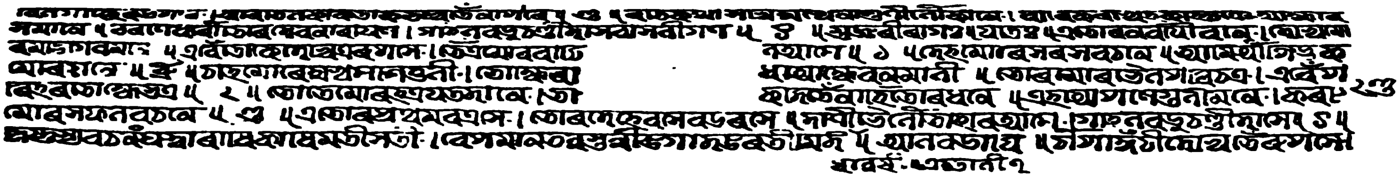
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : তোহ্মে।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : রূপ।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : স্বগ্গে।



২৩ক

পোঅ আহ্মে হাথে ধরী বাঁশী.। তোহ্মাক দেখিল রাধা আধিক রূপসী॥ তেকারণে রাধা মোর তোতে গেল মন.। ছাড়ি দিলোঁ দান ধর
আহ্মার বচন॥ ৩॥ এভোঁ যবে না ধরিবেঁ আহ্মার বচন.। বলে ধরি তোকে তবেঁ দিবোঁ আলিঙ্গন॥ এহা বুঝি দেহ রাধা সরস ব
চন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥ রামগিরী রাগঃ॥ আঠতালা॥ এহে॥ সকল বএসে মোর এগার
বরিষে.। বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে॥ এতেকেঁ বুঝিল তোর কাজের ভাষ.। লোক সুণিলে তোকে হৈ
ব উপহাস॥ ১॥ পন্থ ছাড়ি দেহ কাহ্নাঞিঁ বিরোধ না কর॥ তোর পুণ্যেঁ জাওঁ বিকে মথুরা নগর॥ ধ্রু॥ নাগ
র শেখর তোহ্মে নামে বনমালী.। তোর যোগ নহোঁ মোএঁ আতিশয় বালী॥ আধিক পীড়এ যবেঁ ভুখিল ভষলে.। তভোঁ না ৮
হিঁ পাএ মধু কমলমুকুলে॥ ২॥ বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝী.। মোর রূপ[1] যৌবনে তোহ্মাতে কী॥ দেখিল পাকিল ৮

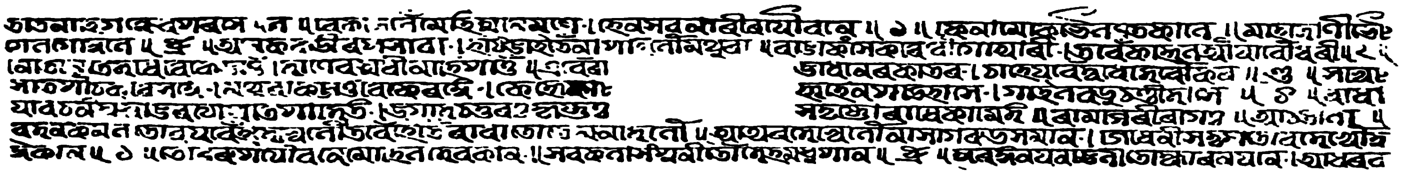
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : রূপ।



২৩খ[১]

বেল গাছের উপরে.। আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে[২] ॥ ৩ ॥ রতিকথা সখিমুখে না শুণীলোঁ কানে.। বারক রাখহ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার
সমানে ॥ চরণে ধরোঁ তোর দেব নারায়ণ.। গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ গুজ্জরী রাগঃ ॥ যতিঃ ॥ এ তোর নব যৌবনে.। দেখি মো
র মজি গেল মনে ॥ এবেঁ তোকে দেখিএ রূপসে.। তেঁএ মোর বাঢ়িল আশে ॥ ১ ॥ দেহ মোরে সরস বচনে ॥ আমিআঁ পিউক[৩]
মোর কানে ॥ ধ্রু ॥ চাহ মোরে মুখশশি তুলী.। তোহ্মে রাধা আহ্মে বনমালী ॥ তোর মোর ভৈল পরিচএ.। এবেঁ প
রিহর তোহ্মে ভএ ॥ ২ ॥ তোতে মোর হএ যত দানে। তাক দিতেঁ নাহিঁ তোর ধনে ॥ এহা আপণে গুণী মনে.। কর ৮ ২৩
মোর সফল বচনে ॥ ৩ ॥ এ তোর প্রথম বএসে.। তোর দেহে বসে বড় রসে ॥ দাণী ভৈল তাহার আশে.। গাইল বডু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥
কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী.। বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥ ধানুষী ॥ একতালী ।[৪] আল বড়ায়ি। চাঁপা কুঁঢ়ী দেখিতেঁ[৫] রূপসে।

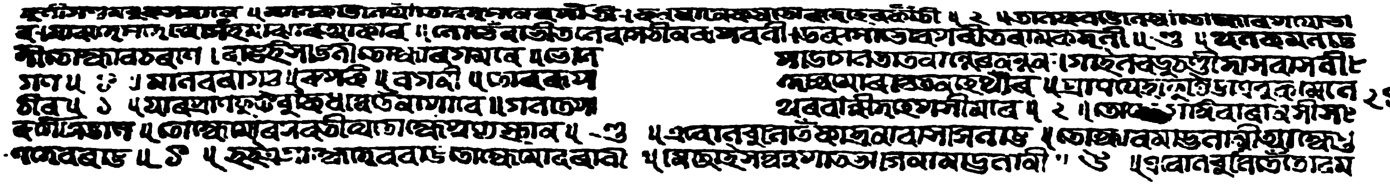
১. প্রথম পংক্তিটি লিপিকর সম্ভবত ছেড়ে গিয়েছিলেন। মার্জিনের উপরে ছোট অক্ষরে লিখিত হয়েছে।
২. 'পারে'-এর আ-কার মার্জিনের উপরে লিখিত।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : পিউক।
৪. মার্জিনের নীচে 'ধানুষী ॥ একতালী।' তোলাপাঠে লিখিত।
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : দেখিতে।



২৪ক

তাত নাহিঁ গন্ধের পরসে ॥ ল ॥ বিকসিলেঁ মোহে[১] মুনিমণে. । হেন সব নারীর যৌবনে ॥ ১ ॥ কি না মোক ভৈল এত কালে ॥ মাহাদাণী ভৈ ৮
গেল গোকুলে ॥ ধ্রু ॥ অনেক কড়ীর পসারা. । হাট জাইতেঁ না পাইলোঁ মথুরা ॥ রাজা কংসে করিবোঁ গোআরী. । তবেঁ কাহ্ন লআঁ যাবোঁ ধরী ॥ ২ ॥
নিতি নিতি দধি বিকে জাওঁ। দাণের সুধী নাহিঁ পাওঁ ॥ এবেঁ রাজা ধনের কাতর. । চাহে যবেঁ দুধে দিবোঁ কর ॥ ৩ ॥ সখি ৮
সাত পাঁচ করি সঙ্গে. । মথুরাক জাওঁ বিকে রঙ্গে. । কেহ্নে কা২হ্ন হেন পড়িহাসে. । গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ রাধা
য়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং. । জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥ রামগিরী রাগঃ ॥ আঠতালা ॥
বদনকমল তোর যবেঁহ দেখিলোঁ ।[৩] তবেঁ হৈতেঁ রাধা তোতে মন দিলোঁ ॥ আঅর দেখিলোঁ নাসা গরুড় সমান. । গিধিনীসদৃশ তোর দেখোঁ দু
ঈ কান ॥ ১ ॥ তোর রুপ যৌবনে মোহিল দেব কান. ॥ সব কলা সংপুনী তোঁ দেহ মধুপান ॥ ধ্রু ॥ কুরঙ্গ নয়ন জিণী তোহ্মার নয়নে. । আধর ব

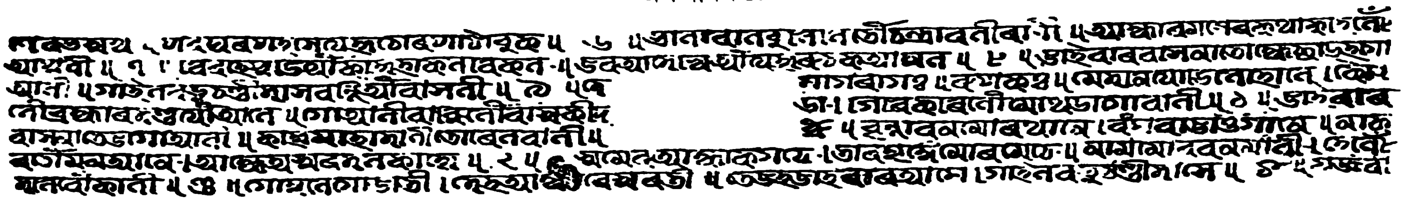
১. এ-কার মার্জিনের উপরে।
২. ফাঁক চিহ্ন : ৮।
৩. দাঁড়ি চিহ্ন মার্জিনের উপরে।



২৪খ[১]

ন্ধুলী গণ্ড মধুক সমানে॥ মাণিক জিণিআঁ তোর দশনের পাঁতী.। কনয়া নিকষ তোর দেহের কাঁতী॥ ২॥ তালফল জিণিআঁ তোহ্মার পয়োভা
র.। মাঝাদেশ দেখি সিংহমাঝার আকার॥ লোভেঁ নাভীতলে বসে তীন রূপ বলী.। উরু শোভে বিপরীত রামকদলী॥ ৩॥ থলকমল জি
ণী তোহ্মার চরণে। রাজহংস জিণী তোহ্মার গমনে॥ ভোলে পড়ি গেল তাত নান্দের নন্দন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী ৮
গণ॥ ৪॥ মালব রাগঃ॥ রূপকং॥ লগনী॥ তোর রূপ দেখি মের চিত নহে থীর॥ প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে
চীর॥ ১॥ যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতেঁ না পারে॥ গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে॥ ২॥ তোহ্মে গাঙ্গ বারানসী স ৮ ২৪
রুপেঁসি জাণ॥ তোহ্মে মোর সব তীত্থ তোহ্মে পুণ্যস্থান॥ ৩॥ এ বোল বুলিতেঁ কাহ্ন না বাসসি লাজ॥ তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শু
ণ দেবরাজ॥ ৪॥ হইএ আহ্মে দেবরাজ তোহ্মে মোর রাণী॥ নিছাই সম্বন্ধ পাত ভাগিনা মাউলানী॥ ৫॥ এ বোল বুলিতেঁ তোর ম

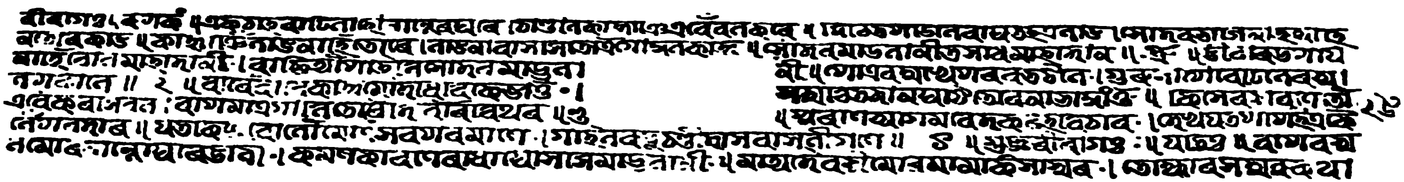
১. এ পাতার প্রথম লাইনটি ছোট অক্ষরে লেখা। লিপিকর বোধহয় প্রথম লাইনটি ফেলে গিয়েছিলেন।



২৫ক

গে বড় সুখ॥ পরঘর পইসে যেহ্ন চোরপাটা বুক॥ ৬॥ ভাল বোল বুনিলে তোঁ চন্দ্রাবলী রাণী। আহ্মার মণের কথা কহিলেঁ ৮ আপুণী॥ ৭॥ বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন হাকল বিকল.॥ জরুআ দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল॥ ৮॥ জাইবার বাসনা তোহ্মে ছাড়হ গো আলী॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলী॥ ৯॥ দেশাগ রাগঃ॥ রূপকঃ॥ মেদনি যোড়িলো হালে। কৈ[১] লোঁ ব্রহ্মার দণ্ড যোঁআলে॥ গোআলী বান্ধিলোঁ বাসুকী দড়া.। গিরি করিলোঁ মোথড়া গোবালী[২]॥ ১॥ জাইবার বাসনা তেজ গোআলী॥ কাহ্ন মাহাদাণী তোরে ল বালী॥ ধ্রুং॥ বৃন্দাবন মোর থানে। বংশ বাজাওঁ গানে॥ না ক র তোঁ মন আনে.। আহ্মে অসুর দল[৩] কাহ্নে॥ ২॥ সুমেরু আহ্মাক গঢ়ে.। তার শৃঙ্গে মোর মেঢ়ে.॥ নাম মোর বনমালী.। হেলেঁ ৮ দলিবোঁ কালী॥ ৩॥ গোকুলে গোজাতী। দেহ আহ্মারে সুরতী॥ তেজহ জাইবার আশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ গুজ্জরী

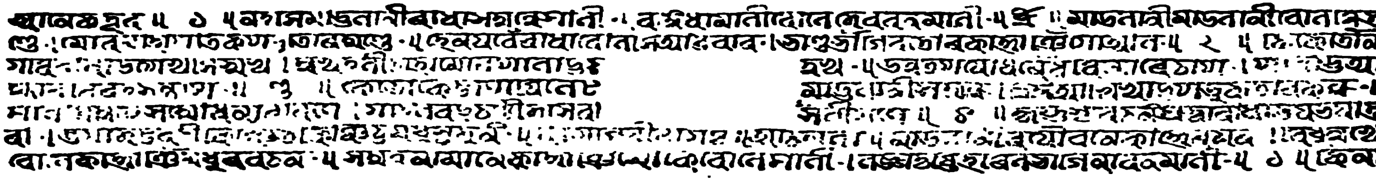
১. এখানে কিছু লিখতে গিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে।
২. মিলের প্রয়োজনে বসন্তরঞ্জন পাঠ দিয়েছেন 'গোবালী মোথড়া'।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : দলন।



২৫খ

রী[1] রাগঃ ॥ রূপকং ॥ এক ঠাই বাঢ়িলাহোঁ নান্দের ঘরে। চণ্ডাল কাহ্নাঞিঁ এবেঁ বল করে ॥ দিঠিত পড়িলে বাঘত হএ লাজ.। সোদর ভাগিনা হআঁ হে
ন তোর কাজ ॥ ১ ॥ কাহ্নাঞিঁ লাজ নাহিঁ তোরে.। লাজ না বাসসি তোএঁ গোকুল কাহ্ন ॥ সোদর মাউলানীত সাধ মাহাদান ॥ ধ্রু ॥ জীবার উপায়
নাহিঁ বোল মাহাদানী.। বাছিআঁ পাইলি সোদর মাউলানী ॥ পোএর মুখে পরবত টলে.। গুরু সাপে[2] বেঢ়িলের আ
লপ কালে. ॥ ২ ॥ বারেঁ বারেঁ কাহ্ন মো দধি বিকে জাওঁ.। সমুচিত দান ঘাট তোর না ভাঙ্গাওঁ. ॥ কিসের কারণে তোঁ
এবেঁ করসি বল। বাপ মাএ গালি তোরেঁ দিবোঁর বিথর ॥ ৩ ॥ পুরাণ আগম বেদ করহ বিচার.। দেখ যত পাপ হএ কৈ ২৫
লেঁ পরদার ॥ যত কিছু বোলোঁ মোএঁ সব পরমাণে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ গুজ্জরী রাগঃ ॥ যতিঃ ॥ বাপ বসু
ল মোর নান্দোঘরে জাণী.। কমণ কারণে রাধা ঘোসসি মাউলানী. ॥ মাঅ দৈবকী মোর মামা কংসাসুর.। তোহ্মার সম্বন্দ কথা

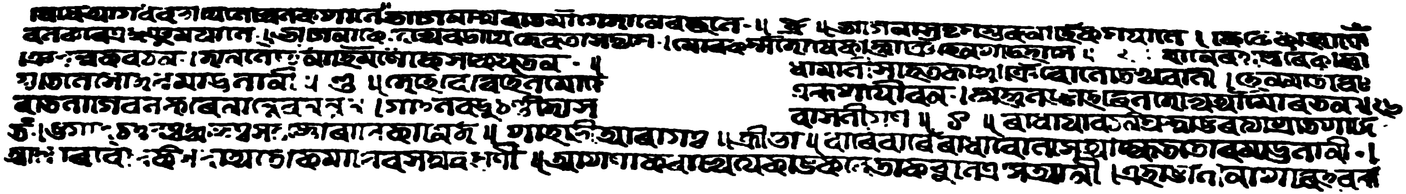
১. 'রী' পূর্বপৃষ্ঠায় একবার লেখা হয়েছে। বসন্তরঞ্জনের পাঠে এটি বর্জিত হয়েছে।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : পাপে।



২৬ক

আনেক দূর ॥ ১ ॥ নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী.। রঙ্গে ধামালী বোলে দেব বনমালী. ॥ ধ্রু ॥ মাউলানী মাউলানী বোলসি তু
ণ্ডে.। মোর মহাপাতক পড়ু তোর মুণ্ডে. ॥ হেন যবেঁ রাধা বোলসি আরবার.। ভাণ্ড ভাঁগিব তোর কাহ্নাঞিঁ গোআল. ॥ ২ ॥ কিকে তোঁ না
গরি রাধা উপেঁখসি সুখ.। মুখ তুলী চাহা মোর পালাউক দুখ. ॥ উন্নত পয়োধরেঁ ধরি মোরে চাপ.। পালাউ আ
হ্মার বিরহ সন্তাপ. ॥ ৩ ॥ কে তোকে জাণায়িলে[১] মাউলানী সম্বন্ধ.। দুঈ আখি খাউ[২] পড়ুক তার কন্ধ. ॥
শাল[৩] সম্বন্ধে সম্বোধ নারায়ণে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধা ভয়ভয়াতু
রা.। জগাদ জরতীং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিচ্চ মধুসূদনং. ॥ রামগিরী রাগঃ ॥ আঠতালা ॥ মাউলানীর যৌবনে কাহ্নের মন. ! বিধুমুখে
বোলেঁ কাহ্নাঞিঁ মধুর বচন. ॥ সম্বন্ধ না মানে কাহ্নাঞিঁ মোকে বোলে শালী.। লজ্জাদৃষ্টি হরিল ভাগিনা বনমালী. ॥ ১ ॥ কি না

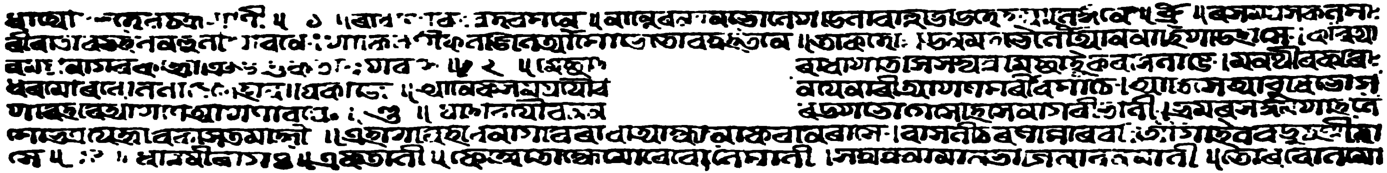
১. ফাঁক চিহ্ন : ৮।
২. বসন্তবঞ্জনের পাঠ : খাউ।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : শালী।



২৬খ

বিধি আগ বড়ায়ি[১] লিখিল কপালে ॥[২] ভাগিনা সুরতি মাঁগে দানের ছলে. ॥ ধ্রু ॥ ভাগিনা সদৃশ গুরু নাহিঁক শয়াণে। কিকে কাহ্নাঞিঁ
বল করে এ কুঞ্জ ময়ালে. ॥ ভাগিনাকে দেখি বড়ায়ি দেবতা সদৃশে.। মোর কর্ম্মদোষে কাহ্নাঞিঁ হেন পড়িহাসে ॥ ২ ॥ দানের আন্তরে কাহ্ন
ঞিঁ বলুক বচন.। দান লৈতেঁ নাহিঁ মণ[৩] কিসকে যতন. ॥ ধামালী সহিত কাহ্নাঞিঁ বোলে তিখ বাণী.। হেন মতে বি ৮
গুতিলে সোদর মাউলানী ॥ ৩ ॥ দেহে বেরি[৪] হৈল মোকে এ রূপযৌবন.। কাহ্ন লজ্জা হরিল দেখিআঁ মোর তন ॥ ২৬
রতি লাগি বল করে নান্দের নন্দন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদি
তং.। জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥ পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ বারেঁ বারেঁ রাধা বোলসি আহ্মেত তোর[৫] মাউলানী.।
আহ্মার বৈরি কংস রাঅ তোক মারিব সম্বন্ধ শুণী ॥ আপণাক রাখিয়ে কাজ করে তাক বুলিএ সিআনী। এহা জাণী না পরিহর রা

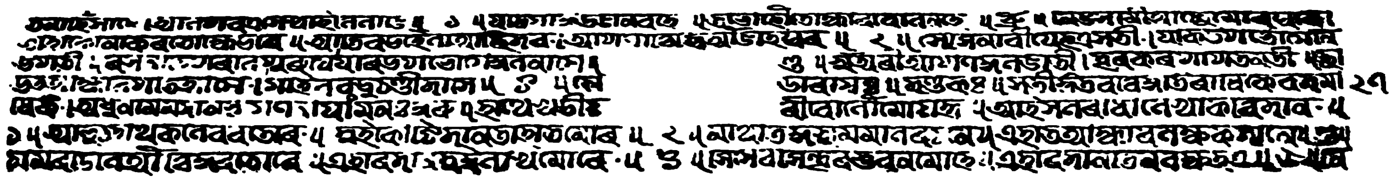
১. 'ববড়ায়ি' লিখে প্রথম 'ব' কাটা রয়েছে।
২. দাঁড়ি চিহ্ন মাত্রার উপরে।
৩. 'মণে' লিখে এ-কার কাটা রয়েছে।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : বৈরি।
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : তোহ্মার।



২৭ক

ধা আহ্মে দেব চক্রপাণী॥ ১॥ রাধা তোর তনু দরশনে॥ নান্দের নন্দন ভোলে পড়িলা বাহু ভিড়ি দেহ আলিঙ্গনে॥ ধ্রু॥ রসময় সকল শ ৮
রীর তোর ভইল নহুলী যৌবনে.। পাকিল শ্রীফল জিণিআঁ শোভে তোর দুই তনে॥ তাক দেখি[1] উনমত ভৈলোঁ আন নাহিঁ পড়িহাসে.। কর[2] আ
নুমতী নাগর কাহ্নাঞিঁ জীউক তার পরসে॥ ২॥ মিছাই রাধা পাতসি সম্বন্ধ মিছাই করসি লাজে.। মন থীর করি ৮
ধর মোর বোল লাজে সে হারায়ি কাজে॥ আনেক সময় যৌবন যে নারী আপণ শরীরে শাঁচে.। আতি সে আবুধি ভোগ
পরিহরি আপণে আপণা বঞ্চে॥ ৩॥ যাহার যৌবন নর উপভোগে সেহি সে নাগরী ভালী.। ভ্রমর সঙ্গম পাইলে
শোভএ যেহ্ন বিকসিত মাল্লী॥ এহা পরিহরি নাগরি রাধা আহ্মা না কর নিরাসে.। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদা
সে॥ ৪॥ ধানুষী রাগঃ॥ একতালী॥ কেহ্নে তোহ্মে মোরে বোল[3] শালী.। সম্বন্ধ না মান ভাগিনা বনমালী॥ তোর বোল মো

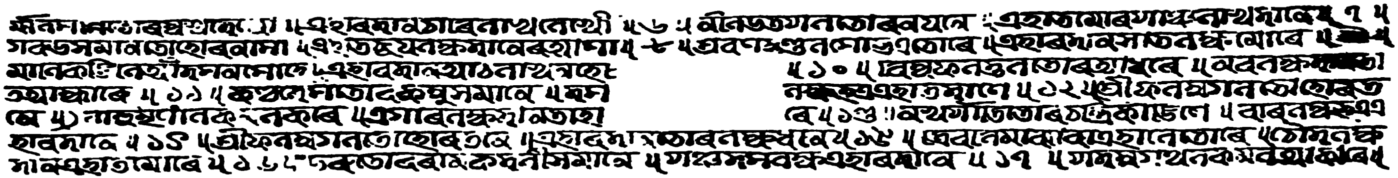
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : দেখিআঁ।
২. 'কার' লিখে আ-কার কেটে দেওয়া হয়েছে।
৩. 'বোলে' লিখে এ-কার কেটে দেওয়া হয়েছে।



২৭খ[১]

ত নাহিঁ সাজে। আলপ বএসে খাইলি লাজে॥ ১॥ যদি গাঙ্গ উজান বহে॥ তভোহোঁ তোহ্মার বোল নহে॥ ধ্রু॥ নিজ সামী আছে মোর ঘরে।
তাহাকো না কর তোহ্মে ডরে॥ আতি বড় হৈলা আছিদর.। আপণা চিহ্নিআঁ জাহ ঘর॥ ২॥ সেসি নারী যে হএ সতী.। যাক উপভোগে নি
জ পতী॥ রস নাহিঁ পরার পুরুষে।[২] যার উপভোগে কুল নাশে॥ ৩॥ সুঁঅরী[৩] আপণ কুল জাতী.। দুর কর পাপত মতী॥ ছা
ড়হ আহ্মার পতিআসে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ কোড়া রাগঃ॥ দণ্ডকঃ॥ সতীত্বং তব বিজ্ঞাতং রাধিকে বদ মা
ধিকং.। অধুনা মম দানস্য গণনায়াং মনঃ কুরু॥ হাতে খড়ী করী বোলোঁ মো কাহ্ন॥ আইস ল রাধা লেখা করি দান.॥ ২৭
১॥ আহ্মঠ হাথ কলেবর তোর.॥ দুই কোটি দান তাহাত মোর॥ ২॥ মাথাত কুসুমমাল রচনে॥ এহাত আহ্মার লক্ষক দানে॥ ৩॥
চামর জিনিয়াঁ[৪] চিকুর তোরে॥ এ হার দান দুঈ লাখ মোবে.॥[৫] সিসের সিন্দূর ভুবন মোহে। এহার দান তিন লক্ষ হএ॥ ৫॥ নি

১. প্রথম লাইনটি ছোট আকারে লিখিত। ধীরে ধীরে পববর্তী লাইনগুলিতে লিপিব আকার বড়ো হয়েছে।
২. দাঁড়ি চিহ্নটি মার্জিনের উপরে লিখিত।
৩. 'স্মুঁঅরী' পড়া যেতে পারে। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : সুঅরী।
৪ পাঠ অস্পষ্ট। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : নেওয়া হল।
৫. লিপিকর এখানে ভুলক্রমে '৪'-এর জায়গায় '৩' লিখেছেন।



২৮-ক

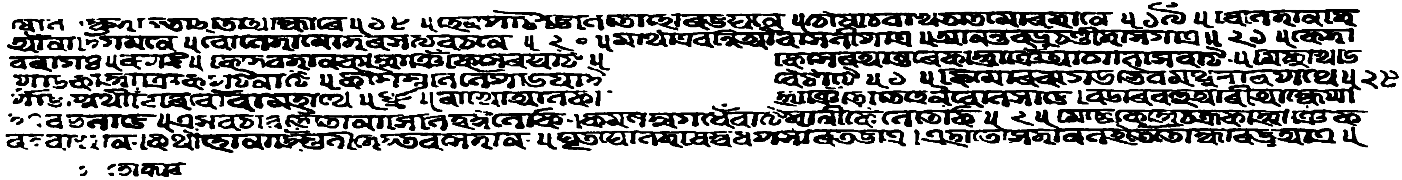
র্ম্মল শশি তোর মুখ দেখোঁ॥ এহার দান চারি লাখ লেখোঁ॥ ৬॥ নীল উতপল তোর নয়নে॥ এহাত মোর পাঞ্চলাখ দানে॥ ৭॥ গরুড় সমান তোহোর নাশা॥ এহাত ছয় লক্ষ দানের আশা॥ ৮॥ শ্রবণ[১] কুণ্ডল শোভএ তোরে। এহার দান সাত লক্ষ মোরে॥ ৯॥ মাণিক জিণিআঁ দশন শোহে। এহার দান আঠ লাখ নহে[২]॥ ১০॥ বিম্বফলতুল তোর আধরে। নবলক্ষ দান তা ত আম্মারে॥ ১১॥ কণ্ঠদেশ তোর কম্বু সমানে। দশ লক্ষ হএ এহাত দাণে॥ ১২॥ (শ্রীফলযুগল তোহোর ত নে॥)[৩] বাহু মৃণাল কমল করে॥ এগার লক্ষ দান তাহারে॥ ১৩॥ নখপাঁতি তোর চন্দ্রিকা জিণে॥ বারলক্ষ হএ এ হার দানে॥ ১৪॥ শ্রীফল যুগল তোহোর তনে। এহার দান তের[৪] লক্ষ ধনে॥ ১৫॥ ত্রিবলি মাঝা বাএ হালে তোরে। চৌদ লক্ষ দান এহাত মোরে॥ ১৬॥ উরু তোর রামকদলী সমানে। পঞ্চদশ লক্ষ এহার দানে॥ ১৭॥ পদযুগ থলকমল আকারে॥

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : শ্রবণে।

২. ফাঁক চিহ্ন : ৮।

৩. এ-অংশ লিখে বন্ধনী দিয়ে কাটা বোঝানো হয়েছে।

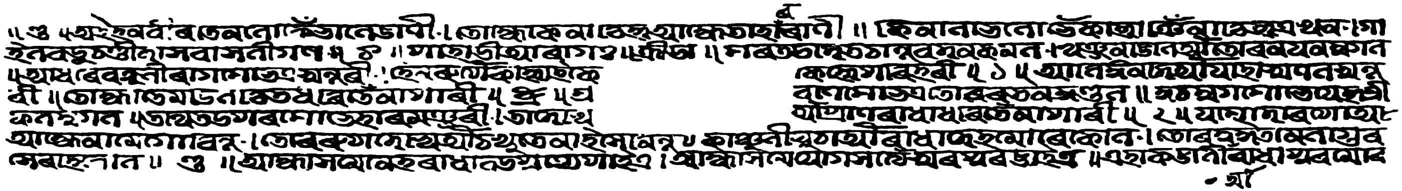
৪. 'তোর' লিখে 'ত'-এর ও-কারের ডানদিকের দণ্ডটি কাটা রয়েছে।



২৮খ[১]

যোল লক্ষ দান তাহাত[২] আহ্মারে॥ ১৮॥ হেমপাট জিণি তোহোর জঘনে॥ চৌষঠি লাখ তাত মোর দানে॥ ১৯॥ বিণি দান দি
আঁ নাহি গমনে॥ বোলে দামোদর সত্য বচনে॥ ২০॥ মাথাএ বন্দিআঁ বাসলী পাএ॥ আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥ ২১॥ কেদা
র রাগঃ॥ রূপকং॥ কিসের দান কাহ্নাঞিঁ কিসের ঘাট॥ কিসের আন্তরে কাহ্নাঞিঁ আগোলসি বাট.॥ মিছা খড়ি
পাড় কাহ্নাঞিঁ কপট নাটে॥ কংশ শুণিলেঁ পড়ি যাইবেঁ টাটে॥ ১॥ কি মোর ঝগড় ভৈল মথুরার পথে॥ ২৮
পাঁজী পুথী তোহ্মার[৩] চিরিবোঁ বাম হাথে॥ ধ্রু॥ রাখোআল কাহ্নাঞিঁ তোতে হেন বোল সাজে। বড়ার বহুআরী আহ্মে পা
ইএ বড় লাজে॥ এ সব চরিতেঁ তো নাসিলি দুঈ লোকে[৪].। কমণ মুগধেঁ বাটে দানী কৈলে তোকে॥ ২॥ মিছে কেহ্নে চক্র কাহ্নাঞিঁ ক
রহ বাখান.। কথাঁহো নাহিঁ শুণী দেহত বসে দান.॥ ঘৃত ঘোল দধি দুধ পসারত জাএ.। এহাতে সি দান লইতেঁ তোহ্মার জুআএ॥

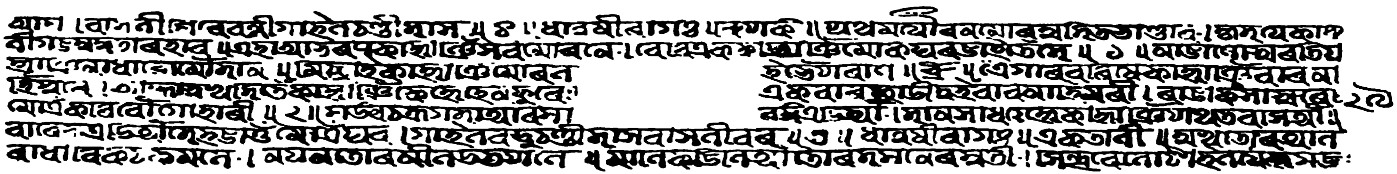
১. হস্তলিপি এখান থেকে পৃথক মনে হয়। অপেক্ষাকৃত বড় হরফে লেখা হয়েছে।
২. 'তাহাতা' লিখে শেষের আ-কার কাটা রয়েছে।
৩. 'তোহ্মার' তোলাপাঠে মার্জিনের নীচে লিখিত।
৪. এ-কার মার্জিনের উপরে লিখিত।



২৯ক

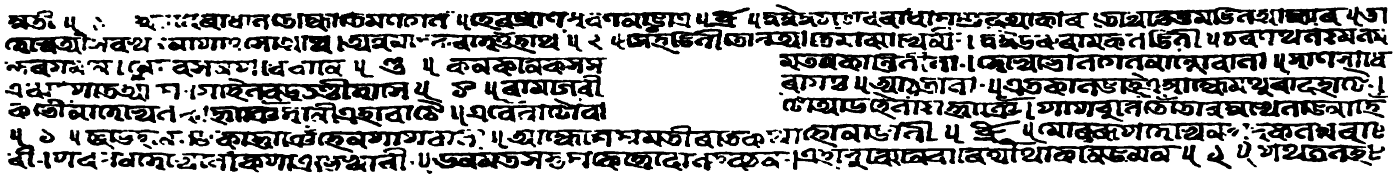
॥ ৩ ॥ অইহন[১] বীর তিন লোকেঁ ভালে জাণী.। তোহ্মে কি না চিহ্ন আহ্মে তাহার[২] রাণী॥ কি না লাভ লোভেঁ কাহ্নাঞিঁ না চিহ্ন এখন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪ ॥ পাহাড়ীআ রাগঃ॥ ক্রীড়া॥ শরত উদিত চান্দ বদনকমল.। খঞ্জন জিণিআঁ তোর নয়নযুগল ॥ আধরে বন্ধুলীরাগ শোভএ সুন্দরী.। হেন রুপেঁ কাহ্নাইকে কেহ্নে পরিহরী॥ ১ ॥ আলিঙ্গন দিআঁ যাহা সুণ ল সুন্দরী॥ তোহ্মাতে মজিল চিত ধরিতেঁ না পারী॥ ধ্রু॥ শ্রবণে শোভএ তোর রতনকুণ্ডল॥ কুচযুগ শোভে যেহ্ন শ্রীফল যুগল॥ তথিত উপর শোভে হার মঞ্জরী.॥ তা দেখিআঁ প্রাণ রাধা ধরিতেঁ না পারী॥ ২ ॥ যশোদার পোঅ ৮
আহ্মে নামে গোবিন্দ.। তোর রুপ দেখিআঁ চখুতে নাইসে নিন্দ॥ কাঞ্চুলী ঘুচাআঁ রাধা দেহ মোরে কোল.। তোর দুঈ তনে লাগু রসের হিলোল॥ ৩ ॥ আহ্মাসমে নেহ রাধা বড় পুণ্যে পাইএ.। আহ্মাসমে যোগ সত্যেঁ সুরপুর জাইএ॥ এহাক জাণীআঁ[৩] রাধা পুর মোর

১. পুথি : অইহন। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : আইহন।
২. 'তাহা' লিখে 'র' মার্জিনের উপর লিখিত।
৩. 'জাণী' লিখে 'আঁ' মার্জিনেব নীচে লিখিত।



২৯খ

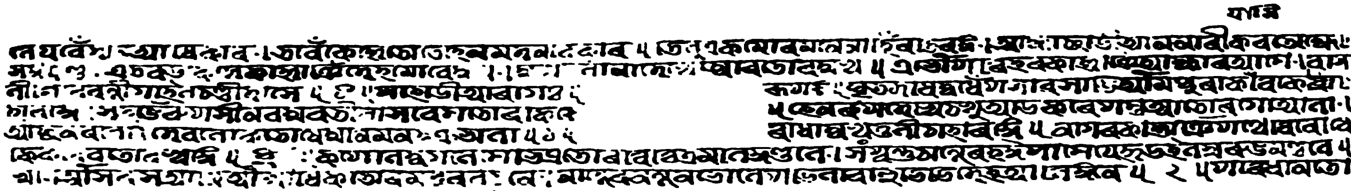
আশ। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪ ॥ ধানুষী রাগঃ॥ রূপকং॥ প্রথম যৌবন মোর মুদিত ভাণ্ডার.। হৃদয়ে কাঞ্চু
লী গজমুকুতার হাব॥ এহা আভরণ কাহ্নাঞিঁ সব মোর নে.। বেরি এক কাহ্নাঞিঁ মোক ঘর জাইতেঁ দে॥ ১ ॥ না জাণো সুরতি কা
হ্নাঞিঁ না ধারো মোঁ দান॥ মিছাই কাহ্নাঞিঁ মোর লইভেঁ পরাণ॥ ধ্রু॥ এগার বরিষে কাহ্নাঞিঁ বার না
হিঁ পুরে। আহ্মা দুখ দিতেঁ কাহ্নাঞিঁ কেহ্নে হেন ফুরে॥ এক'বার ছাড়ী দুইবার নাহিঁ মরী। রাজা কংসাসুরে ৮
মোএঁ করিবোঁ গোহারী.॥ ২॥ শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ এড়িআঁ.। দান সাধ কেহ্নে কাহ্নাঞিঁ পথত বসিআঁ॥ ২৯
বারেক এড়িআঁ দেহ জাওঁ মোএঁ ঘর। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৩॥ ধানুষী রাগঃ॥ একতালী॥ মুখ তোর আল
রাধা বিকচ কমলে.। নয়ন তোর নীল উতপলে॥ মাণিক জিণিআঁ তোর দশনের যুতী.। সিন্দূরে লোটাইল যেহ্ন গজ



৩০ক

মুতী॥ ১॥ সুন্দরি রাধা ল তোহ্মাতে মণ গেল॥ হের প্রাণ ধরণ না জাএ॥ ধ্রু॥ দুঈ কুচ তোর রাধা শম্ভুর আকার.। তথি চিত্ত মজিল আহ্মার॥ তা
দেখিআঁ সবখন না পাওঁ সোআথ। অনুমতি কর দেওঁ হাথ॥ ২॥ সিংহ জিণী তোর আতি মাঝা খিনী। দুঈ উরু[১] রামকল জিণী॥ চরণ থলকমল ম
ন্দর[২] গমনে.। নেত বসন পরিধানে॥ ৩॥ কনক নিকস সম তনুকান্তি লীলা.। দেখি ভোল গেল নান্দোবালা॥ দাণ সাধি
এ রতিপতি আশে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ রামগিরী রাগঃ॥ আঠতালা॥ এতকাল জাইএ আহ্মে মথুরার হাটে.।
কভোঁ না দেখিল কাহ্নাঞিঁ দানী এহা বাটে॥ এবেঁ বাটেঁ[৩] বাটোআড় হৈলা কাহ্নাঞিঁ.। পাপ বুলিতেঁ তোর মুখে লাজ নাহিঁ
॥ ১॥ ছাড়হ নিলজ কাহ্নাঞিঁ হেন পাপ বাণী॥ আহ্মে শিশুমতী রতিকথাহো না জাণী॥ ধ্রু॥ মোর রূপ দেখি নহ বিকল মুরা ৮
রী.। পরধন দেখিলেঁ কি পাএ ভিখারী.॥ উনমত সদৃশ কেহ্নে বোলহ বচন.। এহা বুঝি নিবারিআঁ থাক নিজ মন॥ ২॥ পথত লই ৮

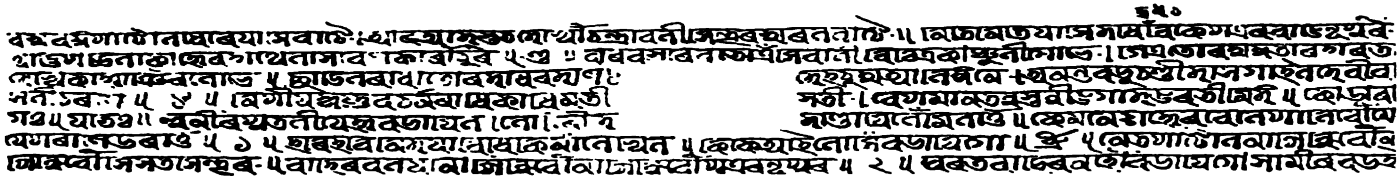
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : উরু।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : মন্থর।
৩. 'বাটোঁ' লিখে 'টোঁ'-এর শেষের দণ্ড চিহ্নটি কাটা রয়েছে।


৩০

৩০খ

লি যবেঁ দান আধিকার.। তবেঁ কেহ্নে তোতে হেন মদনবিকার॥ তিল এক মোর মনে নাহিঁ রতিরঙ্গ.। আহ্মা ছাড়ী আন নারী কর তোহ্মে ৮
সঙ্গ॥ ৩॥ এত বড় কেহ্নে কাহ্নাঞিঁ দেহ মোরে দুখ.। মুখ তুলী না দেখোঁ আর তোর মুখ॥ এভোঁ পরিহর কাহ্নাঞিঁ আহ্মার আশে.। বাস
লী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ পাহাড়ীআ রাগঃ॥ রূপকং॥ ঘৃত দধি দুধেঁ পসার সাজিআঁ মথুরাক যাসি[1] বিকে[2]
সহজে রূপসী নব যুবতী লাসবেশ তোর কিকে॥ হেন রুপ দেখি চখু আড় করে পশুআ তোর গোআলা.।
আছ[3] নরলোক দেবলোক তোষে মুনিমন হএ ভোলা॥ ১॥ রাধা মুখ তুলী চাহা রঙ্গে॥ নাগর কাহ্নাঞিঁ পথে বিরোধে ৩০
কি করিব তোর খঙ্গে॥ ধ্রু॥ কপোলযুগলে শোভএ তোর বিচিত্র মণিকুন্তলে.। সংপুন্ন চান্দের দুঈ পাশে যেহ্ন উইল সুরুজমণ্ডলে॥
সুণিআঁ[4] সরস আমিআঁ আধিক তোর মধুর বচনে.। নান্দের নন্দন ভোলে পড়িলা বাহু ভিড়ি দেহ আলিঙ্গনে॥ ২॥ পারিধান তো

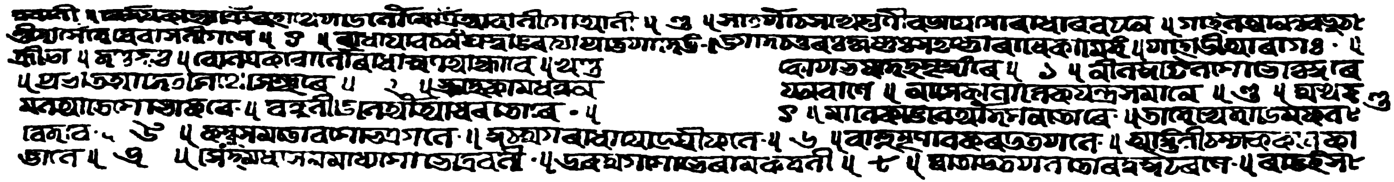
১. মার্জিনের উপরেব তোলা পাঠ 'যাসি'।
২. 'যাহা রঙ্গে॥' লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'আছু'।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : সুনিআঁ।



৩১ক

র সুরঙ্গ পাটোল ধিরে যাসি বাটে.। আর আদভুত দেখোঁ চন্দ্রাবলী সিন্দুর সুর ললাটে.॥ নিতি নিতি যাসি দধিদুধ[১]বিকে পএর বাজে নূপুরে[২] আজি পড়িলা কাহ্নের হাথে লাসবেশ করোঁ[৩] চুরে[৪] ॥ ৩ ॥ বার ব(ৎ)[৫]সরের তোএঁসি বালী বিচিত্র কাঞ্চুলী শোভে.। গিএ তোর মুকুতার হার তা দেখি কাহ্নাঞিঁর লোভে॥ ছাড়ি ল[৬] বাধা তোর দধির দাণ[৭] দেহ চুম্ব আলিঙ্গনে.। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল দেবী বা সলী চরণে॥ ৪ ॥ নিপীয় কৃষ্ণ বচনং রাধিকাধিমতী সতী.। বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং॥ কোড়া রা গঃ॥ যতিঃ॥ লুনীর পুতলী যেহ্ন বড়ায়ি ল.। লো রৌদ[৮] দাণ্ডায়িলেঁ মিলাওঁ। কেমনে কাহ্নের বোল পালিবোঁ মো য়ে পরাণে ডরাওঁ॥ ১ ॥ হরি হরি নিদয়া বিধি কি লেখিল[৯] ॥ কিকে আইলো[১০] বড়ায়ি গো॥ ধ্রু॥ নেত পাটোল না পিন্ধিবোঁ না পিন্ধিবোঁ সিসত সিন্দূর.॥ বাহের বলয়া না পিন্ধিবোঁ না পিন্ধিবোঁ পএর নূপুর॥ ২॥ ঘরত বাহির[১১] নহোঁ বড়ায়ি গো সামীর বড়ই

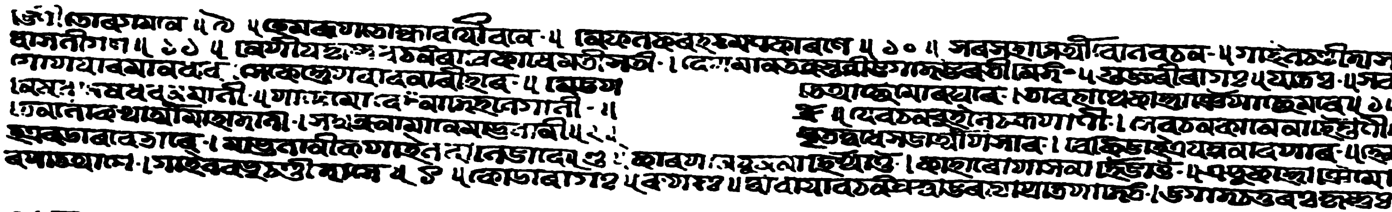
১. 'দুধ' তোলাপাঠে মার্জিনের উপরে লিখিত।
২ এ-কার নাগবী লিপির ধবনে।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : করে।
৪. এ-কার নাগরী লিপিতে।
৫. পুথিতে 'ৎ' দেওয়া হয়নি।
৬. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : ছাড়িল।
৭. ফাঁক চিহ্ন : ৷।
৮. বসন্তবঞ্জনেব পাঠ : রৌদ্র।
৯. 'কি না লেখিল' পাঠে 'না' কাটা রয়েছে। বসন্তবঞ্জনেব পাঠে এব পর দুই দাঁড়ি চিহ্ন নেই।
১০. 'আইলো সি' লিখে 'সি' কাটা রয়েছে।
১১. 'বাড়ির' লিখে 'ড়' কে 'হ' করা হয়েছে মনে হয়।



৩১খ

দুলালী ॥ নির্দ্দয় কাহ্নাঞিঁর হাথে পড়িলোঁ মোএঁ আবালী গোআলী ॥ ৩ ॥ সাতপাঁচ সখি শুণী বড়ায়ি গো[1] রাধার বচনে ॥ গাইল আনন্ত বড়ু চ ৮
ণ্ডীদাসেঁ দেবি[2] বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ॥ জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥ পাহাড়ীআ রাগঃ ॥
ক্রীড়া ॥ দণ্ডকঃ ॥ বোল এক বোলোঁ রাধা সুণ আহ্মারে। খণ্ড কোপ ভয দেহ শৃঙ্গারে ॥ ১ ॥ নীল কুটিল শোভে চিকুরে
॥ প্রভাত আদিত শিথে সিন্দূরে ॥ ২ ॥ ভ্রূহি কামধনু নয়ন বাণে ॥ নাসিকা ণালিক যন্ত্র সমানে ॥ ৩ ॥ মুখক
মল আতি শোভা করে. ॥ বন্ধুলী জিণিআঁ আধর তোরে. ॥ ৪ ॥ মাণিক জিণিআঁ দশন তোরে. ॥ তা দেখি দাড়িম ফল ৮ ৩১
বিদরে. ॥ ৫ ॥ কম্বুসম তোর শোভএ গলে. ॥ কুচযুগ রাধা যোড় শ্রীফলে. ॥ ৬ ॥ বাহু মৃণাল কর উতপলে. ॥ আঙ্গুলী চম্পক কলিকা
জালে ॥ ৭[3] ॥ সিংহমধ্য সম মধ্যে শোভে ত্রিবলী. ॥ উরুযুগ শোভে রামকদলী ॥ ৮ ॥ রাতা উতপল তোর দুই চরণে. । রাজহংস ৮

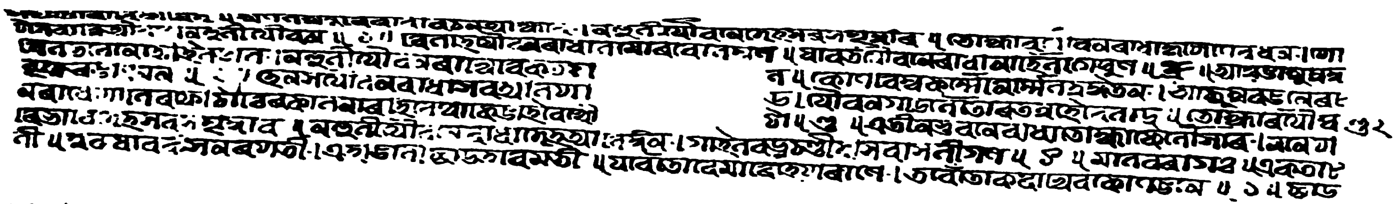
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : হাসে রাধার বচনে।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : দেবী।
৩. ৬ লিখে ৭ করা হয়েছে।



৩২ক

জিণী তোর গমণে॥ ৯॥ হেমরূপ তোহ্মার যৌবনে.॥ নিফল করহ কমণ কারণে.॥ ১০॥ সরস হাসিআঁ বোল বচন.॥ গাইল চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ১১॥ নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী.। বেপমান তনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং.॥ গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ.॥ সব গোপ যার মান ধরে। সে কেহ্নে পরার নারী হরে.॥ নিজ পতি আছে মোর ঘরে.। তার হাথে কাহ্নাঞিঁ পাছে মরে॥ ১॥ নিষধ নিষধ বনমালী.॥ পাছে মোরে[1] না দিহলে[2] গালী.॥ ধ্রু॥ যে বচন বুইলে চক্রপাণী.। সে বচন কানে নাহি শুণী॥ তিনলোক খাআঁ মাহাদাণী.। সম্বন্ধ না মানে মাউলানী॥ ২॥ ঘৃত দুধে সজাআঁ পসার.। বিকি জাইএ যমুনার পার.॥ হেন হএ বড়ার বেভারে.। মাউলানীক পাইল বাণিজারে॥ ৩॥ কার পানচুন নাহিঁ খাওঁ.। কাহারো পাস নাহিঁ জাওঁ.॥ এড়ু কাহ্নাঞিঁ মোর পতিআশে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ কোড়ারাগঃ॥ রূপকঃ॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং.। জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ

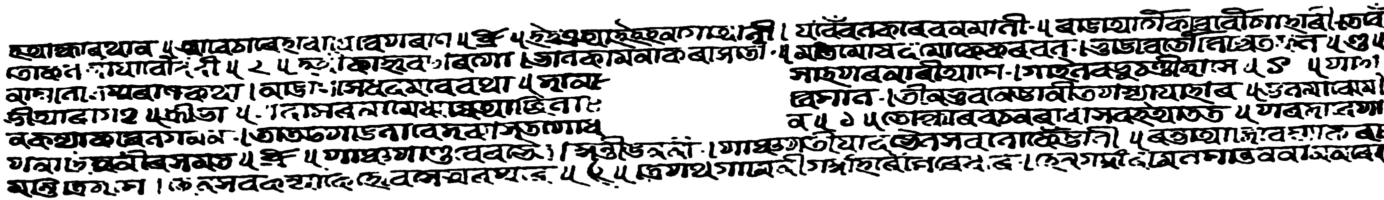
১. বোধহয় 'দ' লিখতে গিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : দিহলি।



৩২খ

সতৃষ্ণোরাধিকামিদং ॥ সুণ ল সুন্দরি রাধা বচন আহ্মার. । নহুলী যৌবনে দেহ সরস শৃঙ্গার ॥ তোহ্মার যৌবন রাধা কৃপিণের ধন. । পো
টলি বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন ॥ ১ ॥ বিলাহ যৌবন রাধা ল মোর বোল শুণ ॥ যাবত যৌবনে রাধা নাহি লাগে ঘুণ ॥ ধ্রু ॥ আম্বু জাম্বু মুকু
লিল ভরে নোআঁইল ডাল. । নহুলী যৌবন রাখিবি কত কাল ॥ কোণ বিশ্বকর্ম্মে নির্ম্মিল দুঈ তন. । আছু যুবজনের ৮
বৃদ্ধের জাএ মন ॥ ২ ॥ হেন স যৌবন রাধা সব আলপাউ। যৌবন গড়িলেঁ তোর তনু হৈবে লাউ ॥ তোহ্মার যৌব
ন রাধে পাণির ফোটা।[১] চিরকাল না রহিবে থাকি জাইবে খোঁটা ॥ ৩ ॥ এ তীন ভুবনে রাধা তোহ্মা কৈলোঁ সার. । মনে প ৩২
রিভাবি দেহ সরস শৃঙ্গার ॥ নহুলী যৌবনে রাধা দেহ আলিঙ্গন. । গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ মালবরাগঃ ॥ একতা ৮
লী ॥ দুরুবার কংস নরপতী. । এহা জাণী ছাড়হ বিমতী ॥ যবেঁ তোরে মারিহে পরাণে. । তবেঁ তোক রাখিব কোণ জনে ॥ ১ ॥ ছাড়

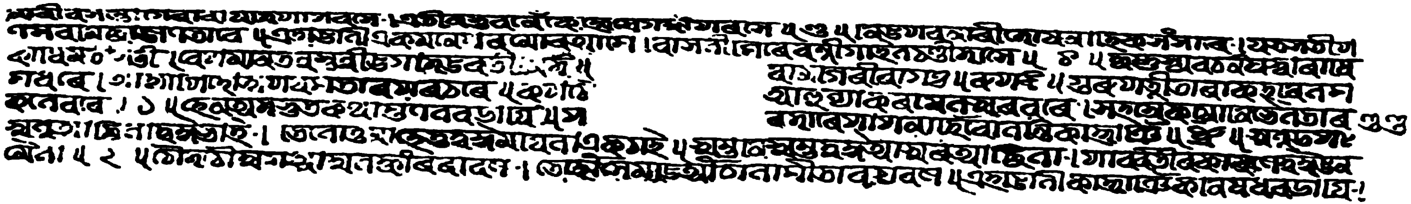
১. দাঁড়ি চিহ্ন মার্জিনের উপরে লিখিত।



৩৩ক

হ্ আহ্মার থান ॥ আবিচারে হারায়িবি পরাণ ॥ ধ্রু ॥ হইএ আইহন[১] গোআলী. । যবেঁ বল করে বনমালী. ॥ রাজা আগেঁ করিবোঁ গোহারী. । তবেঁ
তোক লআঁ যাবোঁ ধরী ॥ ২ ॥ হআঁ কাহ্ন বড়ার পো। ভাল কাম না করসি তোঁ. ॥ মতিমোষ[২] মোকে কর বল. । ভুজিবি তোঁ লিখিত ফল ॥ ৩ ॥
না শুণিলে পুরাণ কথা. । না জাণসি ধরম বেবথা ॥ দান[৩]সাহ পরনারী আশে. । গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ পাহা
ড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ পরাশর নামে ঋষি আছিলা[৪] বিশাল. । তীন ভুবনে জানী তপস্যা যাহার ॥ জলমাঝে মী
ন কন্যা করিল গমন. । তাত উপজিলা বেদব্যাস তপোধন ॥ ১ ॥ তোহ্মার বচন রাধা সবই আতত ॥ পরদারে পা
প নাহি মুনীর সমত ॥ ধ্রু ॥ পাঞ্চপাণ্ডবের ভৈলা কুন্তী জননী. । পাঞ্চপতী যার ভৈল সব লোকেঁ জাণী ॥ রম্ভা আদি বেশ্যাক র ৮
মন্তি ত্রিদশে. । হেন সব কন্যা কেহ্নে বসে সুরপুরে[৫] ॥ ২ ॥ ত্রিপথগামিনী গঙ্গা হরেঁ শিরে ধরে। হেন গঙ্গা রমিল শান্তন নাম নরে ॥

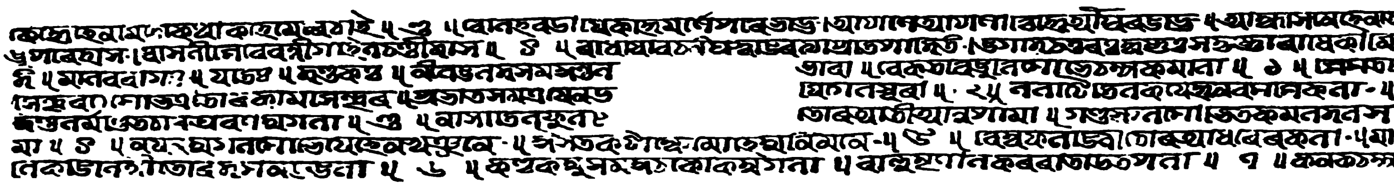
১. পুথিপাঠ : আইহহন।
২. পুথিতে এর পব 'ব' লিখতে গিয়ে কাটা। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : মতিমোষে।
৩. ফাঁক চিহ্ন : ৮।
৪. ফাঁক চিহ্ন : ৮।
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : সুরপুবে বসে।



৩৩খ

নারীর সম্ভোগে রাধা যদি পাপ বসে.। এ তীন ভুবনেঁ কেহে সে গঙ্গা পরসে.॥ ৩ ॥ নিজ পর নারী দোষ নাহিক সংসারে.। যত সতীপ
ণ সব মিছা জাণ তারে॥ এহা জাণী একমনে পুর মোর আশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধি
কাধিমতী সতী। বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং॥ রামগিরীরাগঃ॥ রূপকং॥ গুরুপত্নী তারাক হরিল শ
শধরে.। আদ্যাপিহো অপযশ তার পরচরে॥ কপটে আহল্যাক রমিল সুরবরে.। সহস্রেক যোনি ভৈল তার
কলেবরে॥ ১ ॥ হেন অদভুত কথা শুণ ল বড়ায়ি। পরদারে পাপ নাহিঁ বোলন্তি কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥ সুন্দ উপ ৮ ৩৩
সুন্দ আছিল দুঈ ভাই.। তিলোত্তমা হেতু দুঈ ময়িলা[১] এক ঠাই॥ সুম্ভ নিসুম্ভ দুঈ আসুর আছিলা.। পার্ব্বতীর কারণে দুঈ জন
মৈলা॥ ২॥ চৌদ চৌ যুগ আয়ু লঙ্কার রাবণ.। তেহোঁ সে মজিআঁ গেলা শীতার কারণ॥ এহা জাণী কাহ্নাঞিঁক নিষধ বড়ায়ি.।

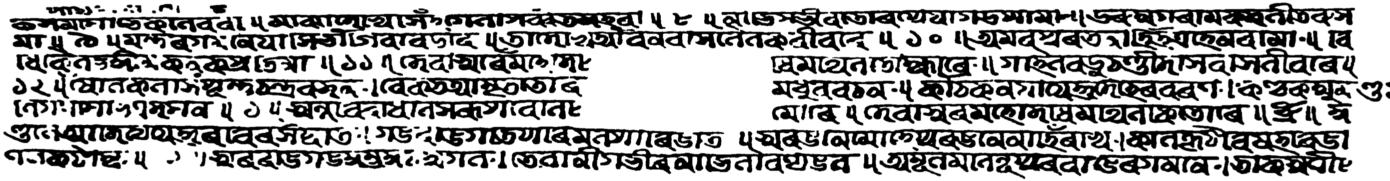
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : ময়িলা। 'মযিলা' পড়াও চলতে পারে।



৩৪ক

কেহে হেন মিছা কথা কহে মোর ঠাই ॥ ৩ ॥ বোলহ বড়ায়ি কাহ্ন মণে পরিভাউ. । আপণে আপণা চিহ্নিআঁ ঘর জাউ. ॥ আহ্মাসমে হেন তে
জু পরিহাস. । বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং. । জগাদ চতুর কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণোরাধিকামি
দং ॥ মালবরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ নীল জলদসম কুন্তলভারা ॥ বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা ॥ ১ ॥ শিশত ৮
(সিন্দূরা)[১] শোভএ তোর কামসিন্দুর। প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সুর[২] ॥ ২ ॥ ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা ॥
কুণ্ডলমণ্ডিত চারু শ্রবণযুগলা ॥ ৩ ॥ নাসা তিলফুল[৩] তোর আতী আনুপামা ॥ গণ্ডস্থল শোভিত কমলদল স
মা ॥ ৪ ॥ নয়নযুগল শোভে যেহেন খঞ্জনে. ॥ ঈষত কটাক্ষে মোহে মুনিমনে. ॥ ৫ ॥ বিম্বফল জিণী তোর আধরের কলা. ॥ মা
ণিক জিণিআঁ তোর দশন উজলা ॥ ৬ ॥ কণ্ঠ কম্বুসম কুচ কোকযুগলা। বাহু মৃণাল কর রাতা উতপলা ॥ ৭ ॥ কনক চম্প

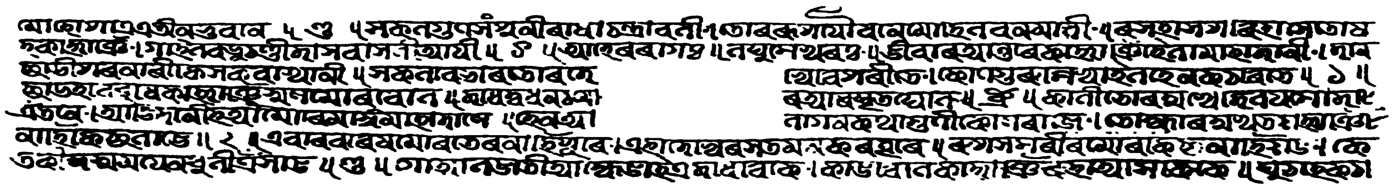
১. 'সিন্দূরা' লিখে বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে।
২. 'সুরা' লিখে আ-কার কেটে দেওয়া হয়েছে।
৩. ফাঁক চিহ্ন : ৮।



৩৪খ

ক সম শোভে কলেবরা ॥ মাঝা দেখি সিংহ গেলা পর্ব্বতকুহরা ॥ ৮ ॥ নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপামা. ॥ উরুযুগ রামকদলীতরু স
মা ॥ ৯ ॥ মন্দর গমনে যাসি ভাঁগিবার ডরে ॥ তা দেখিআঁ বনবাস লৈল করীবরে ॥ ১০ ॥ অমরপুরত নাহি হঁএ হেন রামা. ॥ বি
ধি কৈল জঙ্গমে কনকপ্রতিমা ॥ ১১ ॥ দেবাসুরেঁ মহোদ[1]ধি মথিল তোহ্মারে. ॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥
১২ ॥ পাহাড়ীআ রাগঃ ॥[2] ষোল কলা সংপুন্ন চন্দ্রবদন. । বেকত আমৃত তোর মধুর বচন. ॥ কাঁচ কনয়া যেহ্ন দেহের বরণ. । কণ্ঠ কম্বু ম ৩৪
ণিগণ শোভএ দশন ॥ ১ ॥ সুন্দরি রাধা ল সরূপ বোল[3] মোরে ॥ দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে ॥ ধ্রু ॥ কু
গুলে আদিত্য যেহ্ন রবির সংঘাত. । গজরাজগতি পরিমল পারিজাত ॥ সুরজনে মোহে পুরজনে নাহিঁ রাখ. । কালকূট বিষহরি জা
ণল কটাক্ষ ॥ ২ ॥ সুররাজ গজকুম্ভ কুচযুগল. । তেলানী গভীর নাভি লাবণ্যজল ॥ অমুল মণি নূপুর বাজের গমনে. । তাক সুণী ৮

১. ফাঁক চিহ্ন : ৮।
২. তোলাপাঠে মার্জিনের উপরে লেখা।
৩. ফাঁক চিহ্ন : ৮।



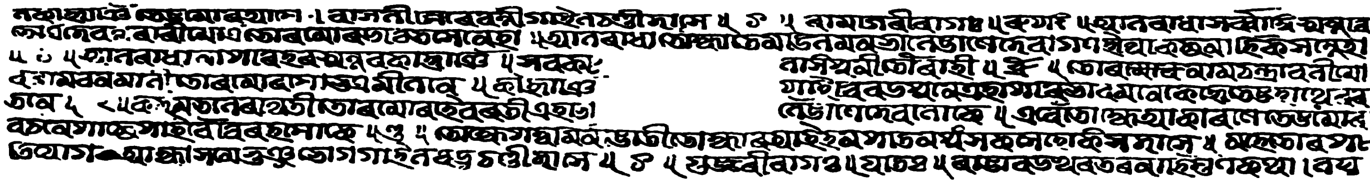
৩৫ক

মোহো পাএ এ তীন ভুবনে॥ ৩॥ সকল গুণ সংপুণী রাধা চন্দ্রাবলী.। তোর রূপযৌবনে মোহিল বনমালী.॥ রসহাস পরিহাসে তোষ হ কাহ্নাঞিঁ.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী আয়ী॥ ৪॥ আহের রাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥ জীবার আন্তরে কাহ্নাঞিঁ হৈলা মাহাদানী.। দান ছাড়ী পরনারী কিসক বাখানী॥ সকল বেভার তোর দেখি বিপরীতে.। কোণ গুরু শিখাইল হেনক চরিতে॥ ১॥

ছাড়হ বিবুধি কাহ্নাঞিঁ সুণ মোর বোল॥ দধিদুধ নঠ মোর আর ঘৃত ঘোল॥ ধ্রু॥ কালী তোর মুখে দিল যশোদা ৮

এঁ তনে.। আজি দানী হআঁ মোরে মাঙ্গ মাহাদাণে॥ হেন আলাগন কথা শুণী কোণ রাজে.। তোহ্মার মুখত কাহ্নাঞিঁ ৮

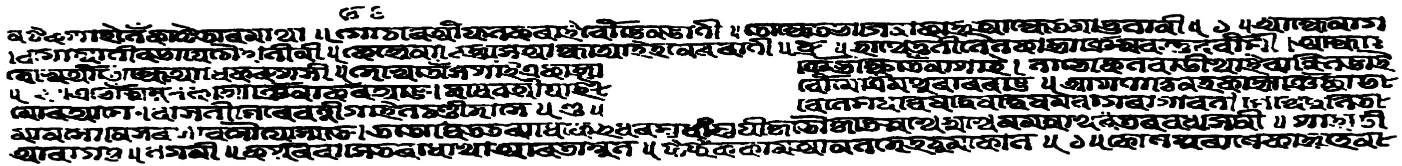
নাহিঁ কিছু লাজে॥ ২॥ এ বার বরিষে মোর তের নাহিঁ পূরে.। এহা দেখি রসত মন কর দূরে॥ রূপস শরীর মোর কিছু নাহিঁ কাজ.। কেতকী কুসুম যেন ধুলীএঁ সাজ॥ ৩॥ গোআল জাতী আহ্মে জাইএ দধি বিকে.। কাজ বিণি কাহ্নাঞিঁ রহাঅসি কিকে॥ ঘুচাহ কচা



৩৫খ

ল কাহ্নাঞিঁ তেজ মোর আশে.। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ রামগিরী রাগঃ॥ রূপকং॥ আল রাধা সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি
তোএঁ দেব মুরারী মোএঁ তোর মোর উচিত সে নেহা॥ আল রাধা তোহ্মাতে মজিল মন ভালে জাণে দেবাগণ ইথে কিছু নাহিঁক সন্দেহা
॥ ১॥ আল রাধা না পরিহর সুন্দর কাহ্নাঞিঁ॥ সব কলা সংপুনী তোঁ রাহী॥ ধ্রু॥ তোর[১] নাম চন্দ্রাবলী মো
র নাম বনমালী তোর মোর শোভএ মীলনে। কাহ্নাঞিঁ পাইবি বড় পুনে এহা পরিভার মনে কেহ্নে তেজ হাথের র ৩৫
তনে॥ ২॥ কদমতলের থিতী তোর মোর হৈব রতী এহা ভালেঁ জাণে দেবলোকে॥ এবেঁ তোহ্মে আকারণে তেজ মোর
বচনে পাছে পাইবেঁ বিরহ শোকে॥ ৩॥ তোহ্মে পদুমিনী জাতী তোহ্মার আইহন পতি নপুংসক সেহো কংস দাসে॥ নহে তোর প ৮
তি যোগ আহ্মাসমে ভুঞ্জ ভোগ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ গুজ্জরী রাগঃ॥ যতিঃ॥ রাজা বড় খরতর নাহিঁ শুণ কথা। লঘু

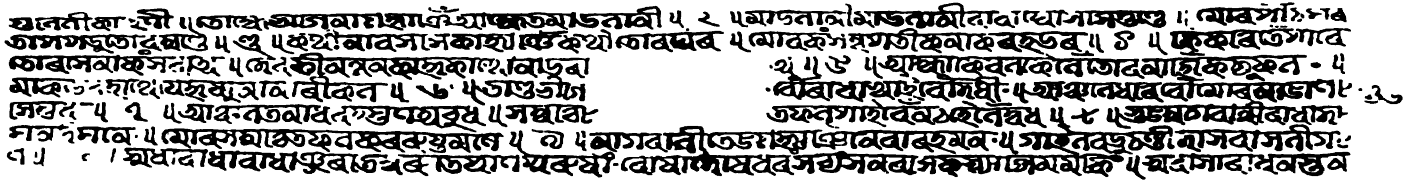
১. 'মোর' লিখে কাটা রয়েছে।



৩৬ক

নটক পাইলেঁ কাটে তার মাথা॥ গোচরিআঁ ফল করাইবোঁ জেন জাণী॥ তোহ্মোত ভাগিনা কাহ্ন আহ্মোত মাউলানী॥ ১॥ আহ্মে নাগ
রি গোআলী বড়ায়ি চৌহালীনী॥ কেহ্নে না চিহ্নসি আহ্মা আইহনের রাণী॥ ধ্রু॥ হাথে তুলী লৈল কাহ্নাঞিঁ সুবন্নের বাঁশী। আহ্মাক
দেখিআঁ তোহ্মে আধিক রুপসী॥ দেখিতেঁ সি পাইএ কাহ্নাঞিঁ ভক্ষিতেঁ না পাই। লাভে কিল বাড়ী খাই বান্ধিল জাই
॥ ২॥ এভোঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ না কর বেআজ[1]. । দধি লআঁ যাই[2]বোঁ মোএঁ মথুরার রাজ॥ আপণা চিনহ কাহ্নাঞিঁ ছাড় ৮
মোর আশে.। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৩॥ বিলেশয়বিষদ্বিষদ্বিষমরাগরাগাবলী শিঁখিজ্বলিত ৮
মানসো নিসরসো বশৌযোস্মিতে[3].। ততো বিতত[4] রাধিকেইধরশুধাং[5]শুয়ী কৃতৌ কৃতিসুখে সুখে মম সুখি[6]তরবধষিসনী॥ পাহাড়ী
আ রাগঃ॥ লগনী॥ কর্পূরবাসিত রাধা খাআর তাম্বুল॥ টুটুক কামআনল দেহ চুমকোল॥ ১॥ কোণ পুরাণে কাহ্ন হেন ৮

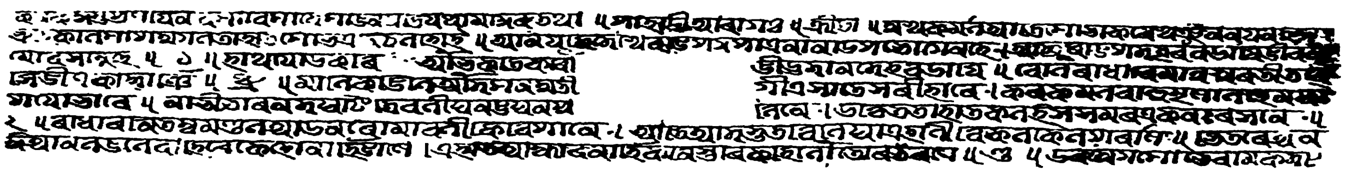
১. 'বেআজ'-এর বে মার্জিনের উপর তোলাপাঠে (বে৪) লিখিত।
২. ৮ চিহ্ন দিয়ে সূত্রবন্ধনীর ফাঁক রাখা হয়েছে। লক্ষ করা যাচ্ছে, যেখানেই সূত্রবন্ধনীর জন্য বা লাইন শেষ হবার জন্যে লিপিকরকে ফাঁক দিতে বা থামতে হচ্ছে সেখানে পুরোপুরি একটি বর্ণ লেখার মতো স্থান ফাঁকা না থাকলে, অথবা সামান্য ফাঁক থেকে গেলে এই চিহ্নটি ব্যবহার করেছেন।
৩ বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'বশগোহস্মি তে'।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : বিতর।
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : সুধাং ময়ি দ্রুতং / ভৃতসুখে সুখং মম সুখেতরবধেষিণি॥—এই পাঠ সম্পাদক কোথায় পেলেন তা বলেননি।
৬. পুথিতে 'মুখির' লিখে র কেটে দেওয়া হয়েছে।



৩৬খ

শুনিলী কাহিণী॥ তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞিঁ আহ্মে ত মাউলানী॥ ২॥ মাউলানী মাউলানী রাধা ঘোসসি তুণ্ডে॥ মোর পাঁচ শর তাপ পড়ু তোর মুণ্ডে॥ ৩॥ কথাঁ না বসসি কাহ্না কথা তোর ঘর॥ মোর কংস নৃপতীক না করহ ডর॥ ৪॥ কি করিতেঁ পারে তোর সে না কংস রাঅ॥ দৈবকীনন্দন কাহ্ন কাখো না ডরাঅ॥ ৫॥ আহ্মাকে বল কৈলেঁ তোর নাহিঁ কিছু ফল.॥ মাকডের হাথে যেহ্ন ঝুনা নারীকল॥ ৬॥ ভাগু ভাঁগিবোঁ রাধা খাইবোঁ দধী[1].॥ আঞ্চলে ধরিবোঁ মোর না জাণ ৮ সি শুধী॥ ৭॥ আঞ্চলত না ধরহ শুণ[2] অবুধ। সমুচি[3]ত ফল পাইবেঁ নঠ হৈলেঁ দুধ॥ ৮॥ ভুজযুগে বান্ধী রাধা দ ৮ ৩৬
শন দংশনে.॥ মোর সমুচিত ফল কর রুষ্টমণে॥ ৯॥ নাগরালী তেজ কাহ্নাঞিঁ নিবারহ মন.॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গ ৮ ণ॥ ১০॥ সুধা রাধা বাধাঞ্জরতি কুরুতে প্রাণপুরুষাং. রোষাদোষধরং সচ্যংসনরসিকস্যাপি মম কিং॥[4] সুধাসারাধরস্তন

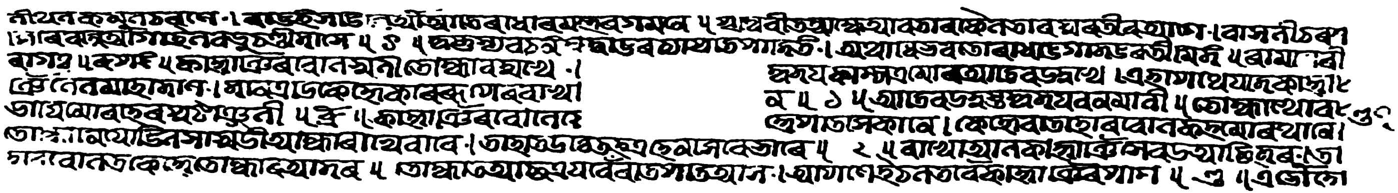
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : খাইবোঁ তোর দধী।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : শুণহ।
৩. এখানে ৮ চিহ্ন দিয়ে সূত্রবন্ধনীব ফাঁক রাখা হযেছে।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : মুধা রাধা বাধাং জরতি কুরুতে প্রাণপরুষাং রুষা হ্যস্যা বোষব্যসন বসিকস্যাপি মম কিম্।



৩৭ক

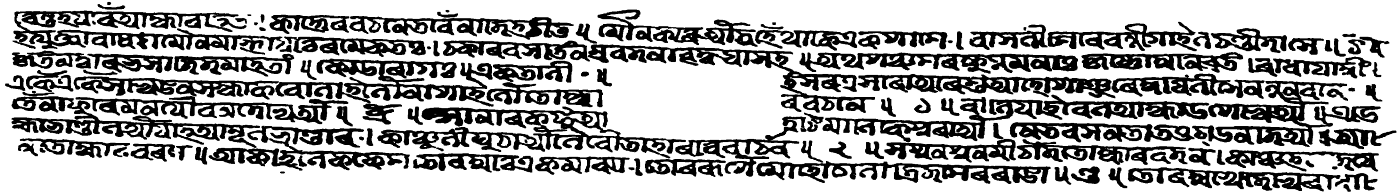
কনক কুম্ভপ্রণয়িন. রশাবেশাদেশাজনয়তি যথা মা কুরু তথা ॥[১] পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ মুখকমলে[২] আতি শোভা করে খঞ্জননয়ন দুঈ।
ভ্রুহি কালশাপযুগল তাহাত শোভএ নিচল হোই ॥ আন যদি দেখে রাজপদ পাএ নানা উপভোগে নহে.। আছু রাজপদ দূর বড়ায়ি জীবন
মোর সন্দেহে ॥ ১ ॥ হাথ যোড় করিআঁ[৩] ভকতি করোঁ জীউ দান দেহ বড়ায়ি ॥ বোল রাধারে মানু সুরতী তবেঁ
সি জীএ কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥ মাণিক জিনিআঁ দশনদুতী গীএ সাতেসরী হারে.। করকমল বাহু মৃণাল হেমঘট
পয়োভারে ॥ নাভী তার নদ ঘাট ত্রিবলী ঘন জঘন পুলিনে.। উচিত তাহাতে কলহংস সম রএ কনক রসনে. ॥
২ ॥ রাধার নিতম্ব মণ্ডল আড়ন রোমাবলী কিরিপানে.। আতি আদভুত বিণি ঘাএ হাণী বিকল কৈল পরাণে[৪]. ॥ ভিতরে অন
ঙ্গ আনল জলে বাহিরে কেহো নাহি জাণে। এহাত আম্মার নাহিঁক নিস্তার কহিলোঁ তোর চরণে ॥ ৩ ॥ উরুযুগশোভে রাম কদ ৮

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : কনককুম্ভপ্রণয়িনং / রসাবেশাদেষা জনযতি যথা মাং কুরু তথা॥
২. এ-কাব মাত্রার উপরে দেওয়া হয়েছে।
৩. পুথিতে 'করি' লিখে একটু ফাঁক দিয়ে আঁ লেখা হয়েছে। মাঝে কোনো ভুল বর্ণ লিখে মুছে দেওয়া হয়েছে কি?
৪. এ-কার মাত্রার উপবে লেখা হয়েছে।



৩৭খ

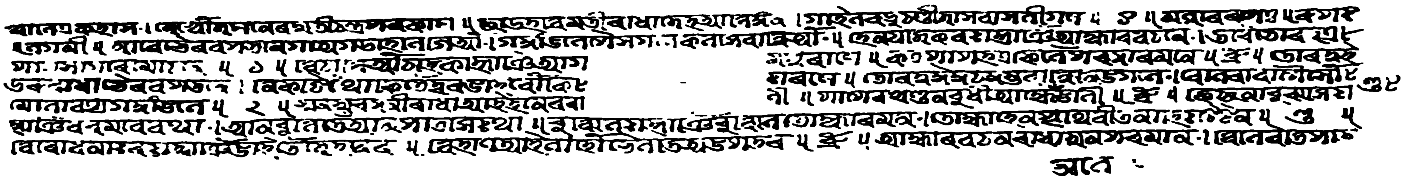
লী থলকমল চরণে.। রাজহংস জিণিআঁ আতি রাধার মন্থর গমনে॥ পৃথিবীত আহ্মো আবতার কৈল তার সুরতীর আশে.। বাসলীচরণ
শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং.। অথাধিভবতোরাধা জগাদ জরতীমিদং॥ রামগিরী
রাগঃ॥ রুপকং॥ কাহ্নাঞিঁর বোল সুণী তোহ্মার মুখে.। হৃদয় কাম্পএ মোর আতি বড় দুখে। এহা পথে যদি কাহ্না ৮
ঞিঁ লৈল মাহাদাণ.। দান এড়ি কেহ্নে করে রূপের বাখান॥ ১॥ আতি বড় দুষ্ট হৃদয় বনমালী॥ তোহ্মাখো ব ৮
ড়ায়ি মোর হের পুটাঞ্জলী॥ ধ্রু॥ কাহ্নাঞিঁর বোলে কেহ্নে পাতসি কানে। কেহ্নে বা তাহার বোল কহ মোর থানে। ৩৭
তোহ্মা নিয়োজিল সাসুড়ী আহ্মা রাখিবারে.। তাহাত উচিত হএ হেনসি বেভারে॥ ২॥ রাখোআল কাহ্নাঞিঁ সে বড় আছিদর.। তা
হার বোলত কেহ্নে তোহ্মার আদর॥ তোহ্মাত আছএ যবেঁ রতি পতিআস.। আপণেই চল তবেঁ কাহ্নাঞিঁর পাশ॥ ৩॥ এভোঁহো



৩৮ক

চিন্তহ যবেঁ আহ্মার হিত.। কাহ্নের বচনে তবেঁ না দিহ চীত॥ মৌন করিআঁ দুহেঁ থাকি এক পাশে.। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥
ইত্যুক্তা রাধিকা মৌনমাস্থায় চিরমেকতঃ.। চকার বর্সাতিং নম্রবদনা বৃদ্ধয়াসহ॥ অথ পঞ্চশর ক্ষুণ্ণমনাঃ কৃষ্ণোমুনি ব্রতং। রাধায়াঙ্গী ৮
কৃতং মত্বা রভসাদিদমাহতাং[১]॥ কোড়ারাগঃ॥ একতালী.॥ হংস রএ সরোঅরে শুআহো পাঞ্জরে কুয়িলী সে নন্দনবনে.॥
একেঁ একেঁ সখিজন সহ্মাক বোলাইলোঁ না পাইলোঁ তোহ্মার বচনে॥ ১॥ বালি যাইবে ল আহ্মা উপেখিআঁ॥ এড়ি
তেঁ না ফুরে মন যৌবন দেখিআঁ॥ ধ্রু॥ সোনার কটুআ দুটি মাণিকে পুরাআঁ। নেত বসন তাত ওহাড়ন দিআঁ॥ আ ৮
হ্মা ভাণ্ডী লআঁ যাহ আমুল ভাণ্ডার.। কাঞ্চুলী ঘুচাআঁ লৈবোঁ তাহার বিবাচর[২]॥ ২॥ সংপুন পুনমী চাঁদ তোহ্মার বদন। কাঞ্চ হলদি যে
ন তোহ্মার বরণ॥ আকাইলেক কেশ তোর মুঠি এক মাঝা.। তোর রূপেঁ মোহো গেলা ত্রিদশের রাজা॥ ৩॥ তোর মুখে দেখি রাধা ৮

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : রভসাদিমাহতাম্।
২. 'বিবাচর' লিখে চ-এর মাত্রার উপরে ✓ চিহ্ন রয়েছে। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'বিচার'।

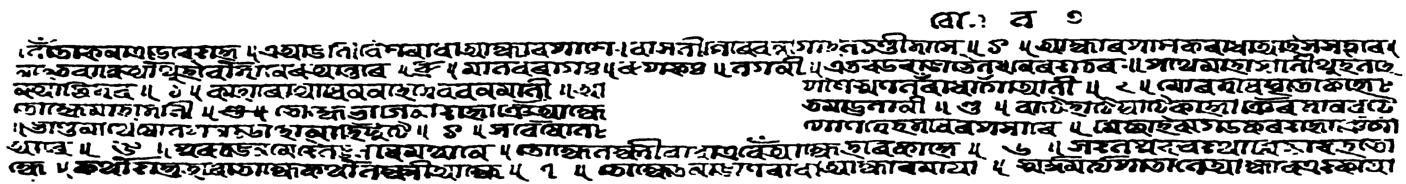


৩৮খ

খাণি এক হাস.। দেখোঁ দশনের যুতী চন্দ্র পরকাশ ॥ ছাড়হ বিমতী রাধা দেহ আলিঙ্গন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং
॥ লগনী ॥ আরে ভৈরবপতনে গাঅ গড়াহলি গিআঁ.। গঙ্গাজলে পৈস গলে কলসি বান্নিআঁ[1]. ॥ হেন যদি কর কাহ্নাঞিঁ আহ্মার বচনে.। তবে তোর হএ ৮
পাপ সাগরে মোচনে ॥ ১ ॥ বিচারিআঁ চাহ কাহ্নাঞিঁ আগম পুরাণে। কত পাপ হএ কৈলেঁ পরদার মনে ॥ ধ্রু ॥ তোর দুই
উরু রাধা ভৈরবপতনে.। নিকটে[2] থাকিতেঁ দূর জাইবোঁ কি[3] ৮ কারণে ॥ তোর দুঈ কুচকুম্ভ বান্ধি নিজ গলে.। বোল রাধা পৈসোঁ ৮
মো লাবণ্যগঙ্গাজলে ॥ ২ ॥ সুন সুবদনী রাধা আইহনের রাণী ॥ পাপের খণ্ডনবুধী আহ্মে ভালে[4] জাণী ॥ ধ্রু ॥ কিছু না বুঝসি কা ৩৮
হাঞিঁ ধরম বেবথা.। আন বুলিতেঁ আন পাতাস কথা ॥ বুঝিল কাহ্নাঞিঁ বুঝিল তোহ্মার মন.। তোহ্মা হেন পৃথিবীত নাহিক টেটন ॥ ৩ ॥
বিরোধ না কর কাহ্নাঞিঁ জাইতেঁ দেহ ঘর। বিহাণ আইলাহোঁ ভৈল তিঅজ পহর ॥ ধ্রু ॥ আহ্মার বচন রাধা সুন পরমান.। বিণি রতি পাই

•

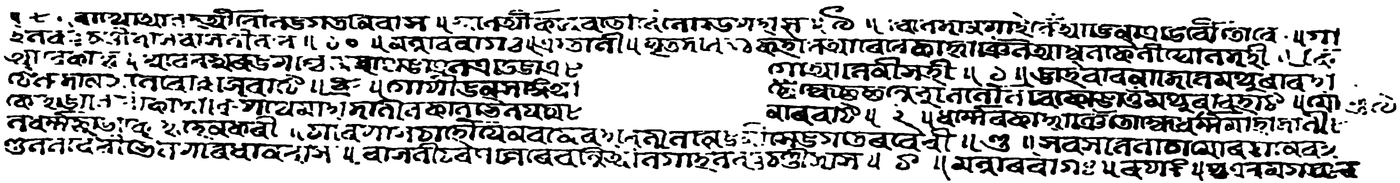
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : বান্ধিআঁ।
২. একটি এ-কার দিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে।
৩. এবপর ৮ চিহ্ন দিয়ে শব্দটির অপূর্ণতা বোঝানো হয়েছে। এর পর সূত্রগ্রন্থির ফাঁক এক ইঞ্চি। তার পর আবার লেখা সুরু হয়েছে।
৪. চিহ্ন দিয়ে মার্জিনের নীচে লেখা হয়েছে।



৩৯ক

লেঁ তোক না এড়িবে কাহ্ন॥ এআ জাণী বৈশ রাধা আম্মার পাশে.। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ আম্মার পাশক রাধা আইস সত্বরে। নহে ত বান্ধিআঁ থুইবোঁ দানের আন্তরে॥ ধ্রু॥ মালব রাগঃ॥ রূপকঃ॥ লগনী॥ এত বড় রাজা ভৈল ধনের কাতর.॥ পথে মাহাদাণী থুইল হে ন আছিদর॥ ১॥ কাহারো আধিন নহে দেব বনমালী॥ আপণে সুণ ল বোল[১] রাধা ল[২] গোআলী॥ ২॥ মোর দধি ঘৃতে কেহ্নে ৮ তোহ্মে মাহাদাণী॥[৩] তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞিঁ আহ্মো ত মাউলানী॥ ৩॥ বাটে হাটে ঘাটে কাহ্নাঞিঁর দান বটে ॥ ভাণ্ড মাথে ষোল পন কড়াহো নাহিঁ টুটে॥ ৪॥ সবেঁ ষোল ৮[৪] পোণ দেহ[৫] দধির পসারে॥ মিছাই ঝগড় কর কাহ্নাঞিঁ গো আরে॥ ৫॥ পুরুব জনমে কৈল জলধি মন্থানে॥ তোহ্মে লক্ষ্মী রাধা এবেঁ আহ্মো হরি কাহ্নে॥ ৬॥ সকল পুরুব কথা মিছা কহ তো হ্মো॥ কথাঁ কাহ্ন হরি তোহ্মো কথাঁ লক্ষ্মী আহ্মো॥ ৭॥ তোহ্মোত না জাণ রাধা আম্মার মায়া॥ স্বর্গমর্ত্য পাতালে আম্মার এক কায়া

১. মার্জিনের উপর চিহ্ন দিয়ে 'বোল'।
২. মার্জিনের উপর চিহ্ন দিয়ে 'ল'।
৩. এখানে ৩॥ লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।
৪. সূত্রগ্রন্থির ফাঁক রাখতে শব্দটি খণ্ডিত। বাকি অংশ গ্রন্থি ফাঁকের পর লিখিত। শব্দখণ্ডনেব চিহ্ন ৮ ব্যবহৃত হয়েছে।
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'হেন'।

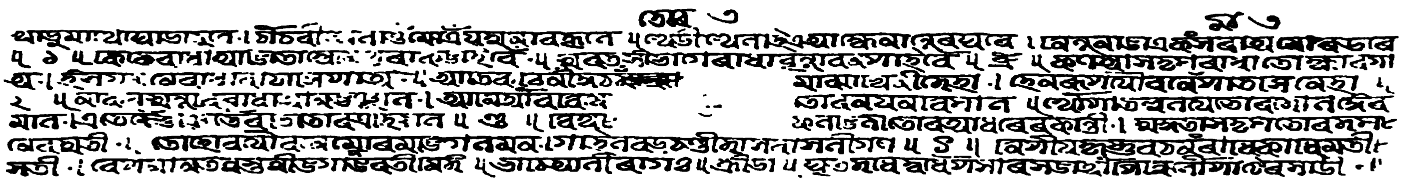


৩৯খ

॥ ৮ ॥ রাখোআল হআঁ বোল জগত নিবাস॥ সুনিআঁ করিব তোরেঁ লোক উপহাস॥ ৯ ॥ বিণিদান পাইলেঁ আজি না এড়িবোঁ তোরে.॥ গা
ইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥ ১০ ॥ মল্লাররাগঃ॥ একতালী॥ ঘৃত দধি নঠ কইলি আরেরে কাহ্নাঞিঁ ল[১] আম্বল কৈলী ঘোল দহী॥ কি
আরে কাহ্ন॥ পুবের সুরুজ পশ্চিমে আথ জাএ ল[২]। এড়ি জাএ ৮ গোআলিনী সহী॥ ১ ॥ জাইবার না দিলি মথুরার হা
টে ল.[৩]। দানছলে রোন্ধসি বাটে॥ ধ্রু॥ গোপীজন সঙ্গে আহ্মো[৪] ছছন্দে বুলিলোঁ ল বিকো জাওঁ মথুরার হাট॥ মো
কেহ্নে জাণিবোঁ কাহ্নাঞিঁ পথে মাহাদাণী ল কাল ভৈল যমু৮নার বাট॥ ২ ॥ ধর্ম্মের কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে ধর্ম্ম মাহাদানী ৮ ৩৯
ল ধর্ম্ম ছাড়ী কেহ্নে হেন করী.॥ চারিপাস চাহোঁ যেন বনের হরিণী ল নিজ মাঁসে জগতের বৈরী॥ ৩ ॥ সব[৫] সলি লাগে মোর কানের কু
গুল ল বৈরী ভৈল পরিধান বাস॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল গাইল বড়ু চণ্ডীদাস॥ ৪ ॥ মল্লাররাগঃ॥ রূপকং॥ পএর মগর[৬]

১. বসন্তরঞ্জন এখানে লাইন শেষ করেছেন।
২. বসন্তরঞ্জন এখানে দাঁড়ি দিয়ে লাইন শেষ করেছেন।
৩. পুথিতে . চিহ্ন দিয়ে যতি বোঝানো হয়েছে। বসন্তবঞ্জনের পাঠে এখানে দাঁড়ি দিয়ে লাইন শেষ করেছেন।
৪. 'আ'-এর পর 'হে' লিখে কেটে দেওয়া হযেছে। তারপব 'হ্মো' লেখা হয়েছে।
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'সর'।
৬. পুথিতে 'মগর ৮' লিখে 'র ৮' কেটে পরে 'র' লেখা হয়েছে।

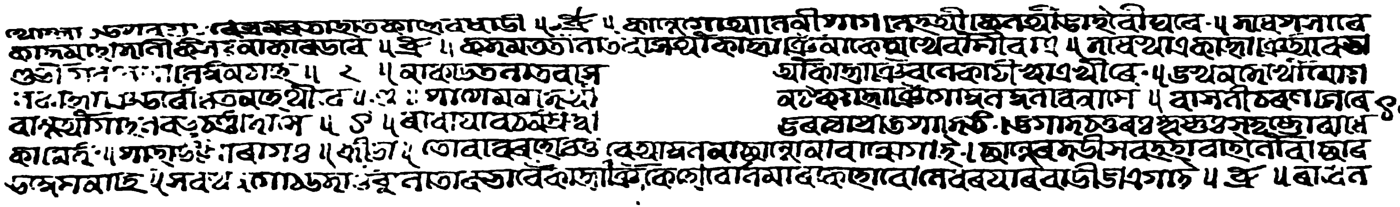
অথ দানখণ্ডঃ



৪০ক

খাড়ু মাথে ঘোড়া চুলে.। চাঁচরী খেলাওঁ মোএঁ যমুনার কূলে॥ খেড়ী খেলাইএ আহ্মে নান্দের ঘরে। নিন্দ না জাএ কংস রাঅ মোর ডরে ॥ ১ ॥ কি কে রাধা আজি তোহ্মে মথুরাক জাইবেঁ.॥ সুরত সংভোগে রাধা বৃন্দাবন পাইবেঁ॥ ধ্রু॥ কণআ সদৃশ রাধা তোহ্মার গাঅ.। হংসগমনে রাধা বাঢ়াসি পাঅ.॥ আতি কঠিন[১] কুচ তোর[২] মাঝা খিনী দেহা.। হেনরূপযৌবনেঁ না[৩] পাতসি নেহা॥ ২॥ না কর সুন্দরি রাধা আন[৪] জঞ্জাল.। আমিআঁ বরিষে তোর নয়ন বিশাল॥ খোঁপাত লুলয়ে তোর দোলঙ্গের মাল.। এতেকেঁ ভুঞ্জিতেঁ রতি তোর এহি কাল॥ ৩॥ বিম্ব ৮ ফল জিণী তোর আধরের কান্তী.। মুকুতাসদৃশ তোর দশ ৮ নের যুতী.॥ তোহোর যৌবনে মোর মজি গেল মন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥ নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী ৮ সতী.। বেপমানতনুস্তন্নী[৫] জগাদ[৬]জরতীমিদং॥ ভাঠিআলী রাগঃ॥ ক্রীড়া॥ ঘৃত দধি দুধেঁ পসার সজাআঁ পিন্ধিলোঁ পাটের সাড়ী.॥

১. ‘কঠিনী’ লিখে ঈ-কার কেটে দেওয়া হয়েছে।
২. ‘মাঝা’ লিখে কেটে দিয়ে মার্জিনেব উপরে ‘তোর’ লেখা হয়েছে।
৩. ‘না’ চিহ্নিত করে মার্জিনের উপরে লেখা হযেছে।
৪. পুথিতে ‘আন’, বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ : ‘আন’। এই সংশোধন অনাবশ্যক বোধ হয়।
৫. কোথাও ‘ন্বী’ কোথাও ‘ন্নী’ বানান লেখা হয়েছে। মূল বানান অনুসৃত হল এখানে।
৬. ‘জগাদ’-এর ‘দ’ তোলাপাঠে লাইনের উপরে লিখিত।

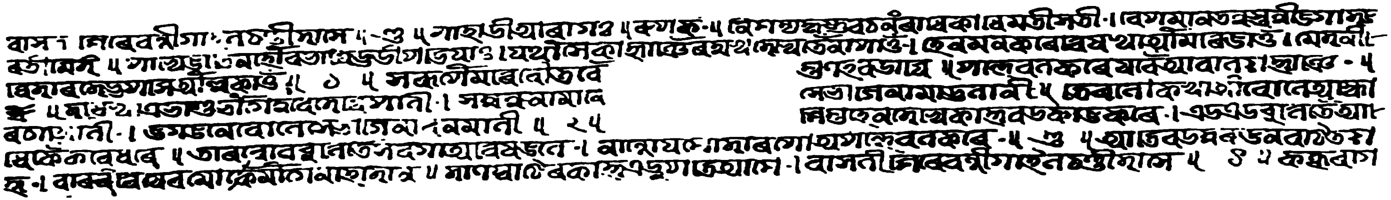


৪০খ

খোম্পাত উপর গুজরে ভ্রমর তাহাত কাহ্নের ধাড়ী ॥ ধ্রু ॥ কান্দে গোআলিনী পাগলি হআঁ কি লআঁ জাইবোঁ ঘরে. ॥ দধি পসারে কাহ্ন মাহাদাণী কংসক না করে ডরে ॥ ধ্রু ॥ কদমতলাত[১] বসিআঁ কাহ্নাঞিঁ নাকে মুখে বাঁশী বাএ ॥ দধি খাএ কাহ্নাঞিঁ আর ভা গু ভাঁগ[২] বলে আলিঙ্গন চাহে ॥ ২ ॥ না কড়ি তলাত বসিআঁ কাহ্নাঞিঁ বলে কাঢ়ী খাএ খীরে. ॥ জখন দেখোঁ মো কা ল কাহ্নাঞিঁ ডরেঁ চিত নহে থীরে ॥ ৩ ॥ পাপে মন দিআঁ নটক কাহ্নাঞিঁ গোকুল কুল বিনাশে ॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং. । জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণ সতৃষ্ণো রাধি ৪০
কামিদং. ॥ পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল না ছান্দো না বান্ধো গাই. । ছান্দের দড়ী সবহ হারাইলোঁ বাছার উদ্দেশ নাহিঁ ॥ সব খন গোঠ উদাওঁ বুলে তোর ভাবেঁ কাহ্নাঞিঁ ।[৩] কেহো বোলে[৪] মার কেহো বোলে ধর যার বাড়ী জাএ গাই. ॥ ধ্রু ॥ রাধে ল

[৪১ক, খ-এর পাতাটি নেই]

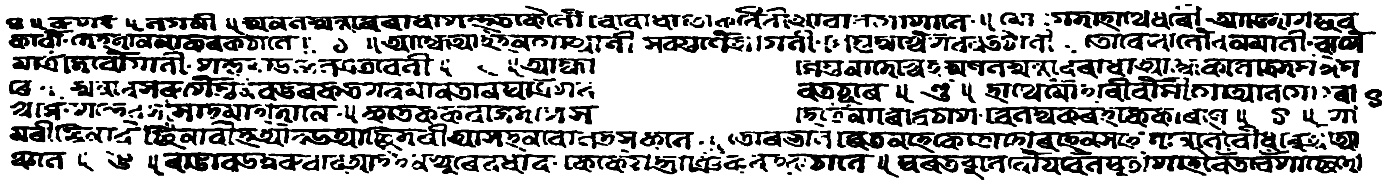
১. 'কদমততালাত' লিখে মাঝের 'তা' কেটে দেওয়া হয়েছে।
২. বসন্তরঞ্জনেব পাঠ : ভাঁগে।
৩. দাঁড়ি চিহ্ন লিখতে ভুলে গিযেছিলেন। পরে ছোট কবে নীচে লিখেছেন।
৪. এ-কার লিখতে ভুলে গিয়েছিলেন। পরে ছোট করে মাত্রাব উপরে লিখেছেন।



৪২ক

বাসলীশিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৩॥ পাহাড়ীআ রাগঃ॥ রূপকং॥ নিশম্য কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতীসতী.। বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জ
রতীমিদং॥ পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ। যথাঁসে কাহ্নাঞিঁর মুখ দেখিতেঁ না পাওঁ.॥ হেন মন করে বিষ খাআঁ মরি জাওঁ। মেদনী ৮
বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥ ১॥ সরূপেঁ মরিবোঁ তবেঁ শুণহ বড়ায়ি॥ পম্থে বল করে যবেঁ আবাল কাহ্নাঞিঁ.॥
ধ্রু॰॥ দধি খাএ ভাণ্ড ভাঁগে দুধে দেয়ি পাণী.। সম্বন্ধ না মানে সে ভাগিনা মাউলানী॥ তিন লোক খাআঁ বোলে আম্মা
র গোআলী.। জগজনে বোলে সে ভাগিনা বনমালী॥ ২॥ শিশু হেন দেখি কাহ্ন বড় কাজ করে.। এড় এড় বুলিতেঁ আ
ধিকেঁ করে ধরে॥ তার বোল বুলিতেঁ সব গাঅ বিষ জলে.। নান্দো যশোদার পোঅ পম্থে বল করে.॥ ৩॥ আতি বড় দুরজন বাটত কা
হ্ন.। বার বরিষের মোকেঁ মাঁগে মাহাদান॥ দাণঘাটের কাহ্ন এড়ু পতিআশে.। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ কহ্নু[১] রাগ

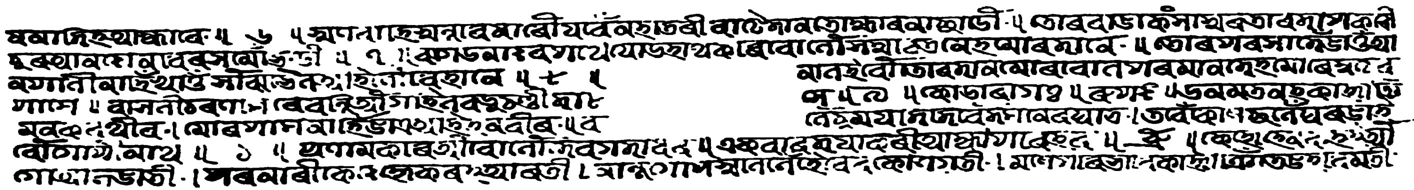
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : কহ্নুরাগ।



৪২খ

ঃ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ সুন ল সুন্দরী রাধা পন্থত কৈলোঁ বিরোধা তোক বৈরী আবাল গোপালে.॥ মোএঁ গদা হাথে ধরোঁ আজি দাপ চূর[১]
করোঁ. দেহ দান না কর কচালে.[২] ॥ ১ ॥ আহ্মে আইহন গোআলী. সব গুণেঁ আগলী. শিশুমুখে পরবত টালী.॥ তোরে বোলোঁ বনমালী. বাপেঁ
মাএঁ দিবোঁ গালী. পন্থ ছাড় ভৈল এত বেলী॥ ২ ॥ আহ্মা শিশু না দেখিহ সুণ ল সুন্দরি রাধা আহ্মে কলি ত্রিদশ ঈশ[৩]
রে.॥ সুন্দরি সরুপেঁ[৪] শুন বজর কত পরমান তার ঘাএঁ পরবত চূরে॥ ৩॥ হাথে মৌহারী বাঁশী গোআল গোঠ রা
খসি. পন্থে বসী সাহ মাহাদানে.॥ কতেক করসি দাপ সহিতেঁ নারিবি চাপ. বিলম্ব করহ কি কারণে॥ ৪ ॥ পা ৪২
মরী নারী[৫] ছিনারী হআঁ বড় আছিদরী আসহন বোলহ সকলে.॥ তোর ভাল রিত নহে কে তোহোর হেন সহে দান লৈবোঁ ধরিআঁ আ
ঞ্চলে॥ ৫ ॥ রাজা বড় দুরুবার আইহন খুরের ধার. কিকে কাহ্নাঞিঁ করহ কচালে॥ ঘরত বুলিবোঁ যবেঁ লঘুতা পাইবেঁ তবেঁ পাছে দো

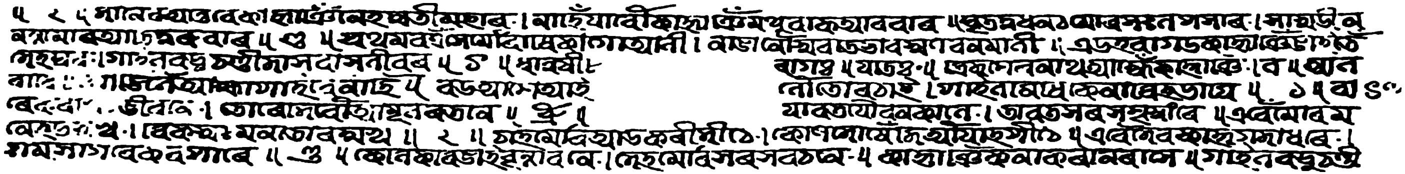
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : চূর।
২. পুথিতে এখানে কয়েকটি ত্রিপদীবন্ধে পদযতি বোঝাতে . বিন্দুচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও আবার প্রথম দুটি পদের পর বিন্দুচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : ঈশ্বরে।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : সরূপেঁ।
৫. পুথিতে ‘ছিনারী’ লিখে ‘ছি’ কাটা রয়েছে।



৪৩ক

য না দিহ আহ্মারে.॥ ৬॥ সুণ রাহি[১] সুন্দরি মারোঁ যবেঁ নহ তিরী বাটে দান তোহ্মার না ছাড়োঁ.॥ তোর রাজা কংসাসুর তার দাপ করোঁ চুর আন কোন বির সমেঁ ভিড়োঁ॥ ৭॥ ঝগড় না কর পথে যোড় হাথ করি বোলোঁ সমুচিত নেহ মোর দানে.॥ তোর পরসাদেঁ জাওঁ আ ন পাণী নাহিঁ খাওঁ সাঁঝ ভৈল আইলোঁ বিহানে॥ ৮॥ না লইবোঁ তোর দান মোর বোল পরমান দেহ মোরে কুচের পাশে। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদা৮সে॥ ৯॥ কোড়ারাগঃ॥ রূপকং॥ উনমত নহ কাহ্নাঞিঁ মন কর থীর.। মোর পাশ[২] নাহিঁ জাএ আইহন বীর.॥ বলেঁ চুম যদি দিবেঁ দশনের ঘাত.। তবেঁ কোণ ছলেঁ ঘর জাই বোঁ গোপীনাথ॥ ১॥ প্রণাম করিআঁ বোলোঁ দেব গদাধর॥ একবার দয়া করী আহ্মা পরিহর॥ ধ্রু॥ কেহ্নে হেন কহইআঁ[৩] গোআল জাতী.। পর নারীকে কেহ্নে করহ আরতী। নান্দগোপ সুণিলেঁ হৈবের কোণ গতী.। মণে পরিভাবি কাহ্নাঞিঁ তেজহ বিমতী.

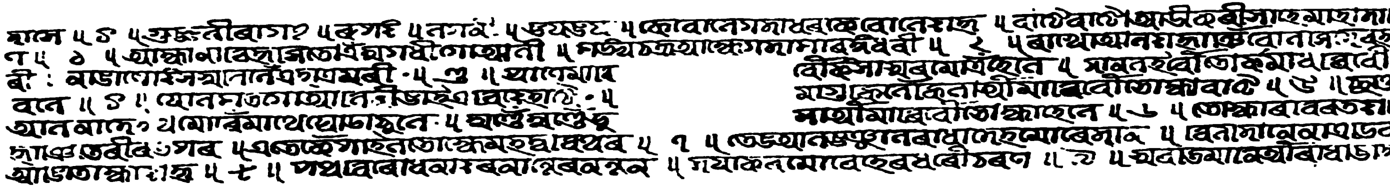
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : বাহি ল সুন্দরি।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : পরশে।
৩. বসন্তরঞ্জনেব পাঠ : কহ হআঁ। 'হ' এর উপব ই-এর ইলেক্ ভুলক্রমে পড়েছে, মনে হয।



৪৩খ

॥ ২ ॥ দানের আন্তরে কাহ্নাঞিঁ নেহ মুতীম হার.। নাহিঁ যাবোঁ কাহ্নাঞিঁ মথুরাক আরবার ॥ ঘৃত দুধ নঠ মোর সকল পসার.। সাসুড়ী ন
নন্দ মোর আতি দুরুবার ॥ ৩ ॥ প্রথম বএঁসে মোঁ রাধিকা গোআলী.। না জানোঁ সুরতি ভাব সুণ বনমালী ॥ এড়হ বাগড় কাহ্নাঞিঁ জাইতেঁ
দেহ ঘর.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ৪ ॥ ধানুষী ৮ রাগঃ ॥ যতিঃ ॥ ত্রিদশের নাথ আহ্মোঁ কাহ্নাঞিঁ.। ল ॥ আল
রাধে ॥ খোজিলেঁ আহ্মা পাইবে নাহিঁ ॥ বড় আশে আইলোঁ তোর ঠাই : পাইল নিধি কে না বিহড়ায়ি ॥ ১ ॥ বা
রেক রাখহ জীবনে.। তোরে দিবোঁ আমূল রতনে ॥ ধ্রু ॥ যাবত যৌবন কালে.। তাবত সরস শৃঙ্গারে ॥ এবেঁ মোর ম ৪৩
নে হউ সুখ.। বিকসু কমন[১] তোর মুখ ॥ ২ ॥ চাহ মোরে[২] আড় করী দীঠে। কোণ দোষেঁ দিআঁ যাহ পীঠে ॥ এবেঁ দৈব কাহ্ন গদাধরে.।
কামসাগরে কর পারে ॥ ৩ ॥ কেলি করি জাই বৃন্দাবনে.। দেহ মোর সরস বচনে. ॥ কাহ্নাঞিঁক না কর নিরাসে ॥ গাইল বড়ু চণ্ডী

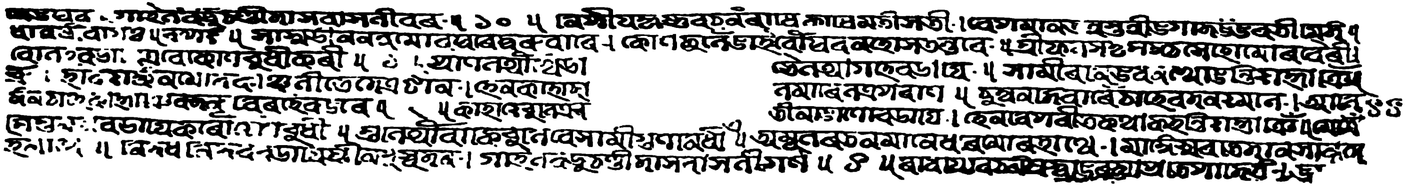
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : কমল।
২. এ-কার 'র'-এর মাথায় লিখিত।



৪৪ক

দাসে ॥ ৪ ॥ গুজ্জরী রাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ জয়জয় ॥ 'কে বোলে গদাধর কে বোলে কাহ্ন ॥ বাটে বাটোআড়ী করী সাহে মাহাদা ৮
ণ ॥ ১ ॥ আহ্মা না চিহ্নসি তোএঁ মুগধী গোআলী ॥ শঙ্খ চক্র আহ্মে গদা শারঙ্গ ধরী ॥ ২ ॥ রাখোআল কাহ্নাঞিঁ বোলসি দেব হ
রী। না জাণো কংস সুণিলেঁ এহাএ মরী. ॥ ৩ ॥ প্রাণে মারিবোঁ কংসাসুর মোএঁ হেলে ॥ দান লইবোঁ তোক মো[১] ধরিবোঁ
বলে ॥ ৪ ॥ ষোলশত গোআলিনী জাইএ বিকে হাটে. ॥ মাগুকিলেঁ কিলাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা বাটে ॥ ৫ ॥ ছাও
আল না দেখ[২] মোরেঁ মাথে ঘোড়াচুলে. । মুণ্ডেঁ মুণ্ডেঁ ডুসাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা হেলে ॥ ৬ ॥ তোহ্মার বিরত কা ৮
হ্নাঞিঁ তিরীর উপর ॥ এতেকেঁ পাইল তোহ্মে মহত্ব বিথর ॥ ৭ ॥ তেজ আল জঞ্জাল রাধা দেহ মোরে দান ॥ বিণী দানে না এড়িব
আজি তোহ্মা কাহ্ন ॥ ৮ ॥ পথ বিরোধ না কর নান্দের নন্দন ॥ দয়া কর মোরে হের ধরোঁ চরণ ॥ ৯ ॥ সুরতি মানিআঁ রাধা জাহা

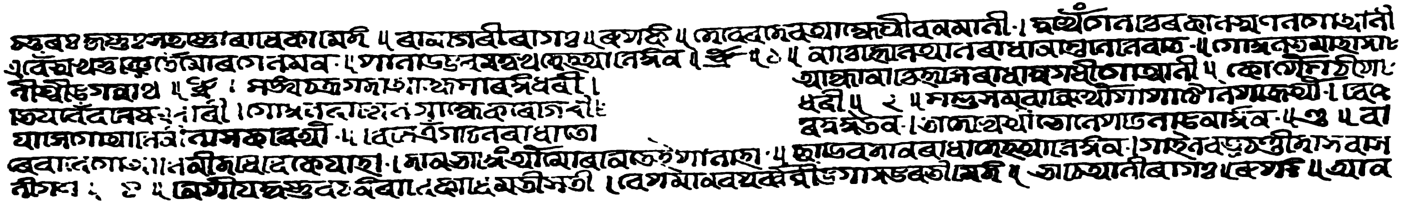
১. 'মো'-এর ং-চিহ্ন উপরে লিখিত।
২. 'দে'-এর পর কোনো বর্ণ লিখতে গিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে।



৪৪খ

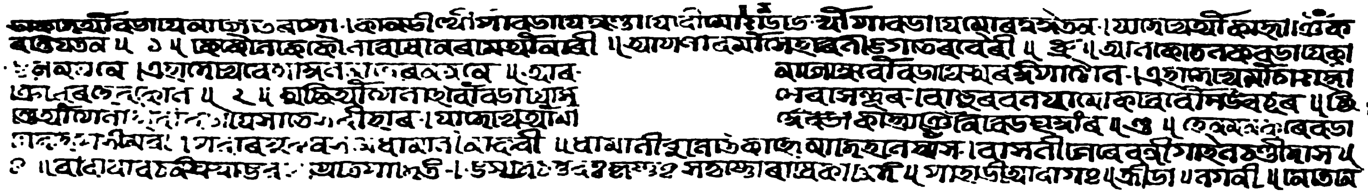
নিজ ঘর। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর.॥ ১০॥ নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী.। বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতী[1]মিদং॥
ধানুষী রাগঃ॥ রূপকং॥ সাসুড়ী ননন্দ মোর ঘরে দুরুবারে.। কোণ ছলেঁ জাইবোঁ ঘরে নহোঁ সতন্তরে.॥ শ্রীফলসদৃশ কুচ সেহো মোর বৈরী.।
বোলহ বড়ায়ি এবেঁ কোণ বুধী করী॥ ১॥ প্রাণ লআঁ খেড়া ভৈল আগ হে বড়ায়ি.॥ সামীর নিজ ধন খোজন্তি কাহ্নাঞিঁ॥
ধ্রু॥ হার কাঙ্কন মোর কাঞ্চুলীতে দেএ টান.। হেনক হোছাল মারে লএ পরাণ.॥ চুম্বন দিবারেঁ চাহে বদনকমলে.। আলি ৪৪
ঙ্গন চাহে কাহ্নাঞিঁ[2] বিরহের জরে॥ ২॥ কাহাকে বুলিএ রতী না জাণো বড়ায়ি.। হেন বিপরীত কথা কহন্তি কাহ্নাঞিঁ॥ মোএঁ
শিশুমতী বড়ায়ি করোঁ কোণ বুধী॥ শুণিআঁ কি বুলিবে সামী গুণনিধী॥ ৩[3]॥ অমূল রতন মানে ধরে মোর হাথে.। মাঙ্গে সুরতি দান সান দে
ই মাথে॥ নিষধ নিষধ বড়ায়ি শ্রীমধুসূদন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং.। জগাদ[4]

১. 'জজরতী' লিখে প্রথম 'জ' কেটে দেওয়া হয়েছে।
২. এখানে 'বদন' লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।
৩. '৩' অঙ্কটি লাইনের উপরে তুলে লিখিত।
৪. এখানে পাঠ অস্পষ্ট। বসন্তরঞ্জনের পাঠ গৃহীত হল।



৪৫ক

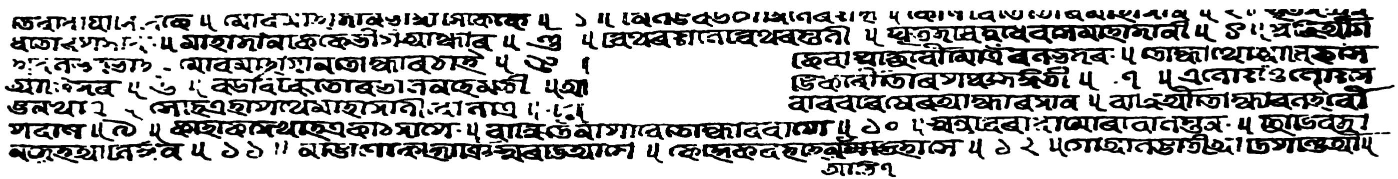
চতুরঃ কৃষ্ণ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥ রামগিরী রাগঃ ॥ রূপকং ॥ দেবের দেব আহ্মো শ্রীবনমালী.। দুখেঁ গেল চিরকাল সুণ ল গোআলী
এবেঁ সুখ ভুঞ্জিতেঁ মোর গেল মন.॥ পালাউ জরম দুখ দেহ আলিঙ্গন ॥ ধ্রু ॥ ১ ॥ না চিহ্নিলি আল রাধা না শুনিলি বাত.॥ গোকুলত মাহাদা ৮
নী শ্রীজগন্নাথ ॥ ধ্রু ॥ শঙ্খ চক্র গদা আহ্মো শারঙ্গ ধরী.। আহ্মা না চিহ্নসি রাধা মুগধী গোআলী ॥ কোপেঁ শচীপ ৮
তি যবেঁ বরিষএ বারী.। গোকুল রাখিল আহ্মো করে গিরী ৮ ধরী ॥ ২ ॥ শম্ভুসম বান্ধি খোঁপা পাটোল পহ্নিআঁ.। বিকে
যাসি গোআলিনী লাস করিআঁ.॥ বিধিএঁ গঢ়িল রাধা তোর দুঈ তন.। তা দেখিআঁ ভোলে পড়িলা জনার্দ্দন.॥ ৩ ॥ বা
রে বারে গোআলিনী দধি বিকে যাহা.। দান ভাঙ্গিআ মোর নিতেই পালাহা.॥ ছাড়িব দান রাধা দেহ আলিঙ্গন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাস
লী গণ ॥ ৪ ॥ নিপীয় কৃষ্ণ বচনং রাধিকাধিমতীসতী। বেপমানবপূর্ব্বল্লী জগাদ জরতীমিদং ॥ ভাঠিআলী রাগঃ ॥ রূপকং ॥ আন



৪৫খ

ডাক দিআঁ বড়ায়ি নাপিতের পো.। কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবোঁ মো॥[১] কান[২]ড়ড়েঃ খোঁপা[২] বড়ায়ি মোর দুঈ তন.। যা দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ ক
রন্তি যতন॥ ১॥ কি কৈলা কি কৈলা বিধি নিরমিআঁ নারী॥ আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী॥ ধ্রু॥ আলকে তিলক বড়ায়ি কা
জল নয়নে। এহা দেখি বেআকুল নান্দের নন্দনে॥ আর না পিন্ধিবোঁ বড়ায়ি সুরঙ্গ পাটোল.। এহা দেখি মাঁগে কাহ্না
ঞিঁ বিরহের কোল॥ ২॥ মুছিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সিসের সিন্দুর.। বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর॥ ছি
ণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সাতেসরী হার.। যা দেখিআঁ মাঙ্গে কাহ্নাঞিঁ[৩] নিবিড় শৃঙ্গার॥ ৩॥ হেন মন করে বড়া ৪৫
য়ি দহে পৈসী মরী.। পরার পুরুষ সমেঁ ধামালী না করী॥ ধামালী বুলিতেঁ কাহ্নে না দিহলি আস.। বাসলীশিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥
৪॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং.। জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥ পাহাড়ীআ রাগঃ॥ ক্রীড়া লগনী॥ নিতি নি

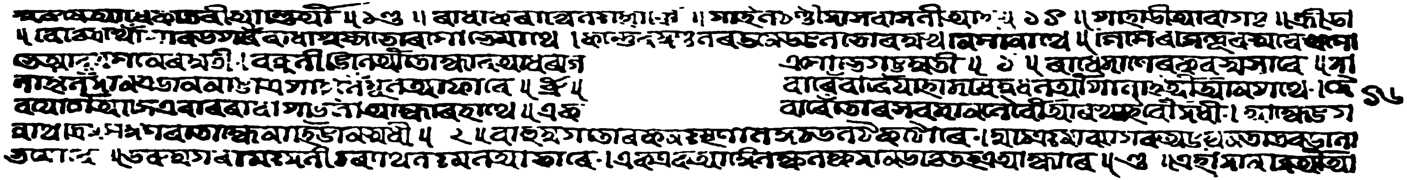
১. দুই দাঁড়ি চিহ্ন মার্জিনের উপরে।
২. 'ন' বর্ণটি মার্জিনের উপরে। 'কানড়ড়ে খোঁপা' মূল পাঠ। বসন্তরঞ্জন ' শ্রীফল যোড়' পাঠ দিয়ে টীকায় লিখেছেন 'পুথিতে কানড়ি খোঁপা'। কিন্তু মূল পাঠ থাকাতেও অর্থহানি হয় না। সেখানে শ্লোকটির অর্থ হয়, 'কানড়া খোপা এবং বড়াই, মোর দুই তন। যা দেখে কানাই করে যতন।
৩. 'বড়া' লিখে কেটে 'কাহ্নাঞিঁ' লেখা হয়েছে।



৪৬ক

তি রাধা যাসি বিকে॥[১] মোর মাহাদান ভাঙ্গাসি কিকে॥ ১॥ নিলজ বড় গোকুলের কাহ্ন॥ কোণ বিতে তোর মাহাদান॥ ২॥ ঘৃত দধি দুধ তোর পসার.॥ মাহাদান কিকে ভাঁগ আহ্মার॥ ৩॥ বিথর কালে বিথর গুণী॥ ঘৃত দধি দুধে বসে মাহাদানী॥ ৪॥ পুছিআঁ চাহা বলভদ্র ভাই॥ মোর মাহাদান তোহ্মার ঠাই॥ ৫॥ কি বা পুছিবোঁ মোএঁ বলভদর.॥ তোহ্মাথো আধিক সে আছিদর॥ ৬॥ বড়ার ঝি তোর ভাল নহে মতী.॥ আজি করোঁ তোর পঞ্চ সঙ্গতী॥ ৭॥ এ লোক[২] ও লোক সে[৩] জন খাএ॥ সেহি এহা পথে মাহাদাণী বোলাএ॥ ৮॥ বার বরিষের আহ্মার দান॥ বান্ধিআঁ তোহ্মার লইবোঁ পরাণ॥ ৯॥ কাহাক দেখাহ এ কাঠদাপে॥ বান্ধিতেঁ না পারে তোহ্মার বাপে॥ ১০॥ সুন্দরি রাধা মোর বোল শুন.॥ ছাড়িব দান দেহ আলিঙ্গন॥ ১১॥ না জাণো কাহ্নাঞিঁ সুরতি আশে॥ কেহ্নে করহ হেন আভিহাসে[৪]॥ ১২॥ গোআল জাতী আতি পণ্ডিআঁ॥

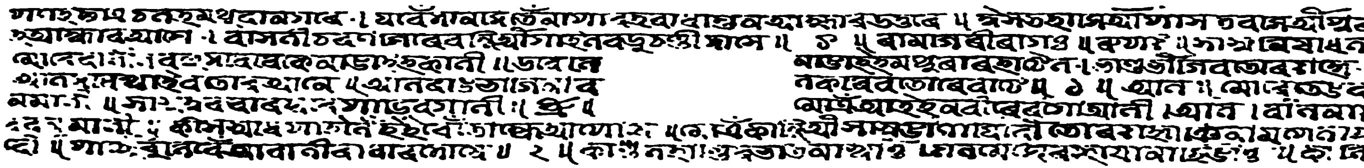
১. পুথিতে প্রতি শ্লোকার্ধশেষে দুই দাঁড়ি দেওয়া হয়েছে। বসন্তরঞ্জন শ্লোকার্ধশেষে এক দাঁড়ি, পূর্ণ শ্লোক শেষে দুই দাঁড়ি দিয়েছেন।
২. এ-কার দিয়ে কাটা।
৩. পুথিতে ‘সে’। বসন্তরঞ্জন ‘যে’ পাঠ দিয়েছেন ; ‘সে’ পাঠ থাকলেও বিশেষ অর্থহানি ঘটে না।
৪. পুথিতে ‘পড়িহাসে’ লিখে ‘পড়ি’ কেটে নীচের মার্জিনে ‘আভি’ লেখা হয়েছে! সম্ভবত ‘অভিলাসে’ পাঠ লেখার ইচ্ছা ছিল।



৪৬খ

পুরুষে আধিক তিরী আণ্ডিআ[১] ॥ ১৩ ॥ রাধাক রাখিল কাহ্নাঞিঁ ॥ গাইল চণ্ডীদাস বাসলীআই ॥ ১৪ ॥ পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া
॥ বিচিত্র খোঁপার উপরেঁ রাধা পুষ্প তোর শোভে মাথে। কন্তের[২] কুণ্ডল রতনে উজল তোর মুখ নিশানাথে॥ শিশের সিন্দূর সুরেখ শো
ভে আর দশনের যূতী.। বন্ধুলী জিণিআঁ তোহ্মার আধর গিএ শোভে গজমুতী॥ ১ ॥ রাধে দাণের কর সুসারে॥ পা
লাইলেঁ দান এড়ান না জাএ পাইলেঁ মূল আফারে॥ ধ্রু॥ বারেঁ বারেঁ যাহা দধি দুধ লআঁ পালাইআঁ আনপথে.। দৈ ৪৬
ব যোগে আসি এবার রাধা পড়িলা আহ্মার হাথে॥ এক বারেঁ তোর সব দান লৈবোঁ আর খাইবোঁ দধী.। আহ্মে জগ
ন্নাথ ত্রিদশ ঈশর তোহ্মে নাহিঁ জান সুধী॥ ২ ॥ বাহুযুগ তোর কণকমৃণাল কুচ উলট কটোরে.। মুঠি এক মাঝা গরুঅ জঘন তাত বড় লো
ভ মোরে॥ উরুযুগ রামকদলী চরণ থলকমল আকারে.। এক এক আঙ্গে লক্ষ লক্ষ দান উচিত হএ আহ্মারে॥ ৩ ॥ এহা দান দিআঁ আ

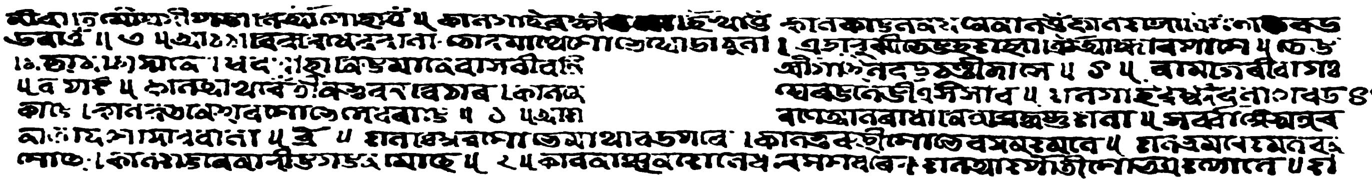
১. পুথিতে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে কাটা।
২. পুথিতে 'কন্তের'। বসন্তরঞ্জন 'কণ্ণেব' পাঠ দিয়েছেন। 'কণ্ণেব' পাঠ সঠিক মনে হয়।



৪৭ক

পণ ইছাএ চলহ মথুরা নগরে.। যবেঁ দান দিতেঁ না পারই রাধা শুন আহ্মার উত্তরে॥ ঈসত হাসিআঁ পাসত বসিআঁ পুর
হ আহ্মার আশে.। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ রামগিরী রাগঃ॥ রূপকং॥ সাসু নিষধিল ৮
মোরে বালী ল বহু দধি বিকে না জাইহ কালী॥ উ বেলি না জাইহ মথুরার হাটে ল.। ভাণ্ড ভাঁগিব তোর কাহ্নে.।
আল দধি খাইব তোর থানে॥ আল রাজভাগিনা বল করিব তোরে বাটে॥ ১॥ আল॥ মোরে তেজ ব
নমালী॥ সাসু দুরবার[1] ঘরে পাড়িব গালী॥ ধ্রুং॥ মোএঁ আইহন বীরের গোআলী। আল। বল[2] না ক
র বনমালী॥ কংসে সুধি পাইলেঁ হইবেঁ তোহ্মে আপোদে॥ মোএঁ কান্দিআঁ সাসু জাণায়িবোঁ তোর কাহ্নাঞিঁ নাম পেলাই
বোঁ॥ পাছেঁ বুলিবেঁ আবালী রাধার দোষে॥ ২॥ কাল হাণ্ডির ভাত না খাওঁ। কাল মেঘের ছায়া নাহিঁ জাওঁ॥ কালি

১. পুথিতে 'দুরবার'। বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'দুরুবার'।
২. পুথিতে 'বাল' লিখে আ-কার কাটা।

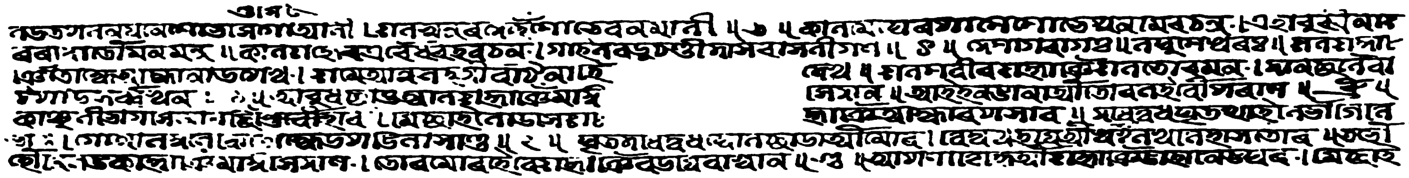


৪৭খ

নী রাতি মোঁ প্রদীপ জালিআঁ পোহাওঁ॥ কাল গাইর ক্ষীর নাহি[১] খাওঁ[২] কাল কাজল নয়নে না লওঁ[৩] কাল কাহ্নাঞিঁ তোক[৪] বড় ডরাওঁ॥ ৩॥ আঠ চারি বরিষের বালা.[৫] তোর মাথে শোভে ঘোড়াচুলা। এহা বুঝী তেজহ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার পাশে॥ তেজ মিছা মাহাদানে। ঘর যাহা নিজ মানে বাসলী বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ রামগিরী রাগঃ

॥ রূপকং॥ কাল আখরেঁ তীন ভুবন বিচার। কাল মেঘের জলে জীএ সংসার॥ কাল গাইর ক্ষীর লাগে বড় কাজে। কাল রতনে হার শোভে দেবরাজে॥ ১॥ আকারণে আল রাধা নিন্দসি কৃষ্ণ কালা॥ সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর ৪৭
নান্দো যশোদার বালা॥ ধ্রু॥ কাল চিকুর শোভে মাথার উপরে। কাল ভুরুহী শোভে বদনকমলে॥ কাল ভ্রমরে কমলবন শোভে.। কাল কাজনে[৬] নারী জগজন মোহে॥ ২॥ কাল নাঞ্ছন[৭] কোলে ধরে শশধরে.। কাল আক[৮] পাঁতী শোভএ কপোলে॥ কা

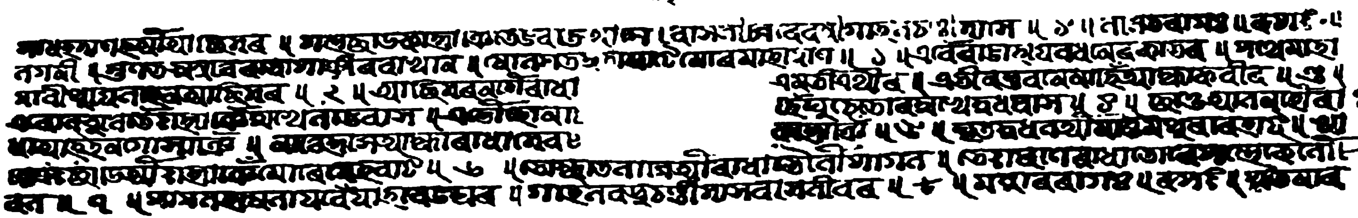
১. 'ক্ষীর নাহি'-এর 'র না' কালি পড়ে অস্পষ্ট। বসন্তবঞ্জনের পাঠ নেওয়া হল।
২. বসন্তরঞ্জন এখানে দাঁড়িচিহ্ন দিয়েছেন।
৩. বসন্তরঞ্জন এখানে দাঁড়িচিহ্ন দিয়েছেন।
৪. 'তোক'-এর 'ক' কালিতে অস্পষ্ট। বসন্তরঞ্জনের পাঠ নেওয়া হল।
৫. বসন্তরঞ্জন এখানে দাঁড়ি চিহ্ন দিয়েছেন।
৬. পুথিতে 'কাজনে'। বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'কাজলে'। এটিই সংগততর পাঠ।
৭. বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'লাঞ্ছন'। ত্রুটিসঙ্গত পাঠ।
৮. পুথিতে 'আক'। বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'আলক'। এটি সংগততর পাঠ।'



৪৮ক

ল উতপল নয়নে শোভসি গোআলী। কাল সুন্দর দেহেঁ শোভে বনমালী॥ ৩॥ কাল মেঘের পাশে শোভে পুনমির চন্দ.। এহা বুঝী না ক
র রাধা তোঁ মন মন্দ॥ কাল কাহ্নের এবেঁ ধরহ বচন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪.॥ দেশাগ রাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥ কাল কাহ্না ৮
ঞিঁ তোহ্মে আহ্মা না উপেখ.। কামে আন্ধল হআঁ বাট নাহিঁ দেখ॥ কাল শরীর কাহ্নাঞিঁ কাল তোর মন.। দানছলেঁ বা
ট পাড় সর্ব্বখন॥ ১॥ আবুধ ছাওআল কাহ্নাঞিঁ মাঙ্গসি দান॥ আইহন জানাআঁ তোর লইবোঁ পরাণ॥ ধ্রু॥
কাঞ্চুলী ভাঁগসি আল ছিণ্ডসি[১] হার। মিছাই লোড়সি কাহ্নাঞিঁ আহ্মার পসার॥ দধি দুধ ঘৃত খাইলি ভাঁগিলি
ভাণ্ড। গোআলকুলে কি তোহ্মে উপজিলা সাণ্ড॥ ২॥ ঘৃত দধি দুধঘোল ছাড়াআঁ মোর.। বিমুখ হয়িআঁ খলখলি[২] হাস তোর॥ তভোঁ
হোঁ নিলজ কাহ্নাঞিঁ মাঙ্গসি দাণ.। তোর মোর হৈবে কাহ্নাঞিঁ বড়য়ি বাখান॥ ৩॥ আপণা চিহ্নিআঁ কাহ্নাঞিঁ জাহা নিজ ঘর.। মিছাই

১. পুথিতে 'ছিণ্ডিবোঁ' লিখে 'ণ্ডিবোঁ' কেটে মার্জিনেব উপবে 'ণ্ডসি ৫' লেখা। ৫ পঞ্চম লাইনজ্ঞাপক।
২. পুথিতে প্রথম 'খ'-এর পর একটি 'খ' লিখতে গিয়ে কেটে দিয়ে 'ল' লেখা।



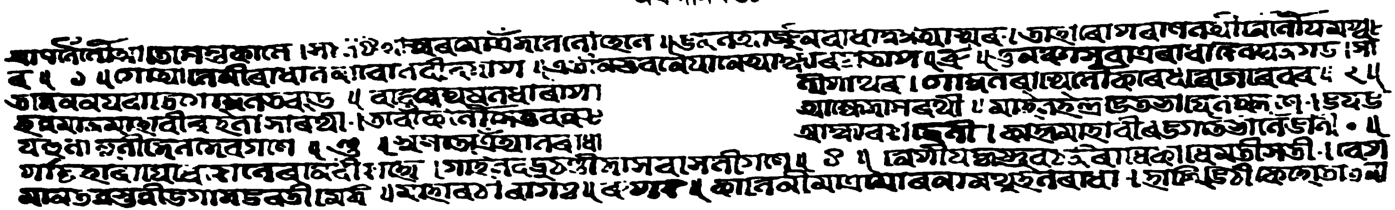
৪৮

৪৮খ

সাধহ দাণ হআঁ আছিদর ॥ পন্থ ছাড় কাহ্নাঞিঁ তেজ রতি আশে । বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ ললিতরাগঃ[১] ॥ রূপকং ॥
সাধহ দাণ হআঁ আছিদর ॥ পন্থ ছাড় কাহ্নাঞিঁ তেজ রতি আশে । বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ ললিতরাগঃ[১] ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ শুণত সুন্দরী রাধা পাঞ্জীর বাখান ॥ ষোল শত কুতঘাটে[২] মোর মাহাদান ॥ ১ ॥ এবেঁ রাজা হয়িল ধনের কাতর ॥ পথে মাহা দাণী থুয়িল হেন আছিদর ॥ ২ ॥ আছিদর নহোঁ রাধা এ মতীএঁ থীর ॥ এ তীন ভুবনে নাহিঁ আহ্মাক বীর ॥ ৩ ॥ এ বোল বুলিতেঁ[১] কাহ্নাঞিঁ মুখে লাজ বাস ॥ এভোঁহো নাহিঁ ঘুচে তোর মুখে দুধবাস ॥ ৪ ॥ ছাওআল নহো রা ধা আইহন গোসাঞিঁ ॥ না চিহ্নসি আহ্মা রাধা দেব কাহ্নাঞিঁ ॥ ৫ ॥ ঘৃত দুধ লআঁ যাওঁ মথুরার হাট ॥ খা নি এক ছাড়িআঁ কাহ্নাঞিঁ মোরে দেহ বাট ॥ ৬ ॥ তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা ভৈলোঁ পাগল ॥ তেকারণে রাধা তোরে পন্থে কৈলোঁ ৮ বল ॥ ৭ ॥ পাগল হয়িলা যবেঁ যাহ বেজঘর ॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৮ ॥ মন্দাররাগঃ ॥ রূপকং ॥ পুতনার

১. মূল পুথিতে পাঠ অস্পষ্ট। বসন্তরঞ্জনের পাঠ গৃহীত হল।
২. মূল পুথিতে পাঠ অস্পষ্ট। বসন্তরঞ্জনের পাঠ গৃহীত হল।

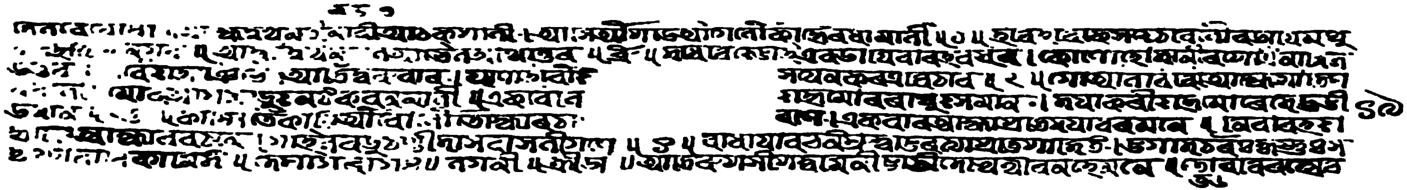
অথ দানখণ্ডঃ



৪৯ক

প্রাণ লৈলোঁ আতি শিশুকালে। সকট[1] আসুর মোএঁ দলিলোঁ হেলে॥ জমল আৰ্জ্জুন রাধা দুই আসুর.। তাহারো পরাণ লআঁ নিলোঁ যমপু ৮
র॥ ১॥ গোআলিনী রাধা ল না বোল বীরদাপ॥ এ তীন ভুবনে যানে আহ্মার প্রতাপ॥ ধ্রু॥ উনপ্তাস বাএ রাধা কৈল ঘন গড়.। সা
ত দিন নয় রাতি গোকুলত ঝড়॥ বরিষে মুষলধারা পাণী পাথর। গোকুল রাখিলোঁ করে ধরি গিরিবর॥ ২॥
হনুমান মাহাবীর হৈলা সারথী.। তবেঁ কৈলোঁ সেতুবন্ধ আহ্মে দাশরথী॥ মাইল ইন্দ্রজিত ভায়ি লক্ষ্মণে.। জয় জ
য় হুলাহুলী দিল দেবগণে॥ ৩॥ সুণ তোএঁ আল রাধা আহ্মার কাহিনী। কাহ্ন মাহাবীর জগতেঁ ভালেঁ জাণী.॥
পাছে[2] হারায়িবি কোলের নিধি কাহ্নে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥ নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী.। বেপ
মানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং॥ মাহারঠা রাগঃ॥ রূপকং॥ কালিনীমাএ মোর নাম থুইল রাধা.। হাছি জিঠী কেহো তাত না

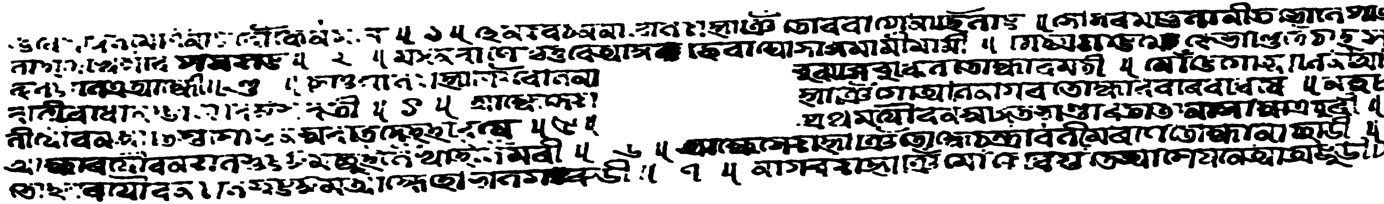
১. পুথিতে 'সকলট' লিখে 'ল' কাটা।
২. 'পাছে'-এব এ-কার মাত্রার উপরে বাঁদিকে তোলা।



৪৯খ

দিল বিরোধা ॥ আহ্মে দুখমতী নারী আঠকপালী. । আসিআঁ পড়িআঁ গেলোঁ কাহ্নের ধামালী ॥ ১ ॥ হরি হরি কিসকে চলিলোঁ বড়ায়ি মথু
রা নগর[১] ॥ আহ্মা দুখমতী লআঁ ভৈল আথান্তার ॥ ধ্রু ॥ দধি বিকে জাইএ বড়ায়ি বারহ বৎসর। কোণোহো দানীর পোএঁ না দিল
উত্তর ॥ এবেঁ কাহ্নাঞিঁ ভৈল আতিবড়[২] দুরুবার. । যাণাইবোঁ কংস যেন করএ বিচার ॥ ২ ॥ গোআলার ঝি আহ্মে আতিশ
য় বালী। মোর আশ৷ ছাড়ুক নটক বনমালী ॥ এক বেলি কাহ্ন মোর রাখুক সমান. । দয়া করী কাহ্ন মোরে দেউ জী ৪৯
উ দান ॥ ৩ ॥ কাম্পিতেঁ কান্দিআঁ বোলোঁ তোহ্মার চরণে. । একবার আহ্মা প্রতি দয়া ধর মনে ॥ নিবারহ কা
হ্নাঞিঁ আহ্মার বচনে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং। জগাদ চতুরঃ[৩] কৃষ্ণঃ স
তৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥ দেশাগ রাগঃ ॥ লগনী ॥ ক্রীড়া ॥ আতি রুপসী পদুমিনী জাতী দেখি থীর নহে মনে ॥ তোর বিরহে চি

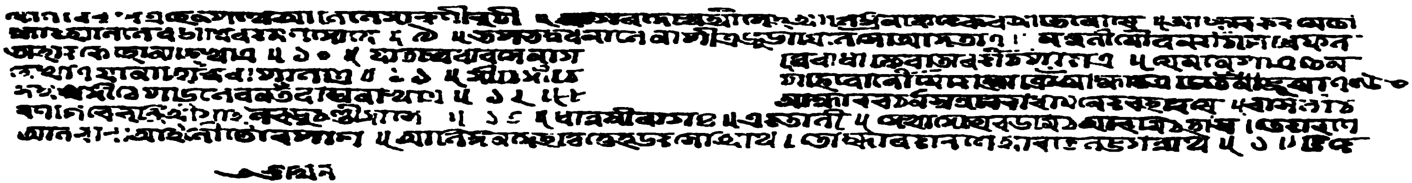
১. পুথিতে 'আ' দিয়ে কিছু লিখতে গিয়ে কেটে 'নগর' লেখা হয়েছে।
২. 'আতি' লিখে চিহ্ন দিয়ে মার্জিনেব উপর 'বড় ৩' লেখা হয়েছে 'ও' পংক্তিজ্ঞাপক।
৩. 'চর' লিখে 'চ'-এর পর চিহ্ন দিয়ে মার্জিনের নীচে 'তু ৬' লেখা হয়েছে। '৬' পংক্তিজ্ঞাপক।



৫০ক

স্তু বেআকুল মোএঁ না জীবোঁ কেনমনে॥ ১॥ হেনক বচন না বোল কাহ্নাঞিঁ তোর বাপে নাহিঁ লাজ॥ সোদর মাউলানীত ভোলে পড়ি
লাহা দেখিআঁ রুপস কাজ॥ ২॥ মদনবাণে চিত্ত বেআকুল কিবা ঘোসসি মামী মামী॥ মিছা কাজে মোকে ভাণ্ডিতেঁ চাহ স
কলে জাণিএ আহ্মী॥ ৩॥ ছাওআল কাহ্নাঞিঁ বোল না বুঝসি বুঝিল তোহ্মার মতী॥ মোঁ জে গোআলিনী আ
বালী রাধা না জাণো রঙ্গ সুরতী॥ ৪॥ আহ্মে সে কাহ্নাঞিঁ গোআল নাগর তোহ্মার বার বরিষে॥ নহু ৮
লী যৌবন আতি শুশোভন সুরতি দেহ হরিষে॥ ৫॥ প্রথম যৌবন মুদিত ভাণ্ডার তাত না সাম্বাএ[১] চুরী॥
আহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম ছুইলেঁ খাইলেঁ মরী॥ ৬॥ আহ্মে সে কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে চন্দ্রাবলী মরণে তোহ্মা না ছাড়ী॥
তোহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম আহ্মেহো ভাল গারুড়ী॥ ৭॥ নাগর কাহ্নাঞিঁ মোকে বিগুতে আশেষ নেআঅ জুড়ী॥

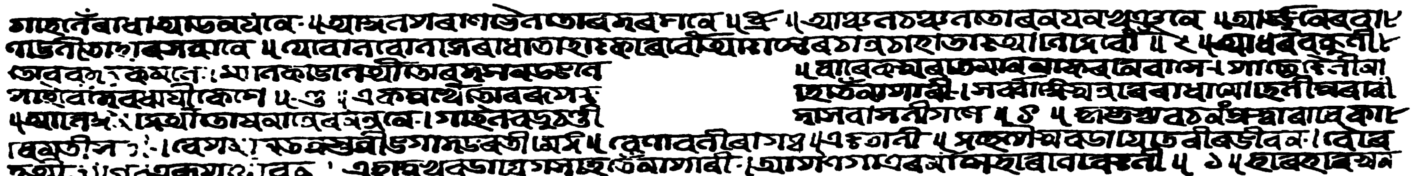
১. পুথিতে 'সাম্বাএ'। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'সম্বাএ'।



৫০খ

কোণ বিবুধি এ হেন[১] পথে আনিলে দারুণী বুঢ়ী॥ নাগর দেখিআঁ দেহ আলিঙ্গন কিকে কর আভিরোষে॥ আহ্মার করমে তো
হ্মাক আণিলে বড়ায়ির কমণ দোষে॥ ৯॥ তপ্ত দুধ নালে না পীএ জুড়ায়িলেঁ সোআদ তাএ। নহুলী যৌবন কাঁচ শিরিফল
তাহাক কেহো নাহিঁ খাএ॥ ১০॥ যাত খিধা বসে নাগরি রাধা কিবা তার কাঁচ পাকাএ॥ যেমনে পাএ তেম
নে খাএ যা নাহিঁ খিধ পালাএ॥ ১১॥ দীঠি দীঠি চাহি বোলোঁ মো কাহ্নাঞিঁ আহ্মাক এড়িতেঁ জুআএ[২]॥
সমুখ দীঠে পড়িলে বনত ভুখিল[৩] বাঘ না খাএ॥ ১২॥ ৮ আহ্মার বচনে[৪] সুন্দরি রাধা মনে[৫] কর হরিষে॥ বাসলী চ ৫০
রণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ১৩॥ ধানুষীরাগঃ॥ একতালী॥ দেখা দেখি বড় মিঠ আর মিঠ হাস। তেকারণে
আল রাধা আইলোঁ তোর পাশ॥ আলিঙ্গন দেহ চিত্তে হউক সোআথ। তোহ্মার কারণে আরতিল জগন্নাথ॥ ১॥ কিকে

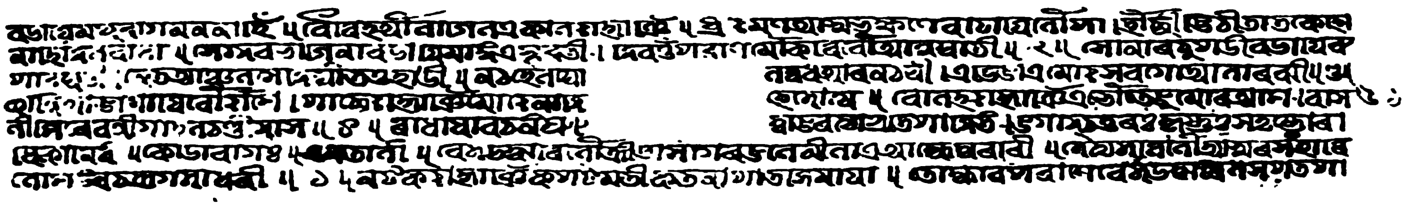
১. বসন্তরঞ্জন পাঠে 'এহা হেন' দিয়েছেন। ছন্দের দিক থেকে এই সংশোধিত পাঠ সঙ্গততর।
২. পুথিতে 'না জুআএ' লিখে 'না' কেটে দেওয়া হয়েছে।
৩. পুথিতে 'বলত'-এর উপর চিহ্ন দিয়ে মার্জিনের নীচে একই চিহ্নসহ 'ভুখিল' লেখা হয়েছে।
৪. 'বচনে'-এর একার মাত্রার উপবে লিখিত।
৫. বসন্তরঞ্জন পাঠ দিয়েছেন 'মনেত'। ছন্দের দিক থেকে এই পাঠ সঙ্গততর।



৫১ক

চাহিলেঁ রাধা আড় নয়নে.॥ আকুল পরাণ ভৈল তোর দরশনে॥ ধ্রু৹॥ আঞ্চল চঞ্চল তোর নয়ন খঞ্জনে॥ আর্জ্জুনের বা ৮
ণ জিণী তাহার সন্ধানে॥ যে বোল বোলসি রাধা তাহাক করিবোঁ[1] আকাশের চান্দ চাহা তাক আণি দিবোঁ॥ ২॥ আধর বন্ধুলী ৮
তোর বদন কমলে.। মাণিক জিণিআঁ তোর দশন উজলে॥ বারেক সুরতি মান না কর নিরাসে.। পাছে কৈলী না
পাইবেঁ দেব ঋষীকেশে॥ ৩॥ এক মুখেঁ তোর রূপ কহিতেঁ না পারী.। সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী রাধা মোহিলী মুরারী
॥ আলিঙ্গন দিআঁ তোষ নান্দের নন্দনে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকা ৮
ধিমতী সতী। বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং॥ বেলাবলী রাগঃ॥ একতালী॥ দহে পৈসু বড়ায়ি তিরীর জীবন.। বৈরি
হআঁ লাগিল এ রূপ যৌবন॥ এহা দুখ বড়ায়ি গ সহিতেঁ না পারী.। আপণ গাএর মাঁসে হরিণি বিকলী॥ ১॥ হরি হরি সুন

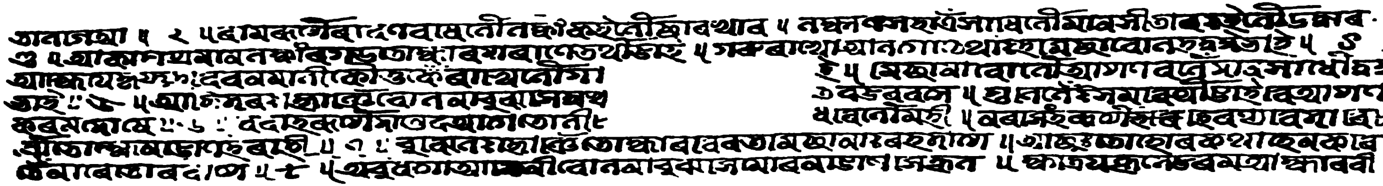
১. বসন্তরঞ্জন এখানে প্রত্যাশিত একদাঁড়ি বসিয়েছেন।



৫১খ

বড়ায়ি মথুরা গমন নাহিঁ॥ বৈরি হআঁ লাগিল এ কাল কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥[১] কমণ আসুভ ক্ষণে বাঢ়ায়িলোঁ পা। হাঁছী জিঠী তাত কেহো
নাহি দিল বাধা॥ সোদর ভাগিনা বড়ায়ি মাঙ্গএ সুরতী.। দিবওঁ পরাণ মোঁ করিবোঁ আত্মঘাতী॥ ২॥ সোনার চুপড়ী বড়ায়ি রু
পার ঘড়ী.। নেত আঞ্চল সে দিআঁত ওহাড়ী॥ নঠ হৈল ঘোল দুধ আর নঠ ঘী। এড়ি জাএ মোক সব গোআলার ঝী॥ ৩॥
কান্দিআঁ[২] জাণায়িবোঁ কাঁশে। পাছে কাহ্নাঞিঁ মোকে না দিহে দোষে॥ বোলহ কাহ্নাঞিঁ এভোঁ তেজু মোর আশ.। বাস ৫১
লী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যাপ্রতিপাদিতং.। জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রা
ধিকামিদং॥ কোড়ারাগঃ॥ একতালী॥ বেদ উদ্ধারিলোঁ ক্রীড়া সাগরজলে নীলাএ আহ্মে মুরারী॥ দৈত্য দলিলোঁ আসুর সংহারি
লো শঙ্খ চক্র গদা ধরী॥ ১॥ নটক কাহ্নাঞিঁ কপট মতী কত না পাতসি মায়া॥ তোহ্মার পরাণে বেদ উদ্ধারিল সপত পা

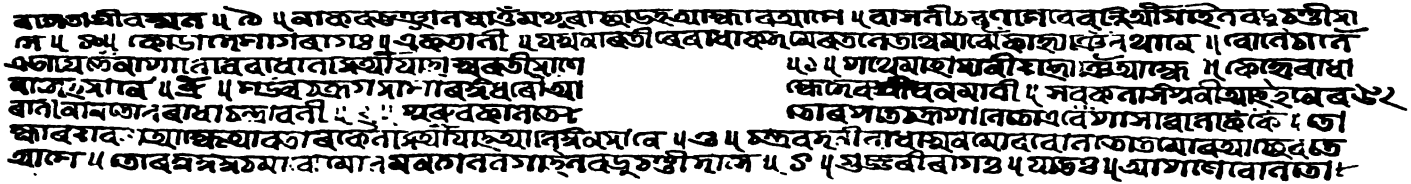
১. পুথিতে এখানে লিপিকর ভুলক্রমে দাঁড়িচিহ্ন দেননি।
২. সম্ভবত ছন্দের খাতিরে বসন্তরঞ্জন এখানে 'আগ বড়ায়ি' যোগ করেছেন। সেটি অনাবশ্যক মনে হয়।



৫২ক

তাল গিআ ॥ ২ ॥ রাম রূপেঁ রাবণ বধিলোঁ লঙ্কা কইলোঁ ছারখার ॥ লক্ষ্মণ সহাএঁ সাধিলোঁ মান সীতার কইলোঁ উদ্ধার. ॥ ৩ ॥ আকাশ প্রমান লঙ্কার গড় তোহ্মার পরাণে তথাঁ জাই ॥ গরু রাখোআল গোঠে থাকহ মিছা বোলহ দুঈ ভাই ॥ ৪ ॥ আহ্মো যে কৃষ্ণ হরি বনমালী কৌতুকেঁ রাখিলোঁ গাই ॥ মিছা না বোলোঁ আপণ বলেঁ দান সাধোঁ দুঈ ভাই ॥ ৫ ॥ আছিদর কাহ্নাঞিঁ বোল না বুঝসি মুখত বজর বসে ॥ শুণিলেঁ কংস মরিআঁ জাইবি আপণ করমদোষে ॥ ৬ ॥ বরাহরূপেঁ দান্তের আগে তোলী ধরিলোঁ মহী ॥ নরসিংহরূপেঁ হিরণ্য[1] বিদারি ৮ লোঁ তোহ্মেনা জাণহ রাহী ॥ ৭ ॥ বুঝিল কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার বিরত মিছা না করহ দাপে ॥ আছুক তোহোর কথা হেন করি তেঁ নারে তোর বাপে ॥ ৮ ॥ অবুধ গোআলিনী বোল না বুঝসি মোর না জাণসি কুল ॥ ক্ষত্রিয় কুলে জরম আহ্মার বী

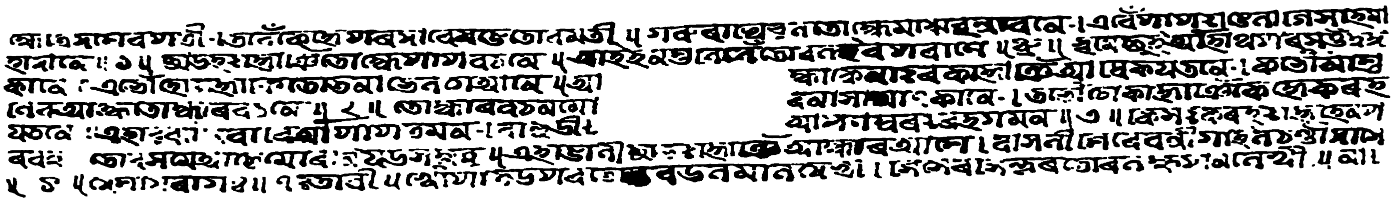
১. পুথিতে 'হার' লিখে কেটে দিয়ে 'হিরণ্য' লেখা হয়েছে।



৫২খ

র পিতা শ্রীবসুল॥ ৯॥ না কর জঞ্জাল যাওঁ মথুরা ছাড়হ আহ্মার আশে॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদা
সে॥ ১০॥ কোড়াদেশাগ রাগঃ॥ একতালী॥ যমুনার তীরে রাধা কদমের তলে তথি মাঝেঁ কাহ্নাঞিঁর থানে॥ বোলে চালেঁ
এড়ায়িতেঁ না পারিবি রাধা ল দিআঁ যাহা সুরতী দাণে॥ ১॥ পথে মাহাদানী কাহ্নাঞিঁ আহ্মো॥ কেহ্নে রাধা
না দেহ দানে॥ ধ্রু॥ শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরোঁ আহ্মো দেব শ্রীবনমালী॥ সব কলা সংপুনী আইহনের
রাণী নাম তোর রাধা চন্দ্রাবলী॥ ২॥ পুরুব কালতে তোর পতি চক্রপাণি তো এবেঁ পাসরিলি কিকে[1]॥ তো ৫২
হ্মার কারণে আহ্মো আবতার কৈল দিআঁ যাহ আলিঙ্গন দানে॥ ৩॥ চন্দ্রবদনী রাধা সুন মোর বোল তোত মোর আছে রতি
আশে। তোর দুঈ কুচ মাঝে মোর মন গেল ল গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥ আপণে বোল তো ৮

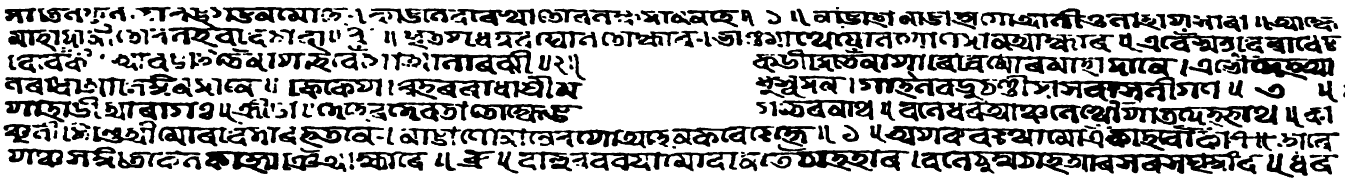
১. পুথিতে 'কি কে' লিখে উপরে তিনটি বিন্দু (কাটাচিহ্ন) দেওয়া রয়েছে। বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'কেহ্নে' অনাবশ্যক মনে হয়।



৫৩ক

ন্মো ত্রিদশের পতী.। তবেঁ কেহ্নে পরদারে মজে তোর এতী॥ গরু রাখি বুল তোহ্মে মাঝ বৃন্দাবনে.। এবেঁ পাপ কাজে লাগি সাহ মা হাদানে॥ ১॥ ছাড়হ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে পাপ বচনে॥ আইহন শুণিলেঁ তোর লইব পরাণে॥ ধ্রু॥ ভূমি ছুইআঁ হাথ পরসওঁ দুঈ কানে। এভোঁহো কাহ্নাঞিঁ তোত না ভৈল গেআনে॥ আহ্মাকে না কর কাহ্নাঞিঁ আধিক যতনে.। কভোঁ না শু নিব[1] আহ্মে তোহ্মার বচনে॥ ২॥ তোহ্মার বচন মোর না সাম্ভাএ[2] কানে.। তভোঁহো কাহ্নাঞিঁ কেহ্নে করহ যতনে॥ এহা বুঝী নিবারিআঁ পাপত মন.। বাহুড়ী আপণ ঘর করহ গমন॥ ৩॥ কিসক করহ কাহ্ন হেন প রবন্ধ[3]। তোর সমে আছে মোর নিয়ড় সম্বন্ধ॥ এহা জাণী ছাড় কাহ্নাঞিঁ আহ্মার আশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪॥ দেশাগ রাগঃ॥ একতালী॥ খোঁপাত উপর তোর বউলমাল দেখী। সিসের সিন্দূর তোর লক্ষ দান লেখী॥ না ৮

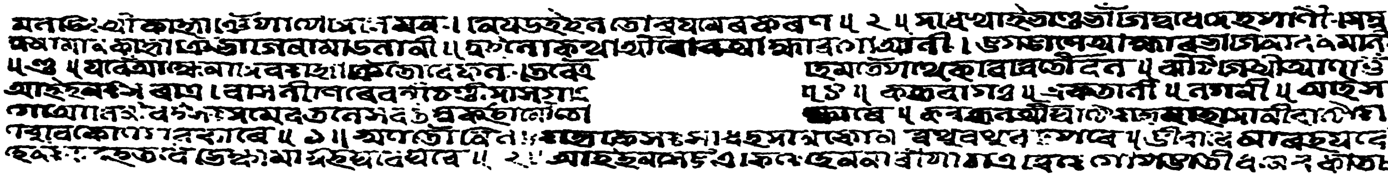
১. পুথিতে 'ণিব'। বসন্তরঞ্জন 'নিব'।
২. পুথিপাঠ অস্পষ্ট। বসন্তরঞ্জনের পাঠ গৃহীত হল।
৩. পুথিপাঠ অস্পষ্ট। বসন্তরঞ্জনের পাঠ গৃহীত হল।



৫৩খ

সা তিলফুল তোর জগজন মোহে.। কাজলের রেখা তোর লক্ষ দান নহে॥ ১॥ না জাহা না জাহা গোআলী ওলাহা পসারা॥ আহ্মে
মাহাদানী তোর লইব বিচারা॥ ধ্রু॥ ঘৃত দধি দুধ ঘোল তোহ্মার.। ভাণ্ড মাথে ষোল পোণ দান আহ্মার॥ এবেঁ সুন্দরি রাধে ক
রিবেঁ কী। আর জাইতেঁ না পাইবেঁ গোআলার ঝী॥ ২॥ কড়ী দিতেঁ না পারিবি মোর মাহাদানে। এভোঁ দেহ আ
ল রাধা আলিঙ্গন দানে॥ কিকে পরিহর রাধা শ্রীমধুসূদন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৩॥
পাহাড়ীআ রাগঃ॥ ক্রীড়া॥ দেহের দেবতা তোহ্মে জগতের নাথ॥ বলে ধর আঞ্চলে খোঁপাত দেহ হাথ॥ কা ৫৩
ঞ্চুলী ছিণ্ডিআঁ মোর বিদারহ তনে.। না জাণো নান্দের পোঅ হেন করে কেহ্নে॥ ১॥ অপরুব কথা মোএঁ কহিবোঁ কাহারে[১]।
পঞ্চ সঙ্গতি কৈল কাহ্নাঞিঁ আহ্মারে॥ ধ্রু॥ বাহুর বলয়া মোর নিতেঁ চাহ হার। বলে চুম্ব চাহ আর সরস শৃঙ্গার। ধর

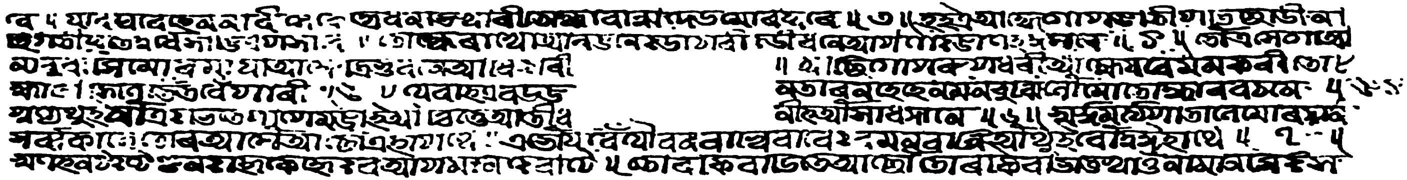
১. পুথিতে প্রথমে 'কাএ॥' লিখে 'এ॥' কেটে 'হারে' লিখে 'কাহারে' করা হয়েছে। দাঁড়িচিহ্ন লিপিকর দেননি। বসন্তরঞ্জন দিয়েছেন।



৫৪ক

ম লজ্জিঅাঁ কাহ্নাঞিঁ পাপে দিলি মন.। নিয়ড় হইল তোর যমের কারণ॥ ২॥ দধি খাই ভাণ্ড ভাঁগি দুধে দেহ পাণী.। সম্ব
ন্ধ না মান কাহ্নাঞিঁ ভাগিনা মাউলানী॥ দুই লোক খাআঁ বোল আহ্মার গোআলী.। জগ জাণে আহ্মার ভাগিনা বনমালী
॥ ৩॥ যবেঁ আহ্মো না দিব কাহ্নাঞিঁ তোরে ফল। তবেঁ এহিমতেঁ পথে করিবি তোঁ বল॥ ঝাঁট গিআঁ আণাওঁ
আইহন কংস রাএ। বাসলী শিরে বন্দি চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥ কহুরাগঃ[১]॥ একতালী॥ লগনী॥ আইস
গোআলিনী বইস কদমের তলে সব তত্ত্ব কহো মোঁ তোহ্মারে॥ কর কূলআঁ ঘাটে কাহ্ন মাহাদানী বাটে কো
ণ বুধি কোণ পরকারে॥ ১॥ সুণ তোঁ নিলজ কাহ্ন কিসক সাধহ দান কোন বিথু[২] বথুর উপরে॥ জীবারে নারহ যবেঁ
হেনক করহ তবেঁ ভিক্ষা মাঙ্গহ ঘরে ঘরে॥ ২॥ আইহন সে জীএ কিকে হেন নারী পাঠাএ বিকে গোপ জাতী ধনের কাত ৮

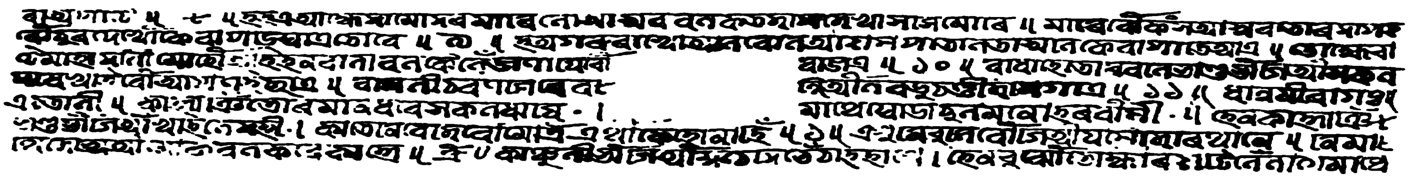
১. বসন্তরঞ্জন : 'কহুরাগঃ'।
২. পুথিপাঠ 'বিথু'। বসন্তরঞ্জনেব পাঠ 'বিধ' ('বিধি' এইঅর্থে)।



৫৪খ

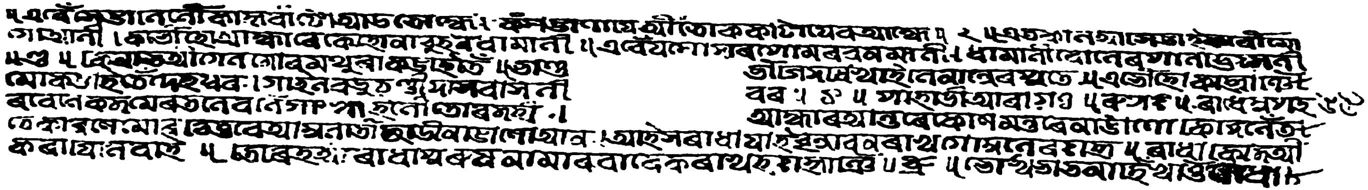
রে॥ যার ঘরে হেন নারী সে কেহ্নে ধনভিখারী তোহ্মা বান্ধা দেউ মোর ঘরে॥ ৩॥ হইএ আহ্মে গোপজাতী পতি ছাড়ী না
হি গতী ঘৃতে দুধেঁ সাজিএ পসারে॥ তোহ্মে রাখোআল জনে কড়া চাবী কড়ীধনে আপণাক জাণহ ঈশরে॥ ৪॥ তোঁএ সে গোআ[১]
না বুঝসি মোর মায়া আহ্মে ত্রিভুবনে আধিকারী॥ আছি গোপরুপধরী আহ্মে যবে মন করী তো ৮
হ্মাতো কিণিতেঁ তবেঁ পারী॥ ৫॥ যেবা হএ বড় জন তার নহে হেন মন বুঝিলোঁ মো তোহ্মার বচনে.॥
পুণ্য থুইআঁ এক ভিতে পাপে মজাইআঁ চিত্তে আতী ধনী হআঁ সাধ দানে॥ ৬॥ স্বর্গমর্ত্যপাতালে মোর দান ৫৪
সর্ব্বকালে তোর আশেঁ আছোঁ এহা পথে॥ এভোঁ যবেঁ যৌবন রাখিবারে কর মন বান্ধিআঁ থুইবোঁ দুঈ হাথে॥ ৭॥
সুণহ[২] নটক টেণ্টন কাহ্ন কেহ্নে কর আপমানকে বাটে॥ তোর কি বাড়িতে আছোঁ তোর কিবা ভাত খাওঁ না মানসি কংস

১. পুথিতে 'গোআ'। বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'গোআল জায়া'। ছন্দমিলের দিক থেকে এ-পাঠ সঙ্গততর।
২. পুথিতে 'সুণহ'। বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'সুণহ মোব বচন'। ছন্দমিলের দিক থেকে এ-পাঠ সঙ্গততর।



৫৫ক

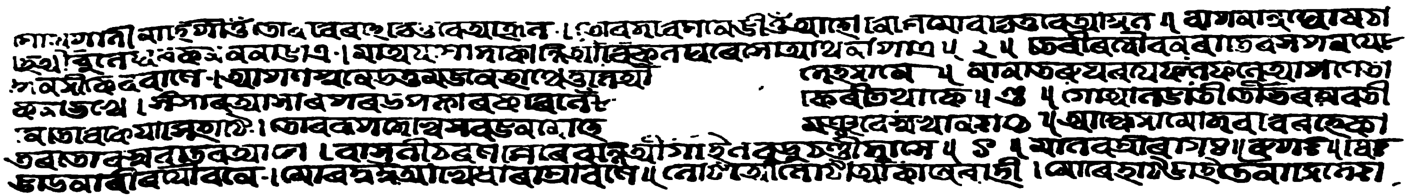
রাঅ পাটে ॥ ৮ ॥ হইএ আহ্মে দামোদর মারিলোঁ আসুর বল কত দাপ দেখাসসি মোরে ॥ মারিবোঁ কংস আসুর তোর দাপ ক
রোঁ চুর দেখোঁ কে বা পড়িঘাএ তোরে ॥ ৯ ॥ হঅ গরু রাখোআল বোল আকাশপাতাল তা সুণি কেবা পাতিআএ ॥ তোহ্মে বা
টে মাহাদাণী মোহোঁ আইহনরাণী বল কৈলেঁ জাণায়িবোঁ রাজাএ ॥ ১০ ॥ রাধা হে তোর বলে ভাগু ভাঁগিআঁ সকল
দধি খাইবোঁ আপণ ইছাএ ॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ১১ ॥ ধানুষীরাগঃ ॥
একতালী ॥ কাহ্নাঞিঁ তোর মান ধরে সকল ঋষি. । মাথে ঘোড়াচুল মনোহর বাঁশী. ॥ হেন কাহ্নাঞিঁ ৮
ভাগু ভাঁগিআঁ খাইলে দহী. । কাতে নিবেদিবোঁ মোএঁ এথাঁ কেহো নাহিঁ ॥ ১ ॥ এখুনি বুলিবোঁ গিআঁ যশোদার থানে ॥ নিমা ৮
থি দেখিআঁ মোক বল করে কাহ্নে ॥ ধ্রু ॥ কাঞ্চুলী ভাঁগিআঁ কুচে দিতেঁ চাহ হাথে। হেন বুঝোঁ তোহ্মার কাটিলেঁ লাগে মাথে



৫৫খ

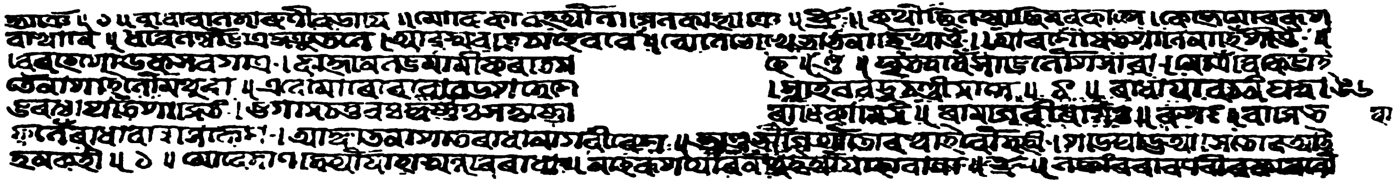
॥ এবেঁ সে জাণিলোঁ কাহ্ন বাটোআড় তোহ্মে.। কংশ জাণায়িআঁ তোক কাটায়িব আহ্মে॥ ২॥ এতকাল আসি জাই করোঁ মো গোআলী। কভোঁহো আহ্মারে কেহো না বুইল ধামালী॥ এবেঁ যশোদার পো মর বনমালী.। ধামালী বোলের পালাউক সলী ॥ ৩॥ কি না ভআঁ গেল মোর মথুরাক জাইতেঁ॥ ভাণ্ড ভাঁগি দধি খাইলে নান্দের পুতে॥ এভোঁহো কাহ্নাঞিঁ ৳ মোক জাইতেঁ দেহ ঘর.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর॥ ৪॥ পাহাড়ীআ রাগঃ॥ রূপকং॥ রাধে দুপহ র বেলে কদমের তলে বলেঁ খাইলোঁ[1] তোর দহী.। আহ্মার আন্তরে কোণ মন্তরে না জাণোঁ কি দিলেঁ তর[2] ৳ তেকারণে মোর চিত্ত বেআকুল তোঁ ছাড়ী না জাণো আন.। আইস রাধা যাই বৃন্দাবন রাখ গোকুলের কাহ্ন ॥[3] রাধা কি দিআঁ করায়িলি বাই॥ তিরি হআঁ রাধা পুরুষ না মার বারেক রাখহ কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥ ভোখে ভাত নাহিঁ খাওঁ রাধা ৳ ৫৫

১. পুথিতে 'বলে'-এর পর 'গা' লিখে কেটে দিয়ে 'খাইলোঁ' লেখা হয়েছে।
২. পুথিতে লাইনটি অসম্পূর্ণ। বসন্তরঞ্জনের পাঠে এর পর 'বাহী' যোগ করা হয়েছে। এই পাঠ সঙ্গত মনে হয়।
৩. মনে হয় ভুলক্রমে লিপিকর '১॥' দেননি।



৫৬ক

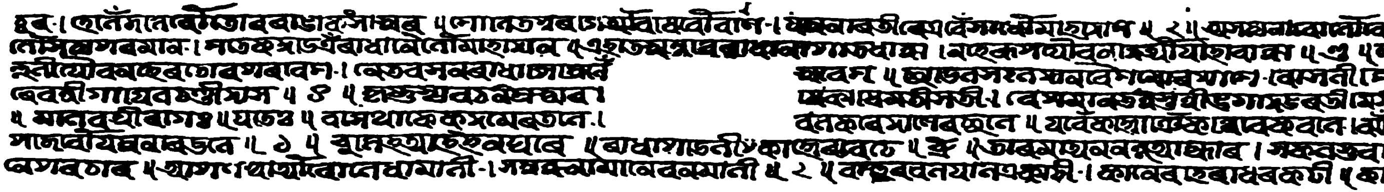
শোষে পাণী নাহিঁ পীওঁ তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল.। তোর দরিশনে জীওঁ আহোনিশি মোর চিত্ত বেআকুল॥ বাপ নান্দ ঘোষ চা
হিআঁ বুলে ঘরক মন না জাএ.। মাঅ যশোদা কাঁন্দিআঁ বিকল ঘরে সোআথ না পাএ॥ ২॥ তিরীর যৌবন রাতির সপন যে ৮
হ্ন নদীকের বাণে.। আপণ পুনে উত্তম জনে হাথে তুলিআঁ দেহ দানে॥ নানা তরুয়ব যে ফল ফলে আপণে তা
ক না ভখে। সংসার আসার পর উপকার করিলেঁ কি রীত থাকে॥ ৩॥ গোআল জাতী তোঁ ভর যুবতী
নিতি বিকে যাসু হাটে.। তোর রূপ দেখি সব জন মোহে মঞ্জরে সুখান কাঠে॥ আহ্মে দামোদর বিরহে কা
তর তোর সুরতির আশে। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ মালবশ্রী রাগঃ॥ রূপকং॥ ধিক
জাউ নারীর যৌবনে.। মোর দুঈ আঁখি ধারা শ্রাবণে॥ লোটাআঁ লোটাআঁ কান্দে রাহী। মোরে হাট জাইতেঁ না দিলে কা



৫৬খ

হ্নাঞিঁ॥ ১ ॥ বুধি বোল দারুণী বড়ায়ি ॥ মোকে কাল হঁআঁ লাগিল কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥ কথা ছিল আছিদর কাহ্নে। কেহ্নে মোর রূপ
বাখানে॥ ধরি লআঁ জাএ কুঞ্জতলে। আর সুরতি চাহে বলে[১] ॥ বোলে ভোখে ভাত নাহি খাওঁ॥ আর শোষত পাণি নাহিঁ পীওঁ॥
বিরহে পোড়েক[২] সব গাএ.। কাহ্ন নিলজ মামীক রতি চাহে॥ ৩॥ ঘৃত দুধেঁ সাজিলোঁ পসারা.। মোএঁ বিকে জাই
তেঁ না পাইলোঁ মথুরা॥ এবেঁ মোরে রে বোল উপদেশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা ৫৬
জরত্যা প্রতিপাদিতং। জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥ রামগিরী রাগঃ॥ রূপকং॥ বাসিত
ফুলেঁ রাধা বান্ধসি কেশ.। আহ্মাত না পাত রাধা নাগরীবেশ.॥ ভাণ্ড ভাঁগিআঁ তোর খাইবোঁ দহী.। পড়িঘাউ আসি তোর আই
হন কহী.॥ ১ ॥ মোরে দাণ দিআঁ যাহা সুন্দরি রাধা। নহে রূপ যৌবন থুইআঁ যাহা বান্ধা॥ ধ্রু॥ লঙ্কার রাবণ বীর করিলোঁ

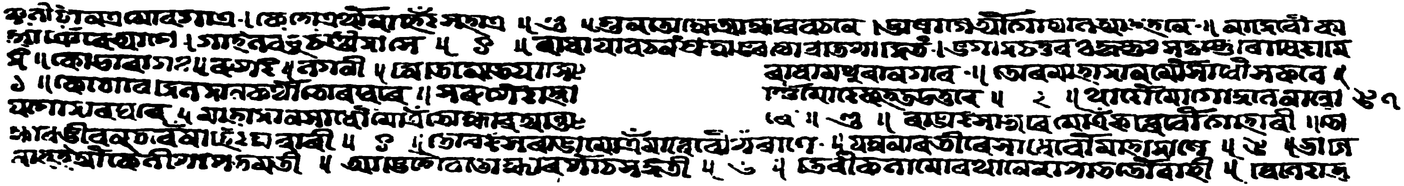
১. পুথিতে 'বলে'-এর মাত্রার উপবে একটি ইলেক চিহ্ন। বসন্তরঞ্জনের পাঠ '২॥'। এই পাঠই সঙ্গত মনে হয়।
২. 'পোড়ক' পড়া চলতে পারে।



৫৭ক

চুর.। হেলেঁ দলিবোঁ তোর রাজা কংসাসুর॥ শোণিতপুর গিআঁ বধিবোঁ বাণ.। যমুনার তীরে এবেঁ সাধোঁ মাহাদাণ॥ ২॥ অসত্য না বোলোঁ বো
লোঁ সত্য পরমান.। শতেক কুড়িএঁ রাধা নৈলোঁ মাহাদান॥ এহাত সুন্দরি রাধা না পাত ধান্ধা। নহে রূপযৌবন দিআঁ যাহা বান্ধা॥ ৩॥ ন
হুলী যৌবন হের তোর পরবেশ.। নেত বসন রাধা পিন্ধিলেঁ সুবেশ॥ ছাড়িল সকল দান বৈশ মোর পাশে.। বাসলী শি
রে বন্দী গায়িল চণ্ডীদাস[১] ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী.। বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং
॥ মালবশ্রী রাগঃ ॥ যতিঃ ॥ বসি থাকে কদমের তলে.। বল করে দাণের ছলে॥ যবেঁ কাহ্নাঞিঁ করিবেক বলে.। ঝাঁ
প দিবোঁ যমুনার জলে॥ ১ ॥ বুলিহ আইহন ঘরে॥ রাধা পড়িলী[২] কাহ্নের বেঢ়ে॥ ধ্রু॥ তার মাঅ ননন্দ আহ্মার। সকল ভুব ৮
নে পরচার॥ আপণ খাআঁ বোলে ধামালী.। সম্বন্ধ না মানে বনমালী॥ ২॥ বাহুর বলয়া লএ কাঢ়ী.। কানের হিরাধর কঢ়ী॥ কা

১. পুথিপাঠ 'চণ্ডীদাস'। বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'চণ্ডীদাসে'। 'চণ্ডীদাসে' সংশোধিত সঠিক পাঠ।
২. পুথিতে 'পড়িলী'-এর পর 'প' লিখতে গিয়ে কেটে 'কাহ্নের' লেখা হয়েছে।

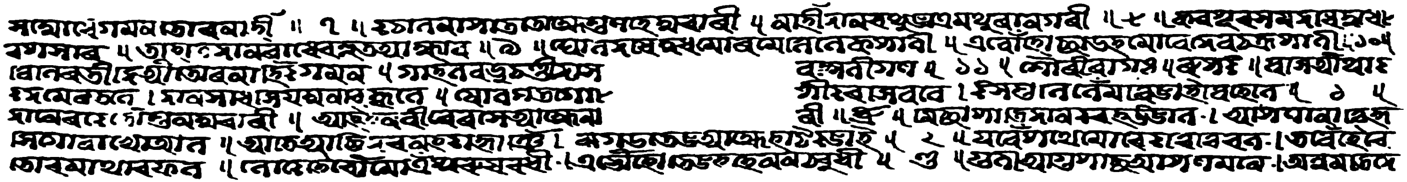


৫৭খ

ধুলী টানএ মোর গাএ.। কেহো এথাঁ নাহিঁক সহাএ॥ ৩॥ শুন তোহ্মে আহ্মার বচনে। জাণা গিআঁ গোআল আইহনে.॥ না দিবোঁ কাহ্নাঞিঁরে আশে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং.। জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকা মিদং॥ কোড়ারাগঃ॥ রূপকং॥ লগনী॥ নিতি নিতি যাসি রাধা মথুরা নগরে.॥ তোর মাহাদান মোঁ সাধোঁ সকলে॥

১॥ কে তোরে দিল দান কথাঁ তোর ঘরে॥ সরুপেঁ কাহ্নাঞিঁ মোকে কহ ত উত্তরে॥ ২॥ থাকোঁ মো গোকুলে নান্দো ৫৭

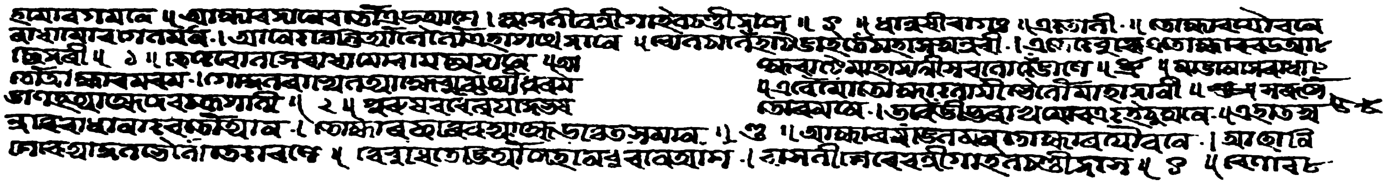
যশোদার ঘরে॥ মাহাদান সাধোঁ মোএঁ তোহ্মার আন্তরে॥ ৩॥ রাজা কংসাসুরে মোএঁ করিবোঁ গোহারী॥ তোহ্মার জীবন তবেঁ নাহিক মুরারী॥ ৪॥ তোর কংস রাজা মোএঁ মারিবোঁ পরাণে.॥ যমুনার তীরে সাধিবোঁ মাহাদাণে॥ ৫॥ ভাগিনা হইআঁ কৈলী পাপত মতী॥ আজি হৈবে তোহ্মার পাঁচ সঙ্গতী॥ ৬॥ তিরী কলা মোর থানে না পাত তোঁ রাহী॥ বিণি কাহ্ন



৫৮ক

সম্বোধেঁ গমন তোর নাহীঁ॥ ৭॥ কচাল না পাত তোহ্মে শুণ হে মুরারী॥ নাহীঁ দান বথু জাএ মথুরা নগরী॥ ৮॥ করপূর সম দধি দুধে ৮
র পসার॥ তাহাত দান রাধে বহুত আহ্মার॥ ৯॥ ঘোল দধি দুধ মোর মেলিলেক পাণী॥ এবহ ছাড়হ মোরে দেব চক্রপাণী॥ ১০॥
বিণি রতী দিআঁ তোর নাহিক গমন॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ১১॥ শৌরীরাগঃ[১]॥ রুপকং[২]॥ বসিআঁ থাক
কদমের তলে। দান সাধসি যমুনার কূলে॥ ষোলশত গোপী করসি বলে॥ কংস শুণিলেঁ মরি জাইবি হেলে॥ ১॥
দানের কে তোঁ শুন মুরারী॥ আইহন বীরের সে আহ্মে নারী॥ ধ্রু॥ মিছা পাতি দান করহ জংজাল.। আপণা না চিহ্ন
সি গো রাখোআল॥ আতি আছিদর নহ কাহ্নাঞিঁ। ঝগড় তেজ আহ্মে হাটক জাই॥ ২॥ যবেঁ পথে মোরে করিবি বল.। তবেঁ হৈবে
তোর মাথার ফল॥ লোকে হৈবোঁ মোএঁ পুরুষবধী.। এভোঁহো তেজহ হেন নঠ বুধী॥ ৩॥ গুণী আগু পাছু আপণ মনে.। অনুমতি দে

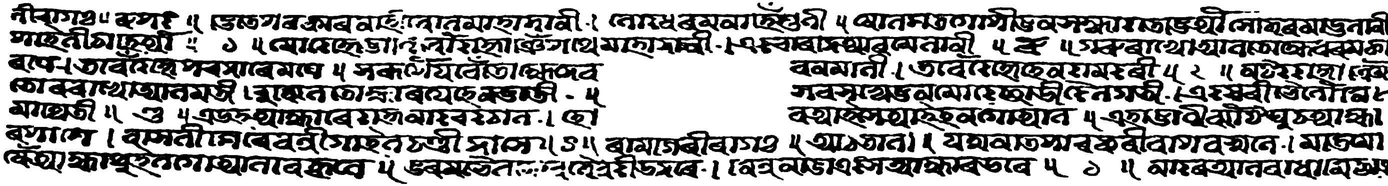
১. পুথিতে 'শৌরীরাগঃ'। বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'গৌবীরাগঃ'।
২. পুথিতে 'রুপকং'। বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'রূপকং'।



৫৮খ

হ মোর গমনে ॥ আহ্মার দানের তোঁ এড় আশে. । বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী. ॥ তোহ্মার যৌবনে
রাধা মোর গেল মনে[১]. । আনেক চিন্তিআঁ লৈলোঁ এহা পথে দানে ॥ বোলচালেঁ হাট জাইতেঁ চাহসি সুন্দরী. । এতেকে বুঝিএ তোহ্মার বড় আ ৮
ছিদরী ॥ ১ ॥ কি কে বোলসি রাধা মোর মিছা দানে ॥ আহ্মে বাটে মাহাদানী সব লোকেঁ জাণে ॥ ধ্রু ॥ না জানসি রাধা ৮
তোঁ আহ্মার মরম. । গোকুল রাখিল আহ্মে বুঝিআঁ ধরম ॥ এরেঁ মো তোহ্মাক লাগী ভৈলোঁ মাহাদানী ॥ সরূপেঁ[২] ৫৮
জাণহ আহ্মে দেব চক্রপাণী ॥ ২ ॥ পুরুষ বধের যদি ভয় তোর মনে. । তবেঁ জীউ রাখ মোর একই চুম্বনে. ॥ এহাত সু
ন্দরি রাধা না কর তোঁ আন. । তোহ্মার করিব আহ্মে উচিত সমান ॥ ৩ ॥ আহ্মার মজিল মন তোহ্মার যৌবনে. । আহো নি
শি বেআকুল ভৈলোঁ তেকারণে ॥ বিবুধি তেজিআঁ দেহ নিধুবনে আশ. । বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥ বেলাব ৮

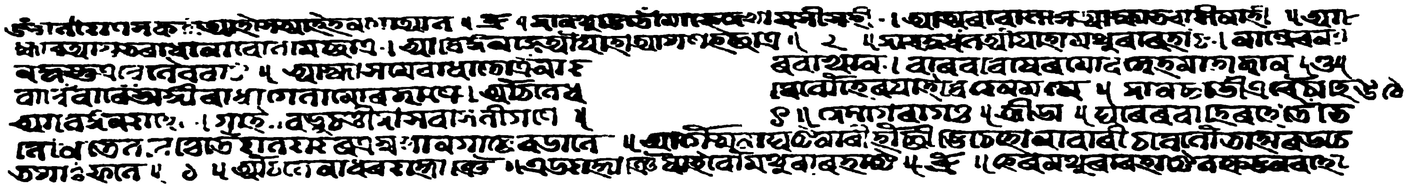
১. পুথিতে 'মনে'-এর এ-কার মাত্রাব উপরে।
২. পুথিতে '৩ ॥' লিখে কেটে দিয়ে তারপর 'সরূপেঁ' লেখা।



৫৯ক

লী রাগঃ ॥ রূপকং ॥ জিতে পরকার নাহী[১] বোল মাহাদানী.। লোক ধরম[২] নাহিঁ[৩] শুণী ॥ যোলশত গোপীজন সম্মাক তেজিআঁ[৪] সোদর মাউলানী
পাইলী[৫] চাহিআঁ ॥ ১ ॥ মো কেহ্নে জাণিবোঁ কাহ্নাঞিঁ ·াথে মাহাদানী.। একবার দিআর[৬] মেলানী ॥ ধ্রু ॥ গরু রাখোআল তোহ্মে ধরম কা
রণে। তবেঁ কেহ্নে পরদারে মণে[৭] ॥ সরুপেঁ যবেঁ তোহ্মে দেব বনমালী। তবেঁ কেহ্নে হেন কাম কবী ॥ ২ ॥ নটক কাহ্নাঞিঁ ৮
তোর রাখোআল মতী। বুঝিল তোহ্মার যেহেন[৮] জাতী. ॥ সব সখিজন মোকে ছাড়ী কৈল গতী.। একসরী ভৈলোঁ নি ৮
মাথিতী ॥ ৩ ॥ এড়হ আহ্মারে কাহ্ন না কর কচাল.। হোর আইসে আইহন গোআল ॥ এহা জাণী ঝাঁট ঘুচ আহ্মা
র পাশে.। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ রামগিরী রাগঃ ॥ আঠতালা ॥ যমুনাত পার করী বাপ বসুলে.। মতিমো
যেঁ আহ্মা থুইল গোআলার কূলে ॥ জরম ভৈল মোর দৈবকী উদরে.। নিন্দ না জাএ কংস আহ্মার ডরে ॥ ১ ॥ না কর আল রাধা মিছাএ

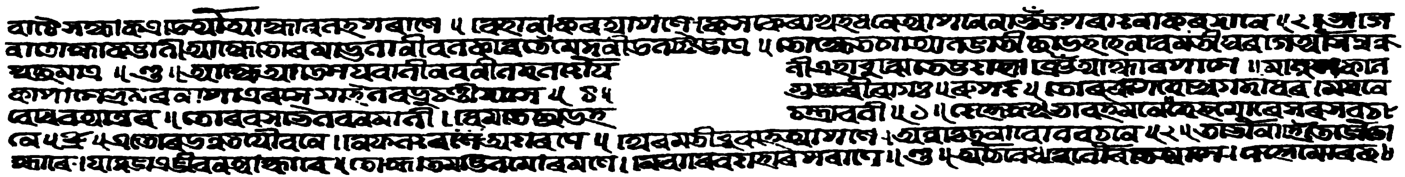
১. পুথিতে 'পরকার নাহী'। বসন্তরঞ্জন 'পর কাল নাহী'।
২. বসন্তবঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'ধরমে'। এই সংশোধন অনাবশ্যক মনে হয়।
৩. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'কথাঁহো হেন শুণী'। এই সংশোধন অনাবশ্যক মনে হয়।
৪. পুথিতে দাঁড়ি চিহ্ন নেই। বসন্তরঞ্জন প্রত্যাশিত দাঁড়ি চিহ্ন যোগ করেছেন।
৫. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'সে পাইলী'। এই সংশোধন অনাবশ্যক মনে হয়।
৬. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'দয়া করী দি আর'। এই সংশোধন অনাবশ্যক মনে হয়।
৭. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'মজে তোর মণে'। এই সংশোধন অনাবশ্যক মনে হয়।
৮. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'কূল জাতী'। এই সংশোধন অনাবশাক মনে হয়।



৫৯খ

জংজাল।[১] কোণ সকতী আইসে আইহন গোআল॥ ধ্রু॥ দান খুজিতেঁ মোকে দেখাষসী সহী.। আঅর বোলসি আহ্মাত বাকী নাহীঁ॥ আ ৮
হ্মার আগুত রাধা না বোল মিছাএ.। আলিঙ্গন দিআঁ যাহা আপণ ইছাএ॥ ২॥ দধি দুধ লআঁ যাহা মথুরার হাট.। নান্দের নন্দ
ন কৃষ্ণ এবেঁ লৈল বাট॥ আহ্মাব সমে রাধা তোএঁ না কর বাখান.। বার বরিষের মোর দেহ মাহাদান॥ ৩॥
বারেঁ বারেঁ ভাঙ্গী রাধা গেলা মোর দাণে। আঁচলে ধরিলোঁ হের যাইবি কেনমনে॥ দান ছাড়ী এবেঁ চাহে ৫৯
আলিঙ্গন কাহ্নে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥ দেশাগ রাগঃ॥ ক্রীড়া॥ ঘরের বাহির হৈতেঁ তে
লিনি তেল বিচিতেঁ কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে॥ আগেঁ সুনা ঘটে নারী হাঁছী জিঠিহো না বারী চলিলোঁ তাহার উচি
ত পাওঁ ফলে॥ ১॥ আঁচলে না ধর কাহ্নাঞিঁ[২]॥ এড় কাহ্নাঞিঁ যাইবোঁ মথুরার হাটে॥ ধ্রু॥ হের মথুরার হাটে লক্ষ জন রহে ৮

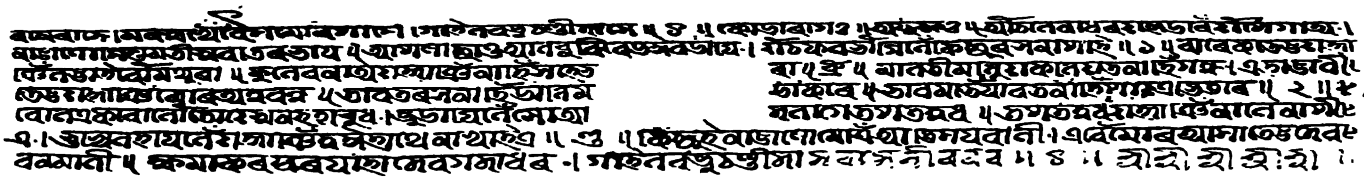
১. পুথিতে দাঁড়িচিহ্ন মাত্রার উপরে তোলা।
২. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'কাহ্নাঞিঁ বাটে'।



৬০ক

বাটে সন্মাক এড়িআঁ আন্মার লহ পরাণে॥ বিহা না কর আপণে কিসকে রাখহ ধনে আপনে না ভুঁজ পরাক না কর দানে॥ ২॥ ভাগি না তোন্মাক জাণী আন্মে তোর মাউলানী বল করিতেঁ মেদনী উলটি জাএ॥ তোন্মেত গোআল জাতী ছাড়হ হেন বিমতী ঘব গিআঁ সম্বন্ধ পুছ মাএ॥ ৩॥ আন্মে আতিশয় বালী নবনীল[1] দল কোঁয়লী এহা বুঝি তেজ কাহ্নাঞিঁ আন্মার পাশে॥ মল্লিকাকলিকা পাশে ভ্রমর না পাএ রসে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ গুজ্জরী রাগঃ॥ রূপকং॥ তোর রূপ দেখি গদাধর। মদনে বেধিল আন্তর॥ তোর বস ভৈল বনমালী। বিমতি ছাড়হ চন্দ্রাবলী॥ ১॥ কেহ্নে দুখ ভাবহ মনে॥[2] দেহ মোরে সরস বচ ৮ নে॥ ধ্রু॥ এ তোর উন্নত যৌবনে॥ নিফল কর[3] অকারণে॥ থিরমতী বুঝহ আপণে.। অনুচিত না বোল বচনে॥ ২॥ তভোঁ নাহিঁ তেজোঁ তোন্মারে.। যদি জাএ জীবন আন্মারে॥ তোন্মাত মজিল মোর মণে। নিবারিব কাহার পরাণে॥ ৩॥ আঁচলে ধরিলোঁ রতি আশে.। কেহ্নে মোর ক ৮

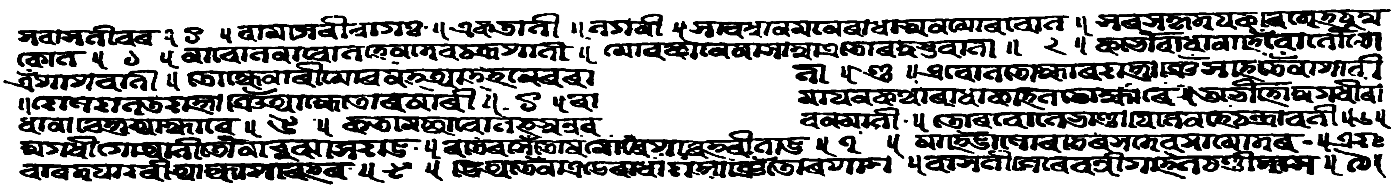
১. পুথিতে 'নবনীল'। বসন্তরঞ্জন প্রত্যাশিত সংশোধিত পাঠ দিয়েছেন 'নবনী'।
২. পুথিতে দুই দাঁড়ি চিহ্ন মাত্রার উপবে তোলা।
৩. পুথিতে 'করণে' লিখে 'ণে' কেটে দেওয়া হযেছে।



৬০খ

র নিরাসে॥ মনসুখেঁ বৈশ মোর পাশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ কোড়ারাগঃ॥ অঢ়ুক্কঃ[১]॥ আঁচলে না ধর কাহ্ন ডরেঁ কাঁপে গাঅ.। না জাণো শিশুমতী সুরতির ভায়॥ আপণা ছাওআল বুঝি বড়ঈ বড়ায়ি[২].। কাঁচ ফল ভাঁগিলেঁ কিছু রস না পাই॥ ১॥ বারেক তেজ কাহ্ন ঞিঁ ল জাইবোঁ মথুরা॥ ফুলের নাঅ কাহ্নাঞিঁ নাহি সহে ভরা॥ ধ্রু॥ মালতী মল্লিকা কলিকাত নাহিঁ গন্ধ.। এহা জাণী ৮ তেজ কাহ্নাঞিঁ মোর অনুবন্ধ॥ তাবত রস নাহিঁ ডালিম ডাকরে[৩]॥ ভাল মতেঁ যাবত নাহিঁ[৪] পাকএ ভিতরে॥ ২॥ ৮ বোল এক বোলোঁ তোকে সুনহ অবুধ.। জুড়ায়িলেঁ সোআদ লাগে তপত দুধ॥ তপত দুধ কাহ্নাঞিঁ নালে না পী ৮ ৬০
এ.। ভুখিল হয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ দুঈ হাথে না খাইএ॥ ৩॥ কিছুই না জাণো মোএঁ আতিশয় বালী.। এবেঁ মোর আশা তেজ দেব ৮ বনমালী॥ ক্ষমা কর ঘর যাহা দেব গদাধর.। গাইল বড়ু চণ্ডীদা[৫]স বাসলীরবর॥ ৪॥ শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী॥

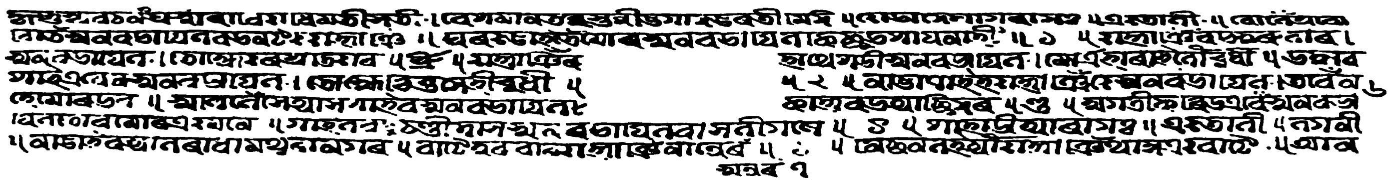
১. পুথিতে 'অঢ়ুক্কঃ'। বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'কুড়ুক্কঃ'।
২. পুথিতে 'বড়ায়ি'। বসন্তরঞ্জন সঙ্গতভাবে সংশোধিত পাঠ দিয়েছেন 'কাহ্নাঞিঁ'।
৩. পুথিতে দুই দাঁড়ি। বসন্তরঞ্জন শ্লোকার্ধজ্ঞাপক একদাঁড়ি দিয়েছেন।
৪. পুথিতে 'নাহিঁ'। বসন্তরঞ্জন 'নাহি'।
৫. পুথিতে 'বড়ু চণ্ডীদা' পর্যন্ত এক কালিতে এক হাতের লেখায় লিখিত। বাকি অংশ অন্য কালিতে, অন্য হাতের লেখায় লিখিত।



৬১ক

সবাসলীবর ॥ ৪ ॥ রামগিরী রাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥ সাবধান মনে রাধা সুন মোর বোল ॥ সরস হৃদয় করি দেহ চুম্ব
কোল ॥ ১ ॥ না বোল না বোল হেন দেব চক্রপাণী ॥ মোর কানে না সাম্ভাএ[১] তোর দুষ্ট বাণী ॥ ২ ॥ কভোঁ রাধা নাহিঁ বোলোঁ মো
এঁ পাপবাণী ॥ তোহ্মে নারী মোর নহ আইহনের রাণী ॥ ৩ ॥ এ বোল তোহ্মার কাহ্নাঞিঁ সহিতেঁ না পারী
॥ কোণ কালত কাহ্নাঞিঁ আহ্মে তোর নারী ॥ ৪ ॥ রামায়ন কথা রাধা কহিল তোহ্মারে ॥ তভোঁহো মুগধী রা
ধা না চিহ্ন আহ্মারে ॥ ৫ ॥ কত মিছা বোলহ সুন্দর বনমালী. ॥ তোর বোলে ভাণ্ডায়িলি নহে চন্দ্রাবলী ॥ ৬ ॥
মুগধী গোআলী তোঁ না বুঝসি কাজ. ॥ রতিরসেঁ তোষ মোরে পরিহরী লাজ ॥ ৭ ॥ নাহিঁ জাণো রতিরস দেব দামোদর. ॥ এক ৮
বার দয়া করী আহ্মা পরিহর ॥ ৮ ॥ জিঅতেঁ না এড়ে রাধা কাহ্নাঞিঁ তোর পাশ ॥ বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৯ ॥

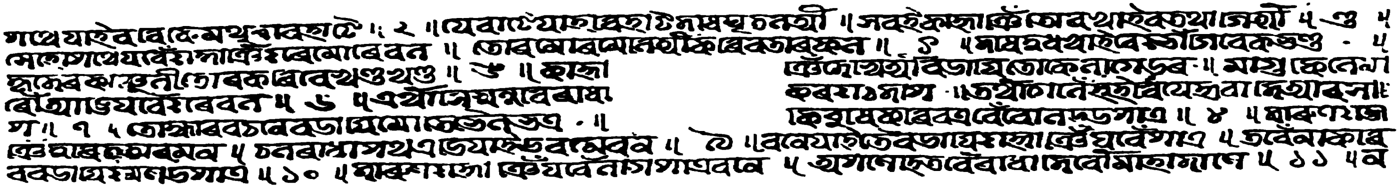
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'সাম্বাএ'।



৬১খ

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী.। বেপমানতনুস্তন্নী জগাদ জরতীমিদং॥ কোড়া দেশাগরাগঃ॥ একতালী॥ বোলেঁ প্রবো
ধিতেঁ সুন বড়ায়ি ল বড় নটক কাহ্নাঞিঁ॥ ঘরক জাইতেঁ মোর সুন বড়ায়ি ল কিছু উপায় নাহীঁ॥ ১॥ কাহ্নাঞিঁ বড় দুরুবাব।
সুন বড়ায়ি ল.। তোহ্মে কর প্রতিকার॥ ধ্রু॥ কাহ্নঞিঁর হাথে পড়ী সুন বড়ায়ি ল.। মোএঁ হারাইলোঁ বুধী। উদ্ধার
পাইএ যেন সুন বড়ায়ি ল.। তোহ্মে চিন্ত সেহী বুধী॥[১]২॥ না, জাণাইহ্ কাহ্নাঞিঁকে সুন বড়ায়ি ল.। তবেঁ ন ৬১
হে মোর ডর॥ সুণিলেঁ সে আস পাইব সুন বড়ায়ি ল ৮ কাহ্ন বড় আছিদর॥ ৩॥ যুগতী করিউ এবেঁ সুন বড়া
য়ি ল তোর মোর এক মনে॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস সুন বড়ায়ি ল বাসলীগণে॥ ৪॥ পাহাড়ীআ রাগঃ॥ একতালী॥ লগনী
॥ না জাইব আল রাধা মথুরা নগর॥ বাটে দুরুবার কাহ্নাঞিঁ নান্দের সুন্দর[২]॥ ১॥ নিছন লইআঁ কাহ্নাঞিঁ থাকু একবাটে.॥ আন

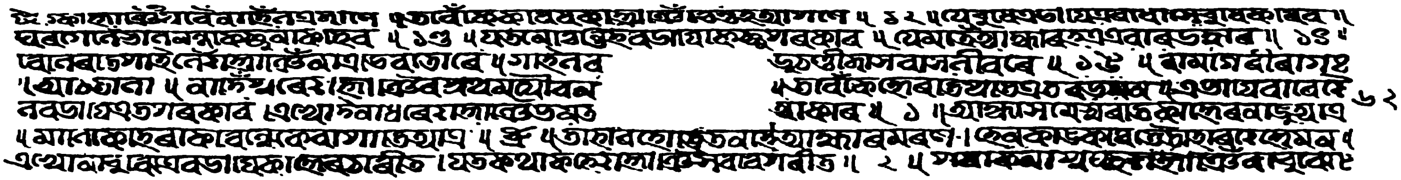
১. পুথিতে এখানে দু'বার দুই দাঁড়ি দেওয়া হয়েছে।
২. পুথিতে এখানে মার্জিনেব নীচে 'সুন্দর ৭' লিখিত।



৬২ক

পথে যাইব বিকে মথুরার হাটে॥ ২॥ যে বাটে যাইবি হাট দধি ঘৃত লআঁ॥ সবই কাহ্নাঞিঁ তোর খাইব তথা গিআঁ॥ ৩॥
সেহো পথে যবেঁ কাহ্নাঞিঁ করে মোরে বল॥ তোর মোর মেলিআঁ করিব তার ফল॥ ৪॥ দধি দুধ খাইবেক ভাঁগিবেক ভণ্ড[১].॥
হৃদের কাঞ্চুলী তোর করিবে খণ্ড খণ্ড॥ ৫॥ কাহ্নাঞিঁ দেখিআঁ বড়ায়ি তোকে লাগে ডর.। মাগুকিলে মা
রোঁ আজি যবেঁ করে বল॥ ৬॥ এথাঁসি সুন্দরি রাধা কর কাঠদাপ.॥ তথাঁ গেলেঁ হইবি যেহ্ন বাদিআর সা ৮
প॥ ৭॥ তোহ্মার বচনে বড়ায়ি মোতে ভৈল ভএ.॥ কি বুধি করিব এবেঁ বোলহ উপাএ॥ ৮॥ দারুণ কাহ্না
ঞিঁ দুরিত তার মন॥ চল রাধা পথ এড়ি যাইউ বনে বন॥ ৯॥ বনে যাইতেঁ বড়ায়ি কাহ্নাঞিঁ যবেঁ পাএ॥ তবেঁ না করি
ব বড়ায়ি কমণ উপাএ॥ ১০॥ দারুণ কাহ্নাঞিঁ যবেঁ লাগ পাএ বনে॥ অপণেহি তবেঁ রাধা দিবোঁ মাহাদানে॥ ১১॥ ন

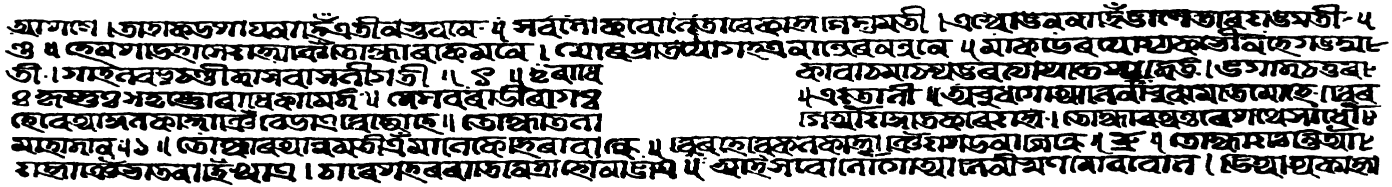
১. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'ভাণ্ড।



৬২খ

টক কাহ্নাঞিঁ যবেঁ নাহিঁ লএ দাণে॥[1] তবে কি করিব কাহ্নাঞিঁ[2] চিন্তহ আপণে॥ ১২॥ যে বুধি এড়ায়িএ রাধা সে বুধি করিব॥
ঘর[3] গেলেঁ ভাল মন্দ কিছু না কহিব॥ ১৩॥ যতনে চিন্তিহ বড়ায়ি কিছু পরকার॥ যেমতেঁ আহ্মার হএ এবার উদ্ধার॥ ১৪॥
বিণি রতি পাইলেঁ কাহ্নাঞিঁ না এড়িব তোরে॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥ ১৫॥ রামগিরী রাগঃ ৮
॥ আঠ তালা॥ নাহিঁ পুরে কাহ্নাঞিঁর প্রথম যৌবন॥ তবেঁ কেহ্নে রতি প্রতি এত বড় মন॥ এড়ায়িবারে কৈ
ল বড়ায়ি এত পরকার। এখোই না ধরে কাহ্নাঞিঁ উমত আকার॥ ১॥ আহ্মা সমে সুরতি কাহ্নের না জুআএ ৬২
॥ মাণিকে হিরাক বিন্ধে[4] কে বা পাতিআএ॥ ধ্রু॥ তাহার হোতিত[5] নহে আহ্মার মরণ.। হেন কাজ করিতেঁ তাহার কেহ্নে মন॥
এখো না বুঝিএ বড়ায়ি কাহ্নের চারীত। যত কথা কহে কাহ্নাঞিঁ সব বিপরীত॥ ২॥ পরাক না পুছে কাহ্নাঞিঁ না বুঝে ৮

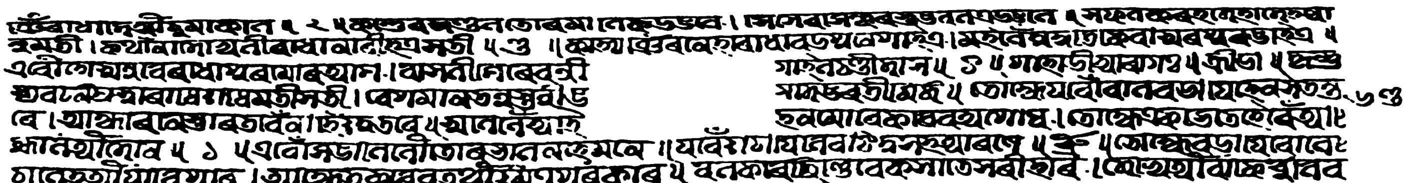
১. বসন্তরঞ্জন প্রত্যাশিত এক দাঁড়ি দিয়েছেন।
২. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'বড়ায়ি'। এটিই সঙ্গততর পাঠ।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'ঘরে'। মূলপাঠ 'ঘর' থাকলেও ক্ষতি নেই।
৪. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'বিন্ধে'। অর্থ ও মিলের দিক থেকে সংশোধিত পাঠই সঙ্গত।
৫. মূল পুথিপাঠ 'হোতিত'। বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'হাথত' সঙ্গততর। 'হাতত' পাঠও চলতে পারে।



৬৩ক

আপণে.। তাহাক উপায় নাহিঁ এ তীন ভুবনে.॥ সব লোক বোলে তারে কাহ্ন শিশুমতী.। এখোজন নাহিঁ জাণে তার কাজ গতী.॥
৩॥ হেন পড়িহাসে কাহ্নাঞিঁ[1] তোহ্মার কি মনে। মে৷র প্রতি যোগ হএ নান্দের নন্দনে॥ মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমু ৮
তী.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী॥ ৪॥ রাধিকা বাচমাচম্য জরত্যা প্রতিপাদিতং। জগাদ চতুর ৮
ঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥ দেশ বরাড়ীরাগঃ॥ একতালী॥ অবুধ গোআলি না বুঝ মতিমোহে.। বিব
হে বেআকুল কাহ্নাঞিঁ বেড়াএ বিছোহে॥ তোহ্মাত লাগিআঁ কাকুতি করে কাহ্ন.। তোহ্মার অন্তরে পথে সাধোঁ ৮
মাহাদান॥ ১॥ তোহ্মার আনুমতীএঁ মাণিকে হিরা বান্ধে ॥ বিরহে বিকল কাহ্নাঞিঁ কাপড় না পিন্ধে॥ ধ্রু॥ তোহ্মার চিন্তিআঁ ৮
কাহ্নাঞিঁ ভাত নাহিঁ খাএ। চারি পহর রাতি নিদ্রাহো না জাএ॥ আইস বোলোঁ গোআলিনী সুণ মোর বোল। জিআঅ কাহ্ন

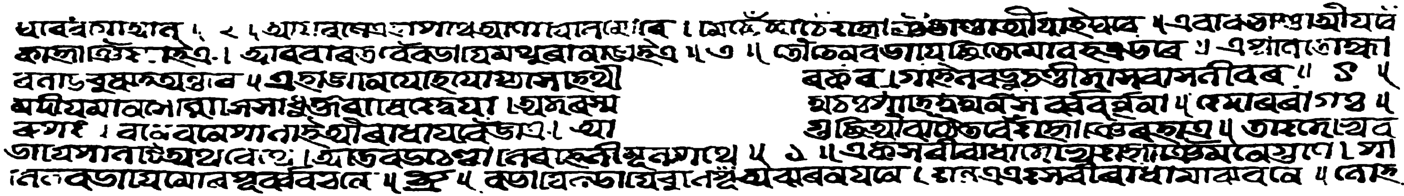
১. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'বড়ায়ি'। এটিই সঙ্গততব মনে হয়।



৬৩খ

ঞ্রিঁ রাধা দিআঁ চুম কোল ॥ ২ ॥ কন্নের কুণ্ডল তোর মাণিক উজলে[১]. । সিসের সিন্দূর ভুজবলএ উজলে ॥ সফল করহ দেহা দেহ আ
নুমতী। কথাঁ না দেখিলী রাধা নারী হএ সতী ॥ ৩ ॥ কাহ্নাঞিঁর নেহা রাধা বড় পুনে পাইএ. । মইলেঁ মুকুতি কিবা সুরপুর জাইএ ॥
এবোঁহো সুন্দরি রাধা পুর মোর আশ. । বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥ পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ কৃষ্ণ
স্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী। বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ ভ্‌রতীমিদং ॥ তোহ্মে যবেঁ বোল বড়ায়ি হেন সতন্ত
৬৩ রে. । আহ্মার নিস্তার তবেঁ নাহিঁক দুতরে ॥ সুণিলেঁ আইহন মোরে করিব অপোষ[২]. । তোহ্মে এক ভিতে হৈবেঁ আ ৮
হ্মা লআঁ দোষ ॥ ১ ॥ এবেঁ সি জানিলোঁ তোর ভাল নহে মনে ॥ যবেঁ কাঢ়ায়িলি বাট দুসহ আরণে ॥ ধ্রু ॥ তোহ্মে বড়ায়ি বোলে ৮
চালে হআঁ যাবি পার. । আহ্মেত করিব তথাঁ কেমণ[৩] পরকার ॥ বল করি ছিণ্ডিবেক সাতেসরী হার. । দেখিআঁ বা কি বুলিব

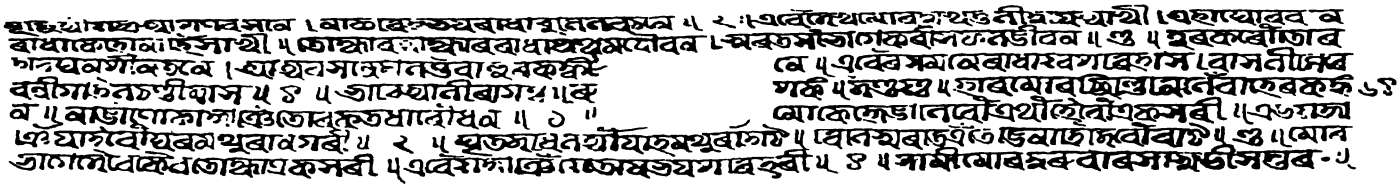
১. বসন্তরঞ্জন 'উজলে'।
২. বসন্তবঞ্জনের সংশোধিত সঙ্গত পাঠ 'আপোষ'।
৩. বসন্তরঞ্জন 'কৌণ'। মন্তব্যে লিখেছেন : 'কমণ' কাটিযা 'কৌণ' কবা।



৬৪ক

ঘরের গোআল॥ ২॥ আকারণে এহা পথে আণায়িলি মোরে.। মিছেঁ ছাচেঁ কাহ্নাঞিঁ ভাণ্ডআঁ যাই ঘরে॥ এবার ভাণ্ডআঁ যবেঁ
কাহ্নাঞিঁক জাইএ.। আর বার তবেঁ বড়ায়ি মথুরা না জাইএ॥ ৩॥ তোঁ হেন বড়ায়ি ছিতে মোর হএ ডরে॥ এ পুণি তোহ্মা
র লাজ বুঝহ অন্তরে॥ এহা জানি যেহি যোগ্য সেহি থীর কর। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪॥
মদীয়মানসোল্লাসি সাধুক্তং রাধিকে ত্বয়া। অদ রস্মসুচঃ[১] পাহি দুস্নং[২] সর্ব্ববর্ণ্ননা॥ কেদাররাগঃ॥
রূপকং॥ বনে বনে পালাইআঁ রাধা যবেঁ জাএ.। আগুছিআঁ বাটে তবেঁ কাহ্নাঞিঁ রহাএ॥ তাক দেখি ব
ড়ায়ি পালটি অথবেথে। অতি বড় ঠেণ্টালি রহিলী মূল পথে॥ ১॥ একসরী রাধা দেখি কাহ্নাঞিঁ মনে গুণে। পা
লিল বড়ায়ি মোর পূর্ব্ব বচনে॥ ধ্রু॥ বড়ায়ি বড়ায়ি বুলি[৩] অঝর নয়নে। কান্দএ একসরী রাধা মাঝবনে॥ লোহ

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'অথস্মরশুচঃ'।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'দুঃস্বনং'।
৩. 'পূ' লিখে কেটে দিয়ে তারপব 'অঝর' লেখা।

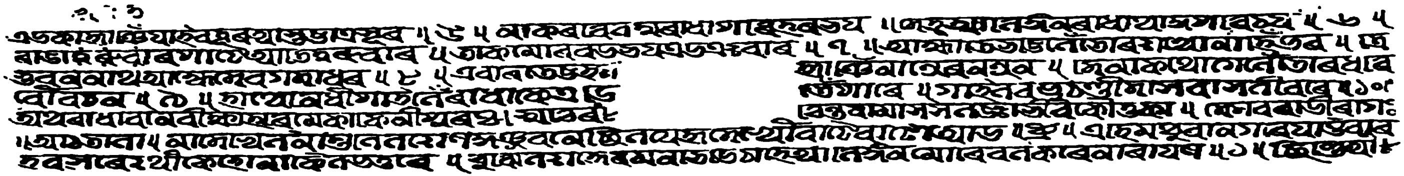


৬৪খ

মুছিআঁ কাহ্ন আপণ বসনে। না করিহ ভয় রাধা বুলিল বচনে॥ ২॥ এবেঁ দেখ মোর মুখ তুলী দুয়ি আখী। এহা ঘোর বনে
রাধা কেহো নাহিঁ সাখী॥ তোহ্মার আহ্মার রাধা প্রথম যৌবন। সুরত সংভোগে করী সফল জীবন॥ ৩॥ দূর করোঁ তোর
হার ঘন পীন তনে। আঅর সন্দেশ লওঁ বাহুর কঙ্কনে॥ এবেঁ রসমনে বাধা কর পরিহাস। বাসলী শিরে
বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥ ভাঠিআলীরাগঃ॥ রূপকং॥ দণ্ডকঃ॥ হার মোর ছিণ্ডি নিলেঁ বাহের কঙ্ক
ন॥[১] না জাণো কাহ্নাঞিঁ তোর কত ধারোঁ ধন॥ ১॥ মো কেহ্নে জাণিবোঁ এথাঁ হৈবোঁ একসরী॥[১] এড় কাহ্না ৬৪
ঞিঁ যাইবোঁ ঘর মথুরা নগরী॥ ২॥ ঘৃত দধি লআঁ যাহ মথুবা[২]র হাট। বিণি সুরতিএঁ তেজি নাহিঁ দিবোঁ বাট॥ ৩॥ মোর
ভাগে দৈবে কৈল তোহ্মা একসরী॥[১] এবেঁ কাহ্নাঞিঁকে তোষ ভয় পরিহবী॥ ৪॥ সামী মোর দুরুবার সাসুড়ী সশুর.॥[১]

১ পুথিতে দুই দাঁড়ি। বসন্তরঞ্জন প্রত্যাশিত একদাঁড়ি দিয়েছেন।

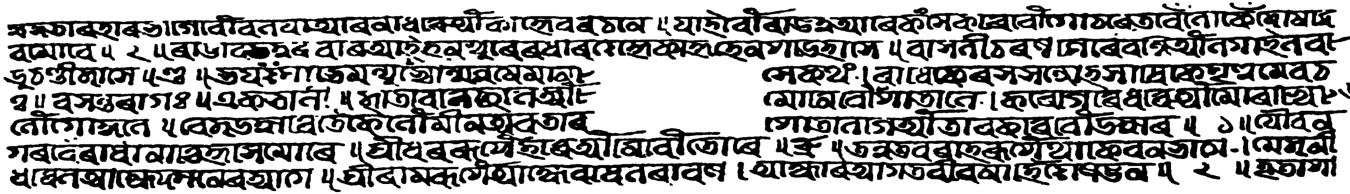
২ পুথিতে 'মথুরা' লিখে চিহ্ন দিয়ে মার্জিনের নীচে 'ব' লিখিত।



৬৫ক

এড় কাহ্নাঞিঁ যাইব দূর আস্ত জাএ সূর॥ ৫॥ না কর বিলম্ব রাধা পরিহর ভয়॥ দেহ আলিঙ্গন রাধা থাকু পরিচয়॥ ৬॥
রাজা খরতর[১] পাটে আতি দুরুবার॥ তাক মোর বড় ভয় এড় একবার॥ ৭॥ আহ্মাতে ভজিলেঁ তোর কাখো নাহিঁ ডর॥ ত্রি
ভুবন নাথ আহ্মে দেব গদাধর॥ ৮॥ এবার তেজহ কাহ্নাঞিঁ নান্দের নন্দন॥ দিনা কথো গেলেঁ তোর ধরি
বোঁ বচন॥ ৯॥ হাথে নিধী পাইলেঁ রাধা কে এড়িতেঁ পারে॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥ ১০॥
অথ রাধা বনে বীক্ষ্য হরিমেকাকিনী পুরঃ.॥ সুচিরং চিন্তয়ামাস সলজ্জাভীর কৌতুকা॥ দেশ বরাড়ী রাগঃ
॥ আঠতালা॥ না দেখিল না শুণিল কোণ কুঞ্জবনে ছিল যেহ্ন দেখোঁ বাটে বাটোআড়॥ ধ্রু॥ এহি মথুরা নগরে যাওঁ বার
হ বসরে[২] কথাঁ কেহো না কৈল উত্তরে॥ বুঝিল কাহ্নের মন ভিড়ি চাহে আলিঙ্গন মোরে বল করে নারায়ণ॥ ১॥ ছিণ্ডিআঁ ৮

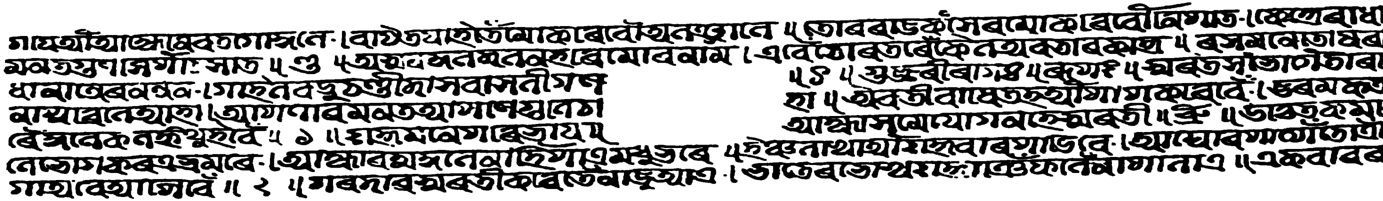
১. পুথিতে 'দুরুবাব' লিখে 'দুরুবা' কেটে মার্জিনেব উপর 'খরত ২' লিখিত।
২. বসন্তরঞ্জনেব প্রত্যাশিত সংশোধিত পাঠ 'বৎসবে'।



৬৫খ

মুকুতার হার ভাঁগিবোঁ বলয়া আর না ধরিআঁ কাহ্নের বচনে॥ যাইবোঁ রাজ দুআরে কংসে করিবোঁ গোচরে তবেঁ লোকেঁ দোষ দি
ব মোরে॥ ২॥ রাজা বড় দুরুবার আইহন খুরের ধার কেহ্নে কাহ্ন হেন পড়িহাসে॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল গাইল ব ৮
ড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৩॥ ভয়ং কংসাভিমন্যুভ্যোন্মান্নষে[১] মানসে কথং.। রাধিকে রসসন্দোহ সাধিকে শৃণুমে বচ
ঃ॥ বসন্তরাগঃ॥ একতালী॥ দাতা বলি ছলিআঁ মো নিলোঁ পাতালে.। করে গিরি ধরিআঁ মো রাখি ৮
লোঁ গোকুলে॥ বেদ উদ্ধারিতেঁ কৈলোঁ মীন অবতার। পাতাল গিআঁ তার করিলোঁ উদ্ধার॥ ১॥ যৌবন ৬৫
গরবেঁ রাধা না চিহ্নসি মোরে। শ্রীধররূপেঁ হরিআঁ নিবোঁ তোরে॥ ধ্রু॥ তনুত বরাহরূপেঁ থাকি বনভাগে.। মেদনী
ধরিল আহ্মে দশনের আগে॥ শ্রীরামরূপেঁ আহ্মে বধিল রাবণ। আহ্মার আগত বীর নাহিঁ কোণ জন॥ ২॥ দূতা পা

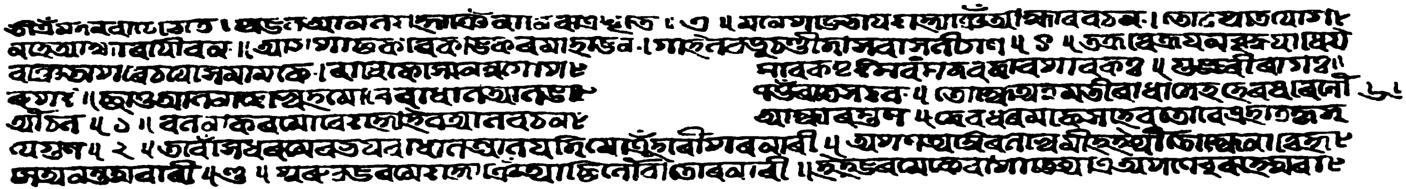
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'কংসাভিমন্যুভ্যো মন্যসে'।



৬৬ক

ঠা১য়িআঁ আহ্মো নিব ত গোকুলে.। বাটত যাইতেঁ মো করিবোঁ অলঞ্জালে॥ তোর রাজ২ কংসের মো করিবোঁ নিপাত.। কেহ্নে রাধা
মনত গুণসি পাঁচ সাত॥ ৩॥ অসুর কুল দলন হরি মোর নাম.। এবেঁ তোর তরেঁ কৈল অবতার কাহ্ন॥ রসমনে তোষ রা
ধা নান্দের নন্দন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥ গুজ্জরীরাগঃ॥ রূপকং॥ সুরত সংভোগে তোর৩ ৮
না পূরিলে আহা। আপণার মনত আপণে গুণি চাহা॥ অরতী বাধিত হআঁ পাপ করিবেঁ.। জরমক ত
রেঁ কুলে কলঙ্ক থুইবেঁ॥ ১॥ কাহ্ন মনে পরিভায়॥৪ আহ্মাসমে যোগ নহে৫ সুরতী॥ ধ্রু॥ উচিত কম ৮
লে ভোগ করএ ভ্রমরে.। আহ্মার মুকুলে নাহিঁ পাএ মধুভরে॥ ইখুলা খাআঁ কাহ্ন বার পাড়িবে.। আঘোর পাপেঁ তোএঁ ৮
গায় বেআপিবেঁ॥ ২॥ পরদার সুরতী করিতেঁ না জুআএ.। ভাতের ভোখ কাহ্নাঞিঁ ফলেঁ না পালাএ॥ একবার র

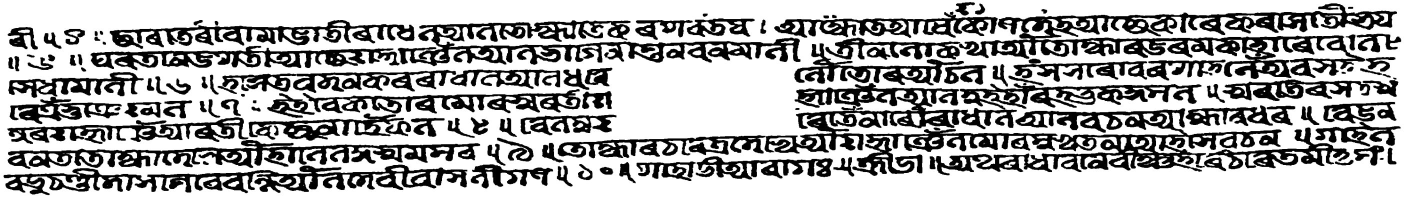
১. পুথিতে 'ঠা' অনেকটা 'গ'-এব মত লিখিত হয়েছে।
২. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'রাজা'। এই সংশোধন অনাবশ্যক মনে হয়।
৩. পুথিতে ও-কারের বাঁদিকের ইলেক মাত্রার উপরে তোলা।
৪. বসন্তরঞ্জন ছন্দ-মিলের জন্য এরপর 'মোহোর যুগতী' পাঠ যোগ করেছেন। এতটা নতুন শব্দ সংযোগ অপ্রয়োজনীয় মনে হয়।
৫. বসন্তরঞ্জন 'নহে'-এর পর ছন্দের খাতিরে 'তোহ্মার' যোগ করেছেন। তার প্রয়োজন ছিল না মনে হয়।



৬৬খ

তীঁএ মদন বাঢ়ে চিতে। প্রজল আনল কাহ্নাঞিঁ না নিবাএ ঘৃতে॥ ৩॥ মনে পড়িভায় কাহ্নাঞিঁ আহ্মার বচন.। তোর প্রতি যোগ ৮
নহে আহ্মার যৌবন ঃ আগপাছ করি কাজ কর মাহাজন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥ তক্রবিক্রয় ন বৃদ্ধয়াধিকা[১]
বঞ্চিতা পরিচয়েসি মামকে.। রাধিকেস্মি[২] ননু গোপশাবকঃ কংশবংশদবদাবপাবকঃ॥ গুজ্জরীরাগঃ॥ ৬৬
রূপকং॥ ছাওআল না দেখিহ মোরে রাধা ল আল জাণওঁ রতি‍ঃসকল.। তোহ্মে অনুমতী রাধা দেহ হের ধরিলোঁ
আঁচল॥ ১॥ বল না কর মোরে কাহ্নাই ল আল বচন আহ্মার শুণ॥ দেবধরম কি সহিব তোরে এহাত হৃদ
য়ে শুণ॥ ২॥ তবেঁসি ধরমের ভয় রাধা ল আল যদি মোএঁ হরোঁ পরনারী॥ অপণ অঙ্গের লখিমী হইআঁ তোহ্মো না চিহ্ন ৮
সি অনন্ত মুরারী॥ ৩॥ পুরুব জরমে কাহ্নাঞিঁ[৩] আছিলোঁ বা তোর নারী॥ ইহ জরমে কে বা পাতিআএ অপণে বুঝহ মুরা ৮

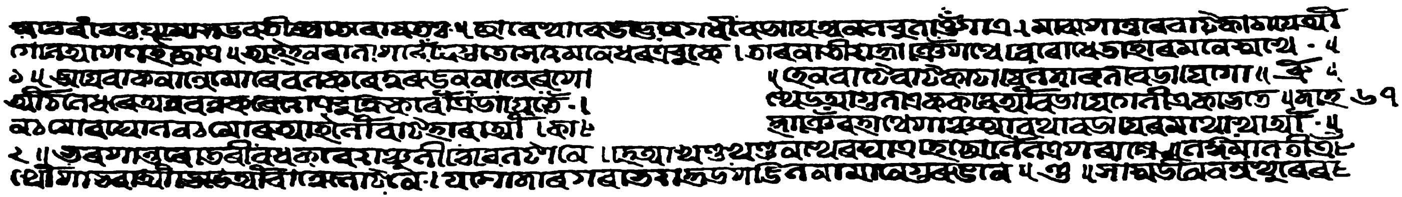
১ বসন্তবঞ্জনের পাঠ 'বৃদ্ধয়া ধিযা'।
২ বসন্তবঞ্জন 'বাধিকেঽস্মি'।
৩. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'কাহ্নাঞিঁ ল আল'। এই সংযোজন অনাবশ্যক মনে হয়।



৬৭ক

রী॥ ৪॥ ছার তিরী বামাজাতী রাধে ল আল তোহ্মাতে[১] কর পরতয়॥ আহ্মাত[২] আধিক[৩] কোণ দেহ আছে কারে করসি তোঁ ভয়
॥ ৫॥ ঘরত নিজ পতী আছে কাহ্নাঞিঁ ল আল ভাগিনা শুন বনমালী॥ তীন লোক খাআঁ তোহ্মার জরম কাহারে বোল ৮
সি ধামালী॥ ৬॥ হসিত বদন কর রাধা ল আল ধরিলোঁ তোর আঁচল॥ হংস সরোবর পাইলেঁ অবসই হ
রিএঁ ভুঞ্জেঁ[৪] কমল॥ ৭॥ হইবেক তোর মোর সুরতী কাহ্নাঞিঁ ল আল দুইহাঁর হউক কুশল॥ সুরতি রসত সু
ন্দর কাহ্নাঞিঁ আরতী কিছু নাহিঁ ফল॥ ৮॥ বিলম্ব করিতেঁ নারোঁ রাধা ল আল বচন আহ্মার ধর। বিজন
বনত তোহ্মা দেখিআঁ হাণিল কুসুমশব॥ ৯॥ তোহ্মার চরিত্র দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ ল মোর মুখত না আইসে বচন॥ গাইল
বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ ল দেবী বাসলীগণ॥ ১০॥ পাহাড়ীআ রাগঃ॥ ক্রীড়া॥ অথ রাধা বনে বীক্ষ্য হরিং চরিতমীদৃশং[৫]।

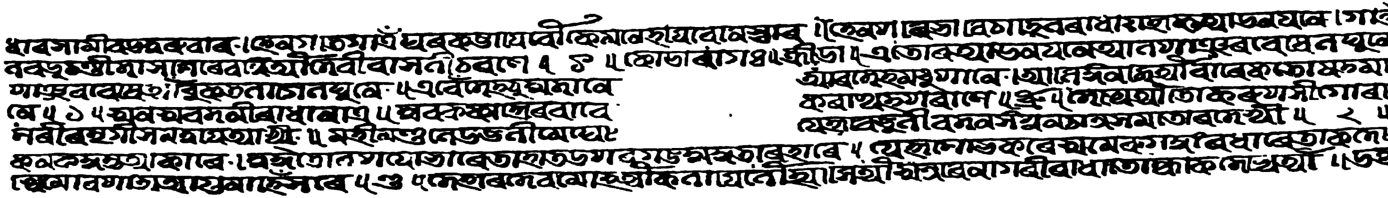
১ বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'আহ্মাতে'।
২. 'আহ্মোত' লিখে এ-কার কেটে দেওয়া।
৩. আধি' লিখে চিহ্ন দিযে মার্জিনের উপর 'ক ১' লিখিত।
৪ বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'ভুঞ্জে'।
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'চরিতুমমীদৃশম্'।



৬৭খ

সুচিরং চিন্তয়ামাস জরতীম্প্রতি রোষতঃ॥ ছারেখারে জাউ মুগধী বড়ায়ি অনল বুলাওঁ গাএ.। মাঝপান্তরে বাট কাঢ়ায়িআঁ
গেলি আপণ ইছাএ॥ অইহনরাণী[১] পরেঁ বিগুতে সে কেমনে ধরএ বুকে। তার নাতী কাহ্নাঞিঁ পথে বিরোধে তাহার মনে[২] সুখে.॥
১॥ জায়িবাক নান্দে মোরে বল করে দুরুজন নান্দের পো॥ হেন বাটে বাট কাঢ়ায়িল দারুণী বড়ায়ি গো॥ ধ্রু॥
আঁচলে ধরে অনুবন্ধ করে কোণ বুদ্ধি করোঁ এড়ায়িতেঁ.। খেড় আগুণী এক করিআঁ বড়ায়ি গেলী একভিতে॥ দহি ৬৭
নঠ মোর ঘোল নঠ মোর আইলোঁ বাট হারাআঁ। কাহ্নাঞিঁব হাথে পাঞ্চ আবথা বড়ায়ির মাথা খাআঁ.॥
২॥ ভর পান্তরে তিরী বধ করে কাঞ্চুলী চিরিল টানে। হিআ খণ্ড খণ্ড নখের ঘাএ হিছোলেঁ লএ পরাণে॥ লঙ্গ মালতীএঁ ৮
খোঁপা ভরাআঁ ভিড়িআঁ বান্ধে লোটনে.। যশোদার গরভে কাহ্ন উপজিল না মানে গুরুজনে॥ ৩॥ সাসুড়ী ননন্দ খুরের ৮

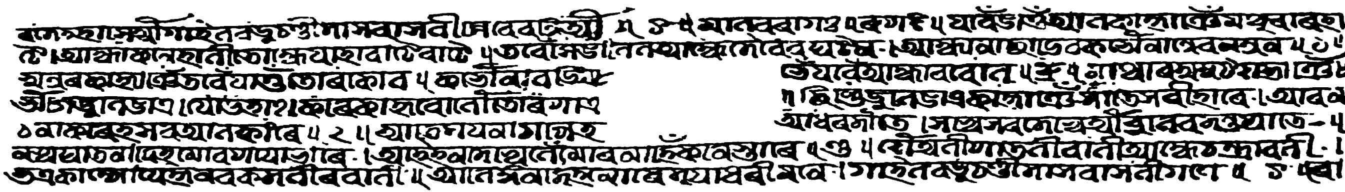
১. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'আইহনবাণী'।
২. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'মনের'।



৬৮ক

ধার সামী বড় দুরুবার.। হেন গতি গাএঁ ঘরক জায়িবোঁ কেমনে হয়িবে নিস্তার॥ হেন পরিভাবি চাহিল রাধা কাহ্নক আড় নয়নে। গাই
ল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ দেবী বাসলীচরণে॥ ৪ ॥ কোড়ারাগঃ॥ ক্রীড়া॥ এ তোর আড় নয়নে আল পাঞ্জর বেধিল ঘুনে
পাঞ্জর বেধিআঁ বুকত লাগিল ঘুনে.॥ এবেঁ দেহ চুম্বদানে আর দেহ মধু পানে.। আলিঙ্গন দিআঁ বারেক তোষহ ম ৮
নে॥ ১ ॥ সুন সুবদনী রাধা নাএ॥ যুবক কাহ্নের বারেক রাখহ পরাণে॥ ধ্রু॥ দেখিআঁ তোক রুপসী[1] গোর ৮
শরীর মৃগীসম দুয়ি আখী.॥ মহীমণ্ডলে উজলী মেঘে যেহ্ন বিজুলী বদন সংপুন চান্দ সম তোর দেখী॥ ২॥
কনককুম্ভ আকারে.।[2] দুঈ তোর পয়োভারে তাহাত উপর গজমুকুতার হারে॥ যেহ্ন শোভ করে সুমেরু গঙ্গার ধারে তাক দে ৮
খি মোর পাঅ আগু নাহিঁ সরে॥ ৩॥ দেহার দেব মো হআঁ কলায়িলোঁ আসিআঁ সুন্দরি নাগরী রাধা তোহ্মাক দেখিআঁ॥ উত্ত

১. বসন্তরঞ্জন সঙ্গতভাবে অনুমান কবেছেন এবপর ত্রিপদী পংক্তিব দ্বিতীয় পদটি লিপিকব লেখেননি।
২. পুথিতে এখানে ভুলক্রমে দাঁড়ি চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।



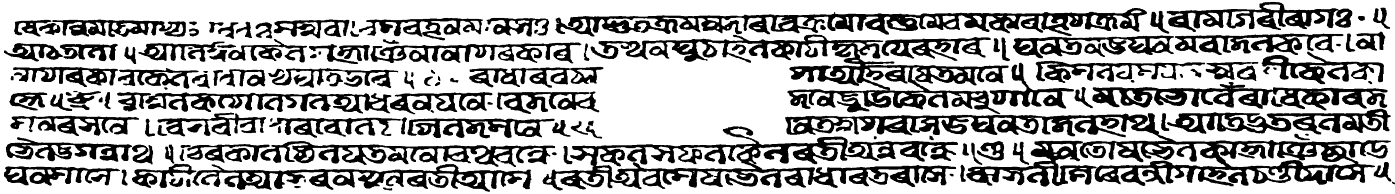
৬৮খ

র দেহ হাসিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী শিরে বন্দিআঁ[১] ॥ ৪ ॥ মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যবেঁ জাইঁ[২] আল কাহ্নাঞিঁ মথুরার হা
টে। আহ্মাক নেহালী তোহ্মে যাহা বাটে বাটে ॥ তবেঁসি জাণিল আহ্মে দৈবের ঘটন.। আহ্মা না ছাড়িব কভোঁ নান্দের নন্দন ॥ ১ ॥
সুন্দর কাহ্নাঞিঁ তবেঁ যাওঁ তোর কোল। কভোঁ না লঙ্ঘিবোঁ যবেঁ আহ্মার বোল ॥ ধ্রু ॥ মাথার মুকুট কাহ্নাঞিঁ ৮
ভাঁগি জুণি জাএ। যোড়হাথ করি কাহ্ন বোলোঁ তোর পাএ ॥ ছিণ্ডি জুণি জাএ কাহ্নাঞিঁ সাতেসরী হারে.। আর ন
ঠ না করিহ সব আলঙ্কারে ॥ ২ ॥ আতিশয় না চাপিহ আধর দাঁতে.। সখি সব দেখিআঁ বুলিব দন্তপ্রাতে[৩] ॥ ৬৮
নখঘাত না দিহ মোর পয়োভারে.। আইহন দেখিলেঁ মোর নাহিক নিস্তারে ॥ ৩ ॥ কোঁঅলী পাতলী বালী আহ্মে চন্দ্রাবলী.।
ভএ কাম্পো যেহ্ন নব কদলীর বালী ॥ আলিঙ্গন দিহ মোরে দয়া ধরী মনে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ বা

১ এই ত্রিপদী পংক্তির অনুলিপিতে লিপিকর কিছু ভুলচুক করে থাকতে পারেন।

২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'জাওঁ'।

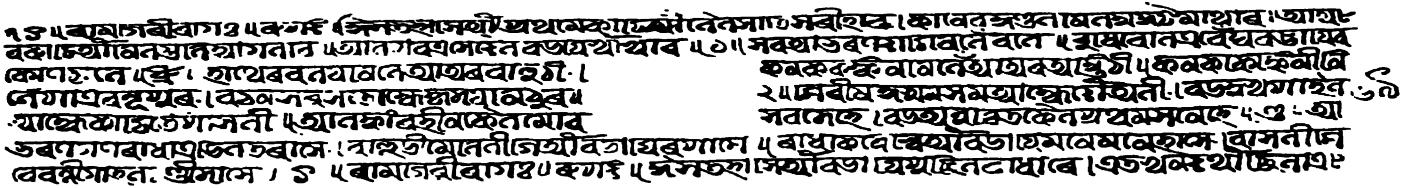
৩. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'দন্তঘাতে'।



৬৯ক

ধিকানুমতিমাপ্যঃ মাধবঃ সম্বরারিশরদূনমানসঃ ॥ আদ্ভুত[1]ক্রমমুদারবিক্রমো বল্লুমেবমকরোদ্রপক্রমং[2] ॥ রামগিরী রাগঃ. ॥
আঠতালা ॥ আলিঙ্গন কৈল কাহ্নাঞিঁ নানা পরকার. । তখন ঘুচাইল কাঢ়ী হৃদয়ের হার ॥ ঘন তন জঘন মরদিল করে. । না
না পরকার কৈল রাধা নখঘাত ডরে ॥ ১ ॥ রাধার বচন পাআঁ হরষিত মনে ॥ কিশলয় শয়নে সুরতী কৈল কা
হ্নে ॥ ধ্রু ॥ চুম্বিল কপোল গল আধর নয়নে. । বদনে বদনে জুড়ি কৈল মধুপানে ॥ মতিভোলেঁ রাধিকার দ
শন রসনে[3]. । বিসরী রাধার বোল চাপিল দশনে ॥ ২ ॥ নিতম্ব পরসি জঘনত দিল হাথ। আতি উতরল মতী
ভৈল জগন্নাথ ॥ চিরকাল ছিল যত মনোরথ বন্ধে. । সকল সফল কৈল বতী অনুবন্ধে ॥ ৩ ॥ মনতোষ ভৈল কাহ্নাঞিঁ ছাড়ে
ঘন শাসে। কাঢ়ী লৈল আভরন পুন রতী আশে ॥ রতী অবশেষ ভৈল রাধার তরাসে. । বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥

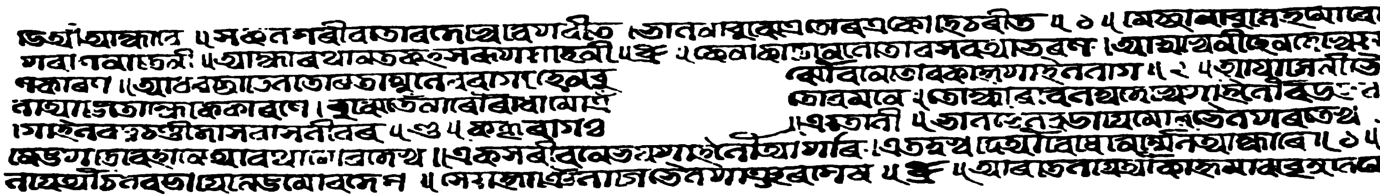
১. বসন্তরঞ্জন 'অদ্ভুত'।
২. বসন্তরঞ্জন 'বল্লুমেবমকরোদ্রিপুক্রমং'।
৩ বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'বসনে'।



৬৯খ

॥ ৪ ॥ রামগিরী রাগঃ ॥ রূপকং ॥[১] প্রথমে কাঢ়িআঁ লৈল সাতেসরী হার। কানের কুণ্ডল নিল মুকুট মাথার॥ আঅ ৮
র কাঢ়িআঁ নিল গুণিআ[২] গলার॥ আলপ বএসে কৈল বড়য়ি খাঁখার॥ ১ ॥ সব আভরণ[৩] কাঢ়ি নিলেঁ বলে॥ বুধি বোল এবেঁ ঘর জায়িব
কোণ ছলে॥ ধ্রু॥ হাথের বলয় নিলেঁ আঅর বাহুঠী.। কনককঙ্কন নিলেঁ আঅর আঙ্গঠি॥ কনক কিঙ্কিনী নি
লেঁ পাএর নূপুর.। বচন সরস তোহ্মে হৃদয় নিঠুর॥ ২ ॥ শিরীষ কুসুম সম আহ্মে কোঁঅলী.। বড় দুখ পাইল ৬৯
আহ্মে কাঢ়িতেঁ পাসলী॥ আলঙ্কারহীন কৈল মোর সব দেহে। বড় অনুচিত কৈল প্রথম সনেহে॥ ৩ ॥ আ
ভরণগণ রাধা এড়িল তরাসে.। বাহুড়ী মেলিলী গিআঁ বড়ায়ির পাশে॥ রাধাক দেখিআঁ বড়ায়ি মনে মনে হাসে। বাসলী শি
রে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥ রামগিরী রাগঃ॥ রূপকং॥ ঈসত হাসিআঁ বড়ায়ি পুছিল রাধারে.। এতখন কথাঁ ছিলা এ ৮

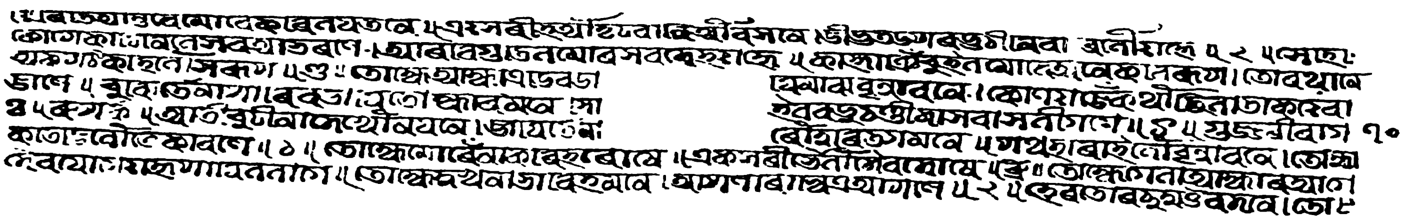
১ 'ঈসত হাসিআঁ' লিখে কেটে দেওয়া।
২. বসন্তরঞ্জন 'গুনিআঁ'।
৩ বসন্তরঞ্জন সংশোধিত পাঠে এখানে 'মোর' যোগ করেছেন।



৭০ক

ড়িআঁ আহ্মারে॥ সকল শরীর তোর দেখি বিপরীত। ভাল না বুঝিএ তোর একোহি চরীত॥ ১॥ মিছা না বুলিহ মোরে ৮
পরাণ নাতিনী। আহ্মার থানত কহ সরূপ কাহিনী॥ ধ্রু॥ কে না কাড়ি নিলেঁ তোর সব আভরণ.। আসুখিনী[১] হেন দেখি কম
ণ কারণ॥ আধর ছাড়িল তোর তাম্বুলের রাগ। হেন বুঝোঁ বনে তোর কাহ্নু পাইল লাগ॥ ২॥ আয়াসিনী[২] ভৈ
লা আজি তোহ্মে কি কারণে। বুঝিতেঁ নারোঁ রাধা মোএঁ তোর মনে॥ তোহ্মার বিলম্ব দেখি পাইলোঁ বড় ডর
। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৩॥ কহ্নুরাগঃ[৩]॥ একতালী॥ ভাল ভৈল বড়ায়ি মোর ভৈল পরতেখ.।
নিজ পতি বিহানে আবথা মোর দেখ॥ একসরী বনে ভয় পাইলোঁ আপারে[৪].। এত দুখ দিআঁ বিধি নির্ম্মিল আহ্মারে॥ ১॥
লয়িআঁ চল বড়ায়ি নিজ মোর দেশ॥ সে কাহ্নাঞিঁ লাগি ভৈল পাঞ্জর শেষ॥ ধ্রু॥ আরতি লয়িআঁ কাহ্নু মাঝ বৃন্দাবনে

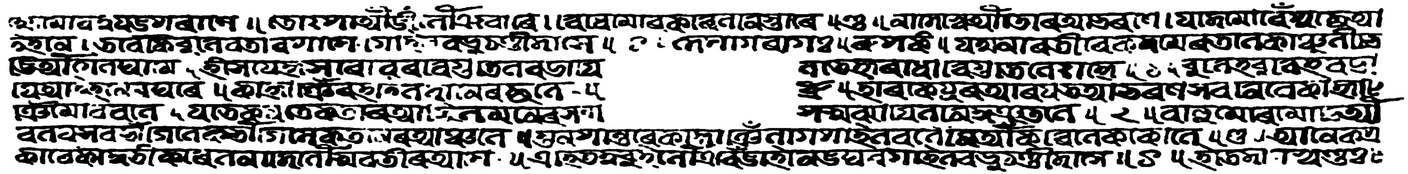
১. বসন্তরঞ্জনেব সংশোধিত পাঠ 'আসুখিলী'।
২. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'আয়াসিলী'।
৩. বসন্তরঞ্জন 'কহ্নুরাগ'।
৪. 'আপারে'র এ-কার মাত্রাব উপরে তোলা।



৭০খ

। সুরতি আন্তরে মোরে করিল যতনে ॥ একসরী হআঁ দৃঢ় বান্ধিআঁ বসনে ॥ জীউত উপর উঠী নিবারিলোঁ কাহ্নে. ॥ ২ ॥ সেহি ৮
কোপে কাড়ি নিলে সব আভরণে. । আর বিগুতিল মোর সব দেহ কাহ্নে ॥ কাহ্নাঞিঁ বুইল মোরে অনেক বিরূপ। তোর থানে
অকপট কহিলোঁ স্বরূপ ॥ ৩ ॥ তোহ্মে আহ্মা এড়ি বড়ায়ি মাঝ বৃন্দাবনে. । কোণ কাজেঁ কথাঁ ছিলা তাক কে বা
জাণে ॥ বুঝিতেঁ না পারি বড়ায়ি তোহ্মার মনে. । গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ গুজ্জরীরাগ
ঃ ॥ রূপকং ॥ আতী বুঢ়ী না দেখোঁ নয়নে। জায়িতে নারোঁ ত্বরিত গমনে ॥ পথ হারাইলোঁ বৃন্দাবনে। তোহ্মা ৭০
ক তেজিলোঁ তেকারণে ॥ ১ ॥ তোহ্মে মোবেঁ না করিহ রোষে ॥[১] একসরী ভৈলী[২] দৈব দোষে ॥ ধ্রু ॥ তোহ্মে গেলা আহ্মার আগে[১]
দৈবযোগে কাহ্ন পায়িল লাগে ॥ তোহ্মে দুখ না ভাবিহ মনে। আপণা রাখিএ আপণে ॥ ২ ॥ হের তোর চুম্বওঁ বদনে। তো ৮

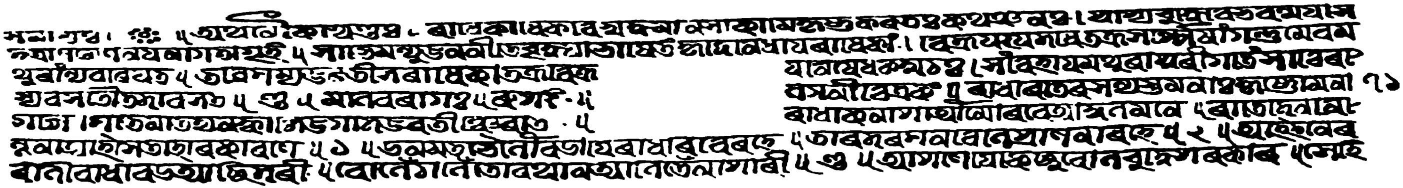
১. বসন্তরঞ্জন এখানে প্রত্যাশিত এক দাঁড়ি চিহ্ন দিয়েছেন.
২. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'ভৈলোঁ'। এই সংশোধন অনাবশ্যক মনে হয়।



৭১ক

ম্মে মোর দুয়জ পরাণে॥ তোক পাআঁ জীলোঁ একবারে। বিধি মোর করিল নিস্তারে॥ ৩॥ না দেখিআঁ তোর আভরণে। যদি মোরেঁ পুছে আ
ইহনে। তবেঁ কি বুলিব তার পাশে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ দেশাগরাগঃ॥ রূপকং॥ যমুনার তীরে কদমের তলে কাঞ্চুলী ভি
জিআঁ গেল ঘামে॥ হংস যেহ্ন সরোবর বিগুতিল বড়ায়ি ল তেহ্ন রাধা বিগুতিলে কাহ্নে॥ ১॥ বুলিহ বুলিহ বড়া
য়ি আইহনের ঘরে॥ কাহ্নাঞিঁ রহাইল দানের ছলে.॥ ধ্রু॥ হার কেয়ূর আর যত আভরণ সব নিলে কাহ্না ৮
ঞিঁ মোর বলে॥ যতেক যতেক তার আছিল মনের সন্তাপ সুঝায়িল নিকুঞ্জ তলে॥ ২॥ বাহু মোর মোড়িআঁ
বলয় সব ভাঁগিলেক ভাঁগিলেক তনের আঞ্চলে॥ শুন পান্তরে কাহ্নাঞিঁ লাগ পাইল বলেঁ নিআঁ করিলেক কোলে॥ ৩॥ আনেক প্র
কারেঁ কাকুতী করিল না দিলোঁ সুরতীর আশে.॥ এহি তত্ত্ব বুইলোঁ এবেঁ জাই নিজ ঘর গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ ইতি দাণ[১]খণ্ডঃ ৮

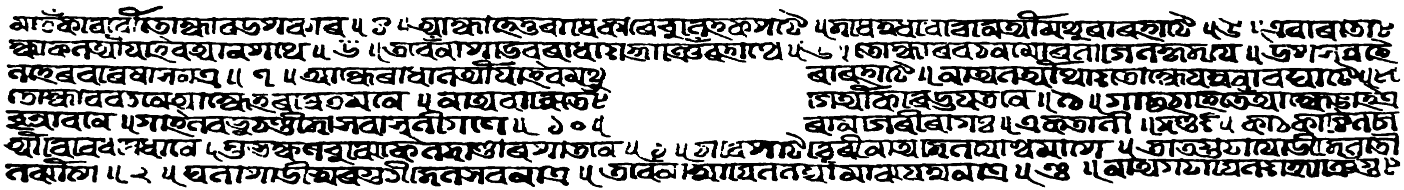
১. বসন্তরঞ্জন 'দান'।



৭১খ

সমাপ্তঃ॥ ❁[১] অথ নৌকাখণ্ডঃ॥ রাধিকাধিক বিশুদ্ধ মানসা কামিকৃষ্ণকরতঃ কথঞ্চনঃ.। প্রাপ্য বুদ্ধি বিভবন্ময়া স
হ ত্রাণমেণ নয়নাগতা গৃহং॥ সাভিমন্যুজননীতি বৃদ্ধয়া ভাষিতং হৃদি নিধায় রাধিকাং। বিক্রয়ায়[২] দধিতক্রসর্পির্ষিয়াং[৩] গন্তুমেব ম
থুরাং ন্যবারয়ৎ[৪]॥ তন্নিশম্য জরতী স রাধিকা তক্র বিক্রয়নিষেধকর্ম্মচঃ[৫]। সংবিহায় মথুরাপুরীগতিং সা চির[৬] ৮
স্য বসতৌ[৭] তদাবসত[৮]॥ ৩॥ মালবরাগঃ॥ রূপকং.॥ লগনী চিত্রকং॥ রাধা রতিরসন্যস্তমনাঃ কৃষ্ণো মনা
গপি। গতি[৯]মাতন্য ন[১০] ক্কাপি জগাদ জরতীঞ্চিরাৎ[১১].॥ রাধাক না পাআঁ মোর বেআকুল মনে॥ রাতিদিন নি ৮ ৭১
ন্দ না আইসে তাহার কারণে॥ ১॥ উনমত ভৈলোঁ বড়ায়ি রাধার বিরহে॥ তার দরশন বিনি প্রাণ না রহে॥ ২॥ আইহনের
রাণী রাধা বড় আছিদরী.॥ বোলেঁ চালেঁ তোর থান আণিতেঁ না পারী॥ ৩॥ আপনেয়ি কিছু বোল বুদ্ধি পরকার॥ সেহি

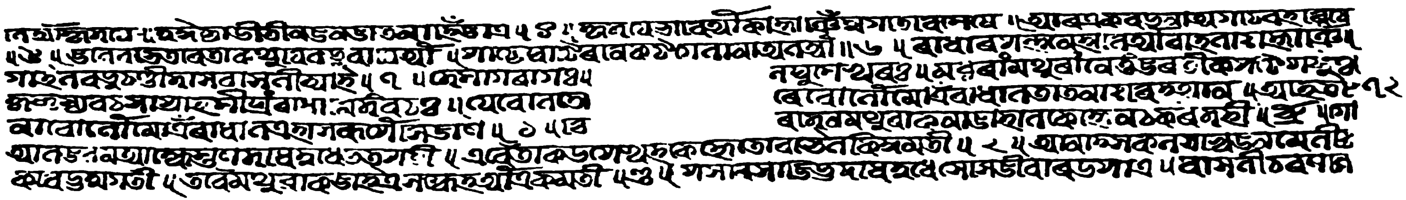
১. একটি খণ্ড পালাব সমাপ্তি বোঝাতে একটি তাবকা বা ফুল এঁকেছেন লিপিকব।
২. 'বিক্রয়ক' লিখে 'ক' কে আকাব করেছেন।
৩. বসন্তরঞ্জন 'সর্পিষাং'।
৪. বসন্তরঞ্জন 'ন্যবারয়ৎ'। সম্ভবতঃ অর্ধমাত্রাসহ ত-বর্ণ দ্বারা খণ্ড-ত বোঝানো হত।
৫. বসন্তরঞ্জন 'নিষেধকর্ম্ম চ'।
৬ বসন্তবঞ্জন 'চিরাৎ'।
৭. বসন্তরঞ্জন 'স্ব বসতৌ'।
৮. বসন্তবঞ্জন 'তদাবসৎ'।
৯. 'শতে' পড়া যেতে পারে।
১০. বসন্তরঞ্জন 'নু'
১১. বসন্তরঞ্জন 'জরতীং চিরাৎ'।



৭২ক

মতেঁ করিবোঁ তোহ্মার উপকার ॥ ৪ ॥ আহ্মা হেতু রাধিকারে বুলিহ কপটে ॥ দধি দুধ বিচি নিআঁ মথুরার হাটে ॥ ৫ ॥ এবার তো ৮
হ্মাক লআঁ যাইব আনপথে ॥[১] তবেঁ না পড়িব রাধা কাহ্নাঞিঁর হাথে ॥ ৬ ॥ তোহ্মার বচন মোর লাগিল হৃদয়ে ॥ উপসন্ন হৈ
ল হের বরিষা সমএ ॥ ৭ ॥ আহ্মে রাধা লআঁ যাইব মথুরার হাটে ॥ নাঅ লআঁ থাক তোহ্মে যমুনার ঘাটে ॥ ৮ ॥
তোহ্মার বচনে আহ্মে হরষিত মনে ॥ নাঅ বান্ধিতেঁ গিআঁ করিউ যতনে ॥ ৯ ॥ গাছ চাহিতেঁ আহ্মে জাইএ
বৃন্দাবনে ॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ১০ ॥ রামগিরী রাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকং ॥ কাঠ কাটিল গি
আঁ বিবিধ বিধানে ॥ শুভক্ষণ বুঝি কৈল দাণ্ডার পাতনে ॥ ১ ॥ চারি পাট চিরী নাঅ দিল যোখ মাপে ॥ তাত গুঢ়া যোড়ী দিল তৌ
ল ঝাঁপে ॥ ২ ॥ ঘলা পাড়ী সুরগুঠী দিল সব নাএ ॥ তবেঁ নাম্বায়িল লআঁ মাঝ যমুনাএ ॥ ৩ ॥ নাঅ গঢ়ায়িল কাহ্নাঞিঁ গু ৮

১. '৬ ॥' লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।

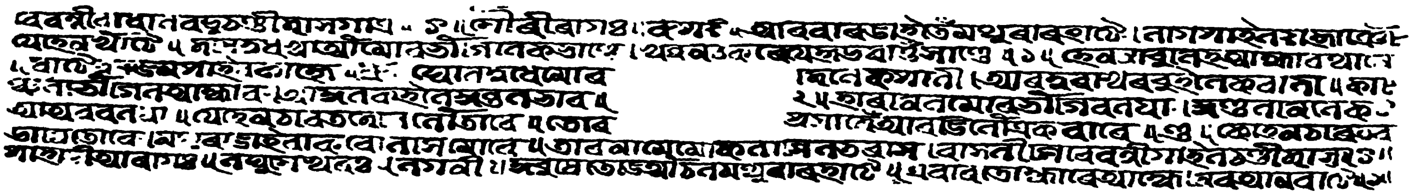


৭২খ

নিআঁ হৃদয়ে.॥[১] দুঈ ছাড়ী তীন জন জাত নাহিঁ জাএ॥ ৪॥ হৃদয়ে ভাবিআঁ কাহ্নাঞিঁ যুগতি বিশেষে॥ আর এক বড় নাঅ গঢ়িল হরিষে
॥ ৫॥ জলের ভিতরে তাক থুয়িল ডুবায়িআঁ॥ পাছে ঘাটের নিকট গেলা নাঅ লআঁ॥ ৬॥ রাধার পন্থ নেহালিআঁ রহিলা কাহ্নাঞিঁ॥
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী আই॥ ৭॥ দেশাগরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥ মধুরাং মথুরাং নেতুং জরতী কপটে পটুঃ।
কৃষ্ণস্য বচসা প্রাহ শীঘ্রং রাধামিদং বচঃ॥ যে বোল তোরে বোলোঁ মোএঁ রাধা ল তাত না করিহ আন॥ অহিত ৮ ৭২
না বোলোঁ মোএঁ রাধা ল এহা সরূপেঁসি জাণ॥ ১॥ চিরদিন মথুরাক না জাহা ল কেহ্নে নঠ কর দহী॥ ধ্রু॥ গো
আল জরম আহ্মে শুণ দধি দুধে উতপতী॥ এবেঁ তাক উপেখহ কেহ্নে তোর ভৈল কি কুমতী॥ ২॥ আনাহ সকল সখিজন মেলী ৮
করিউ যুগতী॥ তবেঁ মথুরাক জাইএ সহ্মে হআঁ একমতী॥ ৩॥ পসার সাজিউ দধি দুধে সেসি জীবার উপাএ॥ বাসলীচরণ শি

১. বসন্তরঞ্জন শ্লোকার্ধে সর্বত্রই এক দাঁড়ি দিয়েছেন। লিপিকর কোথাও কোথাও দুই দাঁড়িও ব্যবহার করেছেন।

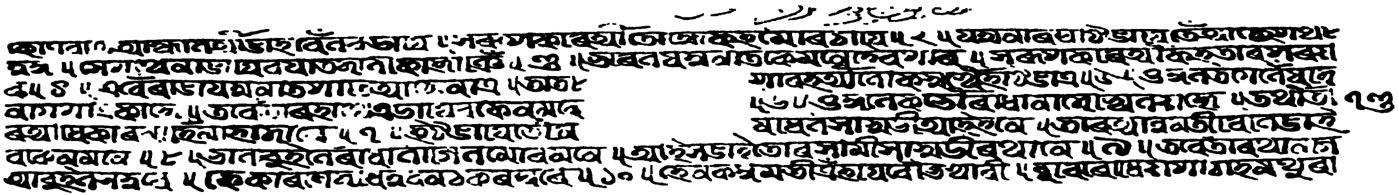
অথ নৌকাখণ্ডঃ



৭৩ক

রে বন্দী রাধা ল বড়ু চণ্ডীদাস গাএ.॥ ৪ ॥ শৌরীরাগঃ[১] ॥ রূপকং ॥ আর বার জাইতেঁ মথুরার হাটে. । লাগ পাইল কাহ্নাঞিঁ ৮
যেহেন খাঁটে ॥ দধি দুধ খাআঁ মোর ভাঁগিলেক ভাণ্ডে। খন্ধ নঠ করে যেহ্ন উদাওঁ সাণ্ডে॥ ১ ॥ হেন না বুলিহ আহ্মার থানে
॥ বাটে দুরুজন পাইব কাহ্নে ॥ ধ্রু॥ ঘোল দুধে মোর দিলেক পাণী। আর দুরাখর বুইলেক বাণী॥ কা ৮
ঞ্চুলী ভাঁগিল আহ্মার.। আকুল কইলে কুন্তলভার ॥ ২ ॥ হার নিল মোর ভাঁগি বলয়া.। কুণ্ডল নিলেক ৮
আঅর বলয়া॥ যেহেন চরিত দেখিলোঁ তারে॥ তোর প্রসাদেঁ আর জিলোঁ একবারে॥ ৩ ॥ কেহেন চরিত ব
ড়ায়ি তোরে.। মথুরা যাইবাক বোলসি মোরে॥ তার নামে মোক লাগিল তরাস.। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪ ॥
পাহাড়ীআ রাগঃ॥ লঘুশেখরঃ ॥ লগনী॥ কুবুধি তেজিআঁ চল মথুরার হাটে॥ এবার তোহ্মারে আহ্মে নিব আন বাটে॥ ১ ॥

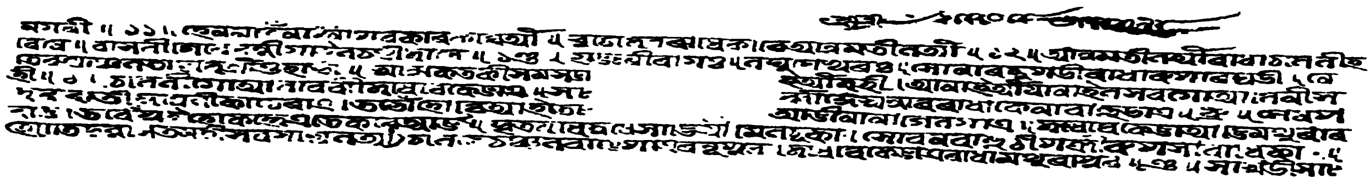
১. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'গৌরীরাগঃ'।



৭৩খ[১]

কোণ বাটে আহ্মা লআঁ জাইবেঁ ল বড়ায়ি ॥ সরূপ করিআঁ তোহ্মে কহ মোর ঠায়ি ॥ ২ ॥ যমুনার ঘাট জায়িতেঁ আছে পথ ৮
দুঈ ॥ সে পথে না জায়িব যাত দাণী কাহ্নাঞিঁ ॥ ৩ ॥ ভরিল যমুনাত কেমনে হৈব[২] পার। সরূপ করিআঁ কহ তার পরকা
র ॥ ৪ ॥ এবেঁ রাজা যমুনাত পাতি আছে নাএ ॥ তাত পার হআঁ লোক সুখেঁ হাট জাএ ॥ ৫ ॥ ও কুলত গেলেঁ যদি
লাগ পাএ কাহ্নে ॥ তবেঁ তার হাথে এড়ায়িব কেমনে ॥ ৬ ॥ ও'কুলে কভোঁ রাধা না দেখিল কাহ্নে ॥ তথাঁ তা ৭৩
র আধিকার নাহিঁ মাহাদানে ॥ ৭ ॥ হাট[৩] জায়িতেঁ নিষধিল সাসুড়ী আইহনে ॥ তার আনুমতী বিণি জাই
ব কেমনে ॥ ৮ ॥ ভাল বুইলেঁ রাধা লাগিল মোর মনে ॥ আইস জাই তোর সামী সাসুড়ীর থানে ॥ ৯ ॥ তবেঁ তার থান গি
আ বুইল সত্বরে ॥ কি কারণে দধি দুধ নঠ কর ঘরে ॥ ১০ ॥ হেনক কুমতীএঁ হয়িবেঁ ভিখাবী ॥ বুঝি রাধিকা পাঠাহ মথুরা[৪]

১. এখানে ফারসীতে একটি লাইন লিখিত।
২. বসন্তরঞ্জন 'হইব'।
৩. 'হ'-এর আকার মাত্রার উপরে তোলা।
৪. বসন্তরঞ্জন বলছেন, '৭৩।২ পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে কায়েথী অক্ষরে তিন পংক্তি। [১] শ্রী লেথলে সকীল, [২] শ্রী কামাল খাঁ, [৩] শ্রী জামাল খাঁ নিউ খাঁ ও উর্ধে ফারসী অক্ষরে এক পংক্তি লেখা।'

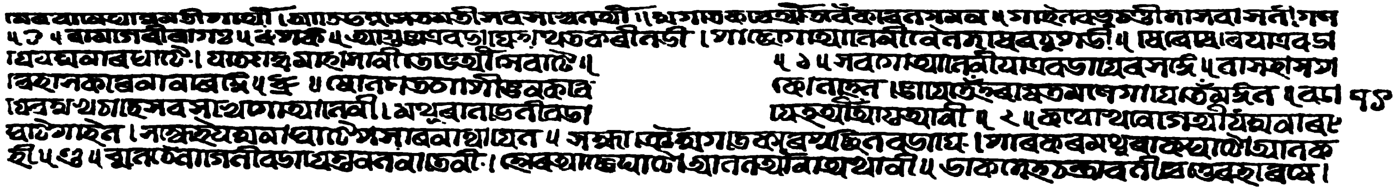


৭৪ক

শ্রী শ্রী* করো তবে তানে বন্দিব[১]

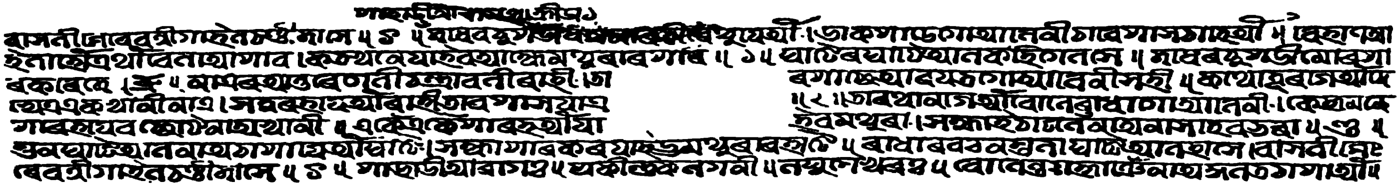
নগরী॥ ১১॥ হেনমতেঁ নানা[২] পরকার করিআঁ॥ বুঢ়ি দিল রাধিকারে আনুমতী লআঁ॥ ১২॥ আনুমতী লআঁ রাধা চলিলী হ
রিষে॥ বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ১৩॥ গুজ্জরীরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥ সোনার চুপড়ী রাধা রুপার ঘড়ী॥ নে
তের আঞ্চল তাত দিআঁ ওহাড়ী॥ সুন্ধি[৩] কেতকীসম সজাইআঁ দহী। আনাইআঁ যানাইল সব গোআলিনী স
হী॥ ১॥ চলিলী গোআলার ঝী দধি বিকে জাএ॥ সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী রাধা কে না বাহুড়াএ॥ ধ্রু॥ শেষ প
হর রাতী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ। তভোঁহো চিআইতে আজী না নাগিল[৪] গাএ॥ দধি বিকে জা আজি মথুরার
রাজ। তবেঁ পুইহে[৫] কেহ্নে এতেক বেআজ॥ ২॥ ঘৃত দধি দুধে সাজিআঁ মিল চুকা.। সোবন বাহুঠী পট্টী রুপসী রাধিকা.॥
[৬]চলিতে চঞ্চল বাজে পাএর নূপুর। দধি বিকে জাএ রাধা মথুরাপুর॥ ৩॥ সাসুড়ী সা ৮

১. পৃথক হাতের লেখায় মার্জিনের উপরে লিখিত।
২. 'না'-এর পর 'প' লিখতে গিয়ে কেটে 'না' লিখিত।
৩. পাঠে সংশয় রয়েছে। বসন্তরঞ্জনের পাঠ গৃহীত হল।
৪. বসন্তবঞ্জনের প্রত্যাশিত সংশোধন 'লাগিল'।
৫. বসন্তরঞ্জনের সংশোধন 'সুইহে'।
৬. পুথিতে 'আতি উল্লসিত মতী সব সখি লআঁ' লিখে বন্ধনী দিয়ে অংশটি বর্জিত বোঝানো হয়েছে।



৭৪খ

মির থানে আনুমতী পাআঁ ॥ আতি উল্লসিত মতী সব সখি লআঁ ॥ যুগতি করিআঁ তবেঁ করিল গমন ॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ
॥ ৪ ॥ রামগিরী রাগঃ ॥ রূপকং ॥ আগু জাএ বড়ায়ি হাথত করী লড়ী। পাছে গোআলিনী নৈল দধির চুপড়ী ॥ ধিরে ধিরে যাএ বড়া
য়ি যমুনার ঘাটে.। যাত কাহ্ন মাহাদানী তেজিআঁ সে বাটে ॥ ১ ॥ সব গোআলিনী যাএ বড়ায়ির সঙ্গে ॥ লাস হাস প
রিহাস করি নানা রঙ্গে ॥ ধ্রু ॥ যোল শত গোপীজন করি কোলাহল.। জায়িতেঁ হরষিত মণে গায়িতেঁ মঙ্গল ॥ বড়া ৭৪
য়ির মুখ চাহি সব সখি গোআলিনী। মথুরা লড়িলী বড়ায়ি হআঁ আগুআনী ॥ ২ ॥ কথোখনে গিআঁ যমুনার ৮
ঘাট পাইল.। সম্ভেই যমুনাঘাটে পসার নাম্বায়িল ॥ সম্বাঞিঁ যুগতি করি পুছিল বড়ায়ি.। পার কর মথুরাক ঘাটোআল ক
হী ॥ ৩ ॥ বুলিতেঁ লাগিলী বড়ায়ি শুন ল নাতিনী.। হোর আছে ঘাটোআল লআঁ নাঅখানী ॥ ডাক দেহ চন্দ্রাবলী চিত্তের হরিষে।

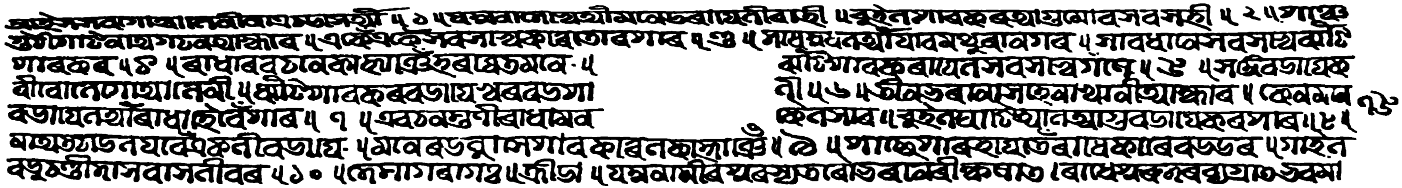


৭৫ক

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া[১] ॥ দধির চুপড়ী যমুনার তীরে থুয়িআঁ. । ডাক পাড়ে গোআলিনী চারি পাস চাহিআঁ ॥ বিহাণ আ
ইলাহোঁ এথাঁ বেলা আপার। কতখনে যাইব আহ্মে মথুরার পার ॥ ১ ॥ ঘাটের ঘাটিআল কহি গেল সে ॥ দধির চুপড়ী মোর পা
র করি দে ॥ ধ্রু ॥ নাএর আন্তরে গেলী চন্দ্রাবলী রাহী. । তার পাছে আর যত গোআলিনী সহী. ॥ কথোদূর গিআঁ দে
খিএ একখানী নাএ। সত্বর হয়িআঁ রাহী তার পাস যাএ ॥ ২ ॥ তার থান গিআঁ বোলে রাধা গোআলিনী. । কেহ্ন মনে
পার হয়িব ছোট নাঅখানী ॥ একেঁ একেঁ পার হআঁ যাইব মথুরা. । সব্বাই চড়িলেঁ নাঅ না সহিব ভরা ॥ ৩ ॥
শুন ঘাটিআল নাঅ চাপায়িআঁ ঘাটে. । সব্বা পার কর যাইউ মথুরার হাটে ॥ রাধার বচন শুণী ঘাটিআল হাসে. । বাসলী শি ৮
রে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ প্রকীণ্ণক[২] ॥ লগনী ॥ লঘুশেখরঃ ॥ বোলেন্ত কাহ্নাঞিঁ নাঅ কুলত চাপাআঁ ॥

১. এ-অংশ চিহ্ন দিয়ে মার্জিনের উপরে লেখা।

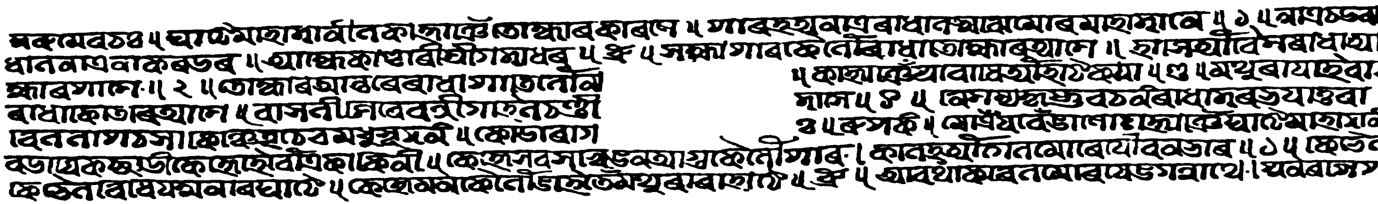
২. 'প্রকীণ্ণক' পড়া যেতে পারে।



৭৫খ

আইস সব গোআলিনী নাএ চড়সিআঁ ॥ ১ ॥ যমুনা দেখিআঁ মনে ডরায়িলী রাহী ॥ বুইল পার কর আগু মোর সব সহী ॥ ২ ॥ পাঞ্চ গুটী পাট নাঅ গঢ়ন আহ্মার ॥ একেঁ একেঁ সব সখি করি তোর পার ॥ ৩ ॥ দধি দুধ লআঁ যাব মথুরা নগর ॥ সাবধানে সব সখি ঝাঁট পার কর ॥ ৪ ॥ রাধার বচনে কাহ্নাঞিঁ হরষিত মনে. ॥ ঝাঁট পার করায়িল সব সখিগণে ॥ ৫ ॥ সঙ্গে বড়ায়ি করী বোলে গোআলিনী ॥ ঝাঁট পার কর বড়ায়ি খর বড় পাণী ॥ ৬ ॥ তীন ভরা না সহে নাখাণী আহ্মার ॥ কেনমনে
বড়ায়ি লআঁ রাধা হৈবেঁ পার ॥ ৭ ॥ এ বচন শুণী রাধা মন কৈল সার ॥ বুইল ঘাটিআল আগু বড়ায়ি কর পার ॥ ৮ ॥ ৭৫
নাঅত চড়িল যবেঁ একলী বড়ায়ি. ॥ মনের উল্লাসে পার করিল কাহ্নাঞিঁ ॥ ৯ ॥ পাছে পার হয়িতেঁ রাধিকারে বড় ডর ॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১০ ॥ দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ যমুনানীরপুরস্য[1] তরৌ ভরনিরীক্ষণাৎ। রাধে পুরন্দরব্যগ্রাৎ[2] ভব মা

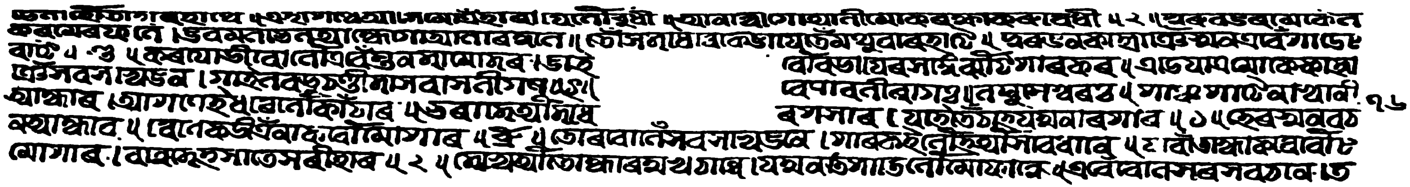
১. বসন্তরঞ্জন 'যমুনানারপুরস্য'।
২. বসন্তরঞ্জন 'পুরুন্দরব্যগ্রা'।



৭৬ক

কুরু মে বচঃ॥ ঘাটে মাহাদাণী ল কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার কারণে.॥ পার হঅ নাএ রাধা ল সুঝি মোর মাহাদানে॥ ১॥ নাএ চড় রা
ধা ল নাএ না কর ডর॥ আহ্মে কাণ্ডারী শ্রীগদাধর॥ ধ্রু॥ সহ্মা পার কৈলোঁ রাধা তোহ্মার আশে॥ হাসিআঁ বৈস রাধা আ
হ্মার পাশে.॥ ২॥ তোহ্মার আন্তরে রাধা পাতিলোঁ না॥ কাহ্নাঞিঁ প্রবোধিআঁ হাটক যা॥ ৩॥ মথুরা যাইবাক
রাধা কি তোর আশে॥ বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ নিশম্য কৃষ্ণবচনং রাধা দর ভয়াতুরা.।
বিললাপ চ সা কিঞ্চি দুচে চ মধুসুদনং॥ কোড়ারাগঃ॥ রূপকং॥ মোএঁ যবেঁ জাণো কাহ্নাঞিঁ ঘাটে মাহাদানী[1]
বড়ায়িক ছাড়ী কেহ্নে হৈবোঁ একাকিনী॥ কেহ্নে সব সখিজন আগু কৈলোঁ পার.। কাল হআঁ গেল মোরে যৌবন ভার॥ ১॥ কি ভৈল
কি ভৈল বিধি যমুনার ঘাটে॥ কেহ্নে মন কৈলোঁ জাইতেঁ মথুরারা[2] হাটে॥ ধ্রু॥ আবথা করিল মোর যে জগন্নাথে.। পুনরপি প

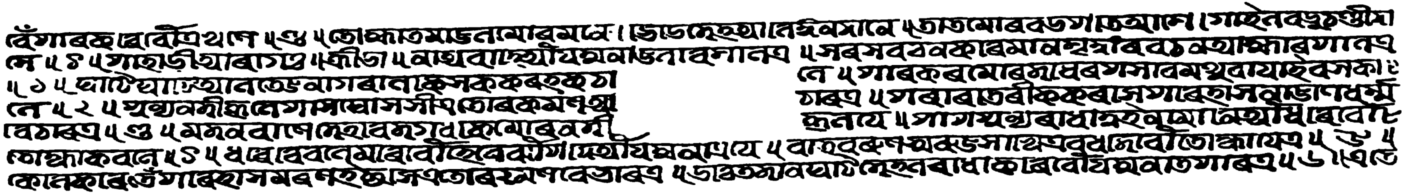
১. বসন্তরঞ্জন এখানে এক দাঁড়ি চিহ্ন দিয়েছেন।
২. বসন্তরঞ্জন 'মথুরার'।



৭৬খ

ড়িলাহোঁ তাহার হাথে॥ এহা পথে আসি মোএঁ হারায়িলোঁ বুধী॥ আনাথী গোআলী মোক রক্ষা করু বিধী॥ ২॥ পুরুব জর◌ে কৈল
করমের ফলে। জরম লভিল আহ্মে গোআলার কুলে॥ তেঁসি দধি বিকে জায়িতেঁ মথুরার হাটে॥ দুরুজন কাহ্নাঞিঁ সুন এবেঁ পাড়ে ৮
বাটে॥ ৩॥ কর যোড়ী বোলোঁ এবেঁ শুন দামোদর.। জাইবোঁ বড়ায়ির সঙ্গে ঝাঁট পার কর॥ এড়ি যাএ মোকে কাহ্ন
ঞিঁ সব সখিজন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥ বেলাবলী রাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥ পাঞ্চপাটে নাখানী
আহ্মার। আপণেই ধরিলোঁ কাঁঢ়ার॥ ভরা দিআঁ দধির পসার। যাইতেঁ চাহ যমুনার পার॥ ১॥ হের সুন বচ ৭৬
ন আহ্মার॥ বিনি কড়ীএঁ না করোঁ মো পার॥ ধ্রু॥ তোর বোলেঁ সব সখিজনে। পার কইলোঁ হআঁ সাবধানে॥ যবে তোহ্মা ব .বোঁ ৮
মো পার.। বান্ধ[১]দেহ সাতেসরী হার॥ ২॥ দেখিআঁ তোহ্মার মুখচান্দে। যমুনাতে[২] পাতিলোঁ মো ফান্দে॥ এবেঁ বোল সরস বচ◌ে.। ত

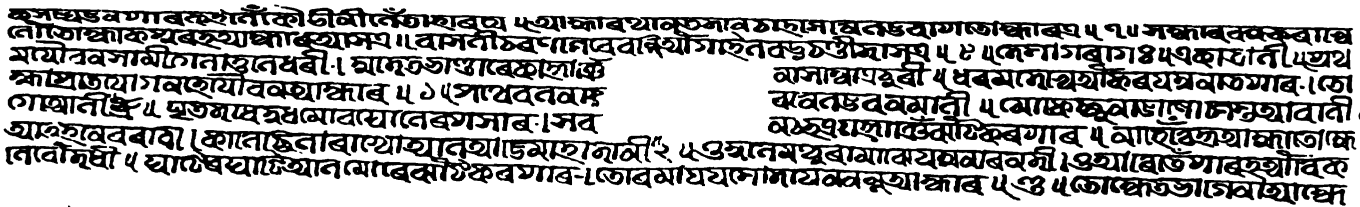
১. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'বান্ধা'।
২. 'যমুনাতে'-এর এ-কার মাত্রার উপরে তোলা।



৭৭ক

বেঁ পার করিবোঁ এখণে ॥ ৩ ॥ তোহ্মাত মজিল মোর মন. । ভিড়ি দেহ আলিঙ্গন দানে ॥ তাত মোর বড় পতিআশে । গাইল বড়ু চণ্ডীদা
সে ॥ ৪ ॥ পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ নাঅ বাহিআঁ যমুনাজল বিশালএ ॥ সরস বচন করি মান শৃঙ্গার বচন আহ্মার পালএ
॥ ১ ॥ ঘাটে ঘাঠিআল তেজ নাগরাল কিসক করহ কচালে ॥ পার কর মোর দধির পসার মথুরা যাইব সকা ৮
লে ॥ ২ ॥ পুন্য নদীকূলে পাপ ঘোসসীএ তোর কমণ আচারএ ॥ পরার তিরীক করসি পরিহাস না জাণ ধর্ম্ম
বিচারএ ॥ ৩ ॥ মদন বাণে দেহ বিদগধ কি মোর নদীকূল য়ে ॥ পাপ পুন্য রাধা দুই না মানিআঁ ধরিবোঁ ৮
তোহ্মাক বলে ॥ ৪ ॥ ধরিবি বলে মরিবোঁ হেলে ঝাঁপ দিআঁ যমুনাএ য়ে ॥ বাত বরুণ সুরুজ সাখিএ বধ দিবোঁ তোহ্মায়েএ ॥ ৫ ॥
কেলি করিতেঁ পরিহাস মরণ ইছসি এ তোর কমণ বেভারএ ॥ উচিত দানঘাট[১] দেহ ল রাধা করিবোঁ যমুনাত পারএ ॥ ৬ ॥ এতে

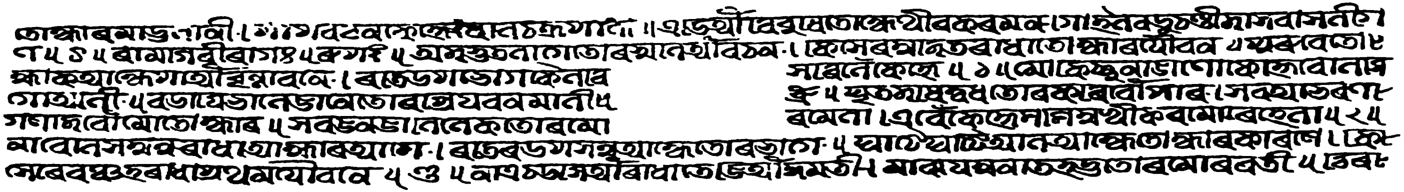
১. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'ঘাটদান'। এই সংশোধন অনাবশ্যক মনে হয়।



৭৭খ

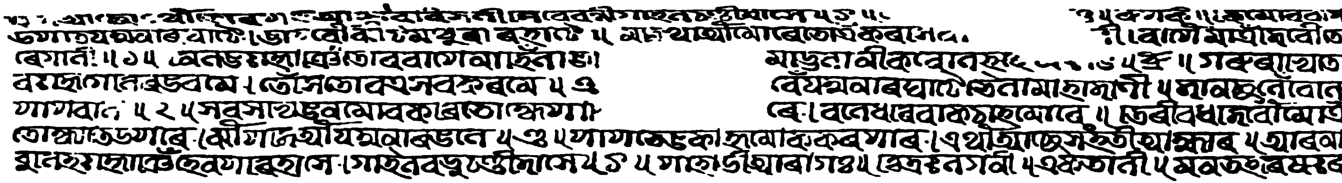
ক সখিজন পার কইলেঁ কৌড়ী নীলেঁ তাহার য়ে॥ আহ্মার থানত দান চাহসি নিলজ বাপ তোহ্মারএ॥ ৭॥ সহ্মার বন্ধক রাখি লোঁ তোহ্মাক পুরহ আহ্মার আসএ॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসএ॥ ৮॥ দেশাগ রাগঃ॥ একাতালী[১]॥ প্রথম যৌবন সামী গেলা তুলে ধরী.। মুদিত ভাণ্ডারে কাহ্নাঞিঁ না সাম্বাএ চুরী॥ ধরম দেখিআঁ কর যমুনাত পার.। তোহ্মা প্রতি যোগ নহে যৌবন আহ্মার॥ ১॥ পথে বল না কর নিলজ বনমালী॥ মো কিছু না জাণো শিশু আবালী গোআলী।[২] ধ্রু॥ ঘৃত দধি দুধ মোর ঘোলের পসার.। সব নঠ হএ কাহ্নাঞিঁ ঝাঁট কর পার॥ নাহিঁ চিহ্ন আহ্মা তোহ্মো ৭৭
আইহনের রাণী। কালি ছিলা রাখোআল আজি মাহাদাণী॥ ২॥ ওকুলে মথুরা মাঝে যমুনার নদী। ও আরিতেঁ পার হআঁ বিকিবোঁ দধী॥ ঘাটের ঘাটিআল মোরে ঝাঁট কর পার.। তোর মায় যশোদায় ননন্দ আহ্মার॥ ৩॥ তোহ্মো ত ভাগিনা আহ্মো

১ বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'একতালী'।
২. এই দাঁড়ি চিহ্ন মাত্রাব উপবে তোলা।



৭৮ক

তোহ্মার মাউলানী. । পাপ বচন কেহ্নে বোল চক্রপাণী ॥ এড়িআঁ বিবুধি তোহ্মে থীর কর মন. । গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগ
ণ ॥ ৪ ॥ রামগিরী রাগঃ ॥ রূপকং ॥ অদভুত লাগে তোর সুণিআঁ বচন. । কিসের মুদিত রাধা তোহ্মার যৌবন ॥ পুরুবে তো ৮
হ্মাক আহ্মে পাআঁ বৃন্দাবনে. । রতি উপভোগ কৈল বিসরিলেঁ কেহ্নে ॥ ১ ॥ মো কিছু না জাণো কেহ্নে বোলসি
গোআলী. ॥ বড়ায়ি ভালে জানে তোর প্রিয় বনমালী ॥ ধ্রুং ॥ ঘৃত দধি দুধ তোর করিবোঁ পার. । সব আভরণ ৮
গণ দিবোঁ মো তোহ্মার ॥ সব জন জাণিলেক তোর মোর মেলা । এবেঁ কেহ্নে শশিমুখী কর মোরে হেলা ॥ ২ ॥
না বোল সম্বন্ধ রাধা আহ্মার আগে. । রতির উপসন্ন আহ্মে তোর ভাগে. ॥ ঘাটে ঘাটিআল আহ্মে তোহ্মার কারণে । কি ৮
সেরে বঞ্চহ রাধা প্রথম যৌবনে ॥ ৩ ॥ নাএ চড়সিআঁ রাধা তেজিআঁ কুমতী. । মাঝ যমুনাত হউ তোর মোর রতী ॥ চির ৮



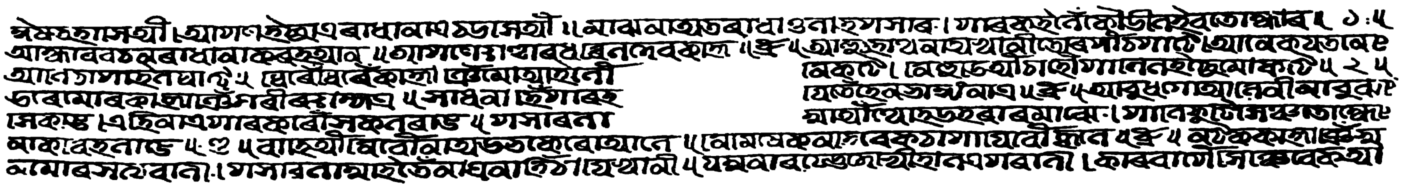
৭৮

৭৮খ

কাল আছো এথাঁ তোর পতিআশে।[১] বাসলী[২] শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥[৩] দেশাগরাগঃ[৩] ॥ রুপকং ॥ কি মোর ঝগ
ড় পাত যমুনার ঘাটে.। জাইবোঁ ঝাঁট মথুরার হাটে॥ মতি খাআঁ মোরে তোএঁ করসি[৪] ধামালী[৪]। বাপেঁ মাএঁ দিবোঁ তো
রে গালী॥ ১ ॥ নিলজ কাহ্নাঞিঁ তোর বাপে নাহিঁ লাজ॥ মাউলানীক বোলহ হেন[৫] কাজ[৫] ॥ ধ্রু॥ গরু রাখি তো
র কাহ্ন গেলির জনমে.। তেঁসি তোর এসব করমে॥ এবেঁ যমুনার ঘাটে ভৈলা মাহাদাণী॥ দান ছলেঁ বোল ৭৮
পাপ বাণী॥ ২॥ সব সখিজন মোর করি তোহ্মে পারে.। বলে ধরিবাক চাহ মোরে॥ তিরীবধ দিবোঁ মোএঁ
তোহ্মাতে উপরে.। ঝাঁপ দিআঁ যমুনার জলে॥ ৩॥ পাপ তেজ কাহ্ন মোক কর পার.। এথাঁ আছে সংহতী আহ্মার॥ আর না
বুলিহ কাহ্নাঞিঁ হেন পরিহাসে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥ পাহাড়ীআ রাগঃ॥ চিত্রক লগনী॥ একতালী॥ মনত হরিষ কর

১. মাত্রার উপরে দাঁড়ি চিহ্ন তোলা।
২. 'বাবসলী' লিখে দ্বিতীয় 'ব' কাটা।
৩. এ-অংশ ফটোতে ওঠেনি। বসন্তরঞ্জনের পাঠ নেওয়া হল।
৪. এ-অংশ ফটোতে ওঠেনি বসন্তবঞ্জনের পাঠ নেওয়া হল।
৫. এ-অংশ ফটোতে পুরো ওঠেনি। বসন্তবঞ্জনেব সংশোধিত পাঠ 'হেন [স অ] কাজ'। এই সংশোধন অপ্রয়োজনীয় মনে হয়।

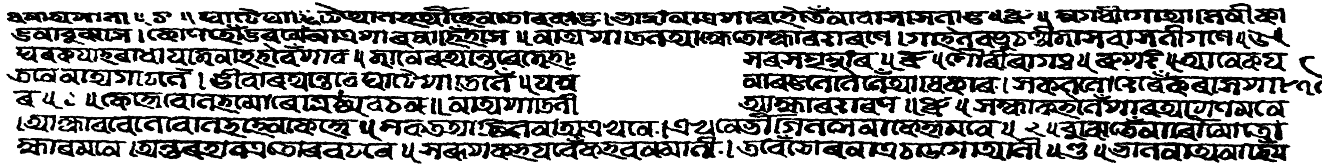
অথ নৌকাখণ্ডঃ



৭৯ক

ঈষত হাসিআঁ। আপণ ইছাএ রাধা নাএ চড়সিআঁ॥ মাঝ নাঅত রাধা ওলাহ পসার.। পার কইলেঁ কৌড়ী লইব তোহ্মার॥ ১॥
আহ্মার বচন রাধা না করহ আন॥ আপণে কাণ্ডার ধরিল দেব কাহ্ন॥ ধ্রু॥ আহ্মঠ হাথ নাঅখানী তোর পাঁচ পাটে। আনেক যতনে ৮
আণি চাপাইল ঘাটে॥ ধিরেঁ ধিরেঁ কাহ্নাঞিঁ মো আইলোঁ নিকটে। নিহুড়িআঁ চাহোঁ পাণি লইছে মোকটে॥ ২॥
ডরে মোর কাহ্নাঞিঁ শরীর কাম্পএ॥ সাধ নাহিঁ পার হয়িতেঁ হেন ভাঙ্গা নাএ॥ ধ্রু॥ আবুধ গোআলিনী না বুঝ ৮
সি কাজ। এহি নাএ পার করোঁ সকল রাজ॥ পসার ণাম্বাআঁ থোহ ডহরার মাঝে.। পাণি ফুটি সিঞ্চ তোহ্মে ৮
না করিহ লাজে॥ ৩॥ বাহিআঁ নিবোঁ নাঅ উভ কেরোআলে॥ নিমিষেক নহিবেক চাপায়িবোঁ কূলে॥ ধ্রু॥ নটক কাহ্নাঞিঁ সু
ন মোর সত্যবাণী.। পসার ণাম্বাইতেঁ নাএ নাহিঁ ঠায়ি খানী॥ যমুনার ঢেউ দেখী[1] হালএ পরাণী। কার বাপেঁ সিঞ্চিবেক আ

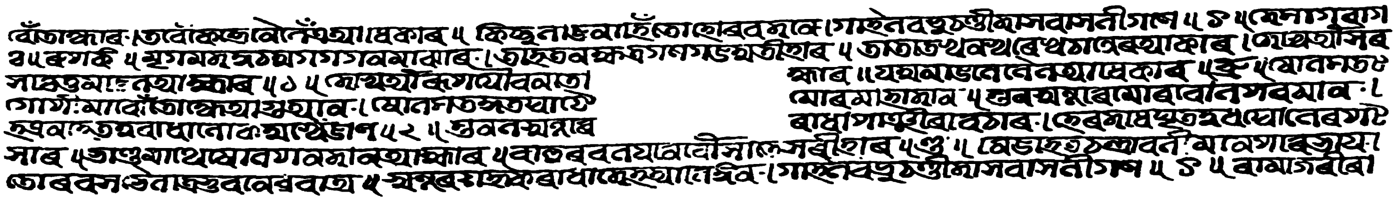
১. পুথিতে 'খ'-তে ই-কার এবং ঈ-কার দুইই ব্যবহৃত হয়েছে।



৭৯খ

ধ নাঅ পাণী ॥ ৪ ॥ ঘাটে ঘাটিআল হআঁ হেন তোর কাজ.। ভাঙ্গাঁ নাএ পার হৈতেঁ না বাসসি লাজ ॥ ধ্রু ॥ মুগধী গোআলিনী কা
জ না বুঝসি.। কোণহোঁ জরমেঁ নাএ পার নাহিঁ হসি ॥ নাঅ পাতিল আহ্মো তোহ্মার কারণে ॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥
ঘরক যাহ রাধা যদি না হইবেঁ পার ॥ দানের আন্তরে দেহ সরস শৃঙ্গার ॥ ধ্রু ॥ শৌরীরাগঃ[১] ॥ রুপকং ॥ আনেক য
তনে নাঅ গঢ়িলেঁ। জীবার আন্তরে ঘাটে পাতিলেঁ ॥ যমুনার জলে লৈলেঁ আধিকার.। সকল লোকেরেঁ করসি পা ৮ ৭৯
র ॥ ১ ॥ কেহ্নে বোলহ মোরে মিছা বচন ॥ নাঅ পাতিলী আহ্মার কারণ ॥ ধ্রু ॥ সহ্মা কইলেঁ পার আপণ মনে
। আহ্মার বেলে বোলহ হেন কেহ্নে ॥ শকত আছিল নাঅ এখনে.। এখনে ভাঁগিল সে না কেহ্নমনে ॥ ২ ॥ বুঝিতেঁ নারোঁ মো তো
হ্মার মনে। অন্তর হালএ তোর বচনে ॥ সরূপ কহ যবেঁ কহ বনমালী.। তবেঁ তোর নাএ চড়ে গোআলী ॥ ৩ ॥ ভাল নাঅ নাহিঁ য

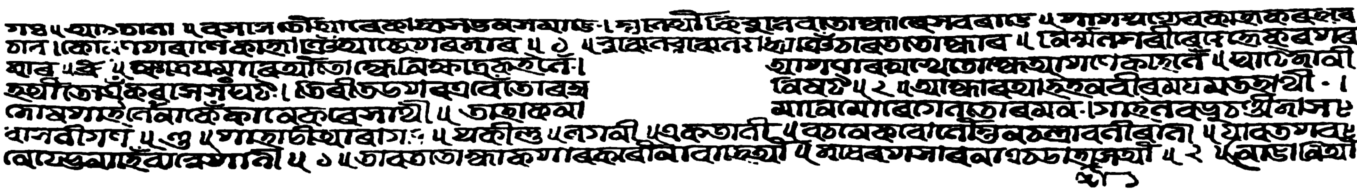
১. পুথিতে 'শৌরীরাগঃ'। বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'গৌরীরাগঃ'। ইতিপূর্বেও একাধিক গীতে 'শৌরীরাগ'-এর উল্লেখ পাওয়া গেছে। সুতরাং এটি লিপিকরের ভুল না হতেও পারে।



৮০ক

বেঁ তোহ্মার.। তবেঁ কেহ্নে নৈলেঁ[১] এ আধিকার ॥ কিছু লাজ নাহিঁ তোহোর বদনে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ দেশাগরাগ ঃ ॥ রূপকং ॥ মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার.। তহিত নক্ষত্রগণ গজমতীহার ॥ তাত তিখ নখরেখ চান্দের আকার। দেখিআঁ সর স চিত্ত মজিল আহ্মার ॥ ১ ॥ দেখিআঁ রূপ যৌবন তোহ্মার ॥ যমুনাজলে লৈল আধিকার ॥ ধ্রু॥ ষোলশত ৮ গোপীমাঝেঁ তোহ্মে আগুআন.। ষোলশত কুত ঘাটে মোর মাহাদান ॥ শুন সুন্দরি মোর বোল পরমান.। হএ নহে তত্ত্ব রাধা লোকমুখেঁ জাণ ॥ ২ ॥ শুন ল সুন্দরি রাধা পাঞ্জীর বিচার.। হের দধি ঘৃত দুধ ঘোলের প ৮ সার ॥ ভাগু মাথে ষোল পণ দান আহ্মার ॥ বাহুর বলয় নিবোঁ সাতেসরী হার ॥ ৩ ॥ নিজ হিত চন্দ্রাবলী মনে পরিভায়.। তোর বস ভৈল ত্রিভুবনের বাঅ[২] ॥ সুন্দর কাহ্নক রাধা দেহ আলিঙ্গন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ রামগিরীরা

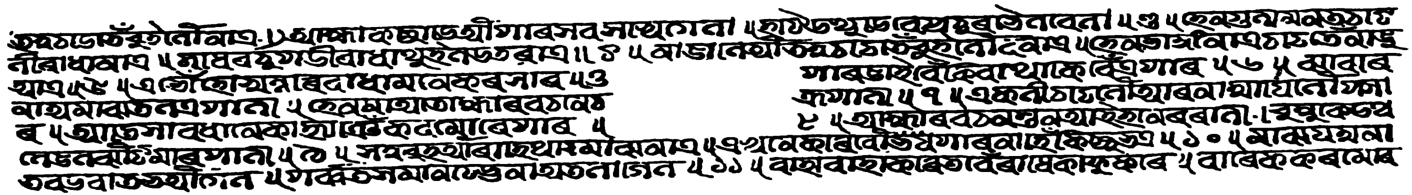
১. পুথিতে 'নৈলেঁ', সম্ভবত সঠিক পাঠ হবে 'লৈলেঁ'।
২. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'রাঅ'।



৮০খ

গঃ ॥ আঠতালা[১] ॥ বসসি তোঁ আরে কাহ্ন সজন সমাজে.। শুণিআঁ কি বুলিব তোহ্মারে সব রাজে॥ পাপ পুণ্যের কাহ্ন করহ বি
চার। কোমণ পরা;ণ[২] কাহ্নাঞিঁ আছে পরদার॥ ১॥ বুঝিল বুঝিল কাহ্নাঞিঁ চরিত তোহ্মার॥ নির্ম্মল শরীরে কেহ্নে কর পর
দার॥ ধ্রু॥ ক্ষত্রিয় মারিআঁ তোহ্মে নিক্ষত্রি কইলেঁ.। আপণার মুখে তোহ্মে আপণে কহিলেঁ॥ ঘাটে দানী
হআঁ তোএঁ করসি সংঘট.। তিরীত উপর এবেঁ তোর মুনিষট॥ ২॥ আহ্মার আইহন বীর ময়মত হাথী.। ৮০
দোষ পাইলেঁ নাকেঁ কানে করে সাথী[৩]॥ তাহাক না মানি মোরে গেল তোর মন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ৮
বাসলীগণ॥ ৩॥ পাহাড়ীআ রাগঃ॥ প্রকীর্ণ্ণ[৪]॥ লগনী॥ একতালী॥ বচনেক বোলোঁ শুন চন্দ্রাবলী রাণী॥ যাবত পব ৮
নে ঢেউ নাহিঁ বান্ধে পাণী॥ ১॥ তাবত তোহ্মাক পার করোঁ না বাহিআঁ॥ দধির পসার নাএ চড়াহ আসিআঁ[৫]॥ ২॥[৬]

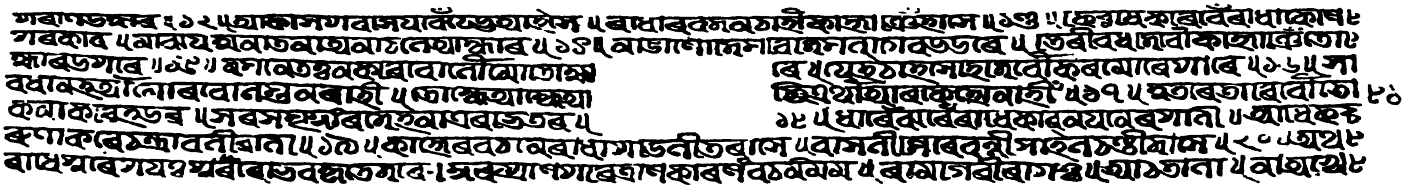
১. বসন্তরঞ্জন 'আট তালা'।
২. বসন্তরঞ্জনের প্রত্যাশিত সংশোধিত পাঠ 'পুরাণে'।
৩. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'সাতি' (শাস্তি এই অর্থে)
৪. বসন্তরঞ্জন 'প্রকীর্ণ্ণ'।
৫. পুথিতে 'সিআঁ' লিখে মার্জিনের নীচে 'আ ১' লিখিত।
৬. এখানে 'না জানিআঁ' লিখে বন্ধনী দেওয়া (অংশটি বর্জিত সেই অর্থে)।



৮১ক

১ আহ্মাক ছাড়িআঁ পার সব সখি গেলা ॥ হাট উখুড়িবে প্রচুর ভৈল বেলা ॥ ৩ ॥ হেন গুণী মনত চড়ি
লী রাধা নাএ ॥ দধির চুপড়ী রাধা থুইল উতরাএ ॥ ৪ ॥ না জাণিআঁ তত্ব চড়িতেঁ বুইলোঁ[২] নাএ ॥ হেন ভাঙ্গা নাএ চড়িতেঁ না জু
আএ ॥ ৫ ॥ এভোঁহো সুন্দরি রাধা মনে কর সার ॥ ও পার জাইবেঁ কিবা থাকিবেঁ এপার ॥ ৬ ॥ ঝাঝর
নাঅ মাঝত লএ পাণী ॥ হেন নাঅ তোহ্মার বচনে চক্রপাণী ॥ ৭ ॥ একলী চড়িলোঁ আর নাম্বায়িলোঁ পসা
র ॥ আতি সাবধানে কাহ্নাঞিঁ কর মোরে পার ॥ ৮ ॥ আহ্মার বচন শুন আইহনের রাণী. । বুম্বুকে উথ
লে জল ঝাঁট মার পাণী ॥ ৯ ॥ সত্বর হআঁ রাহি থাক মাঝ নাএ ॥ এখনে করিবোঁ[৩] পার নাহি কিছু ভএ ॥ ১০ ॥ মাঝ যমুনা
ত বড় বাত ভআঁ গেল ॥ পর্ব্বত সমান ঢেউ নাঅত লাগিল ॥ ১১ ॥ বাহা বাহা করি তবেঁ রাধিকা ফুকরে ॥ বারেক কর মোর

১. 'তত্ব চড়িতেঁ বুইলোঁ নাএ. ।' লিখে বন্ধনীভুক্ত করা (বর্জিত বোঝাবার জন্যে)।
২. এখানে 'ব' লিখতে গিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে।
৪. 'ভয়' লিখে এখানে কেটে দেওয়া হয়েছে।

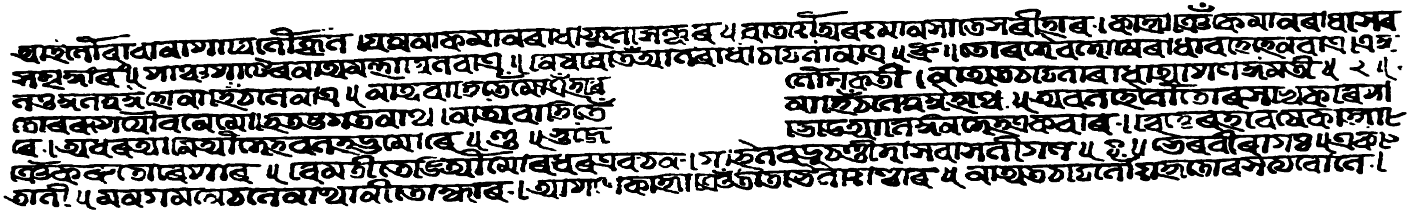


৮১খ

পরাণ উদ্ধার[1] ॥ ১২ ॥ আকাস পরসি যবেঁ ঢেউ আইসে ॥ রাধার বদন চাহী কাহ্নাঞিঁ হাসে ॥ ১৩ ॥ কি বুধি করিবেঁ রাধা কোণ ৮
পরকার ॥ মাঝ যমুনাত নাঅ না চলে আহ্মার ॥ ১৪ ॥ না জাণো দিশ বিদিশ লাগে বড় ডরে ॥ তিরী বধ দিবোঁ কাহ্নাঞিঁ তো ৮
হ্মার উপরে ॥ ১৫ ॥ দশনেত তৃন করি বোলোঁ মো তোহ্মারে ।॰ যেই চাহ্ সেহি দিবোঁ কর মোরে পারে ॥ ১৬ ॥ সা
বধান হআঁ মো বোল শুন রাহী ॥ তোহ্মে আহ্মে আছি এথাঁ আর কেহো নাহীঁ ॥ ১৭ ॥ দুতরে তারিবোঁ তো ৮১
ক না করিহ ডর ॥ সরস শৃঙ্গার দেহ নাএর ভিতর ॥ ১৮ ॥ ধারেঁ ঝরেঁ রাধিকার নয়নের পাণী ॥ আধিক ক
রুণা করে চন্দ্রাবলী রাণী ॥ ১৯ ॥ কাহ্নের বচনে রাধা পড়িলী তরাসে ॥ বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ২০ ॥ অথ ৮
রাধে পুরে পয়ঃ পুরোভব[2] কৃতে দরে. । কুরু প্রাণ পরিত্রাণ কারণং বচনং মম ॥ রামগিরী রাগঃ ॥ আঠতালা ॥ নাঅ খে ৮

১. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'উদ্ধাবে'।

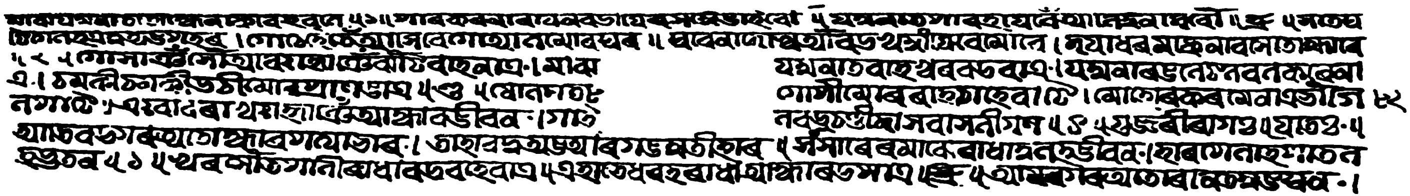
২ পুররোভব লিখে প্রথম 'র' কাটা। বসন্তরঞ্জন 'পুরোদ্ভব'।



৮২ক

আইলোঁ রাধা না পায়িলোঁ কূল। যমুনাক মান রাধা ফুল সিন্দুর॥ বাতকোঁঅরক মান সাতেসরী হার.। কাহ্নাঞিঁকে মান রাধা সর স শৃঙ্গার॥ ১[1]॥ পাঞ্চ পাটের নাঅ মহ্বায়িল বাএ॥ নিষধিতেঁ আল রাধা চঢ়িলা নাএ॥ ধ্রু॥ তোর দৈব দোষে রাধা বহে হেন বাএ। একুলওকুল দুঈহো নাহিঁ চলে নাএ॥ নাঅ বাহিতেঁ মোএঁ হরিলোঁ শকতী। নাঅত চঢ়িলা রাধা আপণ কুমতী॥ ২॥ তোর রূপ যৌবনে মোহিত জগতনাথ। নাঅ বাহিতেঁ নাহিঁ চলে দুঈ হাথ॥ অবল হৈলোঁ তোর সখি করি পা ৮
রে.। অধর আমিআঁ দেহ বল হউ মোরে॥ ৩॥ ভুজে ভিড়ি আলিঙ্গন দেহ একবার.। চিত্তের হরিষে কাহ্না ৮
ঞিঁ করু তোরে পার॥ বিমতী তেজিআঁ মোর ধর এ বচন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥ ভৈরবীরাগঃ॥ এক তালী॥ মনগমনে চলে নাখানী তোহ্মার.। আপণে কাহ্নাঞিঁ তাত ভৈলা কাণ্টার॥ নাঅত চঢ়িলোঁ কাহ্ন তোর সত্য বোলে.।

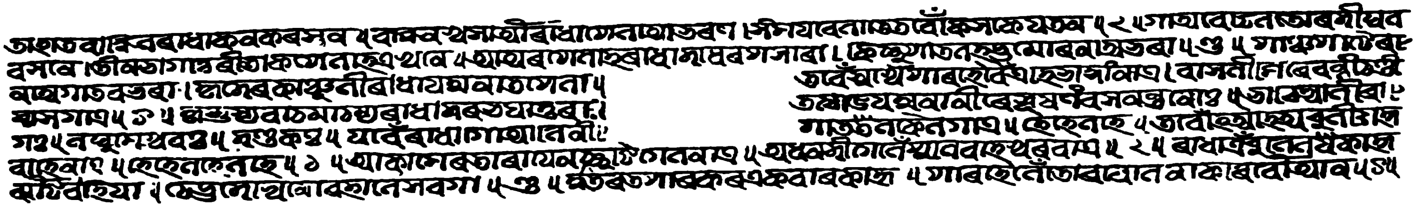
১. '১' মাত্রাব উপর তুলে লিখিত।



৮-২খ

মাঝ যমুনাত তোহ্মে না করিহ বলে॥ ১॥ পার কর নারায়ন বড়ায়ির সঙ্গে জাইবোঁ॥ যমুনাত পার হয়িলেঁ আলিঙ্গন দিবোঁ॥ ধ্রুং॥ সাত ঘ
টি গেল হএ দুঅজ পহর। গোঠে হৈতেঁ আসিবে গোআল মোর ঘর॥ ঘরে না দেখিআঁ বড় খঙ্গায়িবে মোরে। দয়া ধরম কি না বসে তোহ্মারে
॥ ২॥ গোসাঞ[১] সোঁঅরি কাহ্নাঞিঁ ঝাঁট বাহ নাএ.। মাঝ যমুনাত বহে খর বড় বাএ.। যমুনার জলে টলবল করে না
এ.। চমকী চমকী উঠি মোর প্রাণ জাএ॥ ৩॥ ষোলশত গোপী 'মোর রহি চাহে বাটে। মোহোর করমে নাএ ভাঁগি ৮-২
ল পাটে॥ একবার রাখ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার জীবন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥ গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ.॥
আতি বড় গরুঅ তোহ্মার পয়োভার.। তাহার দুঅজ আর গজমুতীহার॥ সংসারের মাঝে রাধা দুলহ জীবন.। হার পেলাহ পাতল
হউ তন॥ ১॥ খর সোঁত পাণী রাধা বড় বহে বাএ॥ এহাতে ধরহ রাধা আহ্মার উপাএ॥ ধ্রুং॥ আয়র গরুঅ তোর নিতম্ব জঘন.।

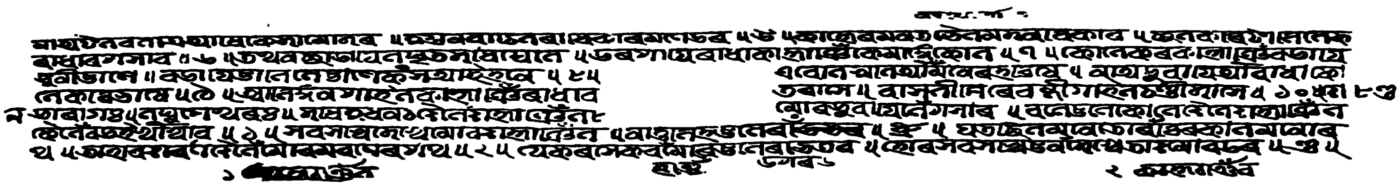
১. বসন্তরঞ্জন 'গোসাঞিঁ'।



৮৩ক

তাহাত বান্ধিল রাধা কনক রসন ॥ বান্ধন খসাআঁ রাধা পেলা আভরণ। সংশয় বেলাতে তবেঁ কিসকে যতন ॥ ২ ॥ গাঅ বেঢ়িল তোর দীঘল
বসনে.। তীন ভাগ চিরী তাক পেলাহ এখনে ॥ আঅর পেলাহ রাধা দধির পসারা। কিছু পাতল হউ মোর নাঅভরা ॥ ৩ ॥ পাঞ্চ পাটের ৮
নাঅ গাতর ভরা.। হৃদের কাঞ্চুলী রাধা যমুনাত পেলা ॥ তবে সুখেঁ পার হৈবেঁ এহি ভাঙ্গা নাএ। বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডী
দাস গাএ ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য রাধা দরভয়াতুরা.। তত্যজ যমুনানীরে ভূষণং বসনন্তমোঃ ॥ ভাঠিআলী রা ৮
গঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ যবেঁ রাধা গোআলিনী পাতল[১] কৈল গাএ ॥ হে হে লহে ॥ তবেঁ হিঅ হিঅ বুলী কাহ্ন
বাহে নাএ ॥ হে হে লহে লহে ॥ ১ ॥ আকাশের তারা যেন ছুটি গেল নাএ ॥ অধ নদী গেলেঁ পুণি বহে খর বাএ ॥ ২ ॥ রাধাএঁ বুলিল[২] কাহ্ন
ঝাঁট বাহি[৩] যা ॥ ঢেউ দেখি মোর হালে সব গা ॥ ৩ ॥ দুতরত পার কর একবার কাহ্ন ॥ পার হৈলেঁ তোর বোল না করিবোঁ আন ॥ ৪ ॥

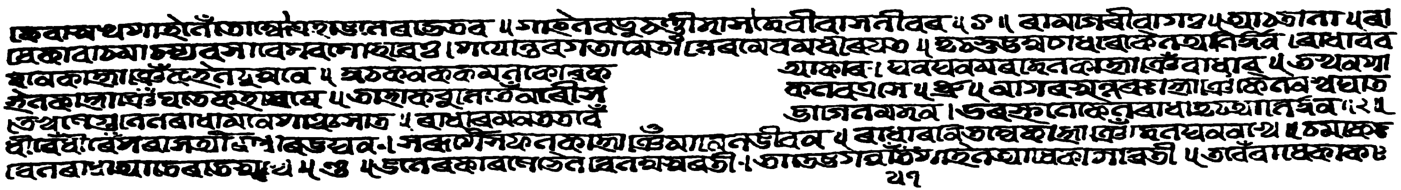
১. 'পাততল' লিখে দ্বিতীয় 'ত' কেটে দেওয়া হয়েছে।
২. 'বুলিলয়' লিখে 'য়' কেটে দেওয়া হয়েছে।
৩. 'বহি' লিখে ব-এর আকার মাত্রার উপর তোলা।



৮৩খ

নাঅ টলবলাএ আধিকে দামোদর ॥ দুগুন বাঢ়িল রাধিকার মণে ডর ॥ ৫ ॥ কাহ্নের মনত ভৈল মদনবিকার ॥ ছল করি টালিলেক
রাধার পসার ॥ ৬ ॥ তখন ছাড়ায়িল ঘৃত দধি ঘোল ॥ ডর পায়ি রাধা কাহ্নাঞিঁকে মাঙ্গে কোল ॥ ৭ ॥ কোলে কর কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ি
জুনী জাণে ॥ বড়ায়ি জাণিলে জাণে কংস আইহনে ॥ ৮ ॥ এ বোল সুণিআঁ কাহ্নাঞিঁ[১] মনের হরিষে। নাঅ ডুবায়িআঁ রাধা কো
লে করি ভাষে ॥ ৯ ॥ আলিঙ্গন পাইল কাহ্নাঞিঁ রাধার তরাসে ॥ বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১০ ॥ কো ৮৩
নড়া[২] রাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ দধি দুধ নঠ কৈলেঁ কাহ্নাঞিঁ ল মোর ডুবায়িলেঁ পসার ॥ বলে জলে কোলে কৈলে কাহ্নাঞিঁ ল
কৈলেঁ বড়ই খাঁখার ॥ ১ ॥ সব সখি দেখে মোর কাহ্নাঞিঁ ল ॥ না তুলিহ জলের উপর[৩] ॥ ধ্রু ॥ যত ছিল মনে তোঁর চিরকাল মনোর
থ ॥ তাহার কারণে[৪] কৈলেঁ কাহ্নাঞিঁল[৫] মোর মরণের পথ ॥ ২ ॥ যে কর সে কর তুঞিঁ[৬] মোরে জলের ভিতর ॥ হেরি সব সখিজন ॥ ২ ॥ কাহ্নাঞিঁ
ল[৭] দেখে তাক মোর ডর ॥ ৩ ॥

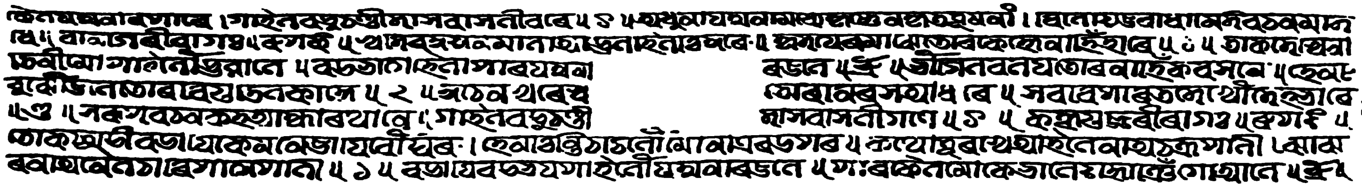
১. 'কাহ্নাঞিঁ ৩' মার্জিনের উপর তোলাপাঠে লিখিত।
২. 'ন' মার্জিনের বাঁদিকে লিখিত। বোধ হয় 'কোড়া' লিখে পরে 'কানড়া' লিখেছেন লিপিকর। বসন্তরঞ্জন 'কোড়া'।
৩. 'ভিতর' লিখে কেটে দিয়ে মার্জিনের নীচে 'উপর ৬' লিখিত।
৪. এ-কার মাত্রার উপরে তোলা।
৫. চিহ্ন দিয়ে মার্জিনের নীচে '১ কাহ্নাঞিঁল' লিখিত।
৬. 'তুঞিঁ' মার্জিনের নীচে (চিহ্ন-দিয়ে) লিখিত। বসন্তরঞ্জন এরপর 'কাহ্নাঞিঁল' যোগ করেছেন।
৭. চিহ্ন দিয়ে মার্জিনের নীচে '২ কাহ্নাঞিঁল' লিখিত।



৮৪ক

কি বা সুখ পাইলেঁ তোহ্মো[১] এহা জলের ভিতর॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস[১] দেবী বাসলীবর॥ ৪॥ রামগিরী রাগঃ॥ আঠতালা॥ রাধিকা বাচমাচম্য রসাবেশবশো হরিঃ। পয়োন্তর গতামেতাং চিরমেবমধীরয়ৎ[২]॥ দৃঢ় ভুজযুগে ধরি কৈল আলিঙ্গনে। রাধার বদনে কাহ্নাঞিঁ কইল চুম্বনে॥ কুচ কনক কমল কোরক আকার.। ঘন ঘন মরদিল কাহ্নাঞিঁ রাধার॥ তখন পাইল কাহ্নাঞিঁ যতেক হরিষে॥ তাহাক বুলিতেঁ নারী সকল বএসে॥ ধ্রু॥ নাগর সুন্দর কাহ্নাঞিঁ কৈল নখঘাত। তখণে[৩] গুণিল রাধা মনে পাঞ্চসাত॥ রাধার মনত তবেঁ জাগিল মদন। উরস্থলে কৈল রাধা দৃঢ় আলিঙ্গন॥ ২॥ ধীরেঁ ধীরেঁ পরসিআঁ রাধার জঘন.। সরূপেঁ সফল কাহ্নাঞিঁ মানিল জীবন॥ রাধার নিতম্বে কাহ্নাঞিঁ দিল ঘন নখে॥ চমকি করিল রাধা আতি রতিসুখে॥ ৩॥ জলের কারণে ভৈল বিলম্ব সুরতী.। তাতে জগন্নাথ[৪] পাইল আধিক পিরিতী॥ তবেঁ রাধিকাক

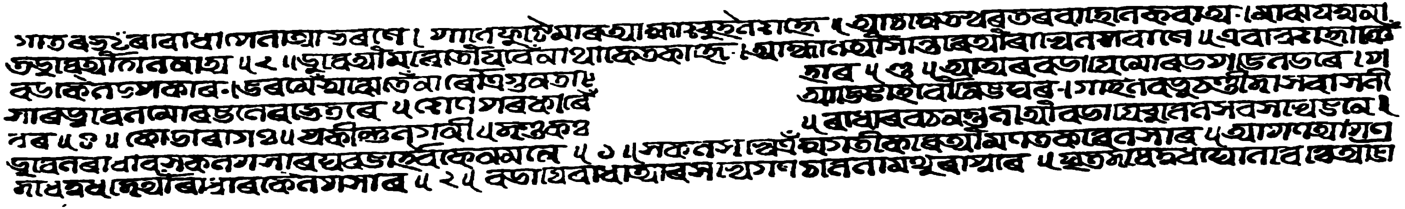
১. মাত্রার ঠিক উপরে একটি দাগ দেওয়া হয়েছে কেন বোঝা গেল না।
২. বসন্তরঞ্জন 'চিরমেবমধারযৎ'।
৩. মনে হয় লিপিকর এখানে '১॥' ভুল করে দেননি।
৪. 'জগন্নাত' লিখে 'ত' কেটে মার্জিনের নীচে 'থ৭' লিখিত।



৮৪খ

কৈল যমুনার পারে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥ ৪॥ অধুনা যমুনামধ্যে কৃষ্ণেন হৃতদূষণাং। বিলোক্যজ[1] রাধামিদং বচনমাদ ধি[2]॥ রামগিরীরাগঃ॥ রূপকং॥ খদিরকুসুমমালা আউলাইল চিকুরে.॥ হৃদয়ের মাঝে তোর কেহ্নে নাহিঁ হারে॥ ১॥ তাক দেখি না তিনী মো পাইলোঁ উল্লালে॥ বড় ভাগে হৈলা পার যমুনার জলে॥ ধ্রু॥ ভাঁগিল বলয় তোর নাহিঁক বসনে॥ হেন ৮ বুঝোঁ জলে তোর বিগুতিল কাহ্নে॥ ২॥ কুচে নখরেখ তোর নিরস আবরে॥ সব বিপরিত দেখোঁ দেহভারে ৮৪
॥ ৩॥ সরূপ বচন কহ আহ্মার থানে॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥ কহ্নগুজ্জরী রাগঃ॥ রূপকং॥ তোক ছাড়ী বড়ায়ি কেমনে জায়িবোঁ ঘর.। হেন চিন্তি চড়িলোঁ মো না-এর উপর॥ কথো দূর খেআইলে নাঅ চক্রপাণী। ঝাঝ র নাঅ নৈল চারি পাসে পাণী॥ ১॥ বড়ায়ি বড় ভয় পাইলোঁ যমুনার জলে॥ পার কৈল মোকে ভালে কাহ্নাঞিঁ গোআলে॥ ধ্রু॥

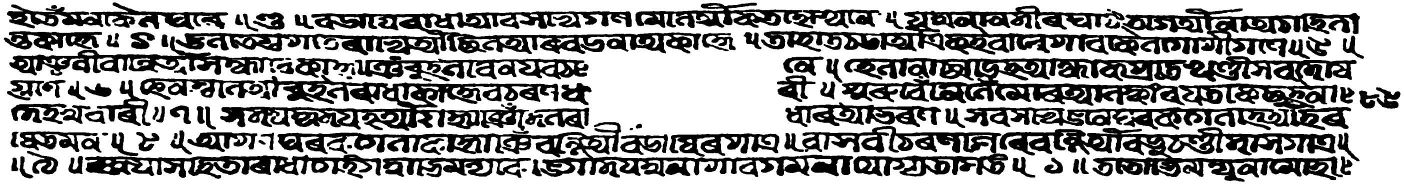
১. বসন্তরঞ্জন 'বিলোক্য জরতী'।
২. বসন্তরঞ্জন 'বচনমাদধে'।



৮৫ক

গাতর ভরা[1] রাধা পেলা আভরণে। পাণি ফুটি মার আহ্মাক বুইল কাহ্নে॥ আচম্বিত খরতর বাহিলিক[2] বাঅ.। মাঝ যমুনা
ত ডুবিআঁ গেল নাঅ॥ ২॥ ডুবিআঁ মরিতোঁ যবেঁ না থাকিত কাহ্নে.। আহ্মা লআঁ সান্তরিআঁ রাখিল পরাণে॥ এবার কাহ্নাঞিঁ
বড় কৈল উপকার.। জরমেঁ সুঝিতেঁ নারোঁ এ গুন তাহার॥ ৩॥ আঅর বড়ায়ি মোর উপজিল ডরে। প
সার ডুবিল মোর জলের ভিতরে॥ কোণ পরকারেঁ আজি জাইবোঁ নিজঘর.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী
বর॥ ৪॥ কোড়ারাগঃ॥ প্রকীর্ণ্ন লগনী[3]॥ দশুকঃ॥ রাধার বচন শুণীআঁ বড়ায়ি বুলিল সব সখিজনে॥
ডুবিল রাধার সকল পসার ঘর জাইবে[4] কেন মনে॥ ১॥ সকল সখিএঁ যুগতী করিআঁ মণত করিল সার॥ আপণ আপণ
দধি দুধ দিআঁ রাধার কৈল পসার॥ ২॥ বড়ায়ি রাধা আর সখিগণ চলিলা মথুরা পুরে॥ ঘৃত দধি দুধ ঘোল বিচিআঁ জা

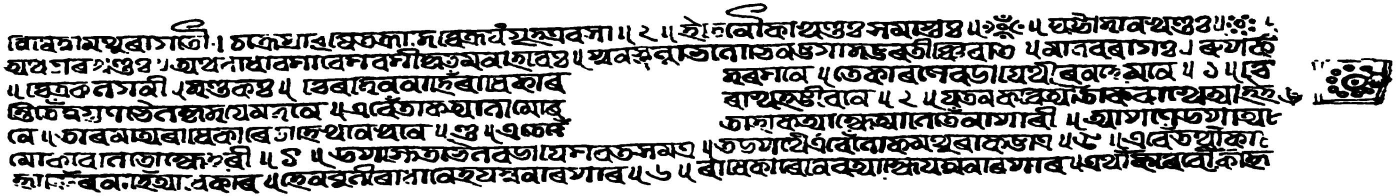
১. 'ঢ' লিখে কাটা।
২. বসন্তরঞ্জন 'বাহিলেক'।
৩. বসন্তরঞ্জন 'প্রকীর্ণ্ন লগনী'।
৪. 'জাইবে'-এর এ-কার মাত্রার উপরে তোলা।



৮৫খ

ইতেঁ মন কৈল ঘরে॥ ৩॥ বড়ায়ি রাধা আর সখিগণ মেলিআঁ কতহো খনে॥ যমুনা নদীর ঘাটত গিআঁ নাঅ চাহিলা
ন্ত কাহ্নে॥ ৪॥ জলতে গুপতে রাখিআঁ ছিল আর বড় নাঅ কাহ্নে॥ তাহাত চড়াআঁ একই বারে পার কৈল গোপীগণে॥ ৫॥
আঞ্জলী বান্ধিআঁ সম্মারে কাহ্নাঞিঁ বুইল বিনয় বচনে॥ হেলা না ছাড়িহ আম্মাক প্রতি খণ্ডী সব দোষ
গুণে॥ ৬॥ হেন শুণিআঁ বুইল রাধা কাহ্নের চরণ ধরী॥ পুরুবেঁ নিলেঁ মোর আলঙ্কার যত কিছুই না ৮ ৮৫
দেহ মুরারী॥ ৭॥ সদয় হৃদয় হআঁ কাহ্নাঞিঁ দিল রাধার আভরণ॥ সব সখিজনে ঘরক গেলা হআঁ হর
ষিত মন॥ ৮॥ আপণ ঘরক গেলা কাহ্নাঞিঁ বন্দিআঁ বড়ায়ির পাএ॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥
॥ ৯॥ বৃদ্ধয়া সহিতা রাধা গেহং গত্বাভিমন্যবে.। জগাদ যমুনাপারগমনা যোগ্যতাশতং॥ ১॥ ততোভিমন্যুনা[১]মোহো ৮

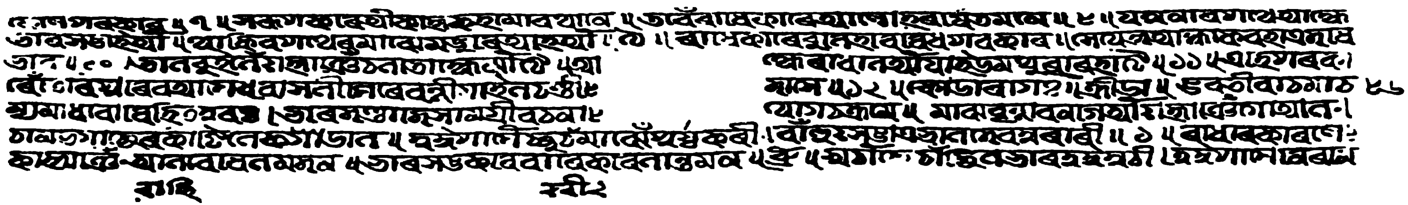
[১]. বসন্তরঞ্জন 'ততোঽভিমন্যুনা'।



৮৬ক

নিষিদ্ধা মথুরাগতৌ.। চক্রে প্রাবৃষি তক্রাদি বিক্রয়ং গৃহ এব সা॥ ২॥ ইতি নৌকাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥ ❋ ॥ ঘট্টাদান খণ্ডঃ॥ ❁[১]॥
অথ ভারখণ্ডঃ॥ অথ রাধা বসাবেশবশীকৃতমনা হরিঃ॥ পুনস্তল্লাভলোভেন জগাদ জরতীঞ্চিরাৎ॥ মালবরাগঃ॥ রূপকং
॥ চিত্রক লগনী॥ দণ্ডকঃ॥ চির দিন নাহিঁ রাধিকার দরশনে॥ তে কারণে বড়ায়ি থীর নহে মনে॥ ১॥ চি
ন্তিতেঁ দুগুণ ভৈল হৃদয়ে মদনে॥ এবেঁ তাক আণী মোর রাখহ জীবনে॥ ২॥ যতন করিআঁ তাক রাখে আইহ
নে॥ তার মাঅ রাধিকারে চাহে খনে খনে॥ ৩॥ এতেকেঁ তাহাক আহ্মে আণিতেঁ না পারী॥ আপণে উপাঅ ৮
মোক বোল তোহ্মে হরী॥ ৪॥ উপস্থিত ভৈল বড়ায়ি শরত সমএ॥ তড় পথেঁ এবেঁ লোক মথুরাক জাএ॥ ৫॥ এবেঁ তথাঁ কা ৮
হ্নাঞিঁর নাহিঁ আধিকার॥ হেন বুলী রাধা নেহ যমুনার পার॥ ৬॥ রাধিকারে নিব আহ্মে যমুনার পার॥ এথাঁ করিবোঁ কাহ্ন

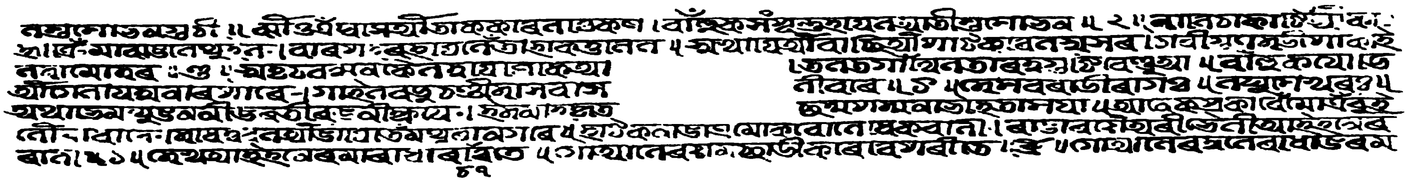
১. এই ধরণের ফুলের চিত্র এঁকে একটি খণ্ডের সমাপ্তি বোঝানো হয়েছে।



৮৬খ

কোণ পরকার ॥ ৭ ॥ সরূপ করিআঁ কাহ্ন কহ মোর থানে॥ তবেঁ রাধিকারে আণো হরষিত মনে॥ ৮ ॥ যমুনার পথে আহ্মে ভার সজাইআঁ॥ থাকিব পথের মাঝে মজুরিআ হআঁ॥ ৯ ॥ রাধিকারে বুলিহ বিবিধ পরকার॥ সে যেহ্ন আহ্মাক বহাএ দধি ভার॥ ১০ ॥ ভাল বুইলেঁ কাহ্নাঞিঁ চল তোহ্মে ঝাঁটে॥ আহ্মে রাধা লআঁ যাইউ মথুরার হাটে॥ ১১ ॥ এহি পরকা রেঁ তোর পুরিব আশে॥ বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ১২ ॥ কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ জরতী বাচমাচ ৮৬
ম্য মাধবো বিহিতত্বরঃ। ভারদণ্ডাদিসামগ্রী বচনাযোগ চক্রমে॥ মাঝ বৃন্দাবন গিআঁ কাহ্নাঞিঁ গোআল.।
চামড় গাছের বাছি[১] কাটিলেক ডাল[২]॥ দুঈ পাশেঁ ছুচ করী[৩] মাঝেঁ পুষ্ট করী.। বাঁহুক সজাএ ভাল দেব মুরারী॥ ১ ॥ রাধার কারণে ৮
কাহ্নাঞিঁ আল বেথিল মদন॥ ভার সজ করিবারে করিলান্ত মন॥ ধ্রু॥ সুচাঁছে চাঁছিল ভার দুঈ মুঠী। দুঈ পাশে নিরমি

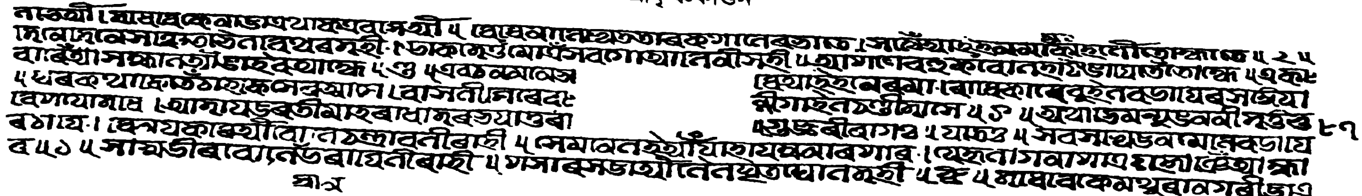
১. 'বাছি' চিহ্ন দিয়ে মার্জিনের নীচে তোলাপাঠে লিখিত।
২. 'গা' লিখে কেটে দিয়ে 'ডাল' লিখিত।
৩. 'করী^২' চিহ্ন দিয়ে মার্জিনের নীচে তোলাপাঠে লিখিত।



৮৭ক

ল শুশোভন গুঠী॥ ঝাওএঁ ঘসিআঁ তাক করিল চিকণ' বাঁহুক সংপূন্ন হয়িল আতী শুশোভন॥ ২॥ নালিচা কাটিআঁ কা ৮
হ্নাঞিঁ মাঝ জলে থুইল.। বার পহর হয়িলেঁ তাহাক তুলিল॥ সুখায়িআঁ বাছিআঁ পাট করিল সুসর। চারীগুণ দড়ী পাকাই
ল দামোদর॥ ৩॥ সুদৃঢ় বন্ধনে কৈল দুয়ি শিকিআ। তলত গাঁথিল তার দুগুটি বেগুআ॥ বাহুক যোড়ি
আঁ গেলা যমুনার পারে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥ ৪॥ দেশবরাড়ীরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥
অথাভিমন্যুজননী[১] জরতী রজনীক্ষয়ে.। ইদমাহ হৃতছদ্ম[২] পদ্মনাভ হিতাশয়া॥ আনেক প্রকারেঁ মোএঁ বুই
লোঁ রাধারে.। দধি দুধ লআঁ জায়িতেঁ মথুরা নগরে॥ হাটক না জাএ মোক বোলে ধিক বাণী.। রাজার কোঁঅরী ভৈলী আইহনের
রাণী॥ ১॥ দেখ আইহনের মা রাধার চরিতে[৩]। গোআলের কাম ছাড়ী করে বিপরীতে॥ ধ্রু॥ গোআলের কুলে রাধা জরম

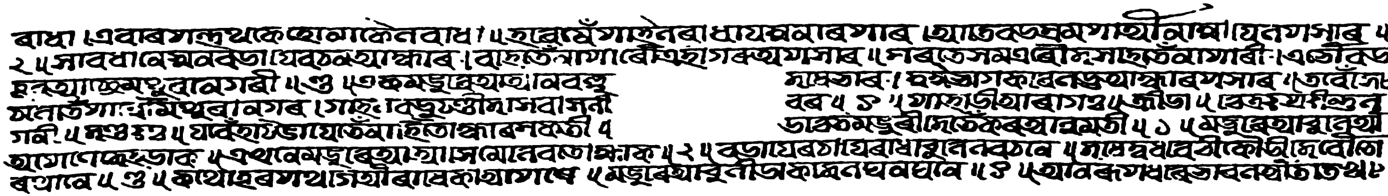
১. বসন্তরঞ্জন 'জননীং'।
২. বসন্তরঞ্জন 'কৃতচ্ছদ্ম'।
৩ 'চ ৭' তোলাপাঠে মার্জিনের নীচে লিখিত।



৮৭খ

লভিআঁ। দধি বিকে না জাএ থাকএ বসিআঁ॥ বিধি না লিখিত তার কপালের ভাতে.। সত্যেঁ আইহন মাঅ[1] কহিলোঁ তোহ্মাতে॥ ২॥
দিনে দিনে সঞ্চিত ভৈল বিথর দহী.। ডাক দেওঁ মোএঁ সব গোআলিনী সহী॥ আপণে বহুক বোল হাট জায়িতেঁ তোহ্মে॥ এক ৮
বারে সহ্মা[2] লআঁ জাইব আহ্মে ॥ ৩॥ এ বচন মনে ভাবি আইহনের মা.। রাধিকারে বুইল বড়ায়ির সঙ্গে যা
॥ ঘরক থাকিতেঁ চাহ কিসের আশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ অথাভিমন্যুজননীদত্তং ভু[3]
রি পয়োদধি। আদায় জরতীমাহ রাধা দরভয়াতুরা॥ গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥ সব সখিজন মেলি বড়ায়ি[4] ৮৭
র ঠায়ি.। বিনয় করিআঁ বোলে চন্দ্রাবলী রাহী॥ সেমনে লইআঁ যাহা যমুনার পার.। যেহ্ন লাগ না পাএ কাহ্নাঞিঁ আহ্মা
র॥ ১॥ সাসুড়ীর বোল সুনি[5] ডরায়িলী রাহী॥ পসার সজাআঁ লৈল ঘৃত ঘোল দহী॥ ধ্রু॥ দধি বিকে মথুরা নগরী জাএ

১. 'মাঅ'এর 'অ' মার্জিনের উপব 'অ১' দিয়ে লিখিত।
২. এখানে 'আ' লিখে কেটে দিয়ে তাবপব 'সহ্মা' লেখা হয়েছে।
৩. বসন্তবঞ্জন 'ভুঁ'।
৪. পাতার ডানদিকে কোণাকুণি উলটো করে 'শ্রীগুণবাজ খাঁ' লিখিত।
৫. 'বোলে' লিখে 'ল'এর এ-কার কাটা। 'সুনি' তোলাপাঠে, চিহ্ন দিয়ে মার্জিনের নীচে লিখিত।

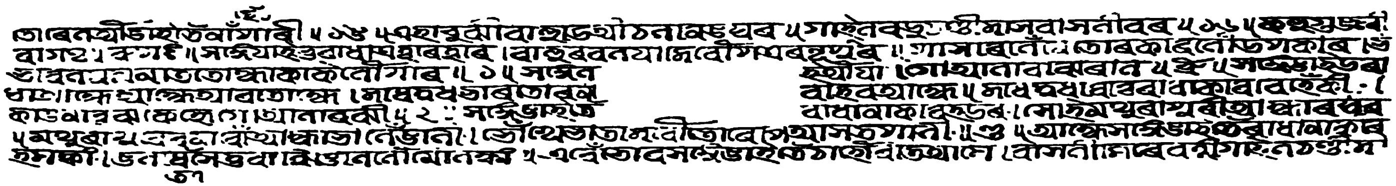


৮৮ক

রাধা। এবার পন্থথ[১] কেহো না কৈল বাধা॥ হরিষেঁ পাইল রাধা যমুনার পার। আতি বড় শ্রম পাআঁ নাম্বায়িল পসার॥
২॥ সাবধানে সুন বড়ায়ি বচন আহ্মার.। বহিতেঁ না পারোঁ এহা গরুঅ পসার॥ শরতে[২] সমএ রৌদ সহিতেঁ না পারী.। এভোঁ বড়
দূর আছে মথুরা নগরী॥ ৩॥ এক মজুরিআ আন বহু দধিভার.। দুঈ ভাগ করি লউ আহ্মার পসার॥ তবেঁসি ৮
চলিতেঁ পারোঁ মথুরা নগর। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪॥ পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥ চিত্রক প্রকীর্ণু[৩] ল
গনী॥ দণ্ডকঃ॥ যবেঁ হাট জায়িতেঁ নাহি তোহ্মার শকতী॥ উচিত মজুরী দিতেঁ কর আনুমতী॥ ১॥ মজুরিআ বুলিআঁ
আপণে দেহ ডাক॥ এখনে মজুরিআ আসি মেলিব তোহ্মাক॥ ২॥ বড়ায়ির ঠাঁয়ি রাধা বুলিল বচনে॥ দধিদুধ বিচী কৌড়ী দিবোঁ তো
র থানে॥ ৩॥ কথো দূর পথ গিআঁ রাধিকা আপণে॥ মজুরিআ বুলী ডাক দিল ঘনঘনে॥ ৪॥ আন রূপ ধরি ভার লআঁ ততিখ ৮

[এরপর ৮৮খ পৃষ্ঠাটি নেই]

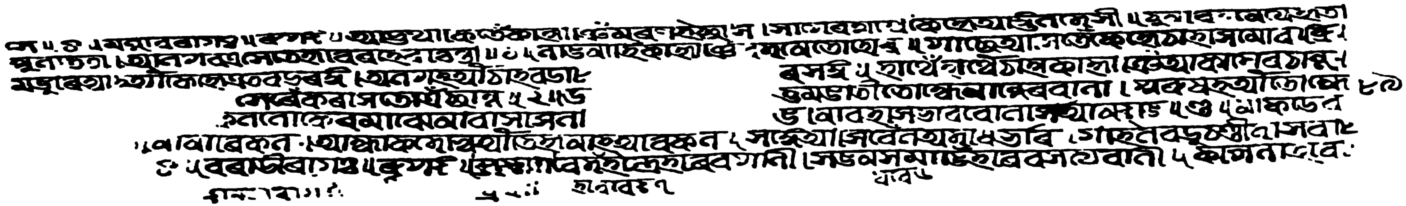
১. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'পন্থত'।
২. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'শরত'।
৩. বসন্তরঞ্জন 'প্রকীর্ণ'।



৮৯ক

তোরে লআঁ জাইতেঁ নাহিঁ[১] পারী॥ ১৫॥ এহা বুঝী বাহুড়িআঁ চল নিজ ঘর॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ১৬॥ কহ্নগুজ্জরী রাগঃ॥ রুপকং॥ সঙ্গে যাইউ রাধাএ[২] দূরে দূরে। বাহুর বলয়া দিবোঁ পএর[৩] নূপুরে[৪]॥ পাসরিলেঁ যে তোর করিলোঁ উপকার।[৫] ভরিল যমুনাত তোহ্মাক কৈলোঁ পার॥ ১॥ সঙ্গে লইআঁ যা। গোআলার ঝি রাল[৬]॥ ধ্রু॥ সঙ্গে জাইউ রাধা আহ্মে আহ্মে[৭] আর তোহ্মে। দধি দুধ ভার তোর না বহিব,আহ্মে॥ দধি দুধ বিচি রাধা করিবেহেঁ কী.। কাজ না বুঝ কেহ্নে গোআলার ঝী॥ ২॥ সঙ্গে জাইতেঁ রাধা না করিহ ডর.। সোই মথুরাপুরী আহ্মার ঘর ॥ মথুরা পুরের মাঝেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণী.। ভোঁখে ভাত দিবোঁ তোরে পিআসত পাণী.॥ ৩॥ আহ্মে সঙ্গে জাইতেঁ রাধা না করিহ শঙ্কা.। জলধিত[৮] সেতু বান্ধি জিণিলোঁ মো লঙ্কা॥ এবেঁ তোর সঙ্গে জাইতেঁ চাহোঁ রতি আশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদা

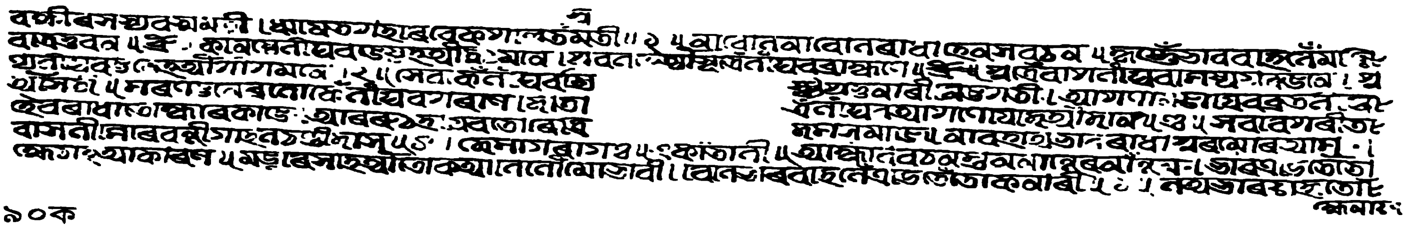
১. 'নাহি' এর 'হিঁ' তোলাপাঠে চিহ্নসহ মার্জিনের উপরে লিখিত।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'রাধা এ'।
৩. সম্ভাব্য সঠিক পাঠ 'পাএর'।
৪. 'নূপুরে'-এর এ-কার র-এর মাথায়।
৫. এখানে 'ভ' লিখে কাটা।
৬. বসন্তরঞ্জনের প্রত্যাশিত সংশোধিত পাঠ 'রাধা ল'।
৭. বসন্তরঞ্জন সংশোধিত পাঠে একটি 'আহ্মে' বাদ দিয়েছেন।
৮. 'জলধিত'এর 'ত' চিহ্ন সহ মার্জিনের নীচে 'ত৭' রূপে লিখিত।



৮৯খ

সে॥ ৪॥ মল্লাররাগঃ॥ রুপকং॥ আউ থাকিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মরণ ইছসি। সাপের মুখেতে[১] কেহ্নে আঙ্গুল দেসী॥ চুন বিহনে যেহ্ন তা
ম্বুল তিতা। আলপ বএসে তেহ্ন বিরহের চিন্তা॥ ১॥ লাজ নাহিঁ কাহ্নাঞিঁ বদনে তোহোর॥ পাছে আসিতেঁ কেহ্নে চাহসি মোর॥ ধ্রু॥
মজুরিআ হআঁ কেহ্নে এত বড় রঙ্গ। অলপ হআঁ[২] চাহ বড়ার সঙ্গ॥ হাথেঁ হাথেঁ চাহা কাহ্নাঞিঁ আকাশের চান্দ.।
........................[৩] সেরেঁ করসি তোএঁ ছান্দ॥ ২॥ উত্তম জাতী তোহ্মে নান্দের বালা। পুরুষ হআঁ তোহ্মে ৮৯
........................[৪] কল লোকের মাঝে না বাসসি লাজ। না বহসি ভার বোলসি আন কাজ॥ ৩॥ মাকড়ের
........................[৫] ঝুনা নারিকল.। আহ্মাক দেখিআঁ তেহ্ন না হঅ বিকল॥ সঙ্গে আসিবে যবেঁ[৬] লঅ দধিভারে[৭]। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বা ৮
........................[৮]॥ ৪॥ বরাড়ীরাগঃ[৯]॥ রুপকং॥ ব্রহ্মা[১০] বেদ হরিবেক[১১] ইন্দ্রে হরিব পাণী.। সজনসমাজেঁ হরিব সত্য বাণী॥ কপিলা হরি ৮

১. 'তে' চিহ্নসহ মার্জিনের উপরে লিখিত।
২. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'হইআঁ'।
৩. এ-অংশের লিপি মুছে গেছে। বসন্তরঞ্জনের উদ্ভাবিত পাঠ 'লোক উপহাসেরেঁ'।
৪. এ-অংশেব পাঠ মুছে গেছে। বসন্তরঞ্জনের উদ্ভাবিত পাঠ 'জাণ এতেক কলা॥ স'।
৫. এ-অংশের পাঠ মুছে গেছে। বসন্তরঞ্জনের উদ্ভাবিত পাঠ 'হাথে যেহ্ন'।
৬ 'যবেঁ ৬' চিহ্নসহ মার্জিনেব নীচে লিখিত।
৭. 'ভারে'-এর এ-কার মাত্রার উপবে লিখিত।
৮. এ-অংশের পাঠ মুছে গেছে। বসন্তরঞ্জনের উদ্ভাবিত পাঠ 'সলী বরে'।
৯. মার্জিনের নীচে 'কানড়া রাগঃ'।
১০. কিছু লিখে কেটে দিয়ে মার্জিনের নীচে 'ব্রহ্মা' লিখিত।
১১. চিহ্ন দিযে 'হরিবেক ৭' মার্জিনের নীচে লিখিত।

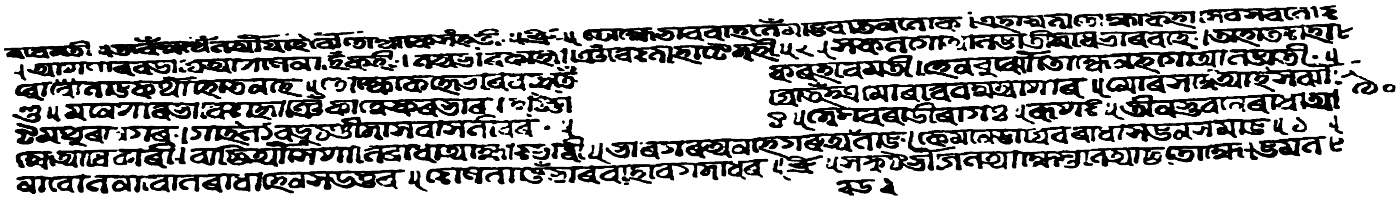


৯০ক

ব ক্ষীর সস্য বসুমতী। ঋষি তপ হরিবেক পণ্ডিত সুমতী[১] ॥ ১ ॥ না বোল না বোল রাধা হেনস বচন ॥ কৃষ্ণেঁ ভার বহিলেঁ মজি ৮
ব ত্রিভুবন ॥ ধ্রু ॥ কনিষ্ঠে লংঘিব জেষ্ঠ হআঁ দুঠমনে। প্রবল হৈআঁ সুদ্রেঁ লংঘিব ব্রাহ্মাণে ॥ ধ্রু ॥ পুত্রেঁ বাপ লংঘিব শিষ্য গুরুজনে। পু
ণ্য লংঘিব জনে হআঁ পাপমনে ॥ ২ ॥ সেবকেঁ লংঘিব[২] প্রভু নারী নিজ পতী.। আপণা মজায়িব ব্রত লংঘি ৮
আঁ সতী ॥ শরণ জনের লোকেঁ লংঘিব পরাণ। দাতাএঁ লংঘিব আপণেয়ি দিআঁ দান ॥ ৩ ॥ সব বিপরীত ৮
হৈব রাধা তোহ্মার কাজে। আর রুঠ হয়িব তোরে ত্রিদশ সমাজে ॥ না বহাঅ ভার রাধা পুর মোর আশ.।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥ দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥ আহ্মার বচন শুন নান্দের নন্দন[৩].। ভার এড়িতেঁ তো
হ্মো চাহ আকারণ ॥ মজুরি সহিআঁ তোক আণিলোঁ মো ভারী। বিণি ভার বহিলেঁ এড়িতেঁ তোক নারী ॥ ১ ॥ লঅ ভার কাহ্নু তোহ্মো না ক[৪] ৮

১. ‘সুমতী’র ‘সু’ চিহ্ন দিয়ে মার্জিনেব উপর লিখিত।
২. এখানে ‘শিষ্য’ লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।
৩. ‘নান্দন’ লিখে আকার কেটে দেওয়া হয়েছে।
৪. ‘হ্মো না ক৭’ চিহ্ন সহ মার্জিনের নীচে লিখিত।

অথ ভারখণ্ডঃ

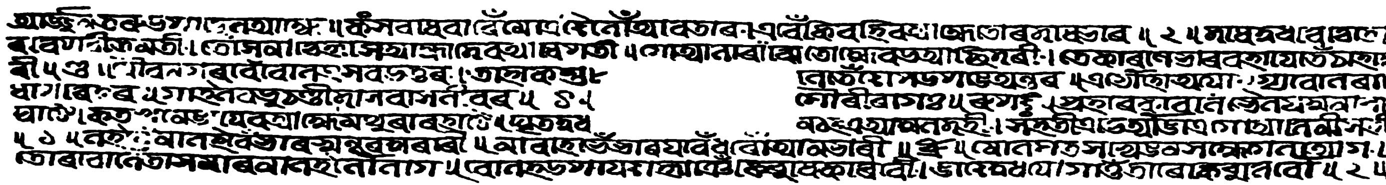


৯০খ

র বিমতী॥ তবেঁ সুখেঁ লআঁ যাইবোঁ তোহ্মাক সংহতী॥ ধ্রু॥ তোহ্মে ভার বহিলেঁ মজিব তিন লোক। এহা সুণী তোহ্মাক হাসিব সব লোক
॥ আপণার বড়ায়ি আপণে নাহিঁ কহী.। লঅ ভার কাহ্নাঞিঁ বিকণী হাটে দহী॥ ২॥ সকল গোআল জাতী দধিভার বহে.। তাহাত কাহা ৮
রো[১] লাজ কথাঁহো ত নহে॥ তোহ্মে কেহ্নে ভার বহিতেঁ করহ বিমতী। হেন বুঝোঁ তোহ্মে নহ গোআল জাতী.॥
৩॥ মনে পরিভাবি কাহ্নাঞিঁ কান্ধে কর ভার। হাট জায়িতেঁ হএ মোর বিলম্ব আপার॥ মোর সঙ্গে আইস ঝাঁ ৮
'ট মথুরা নগর.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর.॥ ৪॥ দেশ বরাড়ী রাগঃ॥ রূপকং॥ তীন ভুবনে রাধা আ
হ্মে আধিকারী.। বাছিআঁ সে পালি রাধা আহ্মাক ভারী॥ ভার গরুঅ নহে গরুঅ বড়[২] লাজ.। কেমনে জায়িব রাধা সজন সমাজ॥ ১॥
না বোল না বোল রাধা হেনস উত্তর॥ কোণ লাজেঁ ভার বহিবে গদাধর॥ ধ্রু॥ সকট ভাঁগিল আহ্মে শুণি আছ তোহ্মে.। জমল ৮

৯০

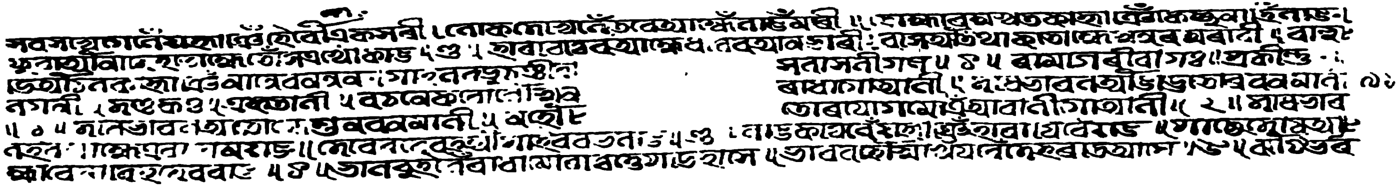
১. 'বো' লিখে কেটে দিয়ে পবে 'লাজ' লিখিত। বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'কাহারো লাজ'।
২. 'বড় ১' চিহ্ন দিয়ে মার্জিনের নীচে লিখিত।



৯১ক

আর্জ্জুন তরু উপাড়িল আহ্মে ॥ কংস বধিবারেঁ মোএঁ কৈলোঁ আবতার.। এবেঁ কি বহিব আহ্মে তোর দধিভার ॥ ২॥ দধি দুধ বিচি তো
র বিপরীত মতী.। তেঁসি না চিহ্নসি আহ্মা দেব আধিপতী॥ গোআলার[১] ঝি তোহ্মে বড় আছিদরী.। তেকারণে ভার বহায়িতেঁ চাহা হ
রী॥ ৩॥ যৌবনগরবেঁ বোল এ সব উত্তর.। তাহাক শুণিতেঁ কোপ উপজে অন্তর॥ এভোঁহো অযোগ্য[২] বোল রা ৮
ধা পরিহর॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪॥ শৌরীরাগঃ॥ রুপকং॥ প্রহরেক বেলি ভৈল যমুনার ৮
ঘাটে। কত খনে জায়িব আহ্মে মথুরার হাটে॥ ঘৃত দুধ নঠ হএ আম্বল দহী.। সংহতী এড়িআঁ জাএ গোআলিনী সহী
॥ ১॥ লইবেঁ না লইবেঁ ভার সুন্দর মুরারী॥ না বহিভেঁ ভার যবেঁ ধবোঁ আন ভারী॥ ধ্রু॥ ষোল শত সখিজন সহ্মে গেলা আগ.।
তোর বোলেঁ তা সমার না লইলোঁ লাগ॥ বোলহ উপায় কাহ্নাঞিঁ কি বুধি করিবোঁ.। জাকে দুধ যোগাওঁ তারে কি বুলিবোঁ॥ ২॥

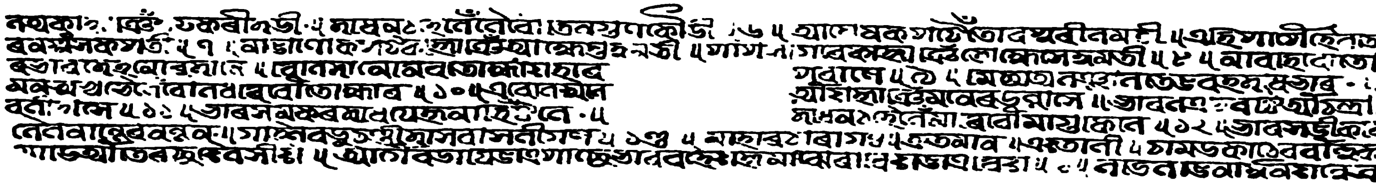
১. 'রা' লিখে আকার কেটে দেওয়া হয়েছে।
২. 'অযো' এরপব কিছু লিখতে গিয়ে কেটে দিয়ে 'গ্য' লিখিত।



৯১খ

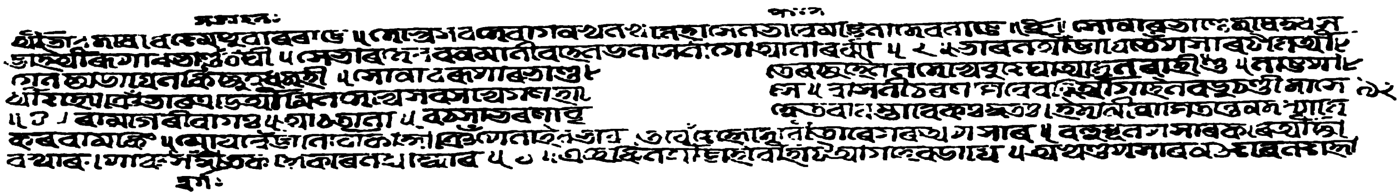
সব সখি গেলেঁ কাহ্নাঞিঁ হৈবোঁ একসরী॥ লোক দেখিলেঁ তবেঁ আম্মেঁ লাজঁ[১] মরী॥ তোহ্মার মুখত কাহ্নাঞিঁ কিছু নাহিঁ লাজ.। ৯১
ফুরাআঁ না দেহ তোহ্মে তেঁসি একো[২] কাজ॥ ৩॥ হার বিচিব আহ্মে ধরিব আন ভারী.। বসিআঁ[৩] থাক তোহ্মে সুন্দর মুরারী॥ বাহু ৮
ড়িআঁ চল কাহ্নাঞিঁ নান্দে ˙ ˙ন্দন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥ রামগিরী রাগঃ॥ প্রকীণ্ণ[৪].।
লগনী॥ দণ্ডকঃ॥ একতালী। ˙ ˙নেক বোলোঁ সুন রাধা গোআলী॥ দধিভার লআঁ জাউ তোর বনমালী
॥ ১॥ দধিভার লঅ তোহ্মে শুন বনমালী॥ নহোঁ তোর যোগ মোএঁ আবালী গোআলী॥ ২॥ দধিভার
লইব আহ্মে এবা কোণ কাজ॥ দেবের দেব হআঁ পাইব বড় লাজ॥ ৩॥ লাজ কয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ হারায়িবেঁ কাজ॥ পাছে দোষ আ ৮
হ্মারে না দিহ দেবরাজ॥ ৪॥ ভাল বুইলেঁ রাধা মোর চিত্তে পাঁড়হাসে॥ ভার বহোঁ সুখেঁ যবেঁ দেহ রতি আশে॥ ৫॥ ঝাঁট ভার[৫]

১. 'লাজঁ' পড়া যেতে পাবে। বসন্তরঞ্জন 'লাজেঁ'।
২. 'এখো' লিখে 'খো' কেটে দিয়ে মার্জিনের উপর 'কো' লিখিত।
৩. এখানে 'ত' লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।
৪. বসন্তরঞ্জন 'প্রকীর্ণ'।
৫. বসন্তরঞ্জন 'ভার'। মাত্রার উপরের চিহ্নটি সম্ভবত আ-কার জ্ঞাপক।



৯২ক

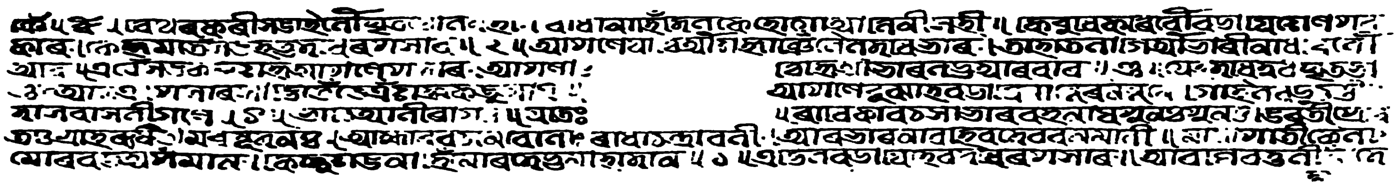
লঅ কাহ্নাঞিঁ দৃঢ় করী দড়ী. ॥ দধি নঠ হৈলেঁ লৈবোঁ তিনগুণ কৌড়ী ॥ ৬ ॥ আশেষ কপটেঁ তোর পুরীল মতী ॥ এহি পাপেঁ হৈল তো
র নপুংসক পতী ॥ ৭ ॥ না জাণো কপট কাহ্নাঞিঁ আহ্মে শুদ্ধমতী ॥ পাপসাগরে কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে সে কুমতী ॥ ৮ ॥ না বহিবোঁ তো
র ভার দেহ মোর দানে ॥ বিণি দানে নিব তোহ্মা কাহার পরাণে ॥ ৯ ॥ মিছা অলঞ্জাল তেজ বহ দধিভার. ॥
মন সুখ ভৈলেঁ বোল ধরিবোঁ তোহ্মার ॥ ১০ ॥ এ বোল সুণিআঁ কাহ্নাঞিঁ মনের উল্লাসে ॥ ভার লএ উলটিআঁ চন্দ্রা ৮
বলী হাসে ॥ ১১ ॥ ভার সম কর দধি যেহ্ন নাহিঁ টলে. ॥ দধি নঠ হৈলেঁ মারিবোঁ মাগুকিলে ॥ ১২ ॥ ভার সজী করি
লৈল নান্দের নন্দন. ॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ১৩ ॥ মাহারঠারাগঃ ॥ দ্রুতমান ॥ একতালী ॥ চামড় কাঠের বাঁহুক
যোড়িআঁ তেরছ কৈল সীকা ॥ আগেঁ বড়ায়ি জাএ পাছে ভাব বহে কাহ্ন মাঝে রাধিকা জাএ বিকা ॥ ১ ॥ লড়িল জনার্দ্দন কান্ধে ল



৯২খ

আঁ ভার দধি বিকে মথুরার রাজে॥ দেখি সব দেবাগণ খলখলি হাসে ল ভাবে[১] মজিলা দেবরাজে॥ ধ্রু॥ সোনার ভাণ্ডে দধি দুধ স
জাইআঁ রূপার ভাণ্ডে সজাইল[২] ঘী॥ সে ভার দেব বনমালী বহে ল উলসিলী গোআলার ঝী॥ ২॥ ভার লআঁ জায়িতেঁ পসার টলিআঁ ৮
গেল ছাড়ায়িল কিছু দুধ দহী॥ সোনার রূপার ভাণ্ড তেরছ হৈল ল দেখি বুকে ঘাঅ দিল রাহী[৩]॥ ৩॥ লাজ পা ৮
আঁ কাহ্নাঞিঁ ভার এড়িআঁ মিল দেখি সব সখিগণ হাসে॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে
॥ ৪॥ রামগিরী রাগঃ॥ আঠতালা॥ বচসো ভরণাবৃদ্ধে[৪] তবায়ভাবিকঃ কুতঃ॥ ইদানীন্নাশিতস্তেন[৫] দধ্যাদি ৯২
করবাম কিং॥ মো যবেঁ জাণিবোঁ কাহ্নাঞিঁ পেলাইব ভার। তবেঁ কেহ্নে দিবোঁ তারে গরুঅ পসার॥ বহুমূল পসার করিআঁ ছা
রখার.। পাঞ্চ দুর্গতি[৬] কাহ্ন করিল আহ্মার॥ ১॥ এহে কি লআঁ জাইবোঁ হাট আগ হে বড়ায়ি॥ অখণ্ড পসার নঠ করিল কাহ্ন

১. তোলাপাঠে মার্জিনের উপরে 'পাপে' লিখিত। উভয় শব্দেই অর্থবোধ হতে পারে।
২. চিহ্ন দিয়ে মার্জিনের উপর 'সজাইল২' লিখিত।
৩. দুই দাঁড়ি মাত্রার উপরে তোলা।
৪. বসন্তরঞ্জন 'বচসো ভরণাদ্‌বৃদ্ধে'।
৫. বসন্তরঞ্জন 'ইদানীং নাশিতস্তেন'।
৬. 'সঙ্গতি' লিখে 'সঙ্গ' কেটে মার্জিনের নীচে 'দুর্গ১' লিখিত।

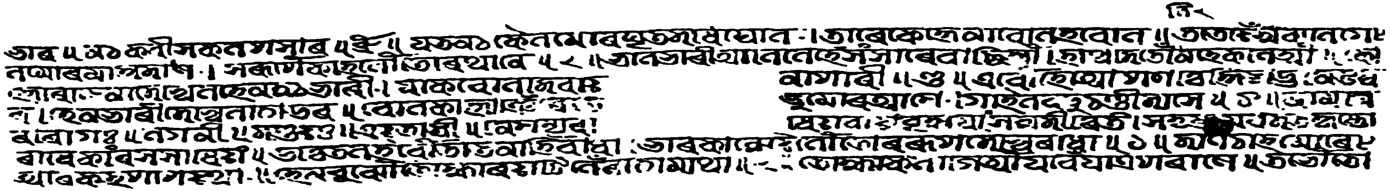


৯৩ক

ঞিঁ॥ ধ্রু॥ বিথর করী সজাইলোঁ ঘৃত ঘোল দহী.। বাধা নাহিঁ দিল কেহো গোআলিনী সহী॥ কি বুধি করিবোঁ বড়ায়ি কোণ পর কার.। কেহ্নমতেঁ সজ হুউ দধির পসার॥ ২॥ আপণে যাচিআঁ কাহ্নাঞিঁ লৈল দধিভার.। তাহাত লাগিআঁ ভারী না ধরিলোঁ আর॥ এবেঁ সজ করু[১] কাহ্ন আপণে পসার.। আপণা চিহ্নিআঁ ভার লউ আর বার॥ ৩॥ যেহ[২] দধি দুধ ঘৃত ভা গুত আছএ। পসার সাজিতেঁ তেএঁ কাহ্নক জুআএ॥ আপণে বুঝাহ বড়ায়ি নান্দের নন্দনে। গাইল বড়ু চণ্ডী ৮ দাস বাসলীগণে॥ ৪॥ ভাঠিআলীরাগঃ॥ যতিঃ॥ রাধিকাবচসা ভার বহনায় পুনঃ পুনঃ॥ জরতীপ্রেরি তঃ প্রাহ রুষিতো[৩] মধুসূদনঃ॥ আম্মার বচন বোল[৪] রাধা চন্দ্রাবলী.। আর ভার না বহিব দেব বনমালী॥ মায়া পাতী কৈল ৮ মোর বড় অপমান.। কিছু কাজ নাহিঁ মোর দেউ মাহাদান॥ ১॥ এড়িল বড়ায়ি হের দধির পসার.। আর শির তুলী মুখ[৫] না দে

[*৯৩খ-এর পৃষ্ঠা নাই*]

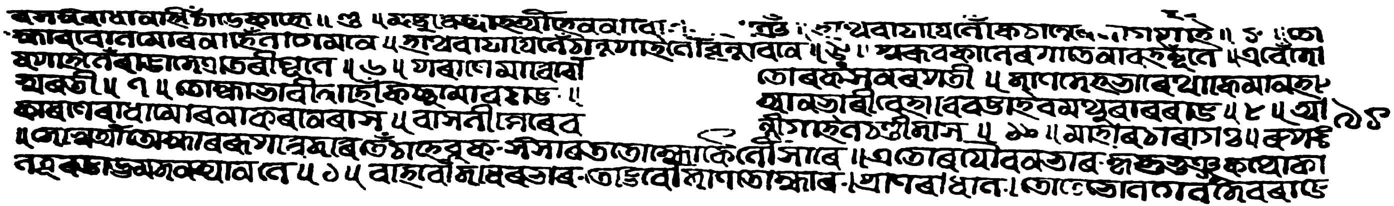
১. 'করু'-এর 'রু' অস্পষ্ট। বসন্তরঞ্জনের পাঠ গৃহীত হল।
২. বসন্তরঞ্জন 'যেই'।
৩. 'রুষত' লিখে ষ-এর ই-কার ও ত-এর ও-কাব মাত্রার উপরে লিখিত।
৪. 'বোল ৮' লিখে '৮' চিহ্নটি কাটা। এই চিহ্নটি লিপিকব সাধারণত লাইনের মাঝে সূত্রবাঁধার ফাঁক রাখতে হলে বা লাইন শেষে কোনো শব্দ বা বাক্য অপূর্ণ থাকলে ব্যবহার করেছেন। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম লাইনের মাঝে সূত্রবাঁধার ফাঁক থাকে। ষষ্ঠ লাইনে এ-ফাঁক রাখতে হবে না সেটা বোধহয় প্রথম খেয়াল করেননি বলেই চিহ্নটি ব্যবহার করেছিলেন।
৫. 'মুখ' চিহ্নসহ নীচের মার্জিনে তোলাপাঠে লিখিত।



৯৪ক

ভার॥ নঠ করী সকল পসার॥ ধ্রু॥ যত নঠ কৈল মোব ঘৃত দধি ঘোল.। তারে কেহ্নে না বোলহ বোল॥ ততেকেঁ সুঝাল গে ৮
ল মোর মাহাদাণে.॥ সরূপেঁ কহিলোঁ তোর থানে॥ ২॥ ভাল ভারী আণিলেহেঁ সংসারে বাছিআঁ। হাথ দিতেঁ লিহে[১] কলিআঁ॥ কো
হ্নো রাজে না দেখিল হেন দুঠ ভারী.। যাক বোল দিবাক না পারী॥ ৩॥ এবোঁহো আপণ চিহ্নি জাউ নিজ ঘ
র। হেন ভারী দেখি লাগে ডর॥ বোল কাহ্নাঞিঁরে তেজু মোর আশে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ রামগি
রী রাগঃ॥ লগনী॥ দণ্ডকঃ॥ একতালী॥ নিশম্য রাধিকাবাক্যং বৃদ্ধয়াং[২] সমুদীরিতং। সতৃষ্ণমবদৎ কৃষ্ণো
রাধিকাং রসসাধিকাং॥ উচিত লইবোঁ তাত নাহিঁ বাধা। ভার কান্ধে কৈলোঁ তোর রূপ দেখি রাধা॥ ১॥ দাণ চাহ মোরে ৮
আর কহ পাপ কথা.॥ হেন বুঝোঁ তোহ্মার কাটিলেঁ লাগে মাথা॥ ২॥ তোহ্মাক লাগিআঁ যবেঁ যাএ পরাণে॥ তভোঁ তো

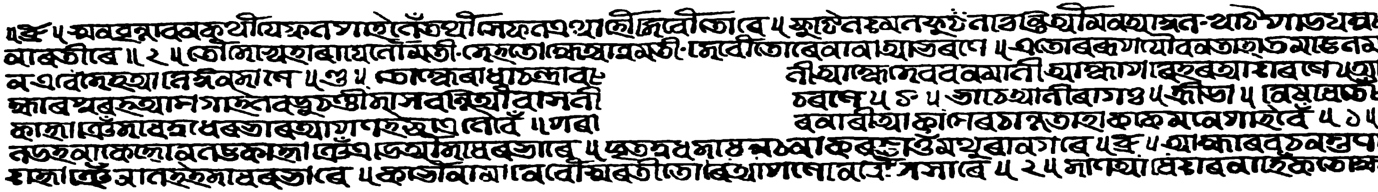
১. ‘নিহে’ লিখে ‘নি’ কেটে মার্জিনের উপর ‘লি২’ লিখিত।
২. বসন্তরঞ্জন ‘বৃদ্ধয়া’।



৯৪খ

র সঙ্গ রাধা নাহী চাড়ে[১] কাহ্নে ॥ ৩ ॥ মজুরিআ হআঁ হেন না বোল কাহ্নাঞিঁ ॥ হাথ বাঢ়ায়িলেঁ কি চান্দের লাগ পাই ॥ ৪ ॥ তো
হ্মার বোল মোর নাহিঁ লাগে মনে ॥ হাথ বাঢ়ায়িলেঁ চান্দ পাইলোঁ বৃন্দাবনে ॥ ৫ ॥ পুরুব কালের পাতে না বইহ[২] মূলে ॥ এবেঁ দো
ষ পাইলেঁ রাজা দেএ তিরীশূলে ॥ ৬ ॥ পরাণে মারিবোঁ তোর কংস নরপতী ॥ দাণ দেহ ভারে থাকি মানহ ৮
সুরতী ॥ ৭ ॥ তোহ্মা ভারী নাহিঁ কিছু মোর কাজ. ॥ আন ভারী বেহারিব জাইব মথুরার রাজ ॥ ৮ ॥ আ ৯৪
কারণে রাধা মোর না কর নিরাস ॥ বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৯[৩] ॥ মাহারঠারাগঃ ॥ রুপকং
॥ দেখিআঁ তোহ্মার রূপ বিদরিতেঁ চাহে বুক. সংসারত তোহ্মা[৪] কৈলোঁ সারে ॥ এ তোর যৌবনভার কৃষ্ণ ভুঞ্জু কথোকা
ল দূর জাউ মদন আনলে ॥ ১ ॥ বহিবোঁ দধির ভার. তেজিবোঁ দান তোহ্মার.।[৪] প্রাণ রাধা ল। তোতে ভোল গেল দেবরাজে

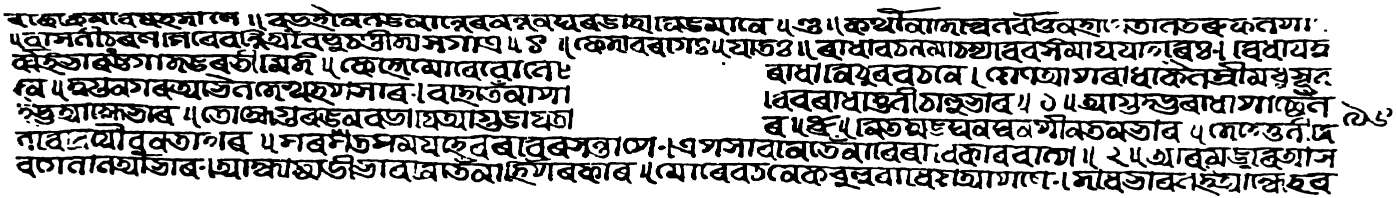
১. বসন্তরঞ্জনের প্রত্যাশিত সংশোধিত পাঠ 'ছাড়ে'।
২. 'বই' লিখে চিহ্ন দিয়ে মার্জিনেব উপর 'হ ২' লিখিত।
৩. '১০' লিখে তার উপর '৯' লিখিত।
৪. বসন্তরঞ্জন এরপর কিছু অংশ লিপিকর ছাড় দিয়েছেন অনুমান করে একলাইন ··· ··· ··· ··· চিহ্ন দিয়েছেন।



৯৫ক

॥ ধ্রু৹॥ সুন বৃন্দাবনকথাঁ যে ফল পাইলেঁ তথাঁ সে ফল এথাহোঁ দিবোঁ তোরে॥ ফুটিল কমল ফুল[১] চিন্তিআঁ মন আকুল. খাট পাড় যমু ৮
নার তীরে॥ ২॥ তোঁ দেখি হারায়িলোঁ মতী. দেহ তোহ্মে আনুমতী. দিবোঁ তোরে নানা আভরণে॥ এ তোর রূপ যৌবন তাহাত মজিল ম
ন এবেঁ দেহ আলিঙ্গন দাণে॥ ৩॥ তোহ্মে রাধা চন্দ্রাবলী আহ্মে দেব বনমালী আহ্মা পরিহর আকারণে॥ আ
হ্মার পুরহ আশ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলীচরণে॥ ৪॥ ভাঠিআলীরাগঃ॥ ক্রীড়া॥ নিষধিতেঁ ৮
কাহ্নাঞিঁ দধি দুধের ভার আপণ ইছাএ লৈবেঁ॥ পরার নারী আকাশের চান্দ তাহাক কেমনে পাইবেঁ॥ ১॥
লড়হ না কেহ্নে নিলজ কাহ্নাঞিঁ এড়িআঁ দধির ভারে॥ ঘৃত দুধ দধি নঠ না কর জাওঁ মথুরা নগরে॥ ধ্রু৹॥ আহ্মার বচন শুণ ৮
কাহ্নাঞিঁ না লইহ দধির ভারে॥ কভোঁ না মানিবোঁ সুরতী তোরে আপণে নিবোঁ পসারে॥ ২॥ দাণ আধিকার নাহিক তোহ্মা

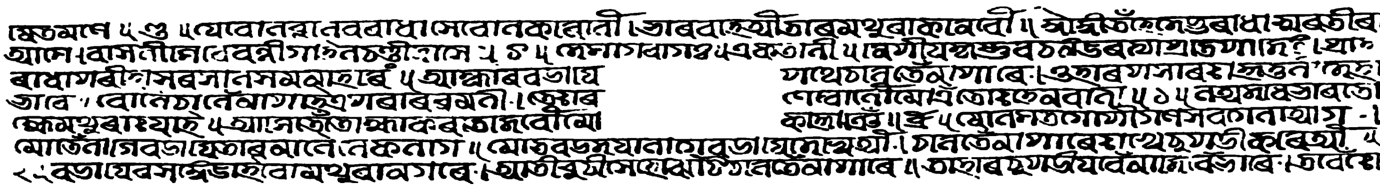
১. ‘ফুটল’ লিখে ‘ট’ কেটে দেওয়া হয়েছে।



৯৫খ

র কিকে মরিষহ দাণে॥ বড়ই নিলজ নান্দের নন্দন ঘর জাহা নিজ মানে॥ ৩॥ কথাঁ না দেখিল বাঁওন হাথে তালতরুফল পাএ
॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥ কেদাররাগঃ॥ যতিঃ॥ রাধাবচনমাচম্য বিরসং মায়য়া হরিঃ। বিধায় দু
র্বহং ভারং জগাদ জরতীমিদং॥ কেহ্নে মোরে বোলে রাধা নিঠুর বচনে। কোণ আপরাধ কৈল শ্রীমধুসূদ
নে॥ দুগুণ গরুঅ ভৈল দেখহ পসার.। বহিতেঁ না পারিব রাধা তুলী চাহু ভার॥ ১॥ আগু হউ রাধা পাছেঁ ল ৯৫
ইউ আহ্মে ভার॥ তোহ্মে গুরুজন বড়ায়ি আগু জাঅ তার॥ ধ্রুং॥ নিতম্ব জঘন ঘন পীন তনভাব॥ দেহে তুলী দি
ল বিধি যৌবন তাহার॥ শরত[১] সময় হের রবির সন্তাপে.। এ পসার নিতেঁ নারে রাধিকার বাপে॥ ২॥ আর মজুরিআ স
ব গেলা লআঁ ভার.। আহ্মা ছাড়ী ভার নিতেঁ নাহিঁ পরকার॥ মোরে বচনেক বুলু রাধিকা আপণে.। দধিভার লই আহ্মে হর

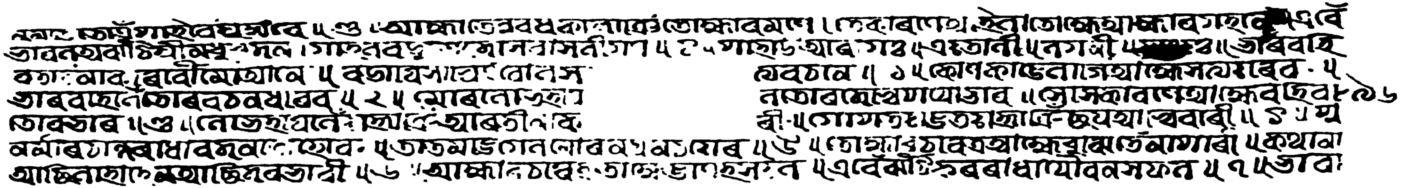
১. 'শরশত' লিখে দ্বিতীয় 'শ' কাটা।



৯৬ক

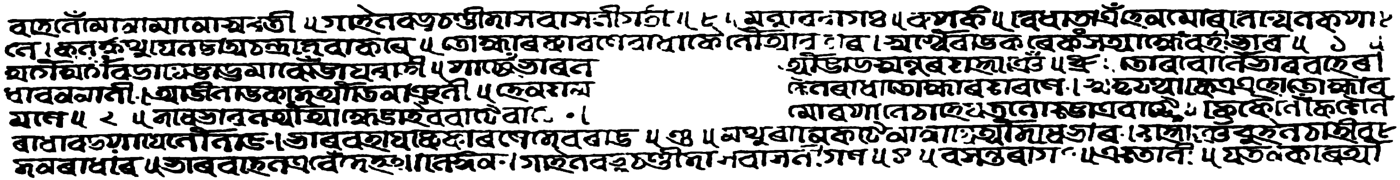
ষিত মণে॥ ৩॥ যে বোল বুলিব রাধা সে বোল করিবোঁ। ভার বহিআঁক[১] তার মথুরাক নিবোঁ॥ ইঙ্গিতেঁহে দেউ রাধা সুরতীর ৮
আশে.। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ দেশাগরাগঃ॥ একতালী॥ নিপীয় কৃষ্ণবচনং জরত্যা প্রতিপাদিতং। প্রাহ ৮
রাধা পরিহাস রসাল সমনা হরিং॥ আহ্মার বড়ায়ি পথে চলিতেঁ না পারে.। ওহার পসার কাহ্ন তুলী দেহ ৮
ভারে॥ বোলেঁ চালেঁ না পাইএ পরার রমণী.। তেকারণে বোলোঁ মোএঁ তোক হেন বাণী॥ ১॥ লঅ দধিভার তো
ন্মে মথুরাক যাই॥ আসিতেঁ তোহ্মাক রতি দিবোঁ মো কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥ ষোলশত গোপীগণ সব গেলা আগ.।
মোতেঁ লাগি বড়ায়ি তার না লৈলেক লাগ॥ মোত বড় দয়া লাগে বড়ায়ি দেখিআঁ.। চলিতেঁ না পারে কাখে চুপড়ী করিআঁ॥
২॥ বড়ায়ির সঙ্গে জাইবোঁ মথুরা নগরে.। আতী বুঢ়ী সেহো ঝাট চলিতেঁ না পারে॥ তাহার চুপড়ী যবেঁ না দিবেঁ ভারে। তবেঁ কে ৮

১. বসন্তরঞ্জন 'ভার বহিআঁ'।



৯৬খ

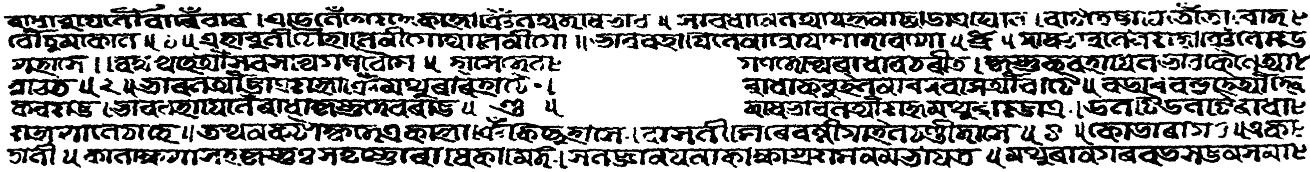
ন মতে তোএঁ পাইবে শৃঙ্গারে ॥ ৩ ॥ আহ্মাতে লুবধ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার মণে। তেকারণে আইলা তোহ্মে আহ্মার গহনে ॥ এবেঁ ভার লঅ ঝাঁট শ্রীমধুসূদন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥ ভার বহি ব তাত না করিবোঁ মো আনে ॥ বড়ায়ি সাখিএঁ বোল সত্য বচনে ॥ ১ ॥ কোণ কাজে লাগি আহ্মে সত্য করিব. ॥ ভার বহিলেঁ তোর বচন ধরিব ॥ ২ ॥ মোর লোভ হয়িল তোর দেখি পয়োভার ॥ সেসি কারণে আহ্মে বহিব ৮ ৯৬
তোর ভার ॥ ৩ ॥ লোভ হয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ আরতী না করী. ॥ গোপত কাজত কাহ্নাঞিঁ ছয় আখি বারী ॥ ৪ ॥ পু নমীর চান্দ রাধা বদন তোহোর. ॥ ততি মজি গেল মোর নয়ন চকোর ॥ ৫ ॥ তোহ্মার চরিত্র আহ্মে বুঝিতেঁ না পারী ॥ কথা না আছিলাহা হেন আছিদর ভারী ॥ ৬ ॥ আহ্মার চরিত্র তোহ্মে জাণহ সকল ॥ এবেঁ ঝাঁট কর রাধা যৌবন সফল ॥ ৭ ॥ ভার ৮



৯৭ক

বহিলেঁ মো না মানো সুরতী॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী॥ ৮॥ মল্লাররাগঃ॥ রুপকং॥ বিধাতাএঁ হেন মোর লিখিল কপা ৮
লে। কলঙ্ক থুয়িল জাঅ চন্দ্র দিবাকরে॥ তোহ্মার কারণে রাধা কৈলোঁ আবতার। সুখেঁ রাজ করে কংস আহ্মে বহী ভার॥ ১॥
যুগেঁ যুগেঁ[১] বড়ায়ি জাউ মাঝেঁ জায় রাহী॥ পাছেঁ ভার লআঁ জাউ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥ তোর বোলেঁ ভার বহে রা
ধা বনমালী.। আজী লাজক দিআঁ তিলাঞ্জলী॥ হেন কাম কৈল রাধা তোহ্মার কারণে.। সুদৃঢ় থাকিএ এহো তোহ্মার
মণে॥ ২॥ দধিভার লআঁ আহ্মে জাইব বাটে বাটে.। মোর পাণে চাহে যত লোক জাএ বাটে॥ কি কৈলেঁ কি কৈলেঁ
রাধা বড় পায়িলোঁ লাজ.। ভার বহায় কি কারণে দেবরাজ॥ ৩॥ মথুরা নিকটে নাম্বায়িআঁ দধিভার.। কাহ্নাঞিঁ বুইল চাহী ব ৮
দন রাধার॥ ভার বহিল এবেঁ দেহ আলিঙ্গন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥ বসন্তরাগঃ॥ একতালী॥ যতন করিআঁ

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'আগেঁ আগেঁ'; এটিই সঙ্গত মনে হয়।



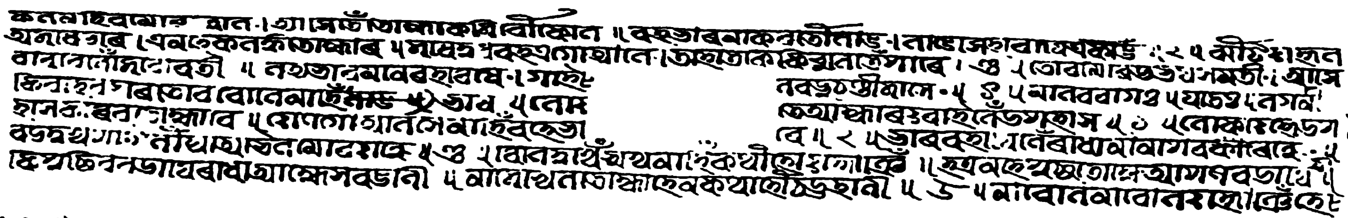
৯৭

৯৭খ

রাধা বুয়িলোঁ[1] বারেঁ বার। এড়িলেঁহে কেহ্নে কাহ্নাঞিঁ লঅ দধিভার॥ সাবধানে লঅ যেহ্ন না ছাড়াএ ঘোল.। বাটত জায়িতেঁ তোরে দি ৮
বোঁ চুম কোল॥ ১॥ এহা বুলী চৌহালিনী গোআলিনী গো॥ ভার বহায়িলে নান্দো যশোদার পো॥ ধ্রু॥ দধিভার লৈল কাহ্নাঞিঁ লোক উ
পহাসে। বিমুখ হৈআঁ সব সখিগণ বৈশে॥ হাসে দেবগণ দেখি রাধার চরীত। কৃষ্ণক বহায়িল ভার কৈলে আ ৮
নুচিত॥ ২॥ ভার লআঁ জাএ কাহ্নাঞিঁ মথুরার হাটে.। রাধাক থুইল নারদ বসিআঁ বাটে॥ বড়ার বহু হৈআঁ হেন
কর কাজ। ভার বহায়িলেঁ রাধা কৃষ্ণ দেবরাজ॥ ৩॥ দধিভার লআঁ কাহ্ন মথুরাক জাএ.। উলটি উলটি রাধা ৮ ৯৭
কাহ্ন পাণে চাহে॥ তখন কটাক্ষ দেএ কাহ্নাঞিঁ কিছু হাসে.। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ কোড়ারাগঃ॥ এক ৮
তালী॥ কালক্ষেপাসহ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং.। সলজ্জা[2] নয়নাকাঙ্ক্ষা প্রকাশনমভাষত॥ মথুরানগর বড় সজনসমা[3] ৮

[এরপর ৯৮ ক পৃষ্ঠা নাই]

১. বসন্তরঞ্জন ৪র্থ সংস্করণ 'বুয়িলেঁ'
২. বসন্তরঞ্জন 'সলজ্জ'।
৩. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'সমাজ'।



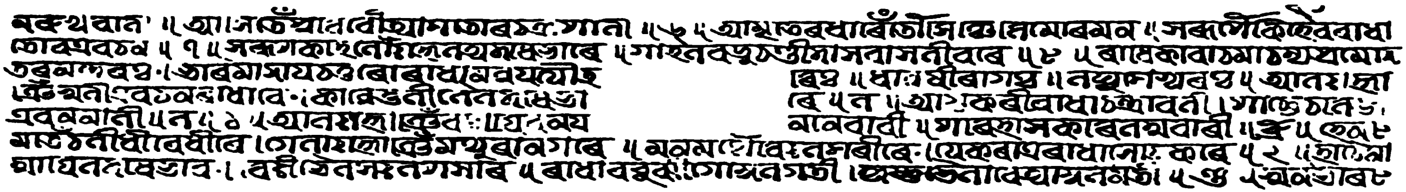
৯৮খ

ফল[1] নহিব মোর বোল.। আসিতেঁ তোহ্মাক দিবোঁ কোল॥ বহ ভার না কর তোঁ লাজ.। লাজেসি হারায়িএ কাজ॥ ২॥ ঝাঁট কাহ্ন ল অ দধিভার। এ নহে কলঙ্ক তোহ্মার॥ দধি দুধ বহএ গোআলে.। তাহাত কে কি বুলিতেঁ পারে॥ ৩॥ তোর মোর উভয় সমতী.। আসি বার বেলেঁ দিবোঁ রতী॥ লঅ ভার মনের হরিষে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে.॥ ৪॥ মালবরাগঃ॥ যতিঃ॥ লগনী॥

কি বহিব ভার তোর বোলে নাহিঁ[2] ভাষ॥ লোকতে আহ্মার করাইলেঁ উপহাস॥ ১॥ লোক কেহ্নে উপ হাস করিব তোহ্মারে॥ কোণ গোআল সে নাহিঁ বহে ভারে॥ ২॥ ভার বহায়িলেঁ রাধা নানা পরবন্ধে[3].॥ ৯৮

বড় দুখ পাইলোঁ ঘাঅ ভৈল মোর কান্ধে॥ ৩॥ বিণি দুখেঁ সুখ নাহিঁ কথাঁহো কাহ্নাঞিঁ॥ হএ নহে পুছ তোহ্মে আপণ বড়ায়ি॥ ৪[4]॥ কি পুছিব বড়ায়ি রাধা আহ্মে সব জাণী॥ না দেখিল তোহ্মা হেন কথাহোঁ চউহাণী॥ ৫॥ না বোল না বোল কাহ্নাঞিঁ হে ৮

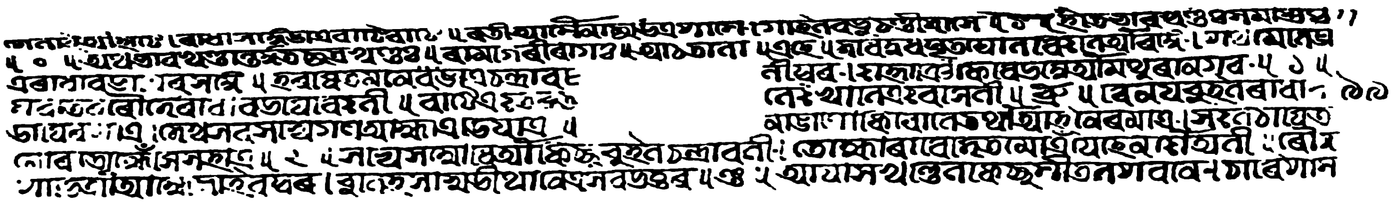
১. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'বিফল'।
২. 'লাজ॥' লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।
৩. 'পরকা' লিখে 'কা' কেটে পরে 'বন্ধে' লিখিত।
৪. '॥ ৪' মাত্রার উপরে লিখিত।



৯৯ক

ন রুখ বাণী॥ আসিতেঁ পুরিবোঁ আশ তোর চক্রপাণী॥ ৬॥ আমৃতের ধারেঁ তোঁ সিঞ্চিলি মোর মন॥ সরূপেঁ কি হৈব রাধা
তোর এ বচন॥ ৭ ॥ সরূপ কহিলোঁ কাহ্ন লঅ দধিভারে॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥ ৮॥ রাধিকাবাচমাচম্য প্রমোদ
তরমন্থরঃ[১]. । ভারমাদায় চতুরো রাধামনুযযৌ হরিঃ॥ ধানুষীরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥ আল কাহ্ন
ঞিঁ সুণীএ বচন রাধারে.। কান্ধে তুলী লৈল দধিভারে॥ ল॥ আঁগুকরী রাধা চন্দ্রাবলী। পাছেঁ চলি জা
এ বনমালী॥ ল॥ ১॥ আল কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ির নয়ন নেবারী॥ পরিহাস করিল মুরারী॥ ধ্রু॥ হেন ৮
মতেঁ চলী ধীরে ধীরে। গেলা কাহ্নাঞিঁ মথুরা নগরে॥ মনমথেঁ বিকল শরীরে.। যে করাএ রাধা সেহি করে॥ ২॥ হাটে না
মায়িল দধিভার.। বিকী ভৈল সকল পসার॥ রাধার বুঝী গোকুলগতী। কৃষ্ণ ভৈলা বেআকুল মতী॥ ৩॥ সুন ভার ৮

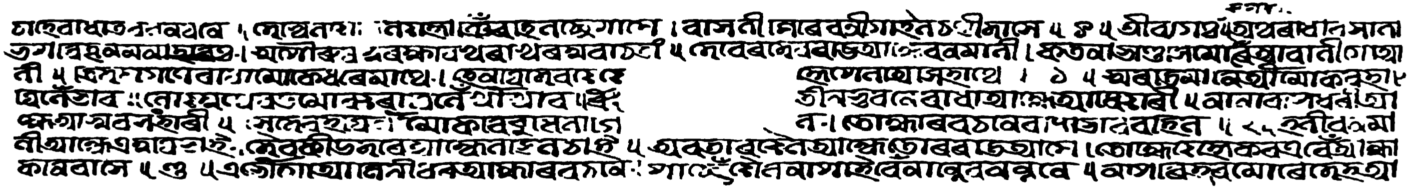
১. বসন্তরঞ্জন 'ভরমন্থরঃ'।



৯৯খ

পেলাইআঁ হাটে। রাধা সঙ্গে জাএ বাটে বাটে ॥ রতী আশেঁ না ছাড়এ পাশে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ ইতি ভারখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥
॥ ০ ॥ অথ ভারখণ্ডান্তর্গত[১] ছত্রখণ্ডঃ ॥ রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥ এহে ॥ দধি দুধ ঘৃত ঘোল বিকণিআঁ রঙ্গে.। পথ মেলি জা
এ রাধা বড়ায়ির সঙ্গে ॥ হরষিত মনে জাএ[২] চন্দ্রাবলী ঘর.। কাহ্নাঞিঁকে বিড়ম্বিআঁ মথুরা নগর. ॥ ১ ॥
শরতের রৌদেঁ রাধা বড়য়ি বিকলী ॥ বাটে এক তরুতলে[৩] খাণিএক বসিলী ॥ ধ্রু ॥ বিনয় বুইল রাধা ব ৯৯
ড়ায়ির পাএ। দেখ সব সখিগণ আহ্মা এড়ি যাএ ॥ না জাণো কি বোলে তথাঁ আইনের[৪] মাএ.। সকল ঠায়িত
মোর তোহ্মোঁসি সহাএ ॥ ২ ॥ সখি সম্বোধিআঁ কিছু বুইল চন্দ্রাবলী.। তোহ্মারা[৫] বিদিত মোএঁ যেহেন কোঁঅলী ॥ রৌদ
পাড়িআঁ আহ্মে জাইব ঘর। বুলিহ সাসুড়ীথানে[৬] এ সব উত্তর ॥ ৩ ॥ আয়াস খণ্ডিল কিছু শীতল পবনে.। চারিপাশ

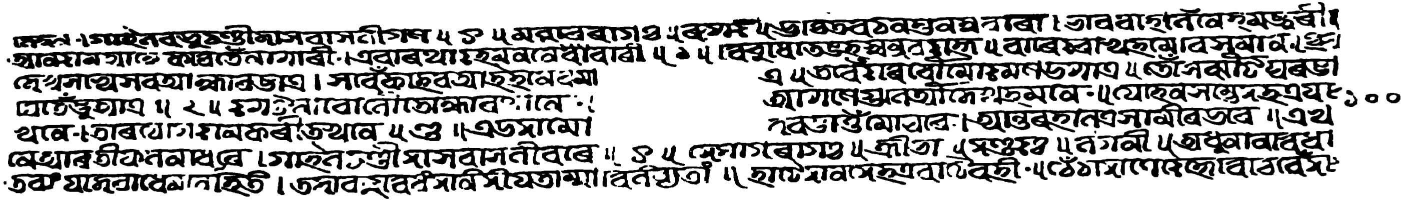
১. বসন্তবঞ্জনের পাঠ : 'ভারখণ্ডান্তর্গত'।
২ 'ব জাএ' লিখে 'ব' কেটে দেওয়া হয়েছে।
৩. 'ত্‌লেক' লিখে 'ক' কেটে দেওয়া হয়েছে।
৪ বসন্তবঞ্জনের প্রত্যাশিত সংশোধিত পাঠ 'আইহনের'।
৫ বসন্তবঞ্জনের পাঠ : 'তোহ্মাব'।



১০০ক

চাহে রাধা তরল নয়নে.॥ দেখিল কোপিল কাহ্নাঞিঁ রহিলছে পাশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ শ্রীরাগঃ॥ রূপকং[1]॥ অথ রাধা রসালা
ভপরিদূন মনা হরিঃ.। সুপৌরুষ[2] পুরস্কার[3] খরাখরমুবাচতাং॥ দেবের দেবরাজ আহ্মে বনমালী। কত না ভাণ্ডসি মোরেঁ আবালী গোআ
লী॥ ত্রিদশগণে রাধা মোকে ধরে মাথে.। হেনয়ি দেবকে কেহ্নে পেলাঅসি হাথে॥ ১॥ সুরতি মানিআঁ মোক বহা ৮
য়িলেঁ ভার॥ লোকমুখে বড় মোর করায়িলেঁ খাঁখার॥ ধ্রু॥ তীঁন ভুবনে রাধা আহ্মে আধিকারী॥ নানা রূপ ধরী আ
হ্মে আসুর সংহারী॥ সে দেব হয়িআঁ মোক বিবুধি লাগিল.। তোহ্মার বচনে রাধা ভার বহিল॥ ২॥ হলী বনমা
লী আহ্মে এ দুয়ি ভাই.। দৈবকী উদরে আহ্মে লভিল ঠাই॥ অবতার কৈল আহ্মে তোর রতি আশে। তোহ্মে কেহ্নে কর এবেঁ আহ্মা
ক নিরাসে॥ ৩॥ এভোঁ গোআলিনী ধর আহ্মার বচনে.। পাছেঁ কৈলি না পাইবেঁ নান্দের নন্দনে॥ না পরিহর মোরে দেহ আ

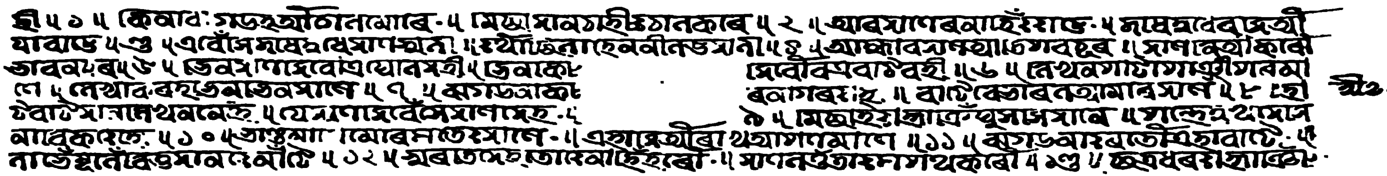
১. 'রূপকং ১' তোলাপাঠে মার্জিনের উপর লিখিত।
২. বসন্তরঞ্জন 'সপৌরুষ'।
৩. বসন্তরঞ্জন 'পুরস্কারং'।



১০০খ

লিঙ্গন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥ উচিত বচন শুন মুরারী। ভার বহিলেঁ নেহ মজুরী ॥
আন কাম আহ্মে করিতেঁ নাপারী.। এবার থাকহ মন নেবারী[১] ॥ ১ ॥ বিবুধি তেজহ সুন্দর কাহ্ন ॥ বারেক রাখহ মোর সমান. ॥ ধ্রু ॥
দেখ সখি সব আহ্মার জাএ। সবেঁ কহিব আইহনের মাএ ॥ তবেঁ করিবোঁ মো কমণ উপাএ ॥ তেঁসি ঝাঁট ঘর জা
য়িতেঁ জুআএ ॥ ২ ॥ কপট না বোলোঁ তোহ্মার থানে.। আপণে গুণিআঁ দেখহ মনে. ॥ যেহেন সম্ভেদ হএ য ৮
খনে.। তার যোগ কাম করী তখনে ॥ ৩ ॥ এড় দামোদর জাওঁ মো ঘরে.। আন্তর হালএ সামীর ডরে ॥ এখ ১০০
নে আরতী ফল না ধরে। গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৪ ॥ দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ দণ্ডকঃ ॥ লগনী ॥ অধুনা না বিধা
তব্যং যদি রাধে মনেহিতং[২]। তদা বহুবিধং দানং দীয়তাহ্মাবিলংব্যতাং[৩] ॥ হাটে দান দেহ এ বাটে বহী. ॥ ঠেঁঠা দানে কেহ্নে বিচিবেঁ দ

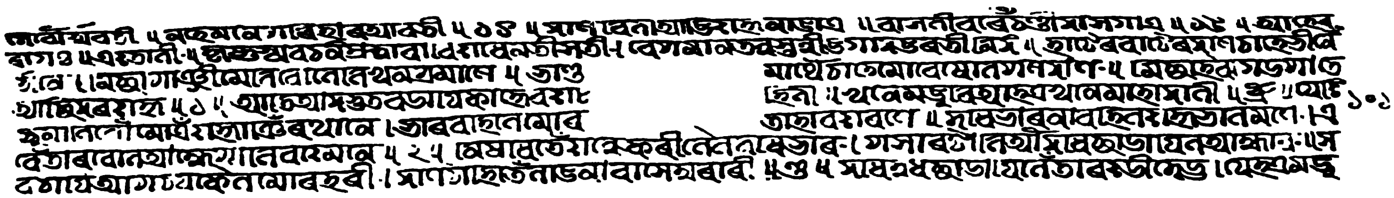
১. 'নেবাবারী' লিখে প্রথম 'বা' কেটে দেওয়া হয়েছে।
২. বসন্তরঞ্জন 'মনোহিতং'।
৩. বসন্তরঞ্জন 'দীয়তাং মা বিলম্ব্যতাং'।



১০১ক

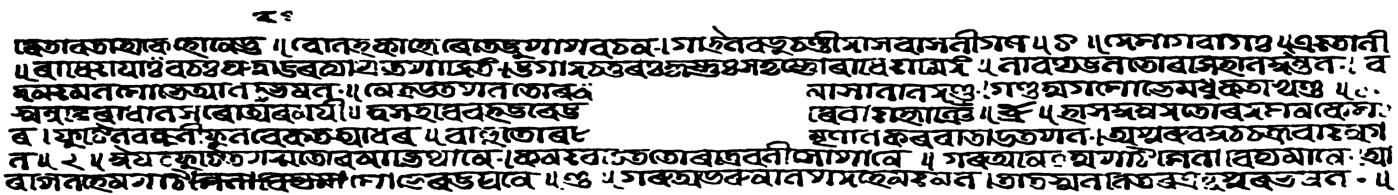
হী॥ ১॥ কি না ঝগড় হআঁ গেল মোরে.॥ মিছা দান চাহী কচাল করে॥ ২॥ আর দাণের নাহিঁক কাজে.॥ দধি দুধের দিআঁ যা বাজে॥ ৩॥ এবেঁসি দধি দুধে দাণ সুণী॥ কথাঁ ছিলা হেন নীলজ দাণী॥ ৪॥ আহ্মার দাণ আতি পরচুর॥ দাণ নিআঁ করোঁ ভাবন চুর॥ ৫॥ ভিন দাণ দিবোঁ এ ঘোল দহী॥ ভিন কি দিবোঁর এ[১] বাট বহী॥ ৬॥ লিখন পাটা পাঞ্জী পরমা ণে॥ লেখা করহ ভিন ভিন দাণে॥ ৭॥ ঝগড় না কর নাগর কাহ্নাঁ॥ বাটে বেভার লঅ মোর দাণ॥ ৮॥ হা ট বাট দান লিখন নেহ[২]॥ যে দাণ দিবেঁ সে দাণ দেহ.॥ ৯॥ মিছাই কাহ্নাঞিঁ ঘুসসি দানে॥ পন্থে দুখ দেসি নারিক কেহ্নে॥ ১০॥ ভাণ্ড মাথে মোর শতেক দাণে.॥ এহা দিআঁ রাখ আপণ মাণে॥ ১১॥ ঝগড় না কর তোঁ এহা বাটে.॥ লাভেঁ মূলেঁ বিত্ত দানকে নাঁটে॥ ১২॥ সুরতি দেহ তোকে নাহিঁ হরোঁ॥ দাণ লওঁ তাক শপথ করোঁ॥ ১৩॥ ছত্র ধর কাহ্নাঞিঁ

১. 'দিবোঁ রএ' পড়া চলতে পাবে।
২. 'নেহে' লিখে 'হে'-এর এ-কার কাটা।
চতুর্থ পংক্তি শেষে ডানদিকের মার্জিনে 'ন্দীঃ' লিখিত।



১০১খ

দিবোঁ সুরতী॥ নহে মনে পরিহার আরতী॥ ১৪॥ দাণ ৰিণী আজি কাহ্ন না জাএ॥ বাসলীবরেঁ চণ্ডীদাস গাএ॥ ১৫॥ আহের
রাগঃ॥ একতালী.॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী.। বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং॥ হাটের বাটের দাণ চাহে ভীনে
ভীনে। মিছা পাঞ্জী মেলি বোলে লিখন প্রমাণে॥ ভাণ্ড মাথেঁ চাহে মোরে যোল পণ দাণ.॥ মিছাই ঝগড় পাতে
আছিদর কাহ্ন॥ ১॥ আতি আদভুত বড়ায়ি কাহ্নের কাহিণী॥ খনে মজুরিআ হএ খনে মাহাদাণী.॥ ধ্রু॥ যে কি ১০১
ছু মাণিলোঁ মোএঁ কাহ্নাঞিঁর থানে। ভার বহিলে মোর তাহার কারণে॥ দধিভার না বহিল কাহ্ন ভালমণে.। এ
বেঁ তার বোল আহ্মে পালিব কেমনে॥ ২॥ নিষধিতেঁ কান্ধে করি নৈল দধিভার.। পসার টালিআঁ দধি ছাড়ায়িল আহ্মার.॥ স
ব ঠায়ি আপচয় কৈল মোর হরী.। দাণ চাহিতেঁ লাজ না বাসে মুরারী॥ ৩॥ দধি দুধ ছাড়ায়িলেঁ তার কড়ী দেউ। যে হএ মজু

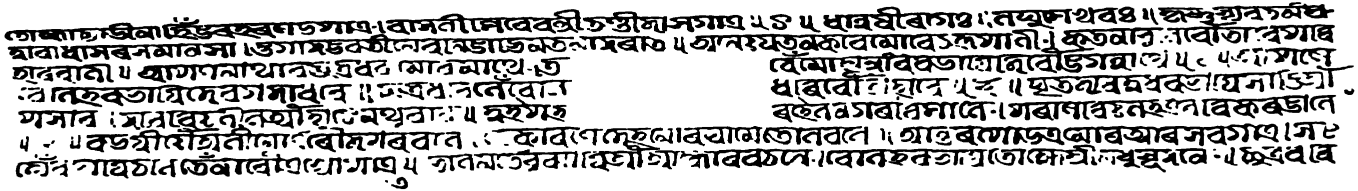


১০২ক

রি তার তাহাকেহো নেউ॥ বোলহ কাহ্নেরে তেজু পাপবচন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥ দেশাগরাগঃ॥ একতালী ॥ রাধিকায়া[১] বচঃ শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং .। জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥ লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল.। বদন কমল শোভে আলক ভষল.॥ নেত্র উতপল তোর নাসা[২] গাল দণ্ড.। গণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড॥ ১॥ সুন্দরি রাধা ল সরোবরময়ী[৩]॥ দুসহ বিরহজরে জরিলা কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥ হাস কুমুদ তোর দশন কেশ ৮র। ফুটিল বন্ধুলী ফুল বেকত আধর॥ বাহু তোর মৃণাল কর রাতা উতপল.। অপুরুব কুচ চক্রবাক যুগল॥ ২॥ ঈষত ফুটিত পদ্ম তোর নাভি থানে.। কনক রচিত তোর ত্রিবলী সোপানে॥ গরুঅ নিতম্ব পাট শিলা বিদ্যমানে.। আরপিল হেমপাট[৪] শোভের জঘনে॥ ৩॥ গরুঅ উরু নাল পদ হেম কমল। তাত সুললিত রএ নূপুর ভষল.॥

১. 'রাধিকায়াঃ' লিখে শেষের বিসর্গ কাটা।
২. 'ন' লিখতে গিয়ে কেটে দিয়ে তারপর 'নাসা' লিখিত।
৩. 'সরোঅরময়ী' লিখে 'অ' কেটে দিয়ে মার্জিনের উপবে 'ব ৪' লিখিত।
৪. এখানে 'শিলা বিদ্যমা' লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।

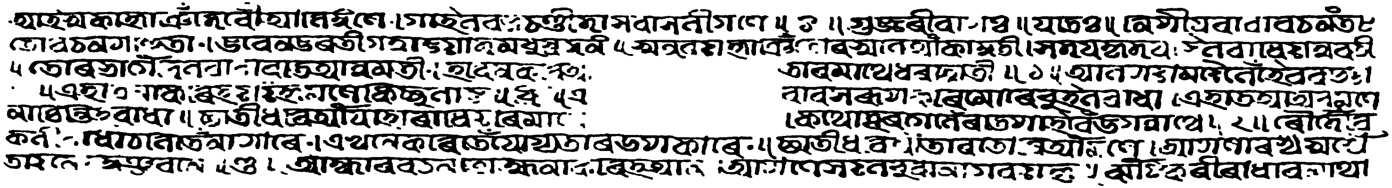
অথ ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ডঃ



১০২খ

তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ জর হরণ উপাএ.। বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥ ধানুষীরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রু
ত্বা রাধা সরসমানসা। জগাদ জরতীমেব নিজাভিমতমাদরাৎ॥ অনেক যতন করে মোরে চক্রপাণী.। কত না বুলিবোঁ তারে পরি
হার বাণী॥ আপণ মাথার ছত্র ধরু মোর মাথে.। তবেঁ মো শৃঙ্গার বড়ায়ি দিবোঁ জগন্নাথে॥ ১॥ আপণে
বোলহ বড়ায়ি দেব গদাধরে॥ ছত্র ধরিলেঁ বোল ধরিবোঁ তাহারে॥ ধ্রু॥ ঘৃত দধি দুধ বড়ায়ি সাজিআঁ
পসার.। দধি বিকণী লআঁ হাটে মথুরার॥ দুই পহর হৈল নগর বিশালে.। পরাণ বিকল হএ রবিকরজালে
॥ ২॥ বড়য়ী কোঁঅলী মোএঁ রৌদ পরবলে.। তেকারণে দেহ মোর ঘামে তোলবলে॥ আন্তর পোড়এ মোর আর সব গাএ.। স ৮ ১০২
ত্যেঁ বড়ায়ি চলিতেঁ নারোঁ এখো পাএ॥ ৩[১]॥ ভালমতেঁ বুঝায়িআঁ আহ্মার বচনে.। বোলহ বড়ায়ি তোহ্মে শ্রীমধুসূদনে.॥ ছত্র ধরি

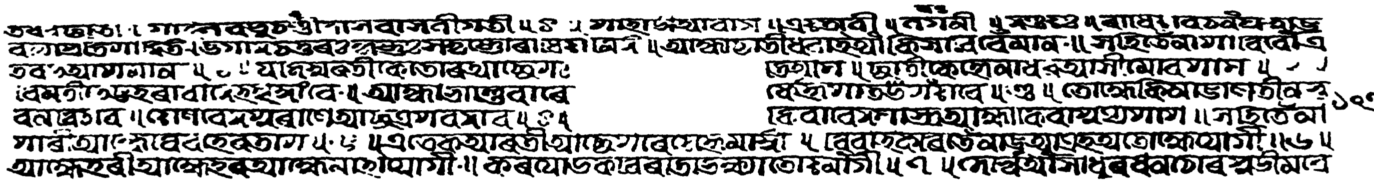
১. '৩' তোলাপাঠে মার্জিনের নীচে লিখিত।



১০৩ক

আইসু কাহ্নাঞিঁ দিবোঁ আলিঙ্গণে. । গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ নিপীয় রাধাবচনং ত ৮
তো বচনপণ্ডিতা. । জবেন জরতী গত্বা জগাদ মধুসূদনং ॥ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ তোর সুণিআঁ কাকুতী। সদয়হৃদয় ভৈল রাধিকা যুবতী
॥ তোর ভাগেঁ দিল রাধা রতি আনুমতী. । হরিষ করিআঁ তার মাথে ধর ছাতী. ॥ ১ ॥ আলপ কাম কৈলেঁ হৈব বড় কা
জ ॥ এহাত না করিহ কাহ্ন[1] মণে কিছু লাজ ॥ ধ্রু ॥ এবার সন্দীপ করি মোরে বুইল রাধা। এহাত আঅর মণে
না চিন্তিহ বাধা ॥ ছাতী ধরিআঁ যাহা রাধিকার মাথে। কথোদুর গেলেঁ রতি পাইবেঁ জগন্নাথে ॥ ২ ॥ রৌদেঁ বি
কলী রাধা চলিতেঁ না পারে. । এখনে করিতেঁ যোগ্য তার উপকারে. ॥ ছাতী ধরিআঁ তার তোষিআঁ মণে। আপণার সুখেঁ[2]
তাক নেহ কুঞ্জবনে ॥ ৩ ॥ আহ্মার বচন তোহ্মা না করিহ আন। আপণে সকল বুঝ নাগর কাহ্ন ॥ ঝাঁট করী রাধার মাথা

১. 'কাকহ্ন' লিখে দ্বিতীয় 'ক' কেটে দেওয়া হয়েছে।
২. 'খ সুখেঁ' লিখে প্রথম 'খ' কেটে দেওয়া হয়েছে।

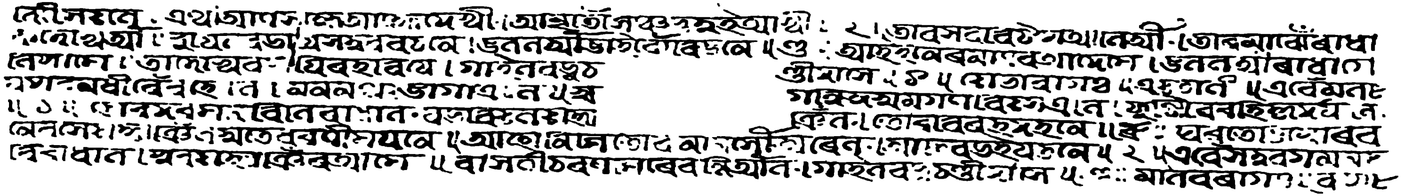


১০৩খ

ত ধর ছাতী.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী॥ ৪॥ পাহাড়ীআ রাগঃ॥ একতালী॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ॥ রাধিকাবচনং শ্রুত্বা জ
রত্যা প্রতিপাদিতং.। জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥ আহ্মা ছাতী ধরাইআঁ কি সাধিবেঁ মান.॥ সহিতেঁ না পারিবোঁ এ
ত বড় আপমান॥ ১॥ যদি সুরতীকে তোর আছে পতিআশ॥ ছাতী কেহ্নে না ধর আসী মোর পাশ॥ ২॥
বিমতী তেজহ রাধা দেহ শৃঙ্গারে.॥ আহ্মা ভাণ্ডিবারে কেহ্নে[1] পাত পরকারে[2]॥ ৩॥ তোহ্মে কি না জাণ তীন ভু ১০৩
বন বিচার॥ কোণ বেদ পুরাণে আছএ পরদার॥ ৪॥ কিবা বেদশাস্ত্র আহ্মা কি বা পুণ্যপাপ॥ সহিতেঁ না
পারী আহ্মে বিরহের তাপ॥ ৫॥ এতেক আরতী আছে পবে কেহ্নে মাঙ্গী॥ বিবাহ[3] করিতেঁ না জুআএ হঅ তোহ্মে যোগী॥ ৬॥
আহ্মে হরী আহ্মে হর আহ্মে মাহাযোগী.॥ কর যোড় করি রতি ভিক্ষা তোক মাঁগী॥ ৭॥ দেখিআঁ সাধুর ধন চোর পুড়ী মরে।

[এরপর ১০৪ক থেকে ১১১খ পাতা নেই]

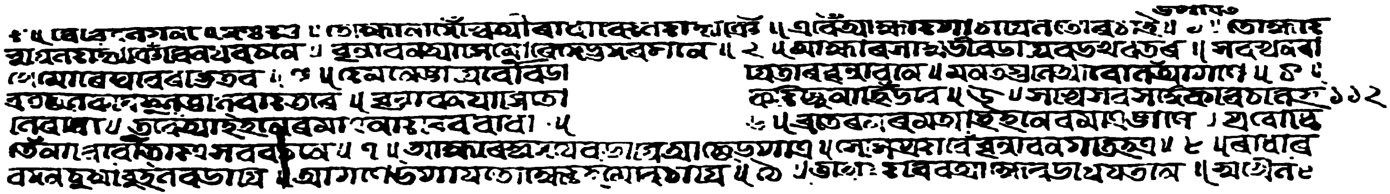
১. 'কেহ্ন' লিখে এ-কার মাত্রাব উপরে লিখিত।
২. 'উপকারে' লিখে 'উ' কাটা এবং চিহ্ন দিয়ে মার্জিনের উপর 'র ৪' লিখিত।
৩. বসন্তরঞ্জন 'বিহা'।



১১২ক[১]

ঝী[২] সকলে। এথা আণ, সম্নে আম্নে দেখী.। আমৃর্তে সিঞ্চউ দুই আখী.॥ ২॥ তার সব বিটপ আণিআঁ.। তার মাঝেঁ রাধা
ক দেখিআঁ॥ বুয়িল বড়ায়ি সত্বর বচনে.। জল লআঁ জাইবোঁ বিজনে॥ ৩॥ আইহনের মাএর আদেশে। জল লআঁ রাধা গে
লি পাশে॥ তা দেখি বড়ায়ির হরিষে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ কোড়ারাগঃ॥ একতালী॥ এবেঁ মল ৮
য় পবন ধীরেঁ বহে। ল। মনমথক জাগাএ॥ ল॥ সুগন্ধি কুসুমগণ বিকসএ। ল। ফুটি বিরহিহৃদয়ে[৩]। ল।
॥ ১॥ তোর দরশন বিণি রাধা ল. বড় বিকল কাহ্নাঞিঁ ল.। তোর বিরহদহনে॥ ধ্রু॥ ঘর তেজি ঘোর ব
নে বসে কাহ্নাঞিঁ ল সুতে ধরণীশয়নে॥ আহোনিশি তোর নাম সোঁঅরে ল.। আতি বড়ই যতনে॥ ২॥ এবেঁ সত্বর গমন ক
রি রাধা ল। পুর কাহ্নাঞিঁর আশে॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৩॥ মালবরাগঃ॥ রূপ ৮

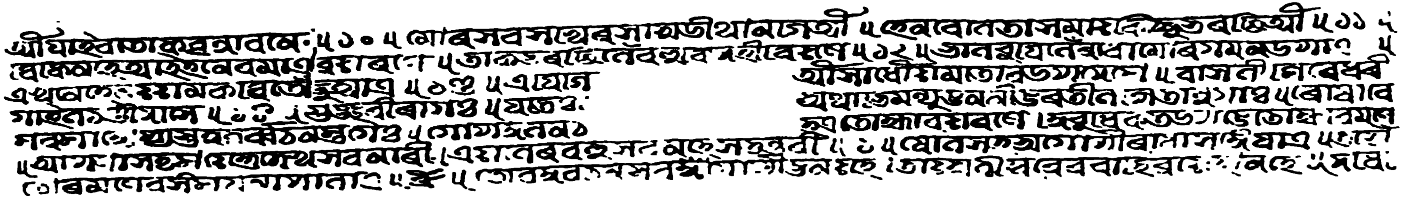
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : [অথ বৃন্দাবনখণ্ডঃ]। পুথিতে যে পাতাগুলি পাওয়া যায়নি তারমধ্যেই 'বৃন্দাবনখণ্ড' শুরু হয়ে গেছে।
২. 'ঝী'-এর আগে একটি দাড়ি চিহ্ন অথবা বাড়তি হ্রস্ব-ইকার রয়েছে।
৩. 'হৃদয়' লিখে এ-কার মাত্রার উপরে তোলা রয়েছে।



১১২খ

কং॥ বিচিত্র লগনী॥ দণ্ডকঃ॥ তোহ্মা না দেখিআঁ রাধা বিকল কাহ্নাঞিঁ॥ এবেঁ আহ্মাক পাঠায়িল তোর ঠাই॥ ১॥ তোহ্মাক
বুয়িল কাহ্নাঞিঁ বিনয়বচনে॥ বৃন্দাবন আসি মোরে দেউ দরশনে॥ ২॥ আহ্মার সাসুড়ী বড়ায়ি বড় খরতর॥ সবখন রা
খে মোরে ঘরের ভিতর॥ ৩॥ কেমনে জায়িবোঁ বড়ায়ি তার বৃন্দাবনে॥ মনত গুণিআ বোল উপায়[১] আপণে॥ ৪॥
ব্রত ছল করি ফুল তুলিবাক তরে॥ বৃন্দাবন যাসি তোক কিছু নাহিঁ ডরে॥ ৫॥ সখি সব সঙ্গে করি চলিহ ১১২
লি রাধা॥ তবে আইহনের মাএ না করিব বাধা.॥ ৬॥ ব্রতের মরম আইহনের মাএ জাণে॥ প্রবোধি
তেঁ নারিবোঁ তাক এ সব বচনে॥ ৭॥ আহ্মার হৃদয়ে বড়ায়ি আছে উপাএ॥ সেসি প্রকারেঁ বৃন্দাবনগতি হএ॥ ৮॥ রাধার
বদন চুম্বী বুইল বড়ায়ি॥ আপণে উপায় তোহ্মে কহ মোর ঠায়ি॥ ৯॥ তাহাক করিব আহ্মে বড়য়ি যতনে॥ সুখেঁ ল ৮

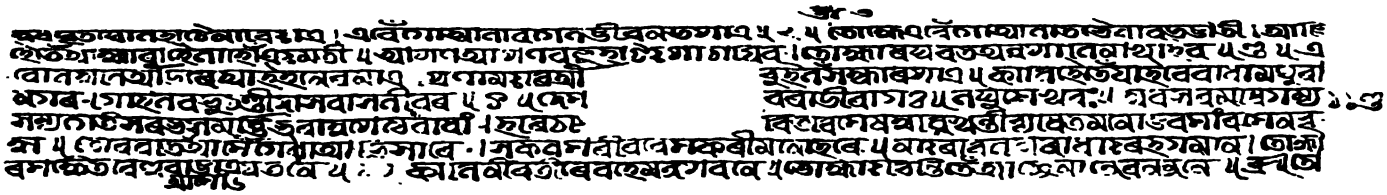
১. চিহ্ন দিয়ে 'উপায় ত' মার্জিনের উপরে লিখিত।



১১৩ক

আঁ যাইব তোক বৃন্দাবনে.॥ ১০॥ মোর সব সখির সাসুড়ী থান গিআঁ॥ হেন বোল তা সমাক কিছু ভরছিআঁ॥ ১১॥
বিকি নহে আইহনের মাএর কারণে॥ তাক ভরছিলেঁ বহু ঝি দহী বিকণে॥ ১২॥ ভাল বুয়িলেঁ রাধা মোর গমন উপাএ॥
এখনে হেনক কাম করিতেঁ জুআএ॥ ১৩॥ এয়ি গিআঁ সাধোঁ কাম তোর উপদেশে॥ বাসলী শিরে ধরী
গাইল চণ্ডীদাসে॥ ১৪॥ গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥ অথাভিমন্যু জননী[1] জরতীলপিতানুগাঃ॥ রোষাবে
শ বশাদ্গোপ্যস্তদ্দুর্ব্বচনশুগৈঃ[2]॥ গোপকুল নঠ হএ তোহ্মার কারণে॥ কুবুধি কত উপজে তোহ্মার মণে
॥ আপণা সদৃশ কেহ্নে দেখ সব নারী.। একালের বহু সব নহে সতন্তরী॥ ১॥ ষোল সহস্র গোপী রাধা সঙ্গে যাএ॥ তভোঁ
তোর মণের সংশয় না পালাএ॥ ধ্রু॥ তোর কুবচন সব[3] গোপীজন কহে.। তাক সুণী ঘরের বাহির কেহো নহে॥ দধি ৮

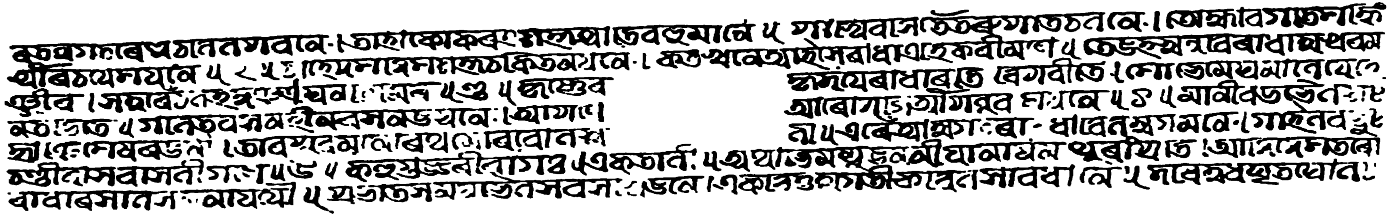
১. বসন্তরঞ্জন 'অথাভিমন্যু জননীং'।
২. পাঠে সংশয় রয়েছে। বসন্তরঞ্জনের পাঠ গৃহীত হল।
৩. 'কু' লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।



১১৩খ

দুধ ঘৃত ঘোল হাটে না বিকাএ.। এবেঁ গোআলার গেল জীবন উপাএ॥ ২॥ তোহ্মে এবেঁ গোআলাত ভৈলা বড় জাতী। আজি
হৈতেঁ আহ্মার হৈলাহোঁ একমতী॥ আপণ আপণ বহু হাটক পাঠায়িব.। তোহ্মার ঘরত অন্ন[১]পাণি না খাইব॥ ৩॥ এ
বোল সুণিআঁ ডরে আইহনের মাএ। প্রণাম করিআঁ বুইল তা[২] সহ্মার পাএ॥ কালি হৈতেঁ যাইবে রাধা মথুরা
নগর.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪॥ দেশবরাড়ী রাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥ অবসরমধিগম্য
সম্যগেতং সরভসমর্ত্তিভরাদুপেত্য[৩] রাধাং.। হরিচরিতবিশেষমুল্লিখন্তী ব্যথিত মনোজবশাং রশেন বৃ ১১৩
দ্ধা॥ তোর রতি আশোআশেঁ[৪] গেলা আভিসারে.। সকল শরীর বেশ করী মনোহরে॥ না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে। তোহ্মা
র শঙ্কেতবেণু[৫] বাজাএ যতনে॥ ১॥ কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে॥ তোহ্মাক চিন্তিতেঁ আছে নান্দের নন্দনে॥ ধ্রু॥ তো

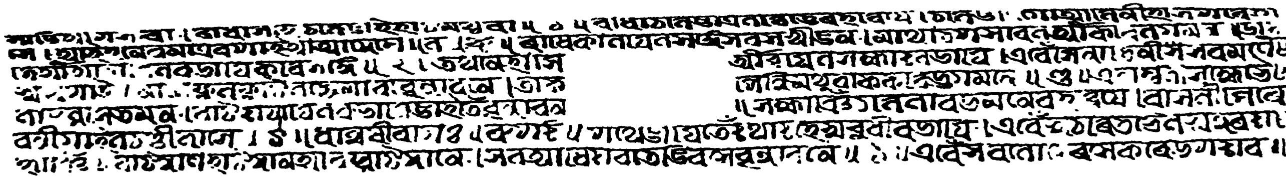
১. বসন্তরঞ্জন 'অন্ন'।
২. 'তা' ৩ চিহ্ন দিয়ে মার্জিনের উপরে লিখিত।
৩. বসন্তরঞ্জন 'সরভসমার্ত্তিভরাদুপেত্য'।
৪. 'আশো ৬' চিহ্নদিয়ে মার্জিনের নীচে লিখিত।
৫. বসন্তরঞ্জন 'বেণূ'।



১১৪ক

র তনুগত রেণু চলিল পবনে.। তাহাকো করএ কাহ্ন আতি বহুমানে॥ পাখি বসিতেঁ তরুপাতচলনে.। তোহ্মার গতি শঙ্কি
আঁ রচয়ে শয়নে॥ ২॥ চাহে দশ দিশ কাহ্ন চকিত নয়নে.। কত খনে আইসে রাধা এহি করী মণে॥ তেজহ সুন্দরি রাধা মুখর ম
ঞ্জীর.। সত্বরেঁ চলহ কুঞ্জ এ ঘন তিমির॥ ৩॥ কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা রতি বিপরীতে.। শোভে মেঘমালে যেহে
ন তড়িতে॥ গলিত বসন হীন রসন জঘনে.। আপণে আরোপ গিআঁ পল্লবশয়নে॥ ৪॥ মানী বড় ভৈল কা ৮
হ্নাঞিঁ শেষ রজনী। তার পুর মনোরথ মোর বোল সুণী॥ এবেঁ আযুগত রাধা বিলম্ব গমনে.। গাইল বড়ু ৮
চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৫॥ কহ্নগুজ্জরী রাগঃ॥ একতালী॥ অথাভিমন্যুজননী যানায় মথুরাং প্রতি। আদিদেশ তরো[১]
রাধা রসাল সমনা যযৌ॥ প্রভাতসময় ভৈল সব সখিজনে। একচিত্ত যুগতী করিল সাবধানে॥ দধি দুধ ঘৃত ঘোল ৮

১. বসন্তরঞ্জন 'ততো'।

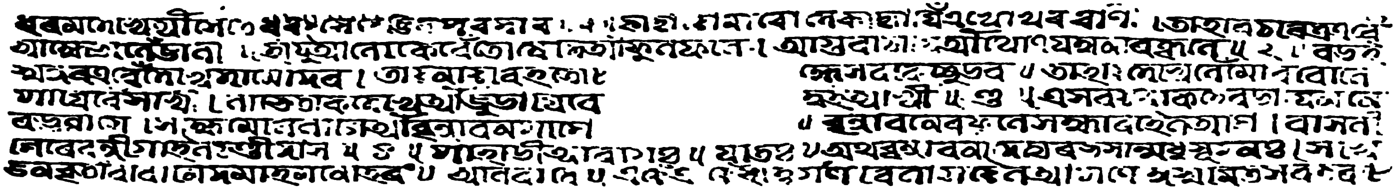


১১৩

১১৪খ

সাজিআ[১] পসারা.। রাধা সঙ্গে চলি জাই হাট মথুরা॥ ১॥ রাধা চলি জাএ ল চিত্তের হরিষে।[২] চলি জাএ গোআলিনী হাস পরিহা
সে। আইহনের মাএর পাইআ আদেশে॥ ল॥ ধ্রু॥ রাধিকা লয়িল সঙ্গে সব সখীজন.। মাথাত পসার লআঁ করিল গমন॥[৩] ডাক
দিআঁ আনায়িল বড়ায়ি করি সঙ্গে॥ ২॥ তখনে হাসিআঁ বুয়িল সহ্মাক বড়ায়ি। এবেঁসি নাতিনী[৪] সব মণে ৮
সুখ পাই। নানা ফুল ফুটিলছে মাঝ বৃন্দাবনে। তাক পিন্ধি মথুরাক করিউ গমনে॥ ৩॥ এহা শুণী সহ্মে ভৈ ৮
লা উল্লসিতমন.। বাট কাঢ়ায়িল বড়ায়ি জাইতেঁ বৃন্দাবন॥ সহ্মাঞিঁ চলিলা বড় মনের হরিষে.। বাসলী শিরে ১১৪
বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ ধানুষীরাগঃ॥ রুপকং॥ পথে জায়িতেঁ কথা কহে সুবুধী বড়ায়ি.। এবেঁ সুচরিত ভৈল সুন্দর কা ৮
হ্নাঞিঁ॥ বাটদাণ হাটদাণ আর ঘাটদাণে.। সব আধিকার তেজি বসে বৃন্দাবনে॥ ১॥ এবেঁ সব লোকের সে করে উপকার॥

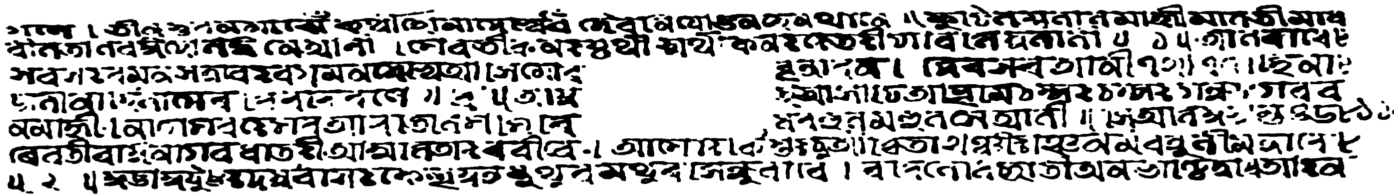
১. বসন্তরঞ্জন 'সাজিআঁ'।
২. বসন্তরঞ্জন এর পর .... চিহ্নসহ কিছুটা ফাঁক বেখে পববর্তী শ্লোক লিখেছেন।
৩ বসন্তরঞ্জন এরপর .... চিহ্নসহ কিছুটা ফাঁক বেখে পরবর্তী শ্লোক লিখেছেন।
৪. একটি অতিরিক্ত 'স' লিখে কেটে দেওযা হয়েছে।



১১৫ক

ধরম দেখিআঁ সে তেজিল[১] পরদার ॥ ধ্রু ॥ কাহাকো না বোলে কাহ্নায়িঁ এগো খরবাণী। তাহার চরিত্র এবেঁ
আহ্মে ভালেঁ জাণী ॥ হাটুআ লোকেরেঁ তোষে দিআঁ ফুল ফলে.। আগু বাঢ়ায়িআঁ থোএ যমুনার কূলে ॥ ২ ॥ বড়ই
সুন্দর এবেঁ দেখি দামোদর। তাক না করিহ তোহ্মে সব কিছু ডর ॥ তাহ্নাক দেখিলেঁ মোর বোলে ৮
পায়িবেঁ সখী। লাভে তাক দেখিআঁ জুড়ায়িবে দুই আখী ॥ ৩ ॥ এ সব কথা কহে বড়ায়ি মনে
র উল্লাসে। সঙ্গে মেলিলা গিআঁ বৃন্দাবন পাশে ॥ বৃন্দাবনের ফুলে সম্ভার হৈল আশ। বাসলী
শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥ পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ যতিঃ ॥ অথ বৃন্দাবনাদেত্য রভসান্মধুসূদনঃ ॥ সখি[২]
জনবৃতাং রাধামিদমাহ মনোহরং ॥ আল রাধে। একেঁ একেঁ ঋতুগণে[৩] বিলাস কৈল আপণে কুসুমিত সব তরু ৮

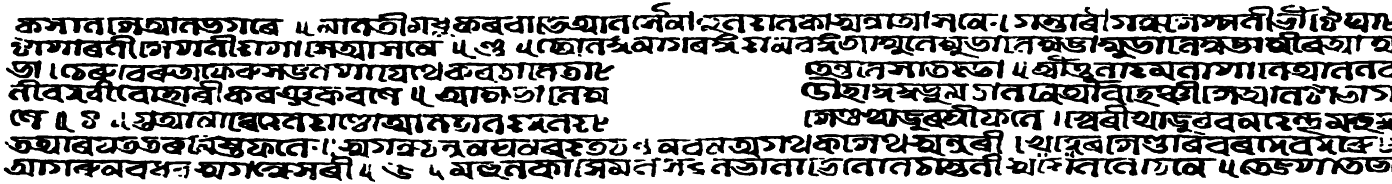
১. 'তে ধরম সেতেজিল' লিখে 'ধরমসেতে' অংশটি কেটে দেওয়া হয়েছে।
২. বসন্তরঞ্জন 'সখী'।
৩. 'ঋতুগণে'র এ-কার মাথার উপরে তোলা।



১১৫খ

গণে.। তীন ভুবন মাঝেঁ কথাঁহো না দেখিলেঁ[১] দৈব নিয়োজন হেন থানে॥ ফুটিল গুলাল মাহ্লী মালতী মাধ
বীলতা লবঙ্গ দোলঙ্গ নেআলী.। শেবতী কনক যূথী সুথী কনক কেতকী পারলি দুলালী॥ ১॥ আল রাধে ৮
সরস কর মন সত্বরে কর গমন দেখি আসি মোর বৃন্দাবন[২]। দিবস রআনী এথা একোহি না ৮
জাণী নাহিঁ লাগে রবির কিরণে॥ ধ্রু॥ আসুই আসাঢ়িআ ভূমিচম্পক চম্পক গন্ধটগর ব
নমাহ্লী.। নাগেশর কেশর আর তিণিশ শিরিষ বহুল মহুল সেআলী॥ সিঅলি কুসুম্ভ ওড় ৮ ১১৫
রেবতী রাঙ্গনাগর ধাতকী আমুলিঅ করবীরে.। আশোক কিংশুক চুআঁ চিতা খঞ্জী কাঞ্চন[৩] বন্ধুলী মন্দারে ৮
॥ ২॥ কুজা কুটুজ কদম্ব বাসক কেন্দু কুন্দ ধুথুর মথুর সিন্ধুবারে। রবি লোধ ছাতীঅন ভাণ্টি দুধিআকন

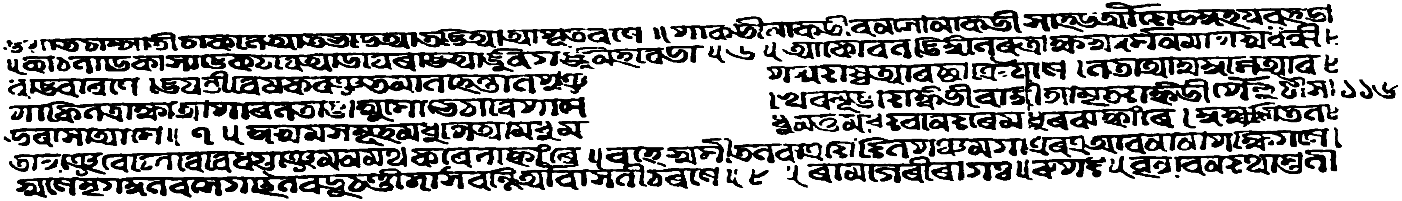
১. 'দেখিলেঁ'র এ-কার মাত্রার উপরে তোলা।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'বৃন্দাবনে'।
৩. এখানে একটি অতিবিক্ত 'ম' লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।



১১৬ক

কসাল পিআল ডগরে॥ মালতী মধুকর বাড়িআল সৈনাহুল কালকাসুন্দা আসনে.। গম্ভারী গন্ধপিপ্পলী ভাঁটি ঘা ৮
টাপারলী পিপলী কাপাসি আসনে॥ ৩॥ ছোলঙ্গ নাগরঙ্গ[১] কামরঙ্গ আম্বু লেম্বু ডালিম্ব জাম্বু ডালিম্ব[২] জাম্বীর আম্ব
ড়া। ঢেরু বিরুঅ ফেরুস[৩] জলপায়ি থেকর চালিতা তেন্তলি সাতকড়া॥ আঁওলা কমলা পাণি আল লব
ণী বদরী বোহারী করঞ্জকরণে॥ আম্ব ডালিম্ব[৪] ডৌহাকু কুড়ুম চালনি আঁব হিঞ্চী পিআল টাভাগ
ণে॥ ৪॥ গুআ নারিকেল কঠোআল তাল কদলক পিণ্ডখাজুর শ্রীফলে। খিরী খাজুর বনকেন্দু মহুকু
ত আর যত তরু মিষ্টফলে.॥ সুগন্ধ চন্দন ঘন রকত চন্দন বন অগথ কপিথ সুন্দরী। খদির পিণ্ডার বর দেবদারু ৮
আগরু নবধব সুগন্ধেসরী॥ ৫॥ মহুল কাসিমল সরল ভালা ভিলোল চাম্ভলী সুকল[৫] লোচনে॥ তেজপাত ভো

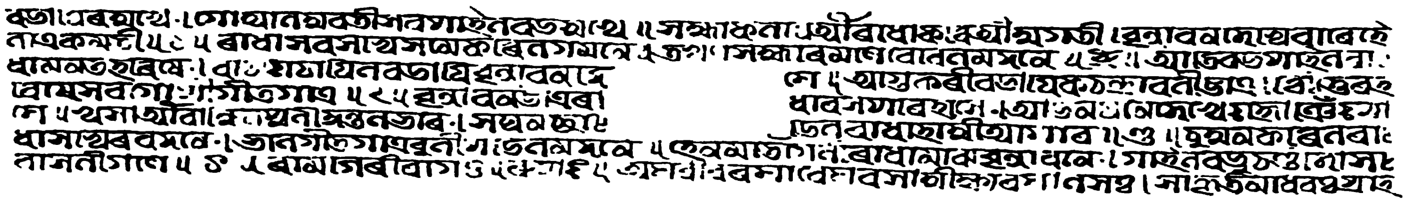
১. বসন্তরঞ্জন 'নারঙ্গ'।
২. কবি সম্ভবতঃ খেয়াল না করে দু'বার 'ডালিম্ব' উল্লেখ কবেছেন।
৩. বসন্তরঞ্জন পড়েছেন 'বেরু সফেরুস' এবং সংশোধিত পাঠ দিয়েছেন 'বেরু সফেরু'।
৪. আগে দুবার উল্লেখ করে এখানে আবার 'ডালিম্ব' উল্লেখ করেছেন।
৫. 'সুকোল' লিখে ওকার কাটা।



১১৬খ

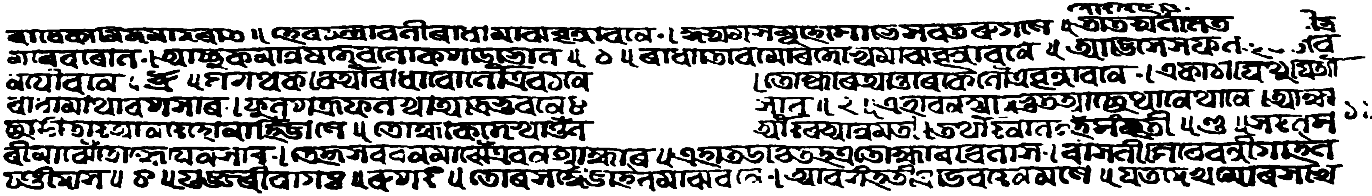
জ পাত চাম্পাতী চাকলি আতভড়ি অতজিআ আপূত বনে[১] ॥ পাকড়ী নাকড়ী বন সোনাকড়ী সাহড় আঁকোড় কুহয় বহড়া ॥ কাঠ লাড়িকা সাজে কড়য়ি[২] আড়য়ি রাজ[৩] আর্জুন গর্জুন হরিড়া ॥ ৬ ॥ আকোরল জিঙ্গালরু দ্রাক্ষ সুদর্শন মাহাসুন্ধী[৪] ৮ বাজবারণে। জয়ন্তী বিষকরঞ্জ তমাল হেন্তালপুঞ্জ পদ্মকাষ্ঠ আর ছাঞিঁয়ণে। লতা আম্ব কুশিআর ৮ ১১৬
পাকিল দ্রাক্ষা আপার লতা জাম্বু শোভে চারি পাশে। খরমূজা[৫] কাঙ্কড়ী বাঙ্গী আমৃত কাঙ্কড়ী পেঁহুটী সা ডর সোআশে॥ ৭ ॥ কুসুমসমূহমধু পিআ মধু (মধু)[৬] মত্ত মধুকরনিকরে মধুর ঝঙ্কারে। কুসুমিত ল ৮ তাকুঞ্জে বেড়িল বিবিধ গুঞ্জে মনমথ করে ঝঙ্কারে॥ বহে সুশীতল বাএ কোকিল পঞ্চম গাএ রএ আর নানা পক্ষীগণে.। সুণে মৃগকুল বসে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে[৭] বন্দিআঁ বাসলীচরণে॥ ৮ ॥ রামগিরীরাগঃ ॥ রুপকং ॥ বৃন্দাবনকথা শুণী

১. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'আতভড়ি জিআপূত বণে'। এই সংশোধন অনাবশ্যক মনে হয়।
২. বসন্তরঞ্জন 'কড়য়ি'।
৩. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'রাজে'। মিলেব দিক থেকে এই সংশোধন অভিপ্রেত।
৪. 'মাহাসুধন্ধী' লিখে 'ধ' কাটা।
৫. বসন্তরঞ্জন 'খরমুজা'।
৬. 'মধু' দু'বার লেখা হয়েছে। এটি লিপিকরের ভুল।
৭. 'চণ্ডীদাসে'-এর এ-কার মাত্রাব উপর তোলা।



১১৭ক

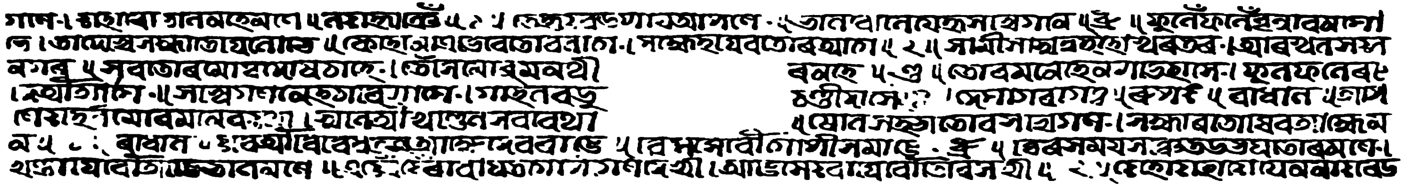
বড়ায়ির মুখে.। গোআল যুবতী সব পাইল বড় সুখে॥ সম্ভাক লয়িআঁ রাধা করিআঁ যুগতী। বৃন্দাবন দেখিবারে হৈ
লা একমতী॥ ১॥ রাধা সব সখি সমে করিল গমনে॥ তখণ সম্ভার মণে বেধিল মদনে॥ ধ্রু॥ আতি বড় পাইল রা ৮
ধা মনত হরিষে.। বাট কাঢ়ায়িল বড়ায়ি বৃন্দাবন দিশে॥ আগু করী বড়ায়িক চন্দ্রাবলী জাএ। চিত্তের হ
রিষে সব গোপী গীত গাএ॥ ২॥ বৃন্দাবন জাএ রাধা রস পরিহাসে.। আড় নয়নে দেখে কাহ্নাঞিঁক পা
শে॥ খসাআঁ বান্ধিল পুণী কুন্তলভার.। সঘন ছাড়িল রাধা হাস্বী আপার॥ ৩॥ চুম্বন করিল রা ৮
ধা সখির বদনে.। ভাল গীত গাএ বুলী পড়িল মদনে॥ হেনমতেঁ গেলী রাধা মাঝবৃন্দাবনে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ৮
বাসলীগণে॥ ৪॥ রামগিরীরাগঃ॥ রুপকং॥ অশবীর রসাবেশ বশাম্বীক্ষ্যরসালসঃ। সাকৃতং মাধবঃ প্রাহ



১১৭খ

রাধিকামিদমাদরাৎ॥ হের চন্দ্রাবলী রাধা মাঝ বৃন্দাবনে.। কুসুমসমূহে শোভে সব তরুগণে॥ তাত সুললিত.....[1] ভ্র
মরের বোল.। আছুক মানুষ দেবলোক পড়ে ভোল॥ ১॥ রাধা তোর মোর দেখি মাঝবৃন্দাবনে॥ আজি সে সফল....বি
ন[2] যৌবনে॥ ধ্রু॥ শপথ করিআঁ রাধা বোলোঁ এ বচনে। তোহ্মার আন্তরে কৈলোঁ এ বৃন্দাবনে.। একা ঠায়ি[3] পুয়িআঁ
রাধা মাথার পসার.। ফুল পত্র ফল খাঅ ত্রিভুবনে সার॥ ২॥ এহা বন[4] আদভুত আছে থানে থানে। আহ্মা ১১৭
ছাড়ী তাক আন কেহো নাহিঁ জাণে॥ তোহ্মাক দেখাওঁ লআঁ কর আণুমতী[5]। তথাঁকনা লইহ লোক কেহো[6] সংহতী॥ ৩॥ সকল শ
রী[7] মাঝেঁ তোহ্মে যেন সার.। তেহ্ন সব বন মাঝেঁ এ বন আহ্মার॥ এহাত উচিত হএ তোহ্মার বিলাস.। বাসলী শিরে বন্দী গাইল
চণ্ডীদাস॥ ৪॥ গুজ্জরীরাগঃ॥ রূপকং॥ তোর সঙ্গে জাইব মাঝ বনে.। আর সংহতী এড়িব কেন মণে॥ যত দেখ মোর সখি

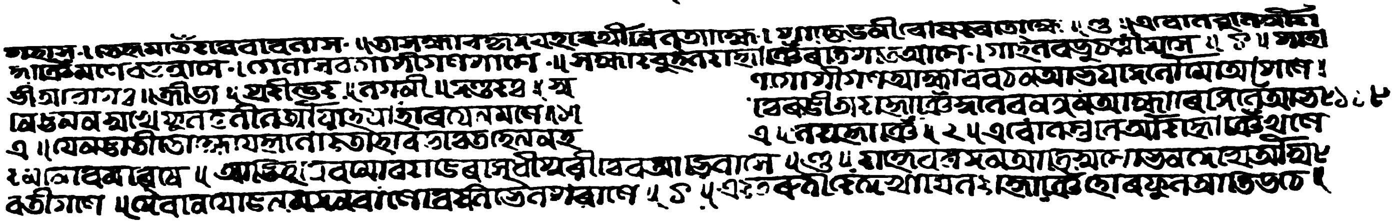
১. লিপির কালি এখানে মুছে গেছে। বসন্তরঞ্জন পাঠ ধরেছেন, 'শুণী'।
২. লিপি অস্পষ্ট, বসন্তরঞ্জন পাঠ ধরেছেন, 'হউ নবীন'।
৩. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ, 'এক ঠায়ি'।
৪ বসন্তরঞ্জনেব সংশোধিত পাঠ, 'বনে'।
৫. বসন্তরঞ্জন, 'আনুমতী'।
৬. তোলাপাঠে মার্জিনেব উপব, 'লোক কেহো ৫'।
৭. বসন্তরঞ্জন, 'শরীর'। লিপিব শেষের 'র' বর্ণটি ভুলক্রমে লেখেননি।



১১৮ক

গণে.। কাহারো ভাল নহে মণে॥ ল কাহ্নাঞিঁ॥ ১॥ তেহ্ন কর উপায় আপণে.॥ ভাল বোলে যেহ্ন সখিগনে॥ ধ্রু॥ ফুলেঁ ফলেঁ বৃন্দাবন শো
ভে। তা দেখি সহ্মাতেয়ি লোভে॥ কেহো না এড়িবে তোর লাগে.। সহ্মে হয়িব তোর আগে॥ ২॥ সামী সাসু[1] দুইহো খরতর.। আর খল সকল
নগর॥ সব তোর মোর দোষ চাহে.। তেঁসি মোর মন থীর নহে॥ ৩॥ মোর মনে হেন পড়িহাসে.। ফুল ফলের ৮
দিআঁ আশে.॥ সখিগণ নেহ চারি পাশে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ দেশাগরাগঃ॥ রুপকং॥ রাধা ল॥ আপ
ণে কহিলে[2] মোর মনের কথা। সুণিআঁ খণ্ডিল সব বেথা॥ ষোল সহস্র তোর সখিগণ.। সহ্মারে তোষিব আহ্মে ম
ন॥ ১॥ রাধা ল॥ করিআঁ বিবিধ তনু আহ্মে দেবরাজে॥ বিলসিবোঁ গোপী সমাজে॥ ধ্রু॥ চির সময় সঞ্চিত উভয় তোর মণে.।
খণ্ডায়িবোঁ আজি ভাল মণে॥ একেঁ একেঁ রাধা যত গোপীগণ দেখী। আজি সে করায়িবোঁ তোর সখী॥ ২॥ কেহো কাহাকো যেন না করে উ

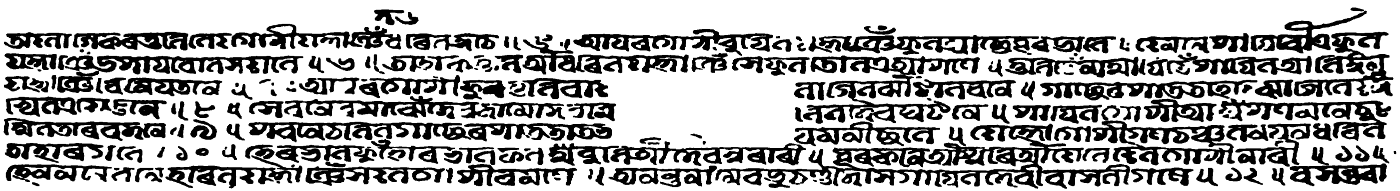
১. 'সখি' পাঠও সম্ভব।
২. 'কহিলে'-এর এ-কার মাত্রার উপবে তোলা।



১১৮খ

পহাস.। তেহ্ন্মতেঁ করিব বিলাস.॥ তা সম্মার হৃদয় হরিআঁ নিল আহ্মে.। পাছে জনী রোষ কর তোহ্মে.॥ ৩॥ এ বোল বুলিআঁ কা
হ্নাঞিঁ মণে বড় ত্রাসে.। গেলা সব গোপীগণ পাশে.॥ সম্মাক বুইল কাহ্নাঞিঁ রতি পতিআশে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ পাহা
ড়ীআ রাগঃ॥ ক্রীড়া॥ প্রকীর্ণক॥ লগনী॥ দণ্ডকঃ॥ সুণ গোপীগণ আহ্মার বচন আভয় দিলোঁ মো আপণে॥
নিজ মন সুখে ফুল তুলী লআঁ যাহ যাহার যেনমণে॥ ১॥ চির জীঅ কাহ্নাঞিঁ কুলের নন্দন আহ্মারে দিলেঁ আভ ৮
এ॥ যেন জাতী তোহ্মে যেহ্ন লোক তাহার উচিত হেন ণহএ[১]॥ ল কাহ্নাঞিঁ॥ ২॥ এ বোল শুণিআঁ কাহ্নাঞিঁ খণে ১১৮
ক মনে বিমরিষে॥ আজি হয়িব মোর কাজের সিধী পুরী চির অভিলাসে॥ ৩॥ কাহ্নের বদন আতি সুশোভন দেখিআঁ যু ৮
বতী গণে॥ দৈব নিয়োজন মদন বাণে বিকলি ভৈল পবাণে॥ ৪॥ এক তরুণীকে দেখায়িল কাহ্নাঞিঁ হোর ফুল আতি উচে॥

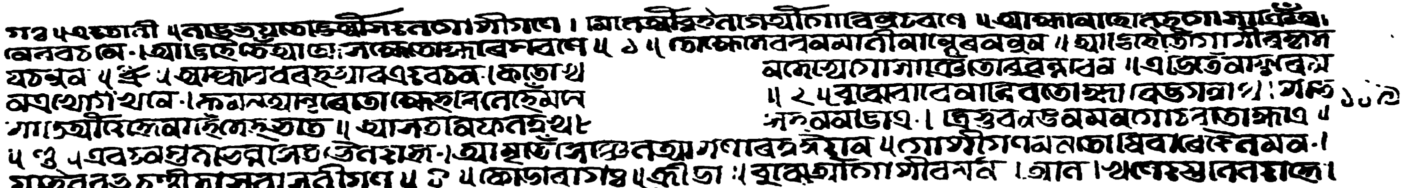
১. পুথিতে 'হেন ণহএ'। বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'হেন হএ'।



১১৯ক

তাক লাগি কর তুলিলেক গোপী কাহ্নাঞিঁ ধরিল কুচে॥ ৫॥ আয়র গোপী বুয়িল কাহ্নাঞিঁ ফুল আছে দূর ডালে॥ কেমনে পায়িবোঁ এ ফুল কাহ্নাঞিঁ উপায় বোল সকালে॥ ৬॥ তাহাক তুলিআঁ ধরিল কাহ্নাঞিঁ সে ফুল তোলএ আপণে॥ তুলিতেঁ নাম্বায়িতেঁ পায়িল আলিঙ্গন কাহ্নাঞিঁ বিনি যতনে॥ ৭॥ আয়র গোপী ফুল তুলিবাক লাগ্নিল ঝাঁটাল বনে॥ গাছের পাত তাহাক ঝাপিলেক দে[১] খিল একো জনে॥ ৮॥ সে বনের মাঝেঁ দেব দামোদর মিলিলি দৈব ঘটনে॥ পায়িল গোপী আপণ[২] মনে চু ৮ম্বিল তার বদনে॥ ৯॥ পবনে চলিল গাছের পাত তাত ভযমনী ছলে॥ কোহ্নো গোপীগণ চঞ্চল নয়ন ধরিল তাহার গলে॥ ১০॥ হের ভাল ফুল[৩] হোর ভাল ফল বুলিআঁ[৪] দেব মুরারী॥ দূরক নিআঁ পুরিআঁ কোলে কৈল গোপী নারী॥ ১১॥ হেনমনে বনে হরিল কাহ্নাঞিঁ সকল গোপীর মণে॥ অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল দেবী বাসলীগণে॥ ১২॥ বসন্ত র়া

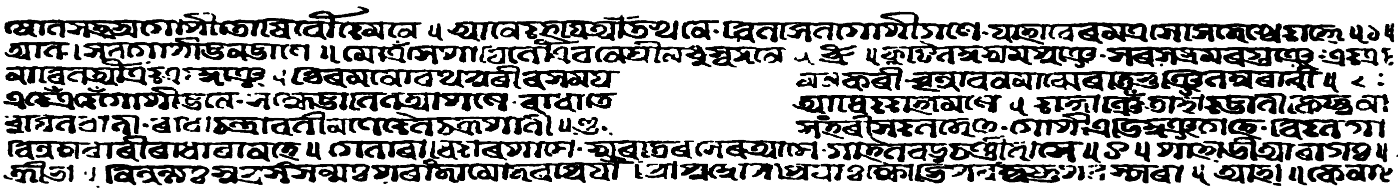
১. পাঠে সংশয় আছে। বসন্তরঞ্জনের পাঠ, 'না দেখিল'।
২. 'আঅপণ' লিখে মাঝের 'অ' বর্ণটি কেটে দেওয়া হয়েছে।
৩. 'ফুল' এর 'ল' বর্ণ মার্জিনের উপর নির্দেশসহ লিখিত।
৪. 'স্ববুলিআঁ' লিখে 'স্ব' বর্ণটি কেটে দেওয়া হয়েছে।



১১৯খ

গঃ ॥ একতালী ॥ লাজ ভয় তেজিআঁ সকল গোপীগণে। মিলিআঁ বুইল গিআঁ গোবিন্দচরণে ॥ আহ্মা না হেলিহ গোসাঞিঁ আ
নের বচনে.। আজি হৈতেঁ আহ্মে সহ্মে তোহ্মার শরণে ॥ ১ ॥ তোহ্মে দেব বনমালী নান্দের নন্দন ॥ আজি হৈতেঁ গোপীর হৃদ
য় চন্দন ॥ ধ্রু ॥ আহ্মার ধরহ আর এক বচন.। কতো খন দেখি গোসাঞিঁ তোর বৃন্দাবন ॥ এড়িতেঁ না ফুরে ম
ন এখো[১] খনে.। কমন আন্তরে তোহ্মে হরিলেহেঁ মনে ॥ ২ ॥ বুঝিবারে নারিল তোহ্মারে জগন্নাথ। পাত
পাতিআঁ কেহ্নে নাহিঁ দেহ ভাত ॥ আসত নিফল দুখ সহন না জাএ.। ত্রিভুবনজনমন গোচর তোহ্মাএ ॥ ১১৯
॥ ৩ ॥ এ বচন শুণী উল্লসিত ভৈল কাহ্ন.। আমৃতেঁ সিঞ্চিল আপণার দুঈ কান ॥ গোপীগণমন তোষিবারে কৈল মন.।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ বুঝিআঁ গোপীর মনে[২]। আল.। খণেক গুনিল কাহ্নে।

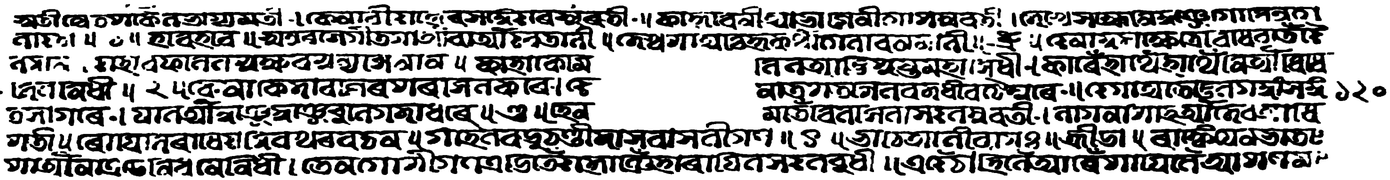
১. 'এখোগখনে' লিখে 'গ' বর্ণটি কেটে দেওয়া হয়েছে।
২. এ-কার মাত্রার উপরে তুলে লিখিত।



১২০ক

যোল সহস্র গোপী তোষিবোঁ কেমনে॥ আনেক হয়িআঁ তখনে.[১] বিলসিল গোপীগণে[২]. যাহারে রমএ সেসি দেখে কাহ্নে॥ ১॥
আল.। সব গোপীজন জাণে॥ মোএঁ সে পায়িলোঁ এ বনে শ্রীমধুসূদনে॥ ধ্রু॥ ফুটিল কুসুমপুঞ্জে. সরস ভ্রমর গুঞ্জে. এক এক
নারি লআঁ এক এক কুঞ্জে॥ চির মনোরথ পুরী রসময় মন করী. বৃন্দাবন মাঝে রতি ভুঞ্জিল মুরারী॥ ২॥
একেঁ একেঁ গোপীজনে. সম্মো জাণিল আপণে. রাধাতে আধিক কাহ্ন মণে॥ কাহ্নাঞিঁ তাহাক জাণী. কিছু না
বুয়িল বাণী. রাধা চন্দ্রাবলী মণে কৈল চক্রপাণী॥ ৩॥ সংহরী সকল দেহে. গোপী এড়ি কুঞ্জগেহে. বিকল গো
বিন্দ মুরারী রাধার নেহে॥ গেলা রাধিকার পাশে. সুরতি রসের আশে. গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ পাহাড়ীআ রাগঃ॥
ক্রীড়া॥ নিন্দন্ত্যঃ সুপ্রশংসন্ত্যঃ পরাং দামোদর প্রিয়াং। প্রাপুগোপপ্রিয়াঃ ক্ষেভিপরংকৃষ্ণ পরস্পরা॥[৩] আহা।কে না

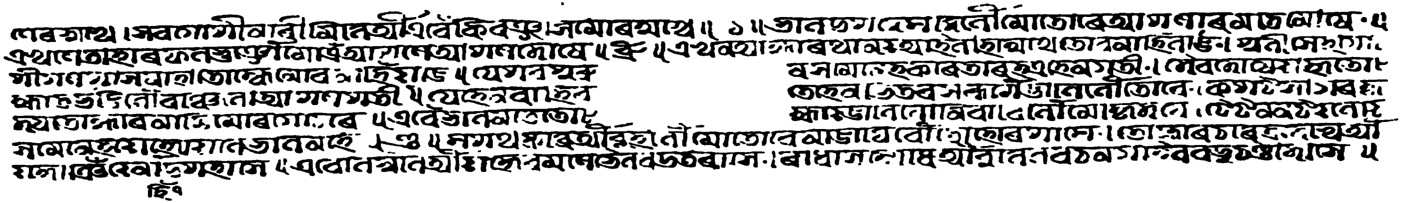
১. বসন্তরঞ্জন এখানে দাঁড়ি চিহ্ন দিয়েছেন।
২. বসন্তরঞ্জন এখানে দাঁড়ি চিহ্ন দিয়েছেন।
৩. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ : নিন্দন্ত্যঃ সুপ্রসংসন্ত্যঃ পবাং দামোদরপ্রিয়াম্।
প্রাপর্গপ প্রিয়াঃ ক্ষোভং পরং কৃষ্ণে পরস্পরম্॥



১২০খ

সুতীখে তপ কৈল ভাগ্যমতী.। কে নারী কাহ্নের সঙ্গে করে সুরতী.॥ কাহ্ন বিনী আভাগিনী গোপযুবতী। দেখে সঙ্কে নিকুঞ্জে গোবিন্দ গে
লা কতী॥ ১॥ হরি হরি॥·সুন্দর সে গীত গাআঁ বাআঁ করতালী॥ দেখ পাঅচিহ্ন কথাঁ গেলা বনমালী॥ ধ্রু॥ কে না কুশক্ষেত্রে বিধিবতেঁ কৈ
ল দান। কাহার ফলিল পুষ্কর[১] পুণ্য সিনান॥ কাহাকে মিলিল আজি পুষ্ট[২] মহাসিধী.। কারেঁ হাথেঁ হাথেঁ নিআঁ বিধি
দিল নিধী॥ ২॥ কে না কেদারশির পরসিল করে.। কে না তপ তপিল বদধী[৩] বটেশ্বরে.॥ কে গাঅ তেজিল গঙ্গাসঙ্গ
ত সাগরে.। যা লআঁ কুঞ্জে কুঞ্জে বুলে গদাধরে॥ ৩॥ হেনমতেঁ[৪] বিলসিলা সকল যুবতী.। লাগ না পাইআঁ দেব আধি ১২০
পতী॥ রোষিলি রাধিকা দিল খর বচন॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥ ভাঠিআলীরাগঃ॥ ক্রীড়া॥ রাহ্মে যেন ভাত
পাআঁ না এড়ে নিধনে নিধী। তেন গোপীগণ এড়িতেঁ কাহ্নাঞিঁ হারায়িল সকল বুধী॥ একেঁ চাহিলেঁ আরেঁ পায়িলেঁ আপণ ম

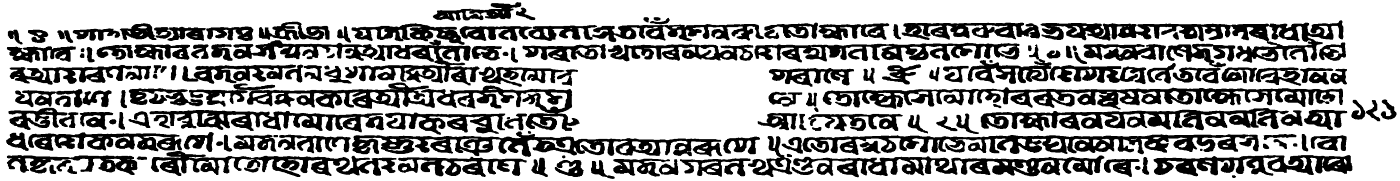
১. বসন্তরঞ্জন 'পুষ্কর'।
২. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'অষ্ট'।
৩ বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'বদরী'।
৪. বসন্তরঞ্জন 'হেনমতে'।



১২১ক

ণের সুখে। সব গোপীনারী মিলিআঁ এবেঁ কি রঞ্জসি মোর মুখে॥ ১॥ ভাল উপদেশ দিলোঁ মো তোরে আপণার মতিমোষে.॥
এখণে তাহার ফল ভুঞ্জোঁ মোএঁ আপণে আপণ দোষে॥ ধ্রু॥ এখন আহ্মাব থানক আইলাহা মুখে তোর নাহিঁ লাজে.। পুণী সেহ[1]গো
পীগণ পাস যাহা তোহ্মে মোর নাহিঁ কাজে॥ যে পরপুরুষ সঁ্ম নেহ করে তার হএ হেন গতী.। দৈব দোষে কাহ্ন তো
হ্মাত ভজিলোঁ বঞ্চিলোঁ আপণ পতী॥ ২॥ যেহেন বাহির তেহেন ভিতর সরূপেঁ জাণিলোঁ তোরে.। কপট সাগর হৃ
দয় তোহ্মার না ছি(ল)[2] মোর গোচরে॥ এবেঁ ভালমতেঁ তোহ্মাক জাণিলোঁ নিবারিলোঁ মো হৃদয়ে.। টেটন নটক লোক
সমে নেহ কোহ্নো কালে ভাল নহে॥ ৩॥ শপথ করিআঁ বুইলোঁ মো তোরে না জায়িবোঁ তোহোর পাশে.। তোহ্মার চরিত্র দেখিআঁ
কাহ্নাঞিঁ কে নাহি[3] উপহাসে॥ এ বোল সুণিআঁ কাহ্নের মণে ভৈল বড় তরাসে.। রাধা সম্বোধিআঁ বুলিল বচন গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

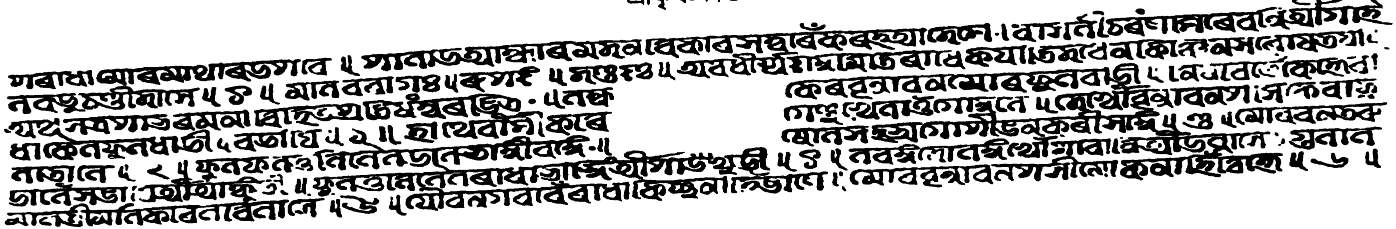
১. বসন্তরঞ্জন 'সেই'।
২. 'না ছি মোর' মূল পুথিতে। সম্ভবত 'না ছিল মোর' লিখতে গিয়ে লিপিকর 'ল' বর্ণটি ভুলক্রমে লেখেননি।
৩. 'হি' চিহ্নসহ মার্জিনের নীচে লিখিত।



১২১খ

॥ ৪ ॥ পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ যদি কিছু বোল বোল।সি তবেঁ দশনরুচি তোহ্মারে। হরে দুরুবার ভয় আন্ধকার সুন্দরি রাধা আ
হ্মারে ॥ তোহ্মার বদন সংপুন চান্দ আধর আমিআঁ[1] লোভে.। পরতোখ তোর[2] নয়নচকোর যুগল নিশ্চল শোভে ॥ ১ ॥ মদনবাণে দগধ ভৈলোঁ তো
র আকারণ মাণে। বদনকমল মধুপান দিআঁ রাখহ মোর পরাণে ॥ ধ্রু ॥ যবেঁ সত্যেঁ কোপ কয়িলেঁ তবেঁ মোরে হান ন
য়ন বাণে.। দৃঢ় ভুজযুগেঁ বন্ধন করিআঁ অধর দংশ দশনে ॥ তোহ্মে সে মোহোর রতন ভূষণ তোহ্মে সে মোহো
র জীবনে.। এহা বুঝি রাধা মোরে দয়া কর বুলিতেঁ আতি যতনে ॥ ২ ॥ তোহ্মার নয়ন মলিন নলিন আ ১২১
ধরে কোকনদ রূপে.। মদনবাণে কৃষ্ণক রঞ্জিঁলে[3] হএ তোর আনুরূপে ॥ এ তোর কুচ শোভে মলে[4] জঘনে নাদ করউ রসনে.। বো
ল হৃদয়ত করোঁ মো তোহোর থলকমল চরণে ॥ ৩ ॥ মদন গরল খণ্ডন[5] রাধা মাথার মণ্ডন মোরে.। চরণপল্লব আরো

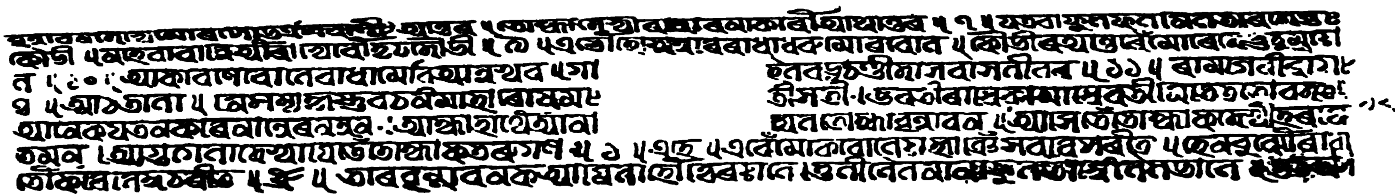
১. 'আমিআঁ' চিহ্ন দিয়ে মার্জিনের উপরে লিখিত।
২. পুথিতে 'তোর'। বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'মোর'।
৩. পুথিতে 'রঞ্রিঁলে'। বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'রঞ্জিলেঁ'।
৪. পুথিতে 'মলে'। বোধহয় সঠিক পাঠ হবে 'মালে'। বসন্তবঞ্জনের পাঠ 'মানে'।
৫. পুথিতে 'খএণ্ডন' লিখে 'এ' বর্ণটি কেটে দেওয়া হয়েছে।



১২২ক

প রাধা মোর মাথার উপরে ॥ পালাউ আহ্মার মদনবিকার সত্বরেঁ করহ আদেশে. । বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাই
ল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দশুকঃ ॥ অবধীর্য্য কাকুমিতি রাধিকয়াতিদধে[1] ন কিঞ্চন সরোষতয়া
অথ সত্রপা ভ্রমনা বিহিত[2] প্রতিষং মুরজিৎ[3]. ॥ লক্ষকের বৃন্দাবন মোর ফুল বাড়ী ॥ নিষধিতেঁ কেহ্নে রা
ধা কৈল ফুলধাড়ী ॥ বড়ায়ি ॥ ১ ॥ হাথে বাঁশী করি গেণ্ডু[4] খেলাওঁ গোকুলে ॥ দেখোঁ বৃন্দাবন পসি কেবা ফু
ল তোলে ॥ ২ ॥ ফুল ফল তুলি লৈল ডাল ভাঙ্গী রঙ্গে. ॥ ষোল সহস্র গোপীজন করী সঙ্গে ॥ ৩ ॥ মোর বনতরু
ডালেঁ সজায়িআঁ আঙ্কুড়ী ॥ ফুল তুলি লৈল রাধা ভাঙ্গিআঁ পাখুড়ী[5] ॥ ৪ ॥ লবঙ্গ দোলঙ্গ খোঁপা বান্ধিআঁ উল্লাসে ॥ গুলাল
মালতীমালে[6] করিল বিলাসে ॥ ৫ ॥ যৌবনগরবেঁ রাধা কিছু নাহিঁ জাণে ॥ মোর বৃন্দাবন পসী মোক নাহিঁ চিহ্নে ॥ ৬ ॥

১. বসন্তরঞ্জন 'রাধিকয়াভিদধে'।
২. বসন্তরঞ্জন 'অথ স ত্রপা ভরমনা বিহিতং'।
৩. বসন্তরঞ্জন 'প্রতিঘং মুবজিৎ (কৃতবানেব)'।
৪. পাঠে সংশয় রয়েছে। বসন্তরঞ্জনের পাঠ নেওয়া হল।
৫. 'পাউখুড়ী' লিখে 'উ' বর্ণটি কেটে দেওয়া হয়েছে।
৬. 'মালে'তে এ-কার মাত্রার উপরে দেওয়া হয়েছে।

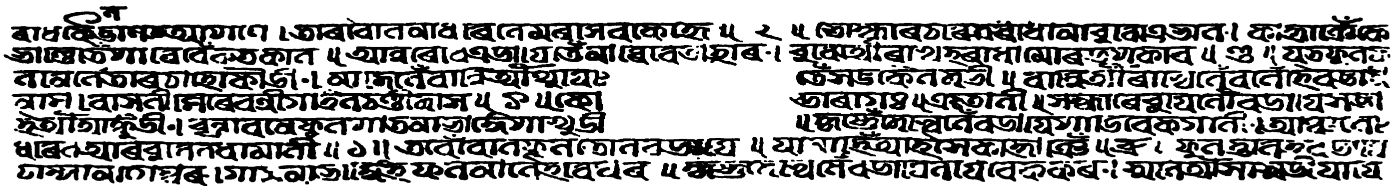


১২২খ

বৃন্দাবন দেখি মোর পোড়এ আন্তর[1] ॥ তোহ্মা দেখী রাধার না করোঁ আথান্তর ॥ ৭ ॥ যত বা ফুল ফল নিল তার দেন্ত কৌড়ী ॥ নহে বা বান্ধিআঁ রাখিবোঁ দৃঢ় দৌড়ী ॥ ৯[2] ॥ এভোঁহো সুন্দরি রাধা ধরু মোর বোল ॥ কৌড়ীর আন্তরেঁ মোরে দেও[3] চুম্ব কোল ॥ ১০[4] ॥ আকারণে বোলে রাধা মোরে আনুখর ॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১১[5] ॥ রামগিরীরাগ ঃ ॥ আঠতালা ॥ নিশম্য কৃষ্ণবচনং মহারোষমতী[6] সতী. । জরতী রাধিকামাধিবতীমিতি তৎহোবদৎ[7] ॥

আনেক যতন করি নান্দের নন্দন. । আহ্মা হাথেঁ আনায়িল তোহ্মা বৃন্দাবন ॥ আসিতেঁ তোহ্মাক দেখী হরষিত মন। আগু গেলা দেখায়িতেঁ তোহ্মাক তরুগণ ॥ ১ ॥ এহে ॥ এবেঁ মোক বোলে কাহ্নাঞিঁ সব বিপরীত ॥ হেন বুঝোঁ রাধা তোঁ করিলি কু চরিত ॥ ধ্রু ॥ তার বৃন্দাবনক আয়িলাহোঁ চিরকালে। তুলী লৈল নানা ফুল ভাঙ্গী লৈল ডালে ॥ জত আপ[8] ১২২

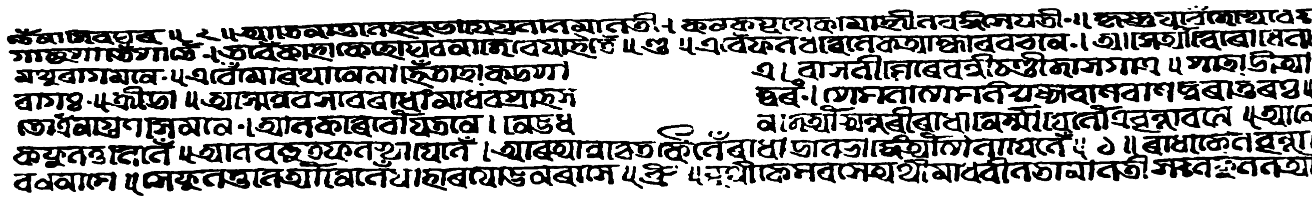
১. 'পরাণী' লিখে কেটে দিয়ে 'আন্তর' লেখা হয়েছে।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ '৮'।
৩. বসন্তরঞ্জন 'দেউ'।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ '৯'।
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ '১০'।
৬. বসন্তরঞ্জন 'মহারে'ষবতী'।
৭. বসন্তরঞ্জন 'রাধিকামাধিমতীমিতি ততোঽবদৎ'।
৮. 'অপ' লিখে আ-এর উপরে আ-কারের দণ্ড চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।



১২৩ক

রাধ কৈল[১] জাণহ আপণে। তার বোল না ধরিলে মরসিব কেহে॥ ২॥ তোহ্মার চরিত্র রাধা না বুঝিএ ভাল.। কাহ্নাঞিঁকে
ভাণ্ডিতেঁ পারিবেঁ কত কাল॥ আনুরোধ এড়ায়িতেঁ নারিবি তাহার.। বুঝিআঁ রাখহ রাধা মোর উপকার॥ ৩॥ যত ফুল ফ
ল নিলেঁ তার চাহে কৌড়ী.। না দিলেঁ বান্ধিআঁ থুয়িতেঁ সজ কৈল দড়ী॥ বান্ধিআঁ রাখিলেঁ বলেঁ হৈব জাতী
নাশ। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥ কোড়ারাগঃ॥ একতালী॥ সম্মারে বুয়িলোঁ বড়ায়ি সজা
ইআঁ আঙ্কুড়ী.। বৃন্দাবনে ফুল পাত না ভাঙ্গে পাখুড়ী॥ কৃষ্ণেঁ দেখিলেঁ বড়ায়ি পাড়িবেক গালী.। আঞ্চলে
ধরিল[২] আর বুলিল[৩] ধামালী॥ ১॥ তবেঁ বোল ফুল তোল[৪] বড়ায়ি॥ যা নাহিঁ আইসে কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥ ফুল তুলিহ বড়ায়ি
চাম্পা নাগেশ্বর.। গাছ না ভাঙ্গিহ ফল না লৈহ বিথর॥ কৃষ্ণ দেখিলেঁ বড়ায়ি লয়িবেক কর.। সুণিআঁ সাসুড়ী যায়ি

১. ‘কৈল’ এর ‘ল’ মার্জিনের উপরে লিখিত।
২. বসন্তরঞ্জন ‘ধরিব’। পুথিপাঠ ‘ধরিল’ মনে হয়।
৩. বসন্তরঞ্জন ‘বুলিব’। পুথিপাঠ ‘বুলিল’ মনে হয়।
৪. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ ‘ফুল তোল (না তোল)’ অনাবশ্যক মনে হয়।

 ১২৩

১২৩খ

তেঁ না দিব ঘর ॥ ২ ॥ আতি না তুলিহ বড়ায়ি গুলাল মালতী.। কনক যূথিকা মাহ্লী লবঙ্গ সেয়তী.॥ কৃষ্ণ যবেঁ দেখিবেক গাছ পাতেঁ পাতেঁ.। তবেঁ কাহাকেহো ঘর না দিবে যাইতেঁ ॥ ৩ ॥ এবেঁ ফল ধরিলেক আহ্মার বচনে.। আসিআঁ বিরোধিল মথুরা গমনে.॥ এবেঁ মোর থানে নাহিঁ তাহাক উপাএ। বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ অস্মিন্নবসরে রাধাং মাধব[১] প্রাহসত্বরং.। পেশলাপেশলং পুষ্পবাণ বাণ জরাতুরঃ ॥

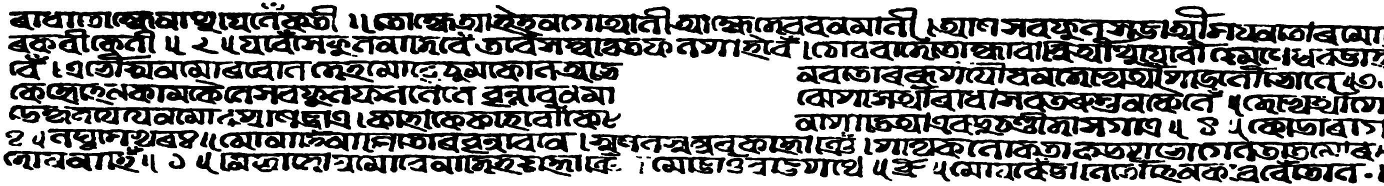
তোএঁ না গুণসি মনে.। আল করিবোঁ যতনে। নিজ ধন দিআঁ সুন্দরী রাধা নির্ম্মায়িলোঁ এ বৃন্দাবনে ॥ আনে ১২৩

ক ফুল তুলিলেঁ ॥ আল বহুত ফল খায়িলেঁ। আর আনুচিত কৈলেঁ রাধা ডাল ভাঙ্গিআঁ পেলায়িলেঁ ॥ ১ ॥ রাধা কৈল বৃন্দা বন নাশে ॥ সে ফুল তুলিআঁ নিলেঁ যাহার যোজন রাসে[২] ॥ ধ্রু.॥ যূথী কেশর সেঅথী[৩] মাধবীলতা মালতী[৩] সকল ফুল লআঁ

১. বসন্তরঞ্জন 'মাধবঃ'।

২. পুথিতে 'বাসে'। সম্ভাব্য সঠিক পাঠ 'বাসে'। বসন্তবঞ্জন 'বাসে'।

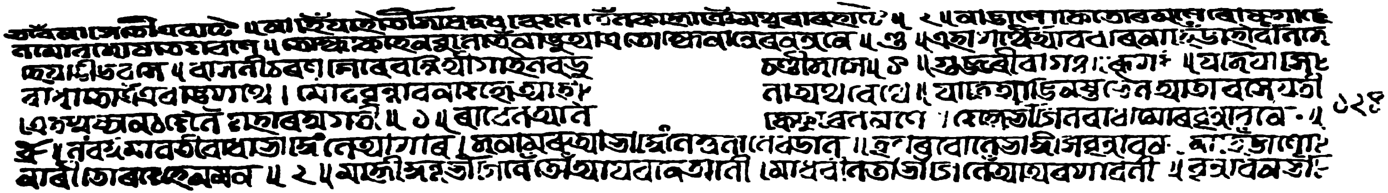
৩. বসন্তবঞ্জন এখানে দাঁড়ি চিহ্ন দিয়েছেন।



১২৪ক

রাধা তোহ্মে না থুয়িলেঁ কভী॥ তোহ্মে আইহন গোআলী[১] আহ্মে দেব বনমালী। আণ[২] সব ফুল সজাআঁ শয়ন তোর মো
র করী কেলী॥ ২॥ যবেঁ সে ফুল না দিবেঁ[১] তবেঁ সমুচিত ফল পাইবেঁ.। চোর বান্ধেঁ তোহ্মা বান্ধিআঁ থুয়িবোঁ কেমণে ঘর জাই
বেঁ। এভোঁ সুন মোর বোল[১] দেহ মোরে চুম কোল[১] অভিনব·তোর রূপ যৌবন দেখিআঁ পড়িলোঁ ভোলে॥ ৩॥
কেহ্নে হেন কাম কৈলে[১] সব ফুল ফল লৈলে[১] বৃন্দাবন মাঝে পসিআঁ রাধা সব তরু শুন কৈলেঁ॥ দেখিআঁ পো
ড়ে হৃদয়ে[১] যেন মোর প্রাণ জাএ। কাহাকে কহিবোঁ কে না পাতিআএ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥ কোড়ারাগ
ঃ॥ লঘুশেখরঃ॥ মো নাহিঁ নাশি তোর বৃন্দাবনে। সুণল সুন্দর কাহ্নাঞিঁ। পথিক লোক তাক উপভোগে ল তাত মোর
দোষ নাহিঁ॥ ১॥ মিছা দোষ মোরে না দিহ কাহ্নাঞিঁ ল মো জাওঁ রাজপথে॥ ধ্রু॥ মো যবেঁ জাণিতোঁ হেন করিবেঁ তো ল.।

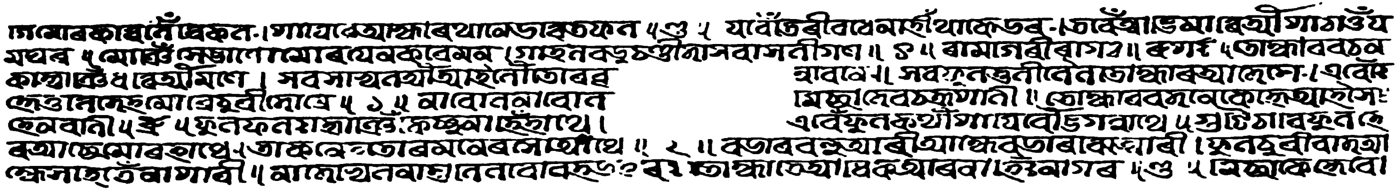
১. বসন্তরঞ্জন এখানে দাঁড়ি দিয়েছেন।
২. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'আল'।



১২৪খ

তবেঁ নাসিতোঁ এ বাটে॥ নাহিঁ যাইতোঁ দধি দুধ বিকণিতেঁ ল কাহ্নাঞিঁ মথুরার হাটে॥ ২॥ না জাণো কি তোর মণে রোষ আছে
ল মোর দোষ তেকারণে॥ তোহ্মাক হেন বুলিতেঁ না জুআএ তোহ্মে[১] নান্দের নন্দনে॥ ৩॥ এহা পথেঁ আরবার নাহিঁ জাইবোঁ ল দে
হে যা জীউ বসে॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ গুজ্জরীরাগঃ॥ রূপকং॥ যদি যাসি ৮
রাধা তোএঁ এ রাজপথে। মোর বৃন্দাবন কেহ্নে আইলা অথবেথে॥ যাতি আজি নষ্ট ভৈল আঅর সেয়তী
। এত পুষ্প নঠ কৈলেঁ কাহার যুগতী॥ ১॥ রাধে ল আল কি ফুরিল মণে॥ কেহ্নে ভাঁগিল রাধা মোর বৃন্দাবনে.॥ ১২৪
ধ্রু॥ লবঙ্গ মালতী রাধা ভাঙ্গিলে আপার। দনা মরুআ ভাঙ্গিলে ফুলালের ডাল॥ দুতার বোলে ভাঙ্গসি বৃন্দাবন.। নাহিঁ জাণো ৮
নারী তোর কেহেন মন॥ ২॥ মাল্লী কুন্দ ভাঁগিলেঁ তোঁ আয়র নেআলী। মাধবীলতা ভাঁগিলেঁ আঅর পারলী॥ বৃন্দাবন ভাঁ ৮

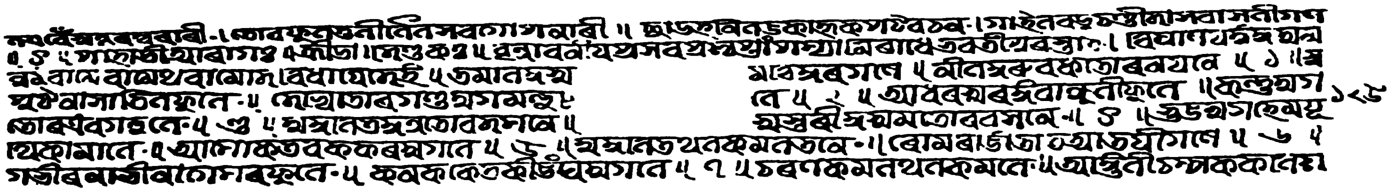
১. বসন্তরঞ্জন এখানে দাঁড়ি চিহ্ন দিয়েছেন।



১২৫ক

গি মোর করিলেঁ বিকল.॥ পায়িবেঁ আহ্মার থানে উচিত ফল॥ ৩॥ যবেঁ তিবীবধে নাহীঁ থাকে ডর.। তবেঁ আজি মারিআঁ পাঠাওঁ য
ম ঘর॥ মোঞিঁ সে জাণো মোর যেন করে মন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥ রামগিরীরাগঃ॥ রূপকং॥ তোহ্মার বচন
কাহ্নাঞিঁ ধরিআঁ মণে। সব সখি লআঁ আইলোঁ তোর বৃন্দাবনে.। সব ফুল তুলী লৈল তোহ্মার আদেশে.। এবেঁ কে
হে তুলি দেহ মোরে চুরী দোষে॥ ১॥ না বোল না বোল মিছা দেব চক্রপাণী॥ তোহ্মার বদনে কেহ্নে আইসে ৮
হেন বাণী॥ ধ্রু॥ ফুল ফল কাহ্নাঞিঁ কিছু নাহিঁ হাথে। এবেঁ ফুল কথাঁ পায়িবোঁ জগন্নাথে॥ গুটি চারি ফুল হে
র আছে মোর হাথে.। তাক নেহ তোর মনের সোআথে॥ ২॥ বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝিআরী.। ফুল চুরী বাদ আ
হ্মে সহিতেঁ না পারী॥ না দেখিল না শুণিল বোলহ উত্তর।[১] তোহ্মাতে আধিক আর নাহিঁক নাগর॥ ৩॥ মিছা কেহ্নে বো

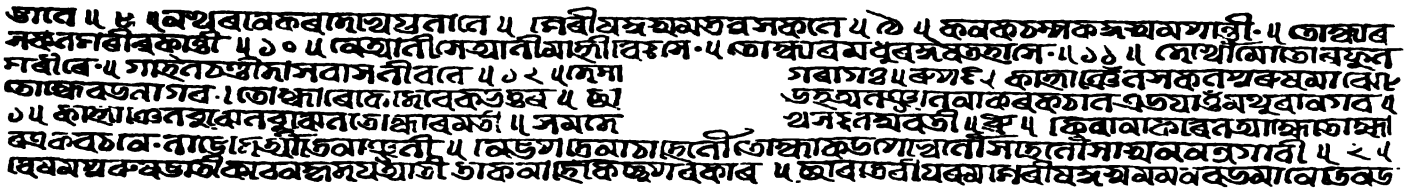
১. 'ক' লিখে তাকে দাঁড়িতে রূপান্তরিত করা হয়েছে।



১২৫খ

ল এবেঁ সুন্দর মুরারী.। তোর ফুল তুলী নৈল সব গোপনারী॥ ছাড়হ নিলজ কাহ্ন কপট বচন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ
॥ ৪॥ পাহাড়ীআ রাগঃ॥ ক্রীড়া॥ দণ্ডকঃ॥ বৃন্দাবনীয়প্রসবপ্রকণ্ঠপ্তাং[১] পশ্যামি রাধে ভবতীং পুরস্তাৎ.। বিশ্রাণয় ত্বং কুসুমা
স্ব[২]বামে[৩]বামেথবামোদবিধায়ি দেহং॥ তমাল কুসুম চিকুরগণে॥ নীল কুরুবক তোর নয়নে॥ ১॥ সু
পুট নাসা তিলফুলে.॥ দেখি তোর গণ্ডযুগ মহুলে॥ ২॥ আধর সুরঙ্গ বান্ধুলী ফুলে॥ কণ্ণুযুগ[৪]
তোর এ বগহলে.॥ ৩॥ মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে॥ সুস্তরী[৫]কুসুম তোর বসনে.॥ ৪॥ ভুজযুগ হেম যূ ১২৫
থিকা মালে.॥ আশোকতবক করযুগলে॥ ৫॥ মুকুলিত থলকমল তনে.॥ রোমরাজী তাত আতয়ীগণে॥ ৬॥
গভীর নাভী নাগেশর ফুলে.॥ কনক কেতকী জংঘযুগলে॥ ৭॥ চরণকমল থলকমলে.॥ আঙ্গুলী চম্পক কলিকা

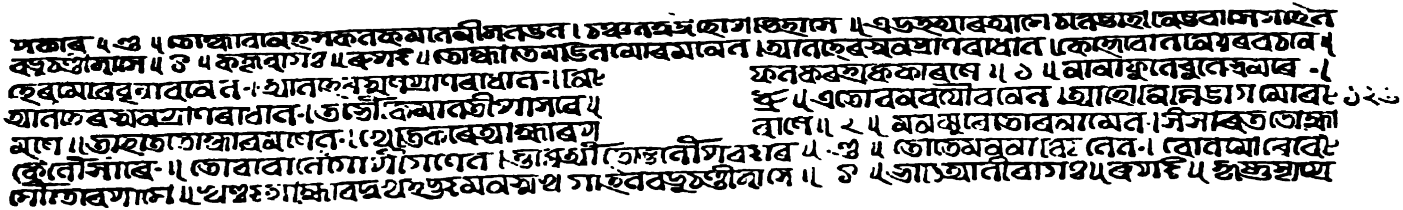
১. বসন্তরঞ্জন 'প্রকঃপ্তাং'। সম্ভবতঃ মুদ্রণ প্রমাদ।
২. পুথিতে 'কুসুমাস্বম' লিখে শেষের 'ম' বর্ণ কেটে দেওয়া হয়েছে।
৩. বসন্তরঞ্জন 'বাযে'।
৪. বসন্তরঞ্জন 'কণ্ণযুগ'।
৫. বসন্তরঞ্জন 'খস্তরী' (কস্তুরী এই অর্থে)।



১২৬ক

জালে ॥ ৮ ॥ নখরনিকর দেখি গুলালে ॥ শিরীষ কুসুম তনু সকলে ॥ ৯ ॥ কনক চম্পক কুসুমপান্তী. ॥ তোহ্মার সকল শরীরকান্তী ॥ ১০ ॥ নেআলী সেআলী মাহ্লী বিকসে. ॥ তোহ্মার মধুর ঈষত হাসে. ॥ ১১ ॥ দেখোঁ মো তোর ফুল শরীরে. ॥ গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১২ ॥ দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥ কাহ্নাঞিঁ ল সকল পুরুষ মাঝেঁ ৮ তোহ্মে বড় নাগর. । তোহ্মারে কে দিবেক উত্তর ॥ ছাড়হ অলঞ্জাল না কর কচাল এড় যাওঁ মথুরা নগর ॥ ১ ॥ কাহ্নাঞিঁ ল বুঝিল বুঝিল তোহ্মার মতী ॥ সম দেখ সকল যুবতী ॥ ধ্রু ॥ কিবা না করিল আহ্মে তোহ্মা র এক বচনে. লাজে দিআঁ তিনাঞ্জলী[১] ॥ নিজ পতি না চাহিলোঁ তোহ্মাক উপেখিলোঁ সহিলোঁ সাসু ননন্দ গালী ॥ ২ ॥ বিষম পুরুষ জাতী কঠিন হৃদয় আঁতী তাক নাহিঁ কিছু পরকার ॥ ছার তিরী যরম শিরীষ কুসুম মন বড় মানে তিন[২] উ

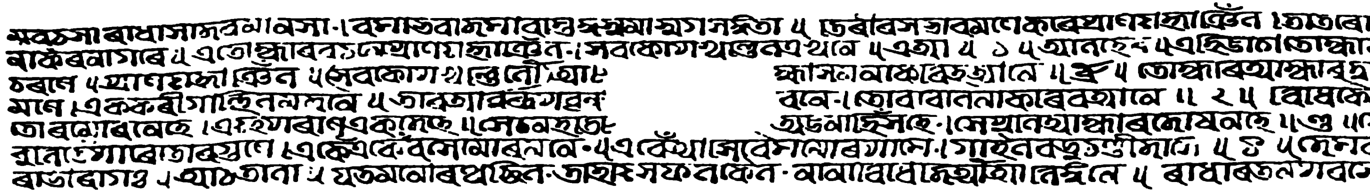
১. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'তিলাঞ্জলী'।
২. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'তিল'।



১২৬খ

পকার॥ ৩॥ তোহ্মার নেহ সকল কমলিনীদলজল। চঞ্চল দুঈহো পড়িহাসে॥ এড়হ আ(হ্মা)র[১] আশে চলি জাহা নিজ বাসে গাইল
বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ কহ্নুরাগঃ[২]॥ রুপকং॥ তোহ্মাতে মজিল মোর মনে ল। আল হের সুন প্রাণ রাধা ল। কেহ্নে বোল নিঠুর বচনে॥
হের মোর বৃন্দাবনে ল.। আল হের সুণ প্রাণ রাধা ল.। নিফল করহ কি কারণে॥ ১॥ নানা ফুলে বুলে ভ্রমরে.।
আল হের সুন প্রাণ রাধা ল.। তভোঁ কি মালতী পাসরে॥ ধ্রু॥ এ তোর নব যৌবনে ল.। আহোনিশি জাগ[৩] মোর ৮
মণে॥ তাহাত তোহ্মার মণে ল.। খেতি করে আহ্মার পরাণে॥ ২॥ মন ঝুরে তোর নামে ল.। সংসারত তোহ্মা ১২৬
কৈলোঁ সারে.॥ তোর বোলেঁ গোপীগণে ল। তুষিআঁ তেজিলোঁ পরকারে॥ ৩॥ তোতে মন না বিচলে ল.। বোল মোরে বৈ ৮
শোঁ তোর পাশে॥ খণ্ডুক আহ্মার দুখ হউক মন সুখ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ ভাঠিআলীরাগঃ॥ রুপকং॥ কৃষ্ণস্য প্রে

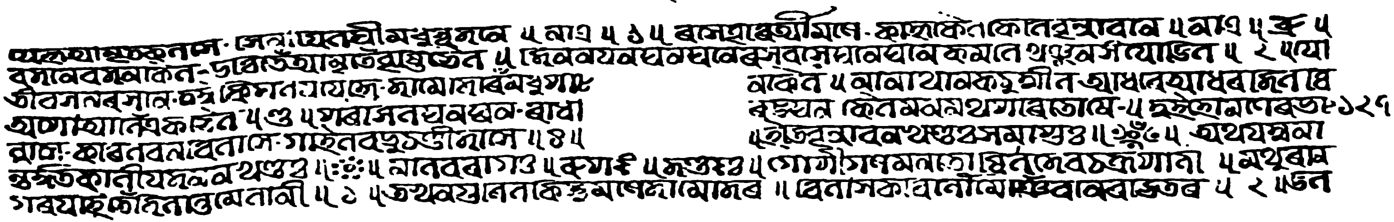
১. পুথিতে 'আর'। সঠিক পাঠ সম্ভবতঃ 'আহ্মার'। বসন্তবঞ্জন 'আহ্মার'।
২. বসন্তবঞ্জন 'কহ্নুরাগঃ'।
৩ বসন্তরঞ্জন 'জাগে'।



১২৭ক

মবচসা রাধা সাদরমানসা.। বশাভবাদশাবাশু[১] কুসুমাসুগসঙ্গতা॥ তিরীর সভাব মণে করে[২] প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল।[৩] তাত রোষ না কর নাগরে॥ এ তোহ্মার বচনে[২] প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল.।[৩] সব কোপ খণ্ডিল এখনে॥ এআ॥ ১॥ আল হের॥[৩] এহি জাগে তোহ্মার চরণে॥[৪] প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল॥[৫] আহ্মাসম না করিহ আনে॥ ধ্রুং॥ তোহ্মার আহ্মার দুঈ মণে। এক করী গাঢ়িল মদনে॥ তার আনুরূপ বৃন্দাবনে.। তোর বোল না করিব আনে॥ ২॥ বিধি কৈল তোর মোর নেহে। একই পরাণ এক দেহে॥ সে নেহ তিঅজ নাহিঁ সহে.। সে পুণি আহ্মার দোষ নহে॥ ৩॥ কে বুলিতেঁ পারে তোর গুণে। একেঁ একেঁ বসে মোর মনে.॥ এবেঁ আসি বৈশ মোর পাশে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ দেশ ব রাড়ী রাগঃ॥ আঠতালা॥ যত মনোরথ ছিল. তাহাক সফল কৈল. নানাবিধি দিআঁ আলিঙ্গনে॥ রাধার তন পরসে

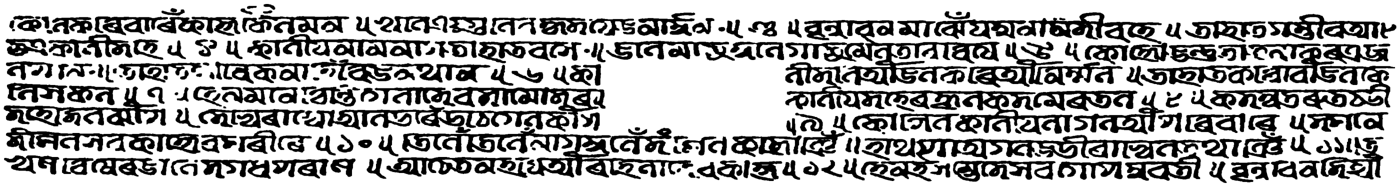
১. বসন্তরঞ্জন ‘বশাভবদশাবাশু’।
২. বসন্তরঞ্জন দাঁড়ি দিয়েছেন।
৩. বসন্তরঞ্জন এই দাঁড়ি দেননি।
৪. বসন্তরঞ্জন এখানে এক দাঁড়ি দিয়েছেন।
৫. এরপর ‘সবকোপ খণ্ডিলোঁ’ লিখে বন্ধনী দিয়ে বাদ দেওয়া হয়েছে।



১২৭খ

যেহ্ন আমৃত কলসে. সিনায়িল শ্রীমধুসূদনে ॥ নাএ ॥ ১ ॥ রসে হুরিআঁ মণে.[1] কাহ্ন কৈল কেলি বৃন্দাবনে ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
বদনে বদন কৈল.[2] উচিতেঁ আমৃতেঁ বৃষ্টি ভৈল ॥ দিল নয়ন ঘন ঘনে[3] রস বসে ঘনে ঘনে কমলে খঞ্জন সংযোজিল ॥ ২ ॥ যো
তী বসন রসনে.[4] দুঈ কিশলয় যেহ্নে. দামোদরেঁ মধু পান কৈল। নানা থানক চুম্বীল আধরে আধর দিল বি
অ পোআলে[5] এক ভৈল ॥ ৩ ॥ পরসিল ঘন ঘন. রাধার জঘন কৈল মনমথ পরিতোষে. ॥ দুইহো মণের উ ৮
ল্লাসে. করিল বনবিলাসে. গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ ইতি বৃন্দাবনখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ৠ ॥ অথ যমুনা ১২৭
ন্তর্গত[6] কালীয়দমন খণ্ডঃ ॥ ◌ ॥ মালবরাগঃ ॥ রুপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥ গোপীগণমন তোষিল দেব চক্রপাণী ॥ মথুরা ন
গর যাইতেঁ দিলান্ত মেলানী ॥ ১ ॥ তখন গুণিল কিছু মণে দামোদর। বিলাস করিলোঁ মোঞ বনের ভিতর ॥ ২ ॥ জল

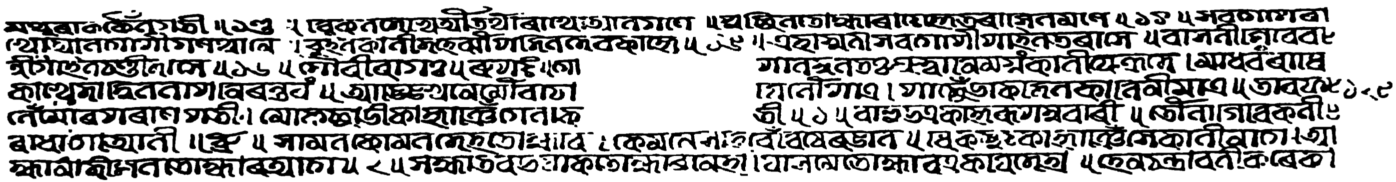
১ বসন্তরঞ্জন এখানে দাঁড়ি দিয়েছেন।
২. বসন্তরঞ্জন এবপব ··· ·· চিহ্ন দিয়ে কিছুটা পাঠ বাদ রয়েছে এমন বুঝিয়েছেন।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'দিন নয়ন নযনে'।
৪. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'যোডী রসন রসনে'।
৫. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'বিম্ব পোআলেঁ'।
৬. বসন্তবঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'অথ যমুনা(খণ্ডা)ন্তর্গত'।



১২৮ক

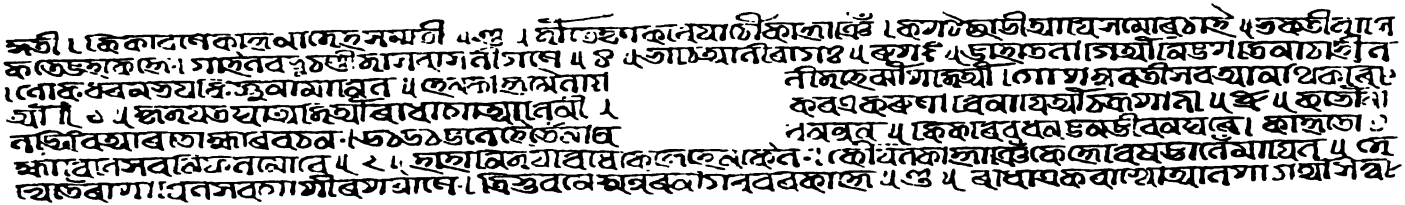
কেলি করিবারেঁ কাহ্ন কৈল মন ॥ খণে[১] এক গুণিল হৃদয়ে জনার্দ্দন. ॥ ৩ ॥ বৃন্দাবন মাঝেঁ যমুনা নদী বহে ॥ তাহাত গম্ভীর আ ৮
ছএ কালীদহে ॥ ৪ ॥ কালীয় নাম নাগ তাহাত বসে. ॥ জলে মাছ কুলে গাছ মৈল তার বিষে ॥ ৫ ॥ কোহ্নো জন্তু তাত না করএ জ
ল পান. ॥ তাহাত আধিক নাহিঁ বিজন থান ॥ ৬ ॥ কালী দলিআঁ জল করিআঁ নির্ম্মল ॥ তাহাত করিবোঁ জল কে
লি সকল ॥ ৭ ॥ হেন মনে চিন্তি গেলা দেব দামোদর ॥ কালীয়দহের কূল কদমের তল ॥ ৮ ॥ কদম্বতরুত চড়ী
দহে দিল ঝাঁপ ॥ দেখি রাখোআল ডরেঁ উঠি গেল কাঁপ ॥ ৯ ॥ কোপিল কালীয় ণাগ[২] লআঁ পরিবারে ॥ দশনে
দংশিল সব কাহ্নের শরীরে ॥ ১০ ॥ তিলেঁ তিলেঁ নাগকুলেঁ দংশিল কাহ্নাঞিঁ। হাথ পাঅ গল জড়ী রাখিল তথাঞিঁ ॥ ১১ ॥ ত
খণ বিষের জালে দগধ পরাণ ॥ অচেতন হয়িআঁ রহিলা দেব কাহ্ন ॥ ১২ ॥ হেনই সম্ভেদে সব গোপযুবতী ॥ বৃন্দাবন দিআঁ

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'খ(া) নি'।
২. বসন্তরঞ্জন 'লাগ' পড়েছেন এবং 'নাগ' সংশোধিত পাঠ দিয়েছেন।



১২৮খ

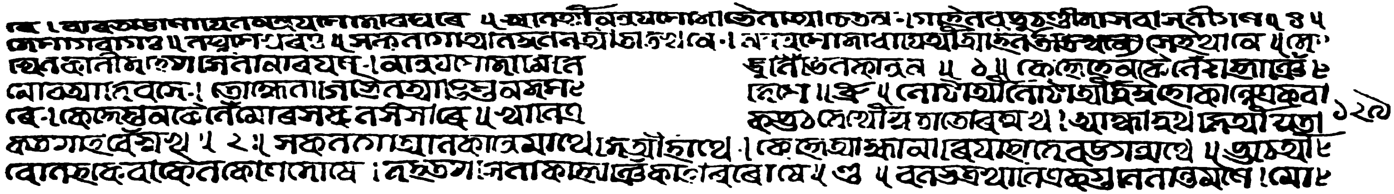
মথুরাক কৈল গতী॥ ১৩॥ বিকল দেখিআঁ তথা রাখোআল গণে। পুছিল তোহ্মারা কেহ্নে তরাসিল মণে॥ ১৪॥ সব গোপ রা
খোআল গোপীগণ থানে॥ বুইল কালীদহে ঝাঁপ দিল দেব কাহ্নে॥ ১৫॥ এহা সুণী সব গোপী পাইল তরাসে॥ বাসলী শিরে ব ৮
ন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ১৬॥ শৌরীরাগঃ॥ রূপকং॥ গোপালকুলতঃ শ্রুত্বা নিমগ্নং কালীয়ে হ্রদে। মাধবং রাধি
কা খেদাদ্বিললাপ নিরন্তরং॥ আজি জখনে মোঁ বাঢ়ায়িলোঁ পাএ। পাছেঁ ডাক দিল কালিনীমাএ॥ তার ফ ৮ ১২৮
লেঁ মোর পরাণপতী.। মোক ছাড়ী কাহ্নাঞিঁ গেলা কতী॥ ১॥ বাহুড় এ কাহ্নরূপ মুরারী॥ তোঁ লাগি বিকলী ৮
রাধা গোআলী॥ ধ্রু॥ সামল কোমল দেহ তোহ্মার। কেমনে সহিবেঁ বিষের জাল॥ ধিক ছুক কাহ্নাঞিঁ সে কালীনাগে.। আ
হ্মা না দংশিল তোহ্মার আগে॥ ২॥ সহ্মাত বড় যাক তোহ্মার নেহা। যা সমে তোহ্মার একয়ি দেহা॥ হেন চন্দ্রাবলী করে কা



১২৯ক

কুতী। কি কারণে কাহ্নু না দেহ সম্মতী॥ ৩॥ দাঁতে তৃণ করি যাচোঁ কাহ্নাঞিঁ। কপট ছাড়ী আয়িস মোর ঠাই॥ ভকতীদাসি
ক তেজহ কেহ্নে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥ ভাঠিআলীরাগঃ॥ রুপকং॥ জাহাত লাগিআঁ নিজ পতি না চাহীল
। লোকধরম ভয় কিছু না মানিল॥ হেন কাহ্নু মৈলা কালীদহে, ঝাঁপ দিআঁ। গোপযুবতী সব আনাথ করি ৮
আঁ॥ ১॥ হৃদয়ত ঘাঅ দিআঁ রাধা গোআলিনী। কবএ করুণা বিনায়িআঁ চক্রপাণী॥ ধ্রু॥ কভোঁ না
লঙ্ঘিব আর তোহ্মার বচন.। উঠ উঠ জলে হৈতেঁ নান্দের নন্দন॥ কি করিব ধনজন জীবন ঘরে। কাহ্নু তো ৮
হ্মা বিণি সব নিফল মোরে॥ ২॥ হা হা নিদয়া বিধি কেহ্নে হেন কৈল.। কোঁয়ল কাহ্নাঞিঁ কেহ্নে বিষজালেঁ মায়িল॥ দে
খিতেঁ রাপাইল[১] সব গোপীর পরাণে.। ত্রিভুবনে সুন্দর নাগর বর কাহ্নে॥ ৩॥ রাধা এক রাখোআল পাঠাআঁ সত্ব ৮

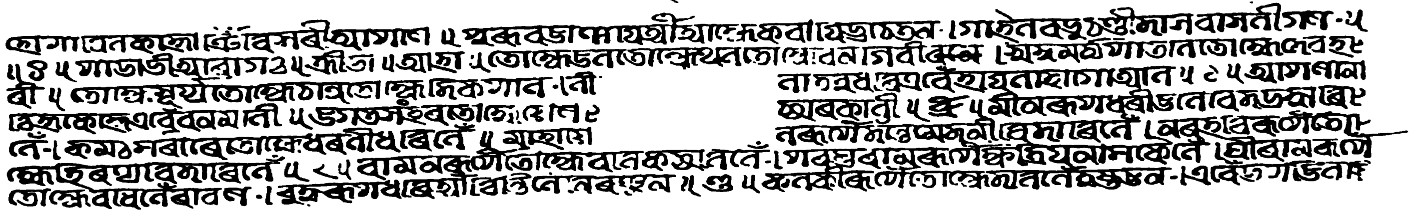
১ ব বাপায়িল।



১২৯খ

রে। বারতা জাণায়িল নন্দ যশোদার ঘরে॥ সুণিআঁ নন্দ যশোদা ভৈল আচেতন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥
দেশাগরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥ সকল গোআলকুল লআঁ ততিখনে.। নন্দ যশোদা ধায়িআঁ আইল সেই থানে[1]॥ দে ৮
খিল কালীদহে পসিলা নারয়ণ[2].। নান্দ যশোদা মিলি জুড়িল[3] কান্দন॥ ১॥ কেহ্নে হেন কৈলেঁ কাহ্নাঞিঁ ৮
মোর আদিবসে.। তোহ্মো লাগি ভৈল আজি শুন দশ দিশে॥ ধ্রু॥ লোটাআঁ লোটাআঁ দুঈহো কান্দে এক বা ১২৯
রে.। কেহ্নে শুন কৈলেঁ মোর সকল সংসারে॥ খাণিএক উঠ দেখোঁ পুতা তোর মুখ.। আহ্মা দুখ দিআঁ পুতা
কত পাইবেঁ সুখ॥ ২॥ সকল গোআল কান্দে মাথে দিআঁ হাথে.। কেহ্নে আহ্মা মারি যাহা দেব জগন্নাথে॥ উঠিআঁ ৮
বোলহ কেবা কৈল কোণ দোষে। দহত পসিলা কাহ্নাঞিঁ কাহার রোষে॥ ৩॥ বলভদ্র খালিএক গুণিলান্ত মণে.। মো ৮

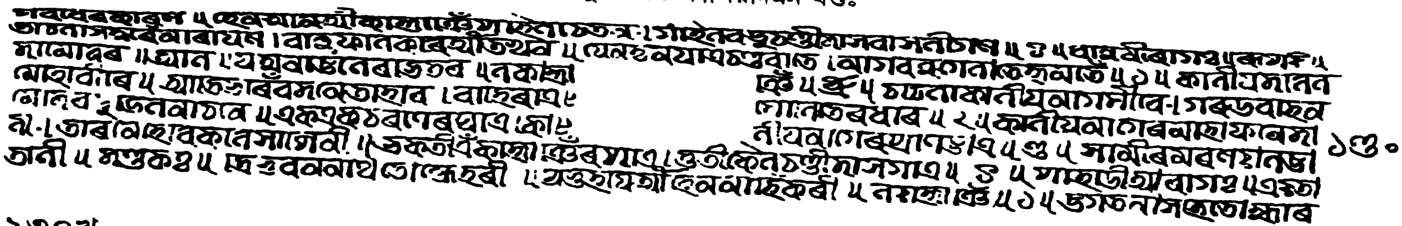
১. পুথিতে 'ততিখনে' লিখে কেটে দিয়ে 'সেই থানে' লেখা হয়েছে।
২. বসন্তরঞ্জনেব সংশোধিত পাঠ 'নারায়ণ'।
৩ 'জুলিড়িল' লিখে 'লি' কেটে দেওয়া হয়েছে।



১৩০ক

হো পায়িল কাহ্নাঞিঁ বিসবী আপণে॥ পুরূব জাণায়িআঁ আহ্মে করায়িউ চেতন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ পাহাড়ীআ[১]রাগঃ॥ ক্রীড়া॥ আহা॥ তোহ্মে জল তোহ্মে থল তোহ্মে বন গিরী[২]। স্বগ্ন মর্ত্য পাতাল তোহ্মে দেব হ ৮ রী॥ তোহ্মে সূর্য্য তোহ্মে চান্দ তোহ্মে দিকপাল.। লীলাতনু ধরি এবেঁ হয়িলাহা গোআল॥ ১॥ আপণা না চিহ্ন কেহ্নে এবেঁ বনমালী॥ জগত সংহর তোহ্মে কোণ ছাব কালী॥ ধ্রু॥ মীনরূপ ধরী জলে বেদ উদ্ধারি ৮ লেঁ.। কমঠশরীরে তোহ্মে ধরণী ধরিলেঁ॥ মাহাকোল রূপেঁ দন্তে[৩] মেদনী. বিদারিলেঁ[৪]। নরহরি রূপেঁ তো ৮ হ্মে হিরণ্য বিদারিলেঁ॥ ২॥ বামন রূপে তোহ্মে বলিক ছলিলেঁ.। পরশুরাম রূপেঁ ক্ষত্রিয় নাশ কৈলেঁ। শ্রীরাম রূপেঁ তোহ্মে বধিলেঁ রাবণ.। বুদ্ধ রূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন॥ ৩॥ কলকী রূপেতেঁ তোহ্মে দলিলেঁ দুষ্টজন.। এবেঁ উপজিলা কং

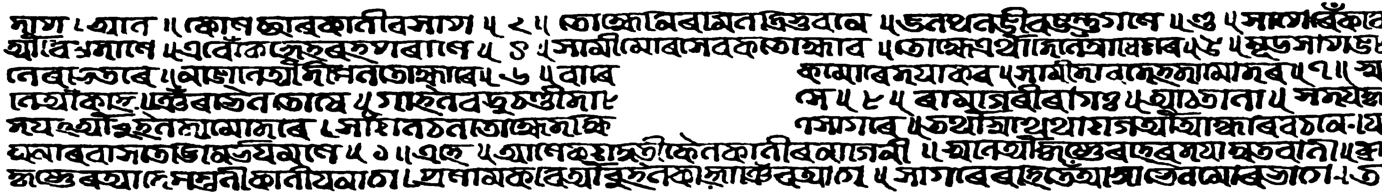
১ বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'পাহাড়ীআ'।
২. এর পব 'বনে' লিখে কেটে দেওয়া হযেছে।
৩. বসন্তরঞ্জন 'দন্তে'।
৪. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'তুলিলে'।



১৩০খ

শ বধের কারণ॥ হেন শুনিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাইল চেতন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥ ধানুষীরাগঃ॥ রূপকং॥
উঠিলা সত্বরেঁ নারায়ণ। বাহু ফাল করিআঁ তখন॥ যেন তৃন যাএ চণ্ড বাতে.। নাগবন্ধ গেলা তেহ্ন মতেঁ॥ ১॥ কালীয় দলিল
দামোদর॥ আল॥ যমুনাজলের ভিতর॥ ল কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥ চঢ়িলা কালীয়নাগশীরে.। গরুড়বাহন
মাহাবীরে[১]॥ আতি ভরেঁ বদনে তাহার। বাহিরাএ শোণিতের ধার॥ ২॥ কালীয় নাগের মাহাফনে দা
মোদর জুড়িল নাচনে॥ এক এক চরণের ঘাএ। কালীয় নাগের প্রাণ জাএ॥ ৩॥ সামীর মরণকাল জা
নী.। তার নেহে বিকলি সাপিনী॥ ভকতীএঁ কাহ্নাঞিঁর পাএ। তুতী কৈল চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥ পাহাড়ীআরাগঃ॥ একতা ১৩০
তালী[২]॥ দণ্ডকঃ॥ ত্রিভুবননাথ তোহ্মে হরী॥ প্রভু হয়িআঁ হেন নাহিঁ করী॥ ল কাহ্নাঞিঁ॥ ১॥ জগত না সহে তোহ্মার

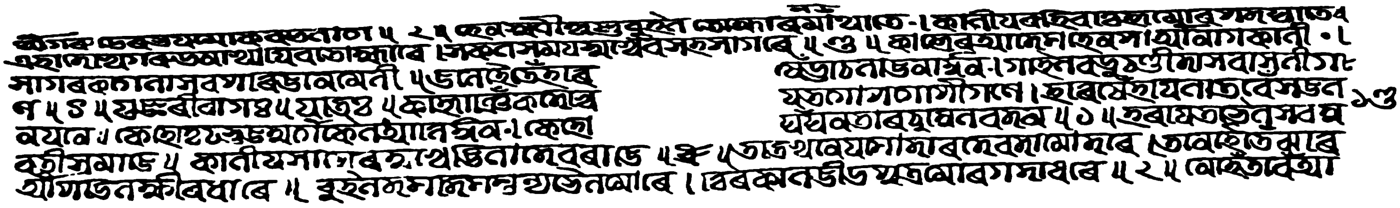
১. 'মোহাবীরে' লিখে 'ম'-এর সামনের এ-চিহ্ন কেটে দেওয়া হয়েছে।
২. পুথিতে 'একতাতালী'। বসন্তরঞ্জন 'একতালী'।



১৩১ক

দাপ। আল॥ কোণ ছার কালীর[১] সাপ॥ ২॥ তোহ্মে নিরমিল ত্রিভুবনে॥ জ়ল থল জীবজন্তুগণে॥ ৩॥ সাপেরেঁ করি
আঁ বিষ দাণে॥ এবেঁ কেহ্নে হরহ পরাণে॥ ৪॥ সামী মোর সেবক তোহ্মার। তোহ্মে এথাঁ দিলেঁ আধিকার॥ ৫॥ মূঢ় সাপ জ ৮
লের ভিতরে॥ না জাণিআঁ দংশিল তোহ্মারে॥ ৬॥ বারেক মোরে দয়া কর॥ সামী দান দেহ দ়ামোদর॥ ৭॥ সু
ণিআঁ কাহ্নাঞিঁর ভৈল তোষে॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৮॥ রাঁমগিরীরাগঃ॥ আঠতালা॥ সদয় হৃ
দয় হআঁ বুইল দামোদরে। সাঁকাল চল তোহ্মে দক্ষিণ সাগরে॥ তথাঁ সুখে থাক গিআঁ আহ্মার বচনে.। য
মুনার বাস তেজি নির্ভয় মণে॥ ১॥ এহে॥ আণেক কাকুতী কৈল কালীর নাগিনী॥ সুণিআঁ কৃষ্ণের হের দয়াযুত বাণী॥ ধ্রুং॥
কৃষ্ণের আদেশ শুণী কালীয় নাগে। প্রণাম করিআঁ বুইল কাহ্নাঞিঁর আগে॥ সাগরে রহিতেঁ আজ্ঞা ভৈল মোর ভাগে.। ত ৮

১. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'কালীয'। পুথিতে ষষ্ঠ লাইনেও 'কালীর নাগিনী' পাঠ রয়েছে।

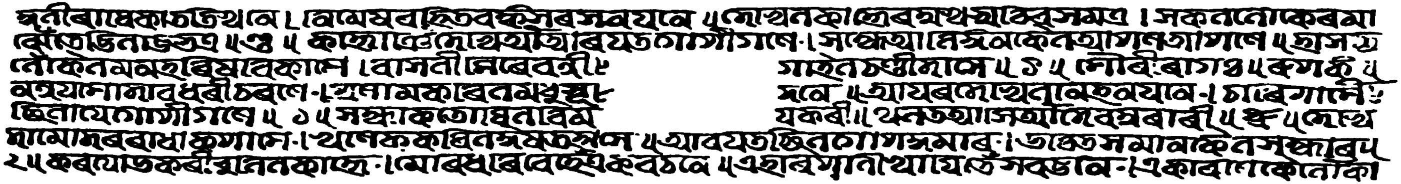


১৩১

১৩১খ

যাঁ গরুড়ের ভয় মোক বড় লাগে॥ ২॥ হেন সুণী কৃষ্ণ ৴ বুইল তোহ্মার মাথাতে.। কালীয় রহিব চিহ্ন মোর পদঘাতে॥ এহা দেখি গরুড় না খায়িব তোহ্মারে। সকল সময় সুখেঁ বসহ সাগরে॥ ৩॥ কাহ্নের আদেশ হেন পাআঁ নাগ কালী.। সাগরক গেলা সব পরিজনে মেলী॥ জল হৈতেঁ হরিষেঁ উঠিলা জনার্দ্দন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গ ৮ ণ॥ ৪॥ গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥ কাহ্নাঞিঁক দেখি যত গোপ গোপীগণে। হরিষেঁ হয়িলা তবেঁ সজল নয়নে॥ কেহো দৃঢ় ভুজযুগেঁ কৈল আলিঙ্গন.। কেহো ঘন[১] ঘন তার চুম্বিল বদন॥ ১॥ হরষিত ভৈল সব যু বতী সমাজে॥ কালীয় সাপের মুখে জিলা দেবরাজে॥ ধ্রু॥ ততিখনে যশোদার দেব দামোদরে। তনে হৈতেঁ ঝরি আঁ পড়িল ক্ষীরধারে॥ বুইল দশ দিশ শুন্য ভৈল মোরে। চিরকাল জীউ পুত্র মোর গদাধরে॥ ২॥ নেহেঁ তবেঁ আ

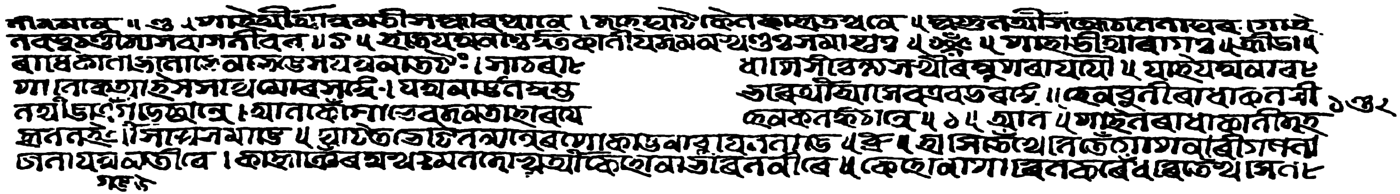
১. 'ঘন'-এর 'ন' তোলাপাঠে মার্জিনের উপবে নির্দেশসহ লিখিত।



১৩২ক

কুলী রাধিকা ততিখনে। নিমেষরহিত বঙ্ক সরস নয়নে॥ দেখিল কাহ্নের মুখ সুচির সমএ। সকল লোকের মা
ঝেঁ তেজি লাজ ভএ॥ ৩॥ কাহ্নাঞিঁ দেখিআঁ আর যত গোপীগণে.। সঙ্কে আলিঙ্গন কৈল আপণ আপণে॥ হাসছ
লেঁ কৈল মনহরিষ বিকাশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ শৌরীরাগঃ[১] ॥ রুপকং॥
নন্দ যশোদার ধরী চরণে.। প্রণাম করিল মধুসূদনে॥ আয়র দেখিল নেহনয়নে.। চারিপাশেঁ ৮
ছিলা যে গোপীগণে॥ ১॥ সম্ভাক তোষিল বিনয় করী॥ থলত আসিআঁ দেব মুরারী॥ ধ্রু॥ দেখি
দামোদর রাধাক পাশে.। খণে করিল ঈষত হাসে॥ আর যত ছিল গোপকুমার.। উচিত সমান কৈল সম্ভার॥
২॥ কর যোড় করী বুলিল কাহ্নে.। মোর ধরিবেহেঁ এক বচনে॥ এহার পাণী খায়িতেঁ সব জনে.। এ কারণে কৈলোঁ কা

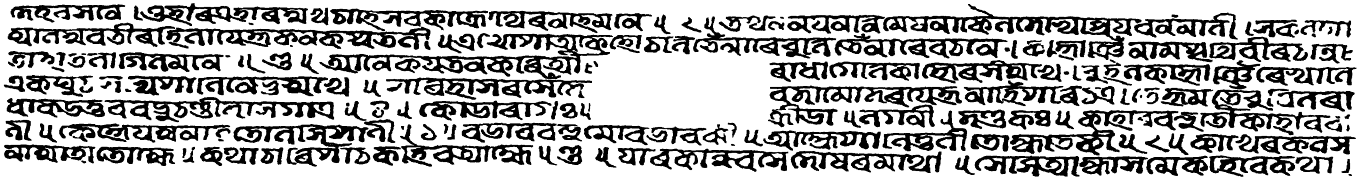
১. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'গৌবীবাগঃ'।



১৩২খ

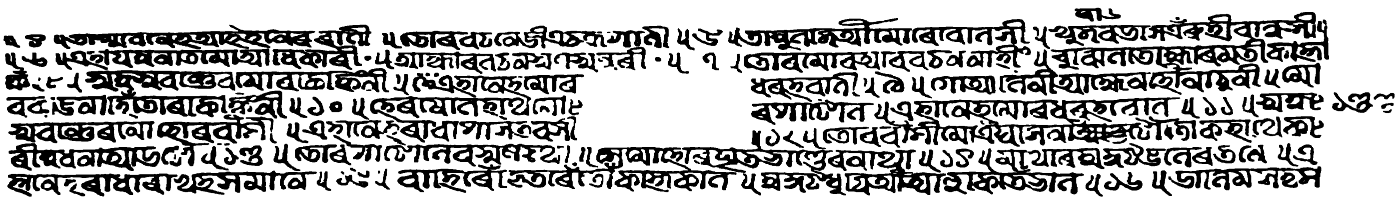
লী দমনে॥ ৩॥ পাইআঁ আনুমতী সন্মার থানে। দহে ঘাি কৈল কাহ্ন তখনে॥ কৃষ্ণ লআঁ সঙ্গে চলিলা ঘর.। গাই
ল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪॥ ইতি যমুনান্তর্গত কালীয়দমন খণ্ডঃ॥ ꧁ অথ যমুনাখণ্ডঃ ॥ পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥
রাধিকালাভলোভেন ভেজে স যমুনাতটং.। সা চ রাধাপি সংচিন্ত্য সখীরম্মুপরা যযৌ[1] ॥ যাই যমুনার ৮
পাণিকে আইস সখি মোর সঙ্গে.। যমুনা জলে[2] কুম্ভ ভরিআঁ আসিব এ বড় রঙ্গে॥ হেন বুলী রাধা কলসী ১৩২
লআঁ জাএঁ গজগড়ি[3] ছান্দে।. আলকেঁ শোভে বদন তাহার যেহেন কলঙ্ক চান্দে॥ ১॥ আল॥ পাইল রাধা কালীদহ
কূল লইআঁ সখি সমাজে॥ ঘাটত ভেটিল নান্দের পো কাজ না বুয়িল লাজে॥ ধ্রু॥ হাসিতেঁ খেলিতেঁ গোপ নারীগণ লা
গিলা যমুনাতীরে। কাহ্নাঞিঁর মুখ কমল দেখিআঁ কেহো না ভরিল নীরে॥ কেহো না পারিল করেঁ ধরিতেঁ খসিল ৮

১. বসন্তরঞ্জন 'যযৌ'।
২. 'জলে'-এর এ-কার মাত্রার উপরে তুলে লেখা হয়েছে।
৩. 'গজ' চিহ্ন-নির্দেশসহ মার্জিনেব নীচে লিখিত।



১৩৩ক

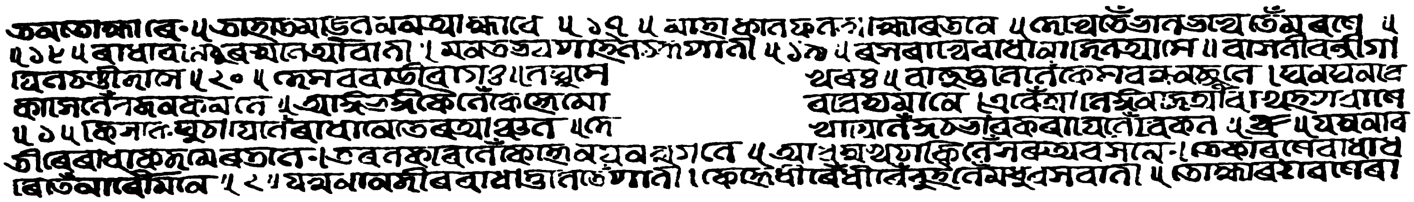
দেহ বসনে। ওহার এহার মুখ চাহে সব কাহ্ণো থির নহে মনে॥ ২॥ তখন নয়ন নিমেষ না কৈল দেখি প্রিয় বনমালী। সকল গো
আল যুবতী রহিলা যেহ্ন কনক পুতলী॥ এখো পাঅ কেহো চলিতেঁ নারে বুলিতেঁ নারে বচনে.। কাহ্নাঞিঁ নাম পৃথিবীর চান্দ ৮
তাহাত লাগিল মনে॥ ৩॥ আনেক যতন করিআঁ রাধা গেলি কাহ্নের সংমুখে.। বুইল কাহ্নাঞিঁরে খাণি
এক ঘুচ সখি পাণি নেউ সুখে॥ পরিহাস রসেঁ দেব দামোদর যেহ্ন নাহিঁ পরিচএ। তেহ্নমতেঁ বুয়িল রা
ধাক উত্তর বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥ কোড়ারাগঃ॥ ক্রীড়া॥ লগনী॥ দণ্ডকঃ॥ কাহার বহু তোঁ কাহার রা
ণী॥ কেহ্নে যমুনাত তোলসি পাণী॥ ১॥ বড়ার বহু মো বড়ার ঝী॥ আহ্মে পাণি তুলী তোহ্মাত কী॥ ২॥ কাখের কলস
নাম্বাঅ তোহ্মে॥ কথা চারি পাঁচ কহিব আহ্মে॥ ৩॥ যার কান্ধ বসে দোষর মাথা॥ সেসি আহ্মা সমে কহিবে কথা॥



১৩৩খ

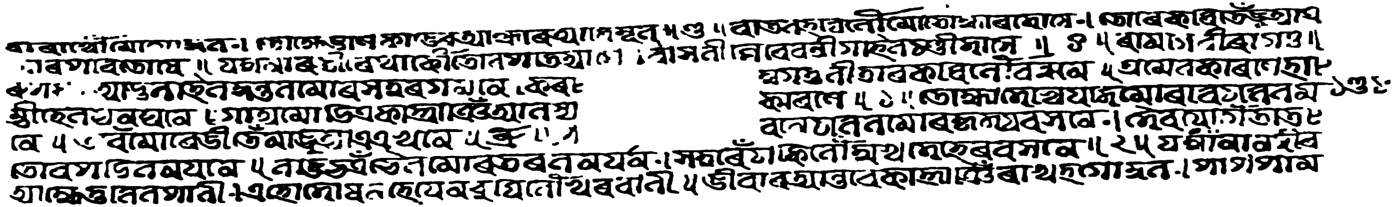
॥ ৪ ॥ তাম্বুলে[১] নেহ আইহনের রাণী॥ তোর বচনে জীএ চক্রপাণী॥ ৫॥ তাম্বুল দিআঁ মোরে[২] বোলসী॥ খুদ বড়সিএঁ রুহী বান্ধসী॥
॥ ৬॥ এহা যমুনাত মো আধিকারী.॥ আহ্মার বচন সুণ সুন্দরী.॥ ৭॥ তোর মোর আর বচন নাহীঁ॥ বুঝিল তোহ্মার মতী কাহ্ন
ঞিঁ॥ ৮॥ সুদ্ধ সুবন্নের মোর কিঙ্কিনী॥[৩] এহা নেহ মোর ধরহ বাণী॥ ৯॥ গোআলিনী আহ্মে নহোঁ নাচুনী॥ মো
র কাজ নাহিঁ তোর কিঙ্কিনী॥ ১০॥ হের ষোল হাথ মোর পাটোল॥ এহা নেহ মোর ধরহ বোল॥ ১১॥ সুদ্ধ ৮
সুবন্নের মোহোর বাঁশী॥ এহা নেহ রাধা পাসত বসী॥ ১২॥ তোর বাঁশী মোএঁ ঘসি না ঘাটোঁ[৪]। তাক হাথে ক ৮ ১৩৩
রী দুধ না আউটোঁ[৫]॥ ১৩॥ তোর পাটোলের সুণ কথা॥ সে মোহোর ঘৃত ভাণ্ডের নাথা॥ ১৪॥ মাথার মুকুট জলে রতনে॥ এ
হা নেহ রাধা রাখহ সমানে॥ ১৫॥ বাহিরেঁ ভিতরেঁ তোঁ কাহ্ন কাল॥ মুকুট ধুয়িআঁ আহুকিতেঁ ভাল॥ ১৬॥ ডালিম সদৃশ

১. বসন্তবঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'তাম্বুল'।
২ বসন্তরঞ্জন 'মোরে কি বোলসী'।
৩. 'হে' লিখতে গিয়ে কেটে দিয়ে 'এহা' লেখা হয়েছে।
৪. 'আঁউটোঁ' লিখে 'আঁউ' কেটে দিয়ে উপবের মার্জিনে নির্দেশসহ 'ঘা' লেখা হয়েছে।
৫. বসন্তরঞ্জন 'আউটো'।



১৩৪ক

তন তোহ্মারে.॥ তাহাত মজিল মন আহ্মারে॥ ১৭॥ মাহাকাল ফল আহ্মার তনে॥ দেখিতেঁ ভাল ভখিতেঁ মরণে॥
॥ ১৮॥ রাধার নিঠুর সুণিআঁ বাণী.। মনত ভয় পাইল চক্রপাণী॥ ১৯॥ রস রাখে রাধা না দিল আশে॥ বাসলী বন্দী গা
য়িল চণ্ডীদাসে॥ ২০॥ দেশবরাড়ীরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥ বাহু তুলিলেঁ কেশ বন্ধন ছলে। ঘন ঘন বি
কাশিলেঁ বদন কমলে॥ আঙ্গভঙ্গ কৈলেঁ কেহ্নে মোর বিদ্যমানে'. এবেঁ আলিঙ্গন দিআঁ রাখহ পরাণে
॥ ১॥ কিসকে ঘুচায়িলেঁ রাধা নেতের আঞ্চল॥ দেখায়িলেঁ কুচভার করায়িলেঁ বিকল॥ ধ্রু॥ যমুনার
তীরে রাধা কদমের তলে.। তরল করিলেঁ কেহ্নে নয়নযুগলে॥ আধ মুখ ঢাকিলেঁ সরুঅ বসনে.। তেকারণে রাধা ধ
রিতেঁ নারোঁ মনে॥ ২॥ যমুনা নদীর রাধা তুলিতেঁ পাণী। কেহ্নে ধীরেঁ ধীরেঁ বুইলেঁ মধুরসবাণী॥ তোহ্মার কারণে রা

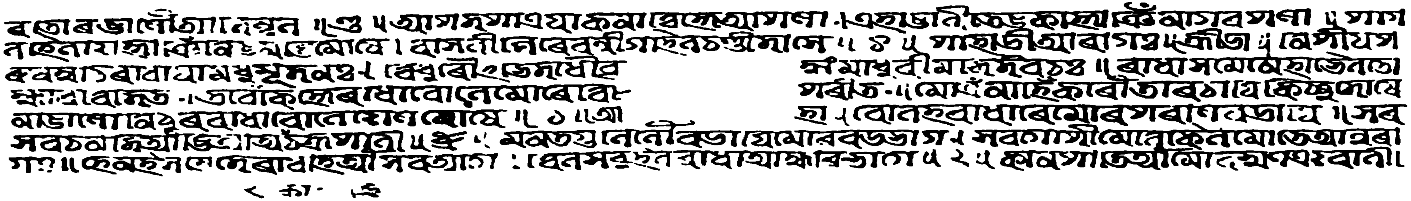


১৩৪খ

ধা রাখোঁ মো গোকুল.। তোহ্মে জাণ কাজের আহ্মার আদিমূল ॥ ৩ ॥ বাতল হয়িলোঁ মো তোহ্মার দোষে.। তোরে করিতেঁ জুআএ মোর পরিতোষে ॥ যমুনার তীরে থাকোঁ তোর পতিআশে।. বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ রামগিরীরাগঃ ॥ রুপকং ॥ আউলাইল কুন্তল মোর সত্বর গমনে। করযুগ তুলী তার করিলোঁ বন্ধনে ॥ শ্রমের কারণে হা ৮ স্তী হৈল ঘন ঘনে। গাঅ মোড়িএ কাহ্নাঞিঁ আলস্য কারণে ॥ ১ ॥ তোহ্মা দেখি যদি মোর বিচলিল ম নে ॥ তবেঁ মোরে জীতেঁ না জুআএ এখনে ॥ ধ্রু ॥ পবনে চলিল মোর হৃদয় বসনে.। দৈবযোগেঁ তাত ৮ তোর পড়িল নয়নে ॥ লাজ ভএঁ ভৈল মোর তরল নয়নে[১].। সত্বরেঁ ঢাকিলোঁ মুখ দেহের বসনে ॥ ২ ॥ যমুনা[২] নদীর আহ্মে তুলিল পাণী.। এহো দোষ নহে যেন বুয়িলোঁ খর বাণী ॥ জীবার আন্তরে কাহ্নাঞিঁ রাখহ গোকুল.। পাপ পাম ১৩৪

১. 'নয়নে'-এর এ-কার মাত্রার উপর তুলে লেখা হয়েছে।

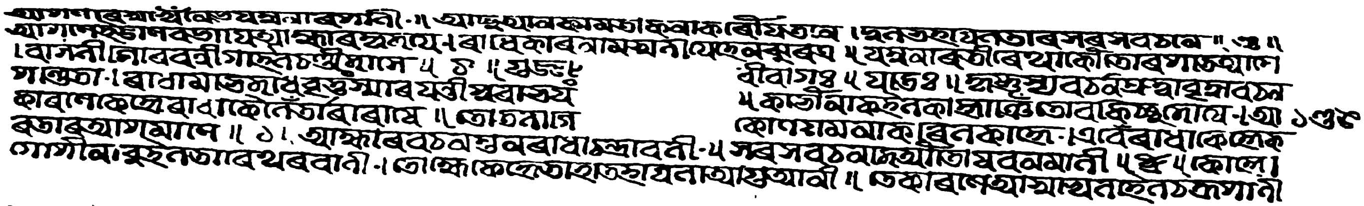
২. 'যমু' পর আ-কার দিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে।



১৩৫ক

র তোর জাণোঁ আদিমূল ॥ ৩ ॥ আপদ পাএ যাক্ না চিহ্নে আপণা.। এহা জাণী তেজ কাহ্নাঞিঁ নাগরপণা ॥ পাগ
ল হৈলা কাহ্নাঞিঁ নিজ মতিদোষে.। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ নিপীয় প
রুষম্বাচ[১] রাধায়া মধুসূদনঃ.। বিধুরৌহভিদধৌ[২] বৃদ্ধং মাধুরীমদিদং বচঃ। রাধা সমে নেহা ভৈল তো
হ্মার বিদিত.। তবেঁ কেহ্নে রাধা বোলে মোরে বিপরীত.॥ মোঁএঁ নাহি করোঁ তার ঠাঁয়ি কিছু দোষে[৩]
না জাণো নিঠুর রাধা বোলে কোণ রোষে[৪] ॥ ১ ॥ আহা ॥ বোলহ রাধারে মোর পরাণ বড়ায়ি ॥ সর
স বচন দিআঁ জিআঅ কাহ্নাঞিঁ[৫] চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥ মনত গুণিলোঁ বড়ায়ি মোর বড় ভাগ.। সব গোপী মেলি কৈল মোতে আনুরা
গঃ[৬] ॥ হেনই সম্ভেদে রাধা হআঁ সব আগে.। বিলস বুইল রাধা আহ্মার ভাগে ॥ ২ ॥ কান পাতিআঁ মোর সুণ এক বাণী।

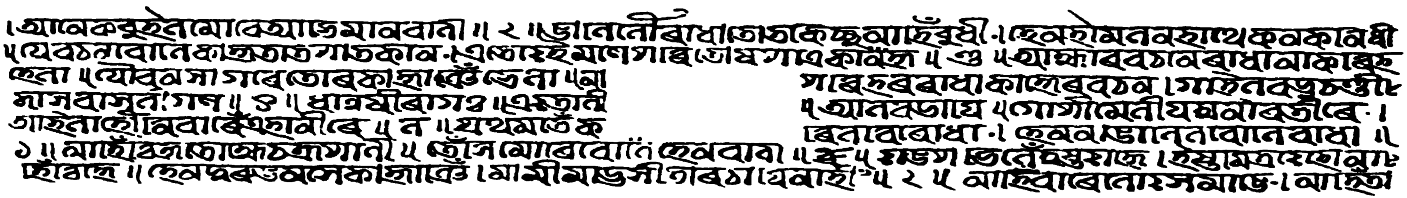
১. বসন্তরঞ্জন 'পরুষাং বাচং'।
২. বসন্তরঞ্জন 'বিধুরোহভিদধৌ'।
৩. বসন্তরঞ্জন এরপর প্রত্যাশিত দাঁড়ি চিহ্ন বসিয়েছেন।
৪ 'দোষে' লিখে 'দো'কে 'বো' করা হয়েছে।
৫ মার্জিনের নীচে চিহ্ন নির্দেশসহ 'কাহ্নাঞিঁ' লেখা হয়েছে, কিন্তু 'চক্রপাণী' কাটা হয়নি। বসন্তরঞ্জন সঙ্গতভাবেই 'চক্রপাণী' শব্দটি বাদ দিয়েছেন।
৬ বসন্তরঞ্জন 'আনুরাগ'।



১৩৫খ

আপনার সুখেঁ নেউ যমুনার পাণী.॥ আছু আন কাম তাক না করোঁ যতনে। দুলভ হয়িল তার সরস বচনে॥ ৩॥
আপণেই জাণ বড়ায়ি আহ্মার হৃদয়ে.। রাধিকার নাম সুণী যেহেন ঝুরএ॥ যমুনার তীরে থাকোঁ তোর[১] পতিআশে
। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা বৃদ্ধা বচন
পণ্ডিতা.। রাধামভিদধে বৃত্তং স্মারয়ন্তী পুরাভয়ং॥ কভোঁ না কইল কাহ্নাঞিঁ তোর কিছু দোষে.। আ
কারণে কেহ্নে রাধা কৈলেঁ তারে[২] রোষে॥ তোত লাগি কোণ কাম না করিল কাহ্নে.। এবেঁ রাধা কেহ্নে ক ১৩৫
র তার আপমাণে॥ ১॥ আহ্মার বচন শুন রাধা চন্দ্রাবলী.॥ সরস বচন দিআঁ তোষ বনমালী॥ ধ্রু॥ কোহ্নো
গোপী না বুইল তারে খর বাণী.। তোহ্মে কেহ্নে তাহাত হয়িলা আগুআনী॥ তে কারণে আসুখিল হৈল চক্রপাণী

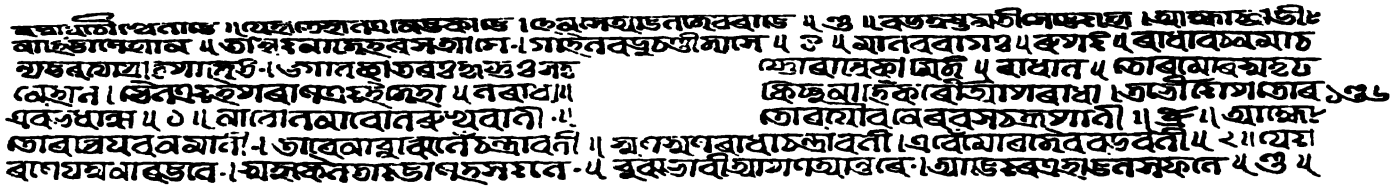
১. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'তার'।
২ 'তারে'-এর এ-কার মাত্রার উপরে লিখিত।



১৩৬ক

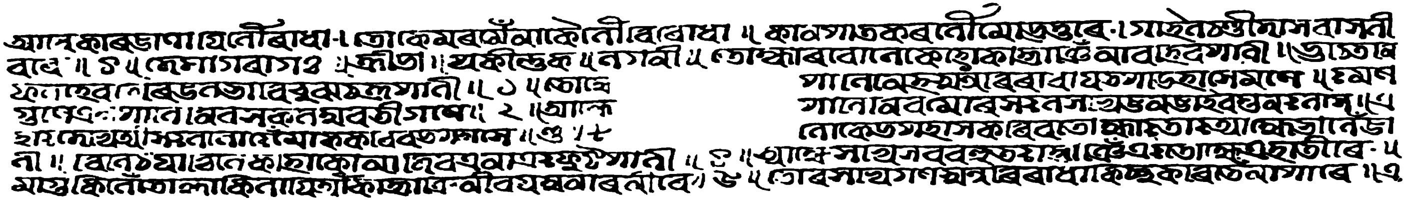
। আনেক বুইল মোরে আভিমানবাণী॥ ২॥ জাণিলোঁ রাধা তোত কিছু নাহিঁ বুধী.। হেনই মিলন হাথে কনক নিধী
॥ যে বচন বোলে কাহ্ন তাত পাত কান.। এতেকেই মণে পরিতোষ পাএ কাহ্ন১॥ ৩॥ আহ্মার বচনে রাধা না করিহ
হেলা॥ যৌবনসাগরে তোর কাহ্নাঞিঁ ভেলা॥ না পরিহর রাধা কাহ্নের বচন। গাইল বড়ু চণ্ডী ৮
দাস বাসলীগণ॥ ৪॥ ধানুষীরাগঃ॥ একতালী॥ আল বড়ায়ি॥ গোপী মেলী যমুনার তীরে.।
আইলাহোঁ নিবারেঁ এহা নীরে॥ ল॥ প্রথম তেঁ করিল বিরোধা.। হেন না জাণিল বোলে রাধা॥
১॥ নাহিঁ চিহ্ন তোহ্মে চক্রপাণী॥ তেঁসি মোরে বোল২ হেন বাণী॥ ধ্রু॥ কাজ পড়িলেঁ দুষ্ট কাহ্নে। ইষ্ট মিত্র কেহো না ৮
হিঁ চিহ্নে॥ হেন দুরুজন সে কাহ্নাঞিঁ। মামী মাউসী তার ঠায়ি নাহিঁ॥ ২॥ নাহিঁ বারে লোক সমাজে.। নাহিঁ তা

১. 'কানহ্ন' লিখে মাঝের 'ন' বর্ণটি কেটে দেওয়া হয়েছে।
২. 'বোলে' লিখে 'ল'-এর এ-কার কেটে দেওয়া হয়েছে।



১৩৬খ

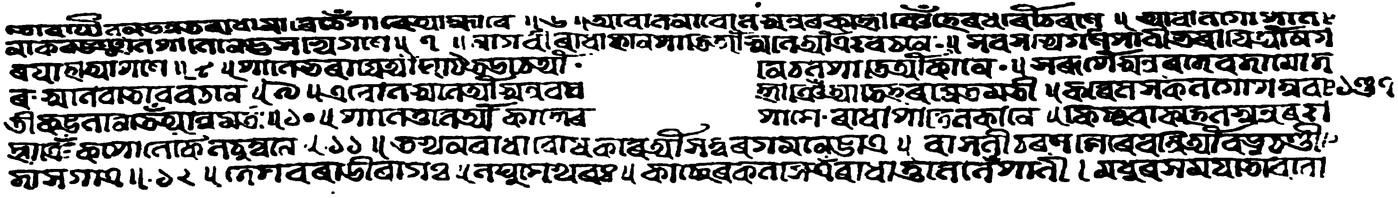
র দুয়ি চৌখে লাজে॥ যেহ্ন তেহ্ন লএ নিজ কাজে। :হেন সে আজল দেবরাজে॥ ৩॥ বড় দুষ্টমতী সে জে কাহ্ন। আহ্মা ছাড়ী ৮
নাহিঁ জাণে আন॥ তাহাক না দিহ রস আশে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ মালবরাগঃ॥ রূপকং॥ রাধাবচনমাচ
ম্য জরত্যা প্রতিপাদিতং.। জগাদ কাতরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥ রাধা ল॥ তোর মোর সুদৃঢ়
নেহা ল। ভৈল একই পরাণ একই দেহা॥ ল রাধা॥ কিছু নাহিঁ করোঁ আপরাধা। তভোঁ কোপ তোর ১৩৬
এ বড় ধান্ধা॥ ১॥ না বোল না বোল রুখ বাণী.॥ তোর যৌবনের বস চক্রপাণী॥ ধ্রু॥ আহ্মে ৮
তোর প্রিয় বনমালী.। তারে না বুঝিলেঁ চন্দ্রাবলী॥ সুণ সুণ রাধা চন্দ্রাবলী। এবেঁ মোর দৈব বড় বলী॥ ২॥ যে কা
রণে যমুনার জলে.। সুদ্ধ কৈল তাক জাণহ সকলে.॥ বুঝ ভাবী আপণ আন্তরে.। আজি কর এহা জল সফলে॥ ৩॥



১৩৭ক

আধিকার জাণায়িলোঁ রাধা.। তোকে মরমেঁ না কৈলোঁ বিরোধা॥ কান পাত করলোঁ[১] মো উত্তরে.। গাইল চণ্ডীদাস বাসলী বরে॥ ৪॥ দেশাগরাগঃ॥ ক্রীড়া॥ প্রকীর্ণক॥ লগনী॥ তোহ্মার বোলে কেহো কাহ্নাঞিঁ না বহিব পাণী॥ উচিত নি ফল হৈব তোর জল ভাবি বুঝ চক্রপাণী॥ ১॥ তোহ্মে পাণি নেহ সুন্দরি রাধা যত পড়িহাসে মণে॥ কমণ গুণে এহা পাণি নিব সকল যুবতীগণে॥ ২॥ আহ্মে পাণি নিব মোর সকল সখিজন জাইব শুন কলসে॥ এ হাক দেখিআঁ সকল লোকেঁ মোক করিব উপহাসে॥ ৩॥ লোকে উপহাস করিব তোহ্মাক তাক আহ্মে ভালেঁ জা নী॥ বিনি যাচিলেঁ[২] কাহাকো না দিব এনা এক ফুট পাণী॥ ৪॥ আহ্মে সখি সব বহুত কাহ্নাঞিঁ এক তোহ্মে এহা তীরে.॥ মাগুকিলেঁ তোহ্মা কিলায়িআঁ কাহ্নাঞিঁ নীব যমুনার নীরে॥ ৫॥ তোর সখিগণ সুন্দরি রাধা কিছু করিতেঁ না পারে॥ এ

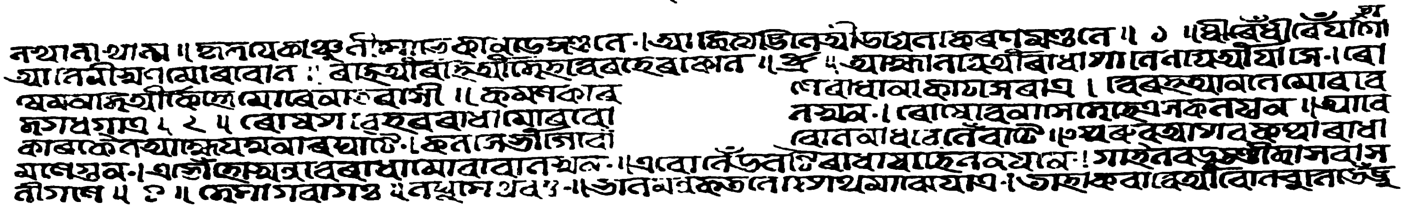
১. পুথিতে 'করলোঁ'। বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'করিলোঁ'।
২. 'চ যাচিলেঁ' লিখে প্রথম 'চ' কেটে দেওয়া হয়েছে।



১৩৭খ

তোর যৌবন উন্নত রাধা মারিতেঁ পারে আহ্মারে ॥ ৬ ॥ অবোল না বোল সুন্দর কাহ্নাঞিঁ হের ধরোঁ চরণে ॥ আবাল গোপাল ৮
না কর জঞ্জাল পাণি নেউ সখিগণে ॥ ৭ ॥ নাগরী রাধা কান পাতিআঁ সুণিআঁ এক বচনে. ॥ সব সখিগণে[১] পাণী ভরায়িআঁ নগ
র যাহা আপণে ॥ ৮ ॥ পাণি ভরায়িআঁ ঘাটত উঠিআঁ নিচল পাতিআঁ কানে. ॥ সরূপেঁ সুন্দর দেব দামোদ
র. সুণিব তোর বচনে ॥ ৯ ॥ এ বোল সুণিআঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ আতি হরষিত মতী ॥ করিল সকল গোপ যুব ৮ ১৩৭
তীক জল নিতেঁ আনুমতী. ॥ ১০ ॥ পাণি তুলিআঁ কাহ্নের পাশে রাধা পাতিল কানে ॥ কিছু বা কহিল[২] সুন্দর কা
হ্নাঞিঁ কপোলে কৈল চুম্বনে ॥ ১১ ॥ তখন রাধা রোষ করিআঁ সত্বর গমনে জাএ ॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ বড়ু চণ্ডী ৮
দাস গাএ ॥ ১২ ॥ দেশবরাড়ী রাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ কাহ্নের কলসিএঁ রাধা তুলিলেঁ পাণী। মধু রসময় তোর বো

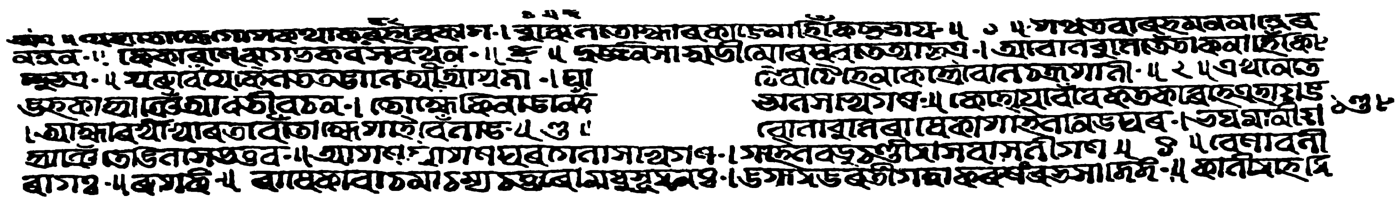
১. 'সখিগণে'-এর এ-কার মাত্রার উপরে তুলে লিখিত হয়েছে।
২. বসন্তরঞ্জন 'কিছু না কহিল'। 'কিছু বা কাহিল' সঠিক পাঠ মনে হয।



১৩৮ক

ল খাণী খাণী॥ হৃদয়ে কাধুলী শোভে কানড়ে কুণ্ডলে.। আদিত্য জিণিআঁ উয়িল কিরণ মণ্ডলে॥ ১ ॥ ধীরেঁ যাহা গো[1]
আলিনী সুণ মোর বোল॥ রহিআঁ রহিআঁ দেহ বিরহের কোল॥ ধ্রু॥ আহ্মা লয়িআঁ[2] রাধা পাণি লয়িআঁ যাসি·। রো
ষে মন দিআঁ কেহ্নে মোরে না তরাসী॥ কমণ কারণে রাধা না কাঢসি রাএ। বিরহ আনলে মোর বি
দগধ গাএ॥ ২॥ রোষ পরিহর রাধা মোর বোল সুন.। রোষে বিনাসে দেহে এ সকল গুন॥ আধি
কার কৈল[3] আহ্মে যমুনার ঘাটে.। কলসি ভাঁগিবোঁ বোল না ধরিলেঁ বাটে॥৩[4] পুরুব আপর কথা বাধা
মণে গুন.। এভোঁহো সুন্দরি রাধা মোর বোল সুন.॥ এ বোলেঁ উলটি রাধা চাহিল নয়নে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাস
লী গণে॥ ৪ ॥ দেশাগরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ.॥ ভাল মন্দ কত লোক পথ মাঝ যাএ.। তাহাক বারিআঁ বোল বুলিতেঁ জু

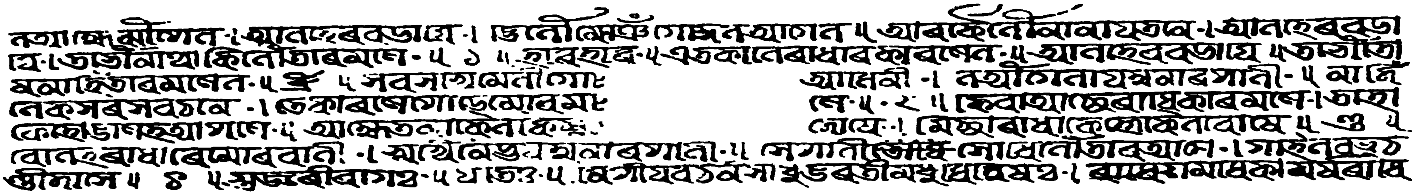
১. ‘ধীরেঁ ধীরে যাগো’ লিখে প্রথম ‘ধীরেঁ’ কেটে দেওয়া হয়েছে এবং চিহ্ন দিয়ে মাত্রার উপবে ‘হা’ বর্ণটি লেখা হয়েছে।
২. বসন্তরঞ্জনেব সংশোধিত পাঠ ‘লজ্জিআঁ’।
৩. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ ‘লৈল’।
৪. লিপিকর সম্ভবত শ্লোকসংখ্যা লিখতে প্রথমে ভুলে গিয়েছিলেন। পবে ছোট কবে লিখেছেন।



১৩৮খ

আএ॥ যেহ্ন তোহ্মে গোপ কথা করহ বিকাশ.। বুঝিল তোহ্মার কাজে নাহিঁ কিছু ভাষ.॥ ১॥ পথত বারহ মন নান্দের
নন্দন.॥ কি কারণে ঝগড় করহ[1] সব খন.॥ ধ্রু॥ দুর্জ্জন সাসুড়ী মোর ঘরতে আছএ.। অবোল বুলিতেঁ তাক নাহিঁ কি ৮
ছু ভএ.॥ পুরুবেঁ যে কৈল তত জাণিআঁ আপুণী.। ঘাটে বাটে হেন কেহ্নে বোল চক্রপাণী.॥ ২॥ এখনে তে
জহ কাহ্নাঞিঁ আরতী বচন.। তোহ্মে কি না জানহ মন্দ[2] ভাল সখিগণ.॥ কেহো যবেঁ বেকত করিহে এহা কাজ
। আহ্মার খাঁখার তবেঁ তোহ্মে পাইবেঁ লাজ॥ ৩॥ বোলাবুলি রাধিকা পাইল নিজ ঘর.। ভয় মানী কা ১৩৮
হ্নাঞিঁ তেজিল সে উত্তর.॥ আপণ আপণ ঘর গেলা সখিগণ.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥ বেণাবলী[3]
রাগঃ॥ রূপকং.॥ রাধিকাবাচমাচম্য চতুরো মধুসূদনঃ.। জগাদ জরতী[4] গত্বা করুণং রভসাদিদং.॥ কালীদহে দি

১ 'করহ'-এর 'হ' তোলাপাঠে মার্জিনের উপর চিহ্ন-নির্দেশ দিয়ে লেখা হয়েছে।
২ 'মন্দ' তোলাপাঠে মার্জিনের উপর চিহ্ন-নির্দেশসহ লেখা হয়েছে।
৩ পুথিতে 'বেণাবলী'। বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'বেলাবলী'।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'জরতীং'।



১৩৯ক

ল আহ্মে ঝাপে ল.। আল হেব বড়ায়ি.। জিলোঁ মোঞঁ গোকুল আগে[১] ল॥ আর কৈলোঁ নানা যতনে.। আল হের বড়া

য়ি.। তভোঁ না থাকিলোঁ তার মণে.॥ ১ ॥ হরি হরি.॥ এত কালে[২] রাধার কারণে ল.। আল হের বড়ায়ি॥ তভোঁ তো

ষ নাহিঁ তার মণে ল.॥ ধ্রু॥ সব সখি মেলী গোআলিনী.। লআঁ গেলা যমুনার পাণী.॥ না দি

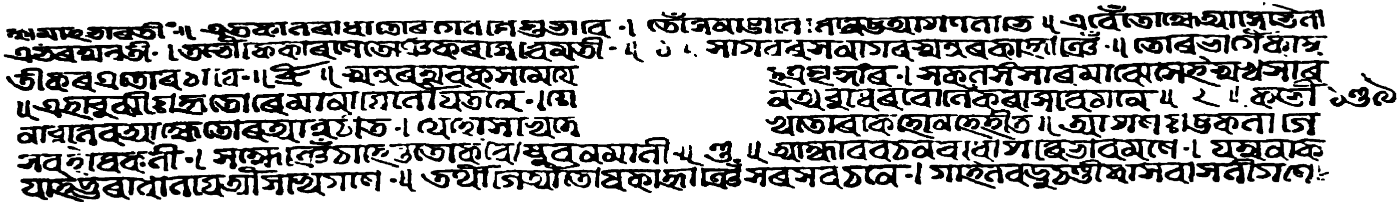
লেক সরস বচনে.। তেকারণে পোড়ে মোর মণে.॥ ২॥ কিবা আছে রাধিকার মণে.। তাহা

কেহো জাণহ আপণে.॥ আহ্মেত না কৈলা কিছু দোষে.। মিছা রাধা কেহ্নে কৈল রোষে॥ ৩॥

বোলহ রাধারে মোর বাণী.। সুখেঁ নেউ যমুনার পাণী.॥ সে পাণী[৩] সোধিলোঁ তার আশে.। গাইল বড়ু চ

ণ্ডীদাসে॥ ৪॥ গুজ্জরীরাগঃ.॥ যতিঃ.। নিপীয় বচনং সাধু জরতী মধুবিদ্বিষঃ.। রাধিকামধিকামর্ষ রাধি[৪]

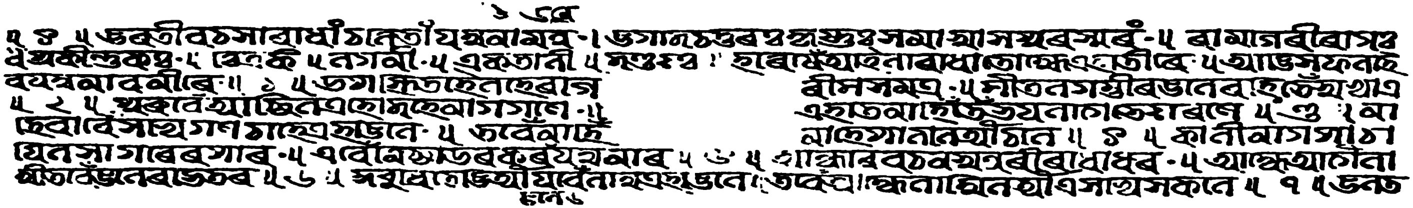
১. পুথিতে 'আগে'। বসন্তরঞ্জনেব সংশোধিত পাঠ 'ভাগে'। এই সংশোধন অনাবশ্যক মনে হয়।
২. পুথিতে 'এত কালে'। বসন্তবঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'এত কৈল'। এই সংশোধন যুক্তিসঙ্গত।
৩. এখানে 'তোষে' লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।
৪. বসন্তরঞ্জনেব পাঠ : 'বাধিকামধিকামর্ষাবাধি'।



১৩৯খ

কামাহ ভারতীং.॥ এতকাল রাধা তোর গেল শিশুভাবে.। তোঁসি না জাণিলি নিজ আপণ লাভে॥ এবেঁ তোহ্মে আসি ভৈলা
এ ভর যুবতী.। তভোঁ কি কারণে তোঞঁ করসি বিমতী.॥ ১॥ সাগর রস নাগর সুন্দর কাহ্নাঞিঁ.॥ তোর ভাগেঁ কাকু
তি করএ তোর ঠাঁয়ি.॥ ধ্রু॥ সুন্দর যুবক সমে যে হএ শৃঙ্গার.। সকল সংসার মাঝে সেই সুখ সার
॥ এহা বুঝী কাহ্ন তোরে মানায়িলোঁ যতনে.। কোন অবুধির বোলেঁ করসি বিমনে॥ ২॥ কভোঁ
না বুলিব আহ্মে তোর আনুচীত.। যেহো সখি দেখ তোর কেহো নহে হীত॥ আপণ কাজক লাগি ১৩৯
সবই বিকলী.। সহ্মেঞিঁ চাহেন্ত তোক বোষু[১] বনমালী॥ ৩॥ আহ্মার বচন রাধা পরিভাব মণে.। যমুনাক
যাইউ রাধা লয়িআঁ সখিগণে.॥ তথাঁ গিআঁ তোষ কাহ্নাঞিঁ সরস বচনে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ৪

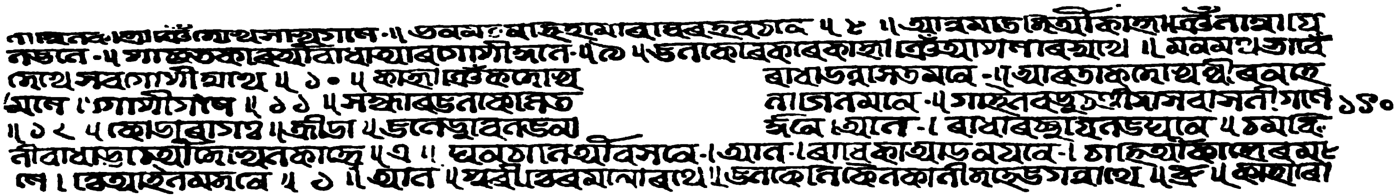
১. বসন্তবঞ্জনের পাঠ : 'বোষু'। বসন্তরঞ্জনেব পাঠ সঠিক মনে হয।



১৪০ক

॥ ৪ ॥ জরতী বচসা রাধাং চলিতাং যমুনামনু. । জগাদ চতুবঃ কৃষ্ণঃ সমাস্বাসপুরস্মরং[১]. ॥ রামগিরীরাগঃ
।[২] প্রকীন্নকঃ[৩]. ॥ চিত্রকং ॥ লগনী. ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥ হরিষেঁ আইলা রাধা তোহ্মে এহা তীরে. ॥ আজি সফল হৈ
ব যমুনার নীরে. ॥ ১ ॥ উপস্থিত হৈল হের গিরীশ সমএ ॥ শীতল গম্ভীর জলে রহিতেঁ সুখাএ
॥ ২ ॥ পুরুবেঁ আছিল এহো দহে নাগগণে. ॥ এহাত নাহিঁতেঁ ভয় লাগে তেকারণে ॥ ৩ ॥ না
হিবারেঁ সখিগণ চাহে এহা জলে. ॥ তবেঁ নাহিঁ ভরে[৪] নাহে পাণী লআঁ চলে ॥ ৪ ॥ কালীনাগ পাঠা
য়িল সাগরের পার. ॥ এবেঁ মিছা ডর কর জলে[৫] যমুনার ॥ ৫ ॥ আহ্মার বচন সুন্দরী রাধা ধর. ॥ আহ্মে আগেঁ গা
হ্বী[৬] তবেঁ জলের ভিতর ॥ ৬ ॥ কুবুধি তেজিআঁ যবেঁ গাহ্ব এহা জলে ॥ তবেঁ আহ্মে গাহ্বি লআঁ এ সখি সকলে ॥ ৭ ॥ জলত

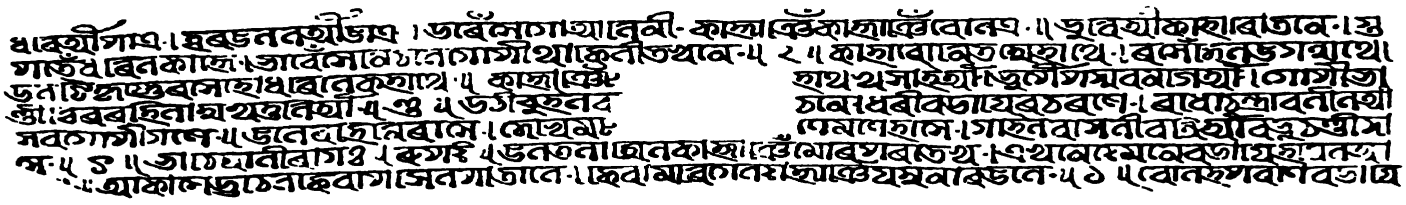
১. বসন্তরঞ্জন 'সমাশ্বাসপুরঃসরং'।
২. বিসর্গ লিখতে গিয়ে কেটে একদাঁড়ি করা হয়েছে। বসন্তরঞ্জন যথারীতি দুইদাঁড়ি দিয়েছেন।
৩. বসন্তরঞ্জন 'প্রকীর্ণক'।
৪. 'ভরে' চিহ্ন নির্দেশসহ তোলাপাঠে মার্জিনের উপরে লিখিত। বসন্তরঞ্জন বোধহয় ভুলক্রমে 'নাহে ভরে' পাঠ দিয়েছেন।
৫. 'জলে' চিহ্ননির্দেশসহ তোলাপাঠে মার্জিনের নীচে লিখিত।
৬. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'গাহ্বি'।



১৪০খ

গাম্বিল কাহ্নাঞিঁ দেখে সখিগণে.॥ উনমত নহিহ মোর বিরহ বচনে॥ ৮॥ আনুমতি দিআঁ কাহ্নাঞিঁ গাম্বায়ি
ল জলে.॥ পাছত করিআঁ রাধা আর গোপীকুলে.॥ ৯॥ জলকেরি[১] করে কাহ্নাঞিঁ আপণার সুখে॥ মনমথ ভাবেঁ
দেখে সব গোপী মুখে॥ ১০॥ কাহ্নাঞিঁক দেখি রাধা উল্লসিত মনে.॥ আর তাক দেখি থীর নহে
গোপীগণে[২]॥ ১১॥ সম্ধার জলকেলিত লাগিল মনে.॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে
॥ ১২॥ কোড়ারাগঃ॥ ক্রীড়া॥ জলে ডুবিল জনার্দ্দনে। আল.। রাধার ছুয়িল জঘনে॥ চমকি ১৪০
লী রাধা উঠিআঁ দেখিল কাহ্নে॥ এ॥ ঘন চালিআঁ বসনে.। আল.। রাধিকা আড় নয়নে.। চাহিআঁ কাহ্নের ম ৮
ণে।[৩] চিআইল মদনে॥ ১॥ আল॥ পুরী চির মনোরথে॥ জলকেলি কৈল কালীদহে জগন্নাথে॥ ধ্রু॥ কাহারো

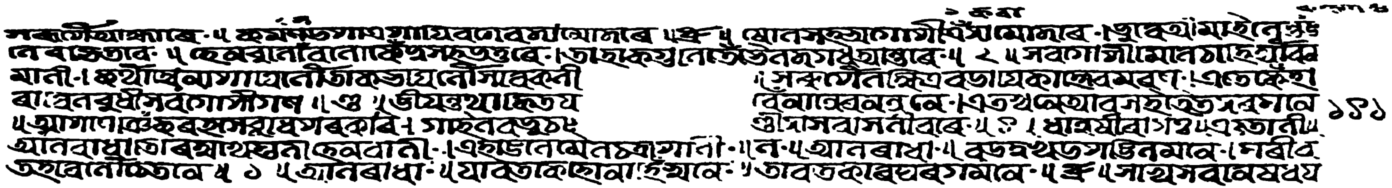
১. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'জলকেলি'। এটিই সঠিক পাঠ।
২. 'মণে' লিখে বন্ধনীভুক্ত করে 'গোপীগণে' লেখা হয়েছে।
৩. বসন্তরঞ্জন এই দাঁড়িচিহ্ন দেননি।



১৪১ক

ধরিআঁ পাএ.। দূর জল লআঁ জাএঁ.। ডরে সে গোআলিনী. কাহ্নাঞিঁ কাহ্নাঞিঁ বোলএ.॥ ডুবিআঁ কাহারো তনে.। গু
পতেঁ ধরিল কাহ্নে.। ভাবেঁ সে নিচলি[1] গোপী থাকিলী তখনে॥ ২॥ কাহারো নিতম্বে হাথে.। রসেঁ দিল জগন্নাথে।
উলটি কৃষ্ণের সেহো ধরিলেক হাথে.॥ কাহ্নাঞিঁ হাথ খসাইআঁ,। ডুপেঁ[2] পদ্মবন গিআঁ.। গোপী ভা
ঙ্গী চির রহিলা মুখ তুলিআঁ.॥ ৩॥ উঠী বুইল বচনে.। ধরী বড়ায়ির চরণে.। রাধা চন্দ্রাবলী লআঁ
সব গোপীগণে.॥ জলে রহি নিরাসে·। দেখি মণে মণে হাসে.। গাইল বাসলী বন্দিআঁ বড়ু চণ্ডীদা
সে.॥ ৪॥ ভাঠিয়ালীরাগঃ॥ রূপকং॥ জলত গাম্বিল কাহ্নাঞিঁ মোর পরতেখ.। এখনে কেমনে বড়ায়ি হয়িল আ
দেখ.॥ আকাশে উঠিল কিবা পসিল পাতালে.। কিবা মরি গেল কাহ্নাঞিঁ যমুনার জলে.॥ ১॥ বোলহ পরাণ বড়ায়ি

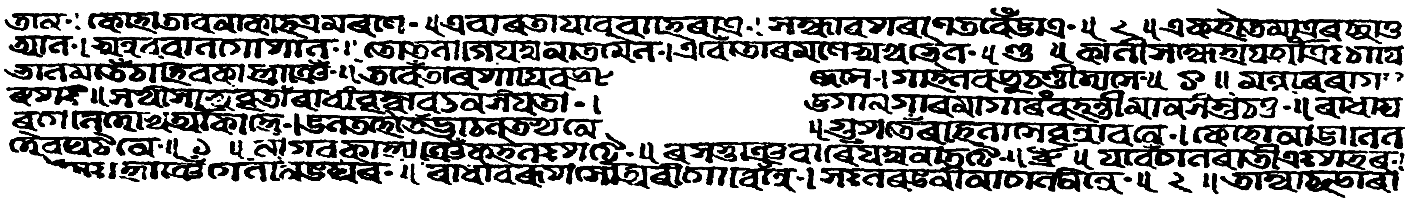
১. বসন্তরঞ্জন 'নিচলে'।
২. পুথির পাঠ 'ডুপেঁ'। বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'ডুবেঁ'। এটিই প্রকৃত পাঠ মনে হয়।



১৪১খ

সরূপেঁ আহ্মারে.॥ কমণ উপাএ পায়িব দেব দামোদরে॥ ধ্রু॥ যোল সহস্র গোপী একলা[১] দামোদরে.। ডুবিআঁ[২] মাইলেন্ত কাহ্নাঞিঁ জ
লের ভিতরে.॥ হেন বুলি সবে[৩] লোকেঁ দুসহ উত্তরে.। তাহাক শুণিতেঁ ভৈল দগধ আন্তরে.॥ ২॥ সব গোপী মেলি চাহিআঁ বন
মালী.। কথাহোঁ না পায়িলোঁ তাক ভয়িলোঁ স বিকলী॥ সরূপে লক্ষিএ বড়ায়ি কাহ্নের মরণ.। এতেকেঁ হা
রায়িল বুধী সব গোপীগণ॥ ৩॥ জীয়ন্ত থাকিত যবেঁ নান্দের নন্দনে.। এত খনে আবসই হৈত দরসনে ১৪১
॥ আপণেঞিঁ করহ সে বুধি পবকারে[৪].। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে.॥ ৪॥ ধানুষীরাগঃ॥ একতালী॥
আল রাধা[৫] তোর মুখে শুণী হেন বাণী.। এহা জলে মৈল চক্রপাণী.॥ ল.॥ আল রাধা.॥ বড় দুখ উপজিল মনে.। শরীর
ত হরিলোঁ চেতনে॥ ১॥ আল রাধা.॥ যাবত কেহো নাহিঁ সুনে.॥ তাবত করি ঘর গমনে.॥ ধ্রু॥ সখি সব নিযধ য

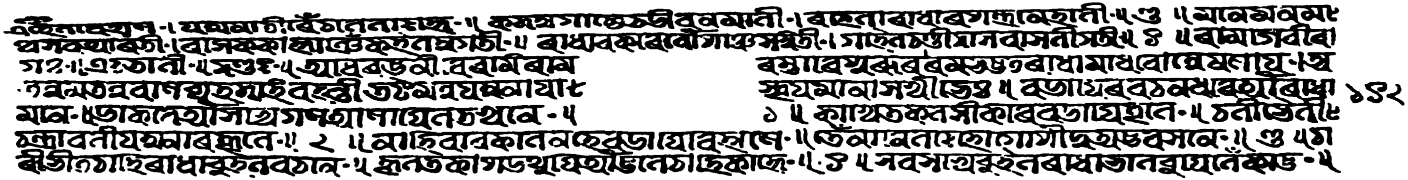
১ 'একলা' র 'কলা' চিহ্ননির্দেশসহ মার্জিনের উপরে লিখিত হয়েছে।
২. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'ডুবাআঁ'।
৩. 'স' তোলাপাঠে চিহ্ননির্দেশসহ মার্জিনের উপবে লিখিত। বসন্তবঞ্জনেব পাঠে 'হেন বুলি[ব] সব লোকে'। তাঁব মতে " 'বুলিবেঁ'-এব এ-কাব কাটা ও তোলাপাঠে স।" ছন্দের ও অর্থের দিক থেকে মূল পুথিপাঠ ঠিক রযেছে মনে হয়।
৪. 'পরকাবে'-এর এ-কার মার্জিনের উপরে দেওয়া হযেছে।
৫. বসন্তরঞ্জন এখানে দুই দাঁড়ি দিযেছেন।



১৪২ক

তনে.। কেহো তার না কহিএ মরণে.॥ এ বারতা যবেঁ বাহিরাএ.। সন্ধার পরাণ তবেঁ জাএ.॥ ২॥ একইতি মাএর ছাও আল.। সুন্দর বাল গোপাল.॥ তোত লাগি যমুনাত মৈল.। এবেঁ তোর মণে সুখ ভৈল.॥ ৩॥ কালী সন্ধে হয়িআঁ এক ঠায়ি[১] ভালমতেঁ চাহিব কাহ্নাঞিঁ.॥ তবেঁ তার পায়িব উদ্দেশে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে.॥ ৪॥ মল্লাররাগঃ[২] রূপকং॥ সখী সখীবৃতাং রাধাং[৩]বৃদ্ধাবচনসংযুতা.। জগামগারমাগারং[৪] বহন্তী মানসং শুচঃ॥ রাধা ঘ র গেলি দেখিআঁ কাহ্নে.। জলত হৈতেঁ উঠিল তখনে॥ গুপতেঁ রহিলা সে বৃন্দাবনে.। কেহো না জাণিল[৫] দৈব ঘটনে.॥ ১॥ নাগর কাহ্নাঞিঁ কইল কপটে.॥ রস ভুঞ্জিবারেঁ যমুনা তটে.॥ ধ্রু॥ যবেঁ গেল রাতী এক পহর.। তবেঁ সে কাহ্নাঞিঁ গেল নিজ ঘর.॥ রাধার রূপ সোঅরী গোবিন্দে.। সকল রজনী না গেল নিন্দে.॥ ২॥ তাম্বাচূড়া রা

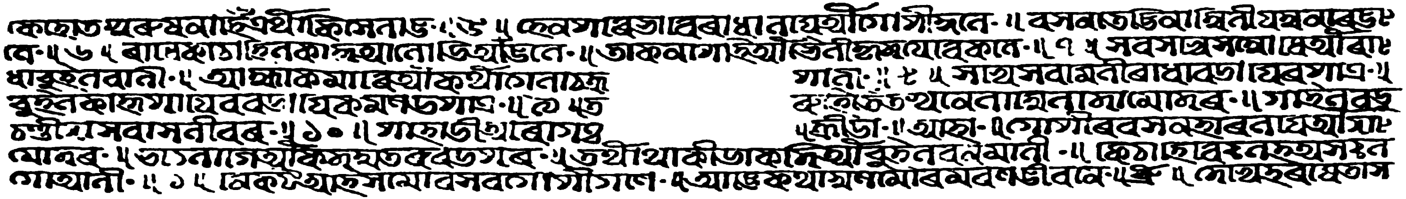
১. বসন্তরঞ্জন এখানে প্রত্যাশিত দাঁড়িচিহ্ন দিয়েছেন।
২ বসন্তরঞ্জন এখানে প্রত্যাশিত দুই দাঁড়িচিহ্ন দিয়েছেন।
৩. বসন্তরঞ্জন 'সখী সখিবৃতা রাধা বৃদ্ধাবচনসংযতা'।
৪. বসন্তরঞ্জন 'জগামাগারমাগারং'।
৫ বসন্তরঞ্জন 'জানিল'।



১৪২খ

এ হৈল বিহাণ.। যমুনাতীরেঁ চলিলা কাহ্ন.॥ কদম্ব গাছে চড়ী বনমালী.। রহিলা রাধার পন্থ নেহালী.॥ ৩॥ মনে মনম ৮
থ সব[১] আরতী.। রসিক কাহ্নাঞিঁ কইল যুগতী·। রাধার করিবোঁ পাঞ্চ সঙ্গতী.। গাইল চণ্ডীদাস বাসলীগতী.॥ ৪॥ রামগিরীরা
গঃ॥ একতালী.॥ দণ্ডকং.॥ অধিরজনীবিরামং[২] রামরম্ভারিপুরূরমভজত রাধা মাধবোন্বেষণায়[৩].। অ
তনুমতনু বাণব্যূহদাহং·বহন্তী তটমনু যমুনায়া স্তূয়মানা সখীভিঃ॥ বড়ায়ির বচন ধরিআঁ রাধা ১৪২
মনে.॥ ডাক দিআঁ সখিগণ আণায়িল তখনে.॥ ১॥ কাখেত কলসী করি বড়ায়ি তুলে॥ চলী ভৈলী ৮
চন্দ্রাবলী যমুনার কূলে.॥ ২॥ নাহিবার কাল নহে বড়ায়ি বিহাণে.॥ তেঁ না নিল কেহো গোপী দুঅজ বসনে.॥ ৩॥ চা
রী ভীত চাহি রাধা বুইল বচনে.॥ কুলত কাপড় থুয়িআঁ জলে চাহি কাহ্নে.॥ ৪॥ সব সখি বুইল রাধা ভাল বুয়িলেঁ কাজ.॥

১. বসন্তরঞ্জন সংশোধিত পাঠ 'সর'।
২. বসন্তরঞ্জন 'অধিরজনিবিবামং'।
৩. বসন্তরঞ্জন 'রাধামাধবান্বেষণায়'।



১৪৩ক

কে হোত পুরুষ নাহিঁ এথাঁ কিসে লাজ.॥ ৫॥ হেন পরিভাবি রাধা লয়িআঁ গোপীকুলে.। বসন তেজি নাম্বিলী যমুনার জ ৮

লে.॥ ৬॥ রাধিকা চাহিল কাহ্ন আলোড়িআঁ জলে.॥ তাক না পাইআঁ ভৈলী হৃদয়ে বিকলে.॥ ৭॥ সব সখি সম্বোধিআঁ রা ৮

ধা বুইল বাণী.॥ আহ্মাক মারিআঁ কথাঁ গেল চক্রপাণী.॥ ৮॥ সখিসব মিলী রাধা বড়ায়ির পাএ.॥

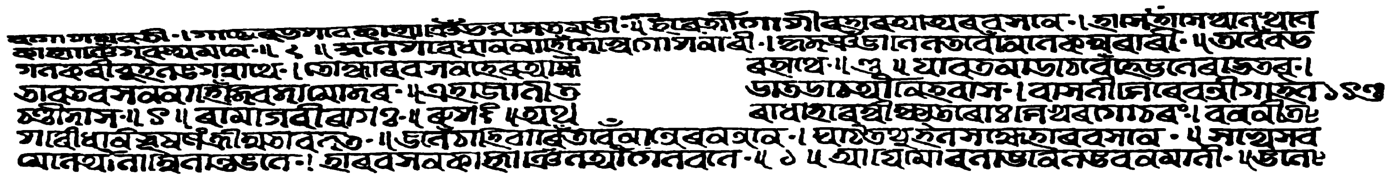
বুইল কাহ্ন পায়িব বড়ায়ি কমণ উপাএ.॥ ৯॥ তরু হৈতেঁ তখনে নাম্বিলা দামোদর.॥ গাইল বড়ু

চণ্ডীদাস বাসলীবর.॥ ১০॥ পাহাড়ীআ রাগঃ॥ ক্রীড়া.॥ আহা.। গোপীর বসন হার লয়িআঁ দা ৮

মোদর.॥ উঠিলা গিআঁ কদম্ব তরুর উপর.॥ তথাঁ থাকী ডাক দিআঁ বুইল বনমালী.॥ কি চাহি বিকল হঅ সকল

গোআলী.॥ ১॥ নিকট আইস মোর সব গোপীগণে.॥ আজি কথা সুণ মোর মরণ জীবনে.॥ ধ্রু॥ দেখি হরষে তা স[1]

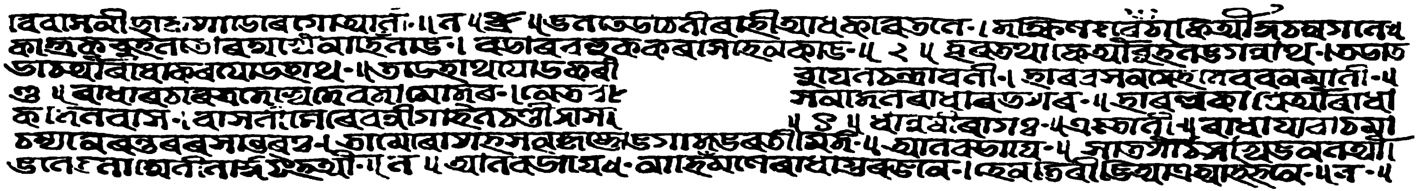
১. বসন্তরঞ্জন পড়েছেন 'দেখি হরষে তা স' এবং সংশোধিত পাঠ দিয়েছেন 'দেখিল হরষে তা স'। পুথির পাঠ ঠিক রয়েছে মনে হয়।



১৪৩খ

ব গোপ যুবতী.। গাছের উপরে কাহ্নাঞিঁ উল্লসিত মতী.॥ হরিআঁ গোপীর হার আঅর বসনে.। হাসো হাসে খলিখলি[১]
কাহ্নাঞিঁ গরুঅ মনে.॥ ২॥ কুলে পরিধান নাহিঁ দেখি গোপনারী.। হৃদএঁ জাণিল তবেঁ নিলেক মুরারী.॥ তবেঁ বড়
গল করী বুইল জগন্নাথে.। তোহ্মার বসন হের আহ্মার হাথে॥ ৩॥ যাবত না উঠিবেঁহে জলের ভিতর.।
তাবত বসন নাহিঁ দিব দামোদর.॥ এহা জাণী তড়াত উঠিআঁ নেহ বাস.। বাসলী শিরে বন্দী গাইল
চণ্ডীদাস.॥ ৪॥ রামগিরী রাগঃ॥ রুপকং॥ অথ রাধা হরিস্বীক্ষ্য[২] তরোঃ শিখরগোচরং। বননীত ৮ ১৪৩
পরিধানং ভূষণং ক্রীযুতা বদৎ.[৩]॥ জলেঁ চাহিবারেঁ তবেঁ নান্দের নন্দনে.। ঘাটত থুইল সম্মো হার বসনে.। সখিসব
মেলিআঁ ণাস্বিলান্ত জলে.। হার বসন কাহ্নাঞিঁ লআঁ গেল বলে.॥ ১॥ আয়ি মোর লাজ নিলজ বনমালী.॥ জলে ৮

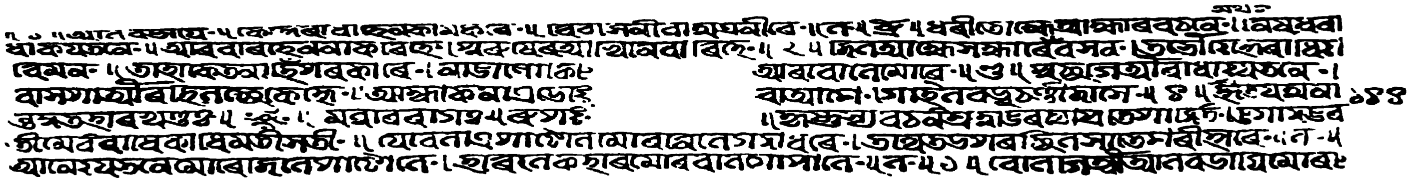
১. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'হাসে হাসি খলখলি'। ছন্দের দিক থেকে সঙ্গত পাঠ হওয়া উচিত 'হাসে খলিখলি'।
২ বসন্তরঞ্জন 'হরিং বীক্ষ্য'।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'বলনীতপরিধানভূষণং হ্রীযুতাবদৎ'। এটিই সঙ্গত পাঠ মনে হয়।



১৪৪ক

বিবসিণী ডাক পাড়ে রে গোআলী. ॥ ল ॥ ধ্রু ॥ জলতে উঠিলী রাহী আধ করি তলে. । দক্ষিণ করেঁ ঢাকিআঁ কুচযুগলে ॥
কাহ্নক বুইল তোর মুখেঁ নাহি লাজ. । বড়ার বহুক করসি হেন কাজ. ॥ ২ ॥ দূরত থাকিআঁ বুইল জগন্নাথ. । তড়াত
উঠিআঁ রাধা কর যোড়হাথ. ॥ তড়ে হাথ যোড় করী বুয়িল চন্দ্রাবলী. : হার বসন দেহ দেব বনমালী. ॥
৩ ॥ রাধার চরিত্র দেখি দেব দামোদর. । নেত বসন দিল রাধার উপর. ॥ হার লুকায়িআঁ রাধা
ক দিল বাস. । বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥ ধানুষীরাগঃ. ॥ একতালী. ॥ রাধায়া বাচমা
চম্য নিরন্তররসান্তরঃ। তামেরোপহসন্[1] কৃষ্ণো জগাদ জরতীমিদং. ॥ আল বড়ায়ি. ॥ সাত পাঁচ সখিজন লআঁ।
জলেত গাম্বিলী লাঙ্গট হআঁ. ॥ ল ॥ আল বড়ায়ি ॥. নাহিঁ মণে[2] রাধা গুরুজনে. । হেন তিরী জিআএ আইহনে. ॥ ল. ॥

১. বসন্তরঞ্জন 'তামেবোপহসন্'।
২. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'মাণে'।

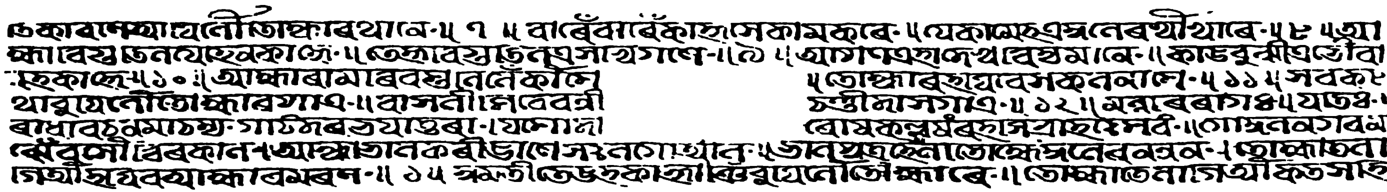


১৪৪খ

॥ ১ ॥ আল বড়ায়ি.॥ কেহ্নে রাধা হেন কাম করে.॥ বিবসিনী গাম্বএ নীরে.॥ ল ॥ ধ্রু ॥ ধরী তোহ্মে আহ্মার বচনে.। নিষধ রা ধাক যতনে.॥ আর বার হেন না করিহেঁ.। পুরুষেব আখি নিবারিহে.॥ ২ ॥ দিল আহ্মে সহ্মারেঁ বসন.। তভোঁ কেহ্নে রাধিকা বিমন.॥ তাহাকে ত নাহিঁ পরকারে.। না জাণো কি আর বোলে মোরে.॥ ৩ ॥ পুছ গিআঁ রাধাক যতনে.। বাস পাআঁ রহিলছে কেহ্নে.॥ আহ্মাক না এড়ে কিবা আশে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে.॥ ৪ ॥[১] অথ[২] যমুনা ১৪৪
ন্তর্গত হারখণ্ডঃ[৩] ॥ ॥ মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥[৪] কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং.। জগাদ জর তীমেবং রাধিকাধিমতী সতীং.॥ যে বেলাএ পাটোল মোর নিলে গদাধরে.। তথিত উপর ছিল সাতেশরী হারে.॥ ল.॥ আনেক যতনে মোরে দিলে পাটোলে.। হরিলেক হার মোব বালগোপালে.॥ ল.॥ ১ ॥ বোল গিআঁ আল বড়ায়ি মোর ৮

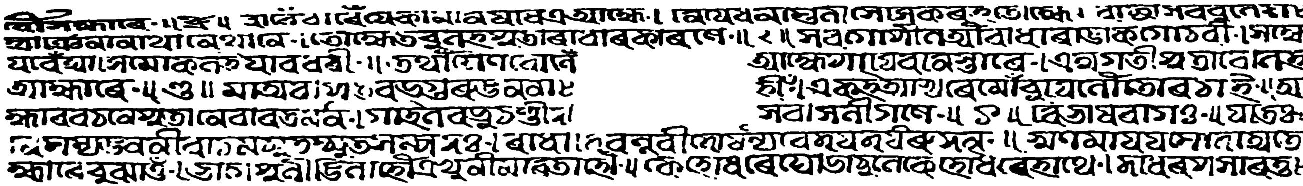
[*এরপর ১৪৫ক, খ—১৫১ক, খ-পাতা পাওয়া যায়নি*]

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'যমুনা (খণ্ডা) ন্তর্গত'।
২. বসন্তরঞ্জন এখানে '[ইতি যমুনাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ]' লিখেছেন।
৩. 'ইতি' লিখে কেটে দিয়ে চিহ্ন-নির্দেশসহ মার্জিনের উপব 'অথ' লিখিত।
৪. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ, 'অথ যমুনা[খণ্ডা]ন্তর্গত হারখণ্ডঃ'।
৫. বসন্তরঞ্জন এ-অংশটি পরবর্তী সংস্কৃত শ্লোকেব পবে বসিয়েছেন।



১৫২ক

তে কারণে আয়িলোঁ তোহ্মার থানে.॥ ৭ ॥ বারেঁ বারেঁ কাহ্ন সে কাম করে.॥ যে কামে হএ কুলের খাঁখারে.॥ ৮ ॥ আ
হ্মা বিগুতিল যেহেন কাহ্নে.॥ তেহ্ন বিগুতিল এ সখিগণে.॥ ৯ ॥ আপণ এহা দেখ বিদ্যমানে.॥ কাজ বুঝী এভোঁ বা
রহ কাহ্নে॥ ১০॥ আহ্মারা মরিব শুনিলেঁ কাঁশে॥ তোহ্মার হুয়িবে সকল নাশে.॥ ১১॥ সব ক ৮
থা বুয়িলোঁ তোহ্মার পাএ.॥ বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ.॥ ১২॥ মল্লাররাগঃ॥ যতিঃ .॥
রাধাবচনমাচম্য. গাঢ়ং দরভয়াতুরা.। যশোদা রোষকলুষং রহসি প্রাহ কেশবং.॥ গোকুল নগর মা
ঝেঁ বসোঁ চিরকাল.। আহ্মা ভাল করী জাণে সকল গোআল.॥ ভাল পুত্র হৈলা তোহ্মে কুলের নন্দন.। তোহ্মাত লা
গিআঁ হয়িব আহ্মার মরণ.॥ ১॥ কুমতী তেজহ কাহ্নাঞি বুয়িলোঁ তোহ্মারে.॥ তোহ্মাতে লাগিআঁ কত সহি



১৫২খ

বোঁ সম্মারে.॥ ধ্রুং॥ বারেঁ বারেঁ যে কাম নিষধিএ আম্মে.। নিষেধ না শুণী সেসি করহ তোম্মে॥ বাছা সব বুলে কা ৮

হ্মাঞিঁ নানা থানে থানে.। তোম্মো ত বুলহ পুতা রাধার কারণে.॥ ২॥ সব গোপী লআঁ রাধা রাজাক গোচরী.। সম্মে

যবেঁ আসি মোক লই যাব ধরী.॥ তথা কোণ বোলেঁ আম্মে পায়িব নিস্তারে.। এ যুগতী পুতা বোলহ

আম্মারে.॥ ৩॥ মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাহী.। একই আখরে মো বুয়িলোঁ তোর ঠাই.॥ আ ১৫২

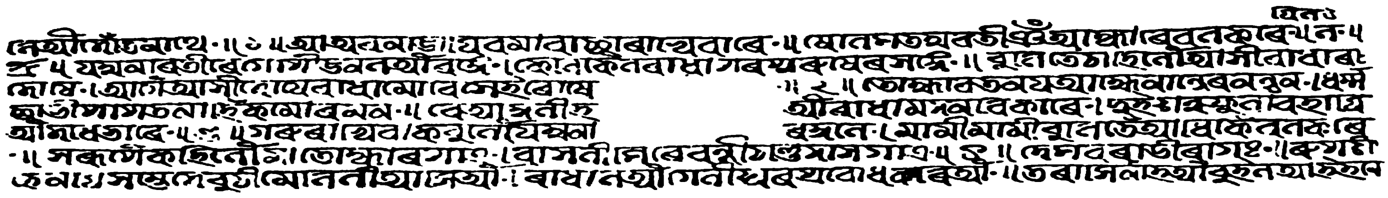
ম্মার বচনে পুতা নেবারত মনে[১]। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে.॥ ৪॥ বিভাষরাগঃ.॥ যতিঃ.॥

নিশম্য জননীবাচমচ্যুতশ্চু ত সম্পদঃ.। রাধাদিবল্লরীদোষং ন্যবেদয়দয়ং রুদন্[২].॥ সুণ মায় যশোদাঅ তো

ম্মারে বুঝাওঁ.। ভাগে পুণী জিলাহোঁ এখুনী মরিতাহোঁ ॥ কেহো ধরে ঘোড়াচুলে কেহো ধরে হাথে.। দধির পসার তু ৮

১. এ-কাব মাত্রার উপরে তুলে লেখা হয়েছে।

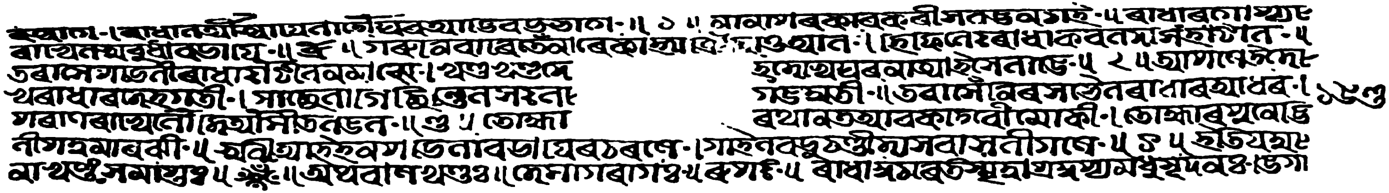
২ 'রুদন্'-এর ন-এ হসন্তচিহ্ন '.' ব্যবহৃত হযেছে।



১৫৩ক

লিআঁ দেঁতি মাথে. ॥ ১ ॥ আঅর না জায়িব মা বাছা রাখিবারে. ॥ ষোল শত যুবতীএঁ আহ্মারে বল করে. ॥ ল. ॥
ধ্রু. ॥ যমুনার তীরে গোপীজন লআঁ রঙ্গে. । কেলি কৈল রাধা পর পুরুষের সঙ্গে ॥ বুলিতে চাহিলোঁ আসি রাধার ৮
দোষে. । আগেঁ আসী দোষে রাধা মোরে সেই রোষে. ॥ ২ ॥ তোহ্মার তনয় আহ্মে নান্দের নন্দন. । ধর্ম্ম
ছাড়ী পাপত নাহিঁক মোর মন. ॥ বেআকুলী হআঁ রাধা মদনবিকারে. । দুই কান্ধ ফুলায়িল[১] বহায়ি
আঁ দধিভারে. ॥ ৩. ॥ গরু রাখিবাক বুলোঁ যমুনার কুলে. । মামী মামী বুলিতেঁ আধিকেঁ বল করে
. ॥ সরূপেঁ কহিলোঁ মা তোহ্মার পাএ. । বাসলী শিরে চণ্ডীদাস গাএ. ॥ ৪ ॥ দেশবরাড়ী রাগঃ. ॥ রূপকং ।
হেনয়ি সম্ভেদে বুঢ়ী মেলিলী আসিআঁ. । রাধা লআঁ গেলী ঘর প্রবোধ করিআঁ. ॥ তরাসিলী হআঁ বুইল আইহনে

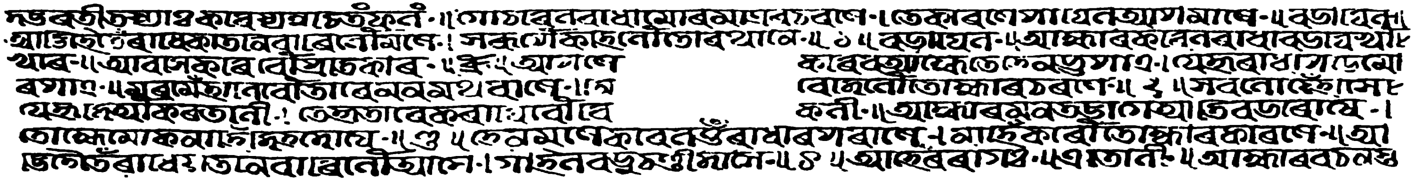
১. তোলাপাঠে 'য়িল ৫' লেখা রয়েছে। আসলে ওই অংশটি লিপিকর চতুর্থ লাইনেই ছাড় ফেলে গিয়েছিলেন।



১৫৩খ

র আগে.। রাধা লআঁ আয়িলাহোঁ ঘর আজি বড় ভাগে.॥ ১॥ নানা পরকার করী সবজন ঠাই.॥ রাধার গোপ্য ৮
রাখিল সুবুধী বড়ায়ি.॥ ধ্রু॥ গরু নিবাবিতেঁ নারে কাহ্নাঞিঁ ছাওয়াল.। হিফিলেক রাধাক বলদ সিংহ[১] টাল.॥
তরাসে পড়িলী রাধা কাঁটীবন মাঝে.। খণ্ড খণ্ড দেহ দেখি ঘর না আইসে লাজে.॥ ২॥ আপণেই দে ৮
খ রাধার দেহগতী.। গাছে লাগি ছিণ্ডিল সকল গজমুতী.॥ তরাসেঁ নিরস ভৈল রাধার আধর.। ১৫৩
পরাণ রাখিলোঁ দিআঁ শীতল জল.॥ ৩॥ তোহ্মার থানত আর কহিবোঁ মো কী.। তোহ্মার পুনে জি
লী পদুমার ঝী.॥ সুণী আইহন পড়িলা বড়ায়ির চরণে.। গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণে.॥ ৪॥ ইতি যমু ৮
না খণ্ডং সমাপ্তঃ॥ ॥ অথ বাণখণ্ডঃ॥ দেশাগরাগঃ .॥ রুপকং॥ রাধাকুচরিতং স্মৃত্বা প্রকুপ্য মধুসূদনঃ.। জগা

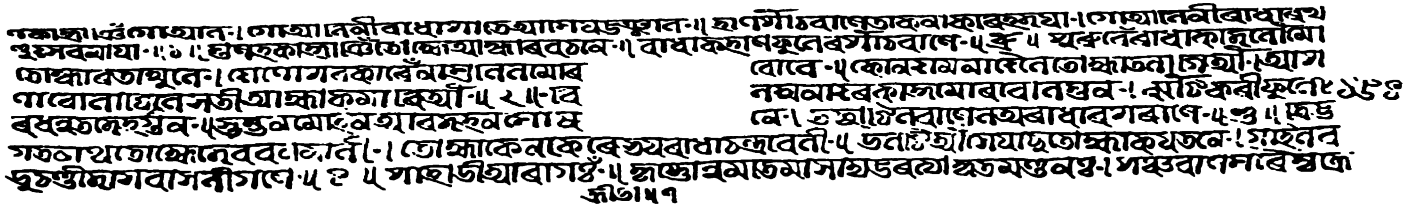
১. 'সিংহা' লিখে আ-কার কেটে দেওয়া হয়েছে।



১৫৪ক

দ জরতী[১] তস্যাঃ করিষ্যনুচিতং[২] ফলং.॥ গোচরিল রাধা মোর মাএর চরণে.। তেকারণে পায়িল আপমাণে.॥ বড়ায়ি ল॥
আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ মণে.। সরূপেঁ কহিলোঁ তোর থানে.॥ ১॥ বড়ায়ি ল.॥ আহ্মার করিল রাধা বড়য়ি খাঁ ৮
খার.॥ আবসি করিবোঁ প্রতিকার.॥ ধ্রু.॥ আপণে করিব আহ্মে তেহেন উপাএ.। যেহ্ন রাধা পড়ে মো
র পাএ.॥ মরমেঁ হাণিবোঁ তারে মনমথবাণে.। নিবেদিলোঁ তোহ্মার চরণে.॥ ২॥ সব লোকেঁ হাসে ৮
যেহ্ন দিআঁ করতালী.। তেহ্ন তারে করায়িবোঁ বিকলী.॥ আহ্মার মনত জাগে আতি বড় রোষে.।
তোহ্মে মোকে নাহিঁ দিহ দোষে.॥ ৩॥ হেন মণে করে লওঁ রাধার পরাণে.। নাহিঁ করোঁ তোহ্মার কারণে.॥ আ
জি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ আশে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে.॥ ৪॥ আহেররাগঃ.॥ একতালী.॥ আহ্মার বচন শু

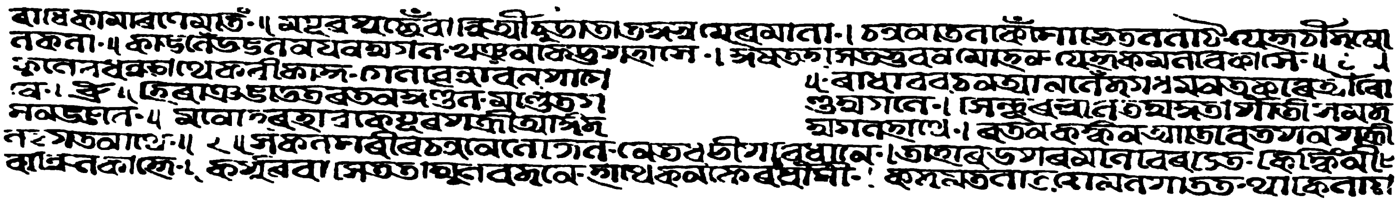
১. বসন্তরঞ্জন ‘জরতীং’।
২. বসন্তরঞ্জন ‘করিষ্যন্নুচিতং’।



১৫৪খ

ণ কাহ্নাঞিঁ গোআল.। গোআলিনী রাধা পাতে আশেষ জঞ্জাল.॥ হাণ পাঁচ বাণে তাক না করিহ দয়া.। গোআলিনী রাধার খ
ণ্ডুক সব মায়া.॥ ১॥ শুণহ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে আহ্মার বচনে.॥ রাধাক হাণ ফুলের পাঁচ বাণে.॥ ধ্রু॥ পুরুবেঁ রাধাক দিলোঁ মো
তোহ্মার তাম্বুলে.। কোণো পরকারেঁ না শুণিল মোর বোলে.॥ কোন কাম না কৈলে তোহ্মাত লাগিআঁ.। আপ
ণা বোলায়িলে[1] সতী আহ্মাক মারিআঁ.॥ ২॥ বিলম্ব না কর কাহ্ন মোর বোল শুন.। ঝাঁট করী ফুলে ধ ১৫৪
র ধনুত দেহ গুন.॥ স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে.। উছাটিল[2] বাণে লঅ রাধার পরাণে.॥ ৩॥ ত্রিজ[3]
গতনাথ তোহ্মে দেব বনমালী.। তোহ্মাকে না করে ভয় রাধা চন্দ্রাবলী.॥ উলটিআঁ সে যাছ[4] তোহ্মাক যতনে.। গাইল ব
ড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে.॥ ৪॥ পাহাড়ীআ রাগঃ.॥ কৃষ্ণেণানুমতিমাসাদ্য[5] জরত্যা কৃতমণ্ডনঃ.। পঞ্চবাণ শরৈশ্চক্রে

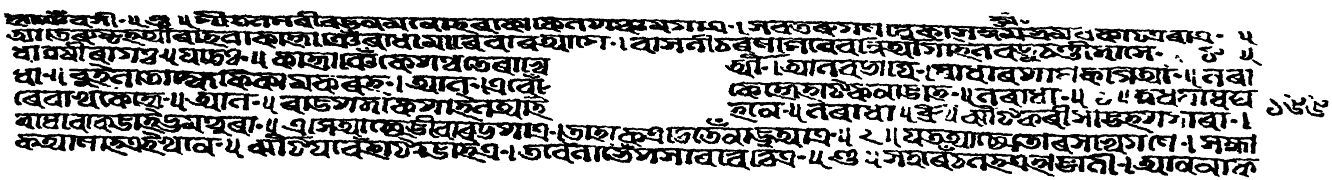
১. বসন্তরঞ্জন 'বোলায়িল'।
২. বসন্তরঞ্জন 'উছাটিণ'।
৩. চিহ্ননির্দেশসহ মার্জিনের নীচে লিখিত।
৪. বসন্তরঞ্জন 'যাচু'।
৫. বসন্তরঞ্জন 'কৃষ্ণেণাঽনুমতিমাসাদ্য'।



১৫৫ক

রাধিকামারণে মতিং. ॥ ময়ুর পুছেঁ বান্ধিআঁ চূড়া তাত কুসুমের মালা. । চন্দন তিলকেঁ শোভিত ললাট. যেহ্ন চাঁদ ষো
লকলা. ॥ কাজলেঁ উজল নয়নযুগল. খঞ্জনকে উপহাসে. । ঈষত হাসত ভুবনমোহন যেহ্ন কমল বিকাসে. ॥ ১ ॥
ফুলের ধনু হাথে করী কাহ্ন. গেলা বৃন্দাবন পাশে ॥ রাধার বচন আনলেঁ দগধ মনত করিআঁ রো
ষে. । ধ্রু ॥ হিরাএঁ জড়িত রতনকুণ্ডল. মণ্ডিত গণ্ড যুগলে. । সিন্দূর লুলিত মুকুতাপাঁতী সম দ
শন উজলে. ॥ মনোহর হার কেয়ূর পহ্নী[১] আঙ্গদ যুগল হাথে. । রতন কঙ্কন আতি বিতপন পহ্নী[১]
ল জগতনাথে. ॥ ২ ॥ সকল শরীর চন্দনে লেপিল. নেত ধড়ী পরিধানে. । তাহার উপর মণি বিরচিত. কিঙ্কিনী ৪
বান্ধিল কাহ্নে. । কর্পুরবাসিত তাম্বুল বদনে. হাথে কনকের বাঁশী. । কদম তলাত কোমল পাতত. থাকিলা কা

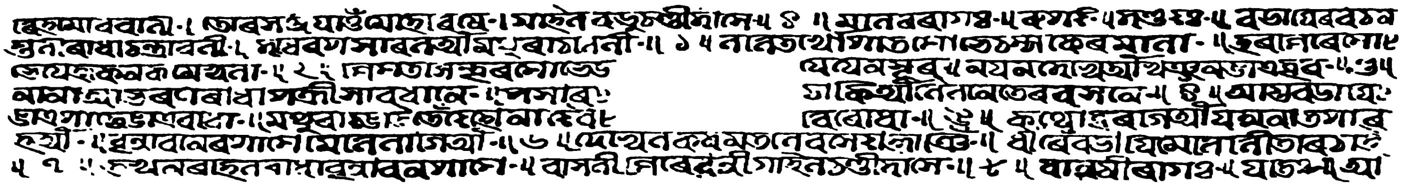
১. পুথিতে 'হ্ন' লিপিটি লক্ষণীয়।



১৫৫খ

হাঞিঁ বসী. ॥ ৩ ॥ শীতল শরীর[১] জন মনোহর কোকিল পঞ্চম গাএ. । সব তরুগণ বিকাস কুসুম[২] ভ্রমর কাঢ়এ রাএ. ॥
আতি রুষ্ট হআঁ রহিলা কাহ্নাঞিঁ রাধা মারিবার আশে. । বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে. ॥ ৪ ॥
ধানুষীরাগঃ. ॥ যতিঃ. ॥ কাহ্নাঞিঁকে পথতে রাখিআঁ. । আল বড়ায়ি. । বাধার পাশক গিআঁ. ॥ ল রা
ধা. ॥ বুইল তোহ্মে কি কাম করহ. ॥ আল. ॥ এবেঁ কেহ্নে হাটক না জাহ. ॥ ল রাধা. ॥ ১ ॥ দুধ দধি ঘ
রে রাখ কেহ্নে. ॥ আল. ॥ রাজপদ কি পাইল আইহনে. ॥ ল রাধা ॥ ধ্রুং ॥ ঝাঁট করী সাজহ পসারা. । ১৫৫
দধি বিকে জাইউ মথুরা. ॥ এসি আছে জীবার উপাএ. । তাহাক এড়িতেঁ না জুআএ. ॥ ২ ॥ যত আছে তোর সখিগণে. । সন্ধা
ক আণাহ এই খনে. ॥ ঝাঁট যবেঁ হাটক জাইএ. । তবেঁ লাভেঁ পসার বিচিএ. ॥ ৩ ॥ সত্বরেঁ চলহ এহা জাণী. । আন না ক

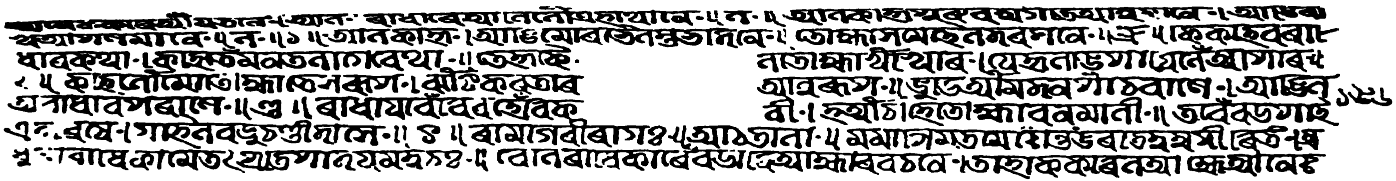
১ বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'সমীর'। এটিই সংগত পাঠ মনে হয়।
২. 'কুসুম'-এর 'সু' চিহ্ননির্দেশসহ মার্জিনের উপরে লিখিত।



১৫৬ক

রিহ মোর বাণী.। তোব সঙ্গে যাওঁ মো হরিষে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে.॥ ৪॥ মালবরাগঃ .॥ রুপকং॥ দণ্ডকঃ॥ বড়ায়ির বচন
শুণী রাধা চন্দ্রাবলী.॥ দধির পসার লআঁ মথুরা চলিলী.॥ ১॥ ললিত খোঁপাত শোভে চম্পকের মালা.॥ হরশিরে শো ৮
ভে যেহ্ন কনকমেখলা.॥ ২॥ শিশত সিন্দুর শোভে উয়ে যেন সুর.॥ নয়ন দেখিআঁ খঞ্জন জাএ দূর.॥ ৩॥
নানা আভরণ রাধা পহ্নী সাবধানে.॥ পসার ঢাকিআঁ লৈল নেতের বসনে.॥ ৪॥ আগু বড়ায়ি ৮
জাএ পাছে জাএ রাধা.। মথুরাক জাইতেঁ কেহো না কৈল বিরোধা.॥ ৫॥ কথো দূর গিআঁ যমুনাত পার
হআঁ.॥ বৃন্দাবনের পাশে মিলিলা গিআঁ.॥ ৬॥ দেখিল কদমতলে বসে কাহ্নাঞিঁ.॥ ধীরেঁ বড়ায়ি মেলিলী তার ঠাই
॥ ৭॥ তখন রহিল রাধা বৃন্দাবন পাশে.॥ বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে.॥ ৮॥ ধানুষীরাগঃ.॥ যতিঃ .॥ আ[১]

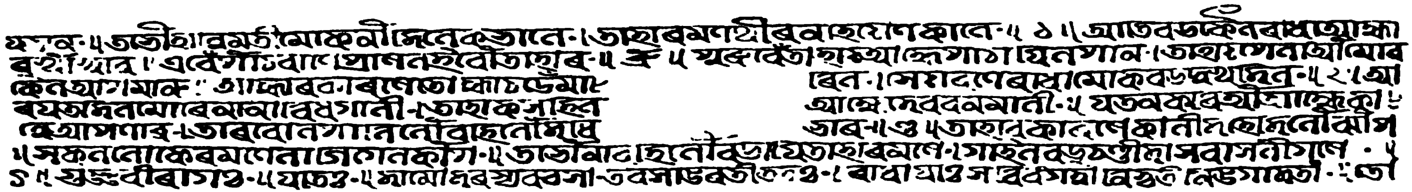
১. 'আনেক' শব্দটি পরের পৃষ্ঠায় পুরো রয়েছে। সুতবাং এখানে 'অ' বর্ণটি বাহুল্যমাত্র। বসন্তরঞ্জন অবশ্য মনে করেছেন, 'আল কাহ্ন' লিখতে গিয়ে লিপিকব 'আ' লিখে থেমে গিয়েছেন।



১৫৬খ

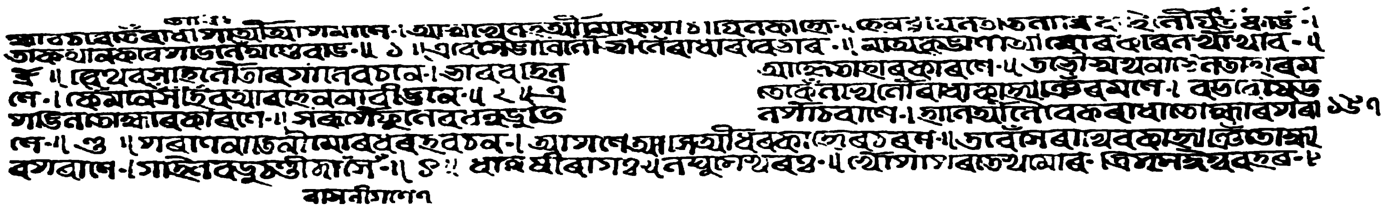
আনেক করিআঁ যতনে.। আল.। রাধারে আণিলোঁ এহা থানে.॥ ল॥ আল কাহ্ন। পুরুব যুগতি আনুমানে.। আজি রা
খ আপণ মানে.॥ ল.॥ ১॥ আল কাহ্ন.। আজি মোর ভৈল শুভ দিনে.॥ তোহ্মা সমে হৈল দরশনে.॥ ধ্রু॥ কি কহিব রা ৮
ধার কথা.। কহিতেঁ মনত লাগে বেথা.॥ তেহ্ন কৈল তোহ্মা খাঁখার.॥ যেহ্ন লাজ পায়িলেঁ আপার॥ ১৫৬
২॥ কহিলোঁ মো তোহ্মাতে সরূপ.॥ ঝাঁট কর তার আনুরূপ.॥ জুড়িআঁ মদন পাঁচ বাণে.। আজি ল
অ রাধার পরাণে॥ ৩॥ রাধা যবেঁ বিরহে বিকলী.। হআঁ চাহে তোহ্মা বনমালী.॥ তবেঁ বড় পাই
এ হরিষে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে.॥ ৪॥ রামগিরী রাগঃ॥ আঠতালা.॥ মমাপি মতমেকা[১]ন্তং জরতে[২] ত্বদুদীরিতং.। অ
ধুনা রাধিকামেতৎ[৩] প্রতিপাদয়মদ্বচঃ[৪].॥ বোল রাধিকারেঁ বড়ায়ি আহ্মার বচনে.। তাহাক করিল আহ্মে আনেক

১. 'কোন্তং' লিখে ক-এর বাঁদিকেব এ-কার চিহ্ন কাটা।
২. বসন্তরঞ্জন 'জবতী'।
৩. এখানে খণ্ড-ত-এর আকাব আধুনিক লিপিব অনুরূপ।
৪. বসন্তরঞ্জন 'প্রতিপাদয় মদ্‌বচঃ'।



১৫৭ক

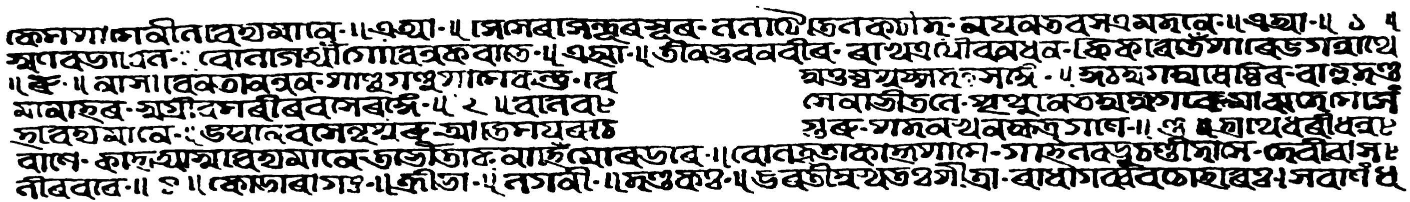
যতনে ॥ তভোঁ আনুমতী মোক নাঁ দিলেক ভালে. । তাহার মণ থীর নহে কোণ কালে. ॥ ১ ॥ আতি বড় কৈল রাধা আহ্মা
র খাঁখার ॥ এবেঁ পাঁচ বাণে প্রাণ লইবোঁ তাহার. ॥ ধ্রু ॥ পুরুবেঁ তাহাক আহ্মে পাঠায়িল পান. । তাহাক পেলাআঁ মোর
কৈল আপমান. ॥ আহ্মার কারণে তোহ্মা চড়েঁ মারিল. । সে কারণে রাধা মোক বড় দুখ দিল. ॥ ২ ॥ আ
র যত দিল মোরে নানাবিধ গালী. । তাহাক সহিল আহ্মে দেব বনমালী. ॥ যতন করিআঁ আহ্মে কা ৮
ন্ধে আপণার. । তার বোল পালিলোঁ বাহিলোঁ দধিভার. ॥ ৩ ॥ তাহার কারণে কালীদহে দিলোঁ ঝাঁপ
॥ সকল লোকের মণে. লাগি গেল কাঁপ. ॥ তভোঁ না রহিলোঁ বড়ায়ি তাহার মণে. । গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে. ॥
৪ ॥ গুজ্জরীরাগঃ. ॥ যতিঃ. ॥ দামোদরস্য বচসা তরসা জরতী ততঃ. । রাধায়াঃ সবিধং গত্বা নিভৃতং নিজগাদতাং. ॥ তো



১৫৭খ

স্মার চরিতেঁ রাধা পাআঁ আপমাণে.। আসুখিল হআঁ মোক পাঠায়িল কাহ্নে.॥ হেন বুয়িল তাত লাগি কইলোঁ যত কাজ.। তাক আন করে[1] পড়িলে[2] মুণ্ডে বাজ.॥ ১॥ এবেঁ সে জাণিলোঁ ভালে রাধার বেভার.। মাঅক জাণাআঁ মোর করিল খাঁখার.॥ ধ্রু॥ বিথর সহিলোঁ তার গালি বচনে.। ভার বহিল আহ্মে তাহার কারণে.॥ তভোঁ সুখ না ভৈল তাহার ম ণে.॥ কেমনে তোষিব[3] আর হেন নারীজনে.॥ ২॥ এতেকেঁ লখিলোঁ রাধা কাহ্নাঞিঁর মণে.। বড় রোষ উ পজিল তোহ্মার কারণে.॥ সরূপেঁ ফুলের ধনু জুড়িল পাঁচ বাণে.। হাণিআঁ লৈবেক রাধা তোহ্মার পরা ণে.॥ ৩॥ পরাণ নাতিনী মোর ধরহ বচন.। আপণে আসিআঁ ধর কাহ্নের চরণ.॥ তবেঁ সে রাখিব কাহ্নাঞিঁ তোহ্মা র পরাণে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে বাসলীগণে[4].॥ ৪॥ ধানুষীরাগঃ.॥ লঘুশেখরঃ॥ খোঁপা পরতেখ মোর ত্রিদশ ঈশ্বর হর. ৮

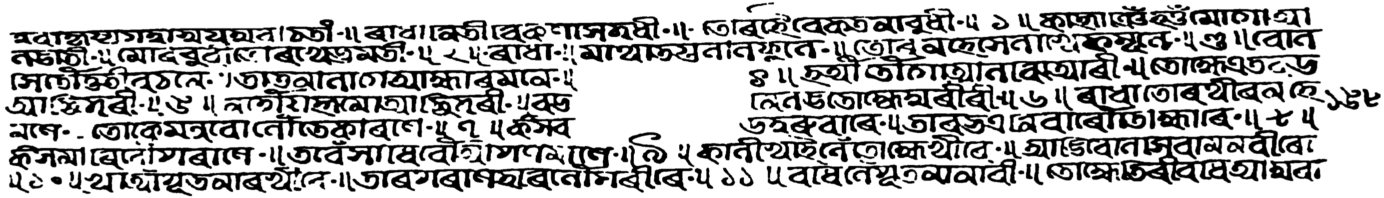
১. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'কবি'।
২. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'পাড়িলেঁ'।
৩. 'সহিব' লিখে 'সহি' কাটা এবং চিহ্ন নির্দেশসহ মার্জিনের উপর 'তোষি' লিখিত।
৪. 'বাসলীগণে' চিহ্ননির্দেশসহ মার্জিনের নীচে লিখিত।



১৫৮ক

কেশপাশে নীল বিদ্যমানে ॥ এআ. ॥ সিসের সিন্দূব সূর. ললাটে তিলক চাঁদ. নয়নত বসএ মদনে. ॥ এআ. ॥ ১ ॥
সুণ বড়ায়ি ল. ॥ বোল গিআঁ গোবিন্দক বাতে. ॥ এআ. ॥ তীন ভুবন বীব রাখএ যৌবন ধন. কি করিতেঁ পারে জগন্নাথে
॥ ধ্রু ॥ নাসা বিনতানন্দন পাণ্ডু গণ্ডু[1] পাশে কন্ন. বিম্ব ওষ্ঠ পুষ্প দন্ত সঙ্গে. ॥ কুচযুগ যুধিষ্ঠির. বাহু দণ্ড
মনোহর. সুগ্রীব শরীর বসে রঙ্গে. ॥ ২ ॥ বলি বসে নাভীতলে. পৃথু নিতম্ব যুগলে. মাঝ দেশে সিং
হ বিদ্যমানে. ॥ জঘনে বসে নূপুরু[2]. আতিশয় রুচি গুরু. পদনখ নক্ষত্রগণে. ॥ ৩ ॥ হাথে ধরী ধনু ৮
বাণে. কাহ্ন আসু বিদ্যমানে. তভোঁ তাক নাহিঁ মোর ডরে. ॥ বোল দূতা কাহ্নপাশে. গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে. দেবী বাস ৮
লীর বরে. ॥ ৪ ॥ কোড়াবাগঃ. ॥ ক্রীড়া. ॥ লগনী. ॥ দণ্ডকঃ. ॥ জরতীমুখতঃ পীত্বা. রাধাগর্ব্ববচো হরিঃ. । সবাণং ধ

১. বসন্তবঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'গণ্ড'। কবি 'গণ্ডু' লিখেছেন সম্ভবত 'পাণ্ডু'-এর সঙ্গে অনুপ্রাসেব খাতিবে।
২. পদমিলেব প্রয়োজনে কবি 'নূপুরু' লিখেছেন। বসন্তবঞ্জনেব সংশোধিত পাঠ 'নূপুব'।

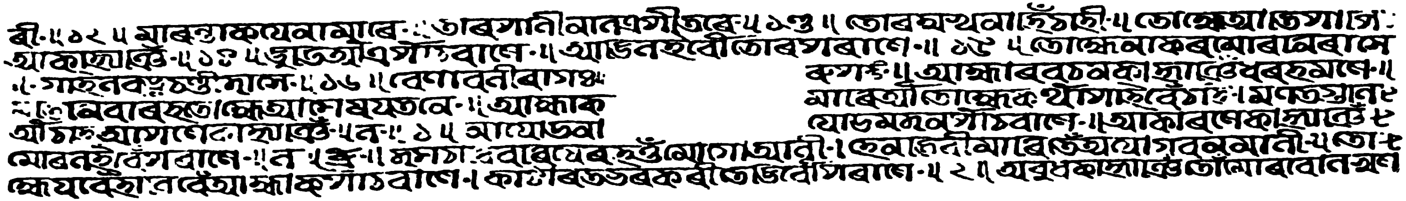


১৫৮খ

১৫৮

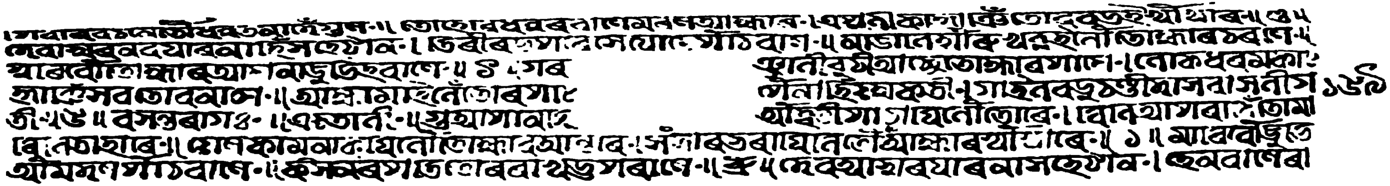
নুরাকৃষ্য গত্বা সুয়মুবাচ[1] তাং.॥ রাধা নিতী বিকণসি দধী.॥ তোর হৈবে কত না বুধী.॥ ১॥ কাহ্নাঞিঁ হওঁ মো গোআ
ল জাতী.॥ মোব বুধী তো রখেউ[2]মতী.॥ ২॥. রাধা.॥ মাথাত গুলাল ফুলে.॥ তোর নহে সে লাখেক মূলে.॥ ৩॥ বোল
সি তোঁ তুতীবচনে.॥ তাত না লাগে আহ্মার মনে.॥ ৪॥ হআঁ তোঁ গোআলঝিআরী.॥ তোহ্মে এত বড়
আছিদরী.॥ ৫॥ নহোঁ কাহ্নু মো আছিদরী.॥ বড় নিলজ তোহ্মে মুরারী[3].॥ ৬॥ রাধা তোর থীর নহে
মণে ॥ তোকে মন্দ বোলোঁ তেকারণে.॥ ৭॥ কংস বড় দুরুবাবে.॥ তার ভএ নিবারোঁ তোহ্মারে.॥ ৮॥
কংস মারিবোঁ পরাণে.॥ তবে সাধিবোঁ আপণ মাণে.॥ ৯॥ কালী খাইলেঁ তোহ্মে খীরে.॥ আজি বোলসি বামন বীরে॥
॥[4]১০॥ খাআঁ পূতনার খীরে.॥ তাব পরাণ হরিলোঁ শবীরে.॥ ১১॥ বধিলেঁ পূতনা নারী.॥ তোহ্মে তিরীবধিআ মুরা

১ বসন্তবঞ্জন 'স্বযমুবাচ'। এটিই সম্ভাব্য সঠিক পাঠ।
২ বসন্তরঞ্জনেব সংশোধিত পাঠ 'বাখউ'। এটিই সম্ভাব্য সঠিক পাঠ।
৩. 'মুরীবী' লিখে 'রী'-এর উপবেব ঈ-কাব চিহ্ন কাটা।
৪ অনাবশ্যক দু'বাব দাঁড়ি দেওযা হযেছে।



১৫৯ক

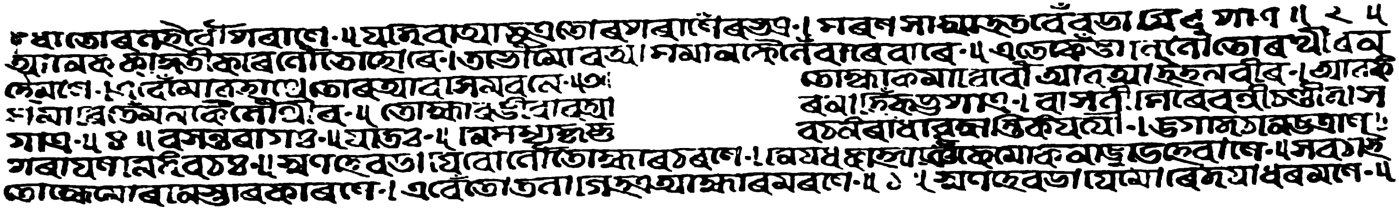
রী.॥ ১২॥ মারন্তাক যে না মারে.॥ তার পাণী না লএ পীতরে.॥ ১৩॥ তোর মুখ নাহিঁ চাহী.॥ তোহ্মে আতি পাপি ৮
আ কাহ্নাঞিঁ.॥ ১৪॥ জুড়িআঁ এ পাঁচ বাণে.॥ আজি লইবোঁ তোর পরাণে.॥ ১৫॥ তোহ্মে না কর মোর নিরাসে
॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে.॥ ১৬॥ বেলাবলীরাগঃ॥ রূপকং॥ আহ্মার বচন কাহ্নাঞিঁ ধরহ মণে.॥
মতি নিবারহ তোহ্মে আশেষ যতনে.॥ আহ্মাক মারিআঁ তোহ্মে কথাঁ পাইবেঁ ঠাই.। মণত গুণি ৮
আঁ চাহ আপণে কাহ্নাঞিঁ.॥ ল॥ ১॥ না যোড় না যোড় মদন পাঁচ বাণে.॥ আকাবণে কাহ্নাঞিঁ ৮
মোর লইবেঁ পরাণে.॥ ল॥ ধ্রু॥ দশ চারি বরিষের হওঁ মো গোআলী.॥ হেন তিরী মারিতেঁ অযোগ বনমালী.॥ তো ৮
হ্মে যবেঁ হাণিবেঁ আহ্মাক পাঁচবাণে.। কাটারত ভর করী তেজিবোঁ পরাণে.॥ ২॥ অবুধ কাহ্নাঞিঁ তোঁ মোর বোল সুণ



১৫৯খ

। পরার বচনে তোঁ ধনুত না দেঁ গুণ.॥ তোহোর ধনুর বাণে মরণ আহ্মার.। এ পুণী কাহ্নাঞিঁ তোর বড়ই খাঁখার॥ ৩॥
দেবাসুর নর যার নাহিঁ সহে টান.। তিরীর উপরে সে যোড়ে পাঁচ বাণ.॥ না জাণিআঁ রুখ বুইলোঁ তোহ্মার চরণে.॥
পুরিবোঁ তোহ্মার আশ না জুড়িহ বাণে.॥ ৪॥ গরঞ্জালী বুঢ়ী আছে তোহ্মার পাশে.। লোক ধরম কা ৮
হ্নাঞিঁ সব তোর নাশে.॥ আহ্মা মাইলেঁ তোর পাপেঁ নাহিঁক শকতী.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গ ১৫৯
তী.॥ ৫॥ বসন্তরাগঃ.॥ একতালী.॥ গুআ পান দিআঁ দূতী পাঠায়িলোঁ তোরে.। বিণি আপরাধেঁ তো মা
রিলি তাহারে.॥ কোণ কাম না কয়িলোঁ[১] তোহ্মার আন্তরে.। সংসাব ভরায়িলি তোঁ আহ্মার খাঁখারে.॥ ১॥ মারিবোঁ জুড়ি
আঁ মদন পাঁচ বাণে.॥ কংস নরপতি তোর রাখউ পরাণে.॥ ধ্রু॥ দেব আসুর যার না সহে টান.। হেন বাণে রা

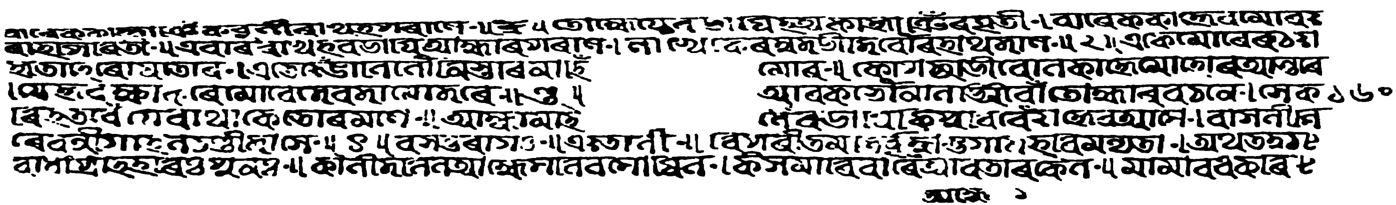
১. এ-অংশ 'কোণ কামনা কযিলোঁ' পড়াও চলতে পারে। বসন্তরঞ্জন 'কোণ কাম না কয়িলো' পাঠ নিয়েছেন। সেটিই সঙ্গততর পাঠ মনে হয়।



১৬০ক

৮ ধা তোর লইবোঁ পরাণে[১].॥ যদি বা আছএ তোর পরাণের ভএ.। শরণ সাম্বাহ তবেঁ বড়ায়ির পাএ॥ ২॥
আনেক কাকুতী করিলোঁ তোহোরে.। তভোঁ মোর আশমান কৈলেঁ বারে বারে.॥ এতেকেঁ জাণিলোঁ তোর থীর ন
হে মণে.। এবেঁ মোর হাথে তোর আবসি মরণে॥ ৩॥ তোহ্মাক মারিবোঁ আর আইহন বীর.। আর কং
স মারিতেঁ মন কৈলোঁ থীর.॥ তোহ্মার জীবাব আর নাহিঁক উপাএ.। বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস
গাএ.॥ ৪॥ বসন্তরাগঃ.॥ যতিঃ.॥ নিশম্য কৃষ্ণবচনং রাধা বৃদ্ধান্তিকং যযৌ.। জগাদ চ নিজত্রাণ ৮
পরায়ণমিদং বচঃ.॥ সুণহে বড়ায়ি বোলোঁ তোহ্মার চরণে.। নিষধ কাহ্নাঞিঁকে মোক না জুড়িহে বাণে.॥ সব ঠাই
তোহ্মে মোর নিস্তার কারণে.। এবেঁ তোত লাগি হএ[২] আহ্মার মরণে.॥ ১॥ সুণহে বড়ায়ি মোরে দয়া ধর মণে.॥

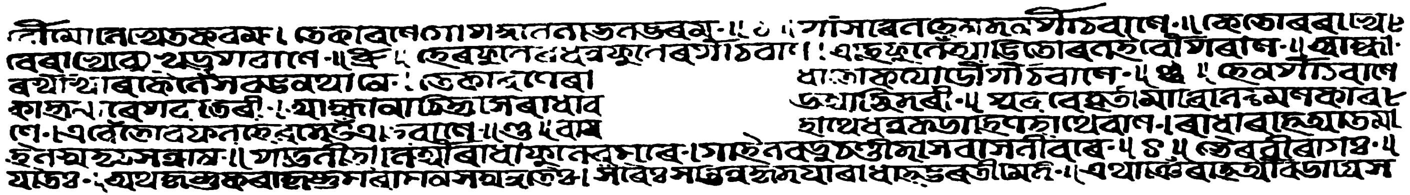
১. বসন্তরঞ্জনেব সংশোধিত পাঠ 'পবাণ'। মিলেব দিক থেকে এই পাঠই সঙ্গত।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'লাগি হএ'।



১৬০খ

বারেক কাহ্নাঞিঁক বুলী রাখহ পরাণে.॥ ধ্রু॥ তোহ্মে যে বড়ায়ি হঅ কাহ্নাঞিঁর দূতী.। বারেক কাহ্নের মোর ক
রাহ পিরিতী.॥ এবার রাখহ বড়ায়ি আহ্মার পরাণ.। লাখেকের মুদড়ী দিবোঁর হাথ দাণ.॥ ২॥ একে মোরে রুঠ কা
হ্ন তাহে বোষ তোর.। এতেকেঁ জাণিলোঁ নিস্তার নাহিঁ মোর॥ কোপ ছাড়ী বোল কাহ্নে মোহোর আন্তরে
। যেহ্ন রক্ষা করে মোরে দেব দামোদরে.॥ ৩॥ আর কভোঁ না লঙ্ঘিবোঁ তোহ্মার বচনে.। সে ক ১৬০
রিহ তবেঁ যেবা থাকে তোর মণে.॥ আহ্মা মাইলেঁ বড়ায়ি কি পুবিবেঁ কাহ্নের আশে.। বাসলী শি
রে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে.॥ ৪॥ বসন্তরাগঃ.॥ একতালী.॥ বিপবী:তমতির্বৃদ্ধা জগাদ হরিমন্যতা[১].। অথ তদ্বচ[২] ৮
রাধাং প্রাহ হরিঃ পুনঃ.॥ কালী দলিল আহ্মে শলিল শোষিল[৩].। কংস মারিবাবেঁ[৪] আবতার কৈল.॥ মামা বধ কবি ৮

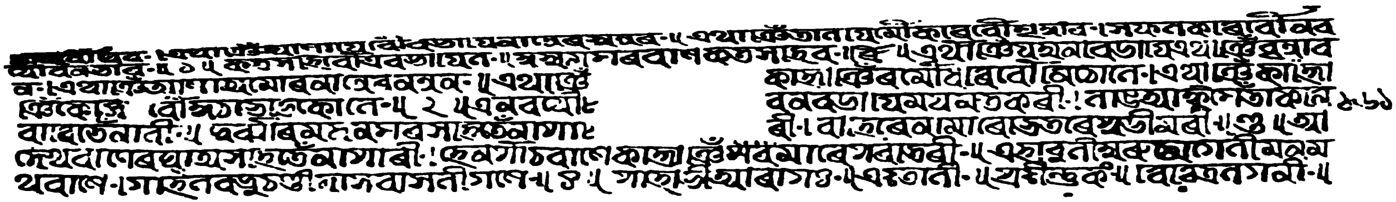
১. বসন্তরঞ্জন 'হরিমন্যথা'।
২. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'অথ তদ্বচসং প্রাপ্য'। অর্থ ও ছন্দ উভয় দিক থেকেই এই সংশোধিত পাঠ সঙ্গততর।
৩. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'শোধিল'।
৪. 'আহ্মে' চিহ্নসহ মার্জিনের নীচে লিখিত।



১৬১ক

বোঁ মো লিখিত করম.। তেকারণে গোপকুলে লভিল জরম.॥ ১॥ পাসরিল[১].হে মদন পাঁচ বাণে.॥ কে তোর রাখি ৮
বে রাখউ[২] পরাণে.॥ ধ্রু॥ হের ফুলের ধনু ফুলের পাঁচ বাণ.। এহি ফুলেঁ আজি তোর লইবোঁ পরাণ.॥ আহ্মা
র খাঁখার কৈলেঁ সব জন থানে.। তেকারণে রাধা তোক যোড়োঁ পাঁচ বাণে.॥ ২[৩]॥ হেন পাঁচ বাণে
কাহ্ন মারে পরতিরী.। আহ্মা না চিহ্নসি রাধা বড় আছিদরী.॥ পুরুবে দূতী মারিলি কমণ কার ৮
ণে.। এবেঁ তোর ফল হের দেওঁ এহি বাণে.॥ ৩॥ বাম হাথে ধনুক ডাহিণ হাথে বাণ.। রাধার হিআত মা
ইল সুদৃঢ় সন্ধান.॥ পড়িলী হালিআঁ রাধা ফুলের শরে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে.॥ ৪॥ ভৈরবীরাগঃ.॥
যতিঃ॥ অথ কৃষ্ণকরাকৃষ্ণ শরাশনসমুঙ্গতৈঃ.[৪]। সরৈঃ[৫] সম্ভিন্নহৃদয়ারাধাহ[৬] জরতীমিদং.॥ এথাগ্রিঁ রহিআঁ বড়ায়ি স

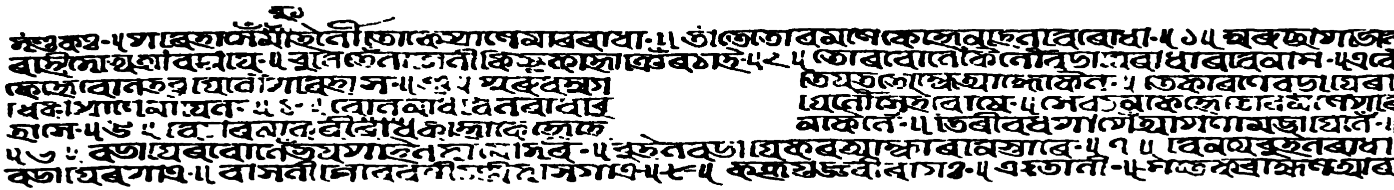
১. মূলপাঠ ‘পাসবিল’। বসন্তরঞ্জন ‘পসবিল’। মূলপাঠই অর্থের দিক থেকে সঙ্গততর মনে হয়।
২. ‘রাখিবে’ লিখে ‘খিবে’ অংশ বন্ধনীভুক্ত করে ‘খউ’ লিখিত।
৩ ‘৩’ লিখে তাব উপর ‘২’ লিখিত।
৪. বসন্তরঞ্জন ‘অথ কৃষ্ণকরাকৃষ্টশরাসনসমুদ্গতৈঃ।
৫. পুথিতে ‘সরৈঃ’ লিখে ‘স’-এব উপরে তিনটি বিন্দুচিহ্ন ( ) দিয়ে কাটা। বসন্তরঞ্জনের পাঠ ‘শরৈঃ’।
৬. বসন্তরঞ্জন ‘সংভিন্নহৃদয়া রাধাহ’।



১৬১খ

জাইবোঁ ঘর.। এথাঞিঁ আণায়িবোঁ বড়ায়ি নান্দের সুন্দর.॥ এথাঞিঁ তা লয়ি মোঁ করিবোঁ শৃঙ্গার.। সফল করিবোঁ নব
যৌবন ভার.॥ ১॥ কত সহিবোঁ এ বড়ায়ি ল.॥ কুসুমশর বাণ কত সহিব.॥ ধ্রুং॥ এথঁাঞিঁ[১] যমুনা বড়ায়ি এথাঞিঁ বৃন্দাব
ন.। এথাঞিঁ আণাঅ মোর নান্দের নন্দন.॥ এথাঞিঁ কাহ্নাঞিঁর মোঁ ধরিবোঁ নিচোলে.। এথাঞিঁ কাহ্না ১৬১
ঞিঁকে দিবোঁ কুচ ভেড়ি কোলে.॥ ২॥ এ নব যৌবন বড়ায়ি ময়মত করী.। লাজ আঙ্কুশেঁ তাক নি
বারিতেঁ নারী.॥ দুর্ব্বার মদনশর সহিতেঁ না পারী.। বাহিরে না মারে ভিতরে পুড়ী মরী.॥ ৩॥ আ
দেখ বাণের ঘাঅ সহিতেঁ না পারী.। হেন পাঁচ বাণে কাহ্নাঞিঁ মারে[২] পরতিরী.॥ এহা বুলী মুরুছা গেলী মনম
থ বাণে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে.॥ ৪॥ পাহাড়ীআরাগঃ.॥ একতালী.॥ প্রকীর্ণকং.॥ বিচিত্র লগনী.॥

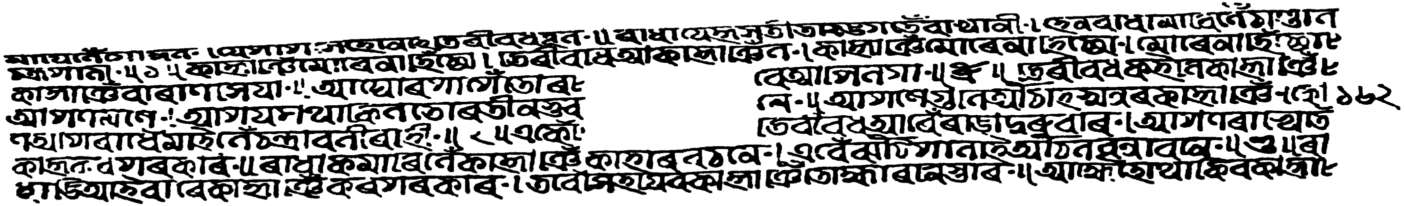
১. বসন্তরঞ্জন 'এথাঞিঁ'।
২ 'পরমারে' লিখে 'পর' কেটে দেওয়া হযেছে।



১৬২ক

দণ্ডকঃ[১] ॥ পরিহাসেঁ বুইলোঁ[২] তোকে প্রাণে মার রাধা.॥ তাতে তোর মণে কেহ্নে নহিল বিরোধা.॥ ১ ॥ মুরুছা পড়িলি[৩] রাহী দেখিআঁ বড়ায়ি.॥ বুলির্ত্তে লাগিলী কিছু কাহ্নাঞিঁর ঠাই.॥ ২ ॥ তোর বোলেঁ কৈলোঁ বড়ায়ি রাধার বিনাশ.॥ এবেঁ কেহ্নে বোলহ বুয়িলোঁ পরিহাস.॥ ৩ ॥ পুরুব যুগতি যত তোহ্মে আহ্মে কৈল.॥ তেকারণে বড়ায়ি রাধিকা প্রাণে মায়িল.॥ ৪ ॥ বোল না ধরিল রাধা বুয়িলোঁ সেই রোষে.॥ সে বচন কেহ্নে তোর মণে পরিহাসে.॥ ৫ ॥ বিচার না করী কাহ্না[৪] কেহ্নে হেন কৈলেঁ.॥ তিরীবধপাপেঁ আপণা মজায়িলেঁ.॥ ॥ ৬ ॥ বড়ায়ির বোলেঁ ভয় পাইল দামোদরে[৫].॥ বুইল বড়াযি কর আহ্মার নিস্তারে.॥ ৭ ॥ বিনয়ে বুইল রাধা বড়ায়ির পাএ.॥ বাসলী শিবে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ.॥ ৮ ॥ কহ্নু গুজ্জরী[৬]রাগঃ.॥ একতালী.॥ শতেক ব্রাহ্মণ আর

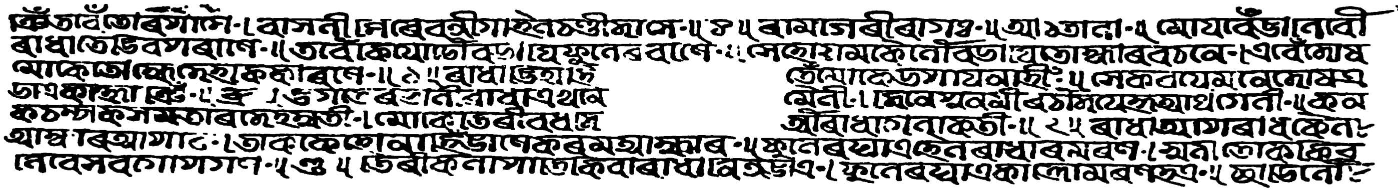
১. বসন্তরঞ্জন 'দণ্ডকং'।
২. পুথিতে 'মাইলোঁ' লিখে 'মা' কেটে নির্দেশচিহ্নসহ 'বু' মার্জিনের উপরে লিখিত।
৩ বসন্তরঞ্জন 'পড়িলী'।
৪. পুথিতে 'রাধা' লিখে কেটে দিযে 'কাহ্না' লিখিত।
৫. পুথিতে 'দামোদর' লিখে এ-কার নাগরী রীতিতে মাত্রার উপরে লিখিত।
৬. বসন্তরঞ্জন 'কহ্নু গুজ্জরী'।



১৬২খ

মায়িলেঁ গোকুল.। যে পাপ সেহো নহে তিরীবধতূল[১].॥ রাধা যেহ্ন সতী তাক জগতেঁ বাখানী.। হেন রাধা মারিলেঁ চাণ্ডাল
চক্রপাণী.॥ ১॥ কাহ্নাঞিঁ মোরে নাহিঁ ছো। তিরীবধিআ কাহ্নাঞিঁ ল.। কাহ্নাঞিঁ মোরে নাহি ছো.। মোরে নাহিঁ ছো ৮
কাহ্নাঞিঁ বারাণসি যা.॥ আঘোর পাপেঁ তোর বেআপিল গা.॥ ধ্রু॥ তিরী বধ কইলি কাহ্নাঞিঁ ৮
আপণ মণে.॥ আপযশ থাকিল তোর তীন ভুবনে ॥ আপণে গুণিআঁ চাহ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ.। কো ১৬২
ণ আপরাধেঁ মাইলেঁ চন্দ্রাবলী রাহী.॥ ২॥ একেঁ তিরী বধ আরেঁ রাজা দুরুবার.। আপণ রাখিতেঁ
কাহ্ন কর পরকার.॥ রাধাক মারিলেঁ কাহ্নাঞিঁ কাহার বচনে.। এবেঁ ঝাট পালাইআঁ চল বৃন্দাবনে.॥ ৩॥ রা
ধা জিআইবারে কাহ্নাঞিঁ কর পরকার.। তবেঁসি হয়িব কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার নিস্তার.॥ আহ্মোহো থাকিব কাহ্ন ৮

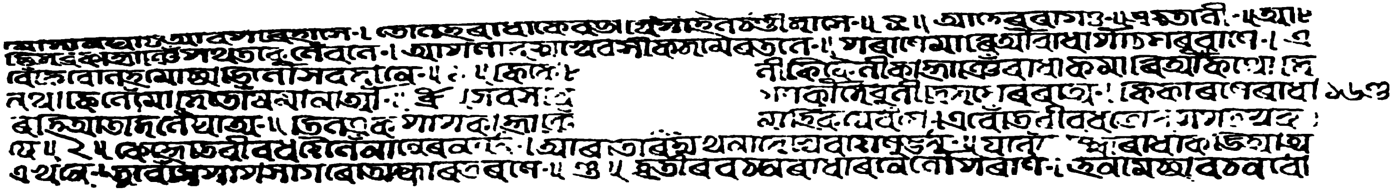
১ বসন্তবঞ্জন তিরীবধতুল'।



১৬৩ক

ঞিঁ তবে তোর পাশে.। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে.॥ ৪॥ রামগিরীরাগঃ.॥ আঠতালা.॥ মো যবেঁ জাণিবোঁ রাধা তেজিব পরাণে.॥ তবেঁ কি যোড়োঁ বড়ায়ি ফুলের বাণে.॥ সেহো কাম কৈলোঁ বড়ায়ি তোহ্মার বচনে.। এবেঁ দোষ মোকে তোহ্মে দেহ কি কারণে.॥ ১॥ রাধা জিআইতেঁ মোকে উপায় নাহীঁ.॥ সে কর যেমনে দোষ এড়াএ কাহ্নাঞিঁ.॥ ধ্রু॥ জগতের ভালী রাধা এখনে মৈলী.। দিনে পুনমীর চাঁদ যেহ্ন আথ গেলী.॥ কনকচম্পক সম তার দেহযুতী.। মোকে তিরীবধ দিআঁ রাধা গেলা কতী.॥ ২॥ রাধা আপরাধ কৈল ৮

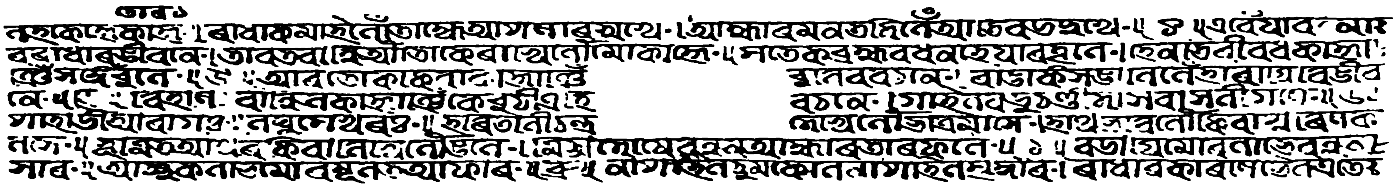
আহ্মার আপার.। তাক কেহো নাহিঁ জাণে করম আহ্মার.॥ ফুলের ঘাএ হৈল রাধার মরণ.। সুণী মোক কি বুলিবে সব গোপগণ.॥ ৩॥ তিরীকলা পাতি কিবা রাধা নিন্দ জাএ.। ফুলের ঘাএ কাহ্নো মরণ হএ.॥ ছাড়িলোঁ ৮



১৬৩খ

মো. দানঘাট আর পরিহাসে.। তোলহ রাধাকে বড়ায়ি গাইল চণ্ডীদাসে.॥ ৪ ॥ আহেররাগঃ.॥ একতালী.॥ আ ৮
ছিদর কাহ্নাঞিঁ পথত কৈলেঁ বলে.। আপণার সুখে বসী কদমের তলে.॥ পরাণে মারিআঁ রাধা পাঁচ শর বাণে.। এ
বেঁ কি বোলহ মো ছাড়িলোঁ সব দানে.॥ ১ ॥ কি কৈলী কি কৈলী কাহ্নাঞিঁ রাধাক মারিআঁ।[১] কথো দি
ন থাকিলেঁ মো দিতোঁ ষ মানাআঁ.॥ ধ্রু॥ সব সখিগণ কাঁদে বুলি ত্রিদশের রাঅ.। কি কারণে রাধা ১৬৩
র হিআত দিলেঁ ঘাঅ.॥ তিল এক পাপ কাহ্নাঞিঁ নাহিঁক যে বংশে.। এবেঁ তিরীবধ তোর সপত পুরু ৮
ষে॥ ২॥ কেহ্নে তিরী বধ কৈলেঁ নান্দের নন্দনে[২].। আর তোর[৩] মুখ না দেখিব কোণ জনে[৪].॥ যবেঁ তোহ্মো[৫] রাধাক জিআত
এখনে.। তবেঁসি পাপসাগরে তোহ্মার তরণে.॥ ৩॥ দূতীর বচনে রাধার নৈলোঁ পরাণ.। হেন মিছা বচন বো

১. পুথিতে দাঁড়িচিহ্ন মাত্রার উপরে তুলে লিখিত।
২ এ-কাব নাগরী চিহ্নে মাত্রার উপরে তুলে লিখিত।
৩. 'তোর'-এব 'র'-এর উপর কয়েকটি বিন্দু চিহ্ন। লিপিকব 'তোব' লিখে 'র' কেটে দিলেন কি-না তা স্পষ্ট নয়।
৪. এ-কাব নাগরী লিপিতে মাত্রার উপরে তুলে লিখিত।
৫. 'তোহ্মো'ব 'তো' অস্পষ্ট।

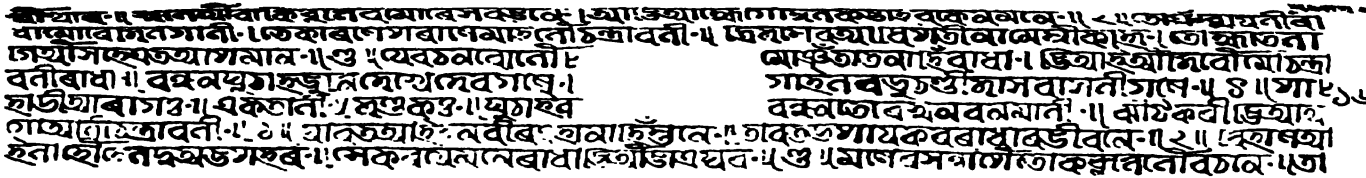


১৬৪ক

লহ কেহ্নে কাহ্ন॥ রাধাক মাইলেঁ তোহ্মে আপণার সুখে.। আহ্মার মনত দিলেঁ আতিবড় দুখে.॥ ৪ ॥ এবেঁ যাবত না কর রাধার জীবনে.। তাবত বান্ধিআঁ তোকে রাখিলোঁ মো কাহ্নে.॥ শতেক ব্রহ্মবধ নহে যার তুলে.। হেন তিরীবধ কাহ্নাঞিঁ সঙ্গে তোর[১] বুলে.॥ ৫ ॥ আর তোক কি বা কাহ্নাঞিঁ বুলিব বচনে.। রাজা কংস জাণিলেঁ হারায়িবি জীবনে.॥[২] বান্ধিল কাহ্নাঞিঁকে বুঢ়ী এহি বচনে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে.॥ ৬॥

পাহাড়ীআ রাগঃ॥ লঘুশেখরঃ.॥ হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্র মাসে.। হাথ ভরিলোঁ কিবা পুরিল কলসে.॥ ভূমিত আখর কিবা লিখিলোঁ জলে.। মিছা দোষে বন্ধন আহ্মার তার ফলে.॥ ১॥ বড়ায়ি মোর লাভে বন্ধন ৮ সার.॥ আছুক লাভ মোর মূলত আফার.॥ ধ্রু॥ না পাইল চুম কোল না পাইল শৃঙ্গার.। রাধার কারণে ভৈল এতেক

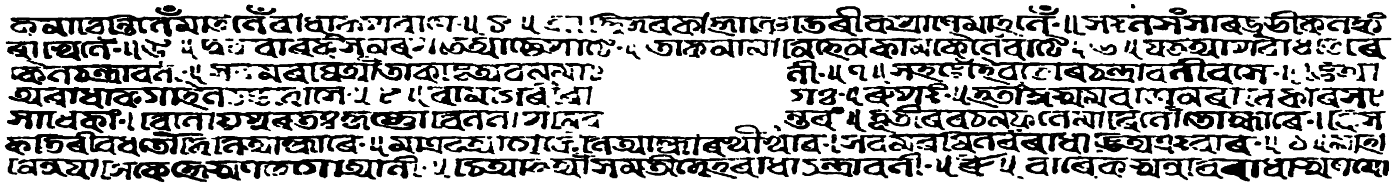
১. 'তোর' তোলাপাঠে মার্জিনের উপর চিহ্ননির্দেশ সহ লিখিত'
২. 'বিহাণ' লিখে বন্ধনী দিয়ে বর্জিত।



১৬৪খ

খাঁখার.॥ সুণিআঁ বা কি বুলিব মোরে সব জনে.। আজি আহ্মে গোকুলক জাইব কেনমনে.॥ ২॥ তোএঁ বুয়িলী বড়ায়ি[1] রা
ধা মোরে দিল গালী.। তেকারণে পরাণে মাইলোঁ চন্দ্রাবলী.॥ ত্রিদশের আধিপতী নামে শ্রীকাহ্ন.। তোহ্মাত লা
গিআঁ সহে এত আপমান.॥ ৩॥ যে বচন বোলোঁ মোএঁ তাত নাহিঁ বাধা.। জিআইআঁ দিবোঁ মো চন্দ্রা
বলী রাধা.॥ বন্ধন ঘুচাহ জুনি দেখে দেবগণে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে.॥ ৪॥ পা ৮
হাড়ীআরাগঃ.॥ একতালী.॥ দণ্ডকঃ.॥ ঘুচাইল[2] বন্ধন তোর সুন বনমালী.। ঝাঁট করী জিআঅ ১৬৪
গোআলী চন্দ্রাবলী.॥ ১॥ যাবত আইহন বীর এহা নাহিঁ শুনে.॥ তাবত উপায় কর রাধার জীবনে.॥ ২॥ বিহাণ আ
ইলাহোঁ দুঅজ পহর.॥ সে কর যেমনে রাধা জিআঁ জাএ ঘর.॥ ৩॥ মণের সন্তাপেঁ তোক বুলিলোঁ বচনে॥ তা

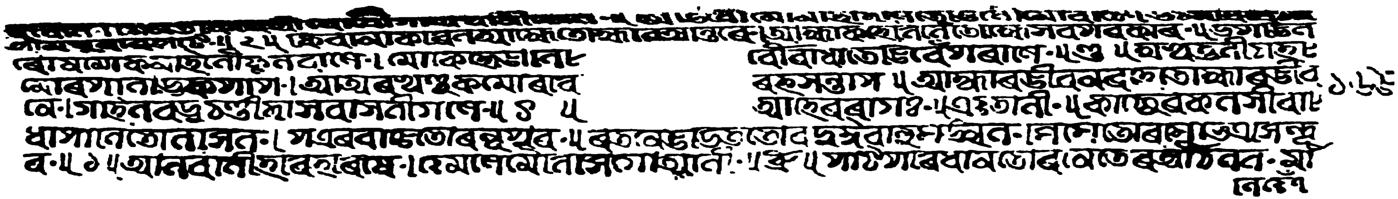
১. 'বড়াযি' তোলাপাঠে মার্জিনের উপর চিহ্ননির্দেশ-সহ লিখিত।
২. 'ঘুচাইব' পড়া যেতে পারে। তবে 'ঘুচাইল'-পাঠেই অর্থসঙ্গতি বেশি হয়।



১৬৫ক

ক না চিন্তিলেঁ মাইলেঁ রাধাক পরাণে. ॥ ৪ ॥ আছিদর কাহ্নাঞিঁ তিরীক প্রাণে মাইলেঁ. ॥ সকল সংসার জুড়ী কলঙ্ক
রাখিলেঁ. ॥ ৫ ॥ দুরুবার কংস নরপতি আছে পাটে. ॥ তাক না মানি হেন কাম কৈলেঁ বাটে ॥ ৬ ॥ যত আপরাধ তোর
কৈল চন্দ্রাবলী. ॥ সব মরষিআঁ তাক জিআ বনমালী. ॥ ৭ ॥ সহজেঁ হৈব তোর চন্দ্রাবলী বসে. ॥ জিআ
অ রাধাক গাইল চণ্ডীদাসে. ॥ ৮ ॥ রামগিরীরাগঃ. ॥ রুপকং. ॥ হতাং কুসুমবাণেন রাধিকাং রস ৮
সাধিকাং। বিলোক্য পুরতঃ কৃষ্ণো বিললাপ নিরন্তরং ॥ দূতীর বচন ফলে মারিলোঁ তোহ্মারে. । কিস
ক তিরীবধ তোঁ দিলি আহ্মারে. ॥ মাএর আগে কৈলি আহ্মার খাঁখার. । সব মরষিল রাধা[১] জিঅ একবার ॥ ১ ॥ মাহা
নিন্দ যাসি কেহ্নে সুণ হে গোআলী. ॥ চিআইআঁ সমতী দেহ রাধা চন্দ্রাবলী. ॥ ধ্রু ॥ বারেক সুন্দরি রাধা সুণ মো

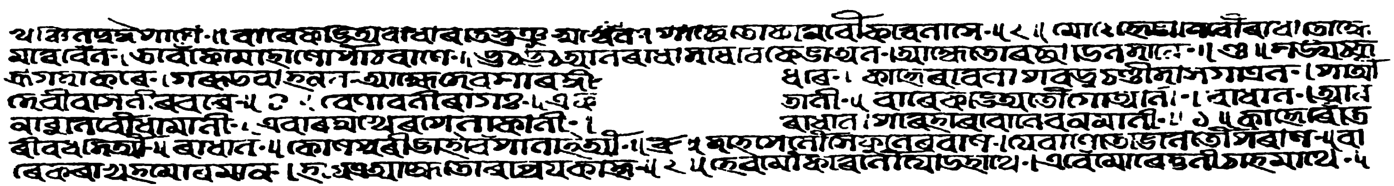
১ 'ররাধা' লিখে প্রথম 'র' কেটে দেওয়া হয়েছে।



১৬৫খ

র বোল.। মিনতী করিআঁ বোলোঁ গাঅখানী তোল.॥ ছাড়লোঁ মো মাহাদাণ তেজিলোঁ মো বাটে.। উঠ দধি বিচ নি আঁ মথুরার হাটে.॥ ২॥ কি বা না করিল আহ্মে তোহ্মার আন্তরে.। আহ্মাক হেলিলেঁ তোহ্মে সব পরকার[১].॥ উপজিল রোষ মোক মাইলোঁ ফুলবাণে.। মো কেহ্নে জাণিবোঁ রাধা তেজিবেঁ পরাণে.॥ ৩॥ মুখ তুলী চাহ ৮ মোর পালাউক[২] পাপ.। আঅর খণ্ডুক মোর বিরহ সন্তাপ॥ আহ্মার জীবন রহে তোহ্মার জীব নে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে.॥ ৪॥ আহেররাগঃ.॥ একতালী.॥ কাছের কলসী রা ৮ ধা পাণি তোলসি ল.। পএর বাজে তোর নূপুর.॥ রতনে জড়িত তোর দুঈ বাহু শঙ্খ ল. শিশে তোর শোভএ সিন্দূ র.॥ ১॥ আল বালী হরি হরিষে[৩].। কেমণে মৈলি সি গোআলী.॥ ধ্রু॥ পাট পরিধান তোর নেতের আঁচল ল. মাণিকেঁ[৪] ১৬৫

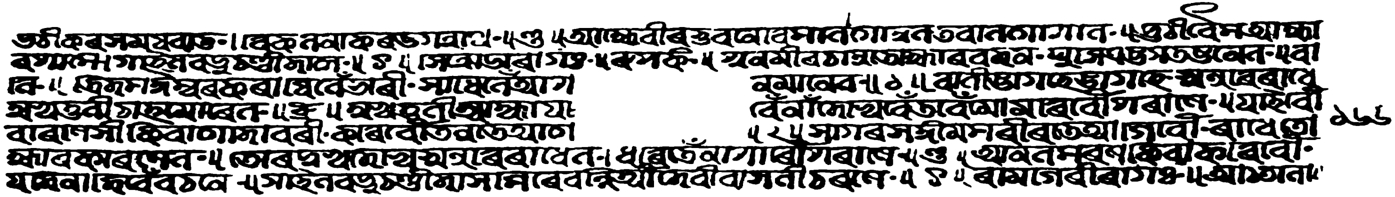
১. পুথিতে 'পরকাব'। বসন্তরঞ্জন মিলের খাতিরে সংশোধিত 'পবকারে' পাঠ দিয়েছেন।
২. বসন্তরঞ্জন 'পালাউক'।
৩. বসন্তরঞ্জন 'হবি য়ে'। পুথির পাঠই সঙ্গততর মনে হয।
৪. 'মাণিকেঁ'র 'নিকেঁ' মার্জিনের নিচে চিহ্ননির্দেশসহ লিখিত।



১৬৬ক

খঞ্চিল দুঈ পাশে। বাবেক জিঅ রাধা রতি ভুঞ্জ সুখে ল.। পাছে তোক নিবোঁ কবিলাসে[১].॥ ২॥ মো কেহ্নে জাণিবোঁ রাধা তোহ্মে মরিবেঁ ল.। তবেঁ কি মো হাণো পাঁচ বাণে.॥ উঠ উঠ আল রাধা দধি বিকে জাঅ ল.। আহ্মে তোর ছাড়িল দানে.॥ ৩॥ শঙ্খচক্র [২]গদা করে.। গরুড় বাহন ল. আহ্মে দেব সারঙ্গধরে.। কাহ্নেব বিলাপ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ল.। পাআঁ দেবী বাসলীর বরে.॥ ৪॥ বেলারলী রাগঃ.॥ একতালী.॥ বারেক জিঅ তোঁ গোআলী.। রাধা ল.। আর না বুলিবোঁ ধামালী.॥ এবার মুখের পেলা কালী.।. রাধা ল.। পরিহাব বোলে বনমালী.॥ ১॥ কাহ্নেরেঁ তিরী বধ দিআঁ.॥ রাধা ল.॥ কোণ পুবী জাইবেঁ পালাইআঁ.॥ ধ্রু॥ দহে পেলোঁ সে ফুলের বাণ.। যে বাণে তেজিলি তোঁ পরাণ.॥ বারেক রাখহ মোর মান.। হযিএ আহ্মে তোর প্রিয় কাহ্ন.॥ ২॥ হের মোঁ করিলোঁ যোড়হাথে। এবেঁ মোবে তুলী চাহ মাথে.॥

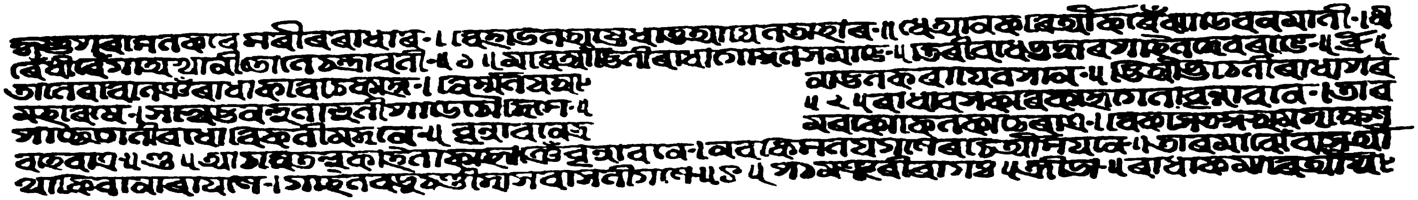
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'নিবোঁক বিলাসে'।
২. 'চক্রে'ব ক্র এখানে পুনর্বার লেখা এবং সম্ভবত মাত্রাব উপব চিহ্ন দিয়ে কাটা।



১৬৬খ

উঠী কর সময় বাত.। বিকল না কর জগন্নাথ.॥ ৩॥ আহ্মে বীব ভুবনে বিশাল।[১] গোকুলত বালগোপাল.॥ উঠী বৈশ আহ্মা
র পাশে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে.॥ ৪॥ সিন্ধোড়া রাগঃ.॥ রূপকং.॥ পুনমীর চান্দ তোহ্মার বদন. ঘুসিএ জগত জনে ল.॥ বা
লি.॥ ত্রিদশ ঈশ্বর করায়িলেঁ ভারী. সাধিলেঁ আপন মানে ল.॥ ১॥ বালী জাগ হে জাগ হে. সুন্দরি রাধে
মুখ তুলী চাহ মোরে ল.॥ ধ্রু॥ মুখ তুলী আহ্মা যবেঁ নাঁ দেখিবেঁ তবেঁ মো মরিবোঁ পরাণে.॥ যাইবোঁ   ১৬৬
বাবাণসী কিবা গোদাবরী. করিবোঁ তনু তেআগে॥ ২॥ সাগবসঙ্গমে শরীর তেআগিবোঁ রাধে তো
হ্মার কারণে ল.॥ তোর দুখ দেখি সুন্দরি রাধে ল.। ধরিতেঁ না পারোঁ পরাণে.॥ ৩॥ আনল শরণ কিবা করিবোঁ.
যদি না দিবেঁ বচনে.॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিবে বন্দিআঁ দেবী বাসলীচরণে.॥ ৪॥ রামগিরী রাগঃ॥ আঠতালা॥

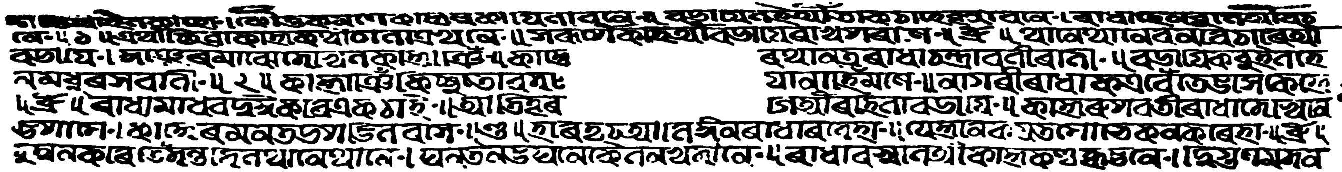
১ এক দাঁড়ি চিহ্ন মাত্রাব উপবে তুলে লেখা.



১৬৭ক

কৃষ্ণ পরশিল করে শরীর রাধার.। বিহড়িল আষ্ট ধাতু আয়িল তাহার.॥ ধেআন করিআঁ করেঁ ঝাড়ে বনমালী.। ধী
রেঁ ধীরেঁ গাঅখানী তোলে চন্দ্রাবলী.॥ ১॥ মরিআঁ জিলী রাধা গোকুল সমাজে.॥ তিরীবধে উদ্ধার পাইল দেবরাজে.॥ ধ্রু॥
তালের বিণিএঁ রাধাক বিচি কাহ্ন.। নির্ম্মল যমুনাজল করায়িল' পান.॥ জিআঁ উঠিলী রাধা পর
ম হরিষে.। সখিজন হুলাহুলী পাড়ে চৌদিশে[১].॥ ২॥ রাধা বস করি কাহ্ন গেলা বৃন্দাবনে.। তার
পাছে গেলী রাধা বিকলী মদনে.॥ বৃন্দাবনে ভ্রমর কোকিল কাঢ়ে রাএ.। বিকসিত কুসুম দক্ষিণ
বহে বাএ.॥ ৩॥ আচম্বিত লুকাইলা কাহ্নাঞিঁ বৃন্দাবনে.। নব কিশলয়গণে রচিআঁ শয়নে.॥ তার মাঝেঁ বসিআঁ
থাকিলা নারায়ণে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে .॥ ৪॥ পঠমঞ্জরী রাগঃ॥ ক্রীড়া.॥ রাধাক মারিআঁ পু ৮

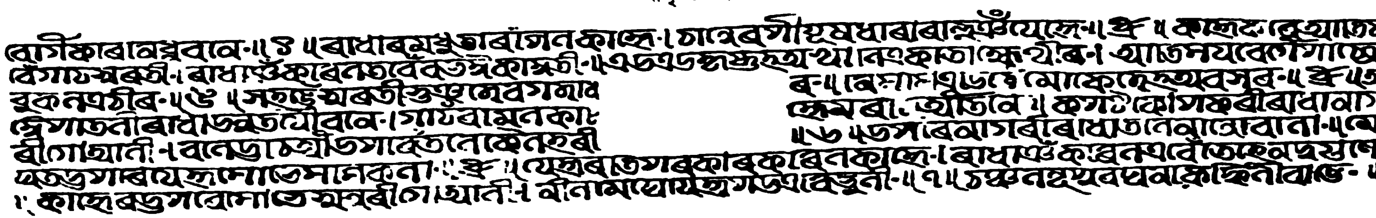
১. এখানে পুথিতে ডবল দাঁড়ি ফাঁকা জায়গার আগে ও পরে দেওয়া হয়েছে।



১৬৭খ

নী জিআইল কাহ্নে.। কৌতুক মণে কাহ্ন লুকায়িলা বনে.॥ বড়ায়ি লইআঁ তাক চাহে বৃন্দাবনে.। রাধা হেন বুলিআঁ[১] বচ
নে. ॥ ১ ॥ এথাঁ ছিলা কাহ্ন কথাঁ গেলা এখনে.॥ সন্দপেঁ কহিআঁ বড়ায়ি রাখ পরাণে.॥ ধ্রুং॥ থানে থানে বন বিচারিআঁ
বড়ায়ি.। কুঞ্জের মাঝে দেখিল কাহ্নাঞিঁ.॥ কাহ্নের থানত রাধা[২] চন্দ্রাবলী রাণী.॥ বড়ায়িক[৩] বুইল হে
ন মধুরস বাণী.॥ ২॥ কাহ্নাঞিঁ কিছু তোর দয়া নাহিঁ মণে.॥ নাগরী রাধাক এবেঁ তেজসি কেহ্নে
॥ ধ্রুং॥ রাধা মাধব দুঈ করি এক ঠাই.॥ আতি দূর গিআঁ রহিলা বড়ায়ি.॥ কাহ্ন রূপবতী রাধা দেখি নি ১৬৭
জ পাশে.। কাহ্নের মনত উপজিল রসে.॥ ৩॥ হরি দৃঢ় আলিঙ্গন রাধার দেহা.॥ যেহ্ন নিকষত শোভে কনক রেহা.॥ ধ্রুং॥
চুম্বন করিতেঁ দন্ত দিল থানে থানে.। ঘন তন জঘনে কৈল নখ দানে.॥ বাধার সুণিআঁ কাহ্ন কণ্ঠ কূজনে.। দ্বিগুণ মদন

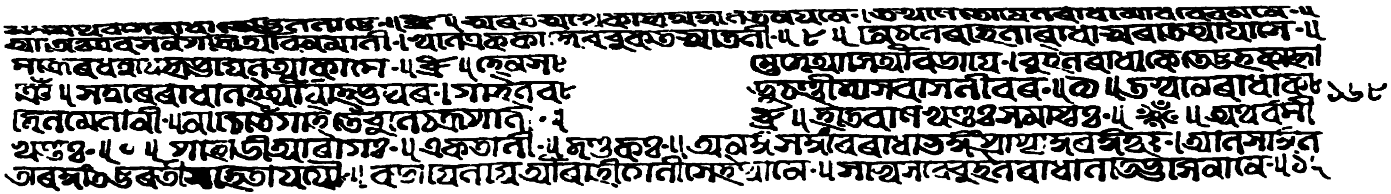
১. বসন্তরঞ্জন 'বলিআঁ'।
২ বসন্তরঞ্জনেব পরিবর্তিত পাঠ 'বাখী'। অর্থেব দিক থেকে বসন্তবঞ্জনেব পাঠ সঙ্গততর।
৩. বসন্তরঞ্জনের পবিবর্তিত পাঠ 'বডাযি'। অর্থেব দিক থেকে বসন্তবঞ্জনের পাঠ সঙ্গততব।



১৬৮ক

বেগেঁ[১] করে নিধুবনে.॥ ৪॥ রাধার [২]মধু তারপল[৩] কাহ্নে.। চান্দেব পীযূষধারা রাহুএঁ যেহ্নে.॥ ধ্রু॥ কাহ্নে করে আতি য
বেঁ গাঢ় সুরতী.। রাধাএঁ করিল তবেঁ বড়াঈ কাকুতী.॥ এড় এড় কৃষ্ণ হঅ খাণিএক তোহ্মে থীর.। আতিশয় বেগেঁ পাছে ৮
বুক লএ চীর.॥ ৫॥ সহজেঁ সুরতী ভুঞ্জ দেব গদাধর.॥ নিশা´ এড়িতেঁ[৪] মোকে দেহ অবসর.॥ ধ্রু॥ আ
ঙ্গে পাতলী রাধা উন্নত যৌবনে.। গাঢ় রমিল কাহ্নে মরদিআঁ তনে॥ কপট কোপ করী রাধা নাগ
রী গোআলী.। বলে উঠিআঁ উপরেঁ তলে কৈল হরী॥ ৬॥ উপরে নাগরী রাধা তলে নান্দোবালা.॥ মে
ঘত উপরে যেহ্ন শোভে শশিকলা.॥ ধ্রু॥ যেহ্ন রতি পরকার করিল কাহ্নে.। রাধাএঁ করিল এবেঁ তেহ্নেন দুগুণে
॥ কাহ্নের উপরে শোভে সুন্দরী গোআলী.। নীল মেঘে যেহ্ন পড়এ বিজুলী.॥ ৭॥ চঞ্চল নূপুর ঘন কিঙ্কিণী বাজে.।

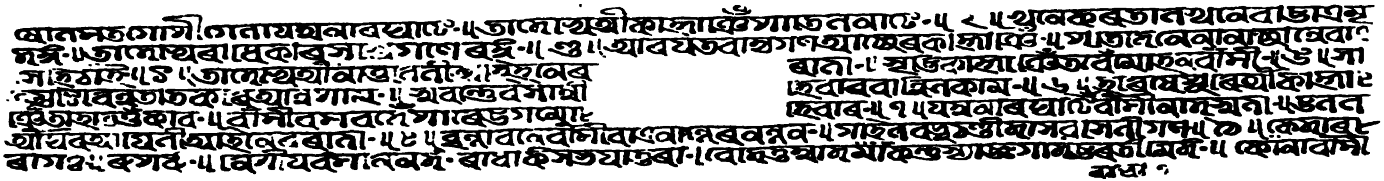
১. গেঁ-এর এ-কার দণ্ডচিহ্নের মতো হয়ে গেছে।
২ বসন্তবঞ্জন এখানে যুক্তিসঙ্গতভাবেই 'আধব' যোগ কবে 'আধব মধু' পাঠ কবেছেন।
৩. 'তারপিল' লিখে ই-কাব কাটা।
৪ 'এড়িতেঁ'-এব 'তেঁ' অস্পষ্ট। সঙ্গতবোধে বসন্তরঞ্জনের পাঠ নেওয়া হল।



১৬৮খ

মনমথ বসে রাধা তেজিল লাজে.॥ ধ্রু॥ সুরত সুখে কাহ্ন মুকুলিত নয়নে.। তখণে তোষিল রাধা মাধবের মনে.॥
আতি চিত্র বসন পহ্নিআঁ বনমালী[১].। খনে এক[২] কাহ্নের বুকত সুতিলী.॥ ৮॥ নিচলে রহিলা রাধা সুরতি আয়াসে.॥
শক্রের ধনু যেহ্ন উয়িল আকাশে.॥ ধ্রু॥ হেন সম্ভেদে আসিআঁ বড়ায়ি.। বুইল রাধাকে তেজহ কাহ্না
ঞিঁ॥ সত্বরে রাধা লইআঁ যাহউ[৩] ঘর.॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবব.॥ ৯॥ তখনে রাধাক ৮ ১৩৮
দিল মেলানী.॥ নাচিতেঁ গাইতেঁ বুলে চক্রপাণী.॥ ধ্রু॥ ইতি বাণখণ্ডঃ সমাপ্তঃ.॥ ❋॥ অথ বংশী
খণ্ডঃ .॥ ০॥ পাহাড়ীআ রাগঃ॥ একতালী.॥ দণ্ডকঃ.॥ অনঙ্গ সঙ্গরে রাধা ভঙ্গং প্রাপ্য কুরঙ্গদৃক.। আলসাঙ্গ[৪] ল
তা রঙ্গাৎ জরতীসহিতা যযৌ.॥ বড়ায়ি লইআঁ রাহী গেলী সেই থানে.॥ সখিসবে বুইল রাধা লড়িউ সিনানে.॥ ১॥

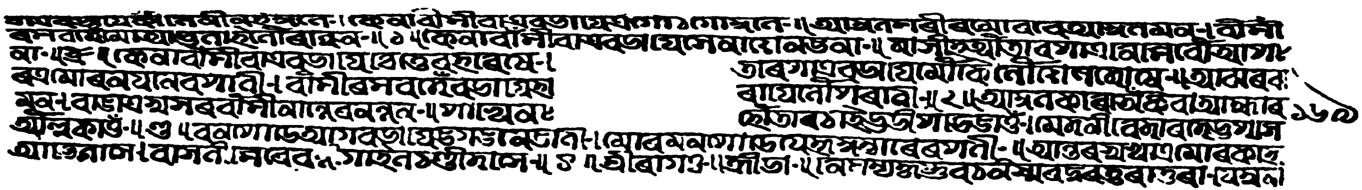
১. পুথিতে 'বনমালী'। বসন্তরঞ্জন অর্থসঙ্গতি বেখে সংশোধিত 'চন্দ্রাবলী' লিখেছেন।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : খণিএক
৩. পুথিতে 'যাহউ'। বসন্তরঞ্জন 'যাইউ' পাঠ দিয়েছেন।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : অলসাঙ্গ।



১৬৯ক

ষোলশত গোপী গেলা যমুনার ঘাটে.॥ তা দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাতিল নাটে.॥ ২॥ খনে করতাল খনে বাজাএ মৃ
দঙ্গ.॥ তা দেখি রাধিকার সখিগণে রঙ্গ.॥ ৩॥ আর যত বাদ্যগণ আছেব কাহ্নাঞিঁ.॥ পতিদিনে নানা ছান্দে বাএ
সেহি ঠাই.॥ ৪॥ তা দেখিআঁ না তুলিলী[1] আইহনের রাণী.॥ সৃজি[2] কাহ্নাঞিঁ তবেঁ রাধামোহন[3] বাঁশী.॥ ৫॥ সা
ত গুটি বিন্ধ তাত করি আনুপাম.॥ সুবন্নের সাম্বী হিরার বান্ধিল কাম.॥ ৬॥ হরিষে পুরিআঁ কাহ্না ৮
ঞিঁ তাহার ওঁকার.॥ বাঁশীর শবদেঁ পারে জগ মোহিবার.॥ ৭॥ যমুনার ঘাটে বাঁশীনাদ সুণী.॥ জল ল
আঁ ঘর আয়িলী আইনের[4] রাণী॥ ৮॥ বৃন্দাবনে বাঁশী বাএ নান্দের নন্দন.॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৯॥ কেদারা ৮
রাগঃ॥ রুপকং.॥ নিপীয় বংশনিনদং. রাধা কংসভয়াতুরা.। বেদিতুম্বাদ কন্তস্যা[5] জগাদ জরতীমিদং.॥ কে[6] না বাঁশী

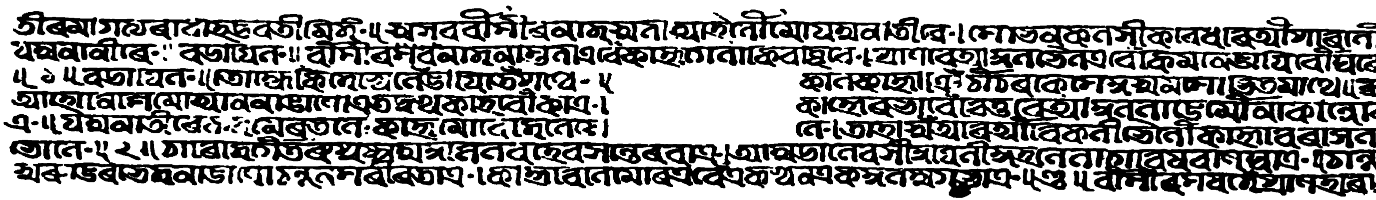
১. পুথিতে 'তুলিলী'। বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'ভুলিলী'।
২. পুথিতে 'সৃজি'। বসন্তরঞ্জন অর্থ ও ছন্দের সঙ্গতি রেখে সংশোধিত পাঠ দিয়েছেন 'সৃজিল'।
৩. 'রাধামোহনের' 'রাধা' চিহ্নসহ মার্জিনের নীচে লিখিত। বসন্তরঞ্জন এটি লক্ষ না করে শুধু 'মোহন' পাঠ দিয়েছেন। তারফলে ছন্দেও ত্রুটি রয়ে গেছে।
৪. পুথিতে 'আইনের'। মাঝে 'হ' বর্ণ পড়ে গেছে দেখে বসন্তরঞ্জন সংশোধিত পাঠ দিয়েছেন 'আইহনেব'।
৫. পুথিতে 'বেদিতুম্বাদ মাকন্তস্যা' লিখে মাঝের 'মা' কেটে দেওয়া হয়েছে।
৬. পথিতে 'কো' লিখে ডানদিকে 'া' চিহ্ন কেটে দেওয়া হয়েছে।



১৬৯খ

বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে.। কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে.॥ আকুল শরীর মোর বেআকুল মন.। বাঁশী
র শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন.॥ ১॥ কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা.॥ দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপ ৮
না.॥ ধ্রু॥ কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে.। তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে.॥ আঝর ঝ
রএ মোর নয়নের পাণী.। বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী.॥ ২॥ আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার ১৬৯
মন.। বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন.॥ পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ.। মেদনী বিদার দেউ পসি
আঁ লুকাওঁ.॥ ৩॥ বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী.। মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী.॥ আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন
অভিলাসে.। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে.॥ ৪॥ শ্রীরাগঃ.॥ ক্রীড়া.॥ নিশম্য কৃষ্ণবচনং স্মরজ্বরভুরাতুরা[১].। যমুনা

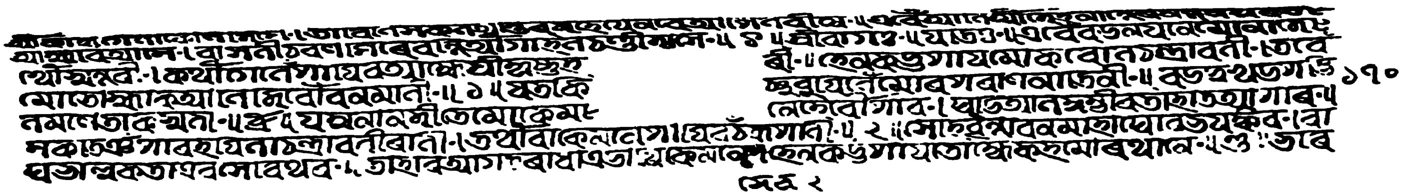
১. পুথিতে 'স্মরজ্বরভুরাতুরা'। বসন্তরঞ্জন 'জ্বরভরাতুরা'।



১৭০ক

তীরমাগত্য রাধাহ জরতীমিদং.॥ সুসর বাঁশীর নাদ সুণী আইলোঁ মো যমুনাতীরে.। শোভন কলসী করে ধরিআঁ পরিলোঁ[১]
যমুনানীরে.॥ বড়ায়ি ল.॥ বাঁশীর নাদ[২] না শুণী এবেঁ কাহ্ন গেলা কিবা দূরে.। প্রাণ বেআকুল ভৈল এবেঁ কিমনে জায়িবোঁ ঘরে
॥ ১॥ বড়ায়ি ল.॥ তোহ্মে কি দেখিলেঁ জায়িতেঁ পথে.॥ কাল কাহ্নাঞিঁ চাঁচর কেশে কুসুম শোভিত মাথে॥ ধ্রু॥
আহোনিশি মো আন না জানো এত দুখ কহিবোঁ কাএ.॥ কাহ্নের ভাবেঁ চিত্ত বেআকুল লাজে মোঁ না কান্দো রা
এ.॥ যমুনাতীরে কদমের তলে. কাহ্ন মোরে দিলে কোলে.। তাহা সুঁঅরিআঁ বিকলী ভৈলোঁ কাহ্ন বিরসিল[৩] ৮
ভোলে.॥ ২॥ চারি দিগেঁ তরু পুষ্প মুকুলিল বহে বসন্তের বাএ.। আম্বডালে বসী কুয়িলী কুহলে লাগে বিষবাণ ঘাএ.॥ চান্দ ৮
সুরুজের ভেদ না জাণো চন্দন শরীর তাএ.। কাহ্ন বিণি মোর এবেঁ এক খন এক কুল যুগ ভাএ.॥ ৩॥ বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরি ৮

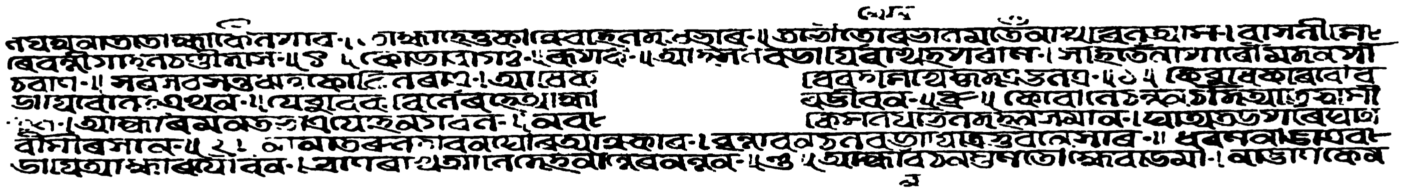
১. পুথিতে 'পরিলোঁ'। বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'পাবিলোঁ'।
২. 'শব' লিখে কেটে দিয়ে 'নাদ' লেখা হয়েছে।
৩. পুথিতে 'বিরসিল'। বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'বিসরিল'।



১৭০খ

আঁ কাহ্ন গেলা কোণ দিশে.। তা বিণি সকল আন্তর দহে যেন বেআপিল বীষে.॥ এবেঁ আণিআঁ দেহ নান্দের নন্দন পুরত ৮
আহ্মার আশে.। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল চণ্ডীদাসে.॥ ৪॥ শ্রীরাগঃ .॥ যতিঃ .॥ এবেঁ বড় নয়নে মো না দে ৮
খোঁ সুন্দরী.। কথাঁ গেলেঁ পায়িব আহ্মে শ্রীকৃষ্ণ হরী.॥ হেনক উপায় মোক বোল চন্দ্রাবলী.। তবেঁ
মো তোহ্মাক আণি দিবোঁ বনমালী.॥ ১॥ যত কিছু বুয়িলেঁ মোর পরাণনাতিনী.॥ বড় দুখ উপজি ১৭০
ল মণে তাক সুণী.॥ ধ্রু॥ যমুনা নদীতে মো কেমনে হৈবোঁ পার.। ঘড়িআল কুম্ভীর তাহাত আপার.॥
শকতিএঁ পার হয়িলা চন্দ্রাবলী রাণী.। তথাঁ বা কেমনে পায়িব দেব[১] চক্রপাণী.॥ ২॥ সেহি বৃন্দাবন মাহা ঘোর ভয়ঙ্কর.। বা
ঘ ভালুক তাএ বসে বিথর.॥ তাহার আগত রাধা এড়ায়ি কেমনে.। হেনক উপায় তোহ্মে কহ মোর থানে.॥ ৩॥ ভরি

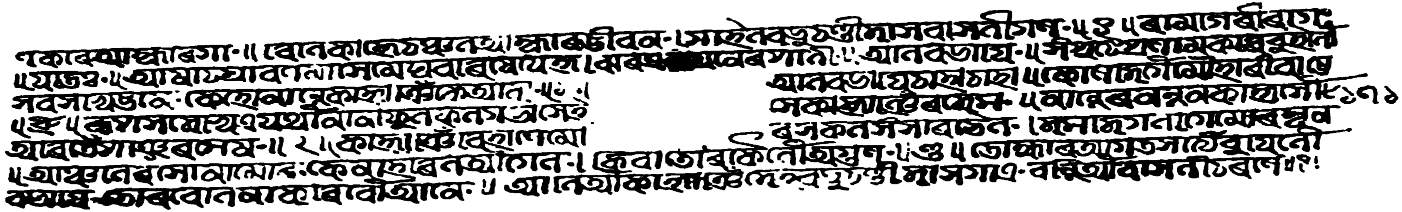
১. 'দেব' চিহ্ননির্দেশসহ মার্জিনের নীচে লিখিত।



১৭১ক

ল যমুনাত তোহ্মা কৈল পার.। তোহ্মা হেতু কান্ধে বহিল দধিভার.॥ তভোঁ তোর ভালমতেঁ না পুরিল আশ.। বাসলী শি ৮
রে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস.॥ ৪॥ কোড়ারাগঃ.। রূপকং.॥ আইস ল বড়ায়ি মোর[১] রাখহ পরাণ.। সহিতেঁ না পারোঁ মদন পাঁ
চ বাণ.॥ সরস বসন্ত ঋতু কোকিল রাএ.। আধিক বিরহশিখি হৃদএ জলএ.॥ ১॥ কি বুধি করিবোঁ ব
ড়ায়ি বোলহ এখন.॥ যে বুধি করিলেঁ রহে আহ্মার জীবন.॥ ধ্রুং॥ কে বোলে চন্দন চাঁদ আতি সুশী
তল.। আহ্মার মনত ভাএ যেহেন গরল.॥ নব কিশলয় ভৈল দহন সমান.। ঘাঅত উপরে ঘাঅ
বাঁশীর সান.॥ ২॥ নানা তরু লতা বন ঘোর আন্ধকার.। বৃন্দাবন চল বড়ায়ি ত্রিভুবনে সার.॥ ধরণ না জাএ ব ৮
ড়ায়ি আহ্মার যৌবন.। প্রাণ রাখ আণি দেহ নান্দের নন্দন.॥ ৩॥ আহ্মার[২] বচন শুণ তোহ্মে বড়ি মা.। না জাণ কেম

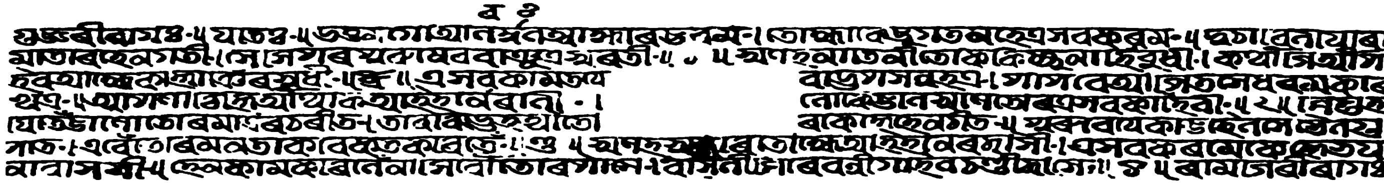
১. 'মোর' চিহ্ন নির্দেশসহ মার্জিনেব উপবে লিখিত।
২. 'আহ্মা' লিখে চিহ্ন নির্দেশসহ 'র' মার্জিনের নীচে লিখিত।



১৭১খ

ণ করে আহ্মার গা. ॥ বিণি কাহ্নে চঞ্চল আহ্মার জীবন. । গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ. ॥ ৪ ॥ রামগিরীরাগঃ
॥ যতিঃ ॥ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে যেহ্ন. । ঝরএ নয়নের পাণী. ॥ আল বড়ায়ি. ॥ সংপুটে প্রণাম করি বুইলোঁ
সব সখিজনে. কেহো নান্দে কাহ্নাঞিঁকে আণী. ॥ ১ ॥ আল বড়ায়ি চাহা চাহা ॥ কোণ দিগেঁ মৌহারী বাজে ১৭১
॥ ধ্রু ॥ রূপস দেখিএ যথাঁ নানা ফুল ফল গড়া সেই সে কাহ্নাঞিঁর দেশ. ॥ নান্দের নন্দন কাহ্ন[1] সোঁ ৮
অরিতেঁ পাঞ্জর শেষ. ॥ ২ ॥ কাহ্নাঞিঁ বিহাণে মোর সকল সংসার ভৈল. । দশ দিগ লাগে মোর শূন
॥ আঞ্চলের সোনা মোর. কে না হরি লঅাঁ গেল. । কিবা তার[2] কৈলোঁ অগুণ. ॥ ৩ ॥ তোহ্মার আগত সত্যেঁ বুয়িলোঁ
বড়ায়ি. তোর বোল না করিবোঁ আনে. ॥ আনিআঁ কাহ্নাঞিঁ দেহ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ. বন্দিআঁ বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

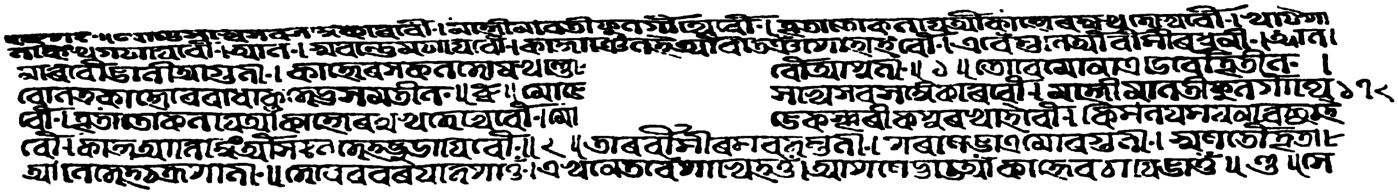
১. বসন্তরঞ্জন এখানে ত্রিপদীর একটি পদের অভাব লক্ষ করে... চিহ্ন দিয়েছেন। এটা অনাবশ্যক মনে হয়।
২. 'তোর' লিখে এ-কার চিহ্ন কাটা।



১৭২ক

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ উত্তম গোআলকুলে[১] আহ্মার জরম.। তোহ্মাকে জুগত নহে এসব করম.॥ দুচারিণী যার ৮ মা তার হেন গতী.। সেসি পরপুরুষের বাঞ্ছএ সুরতী.॥ ১ ॥ সুণহ নাতিনী তোক কিছু নাহিঁ বুধী.। কথাঁ গিআঁ পাইব আহ্মে কাহ্ণাঞিঁর সুধী.॥ ধ্রু॥ এ সব কামত যে বা উপসন্ন হএ.। পাপ বেআপিত সে ধরম করে খএ.॥ আপণা চিহ্নিআঁ থাক আইহনের[২] রাণী.। লোকেঁ জণি সুণে তোর এসব কাহিণী.॥ ২ ॥ শিশু হয়িতেঁ জাণো তোর মাএর চরীত.। তার ঝিউ হআঁ তোর কেহ্নে হেন চীত.॥ পুরুবে যে কাজ হৈল সে ভৈল গুপতে.। এবেঁ তোর মন তাক বেকত করিতেঁ.॥ ৩ ॥ সুণহ সুন্দরি তোহ্মে আইহনের দাসী.। এ সব করমে কেহ্নে ভয় না বাসসী.॥ হেন কাম করিলেঁ নাসিবোঁ তোর পাশে.। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে.॥ ৪ ॥ রামগিরীরাগঃ

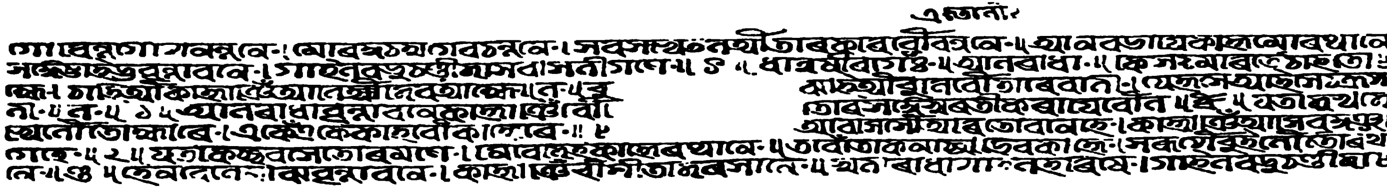
১. 'কুলে'-এর এ-কার চিহ্ন মাত্রার উপরে লিখিত।
২. 'আইহনের'-এর 'র' চিহ্ন-নির্দেশসহ মার্জিনের উপবে লিখিত।



১৭২খ

॥ রুপকং.॥ মো জে সখি সব সঙ্গে করিবোঁ.। মাহ্লী মালতী ফুল গাথিবোঁ.। দূতা তোক লয়িআঁ কাহ্নের মুখ দেখিবোঁ.। খাট পা
লঙ্কি গঢ়ায়িবোঁ[১].। আল.। সুবণ্নে মঢ়ায়িবোঁ.। কাহ্নাঞিঁ লইআঁ রতিএঁ[২] পোহাইবোঁ.। এবেঁ শুণিআঁ বাঁশীর ধুনী[৩]। আল.। ১৭২
মরিবোঁ জালী আগুণী.। কাহ্নের সকল দোষ খণ্ডিবোঁ আপুণী.॥ ১॥ তোরে মো না এড়িবোঁ দূতী ল.।
বোলহ কাহ্নেরে রাধাক দেউ সমতী ল.॥ ধ্রু.॥ মো জে সখি সব সঙ্গে করিবোঁ.। মাহ্লী মালতী ফুল গাঁথি
বোঁ। দূতা তোক লয়িআঁ কাহ্নের মুখ দেখিবোঁ.। মো জে কস্তুরী কপুর খাইবোঁ.। কিশলয় শয়ন বিছাই
বোঁ.। কাহ্নু আলিঙ্গিআঁ সকল দেহ জুড়ায়িবোঁ.॥ ২॥ তার বাঁশীর শবদ শুণী.। পরাণ জাএ মোর গুণী.। সুণ তোঁ দূতা ৮
আণি দেহ চক্রপাণী.॥ দেবের বর যদি পাওঁ.। এখনে তবেঁ পাখি হওঁ। আপণে উড়িআঁ কাহ্নেব ঠায়ি জাওঁ॥ ৩॥ সে

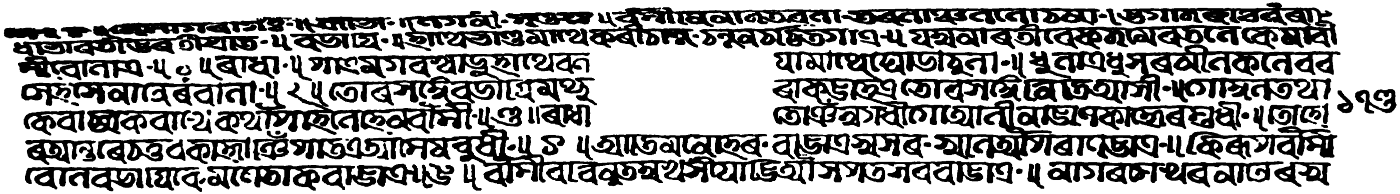
১. 'খগঢ়ায়িবোঁ' লিখে 'খ' কেটে দেওয়া হয়েছে।
২. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'রাতিএঁ'। এটিই সঙ্গততর পাঠ।
৩. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'এবেঁ না শুণিএঁ বাঁশীর ধুনী'।



১৭৩ক

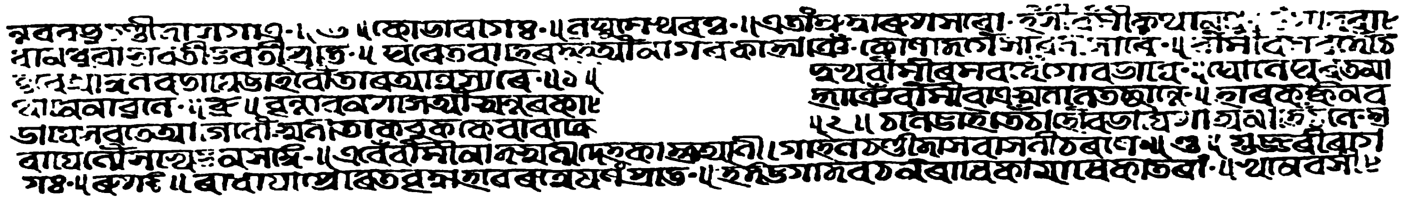
গোবিন্দগোপাল নন্দনে.। মোর কুচযুগের চন্দনে.। সব সখি[১] লআঁ তার করিবোঁ বন্দনে.॥ আন বড়ায়ি কাহ্ন মোর থানে
সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবনে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে.॥ ৪ ॥ ধানুষীরাগঃ.॥ একতালী॥[২] আল রাধা.॥ কিসক মরিতেঁ চাহ তো ৮
ক্ষে.। চাহিআঁ কাহ্নাঞিঁ আণি[৩] দিব আহ্মে.॥ ল.॥ বুঝাইআঁ বুলিবোঁ তারে বাণী.। যেহ্ন সে আইসে চক্রপা
ণী.॥ ল.॥ ১॥ আল রাধা॥ বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁ বোঁ। তোর সঙ্গে সুরতী করায়িবোঁ ল॥ ধ্রু॥ যতা[৪] দুখ দে
খিলোঁ তোহ্মারে.। একেঁ একেঁ কহিবোঁ কাহ্নেরে.॥ আবসি সোঁঅরি তোর নেহে.। কাহ্নাঞিঁ আসিব কুঞ্জ ৮
গেহে.॥ ২॥ যত কিছু বসে তোর মণে.। নিবেদিহ কাহ্নের থানে.॥ তবেঁ তোক না ছাড়িব কাহ্নে.। সরূপে বুইলোঁ তোর থা
নে.॥ ৩॥ হেন বেলে মাঝ বৃন্দাবনে.। কাহ্নাঞিঁ বাঁশীত দিল সানে.॥ সুণি রাধা পাইল হরিষে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদা ৮

১. 'সখিত' লিখে 'ত' কেটে দেওয়া হয়েছে।
২. 'একতালী' চিহ্ননির্দেশসহ মার্জিনের উপরে লিখিত।
৩. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'আনিবোঁ'। এটিই সঙ্গত পাঠ মনে হয়।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'যত'।



১৭৩খ

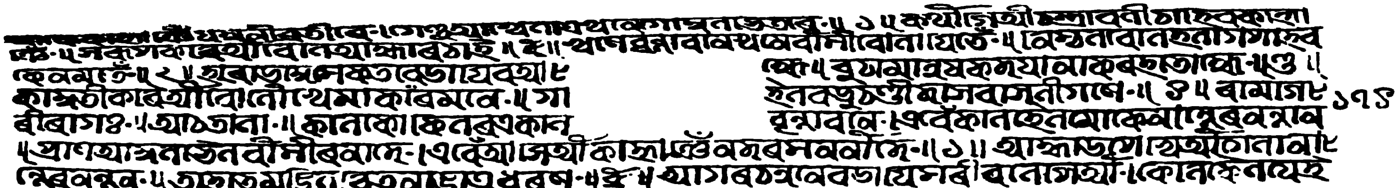
সে ॥ ৪ ॥ দেশাগরাগঃ. ॥ ক্রীড়া. ॥ লগনী. দশুকঃ ॥ বংশীনিনাদ তরলা তরলাঞ্চললোচনা. । জগাদ রুচিরং রা ৮
ধা ভারতীং জরতীং প্রতি. ॥ বড়ায়ি. ॥ হাথে ভাণ্ড মাথে করী চান্দ. চন্দনচর্চিত গাএ. ॥ যমুনার তীরে কদমের তলে কে না বাঁ
শী বোলাএ. ॥ ১ ॥ রাধা. ॥ পাএ মগর খাড়ু হাথে বলয়া মাথে ঘোড়া চুলা. ॥ ধুলাএ ধুসর নীল কলেবর
সেই সে নান্দের বালা. ॥ ২ ॥ তোর সঙ্গে বড়ায়ি মথুরাক জাইএ তোর সঙ্গে নিতি আসী. ॥ গোকুলত থা ১৭৩
কে বাছাক রাখে কথাঁ পাইলে হেন বাঁশী. ॥ ৩ ॥ রাধা তোঞ মুগধী গোআলী না জাণ কাহ্নের শুধী. ॥ তোহো
র আন্তরে চতুর কাহ্নাঞি পাতএ আশেষ বুধী. ॥ ৪ ॥ আতি মনোহর. বাজাএ সুসর. সুণিআঁ পরাণ জাএ. ॥ কিরূপ বাঁশী
বোল বড়ায়ি কেমণে তাক বাজাএ. ॥ ৫ ॥ বাঁশীর বিন্দত মুখ সংযোজিআঁ সপত সর বাজাএ. ॥ নাগর শেখর নান্দের সু



১৭৪ক

ন্দর বড়ু চণ্ডীদাস গাএ.॥ ৬॥ কোড়ারাগঃ.॥ লঘুশেখরঃ.॥ এতাং শ্রুত্বা রুপসরো.হংসী বংশীকথামথ.। জগাদ রা ৮
ধা মধুরা[১] ভারতী জরতী প্রতি.॥ ঘরেত বাহির হইআঁ নাগর কাহ্নাঞিঁ . কোণ দিগেঁ সার নীসারে.॥ বাঁশীর শবদেঁ চি
ত্ত বেআকুল বড়ায়ি জাইবোঁ তার আনুসারে.॥ ১॥ দুখ বাঁশীর শবদেঁ গো বড়ায়ি.॥ ঘোলে ঘরত মা
থানি না বুলে.॥ ধ্রু॰॥ বৃন্দাবন পসিআঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ বাঁশী বাএ সুললিত ছান্দে.॥ হার কঙ্কন ব
ড়ায়ি সব তেআগিবোঁ সুণী তাক বুক কে বা বান্ধে॥ ২॥ চলি জাইতেঁ চাহোঁ বড়ায়ি পাঅ নাহিঁ চলে. হা
রায়িলোঁ সখিজন সঙ্গে.॥ এবেঁ বাঁশীনাদ সুণী দেহ কাহ্ন আণী। গাইল চণ্ডীদাস বাসলীচরণে.॥ ৩॥ গুজ্জরীরাগ
গঃ[২].॥ রূপকং॥ রাধায়াপ্রেরিত[৩] বৃদ্ধা হরেরণ্বেষণং প্রতি.॥ ইদং জগাদ বচনং রাধিকামাধিকাতরাং॥ খনে বসী ৮

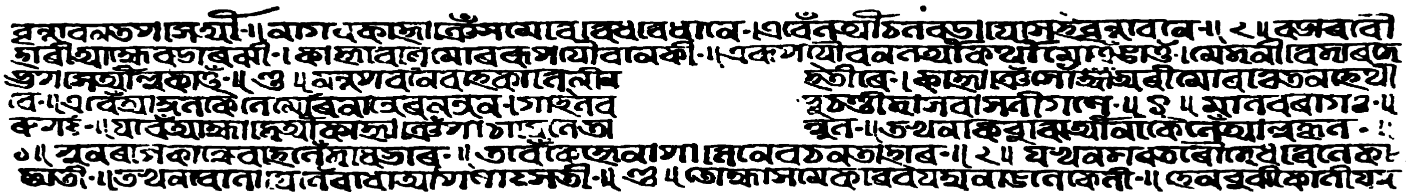
১. বসন্তরঞ্জন 'মধুরাং'।
২. পুথিতে একটি 'গ' বেশি লেখা হয়েছে। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'গুজ্জরীবাগঃ'।
৩. বসন্তরঞ্জন 'রাধয়া প্রেরিতা'।



১৭৪খ

থাকে কাহ্নাঞিঁ যমুনীর[১] তীরে.। গেণ্ডুআ খেলাএ খনে গোকুল ভিতরে.॥ ১॥ কথাঁ গিআঁ চন্দ্রাবলী চাহিব কাহ্না
ঞিঁ.॥ সরূপ করিআঁ বোল আহ্মার ঠাই॥ ধ্রু॥ খণে বৃন্দাবনে খনে বাঁশী বোলায়িতেঁ.॥ নিশ্চল বোলহ লাগ পাইব
কেনমতেঁ.॥ ২॥ হারা[২] উদ্দেশে কত বেড়ায়িব আহ্মে.॥ বুঢ়া মানুষক দয়া না করহ তোহ্মে.॥ ৩॥
কাকুতী করিআঁ বোে গাঁ খেমা কর[৩] মনে ॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে.॥ ৪॥ রামগি ৮ ১৭৪
রী রাগঃ.॥ আঠতালা.॥ কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে.। এবেঁ কাল হৈল মোকে নান্দের নন্দনে
॥ প্রাণ আকুল ভৈল বাঁশীর নাদে.। এবেঁ আসিআঁ কাহ্নাঞিঁ দরশন[৪] নাঁদে.॥ ১॥ আহ্মা উপেখিআঁ গেলা না ৮
ন্দের নন্দন.॥ তাহাত মজিল চিত না জাএ ধরণ.॥ ধ্রু॥ আগর চন্দনে বড়ায়ি শরীর লেপিআঁ.। কেলি কৈল যেই

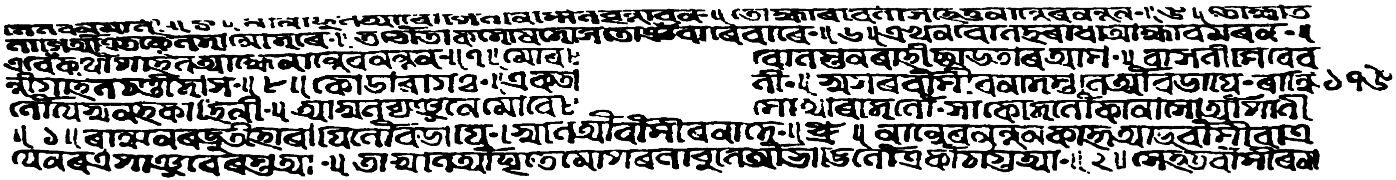
১. পুথিতে ভুলক্রমে 'যমুনীব' লেখা হয়েছে। বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'যমুনার'।
২ পুথিতে 'হারা' ; বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'তাহার'। এই সংশোধন অনাবশ্যক মনে হয়।
৩. পুথিতে 'করে' লিখে এ-কার কেটে নেওয়া হয়েছে।
৪. পুথিতে 'নদরশন' লিখে প্রথম 'ন' কেটে দেওয়া হয়েছে।



১৭৫ক

বৃন্দাবনত পসিআঁ. ॥ নাগর কাহ্নাঞিঁ সমে বিবিধ বিধানে. । এবেঁ লআঁ চল বড়ায়ি সেই বৃন্দাবনে. ॥ ২ ॥ বড়ার বৌ
হারী আহ্মে বড়ার ঝী. । কাহ্ন বিণি মোর রূপ যৌবনে কী. ॥ এ রূপ যৌবন লআঁ কথাঁ মোএঁ জাওঁ. । মেদনী বিদার দে
উ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ৩ ॥ মন্দ পবন[১] বহে কালিনী নইতীরে. । কাহ্নাঞিঁ সোঁঅরী[২] মোর চিত নহে থী
রে. ॥ এবেঁ আকুল কৈলে মোরে[৩] নান্দের নন্দন. । গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে. ॥ ৪ ॥ মালবরাগঃ. ॥
রূপকং ॥ যবেঁ আহ্মা দিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাঠায়িলে তাম্বুল. ॥ তখন কি বুঝিআঁ না কৈলেঁ আণুকুল. ॥
১ ॥ পুনরপি কান্ধে বহিলেঁ দধিভার. ॥ তবেঁ কেহ্নে না পালিনে[৪] বচন তাহার. ॥ ২ ॥ যখন শরত রৌদে ধরিলেক ৮
ছাতী. ॥ তখন বোলায়িলেঁ রাধা আপণাক সতী. ॥ ৩ ॥ তোহ্মা সমে করিব যমুনাজলে কেলী. ॥ হেন বুঝী কালীয় দ

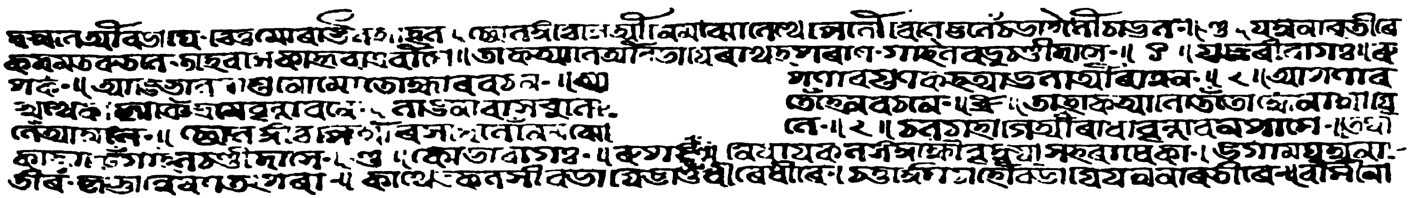
১. পুথিতে 'পবনে' লিখে এ-কার কেটে দেওয়া হয়েছে।
২. পুথিতে 'সোআঅরী' লিখে প্রথম 'আ' বর্ণটি কেটে দেওয়া হয়েছে।
৩. 'মোরে'-এর এ-কার মাত্রার উপরে লিখিত।
৪. পুথিতে ভুলক্রমে 'না পালিনে' লেখা হযেছে। বসন্তরঞ্জন 'না পালিলে'।



১৭৫খ

লিল বনমালী.॥ ৪ ॥ নানা ফুল আরোপিল নির্ম্মিল বৃন্দাবন.॥ তোহ্মার বিলাসহেতু নান্দের নন্দন.॥ ৫ ॥ তোহ্মাত
লাগিআঁ এত কৈল দামোদরে.॥ তভোঁ তাক দোষ দেসি তোএঁ বারে বারে.॥ ৬ ॥ এখন বোলহ রাধা আহ্মার মরণ.॥
এবেঁ কথাঁ পাইল[1] আহ্মে নান্দের নন্দন.॥ ৭ ॥ মোর বোল শুন রাহী ছাড় তার আশ.॥ বাসলী শিরে ব
ন্দী গাইল চণ্ডীদাস.॥ ৮ ॥ কোড়ারাগঃ ॥ একতালী.॥ সুসর বাঁশীর নাদ শুণিআঁ বড়ায়ি. রান্ধি ১৭৫
লোঁ যে সুনহ কাহিনী.॥ আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পাণী
॥ ১ ॥ রান্ধনের জুতী হারায়িলোঁ বড়ায়ি.। সুণিআঁ বাঁশীর নাদে.॥ ধ্রু॥ নান্দের নন্দন কাহ্নু আড়বাঁশী বাএ
যেন রএ পাঞ্জরের শুআ.॥ তা সুণিআঁ ঘৃতে মো পরলা বুলিআঁ ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ.॥ ২॥ সেই ত বাঁশীর না

১. পুঁথিতে 'পাইল'। বসন্তরঞ্জন 'পাইব'।

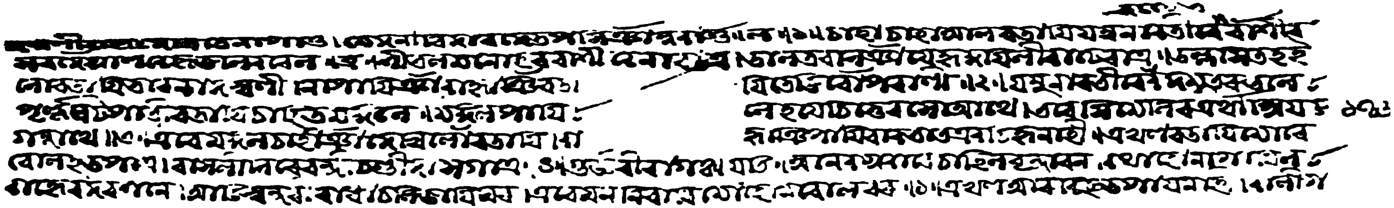


১৭৬ক

দ সুণিআঁ বড়ায়ি. চিত্ত মোর ভৈল আকূল[১].॥ ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে খেপিলোঁ বিণি জলেঁ চড়াইলোঁ চাউল.॥ ৩॥ যমুনার তীরে
কদম তরুতলে তহিঁ বসি কাহ্ন বাএ বাঁশে.। তাক আণিআঁ বড়ায়ি রাখহ পরাণ. গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে.॥ ৪॥ গুজ্জরীরাগঃ॥ রু
পকং.॥ আজি ভাল না শুনো মো তোহ্মার বচন.॥ আপণার গুণ আউলাআঁ রান্ধন.॥ ২॥ আপণার
সুখে কাহ্নাঞিঁ ভ্রমে বৃন্দাবনে.॥ লাজ না বাস বুলিতেঁ হেন বচনে.॥ ধ্রু॥ তাহাক আণিতেঁ তোহ্মে নাম্বায়ি
লেঁ আম্বলে.॥ ছোলঙ্গ চিপিআঁ রস দিলেঁ নিমঝোলে.॥ ২॥ চল চাহা গিআঁ রাধা বৃন্দাবন পাশে.॥ তথাঁ
কাহ্নাঞিঁ[২] গাইল চণ্ডীদাসে.॥ ৩॥ কোড়ারাগঃ .॥ রুপকং.॥ নিধায় কলসং কুক্ষৌ বৃদ্ধয়া সহ রাধিকা.। জগাম যমুনা ৮
তীরং . কৃষ্ণান্বেষণতৎপরা.॥ কাখেত কলসী বড়ায়ি জাও ধীরে ধীরে.॥ চতুর্দ্দিশ চাহোঁ বড়ায়ি যমুনার তীরে.॥ বাঁশী না

১. পুথিতে 'আকূল'। বসন্তরঞ্জন 'ক্রুকুল'।

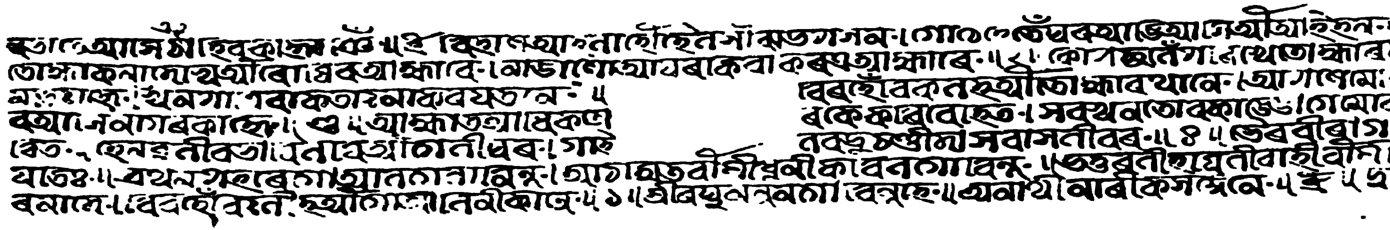
২ বসন্তরঞ্জন এখানে 'বসে' শব্দটি যোগ করেছেন। অর্থ ও ছন্দের দিক থেকে এখানে একটি দ্বি বা ত্রিমাত্রিক শব্দের প্রয়োজন রয়েছে।



১৭৬খ[১]

দ সুণী কাহ্ন দেখিতে না পাও। মেদনী বিদার দেউ পসিএঁ লুকাওঁ ॥ ল ॥ ১ ॥ চাহা চাহা আল বড়ায়ি যমুনাক তীরে[২] ॥ বাঁশীর
সবদেঁ[৩] প্রাণ কেহ্ন জণি করে ল ॥ ধ্রু ॥ শীতল মনোহর বাশী[৪] কে না বাএ। ডালত বসিএঁ যেহ্ন কুয়িলী কাঢ়ে রাএ ॥ উল্লসিত হই
লো বড়াযি তার নাদ সুণী। না পায়িএঁ কাহ্নাঞিঁ বড়াযি তেজিবোঁ পরাণী ॥ ২ ॥ যমুনার তীরে বড়াই[৫] কদমের তলে ৮
পূর্ণ ঘট পাতী বড়ায়ি চাহি ত মঙ্গলে ॥ মঙ্গল পায়িলে হয়ে চিত্তের সোআথে। তবেসি মেলিব এথাঁ প্রিয় জ ১৭৬
গন্নাথে ॥ ৩ ॥ এবে মঙ্গল চাহিএঁ দেখিলোঁ বড়ায়ি। কাহ্নাঞিঁ পায়িবাক তাত এক চিহ্ন নাহী ॥ এখন বড়ায়ি মোরে
বোলহ উপাএ। বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥ গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতি. ॥ অনেক প্রকারে চাহিল বৃন্দাবন[৬]। কথাহো না পায়িল ৮
কাহ্নের দরশনে। আজি সুন্দবী রাধা চলি জায়ি ঘর। এবে মন নিবারি মোহোর বোল ধর ॥ ১ ॥ এখণ আর কিছু উপায় নাহী।. কালী প

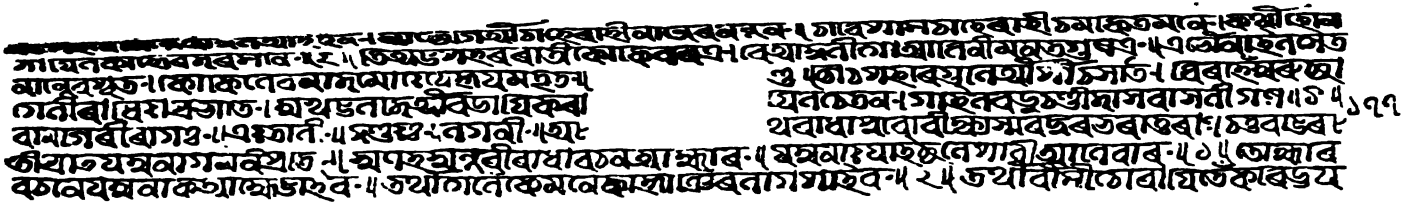
১ পূর্বপত্র থেকে এ-পত্রেব হাতেব লেখা ভিন্নতব।
২. দুই দাঁড়িচিহ্ন মাত্রাব উপবে লিখিত।
৩. পুথিতে 'সবদেঁ'। বসন্তবঞ্জন 'শবদেঁ'।
৪. পুথিতে 'বাশী'। বসন্তরঞ্জনেব সংশোধিত পাঠ 'বাঁশী'।
৫ চিহ্ননির্দেশসহ মার্জিনের উপরে লিখিত।
৬. পুথিপাঠ 'বৃন্দাবন'। বসন্তবঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'বৃন্দাবনে'।



১৭৭ক[১]

রভাতে আসি চাহিব কাহ্ণাঞিঁ.॥ ধ্রু॥ বিহাণ আইলাহোঁ হৈল সাঁঝ উপসন.। গোঠে হৈতেঁ ঘর আজি আসিআঁ আইহন.॥
তোহ্মাক না দেখিআঁ রোষিব আহ্মারে.। না জাণো আয়র কিবা করএ আহ্মারে.॥ ২॥ কোপছলেঁ পরিখে তোহ্মার ৮
মতি কাহ্নে.। এখন[২] পায়িবাক তাক না কর যতনে.॥ বিরহেঁ বিকল হআঁ তোহ্মার থানে.। আপণে মেলি
ব আসি নাগর কাহ্নে.॥ ৩॥ আহ্মাত আধিক তোর কে করিবে হিত.। সব খন তোর কাজে জাগে মোর
চিত.॥ হেন বুলী বড়ায়ি লয়িআঁ গেলী ঘর.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর.॥ ৪॥ ভৈরবীরাগঃ[৩]
যতিঃ॥ প্রথম পহরে গোআল গেলা নিন্দ.। আচম্বিত বাঁশীধ্বনী করিল গোবিন্দ.॥ উত্তরলী হয়িলী রাহী বাঁশী
র নাদে.। বিরহেঁ বিকলী হআঁ গোআলিনী কান্দে.॥ ১॥ শ্রীরঘুনন্দন গোবিন্দ হে.॥ অনাথী নারীক সঙ্গে নে.॥ ধ্রু॥ দু

১. এখানে আগের হাতের লেখা ফিরে এসেছে।
২. 'এ' চিহ্ননির্দেশসহ মার্জিনের উপরে লিখিত।
৩. বসন্তরঞ্জন এখানে প্রয়োজনীয় দুই দাঁড়িচিহ্ন বসিয়েছেন।

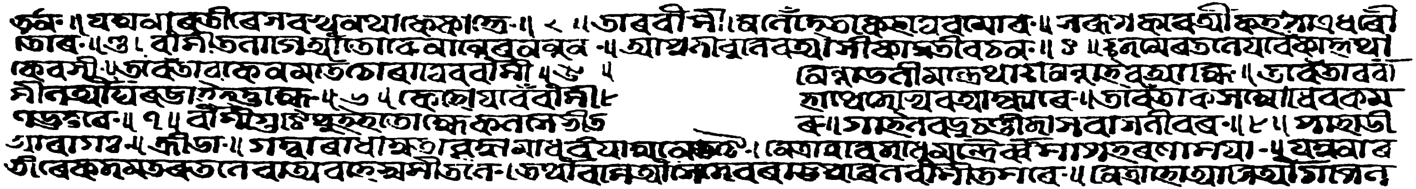


১৭৭খ

অজ পহরে মোর[১] আকুল আইহন.। নাছে গিআঁ চাহে রাহী নান্দের নন্দন.॥ চারি পাশ চাহে রাহী চমকিত মনে.। কথাহোঁ না পায়িল কাহ্নের দরশনে.॥ ২॥ তিঅজ পহর রাতি কোকিল রএ.। বেআকুলী গোআলিনী মনত গুণএ.॥ এভোঁ নাইল সে ত নান্দের পুত.। কোকিলের নাদ মোকে যেহ্ন যমদূত.॥ ৩॥ চৌঠ পহরে গুণিআঁ পাঁচ সাতে[২]। বিরহেঁ মুরুছা গেলী রাধিকা প্রভাতে.। মুখ[৩]জল দিআঁ বড়ায়ি করায়িল চেতন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥ ১৭৭

রামগিরী রাগঃ.॥ একতালী.॥ দশুকঃ.॥ লগনী.॥ অ[৪]থ রাধা[৫] পুরোবীক্ষ্য স্মরজ্বরভরাতুরাং.॥ চতুরা জর[৬]তী প্রাহ যমুনাগমনং প্রতি.॥ সুণহ সুন্দরী রাধা বচন আহ্মার.॥ যমুনাক যাই ছলে পাণী আণিবার.॥ ১॥ তোহ্মার বচনে যমুনাক আহ্মে জাইব.॥ তথাঁ গেলেঁ কেমনে কাহ্নাঞিঁর লাগ পাইব.॥ ২॥ তথাঁ বাঁশী চোরায়িতেঁ করিউ য

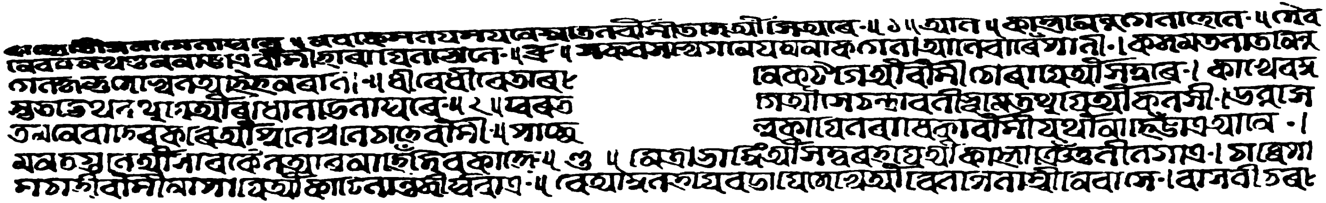
১. পুথিতে 'মোর' স্পষ্টভাবে লিখিত। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'নিন্দে'।
২. এ-কার নাগবী লিপিতে মাত্রার উপবে লিখিত।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'মুখে'।
৪. অসমাপ্তিসূচক ' ' চিহ্ন।
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'রাধাং'।
৬. অসমাপ্তিসূচক '৮' চিহ্ন।
৭. বসন্তরঞ্জনের পাঠ 'আনিবার'।



১৭৮ক

তনে[১].॥ যমুনার তীরে সব খন থাকে কাহে.॥ ২[২] ॥ তার বাঁশী নিলেঁ হিত কি হয়িব মোর.॥ সরূপ করিআঁ কহ পাএ ধোরোঁ তোর .॥ ৩[৩]॥ বাঁশীত লাগিআঁ তোকে নান্দের নন্দন.॥ আপুণী বুলিব আসী কাকুতীবচন.॥ ৪[৪]॥ কদমের তলে যবেঁ কাহ্ন থাকে বসী.॥ তবেঁ তার কেনমতেঁ চোরায়িব বাঁশী॥ ৫[৫]॥ নিন্দাউলী মন্ত্রে থাক[৬] নিন্দাইব আহ্মি.॥ তবেঁ তার বাঁশী লআঁ ঘর জাইহ তুহ্মি .॥ ৬[৭]॥ কেহো যবেঁ বাঁশী[৮] ৮ হাথে দেখিব আহ্মারে.॥ তবেঁ তাক সম্মোধিব[৯] কমণ উত্তরে.॥ ৭[১০]॥ বাঁশীগুটি থুইহ তোহ্মো কলসে[১১] ভীতর.॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর.॥ ৮[১২]॥ পাহাড়ী আরাগঃ.॥ ক্রীড়া.॥ গত্বা রাধাযুতা বৃদ্ধা মাধবং যামুনে তটে.। নিদ্রালু[১৩] বিদধে মন্ত্রৈর্ব্বংশাপহরণাশয়া.॥ যমুনার তীরে কদম তরুতলে বাঅ বহে সুশীতলে.। তথাঁ বশিআঁ সে দেববাজ পুরিল বাঁশীত শরে.॥ নিদ্রাহো আসিআঁ চাপিল

১. এ-কাব নাগরী লিপিতে মাত্রাব উপরে লিখিত।
২. বসন্তবঞ্জনের পাঠ : '৩'।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : '৪'।
৪ বসন্তবঞ্জনেব পাঠ · '৫'।
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : '৬'।
৬ বসন্তবঞ্জনেব পাঠ : 'তাক'।
৭. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : '৭'।
৮. অসমাপ্তিসূচক '৮' চিহ্ন।
৯. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'সম্বোধিব'।
১০. বসন্তবঞ্জনেব পাঠ : '৮'।
১১. বসন্তরঞ্জনেব পাঠ : 'কলসি'।
১২ বসন্তবঞ্জনেব পাঠ : '৯'।
১৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'নিদ্রালুং'।

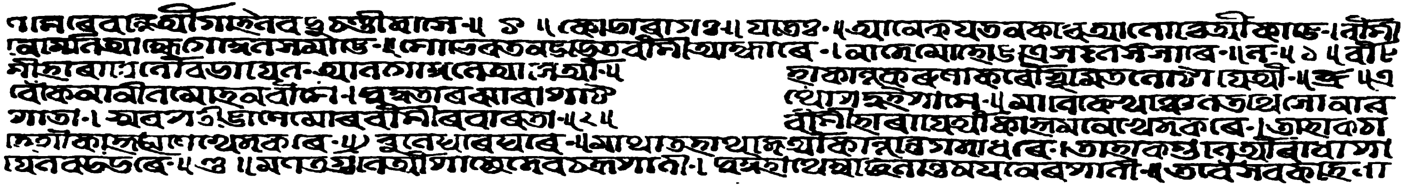


১৭৮

১৭৮খ

কাহ্নে তেঁসি না গেলা ঘরে॥ নব কিশলয় শয়নে সুতিল বাঁশীত দিআঁ সিঅরে.॥ ১॥ আল। কাহ্ন নিন্দ গেলা হেলে.॥ দৈব
নিবন্ধন খণ্ডন না জাএ বাঁশী হারায়িল ভোলে.॥ ধ্রু॥ সকল সখিগনে যমুনাক গেলা আণিবারেঁ পাণী.। কদমতলাত নিন্দ
গেল কৃষ্ণ দেখিল আইহনরাণী.॥ ধীরে ধীরে তার[১] ৮ নিকট গিআঁ বাঁশী চোরায়িআঁ সত্বরে.। কাখেব কু
ম্ভত ভিথর[২] থুয়িআঁ রাধা লড়িলা ঘরে.॥ ২॥ ঘরত গিআঁ সে চন্দ্রাবলী ভূমিত থুয়িআঁ কলসী। উল্লসি ১৭৮
ত মনে বাহির করিআঁ পুণি পুণি চাহে বাঁশী.॥ পাছে লুকায়িল রাধিকা বাঁশী যথা নাহিঁ জাএ আনে.।
মনত গুণিআঁ সার কৈল আর নাহিঁ দিব কাহ্নে॥ ৩॥ নিদ্রা ভাঙ্গিআঁ সত্বর হয়িআঁ কাহ্নাঞিঁ তুলীল গাএ.। চারি পা
শ চাহী বাঁশী না পায়িআঁ কাড়িলান্ত দীর্ঘ রাএ.॥ বেআকুল হয়ি বড়ায়ি দেখিআঁ বিলপিলা শ্রীনিবাসে.। বাসলীচর[৩] ৮

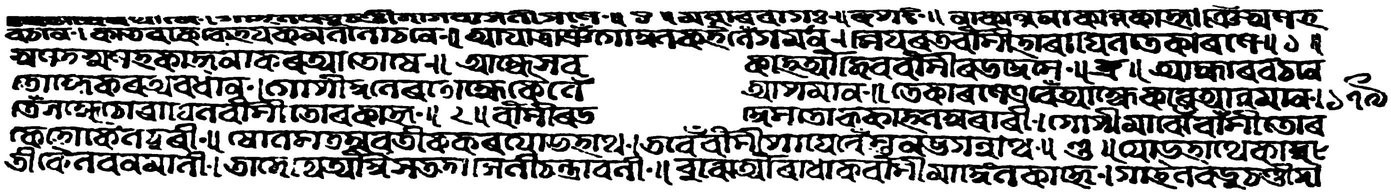
১. অসমাপ্তিসূচক '৮' চিহ্ন।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'ভিতব'।
৩. অসমাপ্তিসূচক '৮' চিহ্ন।



১৭৯ক

ণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে.॥ ৪ ॥ কোড়ারাগঃ.॥ যতিঃ.॥ আনেক যতন করি আলোচিআঁ কাজে.। বাঁশী
নির্ম্মিল আহ্মে গোকুল সমাজে.॥ শোভে রতনজড়িত বাঁশী আহ্মারে.॥ নাদে মোহো জাএ সকল সংসারে.॥ ল.॥ ১ ॥ বাঁ[১]
শী হারায়িলোঁ বড়ায়ি ল. আল গোকুলে আসিআঁ.॥ হা কান্দ করুণা করোঁ ভূমিত লোটায়িআঁ.॥ ধ্রু॥ এ
বেঁ কে না নীল মোহন বাঁশে.। মুকুতার ঝারা পাটথোপ দুই পাশে.॥ মাণিকে খঞ্চিল তথি সোনার
পাতা.। সুরপতী জাণে মোর বাঁশীর বারতা.॥ ২॥ বাঁশী হারায়িআঁ কাহ্ন মনে খেদ করে.। তাহাক চা
হিআঁ কাহ্ন বুলে ঘরে ঘরে[২].॥ মাথাত হাথ দিআঁ কান্দন্তি গদাধরে.। তাহাক শুনিআঁ রাধা পা
য়িল বড় ডরে.॥ ৩ ॥ মণত গুণিআঁ পাছে দেব চক্রপাণী.। দুঈ হাথে মুছিলান্ত নয়নের পাণী.॥ তবেঁ সব[৩] কহিলা

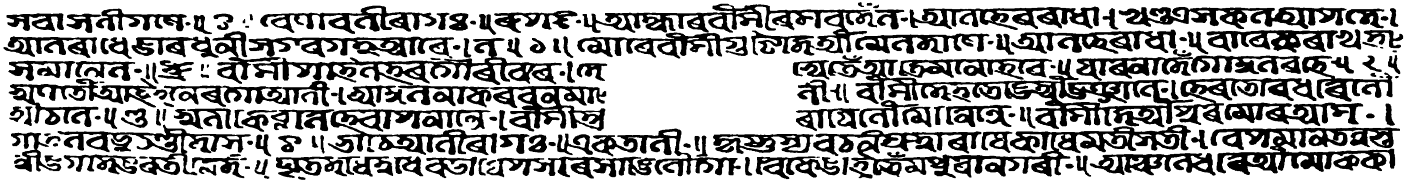
১. অসমাপ্তিসূচক '৮' চিহ্ন।
২. "মণে খেদ করে.॥" লিখে, বন্ধনী দিয়ে, বাদ দেওয়া হয়েছে।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : ১০ম সং পাদটীকায় লেখা হয়েছে, পুথিতে 'সবে' ; ৩য় সং 'সব'। পুথিতে স্পষ্টাক্ষরে 'সব' লিখিত রয়েছে।



১৭৯খ

ন্ত বড়ায়ির থানে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে.॥ ৪ ॥ মল্লার রাগঃ.॥ রুপকং.॥ না কান্দ না কান্দ কাহ্নাঞিঁ সুণহ
বচনে.। কাতর কিকে হয় কমললোচনে.॥ আযাত্রাএঁ গোকুল কইলেঁ গমনে[১].॥ শিয়রত বাঁশী হারায়িল তেকারণে.॥ ১ ॥
সুণহ সুণহ কাহ্ন না কর আতোষে.॥ আহ্মে সব কহিআঁ দিব বাঁশীর উদ্দেশে.॥ ধ্রু॥ আহ্মার বচনে
তোহ্মে কর অবধান.। গোপীকুলের তোহ্মে কৈলেঁ আপমান.॥ তেকারণে এবেঁ আহ্মে করি আনুমান.।
তেঁ সহ্মে চোরায়িল বাঁশী তোর কাহ্ন.॥ ২ ॥ বাঁশীর উদ্দেশ তোক কহিল মুরারী.॥ গোপী মাঝেঁ বাঁশী তোর ১৭৯
কেহো কৈল চুরী.॥ ষোলশত যুবতীক কর যোড় হাথ.। তবে বাঁশী পায়িবেঁ শুণ জগন্নাথ.॥ ৩ ॥ যোড়হাথে কাকু[২]
তী কৈল বনমালী.। তা দেখিআঁ ঈসত হাসিলী চন্দ্রাবলী.॥ বুঝিআঁ রাধাক বাঁশী মাঙ্গিল কাহ্নে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদা

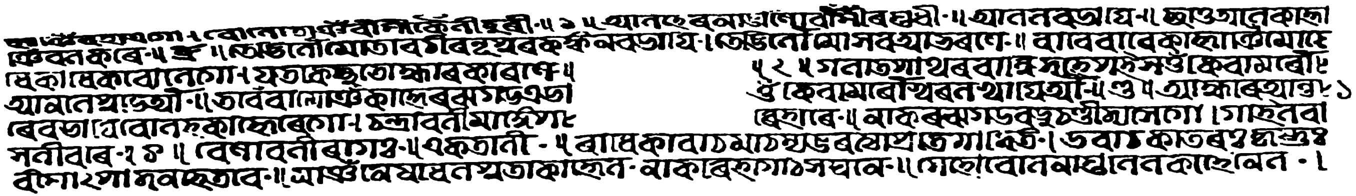
১. এ-কার নাগরী চিহ্নে মাত্রার উপরে লিখিত।
২. অসমাপ্তিসূচক '৮' চিহ্ন রয়েছে।



১৮০ক

স বাসলীগণে .॥ ৪ ॥ বেণাবলীবাগ[১]ঃ .॥ রুপকং[২].॥ আহ্মার বাঁশীর শবদেঁ ল.। আল হের রাধা.। খণ্ডএ সকল আপদে.। আল রাধে জার ধুনী সরগ[৩]দুআরে.॥ ল ॥ ১ ॥ মোর বাঁশীগুটি দিআঁ মেল[৪] দাণে.॥ আল হে রাধা.॥ বারেক বাখহ[৫] সমানে ল.॥ ধ্রু ॥ বাঁশী পাইল হরগৌরী বরে.। দেখিতেঁ আতি মনোহরে.॥ যার নাদেঁ গোকুল বহে.॥ ২॥ সুণ তোঁ আইহনের গোআলী.। আকুল না কর বনমালী[৬].॥ বাঁশী দেহ তেজিআঁ জঞ্জালে.। হের তোর ধরিলোঁ আঁচলে.॥ ৩॥ সুণী কি বুলিহে বাপ নান্দে.। বাঁশী হারায়িলোঁ মো নিন্দে.॥ বাঁশী দিআ পুর মোর আশ.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস.॥ ৪ ॥ ভাঠিআলী রাগঃ ॥ একতালী.॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী.। বেপমানতনুস্ত্বী জগাদ জরতীমিদং.॥ ঘৃতদধিদুধে বড়ায়ি পসার সাজিলোঁ গো.। বিকে জাইতেঁ মথুরা নগরী.॥ আঞ্চলে ধরিআঁ মোক কা

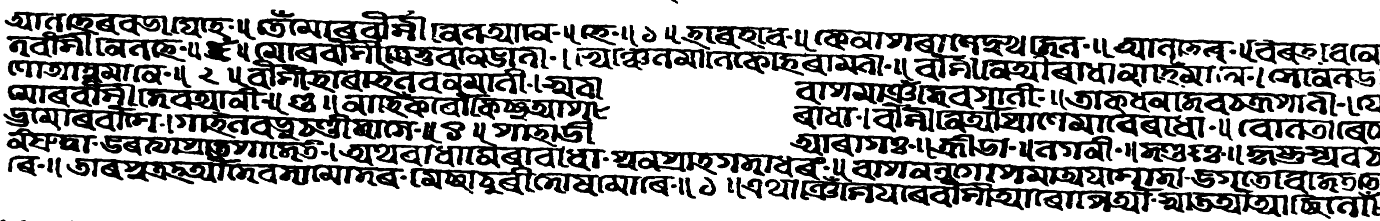
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'বেলাবলীরাগঃ'।
২ বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'রূপকং'।
৩ 'সগরগ' লিখে মাঝের 'গ' কেটে দেওয়া হয়েছে।
৪ বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'মেণ'।
৫. অসমাপ্তিসূচক '৮' চিহ্ন রয়েছে।
৬ 'বনমালী'-এর 'বনমা'-এর পর অসমাপ্তিসূচক '৮' চিহ্ন রয়েছে।



১৮০খ

হ্নাঞিঁ রহাএ গো.। বোলে তোঞঁ বাঁশী কৈলী চুরী.॥ ১॥ আল হের না জাণো বাঁশীর শুধী.॥ আল ল বড়ায়ি.॥ ছাওয়াল কাহ্ন ঞিঁ বল করে.॥ ধ্রু.॥ তেজিলোঁ মো তার চীর নূপুর কঙ্কন বড়ায়ি.। তেজিলোঁ মো সব আভরণে.॥ বারে বারে কাহ্নাঞিঁ মোকে ধিকাধিক বোলে গো.। যত কিছু তোহ্মার কারণে.॥ ২॥ গলাত পাথর বান্ধি দহে পইসওঁ কিবা মরোঁ[১] আনলে পুড়িআঁ.॥ তবে বা মোঞঁ কাহ্নের ঝগড় এড়াওঁ কিবা মরোঁ খবল[২] খায়িআঁ.॥ ৩॥ আহ্মার আন্ত[৩] রে বড়ায়ি বোলহ কাহ্নেরে গো.। চন্দ্রাবলী মাঙ্গে পরিহারে[৪].॥ না কব ঝগড় বড়ু চণ্ডীদাসে গো.। গাইল বাসলী বরে.॥ ৪॥ বেণাবলী[৫]রাগঃ.॥ একতালী.॥ রাধিকা বাচমাচম্য জবত্যা প্রতিপাদিতং। উবাচ কাতরঃ কৃষ্ণঃ বংশোৎপাদনহে তবে.॥[৬] মাঞঁ নিষধিল পুতা কাহ্নে ল. না করিহ গোঠ সঘনে[৭].॥ সেহো বোল না শুণিল কানে[৮] ল.। ১৮০

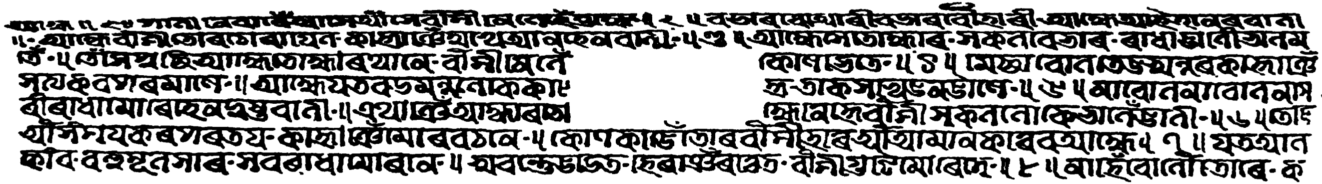
১. অসমাপ্তিসূচক '৮' চিহ্ন রয়েছে।
২ বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'গরল'।
৩. অসমাপ্তিসূচক '৮' চিহ্ন রয়েছে।
৪ 'পরিহারে'-এর 'র'-এর পর অসমাপ্তিসূচক '৮' চিহ্ন রয়েছে।
৫. পুথিতে 'বেণাবলী'। বসন্তরঞ্জন 'বেলাবলী'।
৬ বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'উবাচ কাতরঃ কৃষ্ণো বংশোৎপাদনহেতবে'।
৭. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'সয়নে'।
৮ 'কাহেনেল' লিখে 'হে' কেটে দেওয়া হয়েছে।



১৮১ক

আল হের বড়ায়ি হে. ॥ তেঁ মোর বাঁশী নিল আনে. ॥ হে. ॥ ১ ॥ হরি হরি. ॥ কে না পরাণে দুখ দিল. ॥ আল হের. ॥ বিরহবিনো
দ বাঁশী নিল হে. ॥ ধ্রু ॥ মোর বাঁশী ত্রিভুবনে জাণী. । খিঞ্চিল মাণিকে হিরামণী. ॥ বাঁশী নিআঁ রাধা নাহিঁ মানে. । সে নিল জা
ণো আনুমানে. ॥ ২ ॥ বাঁশী হারাইল বনমালী. । সুণী বাপমাএঁ দিব গালী. ॥ তাক ধন দিব চক্রপাণী. । যে
মোর বাঁশী দিব আনী. ॥ ৩ ॥ নাহিঁ করোঁ কিছু আপরাধা[১]. । বাঁশী নিআঁ প্রাণে মারে রাধা. ॥ বোল তারে দে
উ মোর বাঁশে. । গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে. ॥ ৪ ॥ পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া. ॥ লগনী. ॥ দণ্ডকঃ. ॥ কৃষ্ণস্য বচ
নং শ্রুত্বা . জরত্যা প্রতিপাদিতং. । অথ রাধা নিরাবাধা. পুনঃ প্রাহ গদাধরং. ॥ বাপ নন্দ গোপ মাঅ যশোদা. জগতে বিদিত তো
রে. ॥ তার পুত্র হআঁ দেব দামোদর. । মিছা চুরী দোষ মোরে. ॥ ১ ॥ এথাগ্রিঁ শিয়রে বাঁশী আরোপিআঁ. সুতিআঁ আছিলোঁ[১]

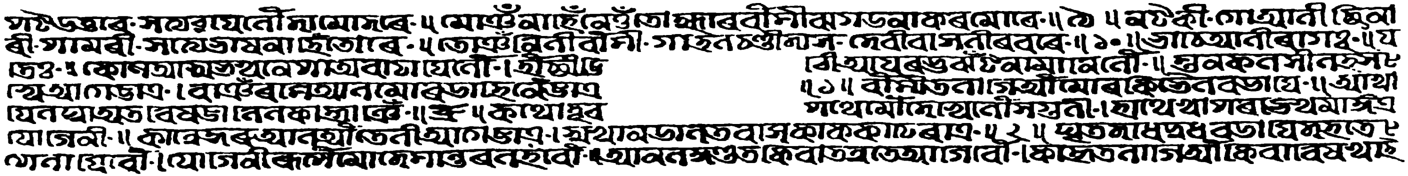
১. অসমাপ্তিসূচক '৮' চিহ্ন রয়েছে।


১৮১

১৮১খ

আহ্মে[1] ॥ পাণী নিবারেঁ আসিআঁ সে বাঁশী নিলেহেঁ তুহ্মে[2] ॥ ২ ॥ বড়ার ঝিআরী বড়ার বৌহারী. আহ্মে আইহনের রাণী ॥ আহ্মে বাঁশী তোর চোরায়িল কাহ্নাঞিঁ মুখে আন হেন বাণী . ॥ ৩ ॥ আহ্মে সে তোহ্মার. সকল বেভার. রাধা জাণোঁ ভাল ম তেঁ. ॥ তেঁসি পুছি আহ্মে তোহ্মার থানে. বাঁশী নিলেঁ কোণ ভিতেঁ. ॥ ৪ ॥ মিছা বোল তেজ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ সত্য কর পরমাণে. ॥ আহ্মে যত বড় মন্দ লোক কাহ্ন[3]. তাক সখিজন জাণে. ॥ ৫ ॥ না বোল না বোল নাগ
রী রাধা মোরে হেন দুষ্ট বাণী. ॥ এথাঞিঁ আহ্মার তোহ্মে নিহে[4] বাঁশী সকল লোকে ভালেঁ জাণী. ॥ ৬ ॥ তেজি ১৮১
আঁ সংশয় কর পরতয় . কাহ্নাঞিঁ মোর বচনে. ॥ কোণ কাজেঁ তোর বাঁশী হরিআঁ আমান করিব আহ্মে॥ ৭ ॥ যত আল ঙ্কার. বহুমুল সার. সব রাধা মোর নে. ॥ সুবন্নে[5] জড়িত. হিরাঞ রচিত. বাঁশীগুটি মোরে দে ॥ ৮ ॥ নাহিঁ বোলোঁ তোরে. ক

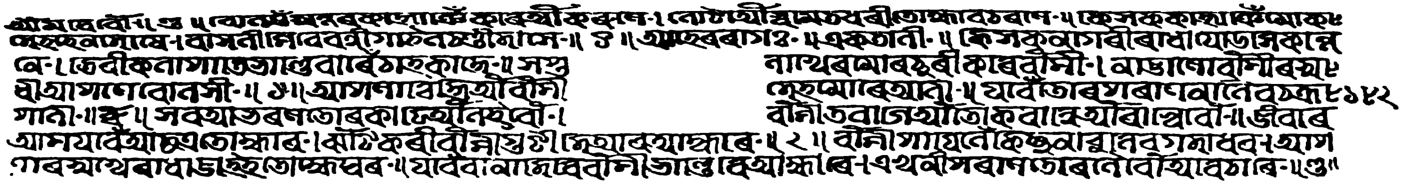
১ বসন্তবঞ্জনের পাঠ : 'আহ্মি'। এখানে '২ ॥' লিখে কেটে দেওযা হযেছে।
২ বসন্তবঞ্জনেব পাঠ : 'তুহ্মি'।
৩. অসমাপ্তিসূচক '৮' 'কা'-শব্দের পর।
৪. পাঠে সংশয রয়েছে। বসন্তরঞ্জনের পাঠ নেওয়া হল।
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'সুবণ্ণে'।



১৮২ক

পট উত্তরে . সত্য বুয়িলোঁ দামোদরে.॥ মোঞঁ নাহিঁ নেওঁ তোহ্মার বাঁশী ঝগড় না কর মোরে.॥ ৯ ॥ নটকী. গোআলী ছিনা
রী. পামরী. সত্য ভাষ নাহিঁ তোরে.॥ তোঞঁ নিলী বাঁশী. গাইল চণ্ডীদাস. দেবী বাসলীর বরে.॥ ১০ ॥ ভাঠিআলী রাগঃ.॥ য
তিঃ॥ কোণ আসুভ খনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ.। হাঁছী জিঠী[১] আয়ব'উঝঁট না মানিলোঁ.॥ শুন কলসী লই স[২]
খি আগে জাএ.। বাঞঁর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ॥ ১॥ বাঁশীত লাগিআঁ মোর কি ভৈল বড়ায়ি.॥ আখা
য়িল ঘাঅত বিষ জালিল কাহ্নাঞিঁ.॥ ধ্রু॥ কথো দূর পথে মোঁ দেখিলোঁ সগুনী.। হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ
যোগিনী.॥ কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জাএ.। সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ.॥ ২॥ ঘৃত দধি দুধ বড়ায়ি দহতে[৩]
পেলায়িবোঁ। যোগিণীরূপেঁ মো দেশান্তর লইবোঁ.॥ আনল কুণ্ডত কিবা তনু তেআগিবোঁ.। কাহ্নত লাগিআঁ কিবা বিষ খাই

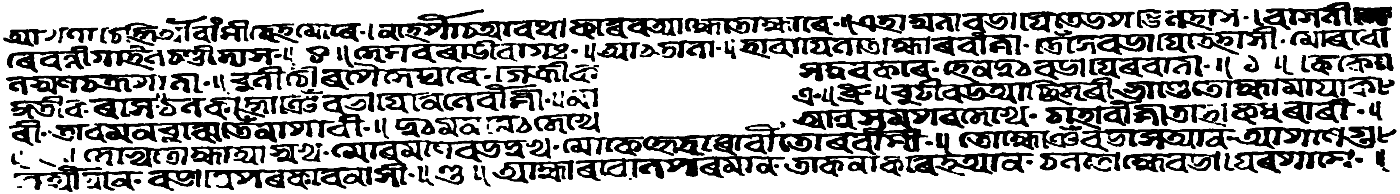
১ 'জি' এবং 'ঠী'-এর মাঝে একটি বৃথা আ-কার রয়েছে।
২. অসমাপ্তিসূচক '৳' চিহ্ন রয়েছে।
৩. অসমাপ্তিসূচক '৳' চিহ্ন রয়েছে।



১৮২খ

আঁ মরিবোঁ. ॥ ৩ ॥ বোলওঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ করিআঁ করুণে. । লোটাআঁ ভূমিত ধবী তোহ্মার চরণে. ॥ কিসক কাহ্নাঞিঁ মোক[১]
দেহ হেন দোষে. । বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে. ॥ ৪ ॥ আহেরবাগঃ ॥ একতালী. ॥ কিসক নাগরী রাধা যোড়সি কান্দ
নে. । তিরীকলা পাতি ভাঙ্গিবারেঁ চাহ কাহ্নে. ॥ সপ্ত লাখের মোর চুরী কবি বাঁশী. । না জাণো বাঁশীর সু[১]
ধী আপণে বোলসী. ॥ ১ ॥ আপণা চিহ্নিআঁ বাঁশী দেহ মোরে আণী. ॥ যবেঁ তোর পরাণ না লৈব চক্র[১] ১৮২
পাণী. ॥ ধ্রু ॥ সব আভরণ তোর কাড়িআঁ লইবোঁ । বাঁশীত লাগিআঁ তোক বান্ধিআঁ রাখিবোঁ. ॥ জীবার
আশ যবেঁ আছএ তোহ্মার. । ঝাঁট করী বাঁশীগুটী দিআর আহ্মার. ॥ ২ ॥ বাঁশী পায়িলেঁ কিছু না বুলিব গদাধর. । আপ
ণার সুখে রাধা জাইহ তোহ্মে ঘর. ॥ যবেঁ বা না দিবি বাঁশী ভাঙ্গিবি আহ্মারে. । এখনী পরাণ তোর লৈবোঁ অবিচারে. ॥ ৩ ॥

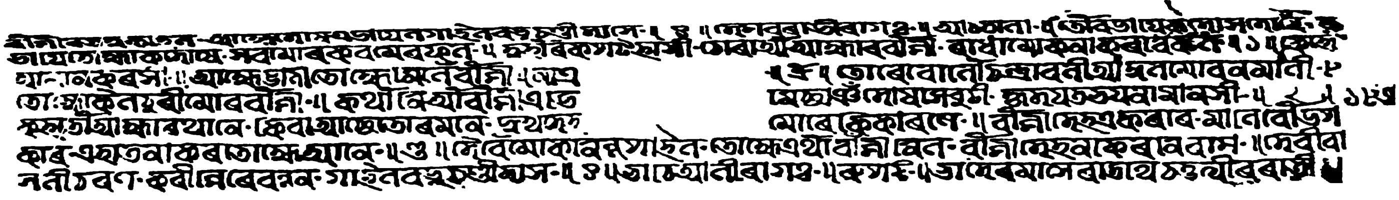
১. অসমাপ্তিসূচক '৮' চিহ্ন রয়েছে।



১৮৩ক

আপণা চিহ্নিআঁ[1] বাঁশী দেহ মোরে.। নহে পাঁচ আবথা করিব আহ্মে তোহ্মারে.॥ এহা সুণী বড়ায়িতে উপজিল হাস.। বাসলী শি
রে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস.॥ ৪॥ দেশ বরাড়ী রাগঃ.॥ আঠতালা.,॥ হারায়িল তোহ্মার বাঁশী. তেঁসি বড়ায়িতে হাসী. মোর বো
ল সুণ চক্রপাণী.॥ বুলী চৌর পৈসে ঘরে. গিহ্লীক সত্বর করে. হেন দুঠ বড়ায়ির বাণী.॥ ১॥ কিকে কা
কুতী করসি. চল[2] কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ি নিলে বাঁশী.॥ নাএ.॥ ধ্রু॥ বুঢ়ী বড় আছিদরী ভাণ্ডে তোহ্মা মায়া ক[3]
রী. তার মন বুঝিতেঁ না পারী.॥ দুঠ মন মিঠ[4] দেখে আত্মসম পর দেখে[5]. চাহা বাঁশী তাহাক মুরারী॥
॥ ২॥ দেখি তোহ্মা আসুখ. মোর মনে বড় দুখ. মো কেহ্নে হরিবোঁ তোর বাঁশী.॥ তোহ্মোঞিঁ বড় সিআন. আপণে গু[6]
ণিআঁ যান. বড়ায়ি পরক বিনাসী.॥ ৩॥ আহ্মার বোল পরমান . তাক না করিহ আন . চল তোহ্মে বড়ায়ির পাশে.॥

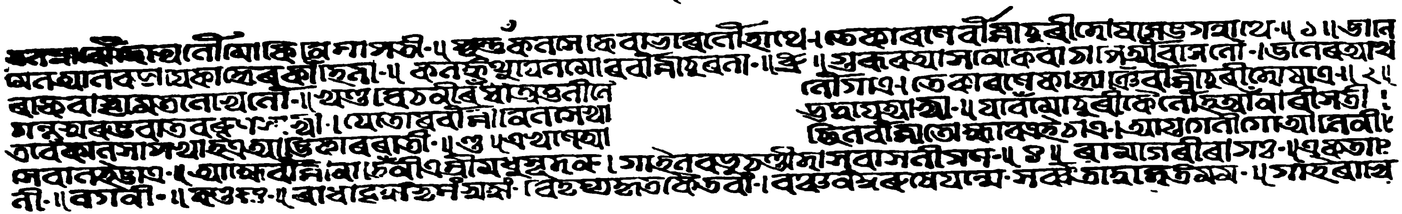
১. বসন্তরঞ্জন এখানে সম্ভবত ছন্দের খাতিরে 'রাধা' শব্দটি যোগ করেছেন।
২. 'চল' শব্দের উপরে '॥' চিহ্ন। বসন্তরঞ্জন ছন্দের খাতিরে আর একটি 'চল' শব্দ যোগ করেছেন।
৩. অসমাপ্তিসূচক '৮' চিহ্ন রয়েছে।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'মিছ'।
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'লেখে'।
৬. অসমাপ্তিসূচক '৮' চিহ্ন রয়েছে.



১৮৩খ

বাঁশীর তত্ব কহিল. আহ্মে দোষ এড়ায়িল গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে. ॥ ৪ ॥ দেশবরাড়ী রাগঃ ॥ আঠতালা. ॥ তোঁ বড়ায়িক দেসি দোষ. ব
ড়ায়ি তোহ্মাক দোষে. সব মোর করমের ফল. ॥ দুহাঁর কপট হাসী. চোরাআঁ আহ্মার বাঁশী. রাধা মোক না কর বিকল. ॥ ১ ॥ কেহ্নে
আমান করসী. ॥ আহ্মে জাণী তোহ্মে মিলেঁ[১] বাঁশী. ॥ নাএ. ॥ ধ্রু ॥ তোরে বোলোঁ চন্দ্রাবলী আকুল মো বনমালী.[২]
তোহ্মে কৈল চুরী মোর বাঁশী. ॥ কথা নিআঁ বাঁশী এড়ি মিছাএঁ[৩] দোষসি বুঢ়ী. হৃদয়ত ভয় না মানসী. ॥ ২ ॥ ১৮৩
কহ তোঁ আহ্মার থানে. কিবা আছে তোর মনে. দুখ দেহ মোবে কি কারণে. ॥ বাঁশী দেহ একবার. মাণিবোঁ উপ
কার এহাত না কর তোহ্মে আনে. ॥ ৩ ॥ দৈবে মোক নিন্দ পাইল তোহ্মে এথা বাঁশী নিল. বাঁশী দেহ না কর নিরাশ. ॥ দেবী বা
সলী চরণ. করী শিরে বন্দন. গাইল বড়ু চণ্ডীদাস. ॥ ৪ ॥ ভাঠিআলীরাগঃ. ॥ রুপকং. ॥ ভাদরমাসের[৪] তিথি চতুর্ক্ষীর রাতী ॥[৫]

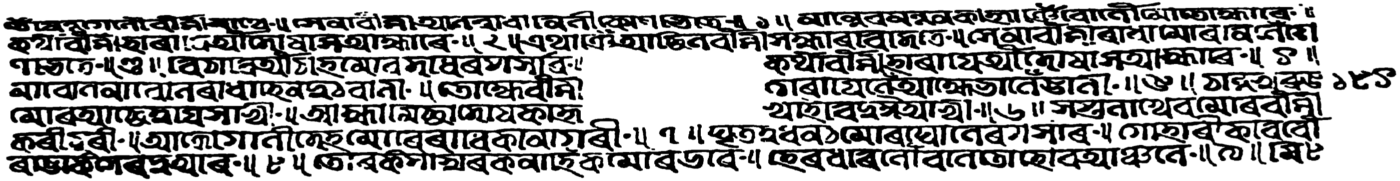
১. বসন্তবঞ্জনের পাঠ : 'নিলেঁ'। এটিই সম্ভাব্য সঠিক পাঠ মনে হয়।
২. অসমাপ্তিসূচক '৮' চিহ্ন রয়েছে।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'মিছাঞি'।
৪. 'ভাদের' লিখে এ-কার কেটে দেওয়া হয়েছে।
৫ বসন্তরঞ্জনের পাঠে প্রত্যাশিত একটি দাঁড়ি দেওয়া হয়েছে।



১৮৪ক

জলমাঝেঁ দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী.॥ পুনু[1] কলসে কিবা ভরিলোঁ হাথে.। তেকারণে বাঁশী চুরী দোষসি জগন্নাথে.॥ ১ ॥ জাণি
মেণ আল বড়ায়ি কাহ্নের কাহিণী.॥ কলঙ্ক থুয়িল মোর বাঁশীচুরলী.॥ ধ্রু॥ গুরুর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলোঁ.। জলের আখ
র কিবা ভূমিত লেখিলোঁ.॥ খণ্ড বিচনীর বাঅ[2] তুলী লৈলোঁ গাএ.। তেকারণে কাহ্নাঞিঁ বাঁশী চুরী দোষাএ.॥ ২॥
চান্দ সুরুজ বাত বরুণ সাখী.। যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ দুয়ি আখী.॥ যবেঁ মো চুরী কৈলোঁ হআঁ নারী সতী।
তবেঁ কালসাপ খাইএ আজিকার রাতী.॥ ৩॥ এখণে আছিল বাঁশী তোহ্মার এই ঠাএ.। আগু গেলী গোআলিনী[3]
সে বা লই জাএ.॥ আহ্মে বাঁশী নাহিঁ নীএ শ্রীমধুসূদন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ.॥ ৪ ॥ রামগিরী রাগঃ.॥ একতা[3]
লী.॥ লগনী.॥ দণ্ডকঃ.॥ রাধা[4] বৃদ্ধাং ভূশং মুগ্ধাং. বিমৃশ্য কৃতকৈতবাং.। বঞ্চনং কুরুষে যন্মে. সর্ব্বং তদ্বিদিতং মম.॥ গাই রাখি

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : পুন্ন।
২. 'স' লিখতে গিয়ে কেটে 'ব' লেখা। বসন্তরঞ্জন বিচনীব পর 'কিবা' যোগ করেছেন। এটা অনাবশ্যক মনে হয়।
৩. '৮' চিহ্ন রয়েছে।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'রাধে'।

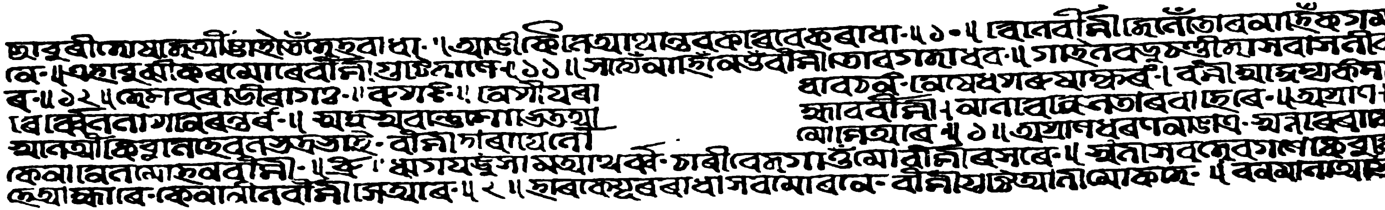


১৮৪খ

তেঁ নিন্দ গেলোঁ বাঁশী মাথে.॥ সে না বাঁশী আন রাধা নিলী কোণ ভিতে.॥ ১॥ নান্দের নন্দন কাহ্নাঞিঁ বোলোঁ মো তোহ্মারে.॥ কথাঁ বাঁশী হারায়িআঁ দোষসি আহ্মারে.॥ ২॥ এথাঞিঁ আছিল বাঁশী সহ্মার বিদিতে.॥ সে না বাঁশী রাধা মোর নিলেঁ কোণ ভিতে.॥ ৩॥ বিচারিআঁ চাহ মোর দধির পসারে[1].॥ কথাঁ বাঁশী হারায়িআঁ দোষসি আহ্মারে.॥ ৪॥ না বোল না বোল রাধা হেন দুঠবাণী.॥ তোহ্মে বাঁশী চোরায়িলেঁ আহ্মে ভালেঁ জাণী.॥ ৫॥ চান্দ সুরুজ মোর আছে দুয়ি সাখী.॥ আহ্মা মিছা দোষ কাহ্ন খাইবি দুঈ আখী.॥ ৬॥ সপ্ত লাখের মোর বাঁশী করী চুরী.॥ আহ্মো গালী দেহ মোরে রাধিকা নাগরী.॥ ৭॥ ঘৃত দুধ নঠ মোর ঘোলের পসার.॥ গোহারী করিবোঁ রাজা কংসের দুআর.॥ ৮॥ তোর কংসাসুরক নাহিঁক মোর ডরে.॥ হের ধরিলোঁ বলে তোহোর আঞ্চলে.॥ ৯॥ মি[2] ১৮৪

১. 'পসারে'-এর এ-কার নাগরী লিপিতে লেখা।

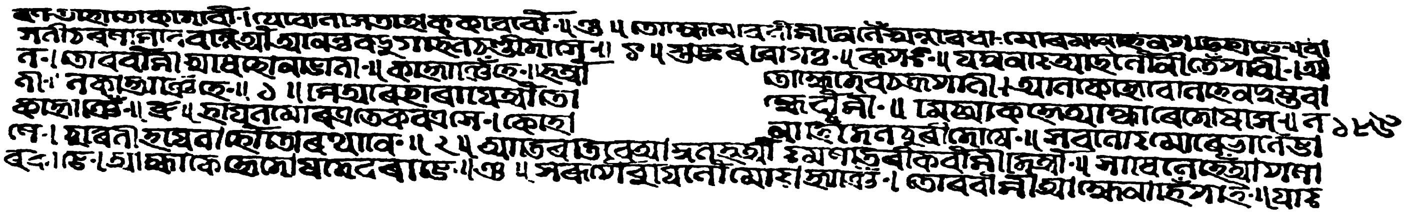
২. অসমাপ্তিসূচক '৮' চিহ্ন রয়েছে।



১৮৫ক

ছা চুরী দোষ দিআঁ জাইতেঁ দেহ বাধা.॥ আজী কৈলি আথান্তর করিবেক রাধা.॥ ১০॥ বিণি বাঁশী দিলেঁ তোর নাহিকঁ গম নে.॥ এহা বুঝী কর মোরে বাঁশীগুটি দানে.॥ ১১॥ সত্যে নাহি নেওঁ বাঁশী তোর গদাধর.॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীব র.॥ ১২॥ দেশবরাড়ী রাগঃ.॥ রুপকং॥ নিপীয় রাধাবচনং নিষেধপরুষাক্ষরং.॥ বংশীমুদ্দিশ্য কংশা[১] রির্ব্বিললাপ নিরন্তরং.॥ সুদ্ধ সুবন্নে শোভিত আহ্মার বাঁশী.। নাল বিন্ধিল[২] তার বাহিরে.॥ অ প্রাণ.। সুণিআঁ কি বুলিহে বলভদ্র ভাই. বাঁশী হারায়িলোঁ মো শিঅরে.॥ ১॥ অ প্রাণ ধরণ না জাএ. সুন্দরি রাধে[৩] কে না নিল মোহন বাঁশী .॥ ধ্রু॥ ঋগ যজু সাম আথর্ব্ব চারী বেদ গাওঁ মো বাঁশীর সরে.॥ সুণী সব দেবগণে কি বুলি হে আহ্মারে . কে না নীল বাঁশী সিঅরে.॥ ২॥ হার কেয়ূর রাধা সব মোর নে. বাঁশীগুটি আণী মোক দে.॥ বনমালা আভ

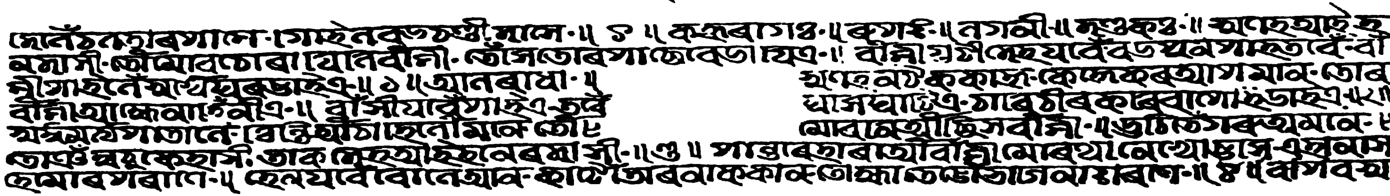
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'কংসা'।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'বান্ধিল'।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠে দাঁড়ি চিহ্ন আছে।



১৮৫খ

রণ তাহা তোক দিবোঁ .। যে বোলসি তাহাক করিবোঁ. ॥ ৩ ॥ তোহ্মে মোর বাঁশী নিলেঁ সুন্দরি ধা[১]. মোর মনে হেন পড়িহাহে[২]. ॥ বা
সলী চরণ শিরে বন্দিআঁ আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে. ॥ গুজ্জরীবাগঃ. ॥ রূপকং. ॥ যমুনাক আইলোঁ নীতেঁ পাণী. ॥ আ
ল.। তোর বাঁশী সুধিহো না জাণী. ॥ কাহ্নাঞিঁ হে. ॥ হআঁ তোহ্মে দেব চক্রপানী.। আল কেহ্নে বোল হেন দুষ্ট বা
ণী. ॥ ল কাহ্নাঞিঁ হে. ॥ ১ ॥ শিঅরে হারায়িআঁ তোহ্মে বাঁশী. ॥ মিছা কেহ্নে আহ্মারে দোষসি. ॥ ল
কাহ্নাঞিঁ. ॥ ধ্রু ॥ হয়িল মোর এতেক বএসে.। কেহো নাহিঁ দিল চুরীদোষে. ॥ সব লোক মোরে ভালেঁ জা ১৮৫
ণে.। চুরিণী হয়িলাহোঁ তোর থানে. ॥ ২ ॥ আতি রতিবেআকুল হআঁ কমণ তিরীক বাঁশী দিআঁ. ॥ সাধিলেহেঁ আপণা
র কাজে.। আহ্মা কেহ্নে দোষ দেবরাজে. ॥ ৩ ॥ সরূপেঁ বুয়িলোঁ মো কাহ্নাঞিঁ.। তোর বাঁশী আহ্মো নাহিঁ পাই. ॥ যাক

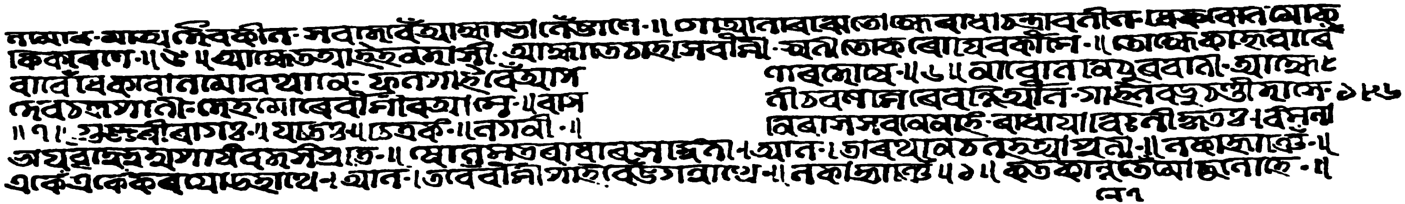
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'রাধা' : লিপিকব 'রা' বর্ণটি ভুলক্রমে লেখেননি।
২. বসন্তরঞ্জনেব পাঠ : 'পডিহাসে'। লিপিকব 'স' না লিখে অন্যমনস্কভাবে 'হ' লিখেছেন।



১৮৬ক

দিলেঁ চল তার পাশে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে.॥ ৪॥ কহ্নুরাগঃ.॥ রুপকং.॥ লগ নী.॥ দগুকঃ.॥ সুণহ আইহ
ন দাসী. তোঁ মোর চোরায়িলী বাঁশী. তেঁসি তোর পাছে বেড়ায়িএ.॥ বাঁশীগুটী দেহ যবেঁ. বড় পুন পাইল তবেঁ. বাঁ
শী পাইলেঁ সুখেঁ ঘর জাইএ.॥ ১॥ আল রাধা॥ সুণহ নটক কাহ্ন. কেহ্নে কর আপমান. তোর
বাঁশী আহ্মে নাহিঁ নীএ.॥ বাঁসী যবেঁ পাইএ. তবেঁ ঘসি ঘাটিএ. চারি চীর করি বা পোড়াইএ[১].॥ ২॥
স্বর্গ্গ[২] মর্ত্য পাতালে. চিন্তিআঁ চাহিলোঁ মনে. তো[৩] মোর নিআঁছিস বাঁশী.॥ উচিতেঁ গরুঅ মনে.[৩]
তোঞঁ মুচুকে হাসী তাক দেহ আইহনের দাসী.॥ ৩॥ পান্তরে হারাআঁ বাঁশী মোর থানে খোজসি. এহা না স
হে মোর পরাণে.॥ হেন যবেঁ বোলে আন. কাটোঁ তার নাক কান. তোহ্মা তেজোঁ ভাগিনা কারণে.॥ ৪॥ বাপ বসু

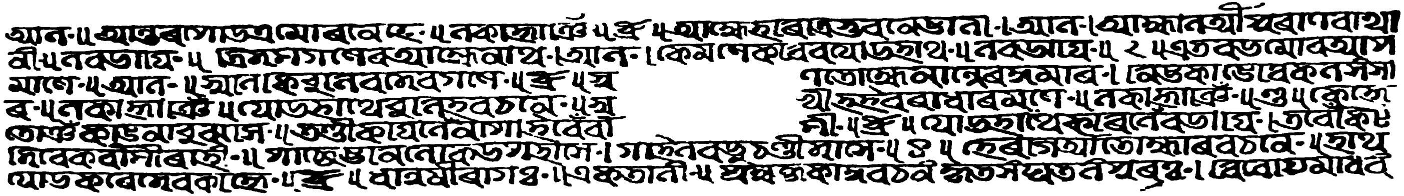
১. 'পো' এর পর 'ই' লিখতে গিয়ে কেটে দিয়ে 'ড়াইএ' লিখিত হয়েছে।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'সগর্গ'।
৩. অসমাপ্তিসূচক '৮' চিহ্ন রয়েছে।



১৮৬খ

ল মোর. মাঅ দৈবকী ল. সব দেবেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণে.॥ গোআলার ঝি তোহ্মে রাধা চন্দ্রাবলী ল. ধিক বোল মোক কি কারণে.॥ ৫ ॥ আহ্মে ত আইহন দাসী. আহ্মাতে চাহসি বাঁশী. সুণী তোক রোষিব কাঁশে.॥ তোহ্মে কাহ্নু বারেঁ বারেঁ ধিক বোল মোর থানে. ফল পাইবেঁ আপণার দোষে.॥ ৬ ॥ না বোল নিঠুর বাণী. আহ্মে[১] দেব চক্রপাণী. দেহ মোরে বাঁশীর আশে.॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল. গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে. ১৮৬
॥ ৭ ॥ গুজ্জরীরাগঃ.॥ যতিঃ.॥ চিত্রকং ॥ লগনী.॥ নিরাস[২]সবনেনাহং. রাধায়া[৩]বিকলীকৃতঃ। বংশ লা ভায় বৃদ্ধে ত্বমুপায়ং বদ সংপ্রতি.॥ যোলশত রাধার সঙ্গিণী.॥ আল.। তার থান চলহ আপুণী.॥ ল কাহ্নাঞিঁ.॥ একেঁ একেঁ কর যোড়হাথে.। আল.। তবেঁ বাঁশী পাইবেঁ জগন্নাথে.॥ ল কাহ্নাঞিঁ॥ ১ ॥ কত কান্দ নেতে[৪] মোছ লোহে.॥

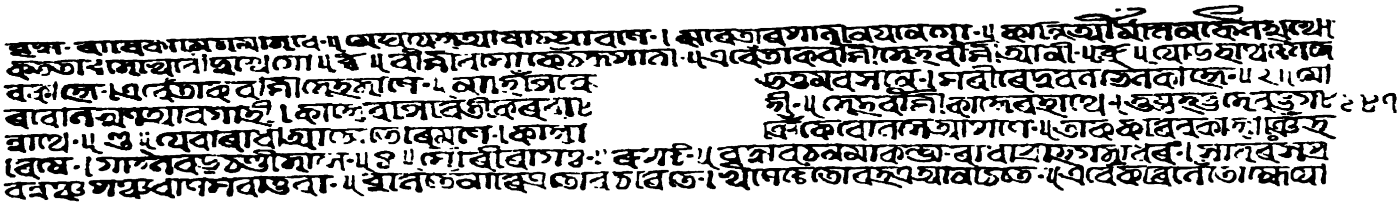
১. অসমাপ্তিসূচক চিহ্ন '৮' হয়েছে।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'নিরাশ'।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'রাধয়া'।
৪. 'নে' মার্জিনের নীচে '৭' (পংক্তিসূচক) চিহ্ন দিয়ে লিখিত।



১৮৭ক

আল. ॥ আন্তর পোড়এ মোর দেহে. ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু॥ আহ্মে হরি ত্রিভুবনে জাণী. । আল. । আহ্মা লআঁ পুরাণ বাখা
নী. ॥ ল বড়ায়ি. ॥ ত্রিদশগণের আহ্মে নাথ. । আল. । কেমণে করিব যোড়হাথ. ॥ ল বড়ায়ি. ॥ ২ ॥ এত বড় মোর আপ
মাণে. ॥ আল. ॥ সুণি কি বুলিব দেবগণে. ॥ ধ্রু॥ সুণ তোহ্মে নান্দের কুমার. । নিজ কাজে বিকল সংসা
র. ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ যোড়হাথে বুলিহ বচনে. ॥ সুখী হইব রাধার মণে. ॥ ল কাহ্নাঞিঁ . ॥ ৩ ॥ কেহ্নে
তোঞঁ কাজ না বুঝসি. ॥ তগু কয়িলেঁ না পাইবেঁ বাঁশী. ॥ ধ্রু॥ যোড় হাথ[১] করিলেঁ বড়ায়ি. । তবেঁ কি[২]
দিবেক বাঁশী রাহী. ॥ পাছে জনি লোক উপহাসে. । গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে. ॥ ৪ ॥ হের গিআঁ তোহ্মার বচনে. । হাথ
যোড় করে দেব কাহ্নে. ॥ ধ্রু॥ ধাণুষী[৩]রাগঃ ॥ একতালী. ॥ প্রমুক্তকাকুবচনং কৃতসংঘতলং পুরঃ । বিলোক্য মাধবং

১. 'হাথে' লিখে এ-কার কেটে দেওয়া হয়েছে।
২. অসমাপ্তিসূচক '৮' চিহ্ন রয়েছে।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'ধানুষী'।



১৮৭খ

বৃন্ধা. রাধিকামিদন্মদধে[১]. ॥ মেঘ যেহ্ন আষাঢ় শ্রাবণে. । ঝরে তার পাণী নয়ানে গো. ॥ কান্দিআঁ মলিন কৈল মুখে. ।
কত তার দেখিবোঁ দুখে গো. ॥ ১ ॥ বাঁশীর শোকেঁ চক্রপাণী. ॥ এবেঁ তাক বাঁশী দেহ বাঁশী[২] আনী. ॥ ধ্রু ॥ যোড়হাথ কৈল দে
ব কাহ্নে. । এবেঁ তাক বাঁশী দেহ দাণে. ॥ নাহিঁ পিন্ধে উত্তম বসনে. । শরীরে দুবল ভৈল কাহ্নে. ॥ ২ ॥ মো
র বোল সুণ আবগাহী. । কাহ্নের পিরিতী কব রাহী[৩]. ॥ দেহ বাঁশী কাহ্নের হাথে. । তুষ্ট হউ দেব জগ[৪] ১৮৭
ন্নাথে. ॥ ৩ ॥ যেবা রাধা আছে তোর মণে. । কাহ্নাঞিঁকে বোল সে আপণে. ॥ তাক করিব কাহ্নাঞিঁ হ
রিষে. । গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে. ॥ ৪ ॥ শৌবীরাগঃ[৫] ॥ রূপকং. ॥ বৃন্ধাবচনমাকর্ন্ন্য[৬]. রাধা প্রাহ গদাধরং. । সাদরং সপ্র
বন্ধঞ্চ পঞ্চবাণশরাতুরা. ॥ বুলিতেঁ নারিএ তোর চরিতে. । খণেকেঁ তোব হএ আন চিতে. ॥ এবেঁ করিলেঁ তোহ্মে যো

১ বসন্তবঞ্জনের পাঠ · 'বাধিকর্মিন্মাদধে'।

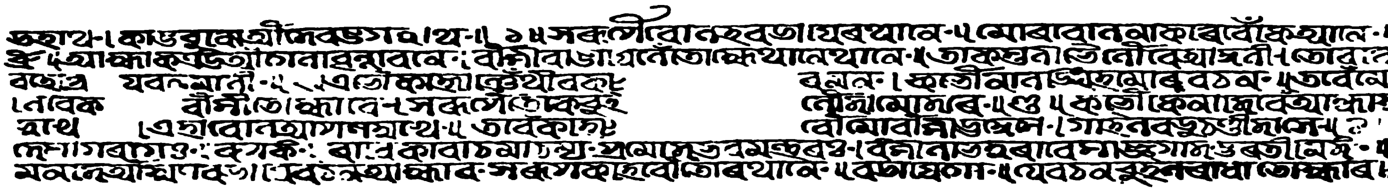
২. এখানে ভুলক্রমে 'বাঁশী' শব্দটি পুনর্বাব লেখা হয়েছে। বসন্তবঞ্জনেব পাঠ : সংস্করণে উল্লেখসহ শব্দটি বর্জিত হয়েছে.

৩ 'বা' এর পর '৮' চিহ্ন।

৪ অসমাপ্তিসূচক '৮' চিহ্ন রয়েছে।

৫. বসন্তবঞ্জনের পাঠ : 'গৌবীরাগঃ'।

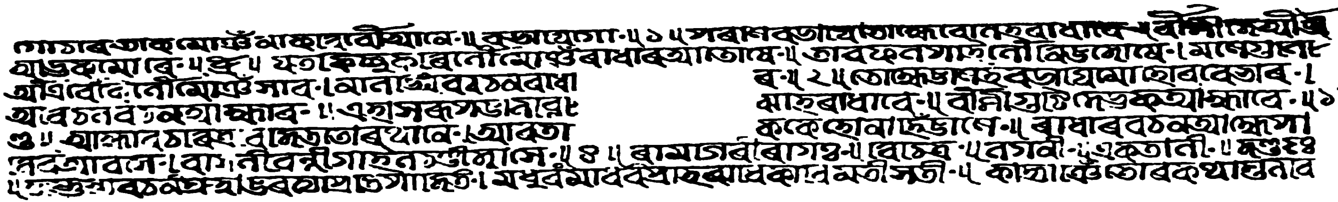
৬ বসন্তবঞ্জনের পাঠ : বৃন্ধাবচনমাকর্ণ্য।



১৮৮ক

ড় হাথ.। কাজ বুঝিআঁ দেব জগন্নাথ.॥ ১॥ সরূপেঁ বোলহ বড়ায়ির থানে.॥ মোর বোল না করিবেঁ কি আনে.॥
ধ্রু॥ আম্মাক এড়িআঁ গেলা বৃন্দাবনে.। বাঁশী বাজায়িলেঁ তোহ্মে থানে থানে.॥ তাক শুণী ভৈল বেআকুলী.। তোর বি
রহে প্রিয়[১] বনমালী.॥ ২॥ এভোঁ কাহ্নাঞিঁ থীর কর[২] মন.। কভোঁ না লঙ্ঘিহ মোর বচন.॥ তবেঁ মে[৩]
লিবেক[৪] বাঁশী তোহ্মারে.। সরূপেঁ তোঁক বুইলোঁ দামোদরে.॥ ৩॥ কভোঁ কি না দিবেঁ আম্মাক
দুখে[৫]। এহা বোল আপণ মুখে.॥ তবেঁ কহিবোঁ[৬] মো বাঁশী উদ্দেশে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে.॥ ৪॥
দেশাগ রাগঃ.॥ রূপকং.॥ রাধিকাবাচমাচম্য প্রমোদভরমন্থরঃ.। বংশীলাভত্বরাবেশাজ্জগাদ. জরতীমিদং.॥
মন দিআঁ সুণ বড়ায়ি বচন আম্মার. সরূপ কহিবোঁ তোর থানে.॥ বড়ায়ি গো.॥ যে বচন বুইল রাধা তোহ্মার[৭]

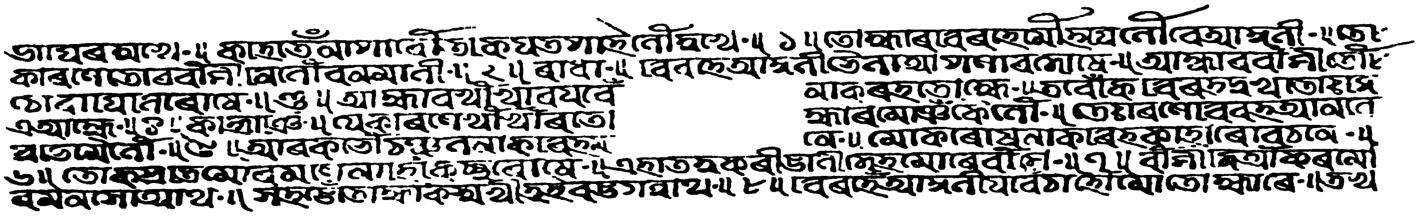
১. 'প্রি' এবং 'য়'-এর মাঝে কিছুটা ফাঁক রয়েছে। এ অংশে কাগজ খারাপ ছিল মনে হয়।
২. 'ক' এবং 'র'-এর মাঝে (সূত্রবন্ধনীস্থানে) '৳' চিহ্ন।
৩. '৳' লাইনশেষে।
৪. এখানেও কিছুটা ফাঁক রয়েছে। হয়তো কাগজ খারাপেব দরুণ।
৫. এখানে কিছুটা ফাঁক। বোধহয় একই কারণে।
৬. '৳' (সূত্রবন্ধনীস্থানে)। 'কহি' এবং 'বোঁ'-এর মাঝে।
৭. অসমাপ্তিসূচক চিহ্ন '৳' লাইন শেষে।



১৮৮খ

গোচরে[১] তাক মোঞঁ না করিবোঁ আনে.॥ বড়ায়ি গো.॥ ১॥ পরাণ বড়ায়ি তোহ্মে বোলহ রাধারে.॥ বাঁশী দিআঁ জী
আউক মোরে.॥ ধ্রু॰॥ যত কিছু করিলোঁ মোঞঁ রাধার আতোষে.॥ তার ফল পাইলোঁ নিজ দোষে.। মণে গুণি[২]
আঁ এবেঁ কৈলোঁ মোঞঁ সার। না লঙ্ঘিব বচন রাধার.॥ ২॥ তোহ্মে জাণহ বড়ায়ি সোহোর বেভার.।
অবিচল বচন আহ্মার.॥ এহা সরূপ জাণী বুঝাহ রাধারে.॥ বাঁশীগুটি দেউক আহ্মারে.॥ ১৮৮
৩॥ আহ্মার চরিত্র বিদিত তোর থানে.। আর তাক কেহো নাহিঁ জাণে.॥ রাধার বচন আহ্মে পা
লিব আবসে.। বাসলী[৩] বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে.॥ ৪॥ রামগিরী রাগঃ.॥ বিচিত্র.॥ লগনী.॥ একতালী.॥ দণ্ডকঃ
॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং.। মধুরং মাধবং প্রাহ রাধিকাধিমতী সতী.॥ কাহ্নাঞিঁ তোর কথা শুণী ব

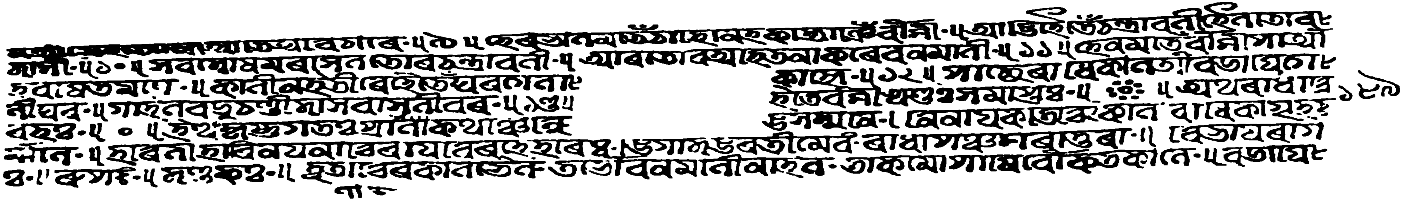
১. প্রত্যাশিত দাঁড়ি চিহ্ন লিপিকর দেননি এখানে।
২. অসমাপ্তিসূচক চিহ্ন '৮' লাইন শেষে।
৩. বসন্তরঞ্জন এখানে সম্ভবত ছন্দের-প্রয়োজনে 'শিবে' শব্দটি যোগ করেছেন।



১৮৯ক

ড়ায়ির মুখে.॥ কহিতেঁ না পাবোঁ তাক যত পাইলোঁ দুখে.॥ ১॥ তোহ্মার বিরহে মোঁ হয়িলো বেআকুলী.॥ তে[1]
কারণে তোর বাঁশী নিলোঁ বনমালী.॥ ২॥ রাধা.॥ বিরহে আকুলী হৈলা আপণার দোষে.॥ আহ্মাত বাঁশী তোঁ[2]
চোরায়িলি রোষে.॥ ৩॥ আহ্মার খাঁখাব যবেঁ না করহ তোহ্মেঁ.। তবেঁ কি বিরহ দুখ তোক দি
এ আহ্মে.॥ ৪॥ কাহ্নাঞিঁ.॥ যে কারণে খাঁখার তোহ্মাব মোঞঁ কৈলোঁ.॥ তেকারণে বিরহ আনলে
পুড়ি মৈলোঁ.॥ ৫॥ আর কভো চঞ্চল না করিহ মনে.॥ মোক বোষ না করিহ কাহারো বচনে.॥
৬॥ তোক প্রতি মোর মণে নাহিঁ কিছু রোষে.॥ এহা তত্ত্ব করী জাণী দেহ মোরে বাঁশে.॥ ৭॥ বাঁশী দিআঁ কর মো
র মন সোআথ.॥ সহজেঁ তোহ্মাক সুখী হইব জগন্নাথ.॥ ৮॥ বিবহেঁ আকুলী যবেঁ চাহোঁ মো তোহ্মারে.। তথ

১. '৮' লাইনশেষে।
২. '৮' লাইনশেষে।



১৮৯খ

ন আসিহ তোহ্মে আতি অবিচারে.॥ ৯ ॥ হের ভালমতেঁ চাহি নেহ কাহ্নাঞিঁ বাঁশী.॥ আজি হৈতেঁ চন্দ্রাবলী হৈল তোর[১]
দাসী.॥ ১০ ॥ সব দোষ মরসিল তোর চন্দ্রাবলী.॥ আর তোর অহিত না করে বনমালী.॥ ১১ ॥ হেনমতেঁ বাঁশী পাআঁ
হরষিত মণে.॥ কালী[২]নই তীরে হৈতেঁ ঘর গেলা[৩] কাহ্নে.॥ ১২ ॥ পাছে রাধিকা লআঁ বড়ায়ি গে
লী ঘর.॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর.॥ ১৩ ॥ ইতি বংশীখণ্ডঃ সমাপ্তঃ.॥ ◌[৪] ॥ অথ রাধাবি ১৮৯
রহঃ.॥ ◌[৫] ॥ ইত্থং কৃষ্ণগতপ্রাণ[৬] কথঞ্চিন্নি জসদ্মনি.। নিনায় কতিচিৎ[৭] কালং. রাধিকাগৃহক
র্ম্মণি.॥ হরিণীহারিনয়না চিরায বিরহে হাবেঃ। জগাদ জরতীমেবং. রাধা পঞ্চশবাতুরা.॥ বিভাষবাগ
ঃ.॥ রূপকং.॥ দণ্ডকঃ.॥ দূতা চিরকাল ভৈল[৮]. তভোঁ বনমালী নাইল[৮]. তাক মো পায়িবোঁ কত কালে.॥ বড়ায়ি[৯]

১ ‘৮’ লাইন শেষে।

২ বসন্তরঞ্জনের পাঠ : ‘কালীনি’। এই সংশোধন অনাবশ্যক মনে হয়।

৩ ‘৮’ লাইন শেষে।

৪ বসন্তরঞ্জনের পাঠ : পুথিতে অনাবশ্যক বোধে এই পালাসমাপ্তিসূচক চিত্রটি দেওয়া হয়নি।

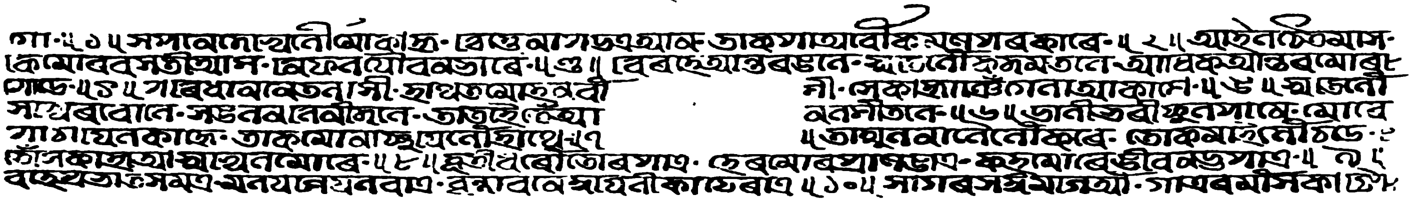
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ . পুথিতে এই চিত্রটিও দেওয়া হয়নি।

৬ ‘প্রাণা’ লিখে শেষের আকার কেটে দেওয়া হয়েছে। মার্জিনে সংশোধিত পাঠ দেওয়া হয়েছে।

৭. পাঠে সংশয় রয়েছে। বসন্তরঞ্জনের পাঠ নেওয়া হল।

৮. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : সংস্করণে এখানে একদাঁড়ি চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

৯. ‘৮’ লাইন শেষে।

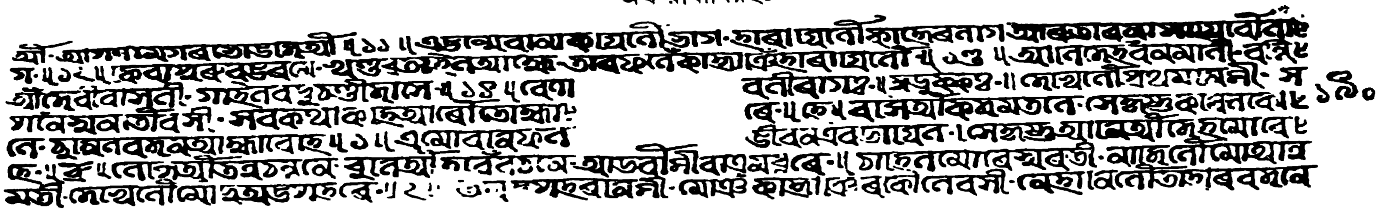


১৯০ক

গো. ॥ ১ ॥ সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্ন. চিত্তে না পড়এ আন. তাক পাঅবোঁ কমণ পরকারে. ॥ ২ ॥ আইল চৈত মাস. কি মোর বসতী আশ. নিফল যৌবনভারে. ॥ ৩ ॥ বিরহে আন্তর জলে. সুতিলোঁ কদমতলে. আধিক আন্তর মোর[১] পোড়ে. ॥ ৪ ॥ পরিধান নেত লাসী. হাথত মোহন বাঁশী. সে কাহ্ণাঞিঁ গেলা আকাশে. ॥ ৫ ॥ সুতিলোঁ সখির বোলে. সজল নলিনীদলে. তাত হৈতেঁ আনল শীতলে. ॥ ৬ ॥ ডালী ভরী ফুল পামে[২]. মোবে পাঠায়িল কাহ্নে. তাক মো না চ্ছুয়িলোঁ[৩] হাথে. ॥ ৭ ॥ তাম্বুল না লৈলোঁ করে. তোক মাইলোঁ চড়ে.[৪] তেঁসি কাহ্ন আসুখিল মোরে. ॥ ৮ ॥ দুতী ধরোঁ তোর পাএ. হের মোর প্রাণ জাএ. কহ মোরে জীবন উপাএ. ॥ ৯ ॥ বহে প্রভাত সমএ. মলয় শিয়ল বাএ. বৃন্দাবনে কুয়িলী কাঢ়ে রাএ ॥ ১০ ॥ সাগরসঙ্গম গিআঁ. গাএর মাঁস কাটি[৫]

১. ‘৮’ লাইন শেষে।
২. ‘পানে’ লিখতে লিপিকর ‘পামে’ লিখেছেন।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : ‘ছুযিলোঁ’।
৪. ‘৮’ লাইন শেষে।
৫. ‘৮’ লাইন শেষে।

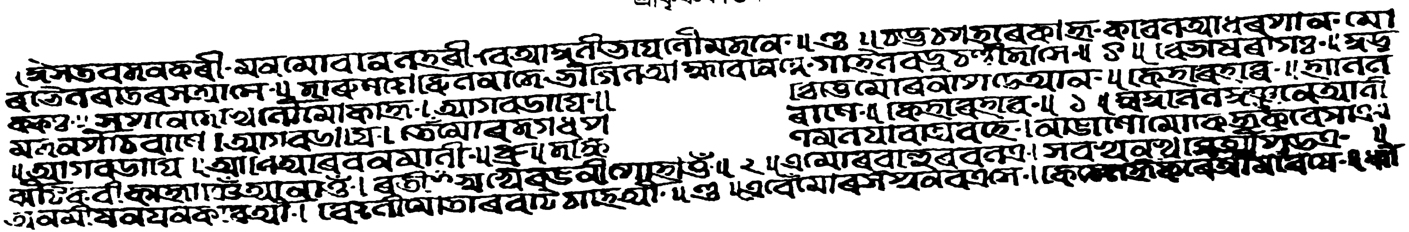
অথ রাধাবিরহঃ



১৯০খ

আঁ. আপণা মগর ভোজ দিআঁ ॥ ১১ ॥ এ জন্মে বা না কয়িলোঁ ভাগ. হারায়িলোঁ কাহ্নের লাগ আর তার না পায়িবোঁ লা[১]
গ. ॥ ১২ ॥ কিবা পুরুব জরমে. খণ্ডব্রত কইল আহ্মে. তার ফলেঁ কাহ্নাঞিঁ হারায়িলোঁ. ॥ ১৩ ॥ আণি দেহ বনমালী. বন্দি[২]
আঁ দেবী বাসলী. গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে[৩]. ॥ ১৪ ॥ বেলাবলীরাগঃ. ॥ কুড়ুক্কঃ. ॥ দেখিলোঁ প্রথম নিশী. স
পনে সুন তোঁ বসী. সব কথা কহিআঁরো তোহ্মারে.[৪] ॥ হে ॥ বসিআঁ কদমতলে. সে কৃষ্ণ করিল কো ১৯০
লে. চুম্বিল বদন আহ্মারে হে ॥ ১ ॥ এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল. । সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে[৫]
হে. ॥ ধ্রু ॥ লেপিআঁ তনু চন্দনে. বুলিআঁ তবেঁ বচনে . আড়বাঁশী বাএ মধুরে. ॥ চাহিল মোরে সুরতী. না দিলোঁ মো আনু
মতী. দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে. ॥ ২ ॥ তিঅজ[৬] পহর নিশী. মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কৌলে বসী . নেহানিলোঁ[৭] তাহার বদনে

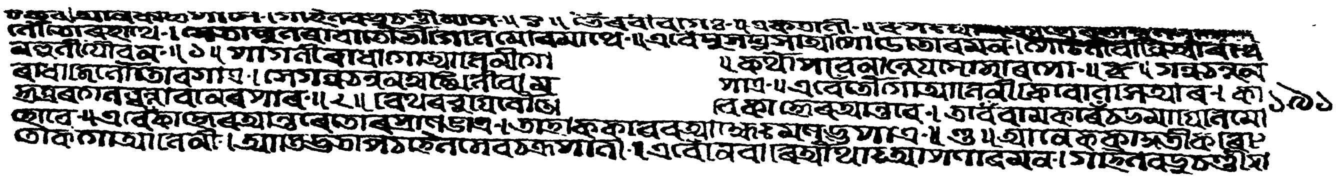
১. অসমাপ্তিসূচক '৮' লাইন শেষে।
২. অসমাপ্তিসূচক '৮' লাইন শেষে।
৩. সমগ্র গীতটিতে, ত্রিপদীবন্ধে, প্রথম দুই পদযতিতে ( ) বিন্দু চিহ্ন ব্যবহৃত। বসন্তবঞ্জনের পাঠে এক দাঁড়িচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।
৪. বসন্তবঞ্জনেব পাঠে (.) এই যতিচিহ্ন দেওয়া হযনি। 'তোহ্মা' এবং 'রে'-এব মাঝে সূত্রবন্ধনীস্থানে '৮' চিহ্ন।
৫. অসমাপ্তিসূচক চিহ্ন '৮' লাইন শেষে।
৬. পাঠ অস্পষ্ট। বসন্তরঞ্জনের পাঠ নেওয়া হল।
৭. বসন্তরঞ্জনের পরিবর্তিত পাঠ 'নেহালিলোঁ'।



১৯১ক

॥ ঈসত বদন করী. মন মোর নিল হরী. বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে. ॥ ৩ ॥ চউঠ পহরে কাহ্ন. করিল আধর পান. মো
র ভৈল রতিরস আশে. ॥ দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে. গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে. ॥ ৪ ॥ বিভাষরাগঃ. ॥ কুড়ু
ক্কঃ. ॥ সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্ন. । আগ বড়ায়ি. ॥ চিত্তে মোর না পড়ে আন. ॥ কি হরি হরি. ॥ হাণিল
মদন পাঁচ বাণে. । আগ বড়ায়ি. ॥ তেঁ মোর দগধ পবাণে. ॥ কি হরি হরি. ॥ ১ ॥ মুকুলিল কুঞ্জ নেআলী
॥ আগ বড়ায়ি ॥ আণিআর বনমালী. ॥ ধ্রু ॥ দক্ষিণ মলয়া বাত বহে. । না জাণো মো কেহ্ন করে গাএ. ॥
ঝাঁট করী কাহ্নাঞিঁ আনাওঁ. । রতীসুখে[১] বজনী পোহাওঁ. ॥ ২ ॥ এ মোর বাহুব বলএ. । সবখন খসিআঁ পড়এ. ॥
অনমীষ নয়ন করিআঁ. । বিকলী মো তাব বাট চাহিআঁ. ॥ ৩ ॥ এবেঁ মোর সংপুন বএসে. । কিকে কাহ্ন করে আমরিযে. ॥ ঝাঁ

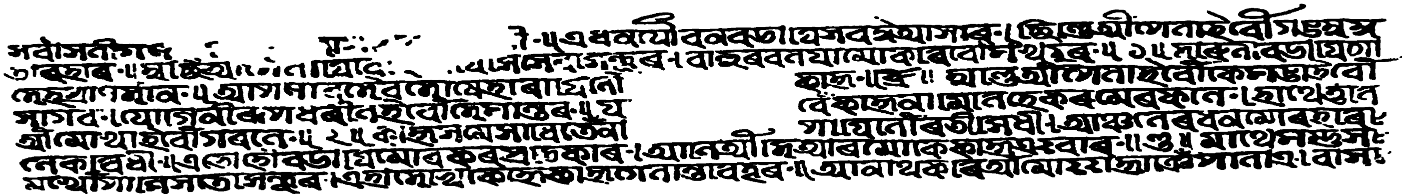
১. 'রতী'-এব পর কোনো একটি বর্ণ লিখতে গিয়ে কেটে দেওয়া হযেছে।



১৯১খ

ট করী আন কাহ্ন পাশে. । গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে . ॥ ৪ ॥ ভৈরবীরাগঃ. ॥ একতালী. ॥ রূপকম্বা. ॥ কাহ্নের তাম্বুল রাধা দি
লোঁ তোর হাথে. । সে তাম্বুল রাধা তোঁ ভাঁগিলি মোর মাথে. ॥ এবে ঘুসঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন. । পোটলী বান্ধিআঁ রাখ
নহুলী যৌবন. ॥ ১ ॥ পাগলী রাধা গোআলিনী গো ॥ কথা পাব নান্দে যশোদার পো. ॥ ধ্রুঃ ॥ গন্ধ চন্দন
রাধা দিলোঁ তোর গাএ. । সে গন্ধ চন্দন মুছিলোঁ[১] বাম পাএ. ॥ এবেঁ তোঁ গোআলিনী কি বোলসি আর. । কা
হ্ন দুর গেল বৃন্দাবনের পার. ॥ ২ ॥ বিথর বুয়িলোঁ তোরে কাহ্নের আন্তরে. । তবে বাম কবেঁ চড় মায়িলি মো ১৯১
হোরে. ॥ এবেঁ কাহ্নের আন্তরে তোর প্রাণ জাএ. । তাহাক করিব আহ্মে কমণ উপাএ. ॥ ৩ ॥ আনেক কাকুতী করি[২]
তোক গোআলিনী. । আতি উতাপঠ হৈল দেব চক্রপাণী. ॥ এবেঁ নিবারিআঁ থাক আপণার মন. । গাইল বড়ু চণ্ডীদা

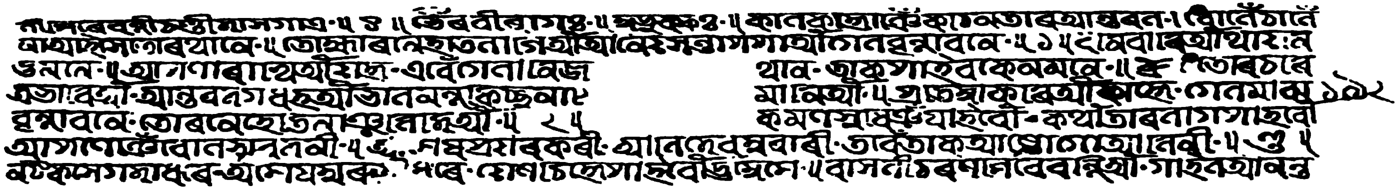
১. 'মুছিলোঁ'. একাব অনাবশ্যকভাবে লেখা হয়েছে। বসন্তরঞ্জনেব পাঠ : 'মুছিলি'.
২ অসমাপ্তিসূচক চিহ্ন '৮' লাইন শেষে।



১৯২ক

. স বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ [১]ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী. ॥[১] এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার. । ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকু
তার হার. ॥ মুছিআঁ পেলায়িবো মোয়ে[২] সিসের সিন্দূর. । বাহুর 'বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর. ॥ ১ ॥ দারুণী বড়ায়ি গো
দেহ প্রাণদান. ॥ আপণার দৈব দোষে হারায়িলোঁ কাহ্ন. ॥ ধ্রু ॥ মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ
সাগর. । যোগিনীরূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর. ॥ যবেঁ কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে. । হাথে তুলি
আঁ মো খাইবোঁ গরলে. ॥ ২ ॥ কাহ্ন সমে সাধিতেঁ না পায়িলোঁ রতী সিধী. । আঞ্চলের ধন মোর হরি[৩]
লেক বিধী. ॥ এভোহোঁ বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার. । আণিআঁ দিআর মোকে কাহ্ন একবার . ॥ ৩ ॥ মাথে শম্ভু স[৪]
ম খোঁপা শিসতে সিন্দূর. । এহা দেখি কেহ্নে কাহ্ন গেলান্ত বিদূর. ॥ আনাথ করিআঁ মোক কাহ্নাঞিঁ পালাএ. । বাস[৫]

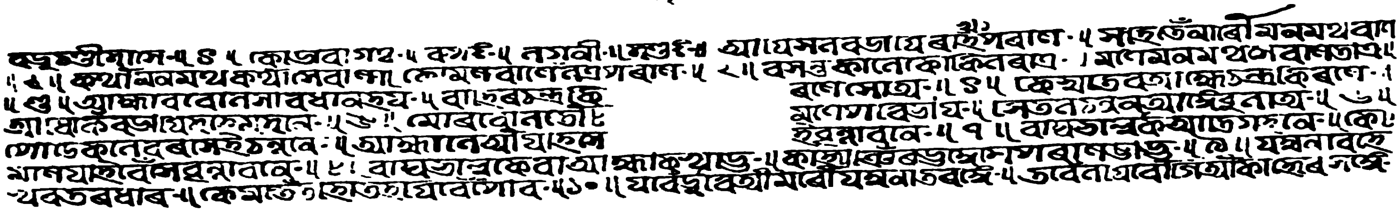
১. এই অংশের পাঠ ফটোপ্রিন্টে আসেনি। বসন্তরঞ্জনের পাঠ নেওয়া হল।
২. পাঠ অস্পষ্ট। বসন্তরঞ্জনের পাঠ নেওয়া হল।
৩. অসমাপ্তিসূচক চিহ্ন '৮' লাইনের শেষে।
৪. অসমাপ্তিসূচক চিহ্ন '৮' লাইনের শেষে।
৫. অসমাপ্তিসূচক চিহ্ন '৮' লাইনের শেষে।



১৯২খ

লী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ. ॥ ৪ ॥ ভৈরবীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ. ॥ কাল কাহ্নাঞিঁ কঠিন তার আন্তরল. । বোলেঁ চালেঁ না আইসে তোর থানে. ॥ তোহ্মার নেহাত লাগিআঁ আনেক সন্তাপ পাআঁ[১] গেল বৃন্দাবনে. ॥ ১ ॥[২] নিবারিআঁ থাক নিজ মনে. ॥ আপণা রাখিআঁ কাহ্ন. এবেঁ গেলা নিজ থান. তাক পাইব কেন মনে. ॥ ধ্রু. ॥ তোর চরিত্র ভাবিআঁ. আন্তর দগ্ধ হআঁ ভালমন্দ কিছু না মানিআঁ. ॥ প্রতিজ্ঞা করিআঁ কাহ্নে. গেল মাঝ বৃন্দাবনে. তোর নেহে তিনাঞ্জলি[৩] দিআঁ. ॥ ২ ॥ কমণ সুধিঞঁ যাইবোঁ. কথাঁ তার লাগ পাইবোঁ[৪] আপণেঞি বোল সুবদনী. ॥ আশেষ প্রকার করী. আণি দেব মুরারী. তবেঁ তাক আণো গোআলিনী. ॥ ৩ ॥ নটক সে গদাধরে. অশেষ মুরুতী ধরে. কোণ চিহ্নে পাইবোঁ উদ্দেশে. ॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ. গাইল আনন্ত ১৯২

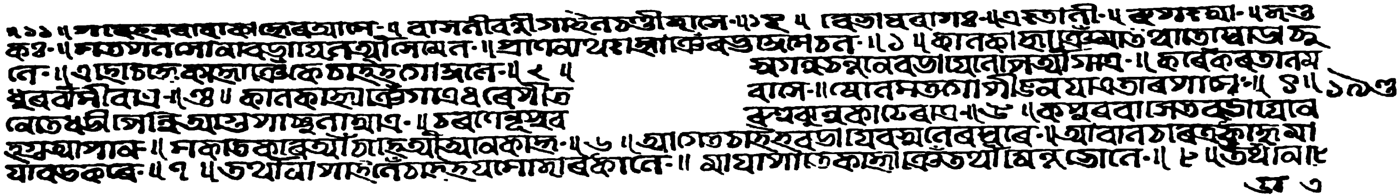
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'গেল কাহ্নাঞিঁ সে'।
২. 'নিবারিআঁ'র আগে কোনো একটি বর্ণ লিখিতে গিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'তিলাঞ্জলী'।
৪. 'ই'-এর উপরের ইলেক্ চিহ্ন লিপিকর ভুলক্রমে দেননি।



১৯৩ক

বড়ু চণ্ডীদাসে.॥ ৪ ॥ কোড়া রাগঃ.॥ রুপকং.॥ লগনী.॥ দণ্ডক॥ আয়িস ল বড়ায়ি রাখহ[১] পরাণ.॥ সহিতেঁ নারোঁ মনমথবাণ ॥ ১ ॥ কথাঁ মনমথ কথাঁ সে বাণ॥ কোমণ বার্ণে লএ পরাণ.॥ ২॥ বসন্তকালে কোকিল রাএ.। মণে মনমথ সে বাণ তাএ.॥ ॥ ৩ ॥ আহ্মার বোল সাবধান হয.॥ বাহির চন্দ্রকিরণে সোঅ.। ৪ ॥ কি সুতিব আহ্মে চন্দ্রকিরণে.॥ আধিকেঁ বড়ায়ি দহে মদনে.॥ ৫ ॥ মোর বোল তোঁ[২] মণে পরিভায়.॥ সিতল চন্দন আঙ্গে বুলাঅ.॥ ৬ ॥ পোড়ে কলেবর সেই চন্দনে.॥ আহ্মা নিআঁ[৩] যাহ সেই বৃন্দাবনে.॥ ৭ ॥ বাঘ ভালুকে[৪] আতি গহনে.॥ কে[৫] মণে যাইবেঁ সে বৃন্দাবনে.॥ ৮ ॥ বাঘ ভালুকে বা আহ্মাক খাউ.॥ কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে পরাণ জাউ.॥ ৯ ॥ যমুনা বহে খরতর ধার.॥ কেমতেঁ তাহাত হয়িবোঁ[৬] পার.॥ ১০ ॥ যবেঁ ডুবিআঁ মরোঁ যমুনাতরঙ্গে.॥ তবেঁ লয়িবোঁ গিআঁ কাহ্নের সঙ্গে.

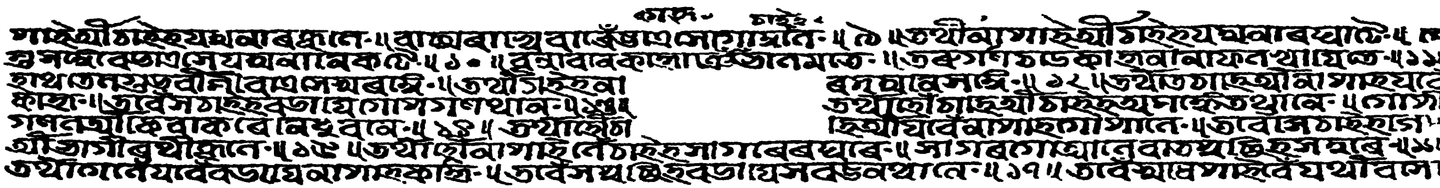
১. 'রাহ' লিখে 'খ' বর্ণটি নির্দেশসহ মার্জিনের উপরে লিখিত।
২ অসমাপ্তিসূচক চিহ্ন '৮' সূত্রবন্ধনীর পূর্বে।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'নিআ'।
৪ এ-কার নাগরী লিপিতে।
৫. অসমাপ্তিসূচক চিহ্ন '৮' লাইনের শেষে।
৬ বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'হয়িবেঁ'।



১৯৩খ

॥ ১১ ॥ পরিহর রাধা কাহ্নের আশে. ॥ বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে. ॥ ১২[১] ॥ বিভাষ রাগঃ. ॥ একতালী. ॥ রূপকম্বা. ॥ দণ্ড
কঃ. ॥ শত পল সোনা বড়ায়ি লঅাঁ সে মেল. ॥ প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে চল. ॥ ১ ॥ কাল কাহ্নাঞিঁ মাথাতে[২] ঘোড়া চু
লে. ॥ এহি চিহ্নে কাহ্নাঞিঁকে চাইহ গোকুলে. ॥ ২ ॥ সুগন্ধ চন্দনে বড়ায়ি লেপিআঁ গাএ. ॥ করে করতাল ম
ধুর বাঁশী বাএ. ॥ ৩ ॥ কাল কাহ্নাঞিঁ গাএ ধরে পীত বাসে. ॥ ষোল শত গোপীজন যাএ তার পাশে. ॥ ৪ ॥ ১৯৩
নেত[৩]ধড়ী পিন্ধি আগু পাছু লাম্বাএ[৪]. ॥ চরণে নূপুর রুণুঝুণু কাঢ়ে রাএ. ॥ ৫ ॥ কপুর বাসিত বড়ায়ি নে
হ গুআ পান. ॥ শকতি করিআঁ চাহিআঁ আন কাহ্ন. ॥ ৬ ॥ আগেত চাইহ বড়ায়ি বসুলের ঘরে. ॥ আবাল চবিত্র কাহ্ন মা
য়া বড় করে. ॥ ৭ ॥ তথাঁ না পাইলেঁ চাইহ যশোদার কোলে[৫]. ॥ মায়া পাতে কাহ্নাঞিঁ তথাঁ নিন্দভোলে. ॥ ৮ ॥ তথাঁ না[৬]

১. '১৪' লিখে '১২' করা হযেছে।
২ 'মা'-এব পব 'ত' লিখে কেটে 'থা'তে' লিখিত হযেছে।
৩. 'ড়া' আবার তোলাপাঠে নীচেব মার্জিনে লিখিত।
৪ বসন্তবঞ্জনেব পাঠ : নাম্বাএ।
৫. 'কা'-নাগবী চিহ্নে লিখিত।
৬ অসমাপ্তিসূচক চিহ্ন '৮' লাইনেব শেষে।

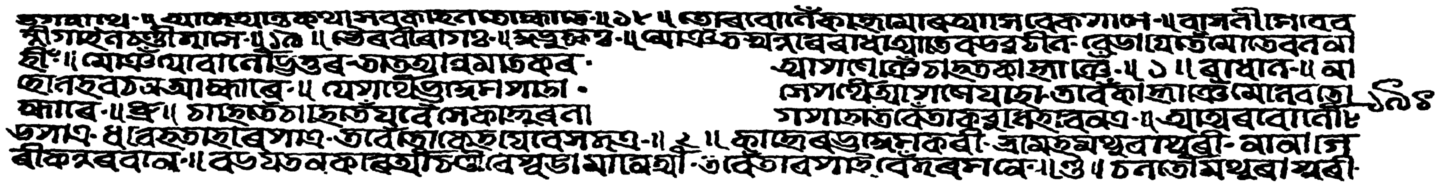


১৯৪ক

পাইআঁ চাইহ যমুনার কূলে.॥ বাছা রাখিবারেঁ কাহ্ন[১] জাএ সে গোকুলে.॥ ৯॥ তথাঁ না পাইআঁ চাইহ যমুনার ঘাটে.॥ শি
শু সঙ্গে বেড়াএ সে যমুনা নিকটে.॥ ১০॥ বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁ চাইহ[২] ভালমতে.॥ তরুগণে[৩] চড়ে কাহ্ন নানা ফল খায়িতে.॥ ১১॥
হাথতে লগুড় বাঁশী বাএ সে সুরঙ্গে.॥ তথাঁ চাইহ নারদ মুনি সঙ্গে.॥ ১২॥ তথাত চাহিআঁ না পাহ যবেঁ
কাহ্ন.॥ তবেঁস চাইহ বড়ায়ি গোপগণ থান.॥ ১৩॥ তথাহোঁ চাহিআঁ চাইহ অশঙ্কেত থানে.॥ গোপী
গণ লআঁ কিবা করে নিধুবনে.॥ ১৪॥ তথাহোঁ চাহিআঁ যবেঁ না পাহ গোপালে.॥ তবেঁসি চাইহ গি[৪]
আঁ ভাগীরথীকূলে.॥ ১৫॥ তথাঁহোঁ না পাইলেঁ চাইহ সাগরের ঘরে.॥ সাগর গোআলে বাত পুছিহ সত্বরে.॥ ১৬॥
তথাঁ গেলেঁ যবেঁ বড়ায়ি না পাহ কাহ্নে[৫].॥ তবেঁস পুছিহ বড়ায়ি সব জন থানে.॥ ১৭॥ তবেঁ সুধি পাইবেঁ যথাঁ বসে[৬]

১. 'কাহ্ন' তোলাপাঠে মার্জিনের উপরে নির্দেশসহ লিখিত।
২. 'চাইহ' তোলাপাঠে মার্জিনের উপরে নির্দেশসহ লিখিত।
৩. 'তরুগণে'-র ণ এ-কার নাগরী লিপিতে লিখিত।
৪. '৮' লাইন শেষে।
৫. এ-কার নাগরী লিপিতে।
৬. '৮' লাইন শেষে।

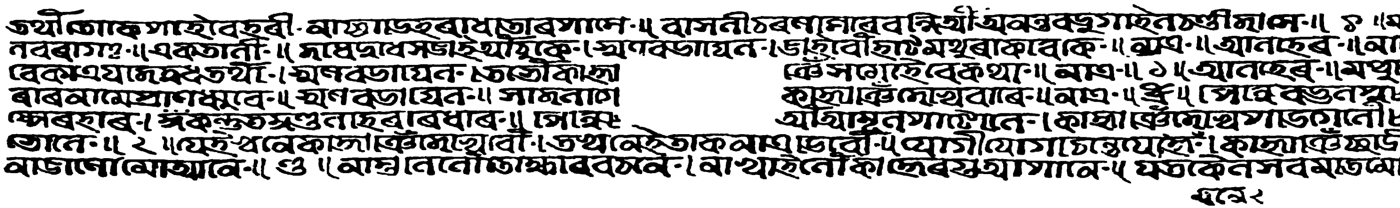
অথ রাধাবিরহঃ



১৯৪খ

জগন্নাথে. ॥ আদি আন্ত কথা সব কহিল তোহ্মাতে. ॥ ১৮ ॥ তোর বোলেঁ কাহ্ন মোর আসিবেক পাশে. ॥ বাসলী শিরে ব
ন্দী গাইল চণ্ডীদাসে. ॥ ১৯ ॥ ভৈরবীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ. ॥ মোঞঁ ত সুন্দরি রাধা আতি বড় বুঢ়ী ল. বেড়ায়িতেঁ মোতে বল না
হীঁ. ॥ মোঞঁ যে বোলোঁ উত্তর . তাত আনুমতি কর. আপণেঞিঁ চাহ ত কাহ্নাঞিঁ. ॥ ১ ॥ রাধা ল. ॥ না
হেলিহ বচন আহ্মারে. ॥ যে পথেঁ উদ্দেশ পাহা. সে পথেঁ আপণে যাহা. তবেঁ কাহ্নাঞিঁ মেলিব তো ১৯৪
হ্মারে. ॥ ধ্রু ॥ চাহিতেঁ চাহিতেঁ যবেঁ সে কাহ্নুর লাগ পাহা তবেঁ তাক বুলিহ বিনএ. ॥ আঅর বোলোঁ[1]
উপাএ. ধরিহ তাহার পাএ. তবেঁ তোকে হয়িবে সদএ. ॥ ২ ॥ কাহ্নের উদ্দেশ করী. ভ্রমিহ মথুরাপুরী. নানা গি
রী কন্দর বনে. ॥ বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ. তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে. ॥ ৩ ॥ চল তোঁ মথুরাপুরী

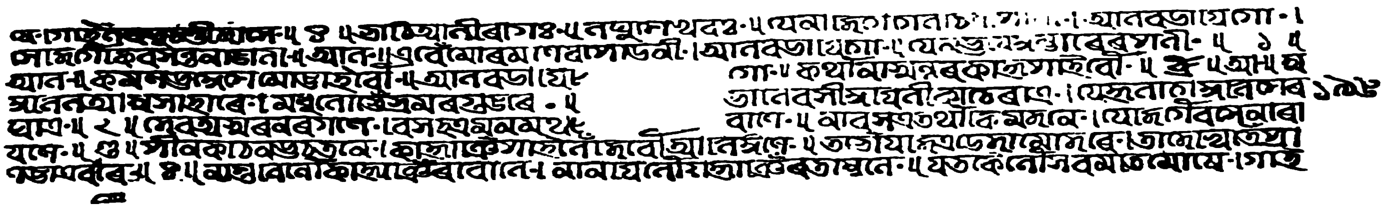
১. অসমাপ্তিসূচক চিহ্ন '৮' লাইনের শেষে।



১৯৫ক

তথাঁ তোক পাইবে হরী. না ছাড়িহ রাধা তার পাশে. ॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে. ॥ ৪ ॥ মা
লব রাগঃ. ॥ একতালী. ॥ দধি দুধে সজাইআঁ চুকে. । সুণ বড়ায়ি ল. । জাইবোঁ হাট মথুরাক বিকে. ॥ নাএ. ॥ আল হের. ॥ না[১]
বিকাএ যদি দুধ তথাঁ. ॥ সুণ বড়ায়ি ল. । তভোঁ কাহ্নাঞিঁ সমে হৈবে কথা. ॥ নাএ. ॥ ১ ॥ আল হের. ॥ মথু[২]
রার নামে প্রাণ ঝুরে. ॥ সুণ বড়ায়ি ল. ॥ সাদ লাগে কাহ্নাঞিঁ দেখিবাবে. ॥ নাএ. ॥ ধ্রু ॥ পিন্ধি বউল পু[৩]
ষ্পের হার. । কণ্নত[৪] কুণ্ডল হিরার ধার. ॥ পিন্ধিআঁ[৫] আমূল পাটোলে. । কাহ্নাঞিঁ দেখি পড়ি গেলোঁ[৬]
ভোলে. ॥ ২ ॥ যেই খনে কাহ্নাঞিঁ দেখিবোঁ. । তখনেই তাক না এড়িবোঁ. ॥ যোগী যোগ চিন্তে যেহ্ন মনে[৭]. । কাহ্নাঞিঁ ছাড়ী
না জাণো মো আনে. ॥ ৩ ॥ না শুণিলোঁ তোহ্মার বচনে. । না খাইলোঁ কাহ্নের গুআ পানে. ॥ যত কৈল সব মতিমো

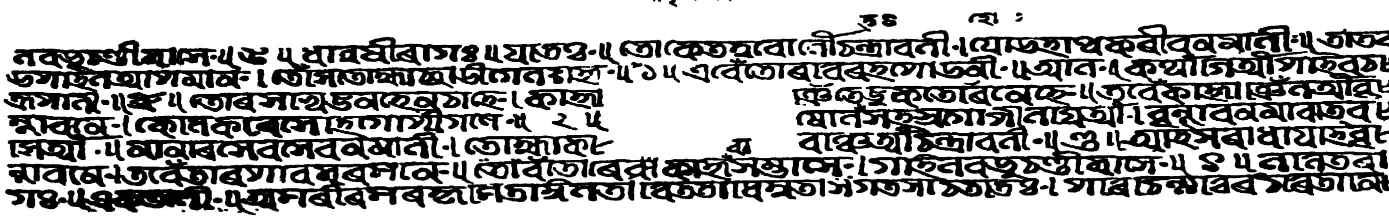
১. '৮' লাইনের শেষে।
২. '৮' লাইনের শেষে।
৩. '৮' লাইনের শেষে।
৪ 'কুকণ্নত' লিখে 'কু' কেটে দেওযা হযেছে।
৫. 'পিন্ধি'র পর সূত্রবন্ধনীর পূর্বে '৮' চিহ্ন।
৬. '৮' লাইনেব শেষে।
৭. 'মনে' মার্জিনের নীচে নির্দেশসহ লিখিত।



১৯৫খ

যে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে.॥ ৪ ॥ ভাটিআলীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ.॥ যে না দিগেঁ গেলা চক্রপাণী.। আল বড়ায়ি গো.।
সে দিগেঁ কি বসন্ত না জাণী.॥ আল.॥ এবেঁ মোর মণের পোড়নী.। আল বড়ায়ি গো.॥ যেন উয়ে কুম্ভারের পণী॥ ১॥
কমন উদ্দেশে মো জাইবোঁ.॥ আল বড়ায়ি[১] গো.॥ কথাঁ না সুন্দর কাহ্ন পাইবোঁ.॥ ধ্রু.॥ আ॥ মু
কুলিল আম্ব সাহারে.। মধুলোভেঁ ভ্রমর গুজরে.॥ ডালে বসী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ.। যেহ্ন লাগে কুলিশের ১৯৫
ঘাএ.॥ ২॥ দেব অসুর নরগণে.। বস হএ মনমথবাণে.॥ না বসএ তথাঁ কি মদনে.। যে দিগেঁ বসে নাবা
য়ণে.॥ ৩॥ পীন কঠিন উচ তনে.। কাহ্নাঞিঁ পাইলেঁ দিবোঁ আলিঙ্গণে.॥ তভোঁ যদি এড়ে দামোদরে.। তা দেখিতেঁ প্রা
ণ জাএব মোরে[২].॥ ৪॥ না শুণিলোঁ কাহ্নাঞিঁর বোলে.। না লয়িলোঁ কাহ্নাঞিঁব তাম্বুলে.॥ যত কৈলোঁ সব মতিমোষে.। গাই

১. '৮' সূত্রবন্ধনীব পূর্বে।
২. 'মো' মার্জিনের নীচে নির্দেশসহ লিখিত।



১৯৬ক

ল বড়ু চণ্ডীদাসে. ।: ৫ ॥ ধানুষী রাগঃ ॥ যতিঃ ॥ তোকে তত্ব বোলোঁ চন্দ্রাবলী. । যোড়হাথ করী বনমালী. ॥ তাত ব

ড় পাইল আপমান. । তেঁসি তোহ্মা ছাড়ী গেল কাহ্ন. ॥ ১ ॥ এবেঁ তোর বিরহ পোড়নী. ॥ আল. ॥ কথাঁ গিআঁ পাইব চ[১]

ক্রপাণী. ॥ ধ্রু ॥ তোর সখিজন হেন চাহে. । কাহ্নাঞিঁ তেজুক তোহোর[২] নেহে. ॥ তবেঁ কাহ্নাঞিঁ লআঁ বৃ[৩]

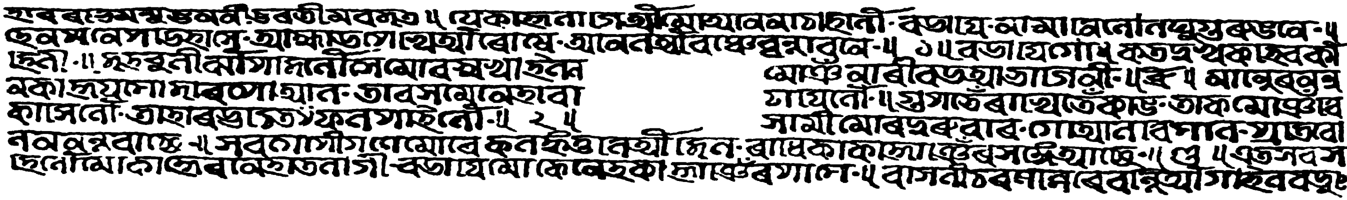
ন্দাবনে. । কেলি করে সেহি গোপীগণে ॥ ২ ॥ ষোলহ[৪] সহস্র গোপী লয়িআঁ. । বৃন্দাবন মাঝত ব[৫]

সিআঁ. ॥ নানা রসে বসে বনমালী. । তোহ্মাক[৬] বঞ্চিআঁ চন্দ্রাবলী. ॥ ৩ ॥ আইস রাধা যাই বৃ[৬]

ন্দাবনে. । তবেঁ তার পাব দরশনে. ॥ তবে[৭] তোরে কাহ্ন[৮] বা[৯] সম্ভাসে. ॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে. ॥ ৪ ॥ ললিতরা

গঃ. ॥ একতালী. ॥ অশরীর শর[১০] কৃশিতাঙ্গলতা বিততাধিযুতা[১১] গতসাচ[১২]তিতিঃ. । পরিচিন্ত্য বিরং[১৩] চরিতানি[১৪]

১. ‘৮’ লাইনের শেষে।
২. ‘হো’ মার্জিনের উপরে নির্দেশসহ লিখিত।
৩. ‘৮’ লাইনের শেষে।
৪. ‘হ’ মার্জিনের উপরে নির্দেশসহ লিখিত।
৫. ‘৮’ লাইনের শেষে।
৬. ‘৮’ লাইনের শেষে।
৭. ‘তে’ লিখে এ-কার কেটে দেওয়া হয়েছে।
৮. ‘ঝ’ লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।
৯. ‘বা’ মার্জিনের উপরে (সূত্রবন্ধনী স্থানে) লিখিত, নির্দেশসহ।
১০. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : ‘শরৈঃ’।
১১. ‘স’ লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।
১২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : ‘সাত’।
১৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : চিরং।
১৪. ‘৮’ লাইনের শেষে।

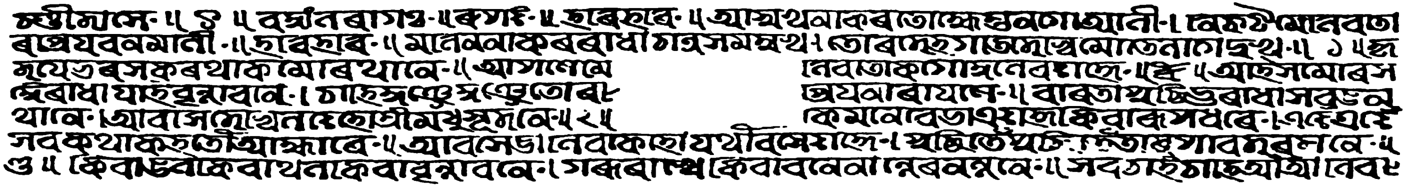


১৯৬

১৯৬খ

হরেরভিমন্যুজননী[১] জরতীমবদত[২] ॥ যে কাহ্নু লাগিআঁ মো আন না চাহলোঁ[৩]. বড়ায়ি না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে. ॥
হেন মনে[৪] পড়িহাসে. আহ্মা উপেখিআঁ রোষে. আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে. ॥ ১ ॥ বড়ায়ি গো ॥ কত দুখ কহিব কাঁ
হিণী. ॥ দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল মোঞঁ নারী বড় আভাগিনী. ॥ ধ্রু ॥ নান্দের নন্দ
ন কাহ্নু যশোদার পোআল. তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ. ॥ গুপতেঁ রাখিতেঁ কাজ . তাক মোঞঁ বি
কাসিলোঁ. তাহার উচিত[৫] ফল পাইলোঁ. ॥ ২ ॥ সামী মোর দুরুবার. গোআল বিশাল. প্রতি বো . ১৯৬
ল ননন্দ বাছে. ॥ সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল. রাধিকা কাহ্নাঞিঁর সঙ্গে আছে. ॥ ৩ ॥ এত সব স
হিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগী. বড়ায়ি মোকে নেহ কাহ্নাঞিঁর পাশে. ॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু[৬]

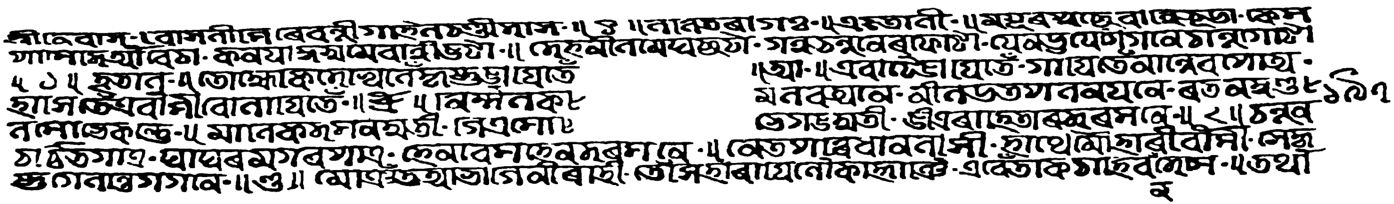
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'হরেরভিমন্যুজনী'।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'জরতীমবদৎ ।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'চাহিলোঁ'।
৪. 'প' লিখে তাকে 'ম' করেছেন।
৫. কোনো একটি বর্ণ লিখতে গিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে।
৬. '৮' লাইনের শেষে।



১৯৭ক

চণ্ডীদাসে.॥ ৪॥ বঙ্গালরাগঃ। রূপকং.॥ হরি হরি.॥ আসুখ না কর তোহ্মে শুন গোআলী.। নিকট মেলিব তা
র প্রিয় বনমালী.॥ হরি হরি.॥ মলিন না কর রাধা চান্দসম মুখ'। তোর দেহগতি দেখি মোতে লাগে দুখ.॥ ১॥ হৃ
দয়ে ভরস কর থাক মোর থানে.॥ আপণে মেলিব তোক গোকুলের কাহ্নে.॥ ধ্রুং॥ আইস মোর স
ঙ্গে রাধা যাই বৃন্দাবনে.। চাহি কুঞ্জে কুঞ্জে তোর[1] প্রিয় নারায়ণে.॥ বারতা পুছিউ বাধা সব জন
থানে.। আবসি দেখিল কেহো শ্রীমধুসূদনে.॥ ২॥ কেমনে বেড়াএ কাহ্ন কি বা রূপ ধরে.। একেঁ একেঁ
সব কথা কহ তোঁ আহ্মারে.॥ আবসে জাণিব কেহো যথাঁ বসে কাহ্নে.। পুছিতেঁ পুছিতেঁ তার পাব দরশনে.॥
৩॥ কিবা জল কিবা থল কিবা বৃন্দাবনে.। গরু রাখে কিবা বনে নান্দের নন্দনে.॥ সব ঠাই চাহিআঁ আণিব[2]

১. '৮' সূত্রবন্ধনীর আগে।
২. '৮' লাইনের শেষে।



১৯৭খ

শ্রীনিবাস.। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস.॥ ৪ ॥ ললিতরাগঃ.। একতালী ॥ ময়ূরপুছে বান্ধি চূড়া. কেশ পাশে দিআঁ বেঢ়া. কনয়া কুসুমে বান্ধী জটা.॥ দেহ নীল মেঘ ছটা. গন্ধ চন্দনের ফোটা. যেন উয়ে গগনে[১] চান্দ গোটা ॥ ১ ॥ দূতা ল.॥ তোহ্মে কি দেখিলেঁ কৃষ্ণ জায়িতেঁ॥ আ.॥ এ বাটে জায়িতেঁ. গায়িতেঁ নান্দের পোঅ. হাসিতেঁ এ বাঁশী বোলায়িতেঁ .॥ ধ্রু.॥ নির্ম্মল কমল[২] বঅনে. নীল উতপল নয়নে. রতন কুণ্ড[৩] ল শোভে কণ্ঠে.॥ মাণিক দশন যুতী. গিএ শোভে[৪] গজমুতী. জীএ বাহি তার দরশনে.॥ ২॥ চন্দন চর্চ্চিত গাএ. ঘাঘর মগর পাএ. হেন বেশ হেন দবশনে.॥ নেত পবিধান লাসী. হাথে মৌহারী বাঁশী. সে কৃ ষ্ণ গেলান্ত গগনে.॥ ৩॥ মোঞঁ ত আভাগিনী রাহী. তেঁসি হাবায়িলোঁ কাহ্নাঞিঁ . এবেঁ তাক চাহি বন[৫] দেশে.॥ তথাঁ

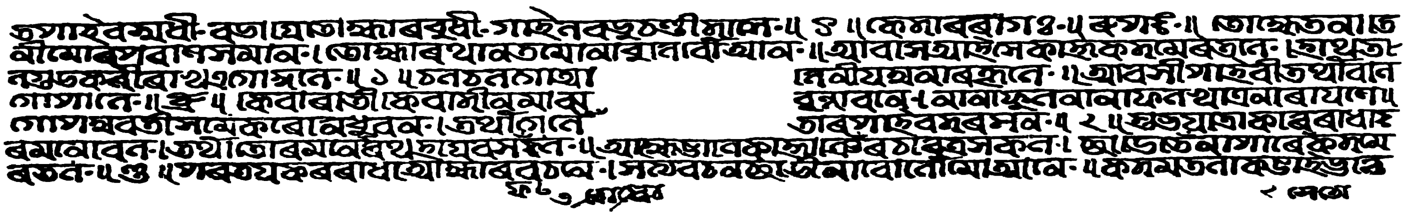
১ 'গেগনে' লিখে 'গ'-এব একব কেটে দেওযা হযেছে।

২ 'ক'-এব পব সূত্রবন্ধনীব আগে '৮'।

৩. '৮' লাইনেব শেষে।

৪ 'শো'এব পর সূত্রবন্ধনীব আগে '৮'।

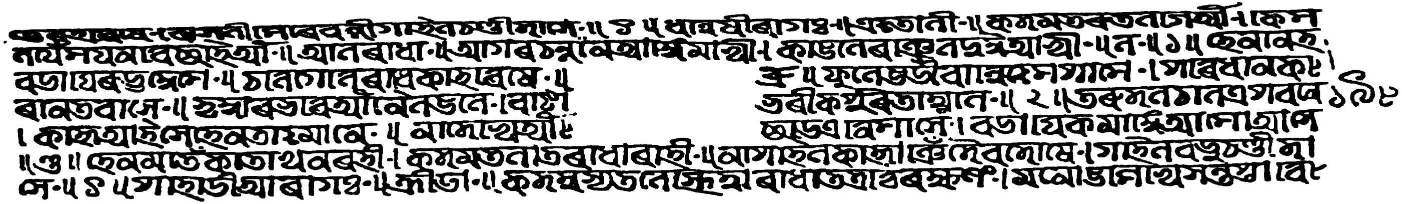
৫ 'ব'-এব পব চিহ্ন দিযে মার্জিনেব নীচে 'ন'।



১৯৮ক

ত পাইব সুধী. বড়ায়ি তোহ্মার বুধী. গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে.॥ ৪ ॥ কেদাররাগঃ.॥ রুপকং.॥ তোহ্মোত নাতি
নী মোর পরাণ সমান.। তোহ্মার থানত মো না বুলিব আন.॥ আবসি আইসে কাহ্ন কদমের তলে.। হাথত[১]
লগুড় করী রাখএ গোকুলে.॥ ১ ॥ চল চল গোআলিনী যমুনার কূলে.॥ আবসী পাইবী তথাঁ বাল
গোপালে.॥ ধ্রু॥ কিবা রাতী কিবা দীন মাঝ বৃন্দাবনে.। নানা ফুল নানা ফল খাএ নারায়ণে॥
গোপ মুরতীসমে করে নিধুবন.। তথাঁ গেলেঁ রাধা[২] তার পাইবে দরশন.॥ ২ ॥ শুভযাত্রা করি রাধা ক
র মনোবল.। তথাঁ তোর মনোরথ[৩] হয়িব সফল[৪].॥ আহ্মে জাণি কাহ্নাঞিঁর চরিত্র সকল.। ছাড়িতেঁ না পারে সে তো[৫] কদমে
র তল.॥ ৩ ॥ পরতয় কর রাধা আহ্মার বচনে.। সত্য বচন ছাড়ী না বোলোঁ মো আনে.॥ কদমতলাক জাইউ চি

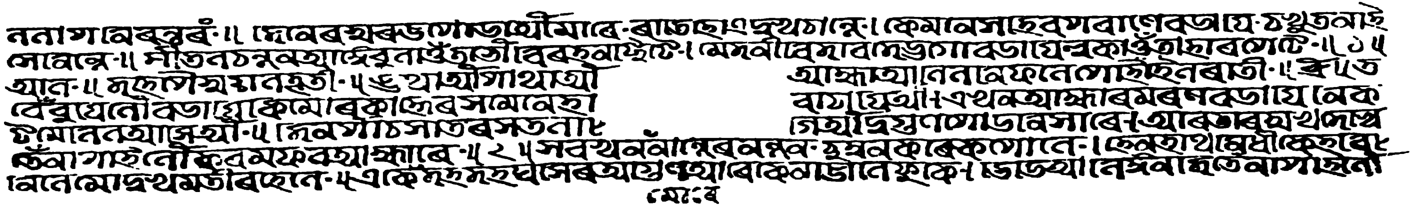
১. ‘৮’ লাইনের শেষে।
২. নির্দেশসহ নীচের মার্জিনে ‘বোধো’ লিখে বাঁদিকের এ-কার চিহ্ন দুটি কেটে দেওয়া হয়েছে।
৩. ‘মনেরথ’ লিখে পরে ‘নে’-এর ডান দিকে আকার বসানো।
৪. ‘ক’ লিখে কেটে দিয়ে নির্দেশসহ, নীচের মার্জিনে ‘ফ’ লিখিত।
৫. চিহ্ন-নির্দেশ মত নীচের মার্জিনে ‘সে তো’ লিখিত।



১৯৮খ

ত্তের হরিষে.। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে.॥ ৪ ॥ ধানুষীরাগঃ.॥ একতালী.॥ কদমতরুতল গিআঁ.। কিশ
লয়েঁ শয়ন বিছাইআঁ.॥ আল রাধা.॥ আগর চন্দন[১] আঙ্গে মাখী.। কাজলে রঞ্জিল দুঈ আখী.॥ ল॥ ১॥ হেন নেহ
বড়ায়ির উদ্দেশে.॥ চলি গেলি রাধিকা হরিষে.॥ ধ্রু॥ ফুলে জড়ী বান্ধি কেশপাশে.। পরিধান ক[২]
র নেত বাসে.॥ ভৃঙ্গার ভরিআঁ লৈল জলে.। বাটা ভরী কর্পূর তাম্বুলে.॥ ২॥ তরুদল চালএ পবনে ১৯৮
। কাহ্ন আইসে হেন তাক মানে.॥ না দেখিআঁ[৩] ছাড়এ নিশাসে.। বড়ায়িক মাঙ্গে আশোআসে
॥ ৩॥ হেনমতেঁ কতোখন রহী.। কদমতলাত রাধা রহী.॥ না পাইল কাহ্নাঞিঁ দৈবদোষে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদা
সে.॥ ৪॥ পাহাড়ীআ রাগঃ.॥ ক্রীড়া.॥ কদম্বস্য তলে স্থিত্বা রাধা তত্র চিরক্ষণং.। মনোজশিখিসন্তপ্তা বি[৪]

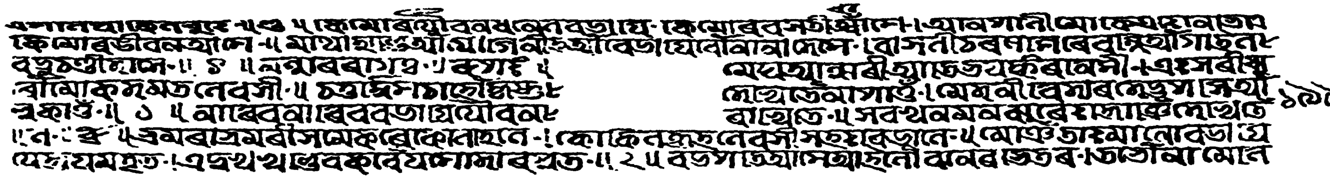
১. 'চন্দনে' লিখে এ-কার কেটে দেওয়া হয়েছে।
২. '৮' লাইনের শেষে।
৩. '৮' সূত্রবন্ধনীর আগে।
৪. '৮' লাইনেব শেষে।



১৯৯ক

ললাপ নিরন্তরং. ॥ দিনের সুরুজ্ঞ পোড়াআঁ মারে. রাতিহো এ দুখ চান্দে. । কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি. চখুত নাই
সে নিন্দে. ॥ শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাওঁ তভোঁ বিরহ না টুটে. ।, মেদনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি লুকাওঁ তাহার পেটে. ॥ ১ ॥
আল. ॥ দহে পৈসু কাল দূতী. ॥ উথাআঁ পাথাআঁ আহ্মা আণিল নিফলে পোহাইল[১] রাতী. ॥ ধ্রু ॥ ত
বেঁ বুয়িলোঁ বড়ায়ি কি মোব কাহ্নের সমে নেহা বাঢায়িআঁ. । এখন আহ্মাব মরণ বড়ায়ি নিক
ট মেলিল আসিআঁ. ॥ দিন পাঁচ সাত রসত লাগিআঁ[২] দুগুণ পোড়নি সারে. । আর তাব মুখ দেখি
তেঁ না পাইলোঁ করমফল আহ্মারে. ॥ ২ ॥ সব খন মোরে[৩] নান্দের নন্দন. চুম্বন করে কপোলে. । হেন হাথ নিধী কে হরি[৪]
নিলে মো দুখমতীর হেলে. ॥ একেঁ দহদহ ঘসির আগুণ আরে কে না জালে ফুকে. । ভিড়ি আলিঙ্গন দিতেঁ না পাইলোঁ

১. 'হা' লিখে উপবেব ইলেক চিহ্ন কেটে দেওযা হযেছে।
২ 'লা'-এব পর সূত্রবন্ধনীর আগে '৮'।
৩. 'মোবে' চিহ্ননির্দেশসহ মার্জিনেব নীচে লেখা হযেছে।
৪ লাইনেব শেষে '৮'।



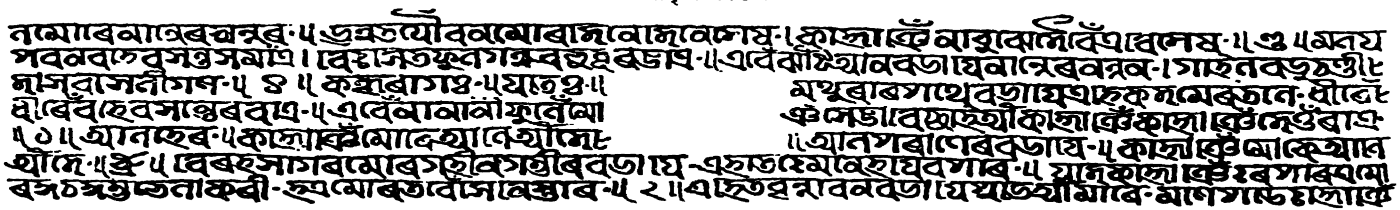
১৯৯খ

এ শাল থাকিল বুকে.॥ ৩॥ কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি. কি মোর বসতী বাশে[১].। আন পাণী মোকে একো না ভাএ কি মোর জীবন আশে.॥ মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে.। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল[২] বড়ু চণ্ডীদাসে.॥ ৪॥ মল্লাররাগঃ॥ রুপকং॥ মেঘ আন্ধারী আতি ভয়ঙ্কর নিশী.। একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী.॥ চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ[৩] দেখিতেঁ না পাওঁ.। মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ

লুকাওঁ.॥ ১॥ নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন[৪] রাখিতে.॥ সব থন মন ঝুরে কাহ্নাঞিঁ দেখিতেঁ ১৯৯

॥ ল.॥ ধ্রু॥ ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে.। কোকিল কুহলে বসী সহকার ডালে.॥ মোঞেঁ তাক মানো বড়ায়ি যেহ্ন যমদূত.। এ দুখ খণ্ডিব কবেঁ যশোদার পুত.॥ ২॥ বড় পতিআশে আইলোঁ বনের ভিতর.। তভোঁ না মেলি

১. 'আশে' লিখে 'আ' কেটে মার্জিনের উপর 'বা' লেখা রয়েছে।
২ '৮' লাইনের শেষে।
৩ '৮' সূত্রবন্ধনীর আগে।
৪. '৮' সূত্রবন্ধনীর আগে।



২০০ক

ল মোরে নান্দের সুন্দর.॥ উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ.। কাহ্নাঞিঁ না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ.॥ ৩॥ মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ[১]। বিকসিত ফুলগন্ধ বহুদূর জাএ.॥ এবেঁ ঝাঁট আন বড়ায়ি নান্দের নন্দন। গাইল বড়ু চণ্ডী[২] দাস বাসলীগণ.॥ ৪॥ কহ্নুরাগঃ[৩].॥ যতিঃ.॥ মথুরার পথে বড়ায়ি এহি কদমের তলে. ধীরেঁ[৪] ধীরেঁ বসন্তের বাএ.॥ এবেঁ নানা ফুলেঁ মোঞঁ সেজা বিছাইআঁ কাহ্নাঞিঁ কাহ্নাঞিঁ দেওঁ রাএ. ॥ ১॥ আল হের.॥[৫] কাহ্নাঞিঁ মোরে আণিআঁ দে[৬]॥ আল পরাণের বড়ায়ি.॥[৭] কাহ্নাঞিঁ মোকে আণি আঁ দে.॥ ধ্রু॥ বিরহসাগর মোর গহীন গম্ভীর বড়ায়ি. এহাত কেমনে হয়িব পার.॥ যদি কাহ্নাঞিঁ কর পার এ মো র কুচকুম্ভ ভেলা করী. হএ মোর তবেঁসি নিস্তার.॥ ২॥ এহি ত বৃন্দাবন বড়ায়ি পুড়িআঁ মারে. মণে পড়ে কাহ্নাঞিঁ

১. 'সমাএ' লিখে আ-কার কাটা।

২. '৮' লাইনের শেষে।

৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'কহ্নুরাগঃ'।

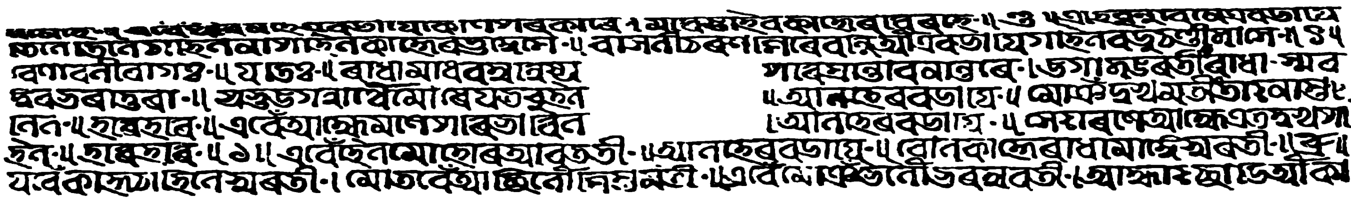
৪. '৮' লাইনেব শেষে।

৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'আল হের [বড়ায়ি]।'

৬. '৮' সূত্রবন্ধনীর আগে। বসন্তরঞ্জন এখানে এক দাঁড়ি দিয়েছেন।

৭. বসন্তরঞ্জন এখানে এক দাঁড়ি দিয়েছেন।

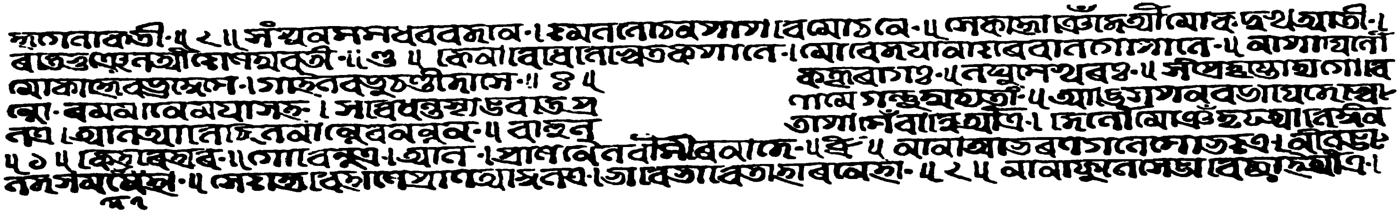
অথ রাধাবিরহঃ



২০০খ

র নেহে.॥ এবেঁ থীর নহে[১] এ বড়ায়ি কোণ পরকারে.। মরি জাইব কাহ্নের বিরহে.॥ ৩ ॥ এহি বৃন্দাবনে এ বড়ায়ি
তিলে তিলে চাহিল না পাইল কাহ্নের উদ্দেশে.॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ বড়ায়ি গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে.॥ ৪ ॥
বেলাবলীরাগঃ.॥ যতিঃ.॥ রাধা মাধব মুম্বিষ্য[২] পরিশ্রান্তা বনান্তরে.। জগাদ জরতীং রাধা. স্মর
জ্বরভরাতুরা.॥ প্রভু জগন্নাথেঁ মোরে যত বুইল॥ আল হের বড়ায়ি.॥ মোএঁ দুখমতী তাক না শু[৩] ২০০
ণিল.॥ হরি হরি.॥ এবেঁ আহ্মে মণে পরিভাবিল। আল হের বড়ায়ি.॥ সে কারণে আহ্মে এত দুখ পা
ইল.॥ হরি হরি.॥ ১ ॥ এবেঁ হৈল মোহোর আরততী.[৪] ॥ আল হের বড়ায়ি.॥ বোল কাহ্নে রাধা মাঙ্গে সুরতী.॥ ধ্রু ॥
যবেঁ কাহ্ন চাহিলে সুরতী.। মো তবেঁ আছিলোঁ শিশুমতী.॥ এবেঁ মোএঁ ভৈলোঁ ভর যুবতী.। আহ্মাক ছাড়িআঁ কা.

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'এবে থীব নহে চিত'। এই সংশোধন অনাবশ্যক মনে হয়।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'তদা মাধবমম্বিষ্য'।
৩ '৮' লাইনের শেষে।
৪. বসন্তবঞ্জনেব পাঠ · 'আরতী'। লিপিকর ভুল করে একটি অতিবিক্ত 'ত' লিখেছেন'

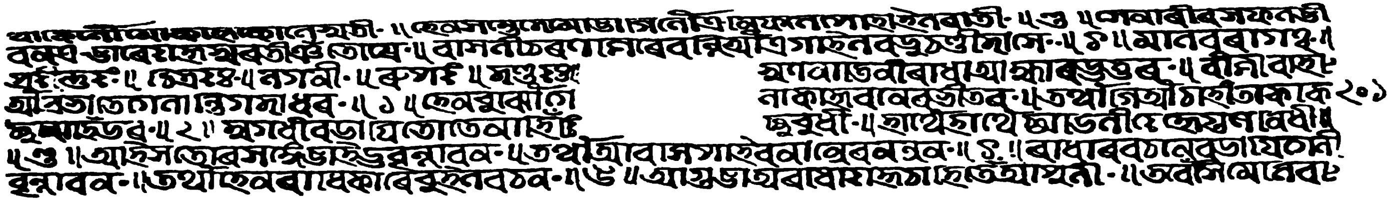


২০১ক

হ্ন গেলা কতী.॥ ২॥ সংপুন শশধর বদনে.। কমললোচন পাপ বিমোচনে.॥ সে কাহ্নাঞিঁ দিআঁ মোক দুখ আতী.।
রতি ভুঞ্জে লআঁ কোণ যুবতী.॥ ৩॥ কি না বিধি লিখিত কপালে.। মোরে দয়া না করে বালগোপালে.॥ না পায়িলোঁ
মো কাহ্নের উদ্দেশে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে.॥ ৪॥ কহ্নুরাগঃ[১].॥ লঘুশেখরঃ .॥ সংপ্রহৃষ্টোদ্য[২]গোবি
ন্দো. রমমানে[৩] ময়াসহ.। সবিধস্তস্য[৪] জরতি প্রণামে গন্তমুচ্যতাং[৫].॥ আজি সপন বড়ায়ি দেখি[৬]
ল এ। আল আলিছিল নান্দের নন্দন.॥ বাহুলতাপাশেঁ বান্ধিআঁ এ.। দিলোঁ মোঞেঁ দৃঢ় আলিঙ্গন
॥ ১॥ কি হরি হরি.॥ গোবিন্দ এ.। আল.। প্রাণ নৈল বাঁশীর নাদে.॥ ধ্রু॥ নানা আভরণগণে শোভক এ.। নীল জ[৭]
লদ সম দেহা[৮].॥ সে কাহ্নু বিহাণে প্রাণ আকুল এ.। ভাবি ভাবি তাহা[৮] নেহা.॥ ২॥ নানা ফুলে সেজা বিছাইআঁ এ.।

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'কহ্নুরাগ'।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'সংপ্রহৃষ্টোঽদ্য'।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'রমমাণো'।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'সবিধস্তস্য'।
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'গন্তমুচ্যতাম্'।
৬. '৮' লাইনের শেষে।
৭. '৮' লাইনের শেষে।
৮. 'মেহা' লিখে 'ম' কেটে, মার্জিনের নীচে, নির্দেশসহ 'দ' লিখিত।

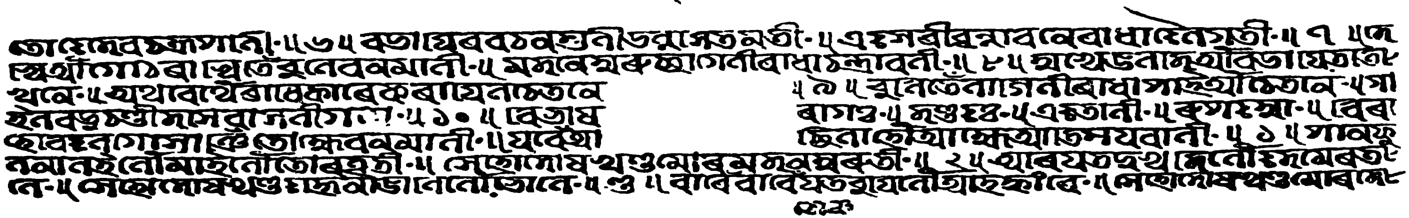
অথ রাধাবিরহঃ



২০১খ

থাকিলোঁ মো কাহ্নকোলে সুতী. ॥ হেন সম্ভেদে মো জাগিলোঁ এ . নিফলে পোহাইল রাতী. ॥ ৩ ॥ সে নারীর সফল জী
বন এ. জারে কাহ্ন সুরতীঞঁ তোষে. ॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁএ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে. ॥ ৪ ॥ মালবরাগঃ. ॥
প্রকীর্ণকং. ॥ চিত্রকঃ. ॥ লগনী. ॥ রুপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥ সুণ নাতিনী রাধা আহ্মার উত্তর. ॥ বাঁশী বাই[1]
আঁ প্রভাতে গেলান্তি গদাধর. ॥ ১ ॥ হেন বুঝোঁ গেলা কাহ্ন বনের ভীতর. ॥ তথা গিআঁ চাহী তাক কি
ছু নাহিঁ ডর. ॥ ২ ॥ মুগধী বড়ায়ি তোতে নাহিঁ কিছু বুধী. ॥ হাথেঁ হাথেঁ ছাড়িলী কেহ্নে গুণনিধী. ॥
॥ ৩ ॥ আইস তোর সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবন. ॥ তথাঁ আবসি পাইব নান্দের নন্দন. ॥ ৪ ॥ রাধার বচনে বড়ায়ি গেলী
বৃন্দাবন. ॥ তথাঁ হেন রাধিকারে বুইল বচন ॥ ৫ ॥ আগু জাঅ রাধা কাহ্ন চাহিতেঁ আপুণী. ॥ তবেঁসি মেলিব[2] ২০১

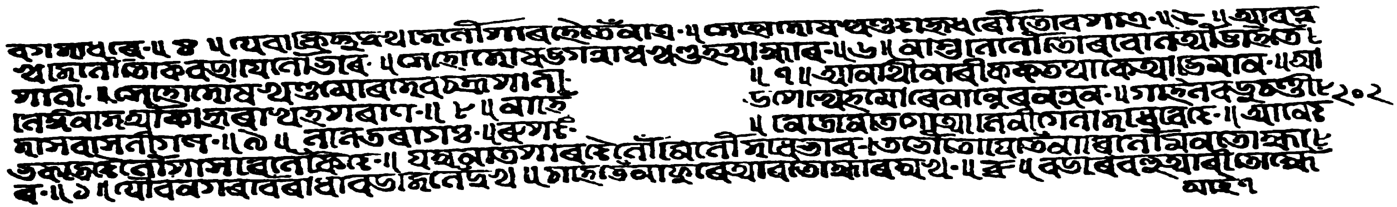
১. '৮' লাইনের শেষে।
২. '৮' লাইনের শেষে।



২০২ক

তোকে দেব চক্রপাণী. ॥ ৬ ॥ বড়ায়ির বচন শুণী উল্লসিতমতী. ॥ একসরী বৃন্দাবনে রাধা কৈল গতী. ॥ ৭ ॥ দে
খিআঁ গোঠ রাখিতেঁ বুলে বনমালী. ॥ মদনে মুরুছা গেলী রাধা চন্দ্রাবলী. ॥ ৮ ॥ মুখে জল দিআঁ বড়ায়ি ততি[1]
খনে. ॥ অথবেথেঁ রাধিকারে করায়িল্ল চেতনে ॥ ৯ ॥ বুলিতেঁ লাগিলী রাধা পাইআঁ চেতনে. ॥ গা
ইল বড়ু চণ্ডীদাসে বাসলীগণে. ॥ ১০ ॥ বিভাষরাগঃ. ॥ দণ্ডকঃ. ॥ একতালী. ॥ রূপকম্বা. ॥ বির[2]
হে বিকল গোসাঞিঁ তোহ্মে বনমালী. ॥ যবেঁ আছিলাহোঁ আহ্মে আতিশয় বালী. ॥ ১ ॥ পান ফু
ল না লইলোঁ মাইলোঁ তোর দূতী. ॥ সেহো দোষ খণ্ড মোর মদনমুরুতী. ॥ ২ ॥ আর যত দুখ দিলোঁ কদমের ত[3]
লে. ॥ সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন না জাণিলোঁ ভোলে. ॥ ৩ ॥ বারেঁ বারেঁ তোক যত বুয়িলোঁ আহঙ্কারে. ॥ সেহো দোষ খণ্ড মোর দে[4]

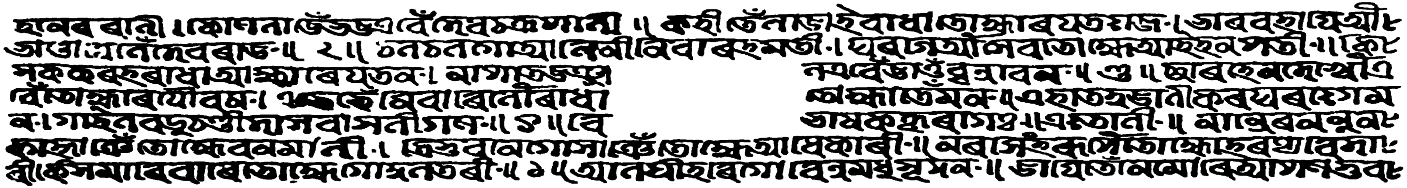
১. '৮' লাইনের শেষে।
২. '৮' লাইনের শেষে।
৩. '৮' লাইনের শেষে।
৪. '৮' লাইনের শেষে।



২০২খ

ব গদাধরে. ॥ ৪ ॥ যেবা কিছু দুখ দিলোঁ পার হৈতেঁ নাএ. ॥ সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন ধরোঁ তোর পাএ. ॥ ৫ ॥ আর দু
খ দিলোঁ তোক বহায়িলোঁ[১] ভার. ॥ সেহো দোষ জগন্নাথ খণ্ডহ আহ্মার. ॥ ৬ ॥ না শুণিলোঁ তোর বোল আঁ[২] জাইতেঁ[৩]
পাণী. ॥ সেহো দোষ খণ্ড মোর দেব চক্রপাণী. ॥ ৭ ॥ আনাথী নারীক কত থাকে আভিমান. ॥ আ
লিঙ্গন দিআঁ কাহ্ন রাখহ পরাণ. ॥ ৮ ॥ নাহিঁ উপেখিহ মোরে নান্দের নন্দন. । গাইল বড়ু চণ্ডী[৪] ২০২
দাস বাসলীগণ. ॥ ৯ ॥ ললিতরাগঃ ॥ রূপকং ॥ নিতি নিতি গোআলিনী গেলা দধি বিকে. ॥ আনেক
ভকতি কৈলোঁ পাসরিলেঁ কিকে. ॥ যমুনাত পার কৈলোঁ নিলোঁ দধিভার. ॥ তভোঁ তোষিতেঁ নারিলোঁ মন তোহ্মা[৫]
র. ॥ ১ ॥ যৌবন গরবেঁ রাধা বড় দিলেঁ দুখ ॥ চাহিতেঁ না ফুরে আর তোহ্মার মুখ. ॥ ধ্রু ॥ বড়াব বহুআরী তোহ্মে আই[৬]

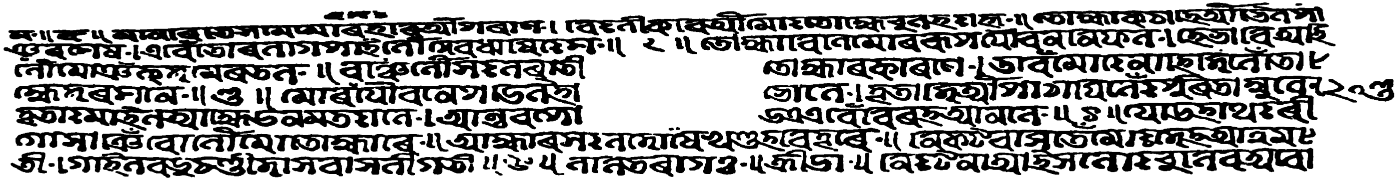
১. 'বড়ায়িলো' লিখে 'ড়'-কে 'হ'-রূপে পরিবির্তত করা হয়েছে।
২. একটি 'ল' বর্ণ ভুলক্রমে লেখা হয়নি। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'লআঁ'।
৩. '৮' লাইনের শেষে।
৪. '৮' লাইনেব শেষে।
৫. '৮' লাইনের শেষে।
৬. 'আই' মার্জিনের নীচে নির্দেশসহ লিখিত।



২০৩ক

হনের রাণী। কোণ লাজেঁ ভজ এবেঁ দেব চক্রপাণী॥ কহীতেঁ লাজাই রাধা তোহ্মার যত কাজ.। ভার বহায়িআঁ[১]
ভাণ্ডায়িলেঁ দেবরাজ.॥ ২॥ চল চল গোআলিনী নিবারহ মতী.: ঘর গিআঁ সেব তোহ্মে আইহন পতী.॥ কি[২]
সক করহ রাধা আহ্মারে যতন.। না পাত জঞ্জাল এবেঁ জাওঁ বৃন্দাবন.॥ ৩॥ ছার হেন দেখোঁ এ
বেঁ তোহ্মার যৌবন.। এতেকেঁ নিবারিলোঁ রাধা তোহ্মাতেঁ মন.॥ এহা তত্ব জাণী কর ঘরকে গম
ন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ.॥ ৪॥ বিভাষকহ্নরাগঃ[৩].॥ একতালী.॥ নান্দের নন্দন[৪]
কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে বনমালী.। ত্রিভুবনে গোসাঞিঁ তোহ্মে আধিকারী.॥ নরসিংহরূপেঁ তোহ্মে হিরণ্য বিদা[৫]
রী। কংস মারিবারে তোহ্মে গোকুল তরী.॥ ১॥ আল শ্রীহরি গোবিন্দ মধুসূদন.॥ জায়িতেঁ নে মোরে আপণ ভুব[৬]

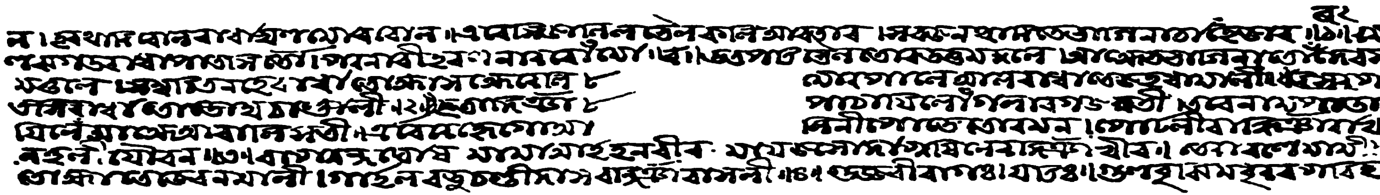
১. ‘৮’ লাইনের শেষে।
২. ‘৮’ লাইনের শেষে।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : ‘বিভাষকহূরাগঃ’।
৪. ‘৮’ লাইনের শেষে।
৫. ‘৮’ লাইনের শেষে।
৬. ‘৮’ লাইনের শেষে।



২০৩খ

ন.॥ ধ্রু.॥ নানা রতি সমে মোর হরিআঁ পরাণ.। বিকলী করিআঁ মোক তোহ্মে বুলহ কাহ্ন.॥ তোহ্মাক চাহিআঁ ভৈল পা
ঞ্জর শেষ.: এবেঁ তোর লাগ পাইলোঁ দেব ঋষিকেশ.॥ ২॥ তোহ্মা বিণি মোর রূপ যৌবন নিফল.। হে[১] ভাবি আই
লোঁ মোঞঁ কদমের তল.॥ বঞ্চিলোঁ সকল রাতী তোহ্মার কারণে.। তবেঁ মোকে নাহি দিলেঁ তো[২]
হ্মো দরশনে.॥ ৩॥ মোর রূপ[৩] যৌবনে পড়িলেহা[৪] ভোলে.। দূতা দিআঁ পাঠায়িলেঁ কর্পূর তাম্বুলে.।
দূতাক মাইল আহ্মে উনমত কালে.। আন্তর পোড়এ এবেঁ বিরহ আনলে.॥ ৪॥ যোড় হাথ করী ২০৩
গোসাঞিঁ বোলো মো তোহ্মারে.॥ আহ্মার সকল দোষ[৫] খণ্ডহ বিদূরে.॥ নিকট বসিতেঁ মোক দেহ আনুম[৬]
তী.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী॥ ৫॥ ললিতরাগঃ.॥ ক্রীড়া.॥ নিকট না আইস লোক বুলিব অবো[৭]

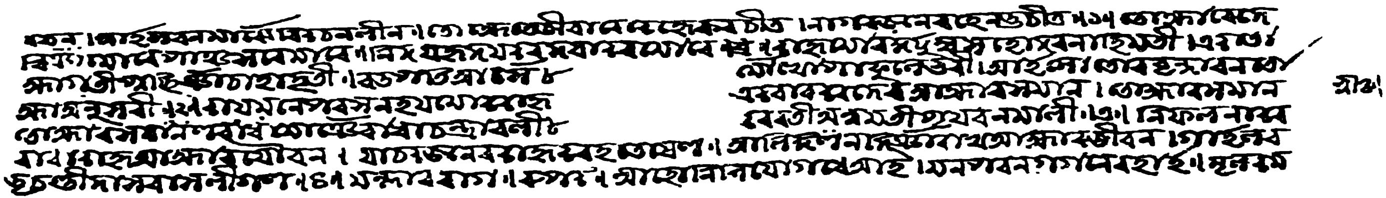
১. বসন্তরঞ্জনেব পাঠ : 'হেন'। 'ন' বর্ণটি লিপিকর বোধহয় ভুলক্রমে লেখেননি। এই সংশোধন সঙ্গত মনে হয।
২. '৮' লাইনের শেষে।
৩. 'রূপ' চিহ্ন নির্দেশসহ মার্জিনেব উপরে লিখিত।
৪. 'লে'-এর এ-কার মাত্রার উপব নাগরী হবফে লিখিত। বসন্তরঞ্জনেব পাঠ : 'পড়িলাহা'।
৫. 'দোষে' লিখে এ-কার কেটে দেওয়া হয়েছে।
৬. '৮' লাইনের শেষে।
৭. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'আবো'।



২০৪ক

ল।[১] দূর থাকি বোল রাধা সুণ মোর বোল ·। এবেসি জাণিল ভৈল কলি আবতার। সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহ[২] জার ·। ১ ·। কম
ণ ঝগড় রাধা পাতাসি তোঁ। পরনারী হরণ না করোঁ মো ·। ধ্রু ·। উতপতি ভৈল তোর উত্তম কুলে। আহ্মে তো ভাগিনা তোর[৩] দেব স
ম তুলে। সমুচিত নহে রাধা তোহ্মা সম্মে কেলি[৪] মোর পাণে ˈমাল রাধা তেজহ ধামালী ·। ২ ·।[৫]
দূতা দিএাঁ[৬] পাঠায়িলোঁ গলার গজমুতী। তবে নাম পাতা
য়িলেঁ[৭] আহ্মে আবালি সতী ·। এবে কেহ্নে গোআলিনী পোড়ে তোর মন। পোটলী বান্ধিএাঁ রাখ
নহুলী যৌবন ·। ৩ ·। বাপ নন্দ ঘোষ মামা আইহন বীর. মায় জসোদা পুষিলেক দিএাঁ খীর ·। তেকারণে মামী
তোহ্মা তেজে বনমালী। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিএাঁ বাসলী ·। ৪ ·। গুজ্জরীরাগঃ। যতিঃ ·। গুণ বুঝি মধুকর পরিহ

১. এই পাতা থেকে পৃথক হাতের লেখা। বর্ণগুলি জড়ানো। অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বানানেও কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে এবং দু'দাঁড়ির স্থলে বিন্দু-চিহ্নসহ এক দাঁড়ি দিয়ে দু'দাঁড়ি বুঝিয়েছেন মনে হয়।
২. '[illegible]াহে' লিখে এ-কার কাটা।
৩. 'র' চিহ্ন নির্দেশসহ মার্জিনের উপরে লিখিত।
৪. '৮' সূত্রবন্ধনীর আগে। বসন্তরঞ্জনের পাঠে দাঁড়ি চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।
৫. এরপর 'কিসক পাতসি রাধা তো ডোম্ব চাণ্ডালী'॥ ২॥' লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।
৬. '৮' সূত্রবন্ধনীর আগে।
৭. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'পাড়ায়িলোঁ'।

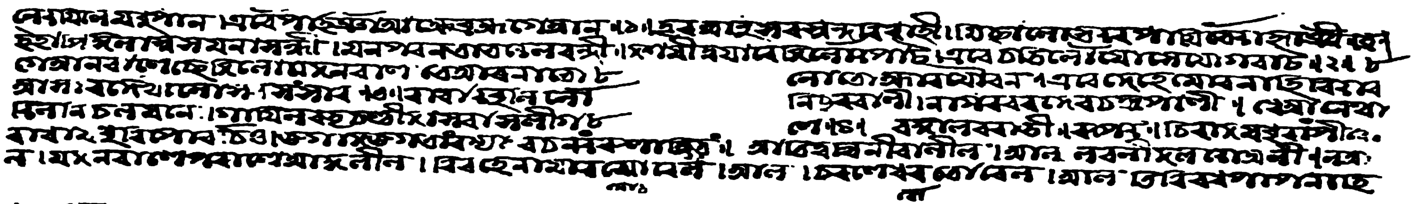


২০৪খ

শ্রীরা[৯] ২০৪

র বন। আইস বন মাঝেঁ বিকচ নলীন ·' তোহ্মে তেজীবারে কেহ্নে কর চীত। নাগর জনের হেন[১] উচীত ·। ১ ·। তোহ্মারে দেখিএঁা মোরে পাঞ্চশরে মারে ·। নিদয় হৃদয় কর[২] দয়া ধর মোরে ·। ধ্রু ·। কাহ্ন মোর কুটুম্ব সহোদর নাহি মতী। এক তোহ্মা গতী পুছিএঁা চাহা দূতী.। বড় পতিআসেঁ[৩] মোঁ খোপা ফুলে ভরী। আইলো তোর বৃন্দাবন তোহ্মা অনুসরী ·। ২ ·। কায় মনে পরসন হয় মোক কাহ্ন[৪] একবার কর দেব আহ্মার সমান। তোহ্মার সমান মোএঁ[৫] রাধা চন্দ্রাবলী[৬] কর রতী অনুমতী পৃয় বনমালী ·। ৩ ·; নিফল না কর রাধা[৭] কাহ্ন আহ্মার যৌবন। যাচক জনের কাহ্ন করহ তোষণ ·। আলিঙ্গন[৮] দিএঁা রাখ আহ্মার জীবন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ·। ৪ ·। মল্লাররাগ ·। রুপকং ·। আহোনিশি যোগ ধেআই। মন পবন গগনে রহাই ·। মূল কম

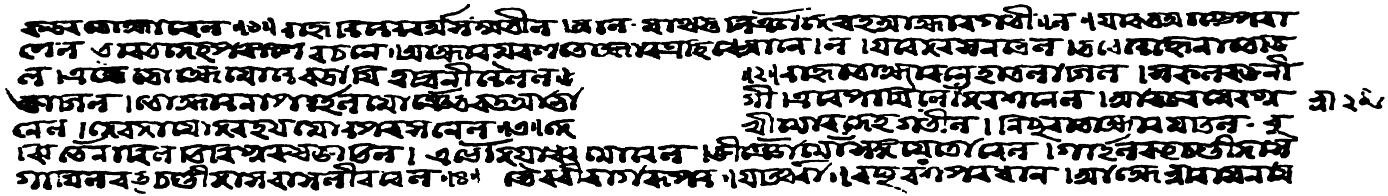
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'না হএ উচীত'। এই সংশোধন সঙ্গত মনে হয়।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'কব' বদলে 'কাহ্ন' করা হয়েছে। তাতেই অর্থসঙ্গতি থাকে।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'আশেঁ'। '৮' সূত্রবন্ধনীর আগে।
৪ বসন্তরঞ্জনেব পাঠে প্রত্যাশিত দাঁড়িচিহ্ন দেওয়া হয়েছে।
৫. 'তোহ্মার সমান ল রাধা' লিখে কেটে দেওয়াব পর 'মোএঁ'।
৬. '৮' সূত্রবন্ধনীর পূর্বে বসন্তবঞ্জনের পাঠে দাঁড়িচিহ্ন দেওযা হয়েছে।
৭. বসন্তরঞ্জনের পাঠে নির্দেশসহ অতিরিক্ত এই 'রাধা' শব্দটি বর্জিত হয়েছে।
৮. 'আলিঙ্গণ' লিখে মাঝের 'ণ' কেটে দেওয়া হয়েছে।
৯ এই পাঠে সংশয রযেছে। অর্থও স্পষ্ট নয়। বসন্তরঞ্জনের পাঠে এ-অংশ বর্জিত। কোনো ব্যাখ্যা বা টীকাও নেই। ২০৫খ-তে ঠিক এই ধবনেব লিপিতে 'শ্রীবাম' লিখিত হয়েছে। পাতার ডানদিকের মার্জিনে সংখ্যা বোঝাতে গিয়ে লিপিকর কোথাও কোথাও 'শ্রীরা' বা শ্রী লিখেছেন। কিন্তু সর্বত্র লেখেননি। কাবণ বোঝা গেল না।



২০৫ক

লে কয়িলে মধুপান। এবেঁ পাইএঁা আহ্মো ব্রহ্মাগেআন ·। ১ ·। দূর আনুসর সুন্দরি রাহী। মিছা লোভ কর পায়িতেঁ কাহ্নাএঁী ·। ধ্রু ·। ইহা[1] পিঙ্গলা সুসম্না সন্ধী। মন পবন তাত কেল[2] বন্দী ·। দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট। এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট ·। ২ ·।[3] গেআনবাণে ছেদিলোঁ মদনবাণ তে আর না ভোলো[4] তোহ্মার যৌবন ·। এবে দেহে মোর নাহি বিকার[5] আসার দেখীলো সব সংসার ·। ৩ ·। রাধাক বুলিলোঁ নিঠুর বাণী। নাগরবর দেব চক্রপাণী ·। ধেআনে থা কিল নিচলমনেঃ। গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে[6] ·। ৪ ·। বঙ্গালবরাড়ী[7] ·। রূপকং ·। চিরাদমধুরাং পীবে[8] রাধা মধুরিপোর্ব্বচঃ। জগাদ জগতাং রম্যা বচনং করুণান্বিতং ·। আতি দুখিনী বালী ল। আল লবলীদলকোঅলী ·। ল আ ল[9]। মদনবাণে পরাণে আকুলী ল। বিরহে না মার মোরে[10] ল। আল। চরণে ধরোঁ[11] তোরে ল। আল তিরিবধ পাপ নাহি

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'ইড়া'।
২. বসন্তবঞ্জনের পাঠ : 'কৈল'।
৩. '৮' লাইনের শেষে।
৪. '৮' সূত্রবন্ধনী 'ভো' এবং 'লো'-এর মাঝে।
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠে দাঁড়ি চিহ্ন রযেছে।
৬. '৮' সূত্রবন্ধনী 'বাসলীগ' এবং 'ণে'-এর মাঝে।
৭. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'বঙ্গালবরাড়ী [রাগঃ]'।
৮. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'চিরাদমধুবং পীত্বা'।
৯. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'লআ ল'-এর স্থানে 'ল'।
১০. 'মোরে'-এর 'মো' অস্পষ্ট হওয়াতে মার্জিনের নীচে চিহ্ন নির্দেশসহ পুনর্বার লিখিত।
১১. 'চরণেধর' লিখে মার্জিনে 'রোঁ' পুনর্বার লিখিত।



২০৫খ

শ্রী[৭]২০৫

ক ডর তোহ্মারে ল ৷৷ ১ ৷৷ কাহ্নু কিকে কর আসম্মতী ল। আল. মাথ তুলিএঁা দেখহ আহ্মার গতী ৷৷ ল ৷৷ যাবত আছে পরাণে ল তাবত দেহ বচনে[১] ৷৷ আহ্মার মরণ তোহ্মার এহি ধেআনে। ল। যবে দরশন ভেল[২]। তবে কেহ্নে না তেজি ল। এবেঁ[৩] তোহ্মে মোকে বড়ায়ি দুখিনী কৈল ল[৪] ৷৷ ২ ৷৷ কাহ্নু তোহ্মার নেহাত লাগিল। সকল রজনী জাগিল। তোহ্মাক না পাইল মোএঁ ত বড় আভাগী। এবে পায়িলোঁ দরশনে ল। আর জরমের পুনে ল। দেব দামোদর হয় মোক পরসনে ল ৷৷ ৩ ৷৷ দেখী মোর দেহগতী ল। নিঠুর তোহ্মার মতি ল. বুঝিতেঁ নারিল তিরি পুরুষ জাতি ল। এভোঁ দয়া ধর মোরে ল। জীএঁা মোঁ সঙ্গমে তোরে ল। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস[৫] বাসলীবরে ল ৷৷ ৪ ৷৷ ভৈরবীরাগ রূপক[৬] ৷৷ যতির্ব্বা। রঘুবংশ পরধান। আহ্মে শ্রীরাম[৭] নাম

১. ‘পরাণে’ লিখে কেটে ‘বচনে’ লেখা হযেছে।

২ বসন্তরঞ্জনের পাঠ : ‘ভৈল’।

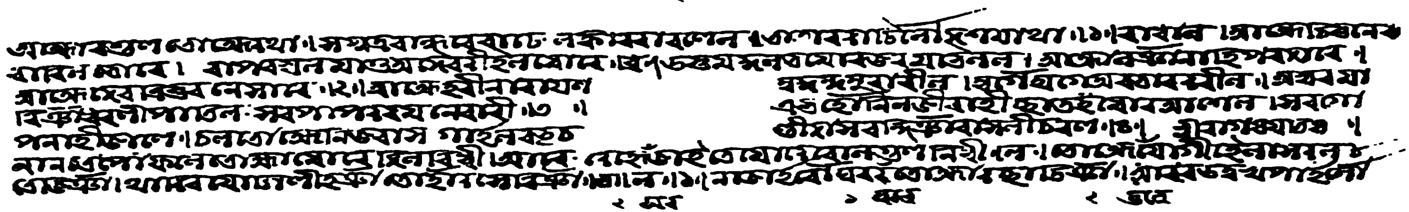
৩. ‘এহ্মো’ লিখে সংশোধন করে ‘এবেঁ’ লিখিত।

৪. ‘৮’ সূত্রবন্ধনীর আগে।

৫. ‘গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস’ দ্বিতীযবাব ভুলক্রমে লিখিত। বসন্তরঞ্জনের সংস্কবণে উল্লেখসহ বর্জিত হযেছে.

৬. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : ‘ভৈরবী রাগঃ॥ রূপকং॥’

৭. পাঠে সংশয় আছে, এই পাতায় ৭ম লাইনে ‘শ্রীরাম’ এই লিপিতে লিখিত হযেছে।

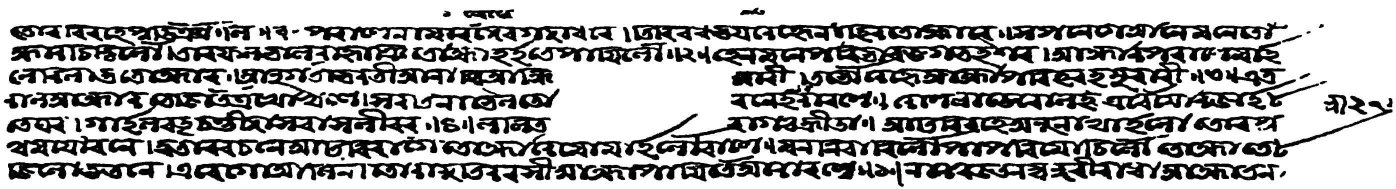


২০৬ক

আহ্মার সুণ তোহ্মে কথা ·। সপুত্র বান্ধবে বাঢ়ে. লঙ্কার রাবণে ল তাহার কাটিলোঁ দশ মাথা ·। ১ ·। রাধা ল। আহ্মে চিত্ত নে[১] বারিল তোরে। বাপ বসুল মাওঅ[২] দৈবকী ইল[৩] মোরে ·। ধ্রু ·। উত্তম কুলত মোর জরম ভৈল ল। আহ্মা লএঁা নাহি পরদারে ·।[৪] আহ্মে দেব ত্রিভুবনে সারে ·। ২ ·। আহ্মে হরী নারায়ণ মুকুন্দ মুরারী ল। যুগেঁ যুগে অবতার করী ল ·। অসুর মা রিএঁা ধরণী পাতিল : সব পাপ করম নেবারী ·। ৩ ·। এভহো নিলজী রাহী ছাড়[৫] মোর আশে ল। সন্তু গো প নাহী জাণে ·। চল তোহ্মে নিজ বাস গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিএঁা বাসলীচরণে ·। ৪ ·। শ্রীরাগঃ ·। যতিঃ[৬] ·। নানা তপফলে[৭] তোহ্মা মোরে দিল বিধী। আরে. কেহ্নে ঘর[৮] জাঁইতে মোকে বোল গুণনিধী ·। ল ·। তোহ্মে জবে[৯] যোগী হৈলা সকল[১০] তেজিএঁা। থাকিব যোগিনী হএঁা তোহাঁক সেবিএঁা ·। ল[১১] ·। ১ ॥ না জাইবোঁ ঘর আর[১২] তোহ্মাক ছাড়িএঁা ·।[১৩] বড় দুখ পাইলোঁ

১. এর পর 'ব' লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।
২. বসন্তরঞ্জনেব পাঠ : 'মাঅ'।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : '[হ] ইল'।
৪. বসন্তরঞ্জনের সংস্করণে এখানে ··· ··· চিহ্ন দিয়ে বোধহয় ছাড় বোঝানো হয়েছে, কিন্তু পুথির পাঠে কোনো ছাড় আছে মনে হয় না।
৫. 'ছাড়হ' লিখে 'হ' কাটা।
৬. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'শ্রী রাগঃ ॥ যতিঃ ॥'
৭. 'তপোফলে' লিখে ও-কার কাটা।
৮. 'ঘর' চিহ্ননির্দেশসহ মার্জিনের নীচে লিখিত।
৯. 'যোগী' লিখে কেটে দিয়ে মার্জিনের নীচে নির্দেশসহ 'জবে' লিখিত।
১০. '৮' লাইনের শেষে।
১১. সম্ভবত প্রথমে একটি 'ল' লিখে কেটে দিয়ে আবার স্পষ্ট করে 'ল' লিখিত হয়েছে।
১২. কিছু লিখে কেটে দিয়ে মার্জিনের নীচে চিহ্ন নির্দেশসহ 'আর' লিখিত।
১৩. 'আর বড়' লিখে 'আর' কেটে দেওয়া হয়েছে।

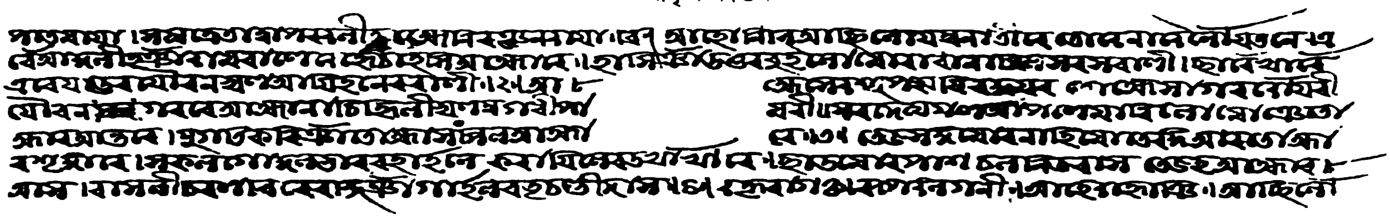
অথ রাধাবিরহঃ



২০৬খ

তোর বিরহে পুড়িএঁাঁ ·। ল ·। ধ্রু ।·। পরাণে না মার মোরে[১] দেব গদাধরে। তিরিবধ ভয় কেহ্নে নাহিক তোহ্মারে ·। সপনে গেআনে মনে তো
হ্মাক চিন্তিলোঁ। তার ফল ভাল কাহ্নাঞিঁ তোহ্মা হইতে পায়িলোঁ ·। ২ ·। হেন মনে পরিভাব জগত ইশর। আহ্মাক পরাণে মাই
লে কি লাভ তোহ্মার ·। আনুগতী ভকতী আনাথি আহ্মি নারী। তভোঁ কেহ্নে আহ্মা পরিহরহ মুরারী ·। ৩ ·। এত
কাল আহ্মাক তেজিতেঁ এখোখণে। সকতি না ভৈল তোর নেহার[২] কারণে ·। কোণ লাজে বোলহ এবেঁ মোক জাই[৩] শ্রী২০৬
তে ঘর। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ·। ৪ ·। ললিতরাগঃ[৪] ·। ক্রীড়া ·। আতি বিরহে অন্ন না খাইলোঁ তোর প্র
থম যৌবনে। দুতার বচনে আতি বিরাগে তোহ্মাকে মো মাইলোঁ বাণে ·। মন নিবারিলোঁ পাপ বিমোচিলোঁ তোহ্মা তে[৫]
জিলো জতনে। এবে গোআলিনী তো কাকুতি করসী আহ্মা পায়িতেঁ আকারণে ·। ১ ·। না কর জতন সুন্দরী রাধা আহ্মাত ন

১. 'মোবে' মার্জিনের উপরে নির্দেশচিহ্ন সহ লিখিত।
২. 'নেহ' লিখে মার্জিনের উপর নির্দেশচিহ্নসহ 'র' লিখিত।
৩. '৮' লাইনের শেষে।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'ললিত রাগঃ॥'
৫. '৮' লাইনের শেষে।

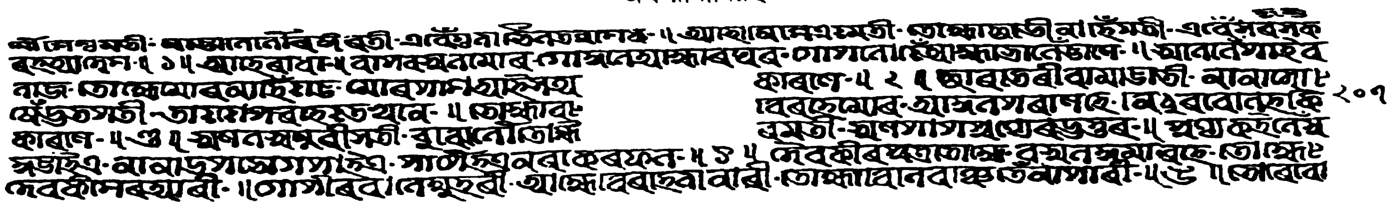


২০৭ক

পাত মায়া। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলী আহ্মে নিরঞ্জন কায়া ·। ধ্রু ·। আহোনিশি আছিলো যমুনা তীরে তোকে[১] না কৈলোঁ যতনে ·। এবেঁ আকুলী হঞাঁ কাম বাণে কেহ্নে চাহসি আহ্মারে[২] ·। হাসিঞাঁ উত্তর বুইলো মো রাধা না দিল সরস বাণী। ছারেঁ খারেঁ এবে যাউর[৩] যৌবন সুণ আয়িহনের রাণী ·। ২ ·। আহ্মে সে কশ্যপ ঋষির কুয়র তোহ্মে সাগরকোঁয়রী। যৌবন[৪]গরবে আহ্মা না চিহ্নিলী সুণ মুগধী পামরী॥ সব দৈত্যগণ আপণে মারিলো মোঞে তো হ্মার আন্তরে।[৫] যুগতি করিঞাঁ তোহ্মা সংপিল আহ্মারে ·। ৩ ·। তেজ সঙ্গ মোর[৬] নাহি মোতে রঙ্গ আর তোহ্মার শৃঙ্গারে। সকল গোকুল ভার বহাইলে করায়িলে বড় খাঁখারে ·। ছাড় মোর পাশ চল নিজ বাস তেজহ আহ্মার[৭] আস। বাসলীচরণ শিরে বন্দিঞাঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ·। ৪ ·। কহ্নু রাগঃ[৮]। রূপকং[৯] লগনী.। আহে কাহ্নাঞিঁ.। আছিলোঁ

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'মোকে'।
২. বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'আহ্মারে চাহসি কেহ্নে'। এই সংশোধন অনাবশ্যক মনে হয়।
৩ বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'যাউক'। এটিই সঙ্গত পাঠ মনে হয়।
৪. 'যৌবন শব' লিখে 'শর' কাটা।
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : [সব দেবেঁ মেলি] যুগতি কবিঞাঁ। এই পরিবর্তন অনাবশ্যক মনে হয়। এই অংশের পাদটীকায় লেখা হয়েছে, "পুথিতে নষ্ট, ৩য় সংস্করণে সম্ভাব্য পাঠ।"—পুথিতে এ-অংশ অত্যন্ত স্পষ্ট ; আদৌ কিছু নষ্ট হয়নি।
৬. ছন্দমিলের প্রয়োজনে বসন্তরঞ্জনের সংশোধিত পাঠ 'তেজ মোর সঙ্গ'।
৭. '৮' লাইনের শেষে।
৮. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'কহ্নুরাগঃ'।
৯. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'রূপক॥'

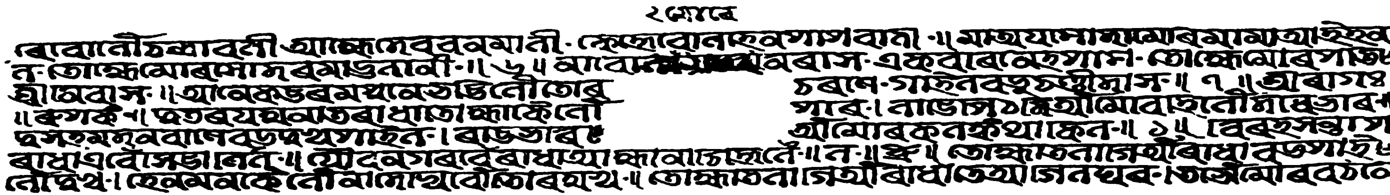
অথ রাধাবিরহঃ



২০৭খ[1]

মোঁ শিশুমতী. না জাণিলোঁ রঙ্গ রতী. এবেঁ গুণী ভৈল তনু শেষ.॥ আহোনিশি একমতী. তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ গতী. এবেঁ কৃষ্ণ[2] ক
রহ আদেশ.॥ ১॥ আহে রাধা.॥ বাপ বসুল মোর. গোকুলে আহ্মার ঘর. গোপ লোকেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণে.॥ সুণিলে পাইব
লাজ. তোহ্মে মোর নাহিঁ কাজ. মোর পাশ আইস অকারণে.॥ ২॥ ছার তিরী বামা জাতী. নানা দো[3]
ষেঁ উতপতী. তাক কোপ রহে কত খনে.॥ তোহ্মার[4] বিরহে মোর. আকুল পরাণ হে.। নিঠুর বোলহ কি ২০৭
কারণে.॥ ৩॥ সুণ ল সুন্দরী সতী. বুঝিলোঁ তোহ্মের[5] মতী. সুণ পাপ পুণ্যের উত্তর.॥ পুণ্য কইলেঁ স্ব
গ্গ জাইএ. নানা উপভোগ পাইএ. পাপেঁ হএ নরকের ফল.॥ ৪॥ দৈবকীর পুত্র তোহ্মো. বসুলকুমার হে. তোহ্মে[6]
দেব কংশের আরী.॥ গোপীর বালেন্দু হরী. আহ্মে বিরহিণী নারী. তোহ্মা বিণি বঞ্চিতেঁ না পারী ॥ ৫॥ তোরে বো

১. এখান থেকে হস্তলিপির বদল হয়েছে, পুরোনো লিপিকর ফিরে এসেছেন।
২ 'এবেঁ সরস' লিখে 'সবস' কেটে মার্জিনেব উপব 'কৃষ্ণ' লিখিত হয়েছে।
৩. '৮' লাইনের শেষে।
৪. '৮' সূত্রবন্ধনীর আগে।
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'তোহ্মার'। পুথিতে এ-কাব মাত্রার উপবে, নাগরী লিপিতে।
৬. '৮' লাইনের শেষে।

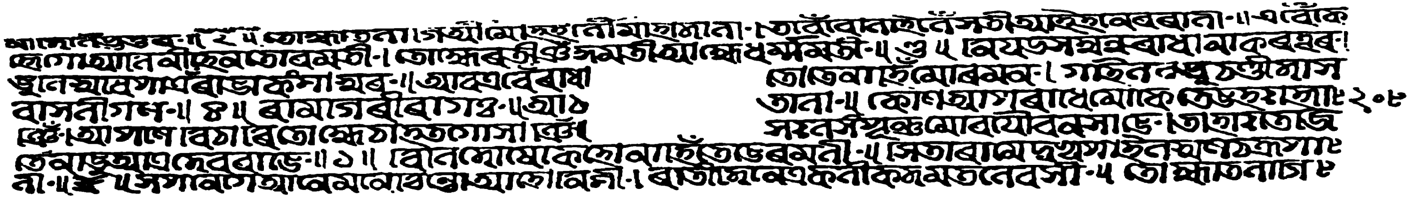


২০৮ক

রে[১] বোলোঁ চন্দ্রাবলী. আহ্মে দেব বনমালী. কেহ্নে বোল হেন পাপ বাণী.॥ মাঅ যশোদা মোর মামা আইহন ল . তোহ্মে মোর সোদর মাউলানী.॥ ৬॥ না বোলোঁ মোরে[২] নিরাস. একবার নেহ পাশ. তোহ্মে মোর পতি[৩] শ্রীনিবাস.॥ আনেক জরম পুনে ভজিলোঁ তোর চরণে. গাইল বড়ু চণ্ডীদাস.॥ ৭॥ শ্রীরাগঃ ॥ রুপকং.॥ দুতর যমুনাত রাধা তোহ্মা কৈলোঁ পার.। লাজে পিঠ দিআঁ মো বহিলোঁ দধিভার.॥ দুসহ মদনবাণে বড় দুখ পাইল.। রাজ ভরিআঁ[৪] মোর কলঙ্ক থাকিল.॥ ১॥ বিরহ সন্তাপ রাধা এবেঁসি জাণিলে[৫].॥ যৌবন গরবেঁ রাধা আহ্মা না চিহ্নিলেঁ.॥ ল.॥ ধ্রু॥ তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা বড় পাই[৬]লোঁ দুখ.। হেন মন কৈলোঁ না দেখিবোঁ তোর মুখ.॥ তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা তেআগিল ঘর.। তভোঁ মোর বচনে

১. ২০৭খ-২০৮ক-তে 'বোরে' কথাটি অতিরিক্ত লিখিত হযেছে, বসন্তরঞ্জনের পাঠে বর্জিত হযেছে।
২. এখানে কিছু লিখে মোছার চেষ্টা হয়েছে, মার্জিনেব উপব নির্দেশসহ 'মোরে' লিখিত।
৩. '৮' লাইনের শেষে।
৪. 'ভরি'-এর পর সূত্রবন্ধনীর পূর্বে '৮' চিহ্ন দিয়ে পরবর্তী অংশে 'আঁ' লিখিত হয়েছে।
৫. 'ল'-এর এ-কার মাত্রার উপবে নাগবী লিপিতে লিখিত।
৬. '৮' লাইনের শেষে।

অথ রাধাবিরহঃ

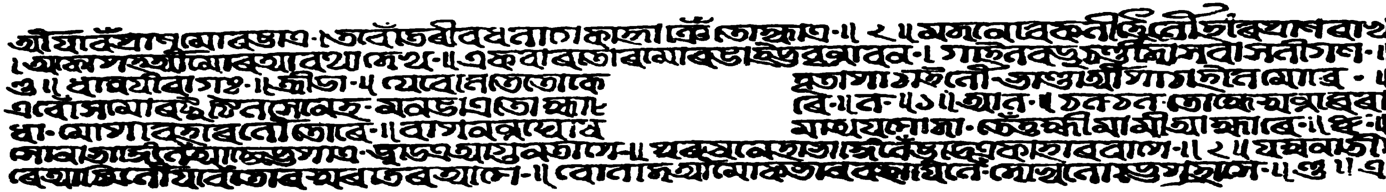


২০৮খ

২০৮

না দিলেঁ উত্তর.॥ ২॥ তোহ্মাত লাগিআঁ মো হইলোঁ মাহাদাণী.। তবেঁ বোলাইলেঁ সতী আইহনের রাণী.॥ এবেঁ কে
হে গোআলিনী হেন তোর মতী.। তোহ্মে রতীঞঁ কুমতী আহ্মে ধর্ম্মমতী.॥ ৩॥ নিয়ড় সম্বন্ধ রাধা না কর দূর.।
জুণি সুধি পাএ রাধা[১] রাজা কংশাসুর.॥ আর এবেঁ রাধা তোতে নাহিঁ মোর মন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
বাসলীগণ.॥ ৪॥ রামগিরীরাগঃ.॥ আঠতালা.॥ কোণ আপরাধে মোকে তেজহ কাহ্না[২]
ঞিঁ.। আপণে বিচারি তোহ্মে চাহ ত গোসাঞিঁ.॥ সকল সংপুন্ন মোর যৌবন সাজে.। তাহাক তেজি
তেঁ না জুআএ দেবরাজে.॥ ১॥ বিণি দোষে কেহো নাহিঁ তেজে রমণী.॥ সিতা রামে দুখ পাইল সুণ চক্রপা[৩]
ণী.॥ ধ্রু॥ সপনে গেআনে মনে চিন্তো আহোনিশী.। রাতী দিনে একলী কদমতলে বসী.॥ তোহ্মাত লাগি[৪]

১. 'রাধা' মার্জিনের উপরে চিহ্ন-নির্দেশসহ লিখিত।
২. '৮' লাইনের শেষে।
৩. '৮' লাইনের শেষে।
৪. '৮' লাইনের শেষে।

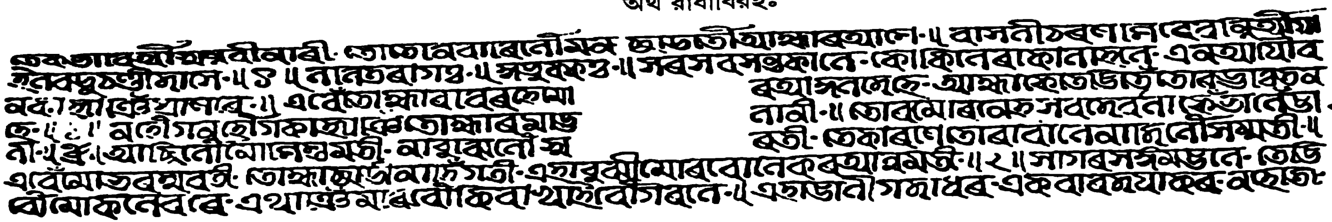


২০৯ক

আঁ যবেঁ প্রাণ মোর জাএ.। তবেঁ তিরীবধ লাগে কাহ্নাঞিঁ তোহ্মাএ.॥ ২॥ মদনে বিকলী হৈলোঁ হরি প্রাণ রাখ
। অকোপ হআঁ মোর আবথা দেখ.॥ একবার তোর মোর জাইউ বৃন্দাবন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ.॥
৩॥ ধানুষীরাগঃ.॥ ক্রীড়া.॥ যে বেলিতে তোকে দূতা পাঠাইলোঁ. ভাণ্ডআঁ পাঠাইলি মোরে.॥
এবেঁসি মোর টুটিল সে নেহ. মন জাএ তোহ্মারে.॥ ল.॥ ১॥ আল.॥ চল চল তোহ্মো সুন্দরি রা
ধা. মো পরিহরিলোঁ তোরে.॥ বাপ নন্দ ঘোষ মাঅ যশোদা. তেঁ তুহ্মী মামী আহ্মারে.॥ ধ্রু.॥
সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ. জুড়িএ আগুনতাপে.॥ পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ জুড়িএ কাহার বাপে.॥ ২॥ যমুনাতী[১]
রে আছিলোঁ যবেঁ তোর সুরতির আশে.॥ বোল দিআঁ মোক ভার বহা.িলেঁ. দেখি লোক উপহাসে.॥ ৩॥ এ

১ '৮' লাইনের শেষে।

অথ রাধাবিরহঃ



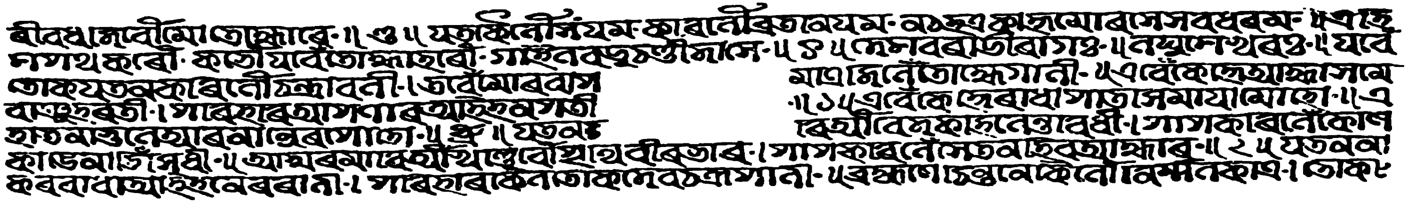
২০৯

২০৯খ

তেক ভাবিআঁ সুন্দরী নারী. তোতে নিবারিলোঁ মন. ছাড় তোঁ আহ্মার আশে. ॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গা
ইল বড়ু চণ্ডীদাসে. ॥ ৪ ॥ ললিতরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ[১]. ॥ সরস বসন্ত কালে. কোকিলের কোলাহলে. এ নআ যৌব
ন কাহ্নাঞিঁ প্রাণ রে. ॥ এবেঁ তোহ্মার বিরহে মোর আকুল দেহে. আহ্মাকে তেজিতেঁ তোর উচিত ন
হে. ॥ ১ ॥ নহোঁ গ নহোঁ গ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার মাউলানী. ॥ তোর মোর নেহ সব দেব লোকেঁ ভালেঁ জা
নী. ॥ ধ্রু ॥ আছিলোঁ মো শিশুমতী. না বুঝিলোঁ সুরতী. তেকারণে তোর বোলে না দিলোঁ সম্মতী. ॥
এবেঁ মো ভর যুবতী. তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ গতী. এহা বুঝী মোর বোলে কর আনুমতী. ॥ ২ ॥ সাগর সঙ্গম জলে. তেজি
বোঁ মো কলেবরে. এথাঞিঁ মরিবোঁ কিবা খাইবোঁ গরলে. ॥ এহা জাণী গদাধর. একবার দয়া কর. নহে তি[২]

১ বসন্তরঞ্জন : 'কুড়ুক্কং'।

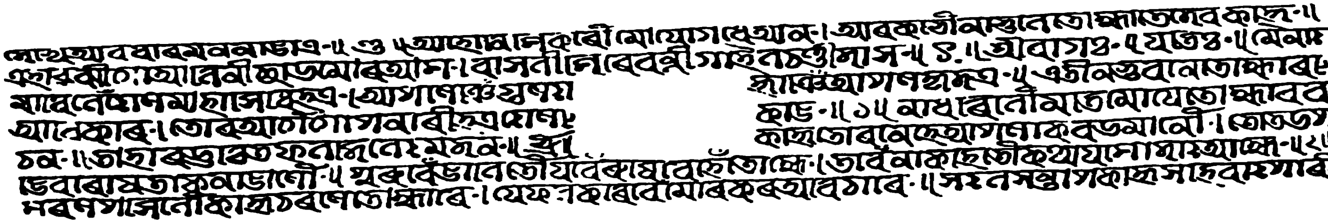
২. '৮' লাইনের শেষে।



২১০ক

রী বধ দিবোঁ মো তোহ্মারে. ॥ ৩ ॥ যত কৈলোঁ সংযম. করিলোঁ ব্রত নিয়ম. নঠ হএ কাহ্ন মোর সে সব ধরম. ॥ এহি
শপথ করোঁ. কভোঁ যবেঁ তোহ্মা হরোঁ. গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে. ॥ ৪ ॥ দেশবরাড়ী রাগঃ. ॥ লঘুশেখরঃ. ॥ যবেঁ
তোক যতন করিলোঁ চন্দ্রাবলী. । তবেঁ মোর বাপ মাএ দিলেঁ তোহ্মে গালী. ॥ এবেঁ কেহ্নে আহ্মা সমে
বাঞ্ছহ রতী. । পরিহরি আপণার আইহন পতী. ॥ ১ ॥ এবেঁ কেহ্নে রাধা পাতসি মায়া মোহো. ॥ এ
হাত না ভুলে আর নান্দের পোহো. ॥ ধ্রু ॥ যতন করিআঁ বেদ কহিলেন্ত বিধী. । পাপ করিলেঁ কোণ
কাজে নাহিঁ সিধী. ॥ আসুর মারিআঁ খণ্ডিবোঁ পৃথিবীর ভার. । পাপ করিলেঁ সে ত নহিব আহ্মার. ॥ ২ ॥ যতন না
কর রাধা আইহনের রাণী. । পরিহার কৈল তোক দেব চক্রপাণী. ॥ ব্রহ্মচর্য্য চিন্তনে কৈলোঁ নির্ম্মল কাএ. । তোক[১]

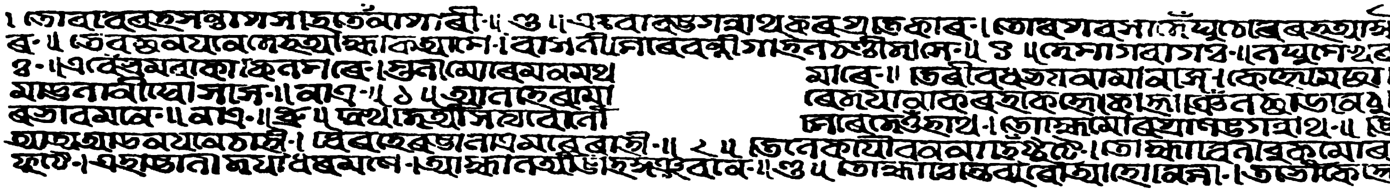
১. '৮' লাইনের শেষে।



২১০খ

দেখি আরবার মন না জাএ.॥ ৩ ॥ আহোনিশি করোঁ মো যোগ ধেআন.। আর কভোঁ না ভুলে তোহ্মাতে দেব কাহ্ন.॥
এহা বুঝী গোআলিনী ছাড় মোর আশ.। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস.॥ ৪ ॥ শ্রীরাগঃ॥ যতিঃ.॥ মৈনাক[১]
মারিলেঁ কোণ মাহাসিধি হএ.। আপণেঞিঁ গুণ কাহ্নাঞিঁ আপণ হ্নদএ.॥ এ তীন ভুবনে তোহ্মার[২]
আধিকার.। তোর আগেঁ গোপনারী হএ কোণ[৩] কাজ[৪].॥ ১ ॥ না ধরিলোঁ মতিমোষে তোহ্মার ব ২১০
চন.॥ তাহার উচিত ফল দিলেক মদন.॥ ধ্রু॥ কাহ্ন তোর নেহে আপণাক বড় মানোঁ.। তোত উপ
জিব রোষ তাক না জাণোঁ.॥ পুরুবেঁ জাণিতোঁ যবেঁ রুষিবেহেঁ তোহ্মে.! তবেঁ না কহিতোঁ কথা যশোদাক আহ্মে.॥ ২ ॥
শরণ পসিলোঁ কাহ্ন চরণে তোহ্মারে.। যে ফল করিবেঁ মোর কর অবিচারে.॥ সকল সন্তাপ কাহ্ন সহিবাক পারী

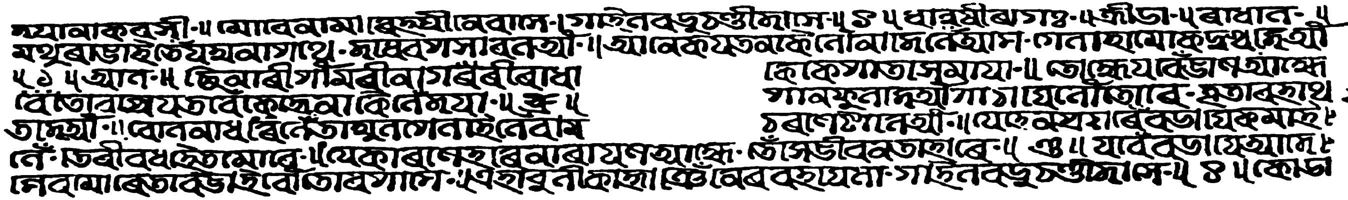
১. বসন্তবঞ্জনের পাঠ : 'মৈলাক'। 'মৃত' এই অর্থে 'মৈলাক' সংগততর পাঠ।
২. '৮' লাইনের শেষে।
৩. '৮' সূত্রবন্ধনীব আগে।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'ছার'। অর্থ ও মিলের দিক থেকে 'ছাব' সংগততর পাঠ।



২১১ক

। তোর বিরহসন্তাপ সহিতেঁ না পারী. ॥ ৩ ॥ একবার জগন্নাথ কর প্রতিকার. । তোর পরসাদেঁ ঘুচে বিরহ আহ্মা[1]
র. ॥ তেরছ নয়নে দেহ আহ্মাক আশে. । বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে. ॥ ৪ ॥ দেশাগ রাগঃ. ॥ লঘুশেখর
ঃ . ॥ এবেঁ ভ্রমর কোকিল শরে. । শুণী মোরে মনমথ মারে. ॥ তিরীবধ ভয় না মানসি. । কেহ্নে মিছা[2]
মাউলানী ঘোসসি. ॥ নাএ. ॥ ১ ॥ আল হের মোরে দয়া না করহ কেহ্নে ॥ কাহ্নাঞিঁ ল ছাড় নিঠু[3]
র ভাব মনে. ॥ নাএ. ॥ ধ্রু ॥ দুখ দিআঁ সত্য বোলোঁ শিরে দেওঁ হাথ. । তোহ্মা মোর প্রাণ জগন্নাথ. ॥ জি
আঅ আড় নয়নে চাহী. । বিরহের জালাএ মরে রাহী. ॥ ২ ॥ তিলেক যৌবন নাহিঁ টুটে. । তোহ্মা বিণী বুক মোর
ফুটে. । এহা জাণী দয়া ধর মণে. । আহ্মা লআঁ জাহ কুঞ্জবনে. ॥ ৩ ॥ তোহ্মা চিন্তি ঝুরোঁ আহোনিশী. । তভোঁ কেহ্নে

১. স্থানাভাবে 'হ্মা-এর আ-কার মাত্রার উপরে লিখিত।
২. '৮' লাইনের শেষে।
৩. '৮' লাইনের শেষে।

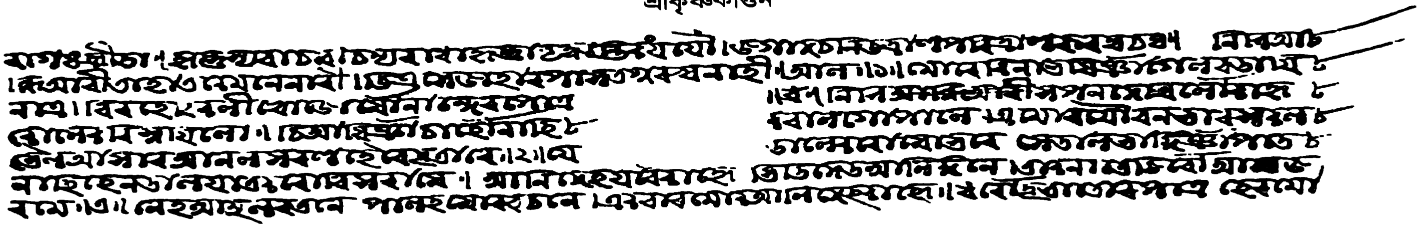


২১১

২১১খ

দয়া না করসী. ॥ মোরে না মারিহ শ্রীনিবাসে. । গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে. ॥ ৪ ॥ ধানুষীরাগঃ. ॥ ক্রীড়া ॥ রাধা ল. ॥
মথুরা জাইতেঁ যমুনাপথে. দধির পসার লআঁ. ॥ আনেক যতন কৈলোঁ না দিলেঁ আশ. গেলাহা মোক দুখ দিআঁ
॥ ১ ॥ আল. ॥ ছিনারী পামরী নাগরী[1] রাধা কিকে পাতসি মায়া. ॥ তোহ্মে যবেঁ জাণ আহ্মে
তোর[2] প্রিয় তবেঁ কেহ্নে না কৈলেঁ দয়া. ॥ ধ্রু ॥ পান ফুল দিআঁ পাঠায়িলোঁ তোরে. দূতার হাথ
ত দিআঁ. ॥ বোল না ধরিলেঁ তাম্বুল পেলাইলেঁ বাম চরণে টালিআঁ. ॥ ২ ॥ যেহ্নে প্রকারেঁ বড়ায়িক মাই[3]
লেঁ. তিরীবধ হৈত মোরে. ॥ যে কারণে হরি নারায়ণ আহ্মে. তেঁসি জীবন তাহারে. ॥ ৩ ॥ যবেঁ বড়ায়ি আদে[4]
শিব মোরে তবেঁ জাইবোঁ তোর পাশে. ॥ এহা বুলী কাহ্নাঞিঁ নিরব হয়িলা. গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে. ॥ ৪ ॥ কোড়া

১. 'নাগরবী' লিখে প্রথম 'র' কেটে দেওয়া হযেছে।
২. 'বেতোর' লিখে 'বে' কেটে দেওযা হয়েছে।
৩. '৮' লাইনের শেষে।
৪. '৮' লাইনের শেষে।

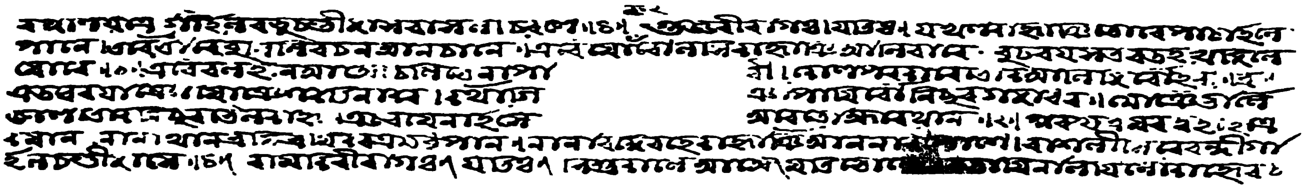


২১২ক

রাগঃ ॥ ক্রীড়া ৷৷[1] কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য রাধা[2] বৃদ্ধান্তিকং যযৌ। জগাদ চ নিজ ত্রাণ[3] পরিত্রাণ করম্বচঃ[4] ৷৷ নিশি আ[5]
ন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী। জিএ সে জাহার পাসত পুরুষ নাহী ৷৷ অ৻ল ৷৷ ১ ৷৷ মোরে কি না ভয়িএঁা গেল বড়ায়ি[6]
নাএ। বিরহে বিকলী খোজো মোঁ নান্দের পোএ ৷৷ ধ্রু ৷৷ নিশি[7] সপন দেখিলোঁ কাহ্ন[8]
কোলে করি শুয়িলো[9] ৷৷ চিআয়িএঁা চাহোঁ নাহিক বালগোপালে। এ মোর যৌবনভার সকল[10]
ভৈল আসার আনল সরণ হৈবে দূতা রে ৷৷ ২ ৷৷ যে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিএঁা পড়ে[11]
নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরামে ৷৷ আনি দেহ যবেঁ কাহ্নে ভিড়ি দেউ আলিঙ্গনে। তাক না তেজিবোঁ আর জ
রমে ৷৷ ৩ ৷৷ নেহ আমূল রতনে পালহ মোর বচনে। একবার মোক আণি দেহ কাহ্নে ৷৷ ধরোঁ দূতা তোর পাএ হের মো

১. ২১২ক, খ নতুন হাতের লেখা, বেশ জড়ানো এবং এখানেও দু দাঁড়ির ক্ষেত্রে একই জিনিস দেখা যাচ্ছে।
২. এখানে 'কৃষ্ণ' লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'প্রাণ'।
৪ বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'করং বচ'।
৫. '৮' লাইনের শেষে।
৬ '৮' লাইনের শেষে।
৭. 'নিশি' র পর 'আন্ধিআরী' লিখে কেটে দেওয়া, তারপর 'সপন দেখিলোঁ'… লিখিত।
৮. '৮' লাইনের শেষে।
৯. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'সুয়িলো'।
১০. '৮' লাইনের শেষে।
১১. '৮' লাইনের শেষে।

অথ রাধাবিরহঃ



শ্রী২১২

২১২খ

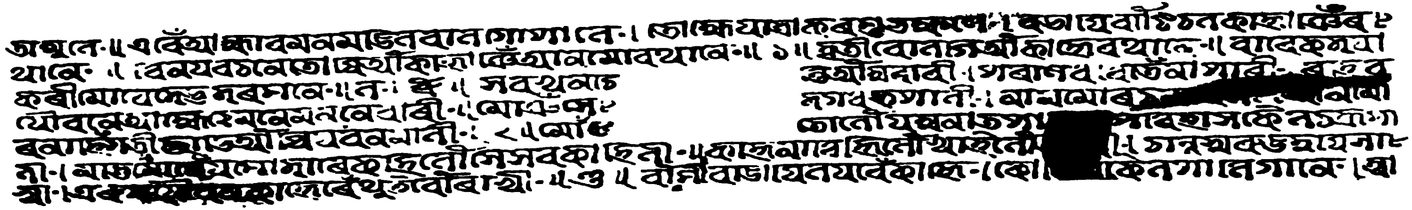
র প্রাণ যাএ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণে ·। ৪ ·। গুজ্জরী রাগঃ.। যতিঃ.। যখণ কাহ্নাঞিঁ তোরে পাঠাইলে পানে.। তবেঁ তারে বুলিলি বচন আনচানে ·। এবেঁ মোঁক বোলসি কাহ্নাঞিঁ আণিবারে. বুঢ় বয়সত বড় দুখ দিলে মোরে ·। ১ ·। এবেঁ বলহীন আহ্মো চলিতে না পারী। কোণ পরকারে তোক আণি দিবোঁ হরী ·। ধ্রু ·। এড় ঘর যাএঁগ মোঞ শকতি না কর। কথাঁ গিএঁগ পায়িবোঁ নিঠুর গদাধর ·। মোঞেঁ ভালেঁ জাণ[1] তোক নিঠুর ভৈল কাহ্ন। এ জরমে নাইসে আর তোহ্মার থান ·। ২ ·। পুরুষ ভ্রমর দুইহো এ ক মান। নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান.। নানা রঙ্গে রহে কাহ্নাঞিঁ আন নারী পাশে। বাশলী শিরে বন্দী গা ইল চণ্ডীদাসে ·। ৪[2] ·। রামগিরী রাগঃ ·। যতিঃ ·। শিশুকালে আহ্মো মতিভোলে। বড়ায়ি না লয়িলোঁ কাহ্নের[3]

শ্রী২১২

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'জাণোঁ'।

২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : '॥ ৩ ॥'। লিপিকর ভুলক্রমে ॥ ৪ ॥ লিখেছেন।

৩. '৮' লাইনের শেষে।

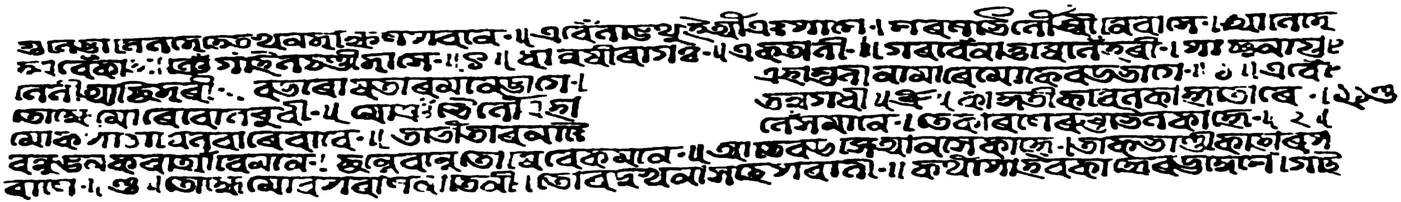


২১৩ক[১]

তাম্বুলে. ॥ এবেঁ আহ্মার মন মজিল বালগোপালে. । তোহ্মে যাত্রা কর শুভক্ষণে. । বড়ায়ি ঝাঁট চল কাহ্নাঞিঁর[২] থানে. ॥ বিনয়বচনে তোষিআঁ কাহ্নাঞিঁ আন মোর থানে. ॥ ১ ॥ দূতী বোল গিআঁ কাহ্নের থানে. ॥ বারেক দয়া করী মোরে দেউ দরশনে. ॥ ল. ॥ ধ্রু ॥ সব খন চিন্তিআঁ মুরারী. । পরাণ ধরিতেঁ না পারী . রহিব যৌবনে আহ্মে কেমনে মন নেবারী. ॥ মোঞঁ সে[৩] দগধ কপালী. । নাম মোর চন্দ্রাবলী. । আন মো র নাহিঁ গতী ছাড়িআঁ প্রিয় বনমালী. ॥ ২ ॥ মোঁ[৪] তোলোঁ যমুনাত পাণী. । পরিহাস কৈল চক্রপা ণী. । মতিমোষেঁ যশোদারে কহিলোঁ সে সব কাহিণী. ॥ কাহ্ন না চিহ্নিলোঁ খাইলোঁ আখী. । চান্দ সুরুজ দুয়ি সা[৫] খী. । এ রুপ[৬] যৌবন কাহ্নেরেঁ থুয়িবোঁ রাখী. ॥ ৩ ॥ বাঁশী বাজায়িল যবেঁ কাহ্নে. । কোকিল কৈল পালি গানে. । আ

১. এখানে পুনর্বার প্রথম লিপিকরের হস্তলিপি মিলছে।
২. '৮' লাইনের শেষে।
৩. '৮' সূত্রবন্ধনীর আগে।
৪. '৮' সূত্রবন্ধনীর আগে।
৫. '৮' লাইনের শেষে।
৬. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'রূপ'।

অথ রাধাবিরহঃ

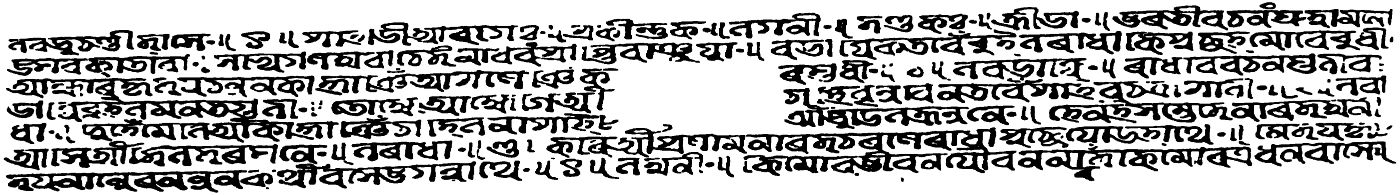


২১৩খ

গুনি জালিল দেহে তখন দক্ষিণপবনে. ॥ এবেঁ লাজ থুইআঁ এক পাশে. । শরণ ভৈলোঁ শ্রীনিবাসে. । আণি দে
হ এবেঁ কাহ্নাঞিঁ গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ ধানুষীরাগঃ. ॥ একতালী. ॥ গরবেঁ না তুষিলেঁ হরী. । পাছু না গু[1]
ণিলী আছিদরী. ॥ বড় রোষ তার মনে জাগে. । এহা শুণী না মারে মোকে বড় ভাগে. ॥ ১ ॥ এবেঁ[2] ২১৩
তোহ্মে মোরে বোল বুধী. ॥ মোঞঁ ভৈলোঁ এহাত মুগধী ॥ ধ্রু ॥ কাকুতী করিল কাহ্ন তোরে. ।
মোক পাঁঠায়িল বারে বারে. ॥ তভোঁ তার না কৈলেঁ সমানে. । তেকারণে রুষ্ট ভৈল কাহ্নে. ॥ ২ ॥
বন্ধুজন করাআঁ বিমনে. । ছন্দে বন্দে তোষিবে কমনে. ॥ আতি বড় সিআন সে কাহ্নে. । তাক ভাণ্ডী কাহার প
রাণে. ॥ ৩ ॥ তোহ্মে মোর পরাণনাতিনী । তোর দুখ না সহে পরাণী. ॥ কথাঁ পাইব কাহ্নের উদ্দেশে । গাই

১. '৮' লাইনের শেষে।

২ '৮' লাইনের শেষে।



২১৪ক

ল বড়ু চণ্ডীদাসে. ॥ ৪ ॥ পাহাড়ীআ রাগঃ. ॥ প্রকীন্নক[১]. ॥ লগনী. ॥ দণ্ডকঃ. ॥ ক্রীড়া. ॥ জরতীবচনং শ্রুত্বা মনো
জশরকাতরা[২]. । সখীগণ মুবাচেদং মাধবং[৩] প্রাপ্তি বাঞ্ছয়া. ॥ বড়ায়িক তবেঁ বুইল রাধা কি.পুছহ মোরে বুধী।
আহ্মার হৃদয় চন্দন কাহ্নাঞিঁ আপণেঞিঁ কর শুধী. ॥ ১ ॥ ল বড়ায়ি. ॥ রাধার বচন শুণী ব[৪]
ড়ায়ি বুইল মনত গুণী. ॥ তোহ্মে আহ্মে গিআঁ চাহি বৃন্দাবন তবেঁ পাইব চক্রপাণী. ॥ ২ ॥ ল রা
ধা. ॥ দুহেঁ মেলিআঁ কাহ্নাঞিঁ চাহিল না পাইআঁ[৫] জুড়িল ক্রন্দনে. ॥ হেনই সম্ভেদে নারদ মুনী
আসিআঁ দিল দরশনে. ॥ ল রাধা. ॥ ৩ ॥ করিআঁ প্রণাম নারদ চরণে রাধা পুছে যোড় হাথে. ॥ নিদয় হৃ[৬]
দয় নান্দের নন্দন কথাঁ বসে জগন্নাথে. ॥ ৪ ॥ ল মুনী. ॥ কি মোর জীবন যৌবন নারদ[৭] কি মোর এ ধন বাসে. ।

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'প্রকীণ্নক'।

২. 'কাতারা' লিখে 'তা'-এর আ-কার কেটে দেওয়া হয়েছে।

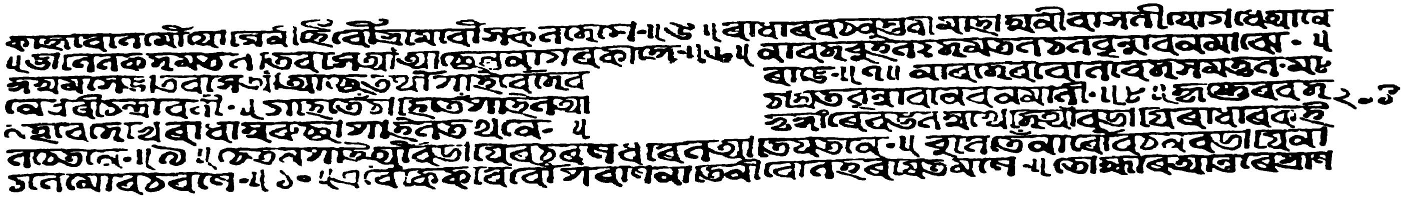
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'মাধব'।

৪. '৮' লাইনের শেষে।

৫. 'পাই' এবং 'আ'-এর মাঝে সূত্রবন্ধনীর পূর্বে '৮' চিহ্ন।

৬. '৮' লাইনের শেষে।

৭. 'নাদ' লিখে চিহ্ননির্দেশসহ মার্জিনের নীচে 'ব'।



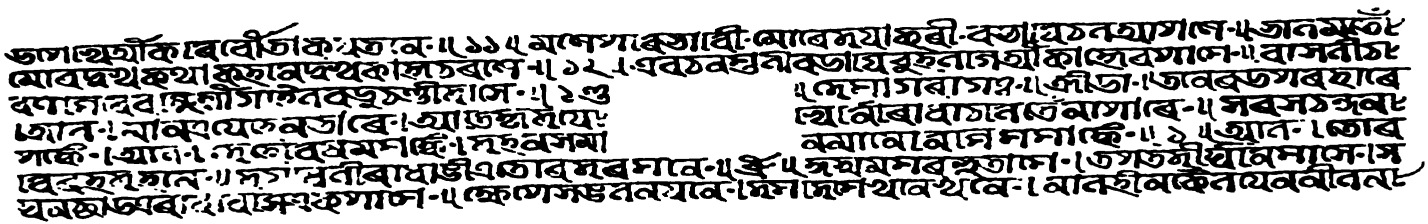
২১৪

২১৪খ

কাহ্ন বিণি মোঁ যোগিণী হৈবোঁ ভ্রমিবোঁ সকল দেশে.॥ ৫ ॥ রাধার বচন শুণী মাহামুনী বাসলী[১] যোগ ধেআনে ॥ জাণিল কদম তলাত বসিআঁ আছেন্ত নাগর কাহ্নে.॥ ৬ ॥ নারদ বুইল কদমতল চল বৃন্দাবন মাঝে.॥ কুসুম সেজাত বসিআঁ আছে তথাঁ পাইবেঁ দেবরাজে.॥ ৭ ॥ নারদের বোল বেদ সমতুল. ম[২]নে ধরী চন্দ্রাবলী.॥ চাহিতেঁ চাহিতেঁ পাইল আচম্বিত বৃন্দাবনে বনমালী.॥ ৮ ॥ কৃষ্ণের বদন দূরে দেখি রাধা মুরুছা পাইল তখনে.॥ ভৃঙ্গারের জল মুখে দিআঁ বড়ায়ি রাধারে কইল চেতনে.॥ ৯ ॥ চেতন পাইআঁ বড়ায়ির চরণ ধরিল আতি যতনে.॥ বুলিতেঁ নারোঁ বচন বড়ায়ি নাচলে মোর চরণে.॥ ১০ ॥ এবেঁ কি করিবোঁ পরাণ নাতিনী বোল হরষিত মণে॥ তোহ্মার আন্তরে প্রাণ

১ বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'বসিলী'। এটিই সংগততব পাঠ মনে হয়।

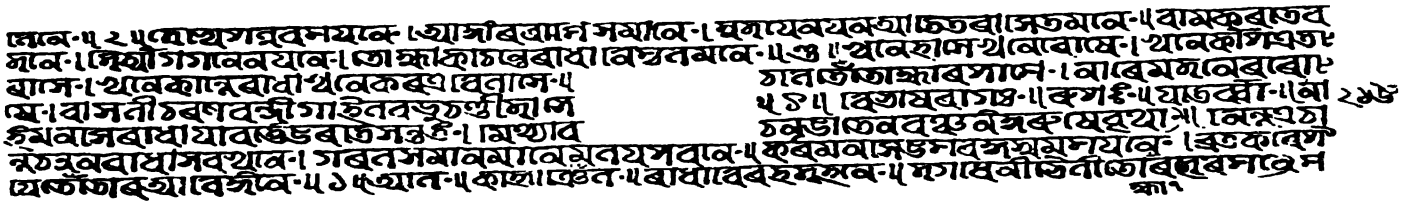
২. '৮' লাইনের শেষে।



২১৫ক

উপেখিআঁ করিবোঁ তাক যতনে.॥ ১১ ॥ মণে পরিভাবী. মোরে দয়া করী বড়ায়ি চল আপণে.॥ ভালমতেঁ[1] মোর দুখকথা কহ নিদুখ কাহ্নচরণে.॥ ১২॥ এ বচন শুণী বড়ায়ি বুইল গিআঁ কাহ্নের পাশে.॥ বাসলীচ[2] রণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে.॥ ১৩॥ দেশাগ রাগঃ॥ ক্রীড়া.॥ তনের উপর হারে ।আল.।মানএ যেহেন ভারে.।আতি হৃদয়ে[3] খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে.॥ সরস চন্দন[4] পঙ্কে.।আল.।দেহে বিষম শঙ্কে.।দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে.॥ ১॥ আল.।তোর বিরহ দহনে.॥ দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে.॥ ধ্রু॥ কুসুমশর হুতাশে.।তপত দীর্ঘ নিশাসে.।স ঘন ছাড়এ রাধা বসি এক পাশে.॥ ক্ষেপে সজল নয়নে.।দশদিশে খনে খনে.।নালহীন কৈল যেন নীল ন[5]

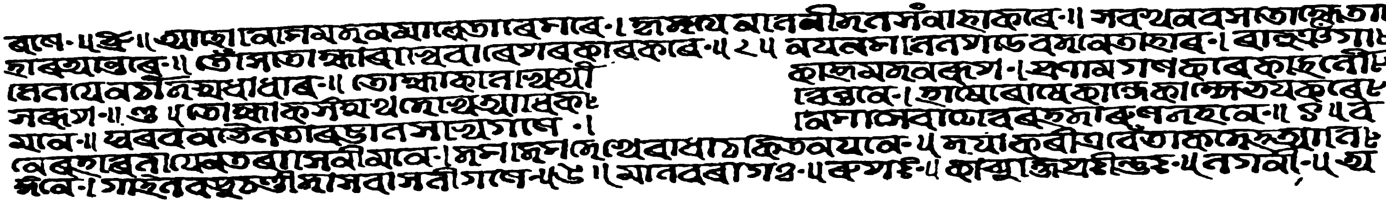
১. ‘৮’ লাইনের শেষে।
২. ‘৮’ লাইনের শেষে।
৩. ‘৮’ সূত্রবন্ধনীর পূর্বে।
৪. ‘৮’ লাইনেব শেষে।
৫. ‘৮’ লাইনের শেষে।



২১৫খ

লিনে.॥ ২॥ দেখি পল্লব শয়নে.। আঙ্গাররাশি সমানে.। মুদয়ে নয়নে আতি তরাসিত মনে.॥ বাম করতে ব
দনে.। দিআঁ গগনে নয়নে.। তোহ্মাক চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে.॥ ৩॥ খনে হাসে খনে রোষে.। খনে কাঁপএ ত[১]
রাসে.। খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে.॥ চলিতেঁ তোহ্মার পাশে.। নারে মদনের রো[২]
ষে.। বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ বিভাষরাগঃ.॥ রুপকং.॥ যতির্ব্বা.॥ (না
হং মনসি রাধায়া বর্ত্তে জরতি সন্ততং.। মিথ্যাবচন জাতেন বঞ্চনং কুরুষে বৃথা.)॥[৩] নিন্দএ চা
ন্দ চন্দন রাধা সব খনে.। গরল সমান মানে মলয় পবনে.॥ করে[৪] মনসিজ শর কুসুম শয়নে.। ব্রত করে পা[৫]
য়িতেঁ তোর আলিঙ্গনে.॥ ১॥ আল.॥ কাহ্নাঞিঁ ল.॥ রাধা বিরহদহনে.॥ দগধিনী ভৈলী তোহ্মার[৬] শ ২১৫

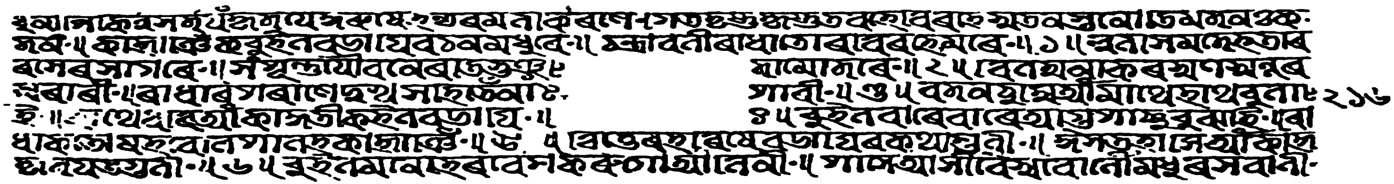
১. '৮' লাইনেব শেষে।
২. '৮' লাইনের শেষে।
৩. এই অংশটি বন্ধনীভুক্ত। সম্ভবত কেটে দেওয়া হয়েছে; বসন্তরঞ্জনের পাঠে বর্জিত ধরা হয়েছে।
৪. 'কবে'-এব এ-কার মাত্রাব উপবে নাগরী লিপিতে দেওয়া হযেছে।
৫. পা-এব আ-কার মাত্রার উপরে তোলা।
৬. 'তোর দরশনে' লিখে 'দবশনে' কাটা এবং 'তোর'-এর 'তো'-এর পর নির্দেশসহ 'হ্মা' মার্জিনেব নীচে লিখে, সংযুক্ত।



২১৬ক

রণে.॥ ধ্রু॥ আহোনিশি মদন মারে তারে শরে.। হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহ্য করে.॥ সব খন বস তোহ্মে তা[1]
হার আন্তরে.॥ তেঁসি তোহ্মা রাখিবারে পরকার করে.॥ ২॥ নয়নশলিল পড়ে বদনে তাহার.। রাহুএঁ গা[2]
লিল যেন চাঁদ সুধাধার.॥ তোহ্মাক লিখিআঁ কাহ্নু মদনরূপ.। প্রণামগণ করে কহিলোঁ[3]
সরূপ.॥ ৩॥ তোহ্মাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে.। হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে[4]
মনে.॥ ঘর বন ভৈল তার জাল সখিগণে.। নিশাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহনে.॥ ৪॥ ব
নের হরিণী যেন তরাসিলী মনে.। দশ দিশ দেখে রাধা চকিত নযনে.॥ দয়া করী এবেঁ তাক দেহ আলি[5]
ঙ্গনে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে.॥ ৫॥ মালবরাগঃ.॥ রূপকং.॥ কাব্যুক্তি[6] প্রকীর্ণক.॥ লগনী.॥ অ

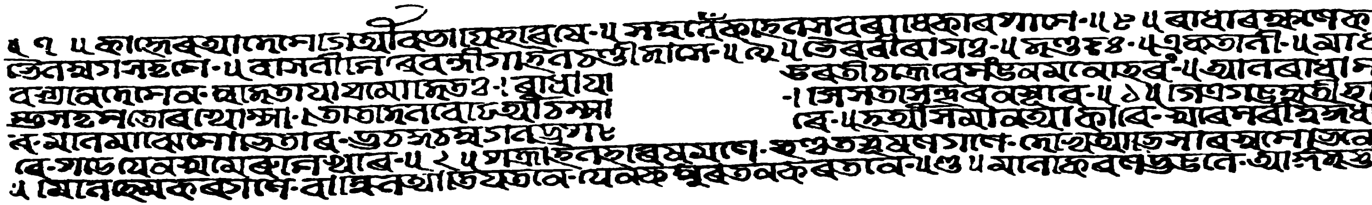
১. '৮' লাইনের শেষে।
২ '৮' লাইনের শেষে।
৩. '৮' লাইনের শেষে।
৪. '৮' লাইনের শেষে।
৫. '৮' লাইনের শেষে।
৬. বসন্তরঞ্জনেব পাঠ : 'কাব্যোক্তি'।



২১৬খ

ধুনাপি কিন্নু সদয়ং হৃদয়ে কুরুষেঽন্যরমণী করণে[১]. । গততৃষ্ণ কৃষ্ণ তব হে বিরহে সুতনস্তনোতি[২] মদনঃ ক দনং. ॥[৩] কাহ্নাঞিঁক বুইল বড়ায়ি বচন মধুরে. ॥ চন্দ্রাবলী রাধা তোর বিরহে মরে. ॥ ১ ॥ লুণী সম দেহ তার রসের সাগরে. । সংপুন্ন যৌবনে রতি ভুঞ্জ[৪] দামোদরে. ॥ ২ ॥ বিলম্ব না কর সুণ সুন্দর মুরারী. ॥ রাধার পরাণে দুখ সহিতেঁ না[৫] পারী. ॥ ৩ ॥ বদন চুম্বিআঁ মাথে হাথ বুলা[৬] ই. ॥ হাথে ধরিআঁ কাকুতী কইল বড়ায়ি. ॥ ৪ ॥ বুইল বারে বারে আগু পাছু বুঝাহি. ॥ রা ধাক তোষহ বোল পালহ কাহ্নাঞিঁ. ॥ ৫ ॥ চিত্তের হরিষে বড়ায়ির কথা শুণী. । ঈসত হাসিআঁ কাহ্নু হৃদয়ত গুণী. ॥ ৬॥ বুইল মনোহর বেশ করু গোআলিনী. ॥ পাশে আসী বৈসু বোলোঁ মধুরস বাণী. ২১৬

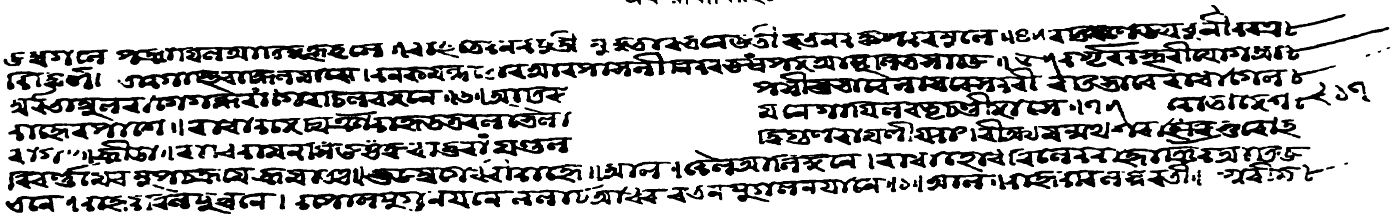
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'কুরুষে মনোহন্যরমণীকরণে'।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'সুতনোস্তনোতি'।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'কদনম্'।
৪. '৮' সূত্রবন্ধনীর পূর্বে।
৫. '৮' সূত্রবন্ধনীর পূর্বে।
৬. '৮' লাইনের শেষে।



২১৭ক

॥ ৭ ॥ কাহ্নের আদেশে গিআঁ বড়ায়ি হরিষে.॥ সত্বরেঁ কহিল সব রাধিকার পাশে.॥ ৮ ॥ রাধার খণেক[1]
ভৈল যুগ সদৃশে.॥ বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে.॥ ৯ ॥ 'ভৈরবীরাগঃ.॥ দণ্ডকঃ.॥ একতালী.॥ মাধ
বস্য নিদেশেন. মুদিতায়া প্রমোদিতঃ[2].। রাধায়া জরতীচক্রে বেশং জনমনোহরং.॥ আল রাধা। শ
ম্ভু সদৃশ তোর খোম্পা.। তাত দিল বেঢ়িআঁ চম্পা.। সিসত সিন্দূর ন[3] সূরে.॥ ১ ॥ গিএ গজমুতী হা
র. মণিমাঝে শোভে তার. উচ কুচযুগল উপরে[4].॥ হআঁ সমান আকারে. সুরেশরী দুঈ ধা
রে. পড়ে যেন সুমেরুশিখরে.॥ ২॥ পহ্রাইল হরিষমণে. কণ্ঠত ভূষণগণে. দেখি আভিসার সুশোভনে
। মিলি হেমকরগণে. বান্ধিল আতি যতনে. যেন কম্বু রতনক রতনে ॥ ৩॥ মণিকিরণ উজলে. আঙ্গদ ভু

১. '৮' লাইনের শেষে।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'প্রমোদিতা'।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'নব'।
৪. 'উ'-এর পর, সূত্রবন্ধনীব পূর্বে '৮' সূত্রবন্ধনীব পববর্তী অংশে 'পরে'।

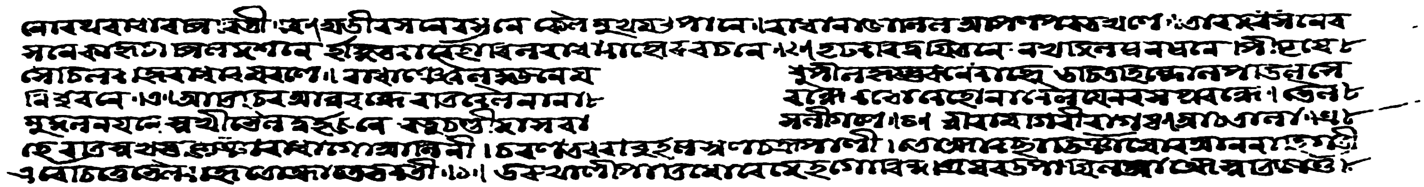


২১৭খ[1]

জযুগলে পহ্রায়িল আতি কুতূহলে ৷। বাহুতে কনক চুড়ী মুকুতা রতনে জড়ী রতন কঙ্কণ করমূলে ৷। ৪ ৷। রতিরণে জয়ধ্বনী করএ[2] কিঙ্কিণী তাক গাঢ়ি বান্ধিল মাঝে। কনকমল্ল[3] তোর আর পাসলী নিকর জংঘ পদ আঙ্গুলিত সাজে ৷। ৫ ৷। কর্পূর কস্তুরী যোগ[4] আ[5] অর[6] তাম্বুলরাগে গন্ধ রাংগে রচিল বদনে ৷। ৬ ৷। আতি রুপসী[7] স্বভাবে লাসবেস করী রতিভাবে রাধা গেল[8] কাহ্নের পাশে ৷। রাধাক দেখিআঁ কাহ্ন[9] উতরল ভৈলা মনে গায়িল বড়ু চণ্ডীদাসে ৷। ৭ ৷। কোড়াদেশ[10] রাগঃ ৷। ক্রীড়া ৷। রাধিকা[11] মনসিজ[12] জ্বরাতুরাং মণ্ডল[13] দ্বিগুণ রামণীয়কাং। বীক্ষ্য মন্মথশরাতুরো[14] হ রি বর্ণ্ণমেবমুপচক্রমে ক্রমাতঃ[15] ॥ ভুজযুগে ধরী কাহ্নে॥ আল ৷। কৈল আলিঙ্গনে। রাধাহো ধরিলেক কাহ্নাঞিঁক আতি জ[16] তনে ৷। কাহ্ন করিল চুম্বনে। কপোল যুগ নয়নে ললাট আধর রতন যুগল নয়ানে ৷। ১ ৷। আল ৷। কাহ্ন করিল সুরতী ৷। পুরী ম

২১৭

১. ২১৭খ থেকে ২২২ক পর্যন্ত তৃতীয় আর একজন লিপিকরের হস্তাক্ষর লক্ষিত হয। তিনি পদযতিস্থানে দ্বিতীয় লিপিকরের মতো বিন্দুচিহ্ন না দিযে মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়েছেন এবং দু'দাঁড়ির স্থলে বিন্দু চিহ্নসহ এক দাঁড়ি দিযে দু'দাঁড়ি বুঝিয়েছেন মনে হয।
২. '৮' লাইনের শেষে।
৩ পাঠে সংশয আছে। বসন্তরঞ্জনের পাঠ গৃহীত হল।
৪. বসন্তরঞ্জনের নির্দেশসহ পরিবর্তিত পাঠ 'যোগে'।
৫. '৮' লাইনের শেষে।
৬. 'আঅর'-এর র-এর উপর একটি রেফচিহ্নের মতো রযেছে। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : একে আ-কার ধরে 'আঅার' পরে 'আঅর' সংশোধিত পাঠ ধরেছেন।
৭. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'রূপসী'।
৮. '৮' লাইনের শেষে।
৯. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'কাহ্নে'।
১০ '৮' লাইনের শেষে।
১১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'রাধিকাং'।
১২. 'মনসিজঃ' লিখে 'ঃ' চিহ্নটি কেটে দেওয়া হয়েছে।
১৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'মণ্ডন'।
১৪. 'শরাহরি' লিখে 'হরি' কেটে 'তুরো' লিখিত হযেছে।
১৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'ক্রমাৎ'।
১৬ '৮' লাইনের শেষে।

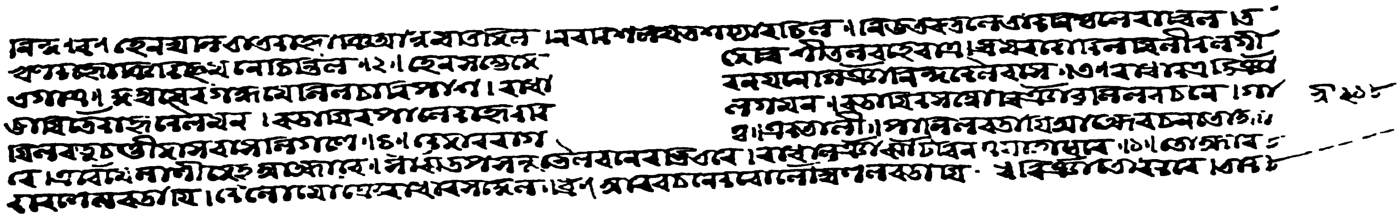


২১৮ক

নোরথ রাধার পিরিতী ·। ধ্রু ·। যুড়ী রসনে রসনে কৈল মুখমধু পানে ·। রাধা না জাণিল আপণ পব তখণে ·। তার দসনের[১] সনে কাহ্ন চাপিল দশনে ইঙ্গিতকারেঁ হারিল রাধা কাহ্নের বচনে ·। ২ ·। দৃঢ় করি দুয়ি তনে. নখ দিল ঘন ঘনে। পীযুষে[২] সেচিল কাহ্ন রাধা রাম রণে[৩] ·। রাধাএঁ কৈল কুজনে মধু পীল হৃষ্ট কাহ্নে[৪] উচিত হিল্লোল পড়িল সে নিধুবনে ·। ৩ ·। আতি চির আনুবন্ধে। রতি কৈল নানা[৫] বন্ধে। কভো কেহো না কৈল যেন রস প্রবন্ধে ·। ভৈল[৬] মুকুল নয়নে সুখী ভৈল দুই জনে. বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ·। ৪ ·। শ্রীরামগিরী রাগঃ ·। আঠতালা ·। এ[৭] হে রতিসুখ ভুঞ্জিএঁ রাধা গোআলিনী। চরণত ধরী বুইল সুণ চক্রপাণী। তোহ্মাক ছাড়িএঁ মোর আন নাহি গতী এবেঁ চিত্তে ভৈল কাহ্ন তোহ্মাতে ভকতী ·। ১ ·। উরুখানী পাতি মোরে দেহ গোবিন্দ.। শ্রম বড় পায়িল আহ্মে সুতি জাওঁ[৮]

১. 'দরসনের' লিখে প্রথম 'র' কেটে দেওয়া হয়েছে।
২. '৮' লাইনের শেষে।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'রাধার মণে'।
৪. 'কনে' লিখে কেটে 'কাহ্ন' লিখিত হয়েছে।
৫. '৮' সূত্রবন্ধনীর পূর্বে।
৬. '৮' লাইনেব শেষে।
৭. '৮' লাইনের শেষে।
৮. '৮' লাইনেব শেষে।

অথ রাধাবিরহঃ



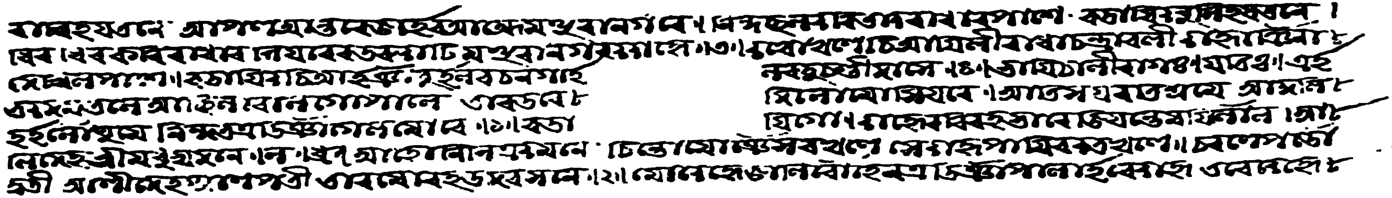
২১৮খ

শ্রী২১৮

নিন্দ ·। ধ্রুং ·। হেন সুণি তাত কাহ্নাঞিঁ আনুমতি দিল। নব কিশলয়ত শয্যা রচিল ·। নিজ উরুতলে তাক নিশ্চলে রাখিল। ত
খণ কাহ্নাঞিঁ কিছু মনে চিন্তিল ·। ২ ·। হেন সম্ভেদে দেখি শীতল বহে বাএ। ভ্রমর কোকিল মিলী কলগী
ত গাএ ·। কুসুমের গন্ধ মেলিল চারি পাশ। রাধার নয়নে গিএাঁ নিন্দ কৈল বাস ·। ৩ ·। রাধাক এড়িএাঁ
জায়িতেঁ কাহ্ন কৈল মন। বড়ায়ির পাশে কাহ্ন করিল গমন ·। বড়ায়িক সম্বোধিএাঁ বুলিল বচনে। গা
য়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ·। ৪ ·। কেদাররাগঃ ·। একতালী ·। পালিল বড়ায়ি আহ্মে বচন তোহ্মা
রে। এবেঁ মেলাণী দেহ আহ্মারে ·। সাঁঝ উপসন্ন ভৈল বনের ভিতরে। রাধা লএাঁ ঝাঁট বিনএ যাহা ঘরে ·। ১ ·। তোহ্মার[১]
কারণে ল বড়ায়ি। কৈলো মোঞঁ রাধার সঙ্গে ল ·। ধ্রুং ·। আর বচনেক বোলোঁ সুণ ল বড়ায়ি. ধবিএাঁ তোর করে। তাক[২]

১. '৮' লাইনের শেষে।

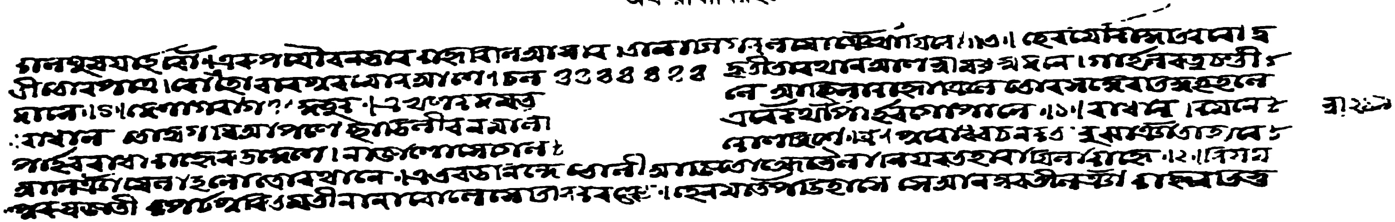
২. '৮' লাইনের শেষে।



২১৯ক

রাখিহ যতনে আপণ আন্তরে জাইব আহ্মো মথুরা নগরে ·।[1] নিন্দ ছল করি তাক[2] রাধার পাশে. বড়ায়িক বুলিহ[3] যতনে।
ধির ধির করি রাধার শিয়রের উরু কাড়ি[4] মথুরা নগরক কাহ্নে ·। ৩ ·। ক্ষণেখণে চিআয়িলী রাধা চন্দ্রাবলী কাহ্নাঞিঁ না[5]
দেখিল পাশে। বড়ায়িক চিআইঞাঁ বুইল বচন গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ·। ৪ ·। ভায়িঠালীরাগঃ ·। যতিঃ ·। এই
ত কদমতলে আছিলা বালগোপালে তার উরে দিলোঁ মো সিয়রে ·। আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি[6]
হইলোঁ ঘুমে নিন্দত এড়িঞাঁ গেল মোরে ·। ১ ·। বড়ায়ি গো ·। কাহ্নের বিরহভারে জিয়ন্তে ময়িলোঁ ল। আ
ণি দেহ শ্রীমধুসূদনে ·। ল ·। ধ্রু ·। আহোনিশি এক মনে. চিন্তো মোঞেঁ সব খণে সে কাহ্ন পায়িব কত খণে ·। চরণে পড়োঁ
দূতী আণী দেহ প্রাণপতী তার মোর হউ দরশনে ·। ২ ·। মো কেহ্নে জাণিবোঁ হেন এড়িঞাঁ পালাইবে কাহ্ন তবে কেহ্নে[7]

১. লিপিকর এখানে '২·।' লিখতে ভুল করেছেন।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'থাক'। অর্থের দিক থেকে সংশোধিত পাঠ শ্রেয়তর মনে হয়।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'বুলিল'। অর্থের দিক থেকে সংশোধিত পাঠ শ্রেয়তর মনে হয়।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : সংস্করণে অর্থসঙ্গতির জন্যে 'গেলা' যোগ করা হয়েছে।
৫. '৮' লাইনের শেষে।
৬. '৮' লাইনের শেষে।
৭. '৮' লাইনের শেষে।



২১৯খ

শ্রী২১৯

কাল ঘুম যাইবোঁ ·। এ রুপ যৌবনভার কাহ্ন বিণি আসার। তা লাগি গরল মোএঁ খায়িবোঁ ·। ৩ ·। হের মোঁ কাকুতি করবোঁ দুতী তোর পাএ। রোঁ[1] এহোবার[2] পুর মোর আশে ·। চল[3] দূতী তার থান[4] আণ শ্রীমধুসূদনে। গাইল বড়ু চণ্ডী[5] দাসে ·। ৪ ·। দেশাগ রাগঃ। কুড়ুক[6].। এখণ কদমতলে আছিলা কাহ্নাঞিঁ ল তোর সঙ্গে রতি কুতূহলে ·। রাধা ল. তো মুগধি আপণে ছাড়িলী বনমালী এবেঁ কথাঁ পাইব গোপালে ·। ১ ·। রাধা ল কিমনে[7] পাইব রাধা কাহ্নের উদ্দেশে। না জাণো সে গেল[8] কোণ দেশে ·। ধ্রু ·। প্রবোধ বচন কত বুঝাএঁা তাহারে[9] আণিএঁা মেলাইলো তোর থানে.। এত বড় নিন্দে ভোলী আজি তোহ্মে ভৈলা শিয়রত হারায়িলা কাহ্নে ·। ২ ·। বিষম পুরুষ জাতী কপট পুরিত মতী নানা বোলে সে তিরিক রঙ্গে ·। হেন মতেঁ পড়িহাসে সে আন যুবতী লএঁা কাহ্ন রতি ভু

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'বোঁ'-এর পরিবর্তে, 'ধরবোঁ'। অর্থ ও ছন্দের দিক থেকে এই পাঠ সঙ্গততর।

২. এহোবার-এর 'এ' তোলাপাঠে ঠিক লাইনের উপরে লিখিত হয়েছে।

৩. লিপিকর সম্ভবত ভুলক্রমে সূত্রবন্ধনীর জন্যে 'চল' ও 'দূতী'র মাঝে ফাঁক দিয়েছিলেন। সব পাতাতেই সূত্রবন্ধনীর ফাঁক ৩য়, ৪র্থ, ৫ম লাইনে। ২য় লাইনে নয়। সেটা খেয়াল হবার পর সাতটি বিসর্গ চিহ্ন দিয়ে ওই ফাঁক পূরণ করেন।

৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'থানে'।

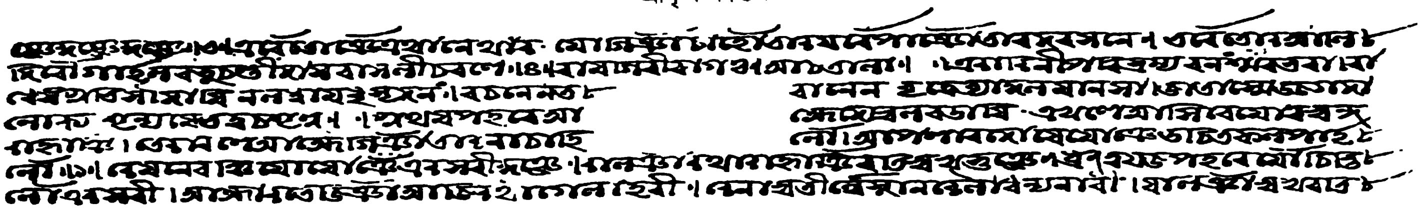
৫. '৮' লাইনের শেষে।

৬. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'কুড়ুকঃ'।

৭. '৮' লাইনের শেষে।

৮. '৮' সূত্রবন্ধনীর পূর্বে।

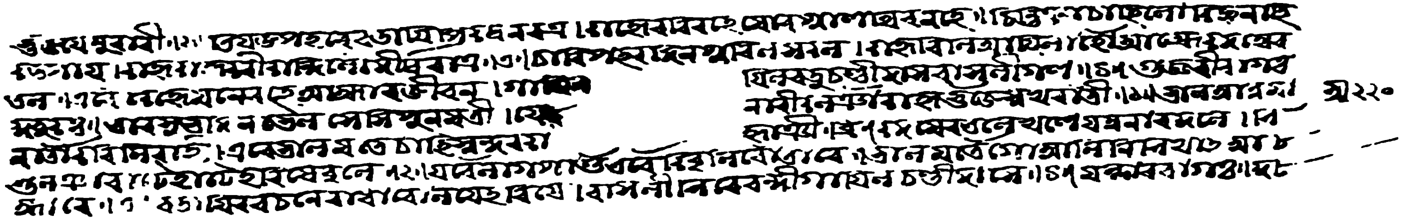
৯. '৮' লাইনের শেষে।



২২০ক

ঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে ·। ৩ ·। এবেঁ তোএঁ এথানে[১] থাক. মো গিএঁা চাহোঁ তাক যবেঁ পাএঁা তার দরসনে ·। তবেঁ তোক আণে[২]
দিবোঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস[৩] বাসলীচরণে ·। ৪ ·। রামগিরীরাগঃ ·।'আঠতালা ·। একাকিনী পরিভ্রম্য বনং শ্মরভরা।[৪] রা
ধে সংপ্রতি সীদামি ন লব্ধা মধুসূদনং ·। বচনেন তবানেন[৫] বৃদ্ধে ব্যাকুলমানসা। জাতাস্মেঞ্জগদা
লোক্য[৬] শূন্যমেতদ্বচ[৭] শৃণু ·। প্রথম পহরে আহ্মে দেখিল বড়ায়ি. এখণে আসিবে মোর সুন্দ[৮]
কাহ্নাঞিঁ। তেকারণে আহ্মে গিএঁা তাক না চাহিলোঁ। আপণার দোষে মোএঁ উচিত ফল পাই[৯]
লোঁ ·। ১ ·। কেমনে বঞ্চিমো মোএঁ একসরী কুঞ্জে ·। কা লএঁা কথা কাহ্নাঞিঁ রতিসুখ ভুঞ্জে ·। ধ্রু ·। দুয়জ পহরে মোঁ চিন্তি[১০]
লোঁ একসরী। আহ্মাক তেজিএঁা আজি কথাঁ গেলা হরী ·। কে না সুতীর্থে[১১] স্নান কৈলা ধন্য নারী। যা লএঁা সুখরতি[১২]

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'এখানে'।
২. '৮' লাইনের শেষে।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : '[বন্দিএঁা] বাসলীচরণে'।
৪ বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'বনং শ্রমভরা [তুরা]'।
৫. 'ত'-এর পর সূত্রবন্ধনীর পূর্বে '৮'। পরে 'বানেন' লিখিত হয়েছে।
৬. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'জাতাস্মি জগদালোক্য'।
৭. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : শূন্যমেতদ্‌বচঃ'।
৮. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'সুন্দর'।
৯. '৮' লাইনের শেষে।
১০. '৮' লাইনের শেষে।
১১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'সুতীর্থে'।
১২. '৮' লাইনের শেষে।



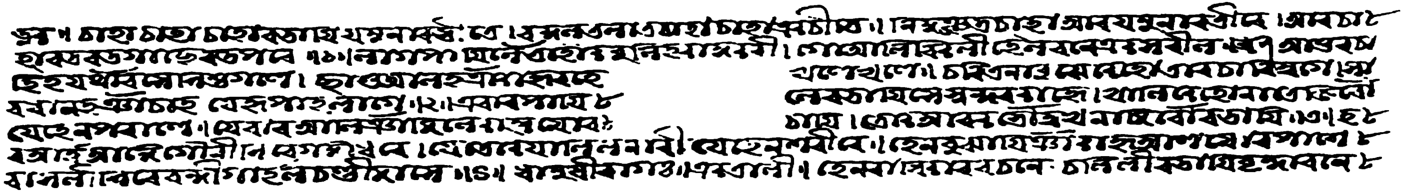
২২০খ

ভুঁজয়ে মুরারী ৷৷ ২ ৷৷ তিয়জ পহরে বড়ায়ি পিক ঘন রএ। কাহ্নের বিরহে মোর প্রাণ থির নহে ৷৷ চিন্তিএঁা চাহিলোঁ কিছু[১] নাহি ক উপায়[২]। কাহ্ন কাহ্ন করী কান্দিলোঁ দীর্ঘ রাএ ৷৷ ৩ ৷৷ চারি পহর দিন পুরিল সকল। কাহ্ন বিণি আয়িলাহোঁ আহ্মে কদম্বের তল ৷৷ এবেঁ কেহ্নে মনে রহে আহ্মার জীবন। গায়িল[৩] বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ৷৷ ৪ ৷৷ গুজ্জরীরাগঃ

শ্রী২২০

কুডুকঃ[৪] ॥ তার শুভ দিন ভৈল সেসি পুনমতী। যে[৫] নারীক লএঁা কাহ্ন ভুঁজে সুখরতী ৷৷ ১ ৷৷ ভাল আনুমা ন তোঁ করিলি রাহী। এবে ভালমতে চাহি সুন্দর কাহ্নাএঁী ৷৷ ধ্রু ৷৷ কদমের তলে খণে যমুনার দলে[৬]। শি শু লএঁা বাটে হাটে হরিষে বুলে ৷৷ ২ ৷৷ যবেঁ লাগ পাওঁ তবেঁ কি বুলিবোঁ তারে ৷৷ ভালমতেঁ গোআলিনি শিখাহ আ[৭] হ্মারে ৷৷ ৩ ৷৷ বড়ায়ির বচনে রাধা বোলয়ে হরিষে। বাসলী শিরে বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে ৷৷ ৪ ৷৷ মল্লাররাগঃ ৷৷ কু[৮]

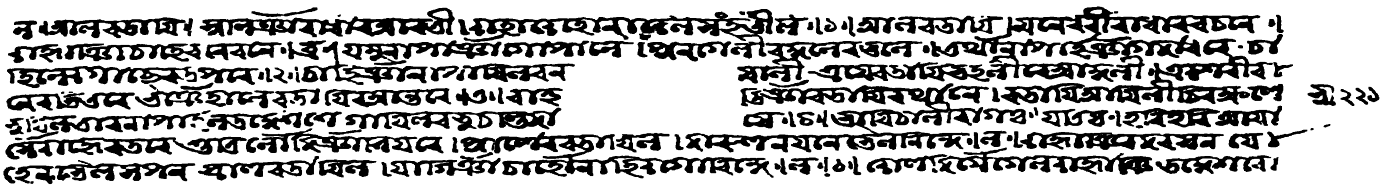
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'কিছ'।
২. বসন্তরঞ্জনের পা‍ঠ : 'উপায়ে'। মিলের দিক থেকে এই পাঠ সঙ্গততর।
৩. এখানে কাগজে কালি ছড়িয়ে গেছে। 'যিল' অংশটি পুনর্বার লিখিত হয়েছে।
৪. বসন্তবঞ্জনের পাঠ : 'কুডুকঃ'।
৫. এখানেও কিছুটা কালি ছড়িয়ে গেছে।
৬. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'কুলে'। এটিই সঙ্গততব পা‍ঠ।
৭. '৮' লাইনের শেষে।
৮. '৮' লাইনের শেষে।



২২১ক

ডুক[১] ·। চাহা চাহা চাহা বড়ায়ি যমুনার ভীতে। বকুলতলাত চাহা চাহা একচীতে ·। নিকুঞ্জত চাহা আর যমুনার তীরে। আর চা[২]
হা বড় বড় গাছের উপরে ·। ১ ·। লাগ পায়িলেঁ তাক[৩] বুলিহ ক'কু করী। গোআলি বিকলী হৈল বনে একসরী ল ·। ধ্রু ·। আওর চা
হিহ যথাঁ বসে শিশুগণে। ছাওআল হআঁ[৪] কাহ্নু রহে খণে খণে ·। চরিত না বুঝে কেহো তার চারি যুগে। সা
বধান হঞাঁ চাহ যেহ্ন পাহ লাগে ·। ২ ·। এবার পায়িলে[৫] বড়ায়ি সে সুন্দর কাহ্নে। খাণিকেহো না তেজিবোঁ
যেহেন পরাণে ·। য়েবার আণিঞাঁ দিলে কাহ্নু মোর[৬] ঠায়ি। তোক আর কভোঁ দুখ না দিবোঁ বড়ায়ি ·। ৩ ·। হ[৭]
র আর্দ্ধ আঙ্গে গৌরী শিরে গঙ্গা ধরে। যেতেকে[৮] যাণিল নারী যেহেন শরীরে ·। হেন বুঝায়িঞাঁ কাহ্নু আণ মোর পাশে[৯]
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ·। ৪ ·। ধানুষীরাগঃ ·। একতালী ·। হেন রাধিকার বচনে. চলিলী বড়ায়ি বৃন্দাবনে[১০]

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'কুড়ক্কঃ'।
২. '৮' লাইনের শেষে।
৩. 'তাহাক' লিখে 'হা' কেটে দেওয়া হয়েছে।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'হঞাঁ'।
৫. 'পায়ি'-এর পর '৮', সূত্রবন্ধনী শেষে 'লে'।
৬. '৮' সূত্রবন্ধনীব পূর্বে।
৭. '৮' লাইনের শেষে।
৮. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'য়েতেক'।
৯. '৮' লাইনের শেষে। বসন্তরঞ্জনের পাঠ : এখানে প্রত্যাশিত এক দাঁড়ি দেওয়া হয়েছে।
১০. '৮' লাইনের শেষে।



২২১খ

ল ·। আল বড়ায়ি ·। সুনিঞাঁ রাধার আরতী। কাহাকেহো না কৈল সংহতী ল ·। ১ ·। আল বড়ায়ি। মনে ধরী রাধার বচনে ·। কাহ্নাঞিঁক চাহে বনে বনে ·। ধ্রু ·। যমুনা পাঞাঁ[1] গোপালে। পুন গেলী বকুলের তলে ·। তথাঁ না পাইঞাঁ গদাধরে. চাহিলেক গাছের উপরে ·। ২ ·। চাহিঞাঁ না পায়িল বনমালী ·! শ্রমে বড়ায়ি ভইলী বেআকুলী ·। একশরী ব[2]নের ভিতরে ভঞেঁ হালে বড়ায়ির আন্তরে ·। ৩ ·। বাহুড়িঞাঁ বড়ায়ির[3] থানে। বড়ায়ি আয়িলী চিরক্ষণে

শ্রী২২১

বুয়িল তার না পাইল উদ্দেশে[4]। গায়িল[5] বড়ু চণ্ডীদাসে ·। ৪ ·। ভাঠিয়ালী রাগঃ ·। যতিঃ ·। হরি হরি আয়াসেঁ কাহ্নের উরে শুতিলোঁ দিঞাঁ শিয়রে। প্রাণের বড়ায়ি ল। দারুণ নয়নে ভৈল নিন্দে ·। ল ·। কাহ্নাঞিঁর দরশন যে[6]হেন ভৈল সপন প্রাণ বড়ায়ি ল। যাগিঞাঁ চাহোঁ নাহিক গোবিন্দে ·। ল ·। ১ ·। কোণ দিগেঁ গেল কাহ্নাঞিঁ উদ্দেশ বো

১ বসন্তরঞ্জনেব পাঠ : 'যমুনাত না পাঞাঁ'।

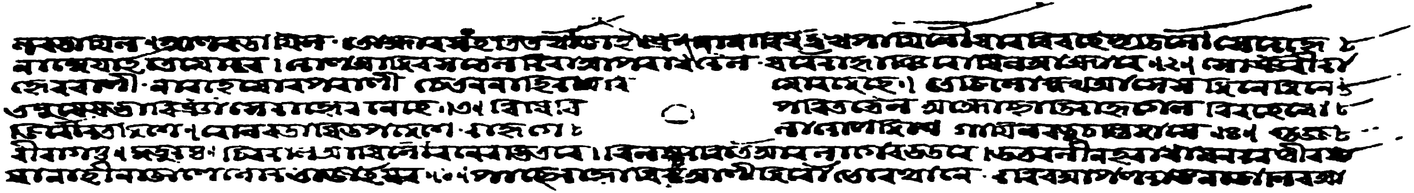
২. '৮' লাইনেব শেষে।

৩. বসন্তরঞ্জনেব পাঠ : 'রাধিকার'। অর্থসঙ্গতিব জন্যে এই পাঠই সঙ্গত।

৪ 'উদ্দেশশে' লিখে প্রথম 'শ' কেটে দেওযা হযেছে।

৫ বসন্তরঞ্জনেব পাঠ : 'গাইল'।

৬ '৮' লাইনেব শেষে।

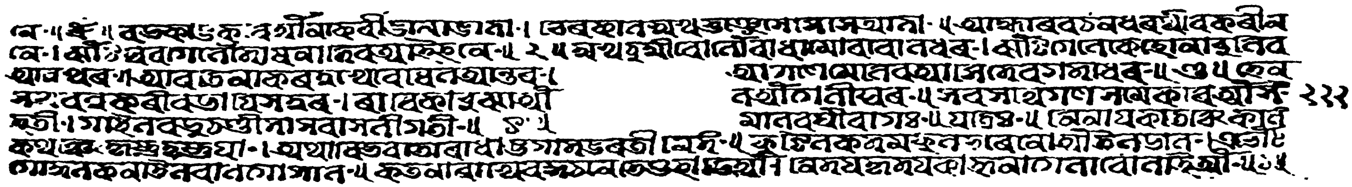


২২২ক

ল বড়ায়ি ল ·। প্রাণ বড়ায়ি ল. তোহ্মার সংহতি তথাঁ জাই ·। ধ্রু ·। নানাবিধ দুখ পায়িলোঁ যার বিরহে পুড়িলোঁ[১] সে কেহ্নে[২] নান্দে যাইতে মোরে; বোল আদিবস ভৈল কিবা আপরাধ বৈ'ল. যবেঁ কাহ্নাঞিঁ রোষিল আহ্মারে ·। ২ ·। সোঞঁরী কাহ্নের বাণী. না রহে মোর পরাণী চেতন নাহিক মোর[৩] দেহে ·। তেজিলো সুখ আসেস দিনে দিনে[৪] তনু যেষ ভাবিঞাঁ সে কাহ্নের নেহে ·। ৩ ·। বিধি বিপরিত ভৈল আহ্মা ছাড়ি কাহ্নু গেল বিরহে[৫] মো[৬] জিবোঁ কত দিশে ·। বোল বড়ায়ি উপদেশে. কাহ্নু গেলা[৭] কোণ দিশে গায়িল বড়ু চণ্ডীদাসে ·। ৪ ·। গুর্জ্জ[৮]রীরাগঃ ·। কুড়ুকুঃ[৯] ·। চিরকাল আয়িলোঁ বনের ভিতরে। বিলম্ব করিতেঁ আর লাগে বড় ডরে। উতরলী নহ রাধা মন কর থীর[১০] যা নাহী[১১] না জাণে লোক তা জাই ঘর ·। ১ ·। পাছে কাহ্নায়িক আণী দিবোঁ তোর থানে। করিব আপণ কাজ না জাণিব আ

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : পুড়িলোঁ।
২ '৮' লাইনেব শেষে।
৩. সূত্রবন্ধনীস্থানে 'মোর' লিখে কেটে দিয়ে, সূত্রবন্ধনীর পব পুনর্বাব লিখিত হযেছে।
৪ '৮' লাইনের শেষে।
৫ বসন্তবঞ্জনের পাঠ : 'বিরহেঁ'।
৬. '৮' লাইনের শেষে।
৭ '৮' সূত্রবন্ধনীব আগে 'গে', তাবপর '৮', সূত্রবন্ধনীর পর 'লা'।
৮. '৮' লাইনের শেষে।
৯ বসন্তরঞ্জনেব পাঠ : 'কুড়ুকুঃ'।
১০ 'যা' লিখে কেটে দিযে. '৮' লাইনের শেষে। বসন্তরঞ্জনের পাঠে 'যা' রক্ষিত হয়েছে।
১১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'যা য়ানাহী'। এই পাঠে অর্থ করা কঠিন।

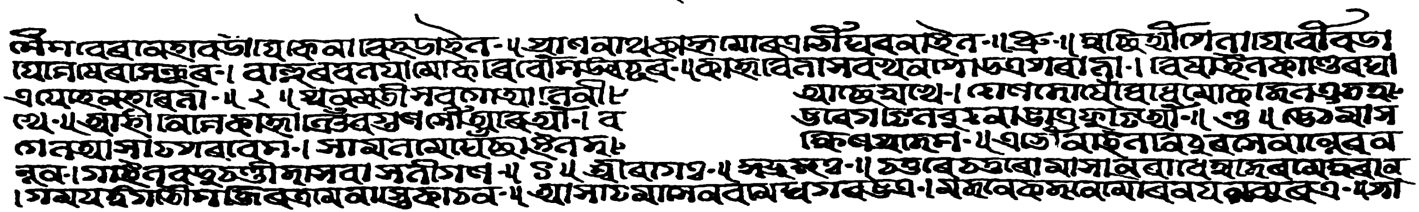
অথ রাধাবিরহঃ



২২২খ[1]

নে. ॥ ধ্রু ॥ বড় কাজ করিআঁ না করী জানাজাণী. । চিরকাল সুখ ভুঞ্জে সেসি সিআণী. ॥ আহ্মার বচন ধর থীর করী ম
নে. । ঝাঁট ঘর গেলেঁ দোষ না দিব আইহনে. ॥ ২ ॥ মুখ চুম্বী বোলোঁ রাধা মোর বোল ধর. । ঝাঁট গেলে কেহো না বুলিব
আনুখর. ॥ আরতি না কর দুখে বেধিল আন্তর. । আপণে মেলিব আসি দেব গদাধর. ॥ ৩ ॥ হেন
স প্রবন্ধ করী বড়ায়ি সত্বর. । রাধিকা বুঝাআঁ লআঁ গেলী ঘর. ॥ সব সখিগণ সমে করিআঁ সং
হতী. । গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী. ॥ ৪ ॥ মালবশ্রী রাগঃ. ॥ যতিঃ. ॥ নিনায় কতিচিৎ কালং[2] ২২২
কথঞ্চিৎ কৃষ্ণ তৃষ্ণয়া. । অথাধিভবতো রাধা জগাদ জরতীমিদং. ॥ ফুটিল কদমফুল ভরে নোঁআইল ডাল. । এভোঁ[3]
গোকুলক নাইল বাল গোপাল. ॥ কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ. । নিদয়হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ. ॥ ১ ॥

১. এখান থেকে পুথির শেষ পর্যন্ত প্রথম লিপিকর ফিরে এসেছেন।
২ বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'কালান্'।
৩. '৮' লাইনের শেষে।

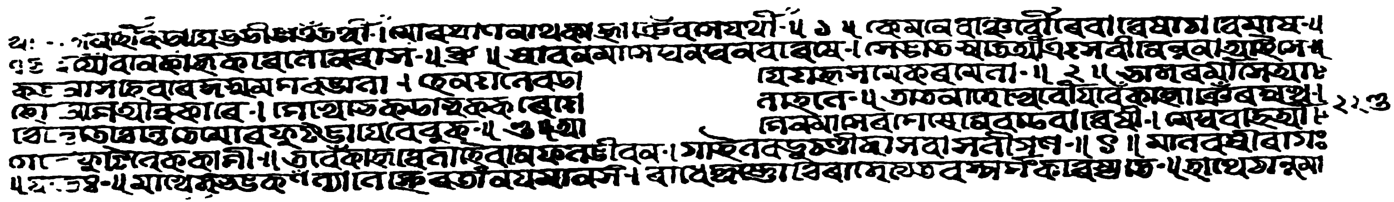


২২৩ক

শৈশবের নেহা বড়াযি কে না বিহড়াইল.॥ প্রাণনাথ কাহ্নু মোর় এভোঁ ঘর নাইল.॥ ধ্রু॥ মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়া
য়ি শিষের সিন্দূর.। বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর.॥ কাহ্নু বিনী সব খন পোড়এ পরাণী.। বিষাইল কাণ্ডের ঘা
এ যেহেন হরিণী.॥ ২॥ পুনমতী সব গোআলিনী[1] আছে সুখে.। কোণ দোষেঁ বিধি মোক দিল এত দু[2]
খে.॥ আহোনিশি[3] কাহ্নাঞিঁর গুণ সোঁঅরিআঁ.। বজরে গঢ়িল বুক না জাএ ফুটিআঁ.॥ ৩॥ জেঠ মাস
গেল আসাঢ় পরবেশ.। সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ[4] প্রদেশ.॥ এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের ন
ন্দন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ.॥ ৪॥ শ্রীরাগঃ.॥ কুড়ুক্কঃ.॥ চতুরে চতুবো মাসান রাধে মুদিরমেদুরান
। গময ত্বং গতৌ শক্তিরত্র মে নাস্তি কাচন.॥ আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ.। মদনে কদনে মোর নয়ন ঝুরএ.॥ পা

১. '৮' সূত্রগ্রন্থির পূর্বে।
২. '৮' লাইনের শেষে।
৩. 'হো'-এর ও-কার নাগরী লিপিতে লেখা হযেছে।
৪. 'দ'-এর পর, সূত্রগ্রন্থিব পূর্বে '৮' পরে 'ক্ষিণ'।

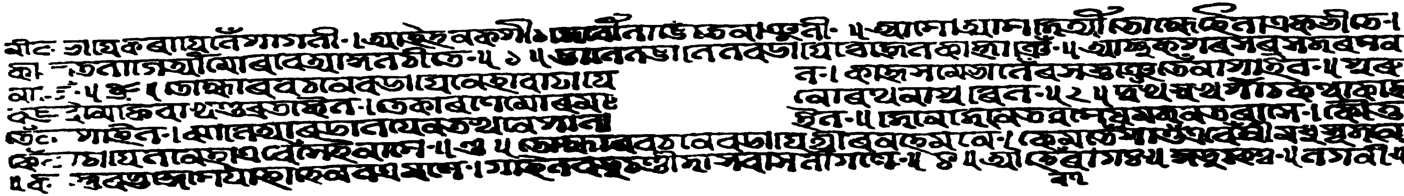
অথ রাধাবিরহঃ



২২৩খ

ৠী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথাঁ.। মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁ বসে যথাঁ.॥ ১॥ কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাষ.॥
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস.॥ ধ্রু॥ শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে.। সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে॥
কত না সহিব রে কুসুমশরজালা.। হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা.॥ ২॥ ভাদর মাঁসে আ[১]
হোনিশি আন্ধকারে.। শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে.॥ তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁর মুখ.।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট[২] জায়িবে বুক.॥ ৩॥ আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী.। মেঘ বহিআঁ[৩]
গেলে[৪] ফুটিবেক কাশী.॥ তবেঁ কাহ্ন বিণী হৈব নিফল জীবন.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ.॥ ৪॥ মালবশ্রীরাগঃ
॥ যতিঃ.॥ মা খেদং ভজ কল্যাণি[৫] স্থিরতাং নয় মানসং.। রাধে কৃষ্ণো চিরাদেত্য তব স্পর্শং করিষ্যতি.॥ হাথে চান্দ মা

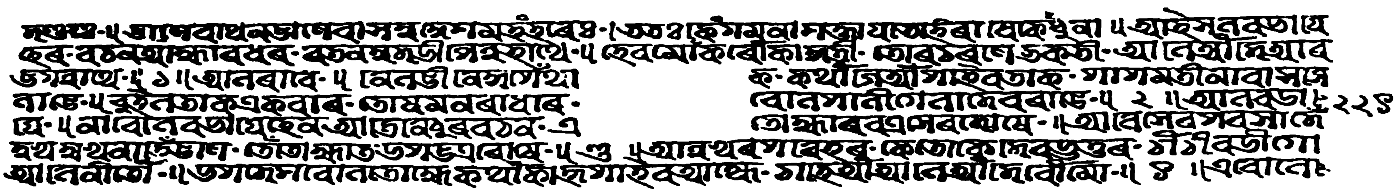
১. '৮' লাইনের শেষে।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'ফুটি'। অর্থের দিক থেকে এই পাঠ সঙ্গততর।
৩. '৮' লাইনের শেষে।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'গেলেঁ'।
৫. 'কল্যানি'-এর 'ক'-এর পর কোনো বর্ণ লিখতে গিয়ে, কেটে দিয়ে 'ল্যাণি' লিখেছেন।



২২৪ক

নী বড়ায়ি করায়িলেঁ পাগলী.। আইহনক পীঠ দিলোঁ লাজে তেনাঞ্জলী[1]. ॥ আশো আশ দিআঁ তোহ্মে হৈলা একভীতে.।
কাহ্নত লাগিআঁ মোর বেআকুল চীতে.॥ ১ ॥ জাণিল জাণিল বড়ায়ি চিহ্নিল কাহ্নাঞিঁ.॥ আছুক পরসরস দরশন
নাহিঁ.॥ ধ্রুং॥ তোহ্মার বচনে বড়ায়ি নেহা বাঢ়ায়িল.। কাহ্ন সমে ভালেঁ রস ভুঞ্জিতেঁ না পাইল.॥ পুরু
ব জরমে কিবা খণ্ডব্রত কৈল.। তেকারণে মোর মনোরথ না পুরিল.॥ ২ ॥ দুখ সুখ পাঁচ কথা কহি
তেঁ না পাইল.। ঝালিআর ডাল যেন তখনে পালাইল.॥ দিনে দিনে তনু শেষ মদনতরাসে.। কৌতু
কেঁ বাঢ়ায়িল নেহা এবেঁ সেই নাশে.॥ ৩ ॥ তোহ্মার বচনে বড়ায়ি থীর নহে মনে.। কেমতেঁ পাওঁ এবেঁ শ্রীমধুসূদনে
॥ কাহ্নের উদ্দেশে[2] যাহা হেন লএ মণে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে.॥ ৪ ॥ আহের[3]রাগঃ.॥ কুড়ুক্কঃ.॥ লগনী.॥

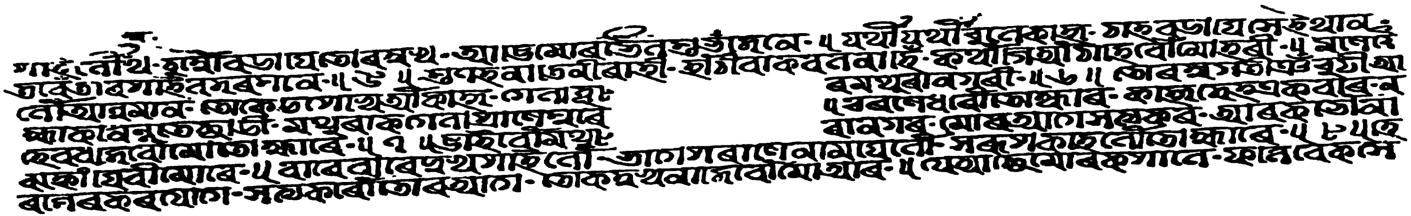
১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'তিলাঞ্জলী', এটি সঙ্গততর পাঠ মনে হয়।
২. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'উদ্দেশে'।
৩. 'আহের'-এর 'র' বর্ণটি মার্জিনের নীচে চিহ্ননির্দেশ-সহ লিখিত।



২২৪খ

দশুকঃ ॥ জানে বাথ ন জানে বা সমুদ্দেশমহং হরেঃ. । ততঃ কিং গমনাশক্তা যতোহং রাধিকেঽধুনা ॥ আইস ল বড়ায়ি
হের. বচন আহ্মার ধর. রতনমুদড়ী পিন্ধ হাথে. ॥ হের মোঁ করোঁ কাকুতী. তোর চরণে ভকতী. আণিআঁ দিআর
জগন্নাথে. ॥ ১ ॥ আল রাধে. ॥ নিলজী নিকুপেঁ থাক. কথাঁ গিআঁ পাইব তাক. পাপমতী না বাসসি
লাজে. ॥ বুইল তাক একবার. তোষ মন রাধার. বোল পালী গেলা দেবরাজে. ॥ ২ ॥ আল বড়া[১]
য়ি. ॥ না বোল বড়ায়ি হেন. আতি নিঠুর বচন. এ তোহ্মার বএসের দোষে. ॥ আলিসের পরসার্দে ২২৪
দুখমুখ নাহিঁ জাণ. তেঁ তোহ্মাত উপজএ রোষে. ॥ ৩ ॥ আনুখর পরিহর. কে তোকে দিব উত্তর. ঠাঁঠী বড়ী গো
আলিনী তোঁ. ॥ উপদেশ বোল তোহ্মো কথাঁ কাহ্ন পাইব আহ্মে চাহিআঁ আণিআঁ দিবোঁ মো. ॥ ৪ ॥ এ বোলে[২]

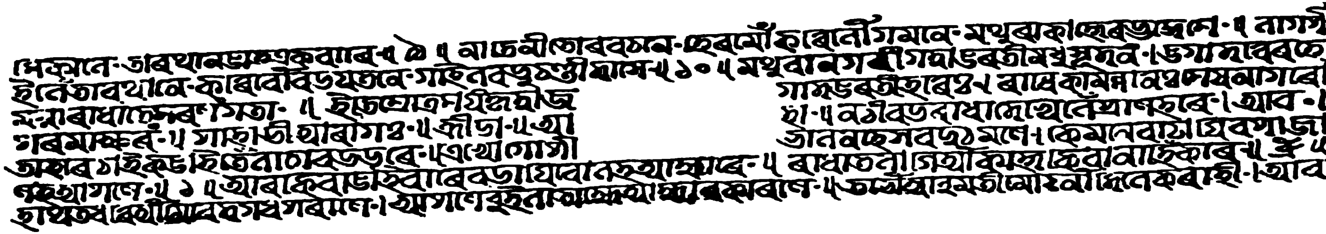
১. '৮' লাইনের শেষে।
২. '৮' লাইনের শেষে।



২২৫ক

পাইলোঁ সুখ[১]. চুম্বোঁ বড়ায়ি তোর মুখ. আজি মোর ভৈল শুভদিনে.॥ যথাঁ যথাঁ বুলে কাহ্ন. চাহ বড়ায়ি সেই থান.
তবেঁ তার পাইব দরশনে.॥ ৫॥ শুণহ নাতিনী রাহী. হাঁঠীবাক বল নাহিঁ. কথাঁ গিআঁ চাহিবোঁ মো হরী.॥ মণে কৈ
লোঁ আনুমান. তোকে উপেখিআঁ কাহ্ন. গেলা দূর[২] মথুরা নগরী.॥ ৬॥ তোর যুগতীএঁ বুঢ়ী আ
ন্মাক নিন্দতে ছাড়ী. মথুরাক গেলা প্রাণেশ্বরে॥ চরণে ধরোঁ তোহ্মার. কাহ্ন দেহ একবার. ন
হে বধ দিবোঁ মো তোহ্মারে.॥ ৭॥ জাইবোঁ মথুরা[৩] নগর. মোর আগে সত্য কর. আর কভোঁ না
ঝঙ্কায়িংবী[৪] মোরে.॥ বারে বারে দুখ পাইলোঁ. ভাগে পরাণে না মরিলোঁ. সরূপ কহিলোঁ তোহ্মারে.॥ ৮॥ হে
র শির করযোগে. সত্য করোঁ তোর আগে. তোক দুখ না দিবোঁ মো আর.॥ যে আছে মোর কপালে. ফলিবেক সে

১. 'সুখ'-এর 'সু' মার্জিনের উপরে চিহ্ন-নির্দেশসহ লিখিত।
২. 'দূর'-এর 'দূ'-এর পর, সূত্রবন্ধনীর পূর্বে '৮'।
৩. 'মথু'-এর পর '৮', তারপর সূত্রবন্ধনী শেষে 'রা' লিখিত।
৪. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'ঝঙ্কায়িবী'।

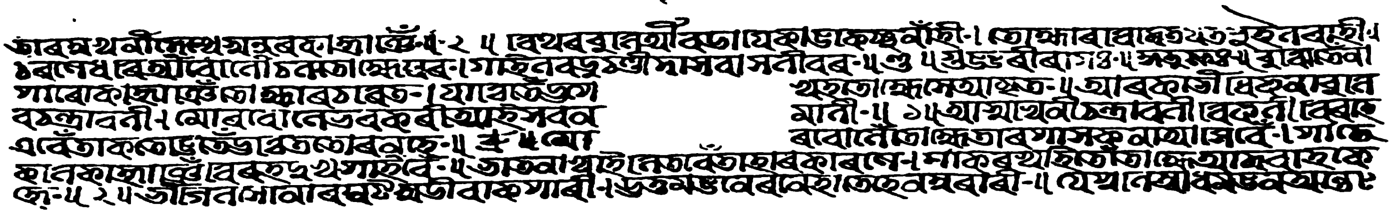


২২৫খ

২২৫

সি কালে. তার থান জাহ একবারে[১]. ॥ ৯ ॥ নাতিনী তোর বচনে. হের মোঁ করিলোঁ গমনে. মথুরা কাহ্নের উদ্দেশে.॥ লাগ পা[২]
ইলেঁ তার থানে. করিবোঁ বড় যতনে. গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে.॥ ১০ ॥ মথুরানগরীং গত্বা জরতী মধুসূদনং.। জগাদ বিরহে
মগ্না রাধা তে শরণং গতা.॥ ইতি শ্রোত্রশয়ং কৃত্বা জগাদ জরতীং হরিঃ.। রাধিকামন্ন নিঃশেষ নাগরো
পরমাক্ষরং.[৩]॥ পাহাড়ীআ রাগঃ.॥ ক্রীড়া.॥ আহা.। নঠী বড় রাধা দেখিলেঁ প্রাণ হরে.। আল.।
তাহার ঠাইক জাইতেঁ লাগে বড় ডরে.॥ এখো গোপী ভাল নহে সব দুঠ মণে.। কেমনে বাড়ায়িব পা জা
ণহ আপণে.॥ ১ ॥ আর কিবা জাইবারে বড়ায়ি বোলহ আহ্মারে.॥ রাধাত লাগিআঁ কাহ্ন কিবা নাহিঁ করে.॥ ধ্রু ॥
হাথত ধরিআঁ মোর দগধ পরাণে.। আপণে বুইল তোহ্মে আহ্মার কারণে.॥ তভোঁ আনুমতী মোক নাঁ দিলেক রাহী.। আর

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'একবার'। এটিই সঙ্গততর পাঠ মনে হয়।
২. স্থানাভাবে পা-এর আকার মাত্রার উপরে লিখিত হয়েছে।
৩. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'রাধিকামন্যুনিঃশেষং নাগরঃ পরমাক্ষরম্'।



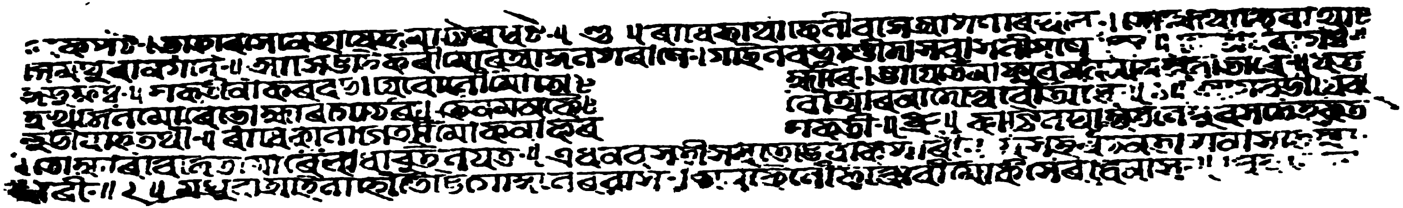
২২৬ক

তার মুখ নাঁ দেখে সুন্দর কাহ্নাঞিঁ.॥ ২॥ বিথর বুলিআঁ বড়ায়ি কাজ কিছু নাহীঁ.। তোহ্মার বিদিত যত বুইল রাহী॥ চরণে ধরিআঁ বোলোঁ চল তোহ্মে ঘর.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর.॥ ৩॥ গুজ্জরীরাগঃ.॥ কুড়ুক্কঃ.॥ বুঝিতেঁ না পারো কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার চরিত.। যাচিতেঁ উপেখহ তোহ্মে সে আমৃত.॥ আর কভোঁ ধিক না বুলি ব চন্দ্রাবলী.। মোর বোলে ভর করী আইস বনমালী.॥ ১॥ আসুখিনী চন্দ্রাবলী বিকলী বিরহে এবেঁ তাক তেজিতেঁ উচিত তোর নহে.॥ ধ্রু॥ মোর বোলেঁ তোহ্মে তার পাসক না আসিবেঁ.। পাছে কলি কাহ্নাঞিঁ বিরহদুখ পাইবেঁ.॥ ভাত না খাইলি তবেঁ তাহার কারণে.। শাকর খাইতেঁ তোহ্মে আদবাহ[1] কে হে.॥ ২॥ ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী.। উত্তম জনের নেহা ,তহেন মুরারী.॥ যে পুণি আধম জন আন্ত[2]

১. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'আদরাহ'। অর্থসঙ্গতির দিক থেকে এটিই সঠিক পাঠ মনে হয়।

২. '৮' লাইনের শেষে।

অথ রাধাবিরহঃ



২২৬খ

রে কপট.। তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট.॥ ৩॥ রাধিকা থাকিলী বসি আপণার ঘরে.। তোহ্মে থাকিলা আ[১]
সি মথুরা নগরে.॥ আসি জাই করী মোর আকুল পরাণে.। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥ বিভাষ রাগঃ॥
কুডুক্ক.॥ শকতী না কর বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে[২]। জায়িতেঁ না ফুরে মন নাম শুণী তারে.॥ যত ২২৬
দুখ দিল মোরে তোহ্মার গোচরে[৩].। হেন মন কৈলোঁ[৪] আর না দেখিবোঁ তারে.॥ ১॥ আগ বড়ায়ি বা
ছড়ী যাহ তথী.॥ রাধিকা লাগিআঁ মোক না কর শকতী.॥ ধ্রুং॥ কাটিল ঘাঅত নেম্বুরস দেহ কত
। তোহ্মার বিদিত মোরে রাধা বুইল যত.॥ এ ধন বসতী[৫] সব তেজিবাক পারী.। দুসহ বচনতাপ না সহে মু[৬]
রারী.॥ ২॥ মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস.। মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস.॥ বিরহে কা

১. '৮' লাইনের শেষে।
২. 'তো'-এরপর '৷'। তারপব সূত্রবন্ধনী শেষে 'হ্মারে'।
৩. 'গোচরে'-এর এ-কার নাগরী লিপিতে মাত্রার উপরে।
৪. 'কৈ'-এরপব '৮'। তাবপব সূত্রবন্ধনী শেষে 'লোঁ'।
৫. বসন্তরঞ্জনের পাঠ : 'বসতা'। বসতী' সঠিক পাঠ মনে হয়।
৬. '৮' লাইনের শেষে।

(পুঁথি এখানে খণ্ডিত। পরবর্তী পাতাগুলি পাওয়া যায়নি।)

পরিশিষ্ট

কয়েকটি বিশিষ্ট অভিমত

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭)

(ক) The MS. of the 'Śrī-Kṛṣna-Kīrttana' has been almost miraculously preserved, to be discovered by Basanta-Ranjan Ray and edited by him in a style rarely attained in the edition of an old text in India (VSPd, San 1323). The work seems to have been lost sight of from the 17th century, and it is in this way that this language could not be altered, from the original form in which it was composed, to late Middle Bengali, or even Modern Bengali, in the hands of subsequent copyists. The grammar of the speech of the 'Śrī-Kṛṣna-Kīrttana' gives a clue to many of the forms of New Bengali. The speech here is not what may be called Old Bengali, taking *Old, Middle* and *New* in the sense in which they are used with regard to the Germanic and Romanic languages. The Caryas are in Old Bengali, and are comparable to Old English (Anglo-Saxon) remains in the study of English : *Old* in the sense that the speech belongs partly to an ancient stage rapidly passing away. The 'Śrī-Kṛṣna-Kīrttana' belongs to what may be called the *Early Middle Bengali stage* : and its importance in other study of Bengali, in the absence of other genuine texts, is as great as that of the works of Layamon, Orm and Chaucer in English.

[O D.B L , Introduction, pp. 128-29) pt I, 1926 & 1970.]

(খ) চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বাঙ্গালা ভাষার মধ্য যুগের প্রাচীনতম পুস্তক। চর্যাপদে বাঙ্গালা ভাষা তখনও তরল অবস্থায়, কিন্তু বাঙ্গালা মূর্তি ধরিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা একেবারে বিশিষ্ট, সুপরিজ্ঞাত বাঙ্গালা ভাষার রূপ ধারণ করিয়াছে। যে পুঁথিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রক্ষিত হইয়া আছে, তাহা শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় প্রাচীন লিপিবিৎ পণ্ডিতের অভিমত অনুসারে, খ্রীষ্টীয় ১৩৫০-১৪০০-র মধ্যে লিখিত; পুঁথিখানি গ্রন্থকারের সমসাময়িক। সৌভাগ্যক্রমে, পুঁথিখানি প্রাচীন বলিয়াই আমরা ১৪শ শতকের বাঙ্গালার বিশুদ্ধ নিদর্শন পাইতে পারিয়াছি। অন্যথা, বাঙ্গালার অন্যান্য প্রাচীন কবির ভাষার মতো, পরবর্তী পুঁথি-পরম্পরায় পরিবর্তিত হইয়া আসিত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীন ভাষা আধুনিক বাঙ্গালার রূপ ধরিয়া বসিত।

চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা—ইহাদের ছন্দঃ, বর্ণবিন্যাস ও পদ-সাধন, সমস্তই ইহাদের প্রাচীনত্বের পরিপোষক।[১] ইংরেজি ভাষার ইতিহাস আলোচনায়, লায়ামন, ওর্‌ম্ ও চসারের ভাষার তথা অ্যাংগ্লো-সাক্‌সনের যে স্থান. বাঙ্গালা ভাষানুশীলনে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ও চর্যাপদের ভাষারও ঠিক সেই স্থান।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯)

মধ্যযুগের আদি কবি বড়ু চণ্ডীদাস। আমরা এখানে চণ্ডীদাস সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতে বসি নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস সম্বন্ধে তাঁহার রচিত পুস্তকখানি হইতে আমরা কি জানিতে পারি, তাহাই আমাদের আলোচ্য। এই প্রসঙ্গে আমাদের পূর্বসংস্কার বর্জনীয়।

প্রথম কথা কবির নাম কি সত্যই চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকস্থানে আমরা নিম্নলিখিত ভণিতাগুলি দেখিতে পাই :

মাথাএ বন্দি আঁ বাসলীপাএ।
আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥ [দান, ২৪নং গীত]
অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল
দেবী বাসলী চরণে॥ [কাল, ৩০নং]
গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসেঁ
দেবী বাসলীগণে॥ [দান, ৩১নং]
অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গাইল
দেবী বাসলীগণে॥ [বৃন্দাবন, ১৩নং]
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ

---

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়া রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) কিন্তু বঙ্গ ভাষানুশীলনকারীদের অগ্রণী, বহুশাস্ত্রবিৎ শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না, নিরপেক্ষ বিচার করিলে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রামাণিকত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। ২৬শ বর্ষের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের ন্যায় প্রাচীন সাহিত্যানুশীলক ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত, উভয়েই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যে প্রামাণিক গ্রন্থ, তদ্বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অনুকূল রায় দিয়াছেন।

[বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে, বাংলা ভাষার কর্ম ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া, ১৯৭৫, পৃ. ১৯৯]

আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে॥ [বংশী, ৩৪নং]
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে॥ [রাধাবিরহ, ৬নং]
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাস॥ [রাধাবিরহ, ৯নং]

এই সাতটি ভণিতা হইতে আমরা বুঝিতে পারি কবির প্রকৃত নাম অনন্ত। তাহার কৌলিক উপাধি 'বড়ু'। চণ্ডীদাস তাঁহার গুরুদত্ত নাম।··· সেই যুগে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এই তিন জাতিই সংস্কৃতের চর্চা করিত। বড়ু চণ্ডীদাস ১২৩টি সংস্কৃত শ্লোক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি জয়দেবের গীতগোবিন্দের পাঁচটি বিখ্যাত অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কাজেই নিঃসন্দেহে তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, গ্রন্থকার কোনও স্থলে নিজেকে দ্বিজ বলেন নাই। এই সকল কারণে তাঁহাকে কায়স্থ মনে করাই সঙ্গত।

সংস্কৃত শ্লোকগুলি যে চণ্ডীদাসের রচিত ও-বিষয়ে কোনও সঙ্গত সন্দেহ-কারণ নাই। প্রথমতঃ, এই শ্লোকগুলি অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ, এইগুলি পুস্তকের মধ্যে বর্ণনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে যোগসূত্ররূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দুই এক স্থলে যে সামান্য অসঙ্গতি দেখা যায় তাহা লিপিকরের প্রমাদে।···

বড়ু চণ্ডীদাস কি বৈষ্ণব ছিলেন! যদিও তিনি রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লিখিয়াছেন, তথাপি আমরা তাঁহাকে হিন্দু ভিন্ন বৈষ্ণব বলিতে পারি না।··· বড়ু চণ্ডীদাস তান্ত্রিক সহজ সিদ্ধি সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি যোগধ্যান সম্বন্ধে বলিতেছেন :

আহো নিশি যোগ ধেআই।··· [রাধাবিরহ, ২৯নং গীত]

মনপবন, গগন, দশমী দুয়ার এই সমস্ত তান্ত্রিক সহজসিদ্ধির পারিভাষিক শব্দ···। ইহা হইতে মনে হয় বড়ু চণ্ডীদাস সহজসাধক ছিলেন। ভণিতা হইতে বুঝিতে পারি, তিনি বাসলী দেবীর ভক্ত ছিলেন। ···এই বাসলী চণ্ডীমূর্তি কিংবা সরস্বতীমূর্তি, তাহা আমরা জানি না।···তিনি সংস্কৃতের কিরূপ নিপুণ অনুবাদক ছিলেন, তাহা তাহার জয়দেবের পদগুলির অনুবাদ হইতে বুঝা যায়।···

শহীদুল্লাহ্ : বড়ু চণ্ডীদাস :

···এই বড়ু চণ্ডীদাস কত পূর্বে ছিলেন? ইহার উত্তর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল হইতে অনুমান করিতে হইবে। লিপিতত্ত্ববিদ্ পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপি তিনখানি প্রাচীন পুথির লিপির সহিত তুলনা করেন। তন্মধ্যে বোধিচর্যাবতার ১৪৯২ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১৪৩৬/৩৭ খ্রী. লিখিত

হইয়াছিল। ধর্মরত্ন ১৪১৭ শকাব্দের বা ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত। তৃতীয় গ্রন্থ শূদ্রপদ্ধতির লিপিকাল তাঁহার মতে ১৪৪২ বিক্রমাব্দ অর্থাৎ ১৩৮৫/৮৬ খ্রী.। ইহাতে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন "১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত হইয়াছিল।" কিন্তু শূদ্রপদ্ধতির লিপিকাল "সং ১৪৪২ শকে।" সুতরাং ইহা সংবৎ নহে। সং সংবৎসরের সংক্ষিপ্ত রূপ মাত্র। ১৪৪২ শকাব্দে ১৫২০ খ্রী. হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপি ১৪৩৬ হইতে ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লিপি অপেক্ষা প্রাচীন, ইহা প্রমাণিত হয়। সুতরাং ইহার লিপিকাল আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে। বড়ু চণ্ডীদাস ইহার পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। এই গ্রন্থ যে বড়ু চণ্ডীদাসের স্বহস্তলিখিত নয়, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।...

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা হইতে প্রমাণিত হয় যে বৌদ্ধ-হিন্দু যুগের পরে বাঙ্গালা কাব্যকুঞ্জের আদি পথিক ছিলেন এই চণ্ডীদাস।

(ক) সমস্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উত্তম পুরুষের একবচন ও বহুবচনে দুইটি পৃথক ক্রিয়ারূপ আছে; যথা, মোএঁ চলোঁ, চলিবোঁ, চলি লোঁ, চলি তোঁ; আহ্মে চলিএ, চলিব, চলিল, চলিত। এইরূপ নিয়মিত প্রয়োগ আর কোনও বাঙ্গালা পুস্তকে দেখা যায় না। অথচ সরাটী, রাজবংশী, চাকমা, ময়াং প্রভৃতি প্রাদেশিক বুলিতে এবং প্রাচীন আসামীতে এইরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়।

(খ) অতীতকালে মধ্যম পুরুষে আহা এবং উত্তম পুরুষে আহোঁ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং প্রাচীন আসামী পুস্তকে মাত্র দৃষ্ট হয়; যথা, তোহ্মে চলিলাহা, আহ্মে চলিলাহোঁ।

(গ) কর্তা প্রথম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে অকর্মক ক্রিয়ার অতীতকালে স্ত্রীপ্রত্যয় হয়; যথা, রাহী গেলী, চলিলী, বসিলী। এইরূপ প্রয়োগ কেবল বৌদ্ধ গানে আছে।

(ঘ) কর্মকারকে 'ক' এবং অধিকরণে 'ত' বিভক্তি। ইহা বর্তমানে উত্তরবঙ্গের বুলিতে এবং আসামী ভাষায় আছে।

(ঙ) করণ কারকে তে বিভক্তির (যেমন, স্তুতিতে, গরুতে) অভাব।

(চ) সম্বন্ধের বহুবচনে -দের, -দিগের বিভক্তির অভাব।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আরবী-পারসীজাত মাত্র এই শব্দগুলি আছে—কামান (ধনু), খরমুজা, বাটী, মজুর, মজুরিআ, গুলাল, লেম্বু (লেবু), অকার। ইহা হইতে বুঝিতে পারি যে মুসলমান রাজত্বের আদি সময়ে চণ্ডীদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

[বাংলা সাহিত্যের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড—মধ্যযুগ, ২য় সং, নভেম্বর ১৯৬৭, বড়ু চণ্ডীদাস, পৃ. ২৬-৩৯]

সুকুমার সেন (১৯০১-১৯৯২)

নাট্যগীতি পাঞ্চালী : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

সে কাব্য (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) পাওয়া গেল ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের দ্বারা বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী এক গ্রামে মল্লরাজগুরু বৈষ্ণবমহান্ত শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশজাত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অযত্নরক্ষিত অবস্থায়। গোড়ার দুইটি আর শেষে অন্ততঃ একটি পাতা নাই।[১] কবির ভণিতা 'চণ্ডীদাস'। বেশিরভাগ 'বড়ু চণ্ডীদাস'। কৃষ্ণের ব্রজলীলা লইয়া ধারাবাহিক রচনা। কিন্তু কাব্যটির কোন নাম পাওয়া গেল না। প্রাচীন বৈষ্ণব লেখকদের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া আবিষ্কর্তা-সম্পাদক বসন্তরঞ্জন নাম দিলেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। সেই নামেই কাব্যটি পরিচিত হইয়াছে।···

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির ভাষা অনেক পুরানো বলিয়া মনে হইল। তাই দেখিয়া শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিদ সমর্থন করিলেন, এ ভাষা চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দের। এ অনুমান এখনও অপরিত্যক্ত।···

কৃষ্ণকীর্তন পুথি এক হাতের লেখা নয়, দুইটি ভিন্ন হাতের (আসলে ঢঙের) লেখা আছে। একটি পুরানো গোটা গোটা অনুশাসন খোদাইয়ের রীতিতে সযত্ন লেখা। আর একটি জড়ানো জড়ানো টানা হাতের অর্বাচীন ছাঁদের, পত্র-দলিলের রীতির লেখা। অর্বাচীন ছাঁদে লেখা পাতাগুলিকে পরবর্তীকালের যোজনা বলিবার উপায় নাই কেননা কালি এক কাগজও এক, এবং একই অচ্ছিন্ন ভাজ করা পাতায় প্রাচীন-অর্বাচীন দুই ছাঁদের লেখাই পাওয়া গিয়াছে।··· প্রত্নলিপিবিশারদেরা আরও ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে বাঙ্গালা পুথির বিচার হাতের লেখার উপর নির্ভর করিলেই চলিবে না। যাহার উপর লেখা হইয়াছে সেই কাগজ এবং যাহা দিয়া লেখা হইয়াছে সেই কালিও পরীক্ষা করিতে হইবে। রাখালদাস অথবা রাধাগোবিন্দ বাবু (বসাক) কাগজ ও কালির দিকে মনোযোগ দেন নাই। দিলে কখনই পুথিটিকে প্রাচীন বলিতেন না। কাগজ পাতলা, মাড়ের তৈয়ারি, ঠিক যেন মিলের কাগজ। এরকম কাগজে লেখা পুথি বা দলিল অষ্টাদশ শতাব্দের আগে দেখি নাই, উনবিংশ শতাব্দে যথেষ্ট দেখিয়াছি। কালিতেও প্রাচীন পুথির কালির মত গাঢ় উজ্জ্বলতার চিহ্নমাত্র নাই। পুথিটিকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার লিখিত অভিমত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দের শেষার্ধ। অক্ষরের দিক দিয়াও কোন বাধা নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুরানো ছাঁদের মত অক্ষর অষ্টাদশ শতাব্দের পুথিতে অনেক দেখিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির প্রাচীনত্বের উপরই কাব্যটির প্রাচীনত্ব নির্ভর করিতেছে, এই ধারণার বশে রহিয়াই আমরা ভুল পথে চলিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি প্রাচীন নয় তবে ভাষায় প্রাচীনত্বের ছাপ আছে এবং কাব্যটির শিল্প অবশ্যই প্রাচীন।···

---

১. শেষের পাতা না থাকা বিস্ময়ের কথা। তাহার পরেও অনেকগুলি সাদা পাতা আছে। সেই সাদা পাতাগুলি রহিয়া গেল কিন্তু পুথির শেষ পাতা রহিল না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মধ্যকালীন বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন রূপটি যতটা অবিকৃত আছে এতটা আর কোন পুরানো পুথিতে পাই না। চর্যাপদাবলীর পরেই বাঙ্গালা ভাষার পুরানো নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বহুল লভ্য। একথা মোটামুটি ঠিক। তবে সত্য করিয়া এই পর্যন্ত বলা যায় যে আমরা নিশ্চিতভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিতে আবদ্ধ ও অশ্মীভূত চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দের সাহিত্যের ভাষা সম্পূর্ণ পাই নাই। পাইয়াছি মোটামুটি মধ্যকালীন বাঙ্গালা ভাষা—যাহা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোটামুটি অবিকৃতভাবে আধুনিককাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাঠামো প্রাচীন, বস্তুত পুরাতন। কিন্তু ইহার মধ্যে প্রক্ষেপ বেশ আছে।—সে প্রক্ষেপ দুই রকমের—গায়নের এবং প্রাপ্ত পুথির সংস্কর্তার ও লেখকের।

[বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, অষ্টম পরিচ্ছেদ (৪র্থ সং, ১৯৬৩), পৃ. ১৩৪-৩৭]

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-২০০৩)

পুরাতন সাহিত্যের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা নিয়ে বিশ্বের সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক সমস্যার উদয় হয়েছে, তার কিছু কিছু এখনো অমীমাংসিত রয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রাচীন, না অর্বাচীন, এটি কোন্ চণ্ডীদাসের রচনা, শ্রীচৈতন্যদেব দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কোন্ চণ্ডীদাসের গান শুনে বাহ্যিক চেতনা ফিরে পেতেন, এসব সমস্যা একালের সাহিত্যিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও সমালোচকদের শিরঃপীড়ার কারণ ঘটিয়েছে। ··· কেউ কেউ ভক্তিবাদ বাদ দিয়ে শুধু ভাষা ও ইতিহাসের নিঃস্পৃহ দৃষ্টির দ্বারা বিচার করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকে আদিতম চণ্ডীদাস অর্থাৎ বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলে গ্রহণ করবেন। ··· যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় প্রথমে পুঁথির কাগজ ও অন্যান্য লক্ষণ বিচার করে এই কাব্যের প্রাচীনতা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। পরে এই বিরূপতা ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিতত্ত্ব নিয়ে মৌলিক গবেষণা করেছেন। তাঁর মতে, পুঁথিটি কোনমতেই অর্বাচীন কালের নয়। ··· ঐতিহাসিক ও প্রাচীন লিপিবিশারদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পুথির সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের অনুরোধে পুঁথিতে ব্যবহৃত লিপি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। ···

রাখালদাসের মতে এই পুঁথিতে তিন ধরনের হাতের লেখা আছে—(ক) প্রাচীন হস্তাক্ষর, (খ) প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুকরণ এবং (গ) অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর। ··· তিনি 'বোধিচর্যাবতার' (১৪৯১ বিক্রমাব্দ = ১৪৩৬/৩৭ খ্রী. অ.) 'শূদ্রপদ্ধতি' (১৪৪২ বিক্রমাব্দ = ১৩৮৫/৮৬ খ্রী. অ.) ও 'ধর্মরত্ন' (১৪১৭ শকাব্দ = ১৪৯৫ খ্রী. অ.) মোট তিনখানি প্রাচীন পুঁথির অক্ষরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত বর্ণমালার স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের তুলনামূলক আলোচনা করেন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হন—'১৩৮৫ খ্রী. অ. হইতে ১৪৯৫ খ্রী. অব্দের মধ্যে লিখিত এই গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত অক্ষর অপেক্ষা কৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীন অক্ষরসমূহ প্রাচীনতর। ··· অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কৃষ্ণকীর্তনের যে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ১৩৮৫ খ্রী. অব্দের পূর্বে, সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দের প্রথমার্ধে লিখিত হইয়াছিল।' ···

ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী মেদিনীপুর থেকে প্রাপ্ত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত যে বিষ্ণুপুরাণের উল্লেখ করেছেন তা ১৪৬৬ খ্রী. অব্দে অনুলিখিত হয়েছিল। তিনিও তার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপি মিলিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অক্ষরগুলি ঐ বিষ্ণুপুরাণের পুরাতন অক্ষরের চেয়েও পুরাতন। ড. রাধাগোবিন্দ বসাকও বৈজ্ঞানিক লিপিতত্ত্বের সাহায্যে ঐ বিষ্ণুপুরাণের পুথির অক্ষরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অক্ষর মিলিয়ে স্থির করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি ১৪৫০-১৫০০ খ্রী. অব্দের মধ্যে অনুলিখিত হয়ে থাকবে। এঁদের মতে, ১৫ শতাব্দীর মধ্যভাগ বা তার কিছু পরে এই পুথি নকল করা হয়েছিল। রাখালদাসের হিসেবের কিছু কম করলে এ কাব্য ও পুথির প্রাচীনতা সম্বন্ধে কারো সংশয় থাকবে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে নকল করা পুথি পাওয়া গেছে, তা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে কপি হয়েছিল তা অনুমান করা যেতে পারে। ··· যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি পুথিটি বিশেষভাবে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিটি ১৫৫০ খ্রী. অব্দের দিকে অনুলিখিত হয়ে থাকবে।···

পুথির লিপি, অক্ষর গঠন, কাগজ, পুথির মধ্যে প্রাপ্ত ১০৮৯ সনে (১৬৮২) লিখিত রসিদ, মণীন্দ্রমোহন -আবিষ্কৃত দুখানি পুথি, যোগেশচন্দ্রের অনুমান মিলিয়ে মনে হচ্ছে পুথিটি ১৭ শতাব্দীর কিছু পূর্বে, ১৬ শতাব্দীর শেষের দিকে নকল করা হয়েছিল। পুথির প্রাচীনতা অনুসারে মূল কাব্যটির রচনাকাল নির্ধারণে কিছু সাহায্য হতে পারে, এই জন্য প্রাপ্ত পুথিটির গুরুত্ব এত বেশী।···

ভাষা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক হয়েছে, এখনও হচ্ছে এবং আশঙ্কা করি, এ বিষয়ে ভবিষ্যতেও কাজিয়া চলবে। চর্যাগানের মতো এ-ভাষাও অতি পুরাতন, তবে চর্যার ভাষার মতো অতটা দুর্জ্ঞেয় নয়, কারণ এটি চর্যাগানের শ'দুই বছর পরে রচিত. বা কিছু পরেও হতে পারে। ··· নানা মতভেদ সত্ত্বেও আমি মনে করি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিটি বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাচীনতম বাংলা পাণ্ডুলিপি। ··· চৈতন্যভাবাশ্রিত গৌড়ীয় সাধন-ভজনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বক্তব্য ও ভাবের গুরুতর পার্থক্য আছে বলেই কি এটি বৈষ্ণব সমাজের অবহেলার বস্তু হয়েছিল, এবং ক্রমে এর সমস্ত কপি লোকলোচনের অদৃশ্য হয়ে গেল? মনে হয়, এ কাব্য পরবর্তীকালে প্রচারিত হয়নি বলে এর মূল ভাষা অনেকটা অবিকৃত আছে। তাই এতে পশ্চিম বাংলার প্রান্তীয় উপভাষার মধ্যযুগীয় আদিপর্বের ভাষাগত প্রাচীনতা অনেকটা বজায় আছে।···

চর্যাগান ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, এ ভাষা কখনোই ১৫শ শতাব্দীর পূর্বে যেতে পারে না। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, চর্যার শব্দ যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পরিবর্তিত আকার গ্রহণ করেছে তাতে এ কাব্যকে চর্যার চেয়ে ৩-৪শ বছর পরবর্তী বলে মনে হবে। চর্যার রচনাকাল আনুমানিক ১০ম থেকে ১২ শতাব্দী। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল ১৫শ-১৬শ শতাব্দী হওয়াই সম্ভব। ··· মনে হয়, ১৫শ শতকের গোড়ার দিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচিত

হলেও হতে পারে, এর শব্দের মধ্যেই তার ইঙ্গিত আছে। সেই ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণপঞ্জীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও বিকাশ পরম্পরার যোগসূত্রটি আবিষ্কার করেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অবশ্য তাঁর পূর্বেই সেই পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত তাঁর The Origin and Development of the Bengali Language (দু'খণ্ডে সমাপ্ত) গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাতাত্ত্বিক প্রামাণিকতা ও প্রাচীনত্বের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।···

১৪শ-১৫শ শতাব্দীর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দু-চারটি ইসলামি শব্দের ব্যবহার, এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, তার দ্বারা পুথি বা ভাষার অর্বাচীনতা প্রমাণিত হয় না। সে যাই হোক, ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীদের মত অনুসরণ করে এবং চর্যার ভাষা বিচার করে আমার অনুমান, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাকে ১৫শ শতকের শেষভাগে, বড় জোর ১৬শ শতকের গোড়ার দিকে স্থাপন করা যেতে পারে।

[বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, ৫ম সংস্করণ ১৯৯৫, পৃ. ৩৩৫-৩৪৫]

সত্যব্রত দে (১৯২৫)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশিত হবার পর প্রত্নপ্রেমী ও ভাষাতাত্ত্বিকেরা প্রায় সকলেই এর প্রাচীনতা ও অকৃত্রিমতাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।···সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শহীদুল্লাহ্ প্রভৃতি ভাষাতাত্ত্বিকেরা এর ভাষার প্রাচীনতার বিষয়ে দৃঢ়মত ব্যক্ত করায় সারস্বত মহলে গ্রন্থটির মূল রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে (কিছু আগে বা পরে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত) বলে গৃহীত হয় এবং এর ভাষা মূলত বাংলা ভাষার আদি-মধ্যস্তরের নিদর্শন বলে স্বীকৃতি লাভ করে।

কিন্তু তাই বলে যে এর ভাষা সম্পর্কিত সমস্ত বিতর্কের অবসান হয়েছে তা নয়। সাম্প্রতিক কালে গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ প্রাচীনতায় সন্দেহ প্রকাশ করে কিছু কিছু মন্তব্য প্রকাশ করেছেন ড. সুকুমার সেন। পুথির অর্বাচীনতা বিষয়ে তাঁর সাম্প্রতিক কালের মন্তব্যে কোন দ্বিধা বা সন্দেহের অবকাশ নেই।[1] কিন্তু এর ভাষা সম্পর্কিত আলোচনায় এর মানস প্রবণতা (bias) অর্বাচীনতা প্রমাণের দিকে বলে বোঝা গেলেও ইনি যে সম্পূর্ণ দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেননি তাও সুস্পষ্ট।···

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীসেন শতাব্দ-ভিত্তিক অধ্যায় বিভাগ করেছেন এবং কৃষ্ণকীর্তনকে পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত রেখেই এর বিচার করেছেন। এর থেকে অনুমান করা যায়, দ্বিধা সত্ত্বেও, ইনি কৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল পঞ্চদশ শতকের পরবর্তী একথা বলতে চান না।

---

১. ড. সেন প্রথমদিকে পুথির লিপিকাল ও ভাষা ১৬০০ খৃষ্টাব্দের দিকের বলে মনে করতেন। সাম্প্রতিক কালে প্রধানত পুথির কাগজ ও কালি বিচার করে পুথিটিকে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের বলে দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করেছেন (দ্র. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৫ম সংস্করণ, পূর্বার্ধ, পৃ. ১৩৯)।···তারাপদ মুখোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল সম্পর্কে স্পষ্ট কোন মন্তব্য করেছেন বলে জানা নেই।···তবে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের 'চর্যাগীতি' পুস্তকে তাঁর একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকালের ঊর্ধ্বসীমা ১৫১৪'।

ভাষার ইতিবৃত্তে বাংলাভাষার আদি-মধ্যযুগের আলোচনায় শ্রীসেন লিখেছেন : 'তবে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি তেমনি পুরানো না হইলেও মূলে হস্তক্ষেপ বেশী না পড়ায় আদিমধ্য বাংলার পরিচয় অনেকখানিই দেয়।' [পৃ. ১৭৯/১৩ সংস্করণ ১৯৭৯] ···ভাষার ইতিবৃত্তে ছন্দ প্রসঙ্গেও ইনি লিখেছেন : 'আদি-মধ্য বাংলার নিজস্বরূপ অনেকটা পরিপূর্ণভাবে প্রকটিত দেখি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'।···

সাম্প্রতিককালে গ্রন্থটির কোন কোন বিষয় সম্পর্কে শ্রীসেনের সংশয়গর্ভ কিছু কিছু উক্তি প্রকাশিত হওয়ায় পাঠকমহলে বিভ্রান্তি দেখা দিচ্ছে। আমাদের আলোচনায় দেখেছি তার বিভিন্ন উক্তিতে দ্বিধার পরিচয় সুস্পষ্ট। কিন্তু তাই বলে তিনি গ্রন্থের ভাষার প্রাচীনতাকে সরাসরি নাকচ করে দেননি। বরং এর প্রাচীনতার পক্ষে বেশ কিছু সুস্পষ্ট মন্তব্যও করেছেন। আমরা সেই সব দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি।

[বিতর্কিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ভাষাপ্রসঙ্গ, পৃ. ১৭৪-১৮৬, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৫]

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (১৯৪২)

পুথি ও পাঠ-পরিচয় (পৃ. ১৬১-১৬৫)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিটি বসন্তরঞ্জন রায় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম হইতে আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মোট পদের সংখ্যা (খণ্ডিত পদসহ) ৪১৮। পুথির প্রথম দুইখানি পাতা পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত শেষ পৃষ্ঠার সংখ্যা ২২৬/২। অতঃপর পুথি খণ্ডিত। জন্মখণ্ডের ৩/১ পৃষ্ঠা হইতে রাধাবিরহের ২২৬/২ পৃষ্ঠার মধ্যবর্তী নিম্নলিখিত পাতা বা পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নাই : ৯, ১৬, ১৭/১, ১৯/১, ৪১, ৮৮/২, ৯৩/২, ৯৮/১, ১০৪-১১১ এবং ১৪৫-১৫১। পুথিখানি বাংলা তুলোট কাগজে উভয় পৃষ্ঠায় লেখা।···

সুকুমার সেন তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড—পূর্বার্ধ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির শেষের পাতা না থাকায় 'বিস্ময়ের কথা' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, 'তাহার পরেও অনেকগুলি শাদা পাতা আছে। সেই সাদা পাতাগুলি রহিয়া গেল কিন্তু পুথির শেষ পাতাখানি রহিল না। এ রকম ঘটনা আর কোন দ্বিতীয় পুথিতে দেখি নাই।'···

আমাদের মনে হয় ২২৬/২-এর পর আরও কয়েক পৃষ্ঠা নকল করা (কপিকরা) লিপিকরদের বাকি ছিল। সম্ভবতঃ সে কারণেই অতিরিক্ত সাদা পাতাগুলি থাকিয়া গিয়াছে পুথির শেষে। যে কোনো কারণেই হোক লিপিকরেরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির শেষাংশ হয়ত কপি করিয়া যাইতে পারেন নাই।···

সমগ্র পুথিতে সংস্কৃত শ্লোক রহিয়াছে ১৬১।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির ২২৬ পাতা অর্থাৎ ৪৫২ পৃষ্ঠার মধ্যে মাঝের মোট ৪৫ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নাই। ৪৫২ হইতে ৪৫ পৃষ্ঠা বাদ গেলে ৪০৭ পৃষ্ঠা থাকে। এই ৪০৭ পৃষ্ঠায় আমরা ৪১৮টি পদ পাইতেছি। সুতরাং যে ৪৫টি পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নাই তাহাতে যে ৪০-৫০টি পদ ছিল এরূপ অনুমান করা যায়।

পুথির লেখা তিন হাতের। পুথির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০৭। ইহার মধ্যে তৃতীয় হাতের লেখা ৪ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় হাতের লেখা ২০ এবং বাকি সবই অর্থাৎ ৩৮৩ পৃষ্ঠা প্রথম হাতের।

পুথির লিপি বিচার করিয়া রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল' প্রবন্ধে জানাইয়াছেন, 'ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র যে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত হইয়াছিল।' অবশ্য The Origin of The Bengali Script গ্রন্থে তিনি ইহার লিপিকাল পঞ্চদশ শতক বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত বিষ্ণুপুরাণের পুথির লিপি (১৪৬৬ খ্রী.) হইতে প্রাচীনতর বলিয়াছেন।

রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি ১৪৫০-১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অনুলিখিত।

যোগেশচন্দ্র রায় পুথির লিপিকাল ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করেন। সুকুমার সেনের মতে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি প্রাচীন নয় তবে ভাষায় প্রাচীনত্বের ছাপ আছে, এবং কাব্যটির শিল্প অবশ্যই প্রাচীন।' [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ ···]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে যে জিনিসটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে—তাহা হইল লিপিকরদের সতর্কতা। পুথির পৃষ্ঠায় বেশ কিছু কাটাকুটি ও অশুদ্ধি সংশোধন আছে; এগুলির অধিকাংশই লিপিকরদের স্বহস্তে করা। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লিপিকর ব্যতীত অন্য কাহারো কাহারো হস্তাক্ষরের চিহ্নও দেখা যাইতেছে।···

···পুথিতে মূল লিপিকর ছাড়াও আরও চার-পাঁচজনের হস্তাক্ষর তোলাপাঠে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সংশোধকের হাতেই কি সংশোধনকালে মূল পুথি ছিল? নাকি কোনো-কোনো সংশোধকের প্রদত্ত তোলাপাঠ তাঁহাদের অনুমিত সংশোধন সংযোজন, কল্পিত শুদ্ধ পাঠ মাত্র?

কাব্যনাম সমস্যা (পৃ. ১৪০-১৪৭)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের নাম সম্পর্কে সংশয়ের প্রধান কারণ এই যে এ পুথির অগ্রপশ্চাৎ খণ্ডিত। কবি তাহার কাব্যে কি নাম দিয়াছিলেন তাহা এখন প্রত্যক্ষভাবে জানিবার উপায় নাই। নামহীন পুথির আবিষ্কর্তা ও সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন/মহাকবি চণ্ডীদাস বিরচিত' নাম দিয়া কাব্যটি প্রকাশ করেন।···

১৩৬০ বঙ্গাব্দে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (১৩৬০ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা) 'চণ্ডীদাস সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন। তিনি লেখেন, 'পরলোকগত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বীরভূমের ('বীরভূম' ভ্রমক্রমে লেখা, বাঁকুড়া হইবে) এক গৃহস্থের গোয়ালঘর হইতে রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর এক প্রাচীন পুথি আবিষ্কার করিয়া রসজ্ঞ পাঠকসমাজে এক গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেন। পুথির সঙ্গে রক্ষিত একটি আলগা কাগজের লেখায় বোধ হয়,

পুথিখানি বিষ্ণুপুরের রাজাদের গ্রন্থাগারে ছিল এবং তাহার নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। কিন্তু বসন্তবাবু পুথি সম্পাদনকালে তাহার নামকরণ করিলেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।

আরও পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নামকরণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়। বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের মতে, 'আর কোনো প্রবলতর প্রমাণ না পাইলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ না বলিব কেন?' অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, 'যতদিন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যথার্থ নাম আবিষ্কৃত না হইতেছে ততদিন ইহাকে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।' তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'পুথির আনুমানিক নাম 'কৃষ্ণধামালী' বা 'রাধাকৃষ্ণরতিবিলাপ' বা 'রাধাকৃষ্ণ প্রেমামৃত' না হয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হওয়ায় গুরুতর অন্যায় হয়নি। গুরুতর অসঙ্গতি বা প্রবল বিরুদ্ধ প্রমাণ না পেলে সম্পাদক প্রদত্ত এবং পণ্ডিতজন স্বীকৃত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম পরিবর্তনের কোনো হেতু নেই।'...

আমরা বসন্তরঞ্জন -সম্পাদিত নামহীন এই খণ্ডিত পুথির শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ নামকরণের প্রতিই আমাদের সমর্থন প্রকাশ করি। এই পুথির আনুমানিক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ নামকরণ অনেক বেশি যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য।...

আমরা পুথির মধ্যে প্রাপ্ত রসিদের গুরুত্ব স্বীকার করি এবং উপসংহারে বলি যে এই রসিদ যখন লিখিত হয় তখন সম্ভবতঃ পুথির প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠাও ছিল। যদি নাও থাকে তাহা হইলেও পুথির প্রকৃত নামটি পাণ্ডুলিপি মালিকের অবশ্যই জানা ছিল। রসিদে যে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ নামটি পাই তাহা যে পুথির আসল নাম নয়—সে কথা প্রমাণ করা কঠিন। সম্পাদক প্রদত্ত নাম অপেক্ষা পুথির অভ্যন্তরে প্রাপ্ত নামটিকে গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি।[1]

[বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, সপ্তম সংস্করণ, আগস্ট, ১৯৯৬।]

সত্যনারায়ণ দাশ (১৯৪০-১৯৯৯)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুনর্বিচার (আগস্ট, ১৯৯৯)

১ প্রস্তাবনা।

২ জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের সঙ্গে মিল (আঙ্গিকগত, বর্ণনাগত, উপমাগত, শব্দ ও সংখ্যাশব্দপ্রয়োগগত, ঘটনা ও বিষয়বস্তুগত। যোগসাধনার সঙ্গে সম্পর্ক)। বড়ু যে জায়সীর দ্বারা প্রভাবিত সে-সম্পর্কে প্রমাণ।

৩ শ্রীকৃষ্ণবিজয়, গোপালবিজয় এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (তিন কাব্যের ভাষার তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার অর্বাচীনত্ব প্রতিষ্ঠা)।

১. লক্ষ্য করবার বিষয় অমিত্রসূদন এবং আর যাঁরা 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নামকরণের পক্ষপাতী, সকলেই তাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থ বা প্রবন্ধে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটিই ব্যবহার করেছেন।

৪ কৃষ্ণচরিত্রে ঐশ্বর্যভাব : প্রকৃতপক্ষে অর্বাচীনতার লক্ষণ ; কবির দেবত্বে অবিশ্বাস, ভক্তিহীনতা। এই সঙ্গে পরবর্তী দুটি বিষয়ও বিবেচ্য।

৫ ধর্মসমন্বয়চিন্তা (হরি, হর, রাম, কৃষ্ণ অভিন্ন—এই চিন্তার জন্ম সপ্তদশ শতকে। এই শতকের কাব্যকবিতায় এই চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্বাচীনতার সূচক)।

৬ কাব্যের গ্রাম্যতাদোষ ও কবির রুচিবিকার (এটিও আসলে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের সাহিত্যের যুগলক্ষণ)।

৭ কয়েকটি অপ্রধান প্রসঙ্গ (ভণিতাবিচার—রাধাচন্দ্রাবলীর অভিন্নতা অর্বাচীন কাব্যেও লক্ষণীয়—রাধার বিরহের প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা অর্বাচীন কালের ঘটনা)।

৮ রচয়িতা এক না একাধিক (বিমানবিহারী মজুমদারের মত খণ্ডন—তারাপদ মুখোপাধ্যায় ও যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতবিচার)।

৯ কবি ও তাঁর বাসভূমি :

কবির বাসভূমি নির্ধারণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ অবহেলিত বিষয় : (ক) ভাষাবৈশিষ্ট্য—১. আঞ্চলিক উপাদান, ২. মগহী উপাদান, ৩. ভোজপুরী উপাদান, ৪. মৈথিলী উপাদান, ৫. ওড়িয়া উপাদান। এই মিশ্রণের কারণ অনুসন্ধান : মিশ্রিত ভাষাটি এখনও অঞ্চলবিশেষে প্রচলিত—কবি নিঃসন্দেহে সেই অঞ্চলের। ভাষা ছাড়াও আরো কয়েকটি বিষয় এই সিদ্ধান্তের পোষক : (খ) কবির রামানুগত্য, (গ) বৃক্ষনাম (ঘ) প্রচারভূমি (ঙ) সমাজসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য—গোয়ালাসমাজে স্তরভেদ, নাচনীপ্রসঙ্গ, অবাঙালি সংস্কৃতি, ঘাটোয়ালসংক্রান্ত তথ্য (চ) বাসলীপূজা (ছ) বড়ু পদবী ও কবির সামাজিক পরিচয়। সমস্ত তথ্য বিচার করে বোঝা যায় কবি সিংভূম অঞ্চলের।

১০ গঠন-পদ্ধতি (প্রচলিত মতখণ্ডন)।

১১ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও অংকিয়া নাট (বড়ুর শংকরদেবের রচনার সঙ্গে পরিচয়ের প্রমাণ—ভাষায় রূপতত্ত্বগত মিল, বর্ণনা ও ঘটনাগত মিল—দুর্গাবরী রামায়ণের সঙ্গে সাদৃশ্য)।

১২ বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বাক্য-বাক্যাংশ-সংখ্যাশব্দের প্রয়োগরীতিগত মিল—সামাজিক প্রথাগত, ঘটনাগত, কাব্যরীতিগত, ভাষাগত, লিখনরীতিগত মিল—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তথাকথিত প্রাচীন বৈশিষ্ট্যগুলি এ কাব্যেও আছে)।

১৩ জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (আঞ্চলিক সংস্কৃতিগত ঐক্য—ঘটনার মিল—চরিত্রচিত্রণে মিল—কাব্যরীতির মিল—বাক্য-বাক্যাংশের মিল—ভাষাবৈশিষ্ট্যগত মিল—তিনটি কাব্যের মিল থেকে সিদ্ধান্ত)।

১৪ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ভাষায় স্পষ্ট অর্বাচীন বৈশিষ্ট্য : (স্বরসঙ্গতি–অপিনিহিতি –আদ্য অ > ও –ফার্সী প্রত্যয় ও শব্দ –ইনী স্ত্রী প্রত্যয় –অ, আ, অন্, অন্ত ভাববচন –ইল ভাববচনের এবং ইল নিষ্ঠা বিশেষণের স্বল্পতা –তুমর্থে –ইতে প্রয়োগ –ইল যৌগিক ভাবকর্মবাচ্যের স্বল্প প্রয়োগ –অনুসর্গ বচনরীতিতে পুরুষজ্ঞাপকবিভক্তি প্রয়োগে সর্বনামপদে অর্বাচীনতা –যৌগিক কালের প্রয়োগ –ব্রজবুলির ব্যাপক প্রভাব)।

১৫ প্রাচীনত্বের প্রমাণরূপে বিবেচিত বিশিষ্টতাগুলির বিচাব।
বিশিষ্টতাগুলির অধিকাংশ আঞ্চলিক ; বাকিগুলি অর্বাচীনকালের রচনাতেও লভ্য।
(আদ্য অ-পদান্ত অ (লোপ), –মহাপ্রাণতা –লিঙ্গবিধি –বচন –কারকবিভক্তি –সর্বনাম –পুরুষবিভক্তি –ইল-অন্ত পদ –হে-অন্ত পদ –হলি-অন্ত পদ –ইএ কর্মবাচ্য –ঈ কর্মবাচ্য –কৃদন্ত অতীত –ইউ অনুজ্ঞা-র স্বার্থিক প্রত্যয়)।

১৬ ছন্দ (প্রাচীনত্বের লক্ষণ সন্ধান নিরর্থক কেননা কাঠামো সাঙ্গীতিক)।

১৭ সিদ্ধান্ত : ১. কাব্যটি চৈতন্য-পরবর্তীকালে রচিত। রচনাকাল সপ্তদশ শতক। গোপালবিজয় এবং জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল রচনার মধ্যবর্তী কোনো সময়ে সম্ভবত রচিত। ২. কবি নান্নুর বা ছাতনার নন। তিনি ছিলেন সিংভূম অঞ্চলের অধিবাসী। ৩. উপরিউক্ত দুটি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয় এ কাব্যের প্রকৃত নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হতে পারে না।[১]

পরিশিষ্ট

১ প্রক্ষেপ বিচার।

২ লিপিবিচার।

---

১. সত্যনারায়ণ দাশ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : পুনর্বিচাব' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মত এ-গ্রন্থে পাওয়া যাবে। তিনি আলোচ্য গ্রন্থটি চৈতন্য-পববর্তীকালে, সপ্তদশ শতকে রচিত মনে করেন। এখানে গ্রন্থটির সূচিপত্র সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হল।